হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য হাফ-ব্লাড প্রিন্স

জে. কে. রাউলিং



সূচিপত্র

দ্য আদার মিনিস্টার 4

স্পিনার্স এন্ড 34

উইল অ্যান্ড ওয়োন্ট 66

হোরেস স্লাগহর্ন 93

অ্যান একসেস অব ফ্লেম 132

ড্র্যাকোস ডিট্যুর 172

দ্য স্লাগ ক্লাব 205

স্নেইপ ভিক্টোরিয়স 246

দ্য হাফ-ব্লাড প্রিন্স 272

দ্য হাউজ অফ গনট 309

হারমিওনস হেল্পিং হ্যান্ড 346

সিলভার অ্যান্ড ওপ্যালস 373

দ্য সিক্রেট রিডল 405

ফিলিক্স ফিলিসিস.....437

দ্য আনব্রেকেবল ভাউ.....467

এ ভেরি ফ্রস্টি ক্রিস্টমাস.....501

এ স্লাগিশ মেমোরি.....539

বার্থডে সারপ্রাইজেস.....579

এলফ টেইলস.....617

লর্ড ভোল্ডেমর্টস রিকোয়েস্ট.....650

দ্য আনোয়েবল রুম.....687

আফটার দ্য বেরিয়্যাল.....721

হরক্রাক্সেস.....758

সেকটামসেম্প্রা.....790

দ্য সিয়ার ওভারহার্ড.....821

দ্য কেভ.....854

দ্য লাইটনিং-স্ট্রাক টাওয়ার.....891

ফ্লাইট অব দ্য প্রিন্স.....920

দ্য ফিনিক্স ল্যামেন্ট.....934

দ্য হোয়াইট টম্ব.....965

দ্য আদার মিনিস্টার

তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। প্রধানমন্ত্রী তার অফিস ঘরে একা বসে, হাতে তার লম্বা একটা সরকারি নথি। নথিটা বার বার পড়ার পরও বিষয়বস্তু তার মগজে ঢুকছে না। মন তার পড়ে রয়েছে টেলিফোন যন্ত্রটির ওপর। প্রতিক্ষা করছেন একটা ফোন কলের। দূরদেশের এক প্রেসিডেন্ট তাকে ফোন করবেন। অপেক্ষা করছেন ওই বিরক্তিকর মানুষটি কখন তাকে ফোন করবেন। সেই অপেক্ষার সাথে গত সপ্তাহে এক নাগাড়ে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর সব ঘটনার কথা মন থেকে সরিয়ে ফেলার বৃথা চেষ্টা করে চলেছেন। এতসব চিন্তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী তার হাতের সেই লম্বা ছাপার কাগজের লেখা পড়ার চেষ্টা করছেন। পড়ার সময় সেই কাগজের ওপর ভেসে উঠছে একজনের বিদ্রূপ মাখানো মুখ। তিনি আর কেউ নন–তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী! সেই মানুষটির বক্তব্য ওই দিনের সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়েছে। তিনি শুধু গত সপ্তাহের ভয়ঙ্কর ঘটনার বিশ্লেষণ করেননি (যেনো পাঠকরা কিছুই জানে না) তাদের আবার নতুন করে সে সকল ভয়ঙ্কর ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছেন। শুধু তা-ই না, তিনি আবার প্রতিটি ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি প্রতিটি দুঃখজনক ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্য সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারকে দায়ী করে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

ঘটনাগুলো ভাবতেই প্রধানমন্ত্রীর নাড়ি অতি দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করলো। বিরোধীপক্ষ যাই বলুক না কেন তার জন্য তার সরকার এসব ঘটনার জন্য কোনো মতেই দায়ী নয়। হঠাৎ করে ব্রিজটি দু টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়া থেকে কেমন করে তার

সরকার রুখতে পারতো? এটা ভাবা খুবই অন্যায় হবে যে তার সরকার ওই ব্রিজের তদারকি ও নিয়মিত মেরামতের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করেনি। ব্রিজটি মাত্র দশ বছর আগে বানানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা ভেবে কিনারা করতে পারছেন না হঠাৎ কেন পাকাপোক্ত নতুন ব্রিজটা সমান দুভাগে বিভক্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়লো। আর সে সময় ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়াকালীন বার-চৌদ্দটা গাড়ি নদীতে তলিয়ে গেল। আর কেউ অভিযোগ করতে পারবে না যে পুলিশের গাফিলতি বা অকর্মন্যতার জন্য দুটি জঘন্যতম হত্যা হয়েছে। তাছাড়া দেশের পশ্চিম ভাগে প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ের কথা। সেই ঝড়... আকস্মিক, ঝড় তো আগাম সংবাদ দিয়ে আসেনি? ঝড়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছে, ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। জুনিয়র মন্ত্রী হারপট চোরলের ব্যাপারটা? এর জন্য তিনি কী দায়ী, মন্ত্রী হারপট প্রতি সপ্তাহের কাজের পরিকল্পনা এমনভাবে করেন, যেন বেশিরভাগ সময় তিনি তার পরিবারের সাথে থাকতে পারেন।

দেশ, নিদারুণ এক পরিস্থিতির কবলে, বিরোধী নেতা তার সুখের হাসি চেপে এই কথা বলে তার বক্তব্য শেষ করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত কথাটা নির্ভেজাল সত্য। প্রধানমন্ত্রী হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন জনগণের এখন মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক নয়, তারা শঙ্কিত। ভয় না পাবার কোনো কারণ নেই। এমনকি আবহাওয়া ও দুর্যোগে ভরা; মধ্য জুলাইতে শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়া আর কুয়াশাচ্ছন্ন–এমন তো হওয়ার কথা নয়, স্বাভাবিক তো নয়ই।

প্রধানমন্ত্রী মেমোর দ্বিতীয় পাতা উল্টালেন, উঃ লেখার যেনো শেষ নেই! পড়ার চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। একটু স্বস্তি পাবার জন্য মাথার ওপর হাত দুটো তুলে দুঃখ ভরাক্রান্ত মনে তার ঘরের চারদিকে তাকালেন। তার অফিস ঘরটি অতি সুন্দরভাবে সাজানো। লম্বা জানালার পাল্লাগুলো কাঁচের সার্শি দেয়া। তারই বিপরীতে রয়েছে চকচকে কালো পাথরের ফায়ার প্লেস। বাইরের কনকনে ঠান্ডা হাওয়া যাতে ঘরে ঢুকতে না পারে তার জন্য জানালার কাঁচ ভালভাবে আটা। আবহাওয়াটা স্বাভাবিক নয়। হঠাৎ ঠান্ডাতে তার গাটা শির শির করে উঠলো। চেয়ার থেকে উঠে জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। দেখলেন বাইরে থেকে হালকা কুয়াশা জানালার কাঁচে ধাক্কা দিচ্ছে। তখনই শুনতে পেলেন, পেছন থেকে কে যেন খুক খুক করে কাশলো। ঘন কালো কাঁচের সার্শিতে তার ভয় পেয়ে যাওয়া প্রতিবিম্বের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সমস্ত শরীর যেন জমে বরফ হয়ে গেছে। একটুও যেন নড়বার শক্তি নেই। সেই কাশির শব্দ প্রধানমন্ত্রীর কাছে অপরিচিত নয়। আগেও অনেকবার শুনেছেন। ধীরে ধীরে পিছন ফিরে শূন্যঘরের দিকে তাকালেন।

হ্যালো? একটু সাহস সঞ্চয় করে বললেন।

কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে ভাবলেন কেউ তার প্রশ্নের জবাব দেবে না। কিন্তু পরক্ষণেই শুনতে পেলেন তার প্রশ্নের জবাব চিড় চিড়ে, কিন্তু গলার শব্দ স্থির অনেকটা লিখিত বয়ান পড়ার মতো। প্রথম কাশির শব্দেই প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারলেন কে আসছে। লোকটি বেঁটে খাটো ব্যাঙের মতো মানুষ, মাথায় তার লম্বা রূপালী উইগ। সেই

মানুষটির ছোট নোংরা তৈলচিত্র দেয়ালের এক কোণে ঝোলানো রয়েছে। সেই তৈলচিত্রের মানুষটি গড়গড় করে বললো,

প্রিয় মাগলদের প্রধানমন্ত্রী, আপনার সঙ্গে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সাক্ষাতে কথা বলতে চাই, অনুগ্রহ করে জবাব দেবেন। আপনার বিশ্বস্ত, ফাজ।

.

তৈলচিত্রের মানুষটি কথাটা শেষ করে প্রধানমন্ত্রীর মুখের দিকে জবাবের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইলো।

হুঁ : প্রধানমন্ত্রী বললেন, শোনো, আমার পক্ষে সময় দেয়া সম্ভবপর নয়, আমি একটা টেলিফোন কলের অপেক্ষা করছি, কলটা করবেন একটি দূর দেশের প্রেসিডেন্ট।

সেটা আপাতত মুলতবী রাখুন, পরে দেখা যাবে, ফ্রেমের তৈলচিত্র জোর দিয়ে বললো। প্রধানমন্ত্রী চুপসে গেলেন কথাটা শোনার পর। এই ভয়ই তিনি পাচ্ছিলেন।

কিন্তু আমার যে তার সঙ্গে কথা বলা দরকার, তার ফোনেরই অপেক্ষা করছি।

আমরা সেই দূর দেশের প্রেসিডেন্টকে, টেলিফোন করার ব্যাপারটা তার মন থেকে ভুলিয়ে দেবো। দেখবেন আজ নয় কাল রাত্রে তিনি ফোন করবেন, ছবির ছোট মানুষটি বললো। অনুগ্রহ করে মি, ফাজকে এখনই আপনার উত্তর জানান।

আমি, ওহো... আচ্ছা, ঠিক আছে, চুপসে যাওয়া গলায় প্রধানমন্ত্রী বাধ্য হয়েই বললেন; বেশ, মি, ফাজ আসতে পারেন।

কথাটা বলে প্রাইম মিনিস্টার হন্তদন্ত হয়ে চেয়ারের দিকে যেতে যেতে গলার টাই ঠিকঠাক করে নিলেন। গোমড়া মুখ করে চেয়ারে সবেমাত্র বসেছেন তখনই ফায়ার প্লেসে উজ্জ্বল সবুজ রঙের শিখা দপ দপ করে উঠলো। প্রধানমন্ত্রী সেই জ্বলন্ত উজ্জ্বল সবুজ শিখার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরেই সেই আগুনের ভেতর থেকে লাট্টুর মত বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে একজন বেরিয়ে এলেন। পরক্ষণেই বহু পুরাতন ঘরের কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে তার ঢলঢলে ডোরাকাটা ক্লোকের আস্তিন থেকে ছাই ঝাড়তে লাগলেন। তার হাতে লেবু রঙের একটা বাউলার টুপি।

আহা... প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, কর্নেলিয়াস ফাজ বললেন। এগিয়ে এসে করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন। আবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগছে।

সত্যি কথা বলতে কি প্রধানমন্ত্রী কর্নেলিয়াস ফাজের (ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী) কথার আন্তরিকভাবে কোনো জবাব দিলেন না, চুপ করে রইলেন। ফাজকে দেখে একটুও খুশি হননি। মাঝে মধ্যেই ফাজ তার ঘরে আসেন, তার আসাটাও ভালো লাগে

না। বেশিরভাগ সময় ফাজ সুখবর নয়, দুঃসংবাদ বহন করে আনেন। এবারও সেধরনের কোন সংবাদ শোনার জন্য ফাজের মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন ফাজ খুবই চিন্তিত। ফাজ আগের মত নেই, মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে, অনেক রোগা হয়ে গেছেন। এলোমেলো ভাব। রাজনৈতিক নেতাদের বা পলিটিসিয়ানদের ওই রকম মুখোভাবের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খুবই পরিচিত এবং তিনি জানেন এটা শুভ লক্ষণ নয়।

আপনার কি সাহায্যে আসতে পারি? উনি ফাজের হাত আলতো করে ধরে বললেন। তারপর তার সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে ফাজকে বসতে অনুরোধ করলেন।

কোথা থেকে শুরু করি বুঝতে পারছি না। ফাজ চেয়ারটা টেনে হাঁটুর ওপরে সবুজ বাউলার হ্যাটটা রেখে বিড় বিড় করে বললেন। বলুন তো... উঃ কি ভীষণ খারাপভাবে গত সপ্তাহটা গেলো।

তাহলে আপনারও খারাপ সময় গেছে? বেশ গম্ভীর গলায় বললেন প্রধানমন্ত্রী। বলতে চাইলেন তারও সপ্তাহটা সুখকর হয়নি, তার জন্য ফাজ কি-ই-বা করতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রীর দিকে বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ফাজ বললেন, হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। আপনারই মতো সারা সপ্তাহটা আমার গেছে, প্রাইম মিনিস্টার। ব্রুকডেল ব্রিজ..., বোনস, ভানসের হত্যা, দেশের পশ্চিমাঞ্চলের কথা, সবই তো জানেন।

ওহো আপনি যখন এসেছেন, আমি বলতে চাই আপনাদের কিছু লোক ওই সব দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত, ভুল বললাম?

ফাজ প্রধানমন্ত্রীর মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকালেন।

অবশ্যই, অবশ্যই, ফাজ বললেন। আপনি মনে হয় সবই জানেন, বুঝতে পারছেন সমগ্র ব্যাপারটা?

আমি, প্রধানমন্ত্রী তো তো করে বললেন।

ফাজ চাঁচাছোলা কথা বলেন, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী ফাজকে অপছন্দ করেন। তিনি তো একজন প্রধানমন্ত্রী তাকে কী ফাজ একটা বাচ্চা ছেলে বা স্কুলে পড়য়া ছেলের মতো অনভিজ্ঞ মনে করেছে? কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর যথেষ্ট মনে আছে, যেদিন তিনি প্রধামন্ত্রী হয়েছেন, সেইদিনই সন্ধে বেলা তার সঙ্গে ফাজের দেখা হয়েছিলো। সেই দিন থেকেই তিনি ফাজকে অপছন্দ করেন। সেদিনটা তিনি কখনো ভুলতে পারবেন না, মনে হয় যেন সেটা গতকালের কথা। সেই সন্ধে বেলার কথা তার জীবনের বাকি দিনগুলো তাড়া করে বেড়াবে। কখনো ভুলবেন না।

তার মনে আছে এই ঘরেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রথম দিন। জীবনের বহু বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের পরিকল্পনা সার্থক হবার পর। সেই সময়ে, ঘরে খুক খুক কাশির শব্দ, আজকের রাতের মতো। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন ঘরের দেয়ালে

ঝোলান ছোট তৈলচিত্রের মানুষটি তার সঙ্গে কথা বলছে বলছে, মিনিস্টার অফ ম্যাজিক এখনই আপনার ঘরে এসে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করবেন।

স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রী ভাবলেন, নির্বাচনের জন্য অতি পরিশ্রম, ভাবনাচিন্তা ইত্যাদির জন্য তার মাথার ঠিক নেই। তা না হলে ঘরের মধ্যে দেয়ালে ঝোলানো একটা পোর্ট্রেট তার সঙ্গে কথা বলেছেন শুনবেন কেন? আরো অস্বাভাবিক কান্ড ঘঠলো যখন তার ঘরের ফায়ার প্লেসের ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে করমর্দন করে ঢাক পিটিয়ে বলবে কেন, আজও পৃথিবীতে অসংখ্য জাদুকর আর ডাইনি বেঁচে রয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। প্রধানমন্ত্রী হতবাক হয়ে সেদিন ফাজের ওই কথাগুলো শুনেছিলেন। ফাজ তাকে আরো বলেছিলেন, তাদের সম্বন্ধে তার মাথা ঘামাবার কোনো কারণ নেই। সেই সব জাদুকর সম্প্রদায়ের দায়িত্বে রয়েছে ম্যাজিক মন্ত্রণালয়। আর নন-ম্যাজিকেল সম্প্রদায় তাদের যাতে কোনো ক্ষতি করতে না পারে তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে। ফাজ আরো বলেছিলেন, হ্যাঁ কাজটা খুবই কঠিন কাজ, যেমন আইন মেনে নিজের বিচার বুদ্ধিতে জাদু ঝাড়ু প্রয়োগ করে ড্রাগন সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণে রাখা (প্রধানমন্ত্রীর মনে আছে সেই কথা শুনে চেয়ারের হাতলটা শব্দ করে চেপে ধরেছিলেন)। ফাজ কথাটা বলার পর বাবা যেমন সন্তানের পিঠে চাপড় দিয়ে উৎসাহ দেন ঠিক তেমনভাবে হতবাক প্রাইম মিনিস্টারের পিঠ চাপড়েছিলেন।

না, না ভাবনার কিছু নেই, ফাজ বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে আবার কোনো এক সময় দেখা না হলে খুবই অসঙ্গত হবে। আমি অবশ্যই আসবো, এসে আপনাকে বিরক্ত করবো, যখন আপনাদের সত্যই কোনো সাংঘাতিক বিপদ-আপদ হবার আশঙ্কা দেখা

দেবে, যেমন ধরুন এমন কোনো ব্যাপার, যাতে মাগলস মানে নন-ম্যাজিকেল সম্প্রদায় বিপদে পড়তে পারে। আমি অন্যভাবে বলতে পারি নিজে সম্মানের সঙ্গে বাঁচুন, অন্যদেরও বাঁচতে দিন সেইভাবে। আমি আশা করছি আগে যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার চাইতে আপনি এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেবেন। তিনি প্রথমে আমাকে ভেবেছিলেন আমি একটি ধোকাবাজ, তাই আমাকে ধরে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন।

কথাগুলো শোনার পর হতবিহ্বল প্রাইম মিনিস্টার তার কণ্ঠস্বর ফিরে পেলেন, তাহলে আপনি, তাহলে আপনি ধোঁকাবাজ নন?

সেটাই ছিল তার হতাশার মধ্যে আশা।

অবশ্যই না, ফাজ অতি ভদ্রভাবে বললেন। আমি অবশ্যই ধোকাবাজ নই। তাহলে দেখুন।

ফাজ পকেট থেকে জাদুদণ্ড বার করে প্রধানমন্ত্রীর চায়ের কাপটা গারবিল বানিয়ে দিলো।

প্রধানমন্ত্রী রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, কিন্তু, কেন, কেন আমাকে আগে কেউ বলেনি?

মিনিস্টার অফ ম্যাজিক শুধু যিনি মাগলদের প্রধানমন্ত্রী হন তাকেই কথাটা জানায়, তা তিনি পুরুষ বা মহিলা হোন, ফাজ বললেন। তারপর ম্যাজিক ওয়ান্ডটা পকেটে পুরতে পুরতে বললেন, গোপনীয়তা রক্ষার এটাই একমাত্র পথ।

কিন্তু তাহলে, প্রধানমন্ত্রী মিন মিন করে বললেন, আমার আগে যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি আমাকে এ বিষয়ে বলেননি কেন?

কথাটা শুনে ফাজ হেসে উঠলেন।

প্রাইম মিনিস্টার, আপনার সঙ্গে আজ যে আমার কথাবার্তা হলো তা কি আপনি কাউকে বলবেন?

ফাজ তার খিল খিল হাসি না থামিয়ে ফায়ারপ্লেসের আগুনে সামান্য পাউডার ছুঁড়ে ফেলে পান্না রঙের আগুনের দিকে এগিয়ে গেলেন, হুস শব্দ করে জ্বলন্ত আগুনের ভেতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে মনে বললেন, যতো দিন বেঁচে থাকবো আজকের এই ঘটনা কারও কাছে বলবো না। এই বিরাট বিপুলা পৃথিবীতে কে আমায় বিশ্বাস করবে?

যে ধাক্কাটা খেয়ে প্রধানমন্ত্রী বিভ্রান্ত হলেন সেটা কাটিয়ে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। প্রথম চোটে মনে হলো, ও নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন বেশ কয়েক মাস ধরে নির্বাচনের খাটা-খাটুনিতে রাত্রে ভালো করে ঘুম হয়নি, তারই প্রতিক্রিয়া বা

অলীক কিছু। অদ্ভুতভাবে তার ঘরে ফাজের আবির্ভাব, উপদেশ, কথাবার্তা, তারপর আগুনের ভেতরে ঢুকে উধাও হয়ে যাওয়া হাজারো চেষ্টা করে বিষয়টি মন থেকে সরাতে পারলেন না। প্রথমেই চায়ের কাপ থেকে রূপান্তরিত হওয়া গারবিল তার প্রিয় ভাইজিকে উপহার দিলেন, তারপর তার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ডেকে ঘর থেকে কুৎসিত বেঁটে লোকটার পোট্রেটটা সরিয়ে ফেলতে বললেন। ওই বেঁটে লোকটাই তো ফাজের আবির্ভাবের কথা বলেছিলো। প্রধানমন্ত্রী খুবই আতঙ্কিত হলেন যখন দেওয়াল থেকে সেই পোর্ট্রেট সরিয়ে নেয়া গেল না। অনেক ছুতোর, একজন আর্ট সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক এবং সবশেষে চ্যান্সেলর অফ দি এক্সচেকার অনেক পরিশ্রম, চেষ্টা করেও সেই পোর্ট্রেটটা দেওয়াল থেকে খুলতে পারলো না। তখন প্রধানমন্ত্রী ওটা সরিয়ে ফেলার আশা ত্যাগ করলেন। আশা করতে লাগলেন, যতদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘরটাতে বসে কাজকর্ম করবেন, পোট্রেট যেন চুপচাপ থাকে। মাঝে মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বাঁকা চোখে দেখেন সেই ছবিটা হাই তুলছে, নাক চুলকোচ্ছে, শুধু তাই নয় ছবির ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসে ঘরে পায়চারি করছে। তখন ফ্রেমের ভেতর শুধু থাকে ধুলি ধুসরিত অতি পুরনো রংচটা ক্যানভাস। যাহোক, সেই ছবিটার দিকে আর তাকাবেন না ঠিক করলেন। মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, যা কিছু দেখছেন তা শুধু দৃষ্টিভ্রম, বাস্তবে কিছুই নয়। এমন ভ্রম অস্বাভাবিক নয়।

তার বছর তিনেক আগে, আজকের মতো এক রাতে, প্রধানমন্ত্রী তার অফিস ঘরে বসে কাজ করছিলেন তখন সেই পোর্ট্রেট আবার খুক খুক করে কেশে জানিয়েছিলো, ফাজ এখনই তার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। ফাজ ঠিক এবারের মতো সে সময়েও ফায়ারপ্লেসের আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। সর্বাঙ্গ ভিজে শপশপ করছে,

চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। ফাজকে কিছু প্রশ্ন করার আগেই ফাজ খুব জোরে জোরে একটা জেলখানার কথা বলতে লাগলেন। প্রধানমন্ত্রী বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন জেলখানায় আটক সিরিয়স ব্ল্যাকের নাম শুনে। আগে তো কখনো তিনি সেই জেলখানার নাম শোনেননি; তাছাড়া আরো দুটি নাম হোগার্টস ম্যাজিক স্কুল, আর হ্যারি পটার! ফাজের কথাবার্তার কিছু মানে বুঝতে পারলেন না।

আমি এই মাত্র আজকাবান থেকে এসেছি, ফাজ হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন। তার পকেটে রাখা বাউলার হ্যাট থেকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে মেঝেতে পড়তে লাগলো। নর্থ সী-র মধ্যবর্তী জায়গা, আপনি শুনেছেন, সেখান থেকে পালিয়ে আসা ডিমেন্টরেরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করছে (ফাজ কেঁপে উঠলেন)। এর আগে তারা কখনো জেল ভেঙ্গে, এমন ঘটনা ঘটায়নি। যাহোক, প্রাইম মিনিস্টার আপনার কাছে আমি আসতে বাধ্য হয়েছি। ব্ল্যাক একজন অতি সুপরিচিত মাগল হত্যাকারী, আবার ইউ-নো-হুর দলে যোগ দেবার পরিকল্পনা করছে, তাহলেও... সে যাকগে মনে হয় ইউ-নো-হুকে তা আপনি জানেন না! কথাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে বলার পর ফাজ প্রধানমন্ত্রীর দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বলতে লাগলেন, ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি বসুন, আসুন হুইস্কি খাওয়া যাক। এর আগে কেউ তার ঘরে ঢুকে তাকেই বসুন বলতে কখনো শোনেননি, বিরক্ত হলেন, তার ওপর সে নিজেই হুইস্কি পান করার কথা বলছে! যাহোক প্রধানমন্ত্রী তার চেয়ারে বসলেন। ফাজ পকেট থেকে তার জাদু-দণ্ডটা বার করে জাদুর প্রভাবে দুগ্লাস ভর্তি হলুদ রঙের হুইস্কি আনালেন, একটা গ্লাস প্রধানমন্ত্রীর হাতে দিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার সামনে বসলেন।

ফাজ প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। তারই মাঝখানে দুএকবার একজনের প্রসঙ্গ তুললেন; কিন্তু তার নাম মুখে না এনে এক খণ্ড পার্চমেন্টে লিখে প্রধানমন্ত্রীর যে হাতে হুইস্কির গ্লাস নেই সেই হাতে দিলেন। তারপর কথাবার্তা শেষ হলে ফাজ চেয়ার ছেড়ে বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। প্রধানমন্ত্রীও দাঁড়ালেন।

তো আপনি মনে করেন যে... বাঁ-হাতে ধরা পার্চমেন্টে তেরছা চোখে নামটা পড়ে বললেন, লর্ড ভোল...।

ফাজ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন, যার নাম মুখে আনতে নেই!

আমি দুঃখিত, তাহলে আপনার স্থির বিশ্বাস হি-হু... যার নাম মুখে আনতে নেই সে আজও বেঁচে আছে, তাহলে?

হ্যাঁ, তাই তো ডাম্বলডোর আমাকে বলেছেন, ফাজ পিনস্ট্রাইপড ক্লোকটার বোম লাগাতে লাগাতে বললেন, কিন্তু আমরা তাকে কোথায়ও দেখতে পাইনি। আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলতে পারি ও খুব মারাত্মক নয় যদি না তাকে কেউ সাহায্য করে, আমাদের এখন ব্ল্যাক সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। তা হলে আপনি ওই সাবধান বাণী জারি করছেন, কী বলেন? চমৎকার। আশা করছি, খুব শিগগির আপনার-আমার দেখা আর হচ্ছে না, তো প্রাইম মিনিস্টার শুভ রাত্রি।

কিন্তু আবার তাদের দেখা সাক্ষাৎ হলো। প্রায় এক বছর পরে পরিশ্রান্ত মুখে ফাজ হাওয়ার মধ্য থেকে ক্যাবিনেট রুমে উদয় হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে খবর দিলেন কিডিচ খেলার ওয়ার্ল্ড কাপে গোলমাল হয়েছে (উচ্চারণ করলেন কুইডিচ)। সেই গোলমালে কিছু মাগলরা জড়িত; তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর চিন্তার কোনো কারণ নেই। কারও কারও হাতে ইউ-নো-হুর ছাপ আবার দেখা গেছে। ফাজের মতে ওটা একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা, মাগল লিয়াজো অফিস যথারীতি মেমোরী মডিফিকেশনস করছে বলে জানিয়েছে।

ওহো দুঃখিত, আমি একদম ভুলে গেছি, আমরা তিনটে বিদেশী ড্রাগন আমদানি করছি আর একটি স্ফিংকস। (দানবী বিশেষ: ওদের মাথা ছিলো নারীর মতো আর শরীরটা সিংহিনীর মতো। তারা তাদের সামনে দিয়ে মানুষজন গেলে ধাঁধা জিজ্ঞেস করতো, উত্তর দিতে না পারলে তাদের হত্যা করতো) ট্রি-উইজার্ড টুর্নামেন্টের জন্য। কিন্তু এখন ডিপার্টমেন্ট ফর দ্য রেগুলেশন অ্যান্ড কাউন্সিল অফ ম্যাজিকেল ক্রিচারস আমাকে বলছে যে রুল বুকে লেখা আছে ওই রকম মারাত্মক জন্তু-জানোয়ার দেশে আনার আগে আপনাকে জানাতে হবে।

আমাকে, কী বললেন, ড্রাগন? প্রধানমন্ত্রী তোতলাতে তোতলাতে বললেন।

হ্যাঁ তিনটে, ফাজ বললেন। আরো একটা স্ফিংকস। ভালো থাকুন...।

প্রধানমন্ত্রী ভেবেছিলেন ড্রাগন আর স্ফিংকস মারাত্মক জন্তু, ওদের চেয়ে আর কিছু মারাত্মক হতে পারে না, কিন্তু তার ভাবাই সার; দুবছরের মাথায় ফাজ আবার আগুন থেকে বেরিয়ে এসে খবর দিলেন, বহু কয়েদী আজকাবান জেল ভেঙ্গে পালিয়েছে।

জে.. জে. জেল ভেঙ্গে পালিয়েছে? প্রধানমন্ত্রী কর্কশ কণ্ঠে বললেন। না না তার জন্য উদ্বিগ্নের কোন কারণ নেই!

ফাজ জোর দিয়ে বললেন, (ফিরে যাবার জন্য ফায়ারপ্লেসের আগুনের শিখায় এখন একটা পা রেখেছেন) ওদের ঠিকই ধরতে পারা যাবে, সময় লাগবে না। শুধুমাত্র খবরটা আপনাকে জানাতে এসেছিলাম। মানে আপনার জানা উচিত বলেই!

প্রধানমন্ত্রী উত্তেজিত গলায় কিছু বলার আগেই ফাজ বললেন, এখন, এক সেকেন্ড অপেক্ষা করুন। ফাজ লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। খবরের কাগজ আর তার বিরোধীরা যাই বলুক না কেন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু মোটেই মূর্খ বা মোটা মগজের লোক নন। তিনি একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন, ফাজ তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে যাই আশ্বাস দিয়েছিলেন না কেন, এখন দেখা যাচ্ছে তিনি ঘন ঘন আসছেন আর প্রতি মিটিংয়ে বেশ হৈ চৈ করছেন, আর চঞ্চলতা দেখাচ্ছেন। তবে ফাজকে ভালো লাগুক চাই না লাগুক, তাকে ম্যাজিক মন্ত্রী বলুন বা না বলুন, প্রধানমন্ত্রীর মনের মধ্যে এক ভয়ের বাসা দানা বেঁধে রইলো হয়তো ফাজ আগামীবার আরো এক গুরুতর সংবাদ দেয়ার জন্য আসতে পারেন। আবার ফাজ এলেন সেই একই রকমভাবে ফায়ারপ্লেসের আগুনের ভেতর থেকে। প্রধানমন্ত্রী ফাজের উদভ্রান্ত চেহারা উসখো-খুসকো ভাব দেখে

একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী জানেন না কেন তিনি এসেছেন, গত সপ্তাহে কত দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, দারুণ এক বিষাদপূর্ণ সপ্তাহ!

আপনাদের জাদুকর সম্প্রদায়ের মধ্যে কি ঘটছে না ঘটছে তা আমি কেমন করে জানবো? প্রধানমন্ত্রী তীক্ষ্ণস্বরে বললেন। শুনুন আমাকে একটা দেশ চালাতে হয়, এখন অনেক সমস্যা রয়েছে, সেগুলো দেখতে হবে।

ফাজ বাধা দিয়ে বললেন, আমাদেরও ওই একই সমস্যা। ব্রুকডেল ব্রিজ আসলে জীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়েনি, পশ্চিমাঞ্চলের ব্যাপারটা ঘূর্ণিঝড় নয়। হত্যা দুটো মাগলরা করেনি, হাবার্ট চোরলের পরিবার আপাতত নিরাপদে থাকবে আশা করা যায়। আমরা বর্তমানে তাকে সেন্ট মাংগোজ হসপিটাল ফর ম্যাজিকেল ম্যালাডিজ অ্যান্ড ইনজুরিস-এ স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করছি। পাঠানো হবে আজ রাতেই।

আপনারা কি করবেন না করবেন তার ব্যাপারে আমি...? প্রধানমন্ত্রী বিরক্তিমাখা স্বরে বললেন।

ফাজ সামান্য নীরব থেকে গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, মি. প্রাইম মিনিস্টার, আপনাকে গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে তিনি ফিরে এসেছেন। হি হু, যার নাম অবশ্যই মুখে আনা যায় না, ফিরে এসেছেন।

ফিরে এসেছেন? আপনি বলছেন ফিরে এসেছেন, তার মানে বেঁচে আছেন, মরেননি?

বছর তিনেক আগের কথাবার্তার স্মৃতির ভাণ্ডার প্রধানমন্ত্রী হাতড়াতে লাগলেন, ফাজ তাকে বলেছিলেন, এক ভয়ঙ্কর জাদুকরের কথা, যাকে সকলে ভয় পেতো, সেই জাদুকর হাজার হাজার ভয়ঙ্কর অপরাধ করে পনের বছর আগে হঠাৎ রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, বেঁচে আছে, ফাজ বললেন। সত্য কথা, অবশ্য আমি জানি না, একজন মানুষ নিহত হলেও কি করে সে বেঁচে থাকে, বা তাকে হত্যা করা যায় না। আমি যথার্থভাবে এর মানে বুঝি না, ডাম্বলডোরও এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেন না, কিন্তু সে যাহোক– তার এখন নিশ্চিত একটি দেহ আছে, সে এখন হাটছে, কথা বলছে, হত্যা করে চলেছে। তাই আমি মনে করি, মানে আমাদের এখনকার আলোচনার জন্য বলতে পারি, হ্যাঁ অবশ্যই সে বেঁচে আছে।

প্রধানমন্ত্রীর মাথায় এলো না, কি বলার আছে সেই সম্বন্ধে, কিন্তু তার চরিত্রের একটি স্বভাব সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা। তবে অতীতে তার সঙ্গে কী কী বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন মনে করতে পারলেন না।

ওহ তাহলে সিরিয়স ব্ল্যাক ওর সঙ্গে, না না, হি-হুর নামতো করতে নেই?

ব্ল্যাক? ব্ল্যাক? ফাজ বিক্ষুব্ধ চিত্তে বললেন, তার হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাউলার হ্যাট ঘন ঘন ঘোরাতে লাগলেন। সিরিয়স ব্ল্যাকের কথা আপনি বলতে চাইছেন? যার ছোট দাড়ি,

না। ব্ল্যাক মারা গেছে, আমাদের ধারণা বদলে গেছে, ব্ল্যাক সম্বন্ধে ভুল করেছি। বেচারা নির্দোষ ছিল। ও কোন ভাবেই হি-হু যার নাম অবশ্যই মুখে আনতে নেই তার সঙ্গে ছিলো না। ফাজ সিরিয়স ব্ল্যাককে সমর্থন করে, আঙ্গুল দিয়ে বাউলার হ্যাট আরো জোরে ঘোরাতে ঘোরোত বললেন, সে যে নির্দোষ ছিলো তার অন্তত পঞ্চাশজন সাক্ষী আছে, বলতে পারেন চাক্ষুস সাক্ষী, কিন্তু সে যাহোক, আগেই বলেছি ও বেঁচে নেই, বলতে পারেন ওকে হত্যা করা হয়েছে। ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের চত্বরেই। সেই সম্বন্ধে একটা তদন্ত হবে, আসলে...।

প্রধানমন্ত্রী ফাজের দিকে তাকালেন, ফাজের জন্য হঠাৎ তার মনে করুণার ভাবে ছেয়ে গেলো। কিন্তু সেই করুণা দপ করে অন্তর্হিত হলো। মনে হলো কাজের মতো ফায়ারপ্লেসের জ্বলন্ত আগুনের মধ্য দিয়ে আসা-যাওয়ার ক্ষমতার অভাব থাকলেও তার অধীনস্থ সরকারের অন্তর্গত কোনো ডিপার্টমেন্টে এখনও পর্যন্ত কোনো হত্যা-টত্যা হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী তার ডেস্কের কাঠে হাত রাখলেন, ফাজ বলে চললেন, কিন্তু বর্তমানে ব্ল্যাকের প্রসঙ্গ না এনে বলতে পারি আমাদের যুদ্ধ চলছে, প্রধানমন্ত্রী এবং তার জন্য অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে।

যুদ্ধ? প্রধানমন্ত্রী একটু যেন ঘাবড়ে গিয়ে বললেন। একটু অতিরঞ্জিত করছেন। কি?

ফাজ বললেন, যে সমস্ত অনুগামীরা আজকাবানের জেল ভেঙ্গে হি-হু মাস্ট নট-বি-নেইমডের দলে যোগ দিয়েছে। ফাজ খুব দ্রুত কথাগুলো বললেন। বলার সময় হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাউলার হ্যাটটা এমনভাবে মোচড় দিতে লাগালেন যেন হ্যাটটা লেবু চেপরাচ্ছেন। এরা বাইরে আসার পর থেকে তারা সবাই যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানা করে চলেছে, ব্রকডেল ব্রিজ ভেঙ্গেছেন, স্যার তিনি ভয় দেখাচ্ছেন যদি আমি তার এসব কাজে বাধা দেই, আরো মাগল গণহত্যা করবেন...।

প্রধানমন্ত্রী ফাজের কথা শুনে রেগে টং হয়ে বললেন, ওহো আপনি সেই ব্যক্তি... ওহ গড... আপনার জন্যই আমাকে মরচেধরা খুঁটি আর ক্ষয়ে যাওয়া এক্সপানসন জয়েন্টের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, তাছাড়া আরো হয়তো কিছু আছে, আমি জানি না!

আমার দোষ! আজও রেগে গেলেন। আপনি কি বলতে চান, নানাভাবে আপনাকে ফাঁদে ফেলছি, ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা চালাচ্ছি।

নাও হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে করতে বললেন, আমাকে দেখছি ওই ব্ল্যাকমেইলারদের আরো নতুন অত্যাচার, বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা করার আগে মোকাবেলা করার সবরকমের প্রস্তুতি নিতে হবে।

আপনি কি সত্যই মনে করেন আমি তার জন্য কিছু করিনি, ঘুমিয়ে রয়েছি? ফাজ মর্মাহত হয়ে বললেন। আমাদের মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি গুপ্তচর অতিশয় সজাগ, সেসব জেলভাঙ্গা কয়েদীগুলোকে শুধু নয় তার সকল অনুগামীদের ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে,

কিন্তু মনে রাখবেন আমরা বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন মহাশক্তিশালী জাদুকরকে নিয়ে আলোচনা করছি। সেই মহাশক্তিশালী জাদুকর গত তিরিশ বছর ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, ধরা সম্ভব হচ্ছে না।

তাহলে আপনি একথা বলতে চান পশ্চিম অঞ্চলের প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ের জন্য তিনি দায়ী, তিনিই ঘটিয়েছেন? প্রধানমন্ত্রী বললেন। প্রতিটি মুহূর্তেই তার উষ্মা যেন বেড়েই চলেছে। জনসাধারণ তো এসব কথা বিশ্বাস করবে না। তাদের মতে যা কিছু দুর্ঘটনা ঘটছে তার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকার দায়ী, সরকারের অমনোযোগ ও ব্যর্থতা।

ফাজ দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, প্রবল সামুদ্রিক ঝড় তো হয়নি!

আমাকে ক্ষমা করবেন, প্রধানমন্ত্রী প্রবলভাবে পায়ের শব্দ করতে করতে পায়চারি করতে লাগলেন। গাছ পড়ে গেছে, ছাদ উড়ে গেছে, রাস্তার আলোর পোস্ট দুমড়ে-মুচড়ে গেছে, মারাত্মক ও করুণভাবে লোকজন আহত হয়েছে।

ওইসব কাণ্ড ঘটিয়েছে রক্তচোষারা, ফাজ বললেন। তারা সব হি-হু যার নাম উচ্চারণ করতে নেই, তার অনুগামীরা। তাছাড়া আমরা মনে করছি ওই ব্যাপারে দানবদেরও হাত আছে।

পায়চারি করতে করতে কাজের কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী আচমকা থেমে গেলেন। এমনভাবে হঠাৎ করে থামলেন যেন চলার সময় মাথাটা অদৃশ্য এক দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, কাদের হাত রয়েছে!

ফাজ মুখ বিকৃত করলেন, গতবারে তিনি দানবদের কাজে লাগিয়ে ছিলেন, তখন তিনি আনন্দ উৎসব করার মনস্থির করেছিলেন। আমাদের মিস-ইনফরমেশন দপ্তর ঘড়ির কাঁটার মতো দিন রাত্রি কাজ করে চলেছে। আমাদের পর্যবেক্ষক দল সব মাগলদের যারা এ সকল দুর্ঘটনায় আহত নিহত হয়েছে তার সঠিক বৃত্তান্তের ডেটা সংগ্রহ করছে তাদের স্মৃতি থেকে বা যা যা দেখেছে তা থেকে। আমাদের রেগুলেশন অ্যান্ড কাউন্সিল অফ ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচার চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজছে দৈত্যদের পাকড়াও করার জন্য, এরপরও এসকল দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। দুর্বিপাক ছাড়া আর কি।

প্রধানমন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, ওসব ছেঁদো কথা ছাড়ুন।

আমাদের মন্ত্রণালয়ের সকলের আত্মবিশ্বাস খুবই কমে গেছে, ফাজ বললেন। তার ওপর অ্যামেলিয়া বোনসের হত্যা।

তিনি কে?

অ্যামেলিয়া বোনস, ম্যাজিকেল ল এনফোর্সমেন্ট বিভাগের প্রধান। আমাদের মনে হয় হি-হু যার নাম উচ্চারণ করা ঠিক না, সম্ভবত তিনি তাকে হত্যা করেছেন, কারণ তিনি

খুবই উঁচুমানের ডাইনি ছিলেন, আর যেটুকু খবর পেয়েছি তাতে যা বোঝা যায়, সহজে তিনি হার মানেননি।

কথাটা বলে ফাজ কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন, আর হাতের হ্যাটটা ঘোরানো বন্ধ করলেন।

হত্যার খবরটা খবরের কাগজে বেরিয়েছিলো, প্রধানমন্ত্রী সামান্য সময় তার উষ্মা প্রশমিত করে বললেন। আমাদের কাগজে অ্যামেলিয়া বোনস সম্পর্কে এটুকু বলেছে তিনি ছিলেন মধ্যবয়স্কা এক মহিলা, একা থাকতেন। সত্যি, খুবই ঘৃণ্য হত্যা, তাই না? হত্যার খবরটা খুবই প্রচারিত হয়েছে। পুলিশও বিভ্রান্ত।

ফাজ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ঠিকই বলেছেন। যে ঘরে তাকে হত্যা করা হয়েছে সেটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো, তাই না? আমরা খুব ভালো করেই জানি কে তাকে হত্যা করেছে, তাকে ধরার কোনো পথও রাখেনি। তারপর এম্মেলাইন ভানসের হত্যা, মনে হয়, সে খবরটা আপনার কানে আসেনি।

হা হা এসেছে! প্রধানমন্ত্রী বললেন। ঘটনাটা ঘটেছে তো আমাদের খুবই কাছাকাছি, তাই তো! খবরের কাগজওয়ালাদের তো পোয়াবারো, ছেপেছে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের পেছনের বাগানে আইন শৃঙ্খলার অবনতি।

কথাটার কোন গুরুত্ব না দিয়ে ফাজ নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে বললেন, ডিমেন্টররা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, ডাইনে বাঁয়ে যাকে পাচ্ছে তার ওপর চড়াও হচ্ছে।

আগে কোনো এক সময় ডিমেন্টরদের ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রী হয়তো ভাল বুঝতে পারতেন না, দুর্বোধ্য মনে হতো, কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ।

আমি তো জানি ডিমেন্টরেরা আজকাবান জেল রক্ষার দায়িত্বে আছে। খুবই সাবধানে কথাটা প্রধানমন্ত্রী বললেন।

ঠিকই বলেছেন, এককালে তাই তো তারা করতো, ফাজ ক্লান্তস্বরে বললেন। কিন্তু এখন আর করছে না, হি-হু-র দলে যোগ দিয়েছে। আমি কোনো লুকোচুরি না করে বলছি না, ব্যাপারটা মোটেই আকস্মিক নয়।

কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী একটু যেন ভয়ার্ত সুরে বললেন, আপনি তো বলছেন তারা জন্তু-জানোয়ারের মতো আমাদের জনসাধারণের আশা এবং শান্তি চুষে নিচ্ছে?

ঠিকই বলেছেন, তাদের সংখ্যাও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। সেই জন্যই তো অকালে কুয়াশার আবির্ভাব।

প্রধানমন্ত্রী তার চেয়ারে জবুথবু হয়ে বসলেন। হাঁটুতে যেন জোর নেই। ওই সব অদৃশ্য জন্তুরা গ্রামে শহরে বিচরণ করছে, তার ভোট দাতাদের মধ্যে হতাশা আর আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, কথাটা ভাবতেই তার শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে, যেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন।

তাহলে তো এখন কিছু একটা স্টেপ নেয়া দরকার ফাজ! আমার তো মনে হয় আপনার ম্যাজিক মন্ত্রী হিসেবে এর দায়িত্বটা নিতে হবে, তাই না?

প্রধানমন্ত্রী, সত্যই কী আপনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এই সব ঘটনার পরও আমি ম্যাজিক মন্ত্রী আছি? আমার তিনদিন আগে চাকরি গেছে! জানেন না, সমস্ত জাদুকর সম্প্রদায় গত পনের দিন ধরে আমার পদত্যাগের জন্য দাঁত কিড়মিড় করে চলেছে। আমি আজ পর্যন্ত তাদের এতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দেখিনি! ফাজ হাসার চেষ্টা করেও হাসতে পারলেন না।

প্রধানমন্ত্রী এক সময় বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন, কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

তার সামনে হতাশ ও বিষণ্ণ মুখে বসে থাকা মানুষটিকে অপছন্দ করলেও তার জন্য দুঃখ হলো, খুব খারাপ লাগলো।

আমি সত্যই খুব দুঃখিত তিনি ধীরে ধীরে বললেন। আমি কী আপনার জন্য কিছু করতে পারি?

ধন্যবাদ আপনার সহানুভূতির জন্য প্রাইম মিনিস্টার, এখন আর কিছু করার নেই। এখনও পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তা আপনাকে জানানোর, আর আমার জায়গায় যিনি দায়িত্ব নিচ্ছেন তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। তার তো এর মধ্যে আসার কথা, কিন্তু তিনি খুবই ব্যস্ত মানুষ, যা সব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে তার জন্য সম্ভবত ব্যস্ত রয়েছেন।

কথাটা বলে ফাজ দেওয়ালে ঝোলানো কুৎসিৎ বেঁটে লোকটার দিকে তাকালেন। দেখলেন ও মাথার কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো পাকা চুল কানের ওপর থেকে সরিয়ে একটা পাখির পালকের কলম দিয়ে কান চুলকে চলেছে।

ফাজের মুখের দিকে ওর চোখ পড়তেই বললো, এসে যাবেন, এখনই এসে যাবেন। এই মাত্র তো ডাম্বলডোরকে একটা চিঠি লেখা শেষ করলেন।

ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন, ফাজ বললেন, এই প্রথম তার গলায় তিক্ততার সুর। গত পনেরো দিন ধরে আমি ডাম্বলডোরকে রোজ অন্তত দুটো করে চিঠি লিখে চলেছি, কিন্তু একচুলও নড়ছে না, যাকগে, হয়তো আমার জায়গায় এসে স্ক্রিমগৌর আরো ভালো কাজ করবেন, কৃতকার্য হবেন।

কথাটা বলে ফাজ মুখ গোমড়া করে রইলেন। মুখ দেখে বোঝা যায় খুবই বেদনাহত। কিন্তু ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করলো পোর্ট্রেট। হঠাৎ দপ্তরী মেজাজ সুলভ কণ্ঠে বললো।

মাগলদের প্রধানমন্ত্রী অবহিত হোন, একটি জরুরি সাক্ষাতের অনুরোধ রুফাস স্ক্রিমগৌর ম্যাজিক দপ্তরের মন্ত্রী, আশাকরি দ্রুত অনুরোধের জবাব দেবেন।

প্রধানমন্ত্রী হকচকিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। সবেমাত্র কথাটা শেষ করেছেন ঠিক সেই সময় ফায়ারপ্লেসে পান্নার মতো সবুজ আগুন জ্বলে উঠলো, তার ভেতর থেকে লাটুর মত বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে দ্বিতীয় জাদুকর প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঢুকলেন। গা ঝাড়া দিয়ে পুরানো কার্পেটের ওপর দাঁড়ালেন। ফাজ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। প্রধানমন্ত্রীও ইতস্তত করে চেয়ার ছেড়ে একই রকমভাবে উঠে দাঁড়ালেন। নতুন অতিথি তার লম্বা কালো আলখেল্লার গা থেকে ধুলো ঝেড়ে চারদিকে তাকালেন।

প্রধানমন্ত্রীর মনে হলো ক্লাস স্ক্রিমগৌর একটা বুড়ো সিংহের মতো। তার সিংহের কেশরের মতো মাথার লম্বা লম্বা তামাটে রঙ-এর ভোরাকটা চুল, মোটা ঘন ভুরু, হলুদ বর্ণের চোখ। চোখে তারের ফ্রেমের চশমা, লাফিয়ে চলার মতো লম্বা লম্বা দুটি পা। তাহলেও হাঁটার সময় সামান্য কুঁজো হয়ে হাঁটেন। চোখে মুখে ধূর্ততা ও দৃঢ়তার ছাপ; প্রধানমন্ত্রীর বুঝতে একটুও সময় লাগলো না কেন জাদুকর সম্প্রদায় এই নিদারুণ বিপদের সময় কাজের বদলে তাকে তাদের নেতা করে নিলো।

প্রধানমন্ত্রী মার্জিতভাবে তার হাত ধরে বললেন, কেমন আছেন? স্ক্রিমগৌর প্রধানমন্ত্রীর হাত কিছুক্ষণ ধরে রেখে ঘরটা পর্যবেক্ষণ করে নিলেন তারপর তার আলখেল্লার ভেতর থেকে একটা জাদুদণ্ড টেনে বার করলেন।

ফাজ অবশ্যই আপনাকে বিস্তারিতভাবে সব বলেছে? দরজার কাছে গিয়ে জাদুদণ্ড দিয়ে দরজার চাবির ছিদ্রটায় মৃদু টোকা মারতে মারতে বললেন। প্রধানমন্ত্রী শুনতে পেলেন তালা ক্লিকের শব্দ।

ও হ্যাঁ, ফাজ আমাকে সব বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী বললেন। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে দরজায় তালা না দেওয়াই ভালো।

আমি চাই আমাদের কথা-বার্তায় কেউ যেন বাধা না দেয়, স্ক্রিমগৌর সংক্ষেপে বললেন, অথবা আমার প্রতি কেউ লক্ষ্য রাখে, কথাটা বলে জাদুদণ্ডটা জানালার দিকে প্রসারিত করতেই খোলা পরা বন্ধ হয়ে গেলো। হ্যাঁ কি বলছিলাম, আমি খুবই ব্যস্ত মানুষ, আসুন প্রয়োজনীয় কথাবার্তা দ্রুত সারি। প্রথমত আপনার নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনায়।

প্রধানমন্ত্রী যতোটা পারলেন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, বললেন আমার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমি খুবই নিশ্চিন্ত। সব রকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ভালো, আপনি নিরাপদ ভাবতে পারেন; কিন্তু আমরা তা ভাবছি না, স্ক্রিমগৌর বাধা দিয়ে বললেন। মাগলরা নিজেদের খুবই অসহায় ভাবতে পারে যদি তাদের প্রধানমন্ত্রী ইমপেরিয়াস কার্সে আক্রান্ত হন। আপনার আউটার অফিসের নতুন সেক্রেটারি।

সত্যি কথা বলতে কি আমি কিংগশ্লে শ্যাকল বোল্টকে বাদ দিতে চাই না, আপনি কী সেটাই বলতে চাইছেন! প্রধানমন্ত্রী একটু উদ্ধত স্বরে বললেন। তিনি খুবই এফিসিয়েন্ট, অন্যসব অফিসারদের চাইতে দুগুণ কাজ করেন।

কারণ তিনি একজন জাদুকর, স্ক্রিমগৌর বললেন। বলার সময় একটুও হাসলেন না। উনি একজন উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত অউরর, আপনার নিরাপত্তার ভার তাকে দেয়া হয়েছে।

দাঁড়ান, দাঁড়ান এক মিনিট! প্রধানমন্ত্রী বললেন। শুনুন আপনি আপনার লোক আমার অফিসে নিযুক্ত করতে পারেন না, আমি ঠিক করব কে বা কারা আমার

অফিসে কাজ করবে, আমি ঠিক করবো কে আমার কাজ করবে।

আমি ভেবেছিলাম শ্যাকেল বোল্টের কাজকর্মে আপনি সন্তুষ্ট। স্ক্রিমগৌর বীতরাগ হয়ে বললেন।

অবশ্যই, তবে...। তাহলে তো কোনো সমস্যা দেখছি না, কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে?

আমার, না কোনো সমস্যা নেই, খুবই ভাল কাজকর্ম করেন শ্যাকেল বোল্ট, প্রধানমন্ত্রী বললেন, কিন্তু মনে হয় ম্যাজিকমন্ত্রী তার কথায় তেমন কান দিলেন না।

তা হলে শুনুন হারবার্ট চোরলের ব্যাপার, আপনার জুনিয়র মিনিস্টার, তিনি বলে চললেন। ওতো হাস সেজে জনসাধারণকে মজা দিচ্ছে।

কি বলছেন আপনি? প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

ও খুবই সাধারণ ইমপেরিয়াস কার্সের রিঅ্যাক্ট করেছে, স্ক্রিমগৌর বললেন। সেই কার্সে তার মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করছে না সেই কারণে মারাত্মক কিছু হতে পারে।

ওতো পাতিহাঁসের মতো প্যাক প্যাক করছে! প্রধানমন্ত্রী মিন মিন করে বললেন। একটু বিশ্রাম নিলে, ওষুধ খেলে মনে হয় ঠিক হয়ে যাবেন।

আমরা বলার পর একদল হিলার, সেন্ট মাংগোস হসপিট্যাল ফর ম্যাজিকেল ম্যালডিজ অ্যান্ড ইনজুরিস ওকে পরীক্ষা করছে। খবর পেয়েছি ও তিনজনকে গলাটিপে মারবার চেষ্টা করেছিলো, স্ক্রিমগৌর বললেন। আমার মনে হয় ওকে কিছুদিনের জন্য মাগলদের কাছ থেকে সরিয়ে রাখলে ভাল হবে।

আমি বলছিলাম কি, ও ভাল হয়ে যাবে না? প্রাইম মিনিস্টার বললেন। কথাটা শুনে স্ক্রিমগৌর শুধু কাঁধ ঝাঁকালেন, চলে গেলেন ফায়ারপ্লেসের কাছে।

হ্যাঁ এই কথাটাই আমি আপনাকে বলতে চাই। যাকগে ওর চিকিৎসার ব্যাপারে আপনাকে যথারীতি জানানো হবে প্রাইম মিনিস্টার, আমি কাজে খুব ব্যস্ত থাকবো তাই

ব্যক্তিগতভাবে নাও আসতে পারি, সেক্ষেত্রে কাজকে আপনার কাছে পাঠাবো। উনি আমাদের সঙ্গে উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হয়ে থাকতে সম্মত হয়েছেন। নতুন ম্যাজিকমন্ত্রীর কথা শুনে ফাজ হাসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাসি এলো না মুখে। এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন দাঁতে ব্যথা হয়েছে। স্ক্রিমগৌর তখন মিসটেরিয়স পাউডারের জন্য পকেট হাতড়াচ্ছেন, সেটা ফায়ারপ্লেসের আগুনে নিক্ষেপ করলেই সবুজ হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী কয়েক মুহূর্ত ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সারা সন্ধে সে কথাগুলো দমবন্ধ করে আটকে রেখেছিলেন মুখের মধ্যে, সেই কথাগুলো সহসা ছিটকে বেরিয়ে এলো।

ঈশ্বরের দোহাই আপনারা দুজনেই জাদুকর! আপনারা জাদু করতে পারেন। তাহলে কি করতে হবে না করতে হবে দুজনে একসঙ্গে বসে ঠিক করতে পারেন, সবই তো পারেন!

স্ক্রিমগৌর ফাজের মুখের দিকে অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকালেন, এইবার হাসি চেপে রাখতে পারলেন না, হাসলেন কোনোরকমে। বললেন, সমস্যাটা কোথায় জানেন, অন্যেরাও তো ম্যাজিক জানে মি. প্রাইম মিনিস্টার।

তারপর দুজনে এক এক করে সবুজ আগুনের শিখার মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

স্পিনার্স এন্ড

মাগলদের প্রধানমন্ত্রী তার কুয়াশা আবৃত যে ঘরের জানালার কাছে বসেছিলেন, সেখান থেকে অনেক দূরে একটা নদী বয়ে চলেছে। নদীর স্রোতের জলে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে অনেক নোংরা জিনিসপত্র, গাছপালা, নদীর দুপারেও নোংরা জমেছে। নদীর ধারে অনেক ছোটবড় গাছ, ঝোঁপঝাড়ু, জঙ্গল। অদরে বিশাল আকারের চিমনি, সেটা একটা পরিত্যক্ত মিলের স্মৃতি বহন করছে। সেই চিমনির কালো ছায়া পড়েছে নদীর পাড়ে, দেখলেই মনে হয় অশুভ এক ছায়া, গা ছম ছম করে। নদী আপন মনে রাজ্যের নোংরা বয়ে চলেছে, শোনা যায় নদীর কালো জলের কল কল শব্দ। কাছে পিঠে কোনো জনপ্রাণী আছে বা থাকে বলে মনে হয় না। মাঝেমধ্যে শেয়ালের তীব্র ডাক। ওরা হালকা পা ফেলে লম্বা লম্বা ঘাস আগাছার মধ্যে পড়ে থাকা মৃত মাছের সন্ধানে নাক ঘষে চলেছে।

তখন সেই নির্জন ভূতুড়ে ভূতুড়ে ভাবে নদীর পারে একটি মেয়ে দাঁড়ালো। তার মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা, পাতলা শরীর। শেয়ালগুলো তাদের ডাক থামিয়ে, সতর্ক চোখে সেই আগত অদ্ভুত মূর্তির দিকে তাকালো। সেই মূর্তি কোনদিকে যাবে ঠিক করার জন্য কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ালো, তারপর লঘুপায়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলো। হাঁটার সময় তার লম্বা ঢিলে আলখেল্লার শেষ প্রান্ত ঘাসের ওপর পড়ে মর্মর ধ্বনি সৃষ্টি করতে লাগলো।

পর মুহূর্তেও সামান্য শব্দ করে আর একটি সর্বাঙ্গ ঢাকা মূর্তি দেখা দিলো। তারও মুখ ঢাকা।

দাঁড়াও!

সেই কর্কশ স্বর শুনে একটা শেয়াল চমকে উঠলো, মাটিতে মুখ গুঁজে গুটিসুঁটি মেরে ঝোঁপঝাড়ের কোলে বসে রইলো। তারপরই তারা নদী কিনারে দৌড় দিলো। কিন্তু বেশি দূর তারা যেতে পারলো না। তারপরই দেখা গেলো এক সবুজ আলোর ঝলক, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তাদের ডাক, তারপরই মাটিতে পড়ে গেলো। তারা বেঁচে রইলো না।

সেই দ্বিতীয় মূর্তি মৃত শেয়ালের কাছে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো।

শেয়ালটাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাদের মধ্যে এক মহিলা কণ্ঠ বললো, শেয়াল! ওহো আমি ভেবেছিলাম একজন অউরর, কেসি যেও না দাঁড়াও!

প্রথম নারীমূর্তি পিছন ফিরে তাকালো, সবুজ আলোর ঝলকে দেখলো শেয়াল মরে পড়ে রয়েছে।

কেসি, নারসিসা, আমার কথা শোনো। কথাটা বলে ও দৌড়ে গিয়ে প্রথম মূর্তিটির একটা হাত চেপে ধরলো। অন্যটি দূরে সরে গেল।

তুমি ফিরে যাও বেল্লা! তোমাকে আমার কথা শুনতেই হবে!

আমি আজ পর্যন্ত তোমার অনেক কথা শুনেছি বেল্লা। আমি যা বলার, যা করার ঠিক করে নিয়েছি। আমাকে যেতে দাও।

নারসিসা নামের মহিলাটি নদীর ধারে দাঁড়ালো, নদীর ধার দিয়ে চলে গেছে সারবদ্ধ পুরনো রেলিং। রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে খোয়া দিয়ে বাঁধানো সরু একটা রাস্তা। নদী আর রাস্তার মাঝামাঝি মরচে পড়া পুরনো রেলিং। রাস্তার এক ধারে জীর্ণ পরিত্যক্ত ইটের সারি সারি বাড়ি। বেলা বাড়িগুলোর দিকে তাকালো, বাড়ির একটাও জানালা খোলা নেই, আলো জ্বলছে না, অন্ধকার। অন্ধকার রাস্তার ধারে ভগ্নপ্রায় বাড়িগুলো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

উনি এখানে থাকেন? বেল্লা ঘৃণামিশ্রিত স্বরে বললো, এখানে? এখানে মাগলদের গোবর-গাদায়? আমরাই বোধহয় প্রথম এই চত্বরে পা রাখলাম।

মনে হয় নারসিসার বেল্লার কথা কানে গেল না। রেলিংটার একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে তখন ও রাস্তায় নেমে পড়েছে।

কেসি, দাঁড়াও।

কথাটা বলে বেলা ওর পিছু পিছু চললো। চলার সময় ওর লম্বা ক্লোকের ঝুল রাস্তায় লুটোতে লাগলো। দেখলো নারসিসা দুটো বাড়ির মাঝে একটা কানাগলির মধ্যে ঢুকলো। সব কানাগলিগুলো একই রকমের। রাস্তায় আলো নেই, স্ট্রিট ল্যাম্পগুলো ভেঙ্গে গেছে,

ওরা দুজনে বলতে গেলে এক রকম আলো-আঁধারি আর অন্ধকারে মোড়া গলিতে দৌড়তে লাগলো। একটা গলির কাছে এসে বাঁক নেবার আগেই বেল্লা, নারসিসাকে ধরে ফেললো এবং টান দিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড় করালো।

কেসি আমার কথা শোনো, এমন কাজ তুমি করবে না, ওর কাছে যাবে না, ওকে বিশ্বাস করা যায় না।

তুমি বলছো? কিন্তু ডার্কলর্ড ওকে বিশ্বাস করেন, তাই না?

মনে হয় ডার্কলর্ড চিনতে ভুল করেছেন, আমার বিশ্বাস ভুল করেছেন, বেল্লা হাঁফাতে হাফাতে বললো। ওখানে ওরা দুজনে সেই নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাছে পিছে আর কেউ তাদের ফলো করছে কি না দেখার জন্য ঘোমটা সামান্য সরালো। তুমি তো ভালো করেই জানো পরিকল্পনার বিষয়ে আমাদের কারও সঙ্গে কিছু বলার নিষেধ আছে। বললে ডাকলডের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

আ... আমাকে যেতে দাও বেল্লা! নারসিসা তিক্ত কণ্ঠে কথাটা বলে তার ক্লোকের ভেতর থেকে একটা জাদুদণ্ড টেনে বার করে সেটা বেল্লার মুখের সামনে ধরলো। বেল্লা শুধুমাত্র হাসলো।

কেসি মনে রেখো আমি তোমার বোন। আর আমি বলছি এমন কাজ তুমি করো না।

এমন কোনো কাজ নেই যা এখন আমি করতে পারি না! নারসিসা গভীর নিঃশ্বাস ফেললো, ওর গলার স্বরে হিস্টেরিয়ার সুর, কথাটা শুনে চাকুর মতো দণ্ডটা নামিয়ে নিলো, আবার একটা আলোর ঝলকানি। বেল্লা ওর বোনের হাত ছেড়ে দিলো। ওর হাতটা গনগনে আগুনের মতো উত্তপ্ত।

নারসিসা!

কিন্তু নারসিসা এগিয়ে চললো। বেল্লা কোলাগা হাতটা ঘষতে ঘষতে ওর পিছু পিছু দূরত্ব বজায় রেখে চললো, গোলক ধাঁধার মতো রাস্তা। রাস্তার পাশে ইটের বাড়ি। নারসিসা আরো ভেতরের দিকে ঢুকে গেল। সবশেষে নরাসিসা একটা রাস্তায় দাঁড়ালো, রাস্তার নাম দেখলো স্পিনার্স এন্ড, ওখান থেকে বিরাট মিলের চিমনিটা দেখে মনে হয় একটা দৈত্য তার লম্বা একটা আঙ্গুল তুলে সতর্ক করে দিচ্ছে। কাঠের ভাঙ্গা ভাঙ্গা জানালাগুলো পাশে রেখে খোয়া ফেলা রাস্তায় হাঁটার সময় গভীর নিস্তব্ধতাকে খটখট শব্দ প্রতিধ্বনি করছে। শেষ পর্যন্ত গলির শেষে একটা বাড়ির সামনে নারসিসা দাঁড়ালো। ওর পেছনে বেল্লা। সেই বাড়িটা দোতলা। একতলার জানালায় পর্দা খোলা। ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো রাস্তায় এসে পড়ছে।

খুব জোরে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ও বন্ধ দরজায় টোকা দিলো। ওর পাশে বেল্লা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। দুজনেই সামান্য চিন্তিত, দ্রুত গতিতে নিঃশ্বাস ফেলে চলেছে। রাতের বাতাস সেই নদীর নোংরা জলের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়ানোর পর ওরা বন্ধ দরজার ভেতর ওপার থেকে পদশব্দ শুনতে পেল।

তারপরই দরজাটা কাঁচ কাঁচ শব্দ করে খুলে গেল। দরজার ফাঁক থেকে একজনের এক ফালি মুখ দেখা গেল। মাথায় তার লম্বা লম্বা কালো চুল মাঝখানে সিথি, পান্ডুর মুখ, কালো দুই চোখ। লোকটি ওদের দিকে তাকালো।

নারসিসা ওর মাথার ঘোমটা খুলে ফেললো। ও এতো রক্তহীন, বিবর্ণ যে। অন্ধকারে তার মুখ জ্বল জ্বল করে উঠলো। ওর মাথার লম্বা সোনালি চুলগুলো পিঠের দিকে ঝুলে পড়েছে, দেখে মনে হয় সদ্য স্নাত।

নারসিসা, লোকটি উচ্চারণ করে দরজাটা আরো একটু ফাঁক করলো, যাতে ঘরের আলো ওদের ওপর পড়ে। বাঃ তোমাদের দেখে খুব ভালো লাগছে!

সেভেরাস, নারসিসা চাপা গলায় বললো। আমি কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি? খুবই দরকারি কথা।

হা হা নিশ্চয়ই।

সামান্য পাশে সরে গিয়ে ওদের দুজনকে ঘরের ভেতরে ঢোকার জায়গা করে দিলেন। ওরা দুজনে ঘরে ঢুকলো।

স্নেইপ, গম্ভীর স্বরে বেল্লাট্রিক্স বললো ভেতরে ঢুকেই।

বেল্লাট্রিক্স, স্নেইপ বললেন, মুখে সামান্য বিনয়ের হাসি। স্নেইপ দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ঘরটা ছোট একটা শয়ন কক্ষের মতো। ঘরের দেয়ালের র‍্যাক ভর্তি বই সবই কালো অথবা চামড়ার কভারে বাঁধানো। কোনোটাই নতুন নয়। একটা জীর্ণ দশাপ্রাপ্ত সোফা। সোফা ঢাকার কাপড় ছেঁড়া, অতি পুরনো একটা হাতাওয়ালা চেয়ার ও একটা নড়বড়ে টেবিল। সিলিংয়ে ঝোলানো মোমবাতির লণ্ঠনে ঘরে মৃদু আলো। ঘরের এমন দৈন্যদশা যে দেখলে মনে হয় সেখানে কেউ বড় একটা থাকে না।

স্নেইপ নারসিসাকে সোফাতে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। নারসিসা গায়ের ক্লোকটা খুলে সোফার একপাশে ছুঁড়ে রেখে তার পাশেই বসলো। তার কোলে রাখা ফর্সা দুহাতের দিকে তাকালো। ওর হাত দুটো কাঁপছে স্নেইপ লক্ষ্য করলেন। বেল্লাট্রিক্স ওর ক্লোকের হুড ধীরে ধীরে নিচে নামালো। গায়ের রং ওর বোনের মতো নয়, কালো, বড় বড় চোখ আর শক্ত চোয়াল। ও নারসিসার পেছনে দাঁড়িয়ে রইলো। একবারও স্নেইপের দিক থেকে দৃষ্টি সরালো না।

তো আমরা তোমাদের জন্য কি করতে পারি? দুবোনের সামনে রাখা একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে বললেন।

আমরা মানে, আমরা ছাড়া তো এখানে, আর কেউ নেই। নারসিসা ধীর শান্ত স্বরে বললো।

না অবশ্যই আর কেউ নেই, তবে ওয়ার্ম টেল আছে। আমরা কী খুবই গোপন বিষয়ে কথা বলতে যাচ্ছি?

স্নেইপ তার হাতের দণ্ডটা যেদিকে বইগুলো রাখা আছে সেদিকে প্রসারিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করে একটা গোপন দরজা খুলে গেল। ওরা দেখতে পেল সেখানে একটা সরু সিঁড়ি উপরের দিকে চলে গেছে। সিঁড়ির প্রথম ধাপে ছোটো খাটো একজন লোক নিচুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্নেইপ কোনো ভূমিকা না করে বললেন, ওয়ার্মটেল দেখতে পাচ্ছো আমার ঘরে এখন দুজন অতিথি এসেছেন।

লোকটি সামান্য কুঁজো হয়ে স্নেইপের ঘরে ঢুকলো। লোকটার চোখ দুটি জলভরা, লম্বা নাক আর মুখে ছেয়ে রয়েছে বোকা বোকা হাসি। ও বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটায় এমন আলতোভাবে স্পর্শ করছিলো যেন সেখানে ব্যথা আছে। দস্তানা পরার জন্য ব্যথার জায়গাটা দেখা যাচ্ছে না।

দুই বোনকে দেখে, খোনা শোনা গলায় ও বললো, ওহো নারসিসা, বেল্লাট্রিক্স তোমরা? অনেকদিন পর তোমাদের দেখে খুব ভালো লাগছে।

ওয়ার্মটেল আমাদের জন্য ড্রিঙ্কস নিয়ে আসবে, অবশ্য যদি তোমরা চাও, স্নেইপ বললেন। তারপর ও নিজের বেডরুমে চলে যাবে।

ওয়ার্মটেল দুপা পিছিয়ে গেলো, এমন ভাবে যেন স্নেইপ ওকে কিছু ছুঁড়ে মেরেছেন।

ওয়ার্মটেল স্নেইপকে রাগতঃ স্বরে বললো, আমি আপনার ভৃত্য নই! বলার সময় স্নেইপের চোখের দিকে তাকাল না।

তাই? আমি যতদূর জানি ডার্কলর্ড আমাকে সাহায্য করার জন্যই তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

সাহায্য করার জন্য; কিন্তু আপনার ড্রিঙ্কস আনার জন্য, আর ঘরদোর সাফ করার জন্য অবশ্যই না।

দুঃখিত ওয়ার্মটেল! সে সম্বন্ধে আমার কোনো আইডিয়া ছিলনা যে তুমি কোন সাংঘাতিক বড় কাজে আমাকে সাহায্য করার জন্য অপেক্ষা করছে। স্নেইপ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন। যে কাজটা বললাম সেটা করতে তোমার বোধহয় বেশি কষ্ট হবে না। যাকগে এ সম্বন্ধে আমি ডার্কলর্ডের সঙ্গে আলাপ করবো।

আমি নিজেও ডার্কলর্ডের সাথে কথা বলতে পারি।

অবশ্যই, অবশ্যই পারো, স্নেইপ অবজ্ঞা প্রকাশ করে বললেন। সে পরে হবে, আপাতত আমাদের জন্য ড্রিঙ্কস তৈরি করে আনো, আপাতত এলফদের তৈরি ওয়াইন হলেই চলবে।

ওয়ার্মটেল স্নেইপের কথা শুনে দোনোমনো করলো। স্নেইপের মুখের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন ডাকলর্ড যা বলেছেন সে সম্বন্ধে তর্ক করতে প্রস্তুত; কিন্তু সামান্য সময় দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের অন্য একটি গোপন দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেলো। ওরা বাইরের ঘর থেকে ধুপ ধাপ আর বাঁচের গ্লাসের ঠন ঠন শব্দ শুনতে পেলো। একটু পরে ওয়ার্মটেল একটা ট্রেতে ধুলো মাখানো একটা বোতল আর তিনটে গ্লাস হাতে করে ঘরে ঢুকলো। তারপর ট্রেটা নড়বড়ে টেবিলের ওপর রেখে একবার ওদের দিকে তাকিয়ে সেখানে বই-এর তাকের দরজা খুলে সশব্দে বন্ধ করে ভেতরে চলে গেল।

স্নেইপ বোতল থেকে রক্ত বর্ণের ওয়াইন তিনটে গ্লাস ঢেলে দুটো গ্লাস দুবোনের দিকে এগিয়ে দিলেন। নারসিসা বিড় বিড় করে ধন্যবাদ জানালো, বেলাট্রিক্স কোন কথা না বলে স্নেইপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। স্নেইপ বেলাট্রিক্সের অসন্তুষ্ট দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কোনো তাপ উত্তাপ দেখালেন না। কিন্তু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

স্নেইপ ডার্ক লর্ডের উদ্দেশ্যে গ্লাসটা তুলে ধরলেন, এক চুমুকে গ্লাসটা শূন্য করে দিলেন। তার দেখাদেখি নারসিসা, বেল্লাট্রিক্স তাদের গ্লাস শূন্য করতেই স্নেইপ বোতল থেকে ওদের গেলাসে ওয়াইন ঢাললেন।

নারসিসা দ্বিতীয় ড্রিঙ্ক হাতে নিয়ে অস্থির চিত্তে বললো, সিভেরাস আগে না জানিয়ে হঠাৎ আপনার কাছে আসার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু আপনার কাছে আসতে আমি বাধ্য হয়েছি। একমাত্র আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন।

স্নেইপ হাত তুলে ওকে চুপ করতে ইশারা করলেন, তারপর আবার হাতের দণ্ডটা বই-এর তাকের দেওয়ালের দিকে প্রসারিত করলেন। তার পেছনেই রয়েছে লুকোনো সিঁড়ি। তারপরই শুনতে পাওয়া গেল খুব জোরে ধপাস করে পড়ার শব্দ আর উচ্চস্বরে চিৎকার। এরপর ওয়ার্মটেলের ধপ ধপ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার শব্দ।

কিছু মনে করো না, ইদানীং ওয়ার্মটেলের লুকিয়ে লুকিয়ে আড়ি পেতে অন্যের কথা শোনার অভ্যাস হয়েছে, আমি জানি না কেন ওইরকম করছে, যাকগে নারসিসা কিছু বলেছিলে তুমি, এবার বলো।

নারসিসা খুব বড় দেখে একটা শ্বাস নিয়ে আবার বললো, সিভেরাস আমি জানি আমার আপনার কাছে আসাটা ঠিক হয়নি, কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করা হয়েছে আমাকে, কিন্তু...।

তাহলে তো তোমার চুপ করে থাকা উচিত, বেল্লাট্রিক্স বললো। বিশেষ করে এখানে এসে সকলের সামনে।

এখানে এসে, সকলের সামনে? কথাটা স্নেইপ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন। বেল্লাট্রিক্স তুমি কি বললে ঠিক বুঝতে পারলাম না?

আপনাকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না, তা আপনি ভালো করেই জানেন স্নেইপ!

নারসিসা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগলো। দুহাতে মুখ ঢাকলো। স্নেইপ তার হাতের শূন্য গ্লাসটা টেবিলে রাখলেন। বেল্লাট্রিক্সের ব্যাঙ্গ মাখানো মুখের দিকে তাকিয়ে চেয়ারে বসে হাতলে একটা হাত রেখে হাসলেন।

নারসিসা, আমার মনে হয় বেল্লাট্রিক্স কি বলতে চাইছে তা আমাদের অবশ্যই শোনা উচিত, তাহলে সে আলাপ-আলোচনায় কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না, বেল্লাট্রিক্স তুমি যা বলতে চাইছিলে বলল, হ্যাঁ তার আগে বলো তো কেন তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

শত শত কারণ আছে। বেল্লাট্রিক্স খুব চেঁচিয়ে বললো। সোফা ছেড়ে উঠে টেবিলে শব্দ করে শূন্য গ্লাসটা রাখল। হ্যাঁ কোথা থেকে শুরু করা যায়! বলছি ডার্কলর্ড যখন হেরে গেলেন তখন কোথায় ছিলেন আপনি? তারপর ডার্কলর্ড যখন অন্তর্হিত হলেন, তখন তার খোঁজ করার কোনো চেষ্টা করেননি কেন? ডাম্বলডোরের, ছত্রছায়ায় বসে এতো বছর কি করেছেন। ডার্কলর্ড ফিলোসফার স্টোন সংগ্রহ করতে গেলে তাকে বাধা দিয়েছিলেন কেন? ডার্কলর্ড পুনর্জীবিত হবার সাথে সাথে আপনি চলে আসেননি কেন? কয়েক সপ্তাহ আগে আপনি কোথায় ছিলেন, যখন আমরা সকলে মিলে ডাকলর্ডের জন্য

প্রফেসী উদ্ধার করতে যুদ্ধ করছিলাম? আরো বলুন স্নেইপ, হ্যারি পটার এখনও কেন বেঁচে রয়েছে, পাঁচ বছর ধরে ও কি আপনার অনুকম্পায় বেঁচে আছে না?

কথাগুলো বলতে বলতে বোট্রিক্স থামলো। বেশি কথা আর উত্তেজনার জন্য ওর বুকটা খুব জোরে ওঠানামা করছিলো ওর পেছনে নারসিসা চুপ করে বসে রইলো, তখনও ও মুখ দুহাতে ঢেকে রেখেছে।

বেল্লাট্রিক্স, তোমার অতোগুলো প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমি বলতে চাই! যারা আমার পেছনে কথা বলে তাদেরকে তুমি নির্ভাবনায় আমার উত্তর বলতে পারো, এমন কি ডাকলর্ডকেও। তবে তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমি তোমাকে প্রশ্ন করি, তুমি কী সত্যই ভেবেছো, ডার্ক লর্ড তোমার ওই প্রশ্নগুলো আমাকে করেননি? একথাও কী তুমি ভাবছো তাকে আমি ওই প্রশ্নগুলোর যথাযথ জবাব না দিয়ে তোমাদের সঙ্গে আজ আমি কথা বলছি?

বেল্লাট্রিক্স ইতস্তত করে বললো, আমি জানি ডাকলর্ড আপনাকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু...।

তাহলে তুমি কি মনে করো তিনি ভুল করেছেন, অথবা আমি তাকে প্রতারণা করছি? পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী জাদুকরকে বোকা বানানো, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এতো মহান লেজিলেমেন্সের আবির্ভাব দেখেনি।

বেলাট্রিক্স নীরব রইলো। এই প্রথম ওকে সামান্য অস্বস্তিতে বসে থাকা দেখা গেল। স্নেইপও আর অগ্রসর হলেন না। তারপর ড্রিঙ্কের গ্লাসটা হাতে নিলেন, এক চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন, তুমি জানতে চাইছো ডার্কলর্ডের পতনের পর আমি কোথায় ছিলাম? ডার্কলর্ড যেখানে আমাকে থাকতে বলেছিলেন, সেখানেই ছিলাম, হোগার্টস স্কুল অফ উইচক্র্যাফট অ্যান্ড উইজারডিতে। কারণ তিনি আমাকে ডাম্বলডোরের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তুমি জানো, আর আমিও জানি, ডার্কলর্ডের আদেশ অনুসারেই আমি হোগার্টস স্কুলে কাজ নিয়েছিলাম।

বেল্লাট্রিক্স মাথা নাড়লো। বোঝা গেল না স্নেইপের কথাটা বিশ্বাস করল কি করল না। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল স্নেইপ বাধা দিলেন।

তুমি জানতে চেয়েছে তিনি অন্তর্ধান হবার পর কেন আমি তার খোঁজ করার চেষ্টা করিনি। আমি ভেবেছিলাম তিনি শেষ হয়ে গেছেন, অবশ্যই এই ভাবনার জন্য আমি গর্বিত নই, আমি ভুল করেছিলাম কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে যে, আমারই মতো যারা মনে করেছিল তিনি ফিরে আসবেন না, আমাদের যদি তিনি ক্ষমা না করতেন, তাহলে এখন কজনই বা তার অনুগামী থাকতো।

আমার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস আগেও ছিলো, এবং এখনও আছে! বেল্লাট্রিক্স ভাবাবেগে বললো। আমি তার জন্য বহুবছর আজকাবান জেলে বন্দি অবস্থায় কাটিয়েছি!

অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য, স্নেইপ একঘেয়ে সুরে বললেন। তাহলেও জেলে থেকে তার বিশেষ কোনো উপকারে আসোনি, কিন্তু তার ওপর তোমার আনুগত্য প্রদর্শন নিঃসন্দেহে ভাল।

প্রদর্শন! বেল্লাট্রিক্স রেগে গেল, মুখ দেখে মনে হয় মাথার ঠিক নেই। আমি যখন ডিমেন্টরদের অত্যাচারে জর্জরিত তখন আপনি হোগার্টসে ডাম্বলডোরের সঙ্গে আরামে দিন কাটিয়েছেন, বলা যেতে পারে তার পরম প্রিয় হয়ে।

ঠিক তা নয়, স্নেইপ শান্ত সুরে বললেন। তাই যদি হতো তাহলে তিনি আমাকে ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কাজ দিতেন না। আর ঐ কাজ দিয়েছিলেন আমার অতীতকে ব্যঙ্গ করার জন্য।

শেখালেই পারতেন আপনার প্রিয় সাবজেক্ট, তাহলে ডাকলর্ডের জন্য আপনার স্যাকরিফাইস, ভালোভাবেই বোঝা যেতো, তাই না? বেল্লাট্রিক্স ব্যাঙ্গ করে বললো। তো সেখানে দীর্ঘকাল টিকে রইলেন কেমন করে স্নেইপ? আমাদের প্রভু মৃত জেনেও হোর্টসে দিব্যি ডাম্বলডোরের বিরুদ্ধে স্পাইং করে গেলেন?

কথাটা ঠিক বললে না, স্নেইপ বললেন। যে কাজের ভার ডার্কলর্ড আমাকে দিয়েছিলেন, তা সুষ্ঠভাবে করেছি জেনে তিনি বরং খুশি হয়েছেন। তার মৃত্যুর খবর শুনেও কিন্তু কাজটা অর্ধসমাপ্ত করে হোগার্টস ছেড়ে চলে আসিনি। দীর্ঘ মোল বছর আমি ডাম্বলডোর সম্বন্ধে যেসব তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছিলাম সেগুলো ডার্কলর্ড ফিরে আসার পর উপহার

স্বরূপ তার হাতে তুলে দিয়েছি। তোমার আজকাবান জেলের স্মৃতির চাইতে সেসব অনেক বেশি দরকারি ছিলো।

কিন্তু ডাকলর্ডের মৃত্যু হয়েছে শুনেও হোগার্টসে থেকে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ ছিলাম বেলাট্রিক্স, এই প্রথম তার কথায় বিরক্তির সুর শোনা গেল। স্বীকার করছি আজকাবানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের চেয়ে হোগার্টস অনেক ভালো। তুমি তো জানো সেই সময়ে রক্তচোষাদের প্রচুর ধরপাকড় হচ্ছিলো, ডাম্বলডোর আমাকে প্রোটেকশন দিয়েছিলেন, আমাকে তাই রক্তচোষা হিসেবে আজকাবানে যেতে হয়নি। আমি সেই সুবিধের সম্পূর্ণ সদব্যবহার করেছি। আমি সেখানে থেকে গেছিলাম বলে ডাকলর্ড কণামাত্র অখুশি হননি, এসব এখন কেন তুমি প্রশ্ন করছো ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।

তুমি বোধহয় জানতে উৎসুক, বেশ জোর দিয়েই স্নেইপ বললেন, বেলাট্রিক্স স্নেইপকে থামাতে চাইলো। কেন আমি ডার্কলর্ড আর ফিলোসফার স্টোনের মাঝখান দাঁড়িয়েছিলাম। তার জবাব খুবই সহজে দেয়া যায়। তিনি বুঝতে পারেননি আমাকে বিশ্বাস করা চলে কি না। খুব সম্ভব তিনি তোমারই মতো ভেবেছিলেন যে আমি বিশ্বস্ত ডেথইটার থেকে ডাম্বলডোরের চামচা হয়েছি। সেই সময় তার মনের ও শারীরিক অবস্থা খুবই দুর্ভাগ্যজনক করুণ ছিলো। নিজের দেহের বদলে এক অতি-সাধারণ জাদুকরের দেহের মধ্যে ছিলেন। যে কথা তিনি তার প্রাক্তন মিত্রের কাছে প্রকাশ করেননি, তিনি আশঙ্কা করেছিলেন তার প্রাক্তন মিত্রটি জানতে পারলে হয়তো তাকে ডাম্বলডোর অথবা মন্ত্রণালয়ের হাতে তুলে দেবে। সেই সময়ে তিনি আমার ওপর তার আস্থা রাখতে

পারেননি, এখনও বিষয়টি মনে পড়লে গভীরভাবে দুঃখ পাই। না হলে তিন বছর আগে তিনি ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারতেন। সেই রকম পরিস্থিতিতে আমি অকর্মন্য ও লোভী কুইলের পাথরটা চুরি করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে ছিলাম এবং আজ তোমাকে বলছি আমি যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করে ওর প্রচেষ্টা বানচাল করেছিলাম।

কথাটা শুনে বেলাট্রিক্স এমন এক মুখভঙ্গি করলো যেন ও একটা তেতো ওষুধের ডোজ গলাধকরণ করেছে।

কিন্তু যখন উনি ফিরে এলেন তক্ষুণি আপনি তার কাছে যাননি, সময় ক্ষেপণ করেছেন, তখন কী আপনি ডার্কমর্কের জ্বালা অনুভব করেননি?

ঠিক বলেছো, আমি দুঘণ্টা পরে পৌঁছেছিলাম। ডাম্বলডোরের আদেশের পরে গিয়েছিলাম।

কী বলছেন, ডাম্বলডোরের...? বেল্লাট্রিক্স ক্ষিপ্তস্বরে বললো।

ভাবো স্নেইপ আবারা অধৈর্য হয়ে বললেন। চিন্তা করো! দুঘণ্টা... শুধুমাত্র দুঘণ্টা। আমি দুঘণ্টা থেকে যেয়ে ভবিষ্যতেও হোগার্টসে গুপ্তচরের কাজ করার সুযোগটা রক্ষা করতে পেরেছি! ডাম্বলডোরকে বুঝতে দিয়েছি যে আমি তার জন্যই–ডার্কর্ডের আবির্ভাবের খবর পেয়ে সেখানে যাচ্ছি। আমি সেটা করেই ডার্কর্ডকে অনবরত ডাম্বলডোর আর তার হেডকোয়ার্টার অর্ডার অফ ফিনিক্সের তথ্য পাঠিয়ে গেছি। ডার্কমার্ক যখন কয়েক মাস

ধরে শক্তিশালী হচ্ছিলো তখনই আমার বিশ্বাস হয়েছিলো ডার্কলর্ড আবার প্রবল শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসছেন, সব রক্তচোষারা (ডেথ ইটাররা) জানতো। আমি তখন ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় পেয়েছি, আমার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভেবেছি, কারকারফের মতো পালিয়ে যেতে আমি চাইনি।

ডাকলর্ড আবার শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসেছেন খবরটা জানার পর খানিকটা দেরিতে আমি তার কাছে যাওয়ায় তিনি প্রথমে আমার ওপর অবশ্য চটেছিলেন সন্দেহ নেই; কিন্তু পরে তার কাছে গিয়ে, কেন এবং কিসের জন্য দেরি হয়েছে, ব্যাখ্যা করার পর তিনি পরিষ্কার বুঝেছিলেন–আমি তার বিশ্বস্ত অনুচর। ডাম্বলডোরের সঙ্গে হোগার্টসে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো ডাম্বলডোর ও তার হেডকোয়ার্টার অর্ডার অফ ফিনিক্স সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে প্রভুকে জানানো।

কিন্তু সেখানে কি এমন দরকারি তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলেন? বেল্লাট্রিক্স তিক্ত কণ্ঠে বললো। সেগুলো আমাদের কোন কাজে লেগেছে?

আমার সংগৃহীত তথ্য সরাসরি ডার্কলর্ডের কাছে পাঠিয়েছি, স্নেইপ বললেন। তোমাকে তিনি জানাবেন কি না জানাবেন সম্পূর্ণ তাঁর বিষয়।

ডার্কলর্ড সবকিছুই আমাকে জানান, বেল্লাট্রিক্স রেগে গিয়ে বললো। উনি সব সময়ই বলেন, আমি তার অতি কর্তব্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত অনুগামী।

সত্যিই তিনি...? কথাটা খুবই হেলাফেলা ও অবিশ্বাসের সুরে বললেন। মন্ত্রণালয়ে কলঙ্ককর ঘটনার পরও বলেছেন?

সেই ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র দোষ ছিলো না। বেল্লাট্রিক্সের মুখ লাল হয়ে গেলো। ডার্ক লর্ড দীর্ঘদিন ধরেই আমাকে তার বিশ্বাসের পাত্র মনে করে আসছেন–তবে লুসিয়াস যদি না...।

কথাটা শুনে নারসিসা চাপা অথচ ক্ষুব্ধ গলায় বোনের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার সাহস তো কম নয়। আমার সামনে আমার স্বামীকে সন্দেহ করছো?

পরস্পরকে এখন দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই, স্নেইপ শান্ত স্বরে বললেন। যা হবার তাতো হয়ে গেছে।

কিন্তু আপনার মুখে এসব কথা মানায় না! বোট্রিক্স রাগে গর গর করতে করতে বললো। আমরা যখন বিপদ মোকাবিলা করছিলাম, তখন কী সেখানে আপনি উপস্থিত ছিলেন স্নেইপ?

আদেশ ছিলো পেছনে থাকার, স্নেইপ বললেন। হয়তো তুমি ডার্কলর্ডের সঙ্গে একমত নও, সম্ভবত তুমি ভাবতে পারো আমি রক্তচোষাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অর্ডার অফ ফিনিক্সের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও, তা ডাম্বলডোরের চোখে পড়বে না? আর আমাকে

ক্ষমা করবে, তাহলে বলতেই হয়, তুমি বিপদের কথা বলছিলে, তুমি তো মাত্র ছটি বালক-বালিকার বিরুদ্ধে লড়াই করছিলে, তাই না?

আপনি ভালো করেই জানেন ওরা অর্ডারে অনেক আগেই যোগ দিয়েছিলো! বেল্লাট্রিক্স বিরক্তি মাখা মুখে বললো। আমরা অর্ডারের কথা বলছি, দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত হেড কোয়ার্টারের ঠিকানাটা আপনি জানেন না। বলুন জানেন কি?

আমি সিকরেট কীপার নই, তাই আমি বলতে পারছি না। বোধকরি, কাজের গতি বা কতো শিঘ্র কাজ করা যায় সে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান আছে। অর্ডার সম্বন্ধে আমার দেয়া তথ্য পেয়ে ডাকলর্ড খুবই খুশি। তারই ভিত্তিতে সাম্প্রতিক এম্মেলাইনের অপহরণ ও হত্যার খবর সম্বন্ধে অনুমান করতে পারো। এবং সিরিয়স ব্ল্যাকের হত্যার ব্যাপারেও আমার দেয়া তথ্য কাজ করেছিলো, অবশ্য সিরিয়াস ব্ল্যাককে নির্মূল করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ক্রেডিট তোমার!

স্নেইপ বেল্লাট্রিক্সকে শান্ত করার যথাসম্ভব চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু ওর মুখ দেখে বোঝা গেল না স্নেইপ সফল হয়েছেন।

কিন্তু স্নেইপ আপনি আমার মূল ও শেষ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না, পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। হ্যারি পটার। গত পাঁচ বছরে একবারও কি সুযোগ পেলেন না ওকে হত্যা করার, তা আপনি করেননি, কিন্তু কেন?

এই ব্যাপারটা কি ডাকলর্ডের সঙ্গে আলাপ করেছো? স্নেইপ প্রশ্ন করলেন। তার সঙ্গে... সাম্প্রতিক... আমরা... প্রশ্নটা আমি আপনাকে করছি, স্নেইপ?

আমি যদি হ্যারি পটারকে হত্যা করতাম, তাহলে ডাকলর্ড তার রক্ত ব্যবহার করে পুনর্জন্ম লাভ করতে পারতেন না, অজেয় হতে পারতেন না।

হ্যারি পটার যে ডার্কলর্ডের কাজে আসবে তা কি আপনি আগেই জানতেন, বেল্লাট্রিক্স বিদ্রূপ করলো।

তেমন কোনো দাবি তো আমি করিনি; আমি ডাকলর্ডের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কোন ধারণাই নেই। আমি তো আগেই স্বীকার করেছি যে আমি ভেবেছিলাম ডাকলর্ড মারা গেছেন। আমি শুধু ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছি, ডার্কলর্ড, হ্যারিপটার মরে না যাওয়াতে কেন দুঃখিত হননি, অন্তত এক বছর আগেও।

কিন্তু আপনি কেন ওকে বাঁচিয়ে রাখলেন?

তুমি কী আমার কথা বুঝতে পারোনি? ডাম্বলডোর আমাকে প্রোটেকশন দেওয়ার ফলেই আমাকে আজকাবানের জেলখানায় যেতে হয়নি! এটা কেন তুমি বুঝতে পারছে না, তার প্রিয় ছাত্রকে হত্যা করলে ডাম্বলডোর অবশ্যিই আমার বিরুদ্ধে যেতেন। আরো কিছু বিষয় ছিল। আমি তোমাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, প্রথম যখন ও হোগার্টসে আসে তখন ওর সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচারিত ছিল, অনেক গুজবও, যেমন সে

একজন বিরাট জাদুকর, সেই জন্যই ও ডার্কলর্ডের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলো, মারা গিয়েছে ওর বাবা-মা। এ কথাটাও সত্যি যে ডাকর্ডের অনেক পুরনো বিশ্বস্ত অনুগামীরা ভেবেছিলো যে ভবিষ্যতে হ্যারি পটারের পতাকাতলে ওরা দাঁড়াবে। আমিও অকপটে স্বীকার করছি ও যখন ক্যাসেলে প্রথমে পা রেখেছিলো আমারও ওকে দেখে হত্যা করার ইচ্ছে হয়নি।

সে যাহোক আমার ওকে বুঝতে বেশি সময় লাগেনি। হ্যারির ভেতরে উঁচু মাপের ট্যালেন্ট নেই। আমি দেখেছি ও অনেক বাধা বিপত্তি, আকস্মিক সংকট থেকে লড়াই করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে; এক, ট্যালেন্টেড বন্ধু, দুই, ভাগ্যের জোরে। ও অতি সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছেলে, যাকে মিডিওকার বলা যেতে পারে। ওর বাবার মতোই বিরক্তিকর আত্মতৃপ্তি সম্পন্ন ছেলে। আমি ওকে হোগার্টস থেকে বিতাড়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, এটাই তার প্রাপ্য ছিলো; কিন্তু তাকে হত্যা করা বা হত্যা করতে দেয়া আমার উপস্থিতিতে? কখনোই না, ওই রকম কিছু একটা করলে মারাত্মক ভুল হতো, কারণ, ডাম্বলডোর ওকে কাছাকাছি রেখে প্রতিনিয়ত আগলে রেখেছিলেন।

আমরা কি বুঝবো ডাম্বলডোর আপনাকে কখনো সন্দেহে করেননি? বেল্লাট্রিক্স প্রশ্ন করলো। আপনার আসলে কার ওপর আনুগত্য আছে এর কি কোনো ধারণাই তার ছিলো না, এখনও কী তিনি আপনাকে বিশ্বাস করেন?

আমি আমার ভূমিকা দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেছি, স্নেইপ বললেন। তুমি ডাম্বলডোরের দুর্বলতার দিক জানো, তিনি সর্বদাই ভালো ছাত্রদের বিশ্বাস করেন। আমি যখন স্কুলে

শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম, তখন তাকে দেখে আমার খুবই বিবেক দংশন হয়েছিলো, রক্তচোষার দল থেকে নতুন এসেছি, ডাম্বলডোর আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন, আমি তখন ডার্কটের (কালো জাদুর) কাছাকাছিও যাইনি, তিনি আমাকে অনেক শেখাতে পারতেন। ডাম্বলডোর যে একজন বিরাট জাদুকর সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই, –ও হ্যাঁ, বেল্লাট্রিক্স তখন স্নেইপের কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছে না সেই রকম মুখে একটা শব্দ করলো। ডার্কলর্ডও সেটা স্বীকার করেন। ডাম্বলডোরের বয়স বাড়ছে, শরীরে শক্তি কমছে। গত মাসে ডাকলর্ডের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ তাকে খুবই দুর্বল করেছে। আগের মতো শক্তি নেই বলে তার স্পেল ইত্যাদি খুব দুর্বল। আঘাত পেয়েছেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে। কিন্তু তিনি কখনো সিভেরাস স্নেইপকে বিশ্বাস করা বন্ধ রাখেননি, আস্থা হারননি। এই জন্যই ডার্কলর্ডের কাছে আমার মূল্য একটু বেশি।

বেল্লাট্রিক্স তখনও গম্ভীর মুখে বসে রয়েছে। ভাবছেন কেমন করে নতুন পথে স্নেইপকে আক্রমণ করা যায়। ওকে নীরবে বসে থাকতে দেখে, স্নেইপ নারসিসার দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ, এবার বলো আমি তোমার কি সাহায্যে আসতে পারি নারসিসা?

নারসিসা স্নেইপের দিকে তাকালো। বিষাদ, কালো মুখ। হ্যাঁ, সেভেরস, আমার স্থির বিশ্বাস একমাত্র আপনিই আমার বিপদে সাহায্য করতে পারেন। আমি যে কি করবো ভেবে পাচ্ছিনে, কোথায় যাবো কার কাছে যাবো, লসিয়াস জেলে, কথাটা বলে নারসিসা ওর চোখ বন্ধ করলো। দুচোখের কোল দিয়ে বড় বড় চোখের জল বেরিয়ে এলো।

ডার্কলর্ড আমাকে এ বিষয়ে কারও সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে নিষেধ করেছেন, নারসিসা যেমন চোখ বন্ধ করেছিলো তেমনই ভাবে চোখ বন্ধ করে বললো। তার পরিকল্পনা কেউ জানতে পারে তিনি তা চান না। পরিকল্পনাটা, খুবই গোপনীয়, কিন্তু...।

তিনি যদি নিষেধ করে থাকেন, তাহলে তোমার বলা উচিত হবে না, স্নেইপ বললেন, ডার্কলর্ডের কথাই হলো আইন। নারসিসা কথা থামালো। চোখ দিয়ে তখনও চোখের জল স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে। বেল্লাট্রিক্স বোনের দিকে তাকালো। স্নেইপের বাড়িতে আসার পর এই প্রথম বেল্লাট্রিক্সের মুখে খুশির আভা দেখা গেল।

ঠিক আছে। ও বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে বিজেতার মতো হাসলো। স্নেইপও তো এই একই কথা বলেছেন, তোমাকে নিষেধ করা হয়েছে কারও সঙ্গে এ বিষয়ে কথা না বলতে, তাই চুপ করে থাকো!

কিন্তু স্নেইপ বসে রইলেন না। সোফা থেকে উঠে ঘরের ছোট জানালার ধারে দাঁড়ালেন। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে বাড়ির সামনের অন্ধকার, নির্জন রাস্তার দিকে তাকালেন। তারপরই জানালাটা শব্দ করে বন্ধ করলেন। চোখ দুটো কুঁচকে নারসিসার দিকে তাকালেন–সৌভাগ্যবশত আমি পরিকল্পনাটা জানি, স্নেইপ খুব আস্তে আস্তে বললেন, ডাকলর্ড ওই পরিকল্পনাটা যে কয়েকজনকে বলেছেন, আমি তার মধ্যে একজন। আমি যদি ওই গোপন ব্যাপারটা না জানতাম, তাহলে আমাকে কথাটা বলার জন্য তুমি যে ডার্কলর্ডের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি জানি আপনি অবশ্যই পরিকল্পনাটা জানেন! নারসিসা খুব জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে বললো। আপনি তার পরম বিশ্বাসের পাত্র, আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন।

তাহলে আপনিও জানেন? বেল্লাট্রিক্স তার মুখের ভাব বদলে ফেলে, অপমানে ছেয়ে গেল।

অবশ্যই, স্নেইপ বললেন। কিন্তু কী ধরনের সাহায্য তোমার দরকার নারসিসা? তুমি যদি ধরে নিয়ে থাকো, আমি যুক্তি দিয়ে ডার্কলর্ডের মনোভাব পরিবর্তিত করতে পারি, তাহলে কোনো রকম না রেখে-ঢেকে বলতে পারি সে আশা না করাই ভালো, একেবারেই না।

সেভেরাস, নারসিসা বিড়বিড় করলো, ওর বিবর্ণ গালের ওপর চোখের জল গড়িয়ে পড়লো, আমার ছেলে, একমাত্র ছেলে...।

ড্র্যাকোর তো গর্ব হওয়া উচিত, বেলাট্রিক্স শুষ্ক কণ্ঠে বললো। ডাকলর্ড তো ওকে দারুণভাবে সম্মানিত করছেন। ও নিজে তো কর্তব্যচ্যুত হতে চাইছে না। মনে হয়, ও খুব খুশি ওর যোগ্যতার প্রমাণ দেখানোর সুযোগ পেয়েছে বলে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে দারুণ উত্তেজিত।

নারসিসা অঝোরে কাঁদতে লাগলো, একবারও স্নেইপের মুখ থেকে ওর দৃষ্টি সরালো না।

ও খুব ছেলে মানুষ। মাত্র ষোল বছর বয়স, ও জানে না ওর ভাগ্যে কি রয়েছে? কিন্তু সেভেরাস, কেন? কেন আমার ছেলেকে বেছে নিলেন? দারুণ বিপজ্জনক কাজ! এটা লুসিয়াসের ভুলের বদলা ছাড়া আর কিছু নয়, আমি জানি, ভালো করেই জানি।

স্নেইপ চুপ করে রইলেন। নারসিসার মুখের দিকে তাকালেন না। হয়তো তিনি মনে করছেন কান্নাটা খুবই অরুচিকর। কিন্তু তাহলেও নারসিসার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন। না শোনার কোনো ভঙ্গী করলেন না।

সেই কারণেই ডার্কলর্ড ড্র্যাকোকে ঠিক করলেন, তাই না? ওর বক্তব্য থেকে একচুলও সরে এলো না নারসিসা। তার একমাত্র উদ্দেশ্যে লুসিয়াসকে শাস্তি দেওয়া।

শোনো, যদি ড্র্যাকো কৃতকার্য হয়, নারসিসার মুখের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে স্নেইপ বললেন। তাহলে তো অন্যদের চাইতে অনেক অনেক বেশি সম্মানিত হবে।

নারসিসা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, ও কৃতকার্য হবে না! ডার্কলর্ড যেখানে সব ঠিক করে রেখেছেন

বেল্লাট্রিক্সের ভয় হলো, নারসিসাতো পাগল হয়ে যায়নি?

আমি এই কথাটা বলতে চাই সেভেরাস, আজ পর্যন্ত কেউ কৃতকার্য হয়নি, সেভেরাস ড্র্যাকোতো আপনার সবচাইতে প্রিয় ছাত্র, তাছাড়া আপনি তো লুসিয়াসের বহুদিনের বন্ধু, আপনি ডার্কলর্ডের প্রিয়পাত্র বলেই আপনার কাছে ওর প্রাণ ভিক্ষা চাইতে এসেছি। শুধু প্রিয়পাত্র নন, আপনি তার অতি বিশ্বস্ত উপদেষ্টা, তাকে বলুন, আপনি একটু ভালভাবে চেষ্টা করলে তিনি আপনার কথা শুনবেন।

তুমি তো জানো নারসিসা, ডাকলর্ডকে কোনো যুক্তিতর্ক দিয়ে মত পরিবর্তন করানো সম্ভব নয়। আমি বোকা নই যে তাই করতে যাবো, স্নেইপ কোন কথা না চেপেই বললেন। আমি কোনো রকম নিজেকে জাহির না করেই বলতে চাই যে ডাকলর্ড লুসিয়াসের ওপর অসম্ভব রেগে আছেন। লড়াইয়ে লুসিয়াসের নেতৃত্ব দেবার কথা ছিলো, দুঃখের বিষয় ও আরো অনেকের সঙ্গে ধরা পড়লো শুধু নয়, প্রফেসিকে উদ্ধার করতেও ব্যর্থ হয়েছিলো! আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, ডার্কলর্ড ওর ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ নারসিসা।

তাহলে আমার কথাই ঠিক। তাই তিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য ড্র্যাকোকে নির্বাচন করেছেন! নারসিসার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি নিশ্চিত জানেন ড্র্যাকো কৃতকার্য হবে না, তিনি চান কাজটি করতে গিয়ে তার মৃত্যু হোক।

স্নেইপ কথাগুলো শুনে চুপ করে রইলেন। নারসিসা তখন বেপরোয়া। কোনো ভাবেই তার আত্মসংযম নেই। নারসিসা উঠে দাঁড়ালো। সোজা স্নেইপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার আলখেল্লার বুকের সামনের প্রান্ত চেপে ধরলো। মুখটা স্নেইপের মুখের অনেক কাছে

নিয়ে গেল। ওর চোখের জল স্নেইপের বুক স্পর্শ করলো, ও হাঁফাতে লাগলো। আপনি একমাত্র পারেন, ড্র্যাকোর বদলে আপনি পারেন কৃতকার্য হতে, অবশ্যই হবেন আপনি, তখন তিনি অনেক অনেক ভাবে, আমাদের কল্পনার বাইরে আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।

স্নেইপ খানিকক্ষণ নারসিসার হাত চেপে ধরে, হাত ছাড়িয়ে নিলেন, এরপর ওর ক্রন্দনরত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তিনি চান সর্বশেষে আমিই কাজটা করি, অবশ্য এটা আমার ধারণা; কিন্তু ড্র্যাকো প্রথমে চেষ্টা করুক এটাই তিনি চান। এ বিষয়ে তিনি বদ্ধপরিকর। ড্র্যাকোর কৃতকার্য হওয়া বলা যায় একেবারেই অসম্ভব। যাহোক আমাকে হোগার্টসে একটু বেশি সময় থাকতে হতে পারে, গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দাগিরির কাজ আছে।

তার মানে একটাই, ড্র্যাকো যদি মরে যায় তাহলে তার কিছু যায় আসবে না।

স্নেইপ আবার শান্তস্বরে বললেন, ডাকলর্ড প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। ও প্রফেসির কথা শুনতে পায়নি। তুমি জানো, আমিও জানি নারসিসা, তিনি সহজে কাউকে ক্ষমা করেন না।

নারসিসা স্নেইপের পায়ের কাছে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো। আমার ছেলে... আমার একমাত্র ছেলে...।

বেল্লাট্রিক্স দয়ামায়াহীন কণ্ঠে বললো, তোমার তো গর্বিত হওয়া উচিত নারসিসা। আমার যদি ছেলে থাকতো, তাহলে তো আমি ডার্কলর্ডের সেবার জন্য উৎসর্গ করতাম।

নারসিসা স্নেইপের পায়ের ওপর পড়ে, পাগলের মতো, ওর মাথার লম্বা লম্বা সোনালি চুলগুলো মুঠোতে ধরে টানতে লাগলো। স্নেইপ, ওকে দুহাতে ধরে দাঁড় করালেন, তারপর সোফায় বসালেন। গ্লাস ভর্তি ওয়াইন ওর হাতে এক রকম জোর করে ধরিয়ে দিলেন।

নারসিসা তুমি অনেক কান্নাকাটি করেছো। ধরো গ্লাসটা, ওটা খাও... আমার কথা শোনো।

নারসিসা কাঁপা কাঁপা হতে ওয়াইন ভর্তি গ্লাস সামান্য সময়ে ধরে এক চুমুকে শেষ করে দিলো।

মনে হচ্ছে, আমি ড্র্যাকোকে সাহায্য করতে পারবো, কথাটা শোনা মাত্র নারসিসা স্নেইপের দিকে তাকালো। ওর মুখটা কাগজের মতো সাদা, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

সেভেরাস, দয়া করে আপনি ওকে বাঁচান সেভেরাস, ওতো কারো কোনো ক্ষতি করেনি?

আমি চেষ্টা করতে পারি।

নারসিসা হাত থেকে গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। গ্লাসটা টেবিল টপকে মেঝেতে পড়ে গেলো। নারসিসা আবার স্নেইপের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ওর হাত দুটো চেপে ধরে ঠোঁটে ছোঁয়ালো।

সত্যি চেষ্টা করবেন? সেভেরাস আপনি কী প্রতিজ্ঞা করবেন? আপনি আনব্রেকেবল শপথ নেবেন? (ঈশ্বরের নামে সাক্ষী রেখে অলঙ্ঘনীয় শপথ)

কী বললে আনব্রেকেবল শপথ? স্নেইপ উদাস ভাবে তাকিয়ে বললেন। বেল্লাট্রিক্স বিজেতার মতো হো : হো : করে হেসে উঠলো।

নারসিসা তুমি মন দিয়ে শুনতে পেলে না? স্নেইপ বলছেন, চেষ্টা করবেন, আমি নিশ্চিত, ফাঁকাবুলি, যেমন স্নিদারিনরা মাঝে মাঝে বলেন। ওটাও কী ডার্কলর্ডের আদেশ মতো কথা?

স্নেইপ বেল্লাট্রিক্সের দিকে তাকালেন না। ওর দুগভীর কালো চোখ তখন নারসিসার অশ্রুভারাক্রান্ত দুই নীল চোখের ওপর ন্যস্ত, নারসিসা এখনও স্নেইপের হাত শক্ত করে ধরে রয়েছে।

অবশ্যই নারসিসা, আমি আনব্রেকেবল (অলঙ্ঘনীয়) শপথ নেবো। স্নেইপ শান্তভাবে বললেন। তাহলে তোমার বোন আমাদের শপথে সাক্ষী থাকতে রাজি হবে।

কথাটা শুনে বোট্রিক্স হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। স্নেইপ নারসিসার সামনে হাঁটুগেড়ে বসলেন। বেল্লাট্রিক্সের সামনে ওরা দুজনে দুজনের ডান হাত ধরলো।

স্নেইপ বললেন, বেল্লাট্রিক্স তোমার জাদুদণ্ডের প্রয়োজন হবে।

বেল্লাট্রিক্স চোখ বড় বড় করে আশ্চর্য হয়ে জাদুদণ্ড বার করলো। তোমাকে আরো একটু কাছে আসতে হবে, স্নেইপ বেল্লাট্রিক্সকে বললেন।

বেল্লাট্রিক্স এগিয়ে এসে তদারকি করার জন্য বসে পড়লো। তারপর ওদের দুজনের ডান হাতের মুঠোর ওপর জাদুদণ্ডের মুখটা ছোঁয়ালো। নারসিসা বললো, সেভেরাস, যখন ড্র্যাকো ডার্কলর্ডের আদেশ পালন করতে যাবে, আপনি কী তখন আমার ছেলের প্রতি লক্ষ রাখবেন?

হ্যাঁ, আমি দেখবো, স্নেইপ বললেন।

নারসিসার হাতের দণ্ড থেকে উজ্জ্বল সবুজ এক অগ্নিশিখা বেরিয়ে এসে একটা গোলাকৃতি রিঙ করে দুজনের হাত বেঁধে দিলো।

আপনি কী আপনার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ওকে সকল ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাবেন?

অবশ্যই বাঁচাবো, স্নেইপ বললেন।

দ্বিতীয় বার একটা অগ্নিশিখা জাদুদণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে সেই লাল বলয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা শেকল সৃষ্টি করলো। সরু, চকচকে উজ্জ্বল শেকল!

ড্র্যাকো পারছে না মনে হলে; স্নেইপের হাতটা নিজের হাত দিয়ে দ্রুত টেনে এনে নারসিসা বললো। স্নেইপ ওর হাতটা সরিয়ে নিলো না। ডার্কলর্ড যে কাজটা ড্র্যাকোকে করতে বলেছেন আপনি কী তার বদলে সেটা নিজে করবেন?

কয়েক মুহূর্ত তিন জনেই নীরব। বেল্লাট্রিক্স বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো। ওর হাতের জাদুদণ্ডটা ওদের হাতের ওপর ছুঁয়ে রইলো।

অবশ্যই আমি করবো, স্নেইপ বললেন।

বেল্লাট্রিক্সের আশ্চর্য হয়ে যাওয়া মুখ আগুনের মতো উজ্জ্বল লাল হয়ে উঠলো। জাদুদণ্ড থেকে তৃতীয় অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হলো। সেই অগ্নিশিখা ওদের হাত দুটোকে দৃঢ়ভাবে সাপের মতো বেস্টন করলো।

উইল অ্যান্ড গ্রোন্ট

হ্যারি ভীষণ জোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলো। শোবার ঘরের খাটের পাশে শার্শি দেয়া জানালায়, একদিকের গাল চেপে অন্ধকার রাস্তা দেখতে দেখতে, ক্লান্ত হয়ে প্রায় ঘণ্টা চারেক ঘুমিয়ে ছিলো ও। কাঁচের শার্শি ছিলো অসম্ভব ঠাণ্ডা। ওর চোখের চশমা তির্যকভাবে রয়েছে আর মুখটা বিরাট হা-করা খোলা। ওর শ্বাস ফেলার বাষ্প, বাইরের কুয়াশা কাঁচের ওপর পড়ছে, তারই সাথে রাস্তার কমলা রঙের আলো কাঁচের ওপর পড়ে–কৃত্রিম এক আলোর আভায় ওর মুখ উদ্ভাসিত। ওর উসখো খুসকো কালো চুল, সব মিলিয়ে কেমন যেন ভূতুড়ে ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।

ওর ঘরটা মোটেই পরিষ্কার নয়। ঘরের মেঝেতে নানা টুকিটাকি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বই খাতা পড়ে রয়েছে। তাছাড়া পেচার পালক, আপেলের বিচি, চকোলেটের র‍্যাপার, যাদুর বই, কুচকানো আলখেল্লা, খবরের কাগজ ওর বিছানার ওপর ছত্রকার হয়ে রয়েছে। ডেস্কের ওপর রাখা টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। তারই নিচে একটা খবরের কাগজ। কাগজের হেডলাইনটা টেবিল ল্যাম্পের আলোতে আরো যেন দৃশ্যমান!

হ্যারি পটারকে কি বেছে নেয়া হয়েছে?

চারদিকে গুজব যে, সাম্প্রতিক সময়ে যেসব রহস্যপূর্ণ ঘটনা ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে ঘটছে, অনেকে সন্দেহ করছেন যে, সে সকল ঘটনার পেছনে ইউ নো-হুঁ যার নাম অবশ্যই নেয়া যায় না তাঁর হাত রয়েছে। তার নাকি আবার আবির্ভাব ঘটেছে।

এই বিষয়ে কোনো কথা বলার আমাদের অধিকার নেই, আমাকে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করবেন না, বলেছেন একজন অবলিভেটর। তিনি তার নাম জানাতে চাননি এবং তিনি সম্প্রতি ম্যাজিক মন্ত্রণালয় থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

তৎসত্ত্বেও মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের উৎস থেকে স্বীকার করা হয়েছে যে ফেবলড হল অফ প্রফেসিতে গোলমাল হয়েছিলো।

অবশ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জাদুকর, মন্ত্রণালয়ের ভেতর ওই রকম কোনো অবস্থানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই অস্বীকার করেছেন। তাহলেও জাদুকর সম্প্রদায়ের অনেকেই বিশ্বাস করেন, যে সমস্ত ডেথইটার অনধিকার প্রবেশ ও চৌর্যবৃত্তির অপরাধে আজকাবান জেলে বর্তমানে বন্দি আছে, তারা সেই প্রফেসি চুরি করার চেষ্টা করেছিলো। সেই প্রফেসির প্রকৃতি সম্বন্ধে কারও কোন জ্ঞান নেই। তাহলেও অনেকে অনুমান করছেন, হ্যারিপটার এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এবং সেই রাত্রে মন্ত্রণালয়ে ছিলো। সে একমাত্র লোক যে কিলিংকার্স থেকে বেঁচে গেছে। কেউ কেউ এমনও বলেছেন, যে পটার এমন একটি ছেলে যার নাম প্রফেসি বলেছে, একমাত্র হ্যারি পটারই হি-হু যার নাম মুখে আনা যাবে না তার হাত থেকে সকলকে বাঁচাতে সমর্থ হবে।

যদি সত্যি সত্যিই প্রফেসি থাকে, বর্তমানে তার অবস্থান কারও জানা নেই, যদিও (পৃষ্ঠা দুই, কলাম পাঁচ দেখুন বাকি অংশ)

অপর পত্রিকাটিতে আর একটি সংবাদ রয়েছে। তার হেডলাইন এরকম :

স্ক্রিমগৌর ফাজের জায়গায় কার্যভার গ্রহণ করলেন

সকল সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ক্রিমগৌরের ছবি ছেপেছে। বড় আকারের সাদা কালো ছবি। মাথায় তার সিংহের কেশরের মতো মোটা ঘন চুল। কঠিন চোখ মুখ। ছবিটা স্থির নেই কাগজের পৃষ্ঠায়। ঘরের সিলিং-এ তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে মাঝে মাঝে। খবরটি হলো

রূফাস স্ক্রিমগৌর, ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাজিক্যাল ল এনফোর্সমেন্টের অউরর বিভাগের প্রধান, কর্নেলিয়স ফাজের পরিবর্তে ম্যাজিক মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। জাদুকর সম্প্রদায় তার এই নিযুক্তিকে উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তবে গুজব শোনা যাচ্ছে নবনিযুক্ত মন্ত্রী, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ওয়াইজেনগেমটের চীফ ওয়ারলকের দায়িত্বভার গ্রহণের ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার সঙ্গে আলবাস ডাম্বলডোরের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে।

স্ক্রিমগৌরের মুখপাত্র জানিয়েছেন যে তিনি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হবার ও কার্যভার গ্রহণ করার সাথে সাথে, কাল বিলম্ব না করে ডাম্বলডোরের সঙ্গে দেখা করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কি ধরনের আলোচনা হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানাননি। আলবাস ডাম্বলডোর, খুবই সুপরিচিত (পৃষ্ঠা ৩, কলাম ২ দেখুন)

ওই সংবাদপত্রের বাঁ-ধারের একটি সংবাদ এমনভাবে পরিবেশিত হয়েছে যা পাঠকদের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। শিরোনামটি এই রকম, "হোগার্টস স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন ম্যাজিক মন্ত্রণালয়"।

হোগার্টস স্কুল অফ উইচক্র্যাফট অ্যান্ড উইজার্ডির যেসব ছাত্রছাত্রী এই শরতে হোগার্টে ফিরে যাচ্ছে তাদের নিরাপত্তার জন্য যথোচিত কড়া ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, জানিয়েছেন ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের নতুন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রুফাস স্ক্রিমগৌর। তিনি এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র আমাদের জানিয়েছেন যে সঙ্গত কারণে নতুন নিরাপত্তা প্রদানের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে স্পেল অ্যান্ড চার্মস প্রয়োগ হলে তার নিয়ন্ত্রণ, কাউন্টার কার্সের সুশৃঙ্খলভাবে প্রয়োগ, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের রক্ষার্থে কতিপয় কর্তব্যনিষ্ঠ অউরর নিয়োগ।
মন্ত্রণালয়ের দৃঢ় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনায় ছাত্রছাত্রীরা সকলেই খুব আশ্বস্ত হয়েছে, জানিয়েছেন অগস্তা লংবটম। আরো বলেছেন, আমার নাতি নেভিল হ্যারি পটারের অন্যতম পরম বন্ধু। গত জুন ওরা এক সাথে, দুজনে রক্ত চোষাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

কিন্তু ওই সংবাদ বা স্টোরির বাকি অংশ পড়া যাচ্ছে না। পত্রিকাটির ওপর বিরাট একটা খাচা রাখার জন্য সংবাদের বাকি অংশ সংবাদের বাকি অংশ ঢাকা পড়ে গেছে। সেই খাঁচায় রয়েছে সুন্দর একটা বরফের মত একটি সাদা পেঁচা। তার পান্না রঙের দুই চোখ ঘরের ভেতরটা কর্তৃত্বপূর্ণভাবে দেখে চলেছে, মাঝে মাঝে মাথা তুলে মুখ উঁচু করে তার

নাক ডাকা প্রভুর দিকে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে ও কাঁ কাঁ করে ডাক দিচ্ছে; কিন্তু শুনবে কে? ওর প্রভুতো পরম নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে কাঁচের শার্শিতে গাল ঠেকিয়ে ঘুমোচ্ছ।

ঘরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে বিরাট একটা ট্রাংক। তার ডানাটা খোলা। দেখে মনে হয় তার মধ্যে রয়েছে অনেক জামা-কাপড়। কিন্তু বলতে গেলে ট্রাংকটা প্রায় শূন্য, সামান্য কিছু জিনিসপত্র রয়েছে, যেমন কিছু পুরনো অন্তর্বাস, চকোলেট, কালির খালি দোয়াত আর কয়েকটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কুইলস (পালকের কলম)। সেই ট্রাংকের পাশেই পড়ে রয়েছে একটা লিফলেট। লিফলেটে ছাপা রয়েছে।

ম্যাজিক মন্ত্রণালয় থেকে প্রচারিত
ডার্কফোর্সের (রক্ত চোষা) আক্রমণ থেকে আপনাদের ঘরবাড়ি পরিবার ইত্যাদি রক্ষার উপায়

পরিলক্ষিত হচ্ছে ইদানীং ডেথইটার্স নামক এক দল জাদুকর, মানুষজনকে ক্রমাগত ভীতি প্রদর্শন করে চলেছে। নিম্নলিখিত কয়েকটি অতি সাধারণ নীতি মেনে চললে আপনি ও আপনার পরিবার এবং ঘরবাড়ি তাদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

১. আপনি কখনই আপনার বাড়ি খালি রেখে যাবেন না।

২. সন্ধের পর অন্ধকার হয়ে গেলে বিশেষভাবে সজাগ থাকবেন। কাজেকর্মে যেখানেই যান না কেন সন্ধের আগেই বাড়িতে ফিরতে সচেষ্ট থাকবেন।

৩. আপনার বাসস্থানের আশপাশের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টস মনোযোগের সঙ্গে পুনর্নিরীক্ষণ করবেন। দেখবেন আপনার পরিবারের প্রতিটি সদস্য যেন আপকালীন বিপদের মোকাবিলা করা সম্বন্ধে সজাগ থাকেন, যথা শিল্ড অ্যান্ড ডিসলুশানমেন্ট চার্মস (কি করতে হবে) ও পরিবারের নাবালক সদস্যদের জন্য দেই পার্শস্ত অপছায়া।

৪. মুখোশধারী রক্তচোষাদের শনাক্ত করা ও তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য আপনার পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পলজুস পোশান ব্যবহার করবেন (২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

৫. যদি আপনি বুঝতে পারেন আপনার পরিবারের কোনো সদস্য সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-পড়শীর কেউ অদ্ভুত আচরণ করছে তাহলে তৎক্ষণাৎ ম্যাজিকেল ল এনফোর্সমেন্ট স্কোয়াডে যোগাযোগ করবেন। তারা হয়তো ইমপেরিয়াস কার্সে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে (৪ পৃষ্ঠা দেখুন)। ৬. যদি কোনো ডার্ক মার্কদের আপনার বাসস্থানের অথবা অন্য কোনো বাড়ির আশপাশে দেখতে পান, সেখানে যাবেন না, তৎক্ষণাৎ অরর দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

৭. ইনফেরির (মৃতদেহ জাদু করে অপরাধের কাজ করানো, পিশাচ মৃতদেহ) উপস্থিতির আভাষ পেলে (পৃষ্ঠা ১০ দেখুন) বা ওইরকম কোনো পিশাচ দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট করবেন।

হ্যারি আধ ঘুমের মধ্যে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে, জানালার কাঁচ থেকে গলাটা ইঞ্চিখানেক সরে গেল, চশমাটা আরো নিচে ঝুলে পড়লো। তাতেও ওর ঘুম ভাঙলো না। বহুদিন আগে একটা এলার্ম কুক হ্যারি সারিয়ে রেখেছিলো। ঘড়িটা টিক টিক শব্দ করে চলছিলো, হঠাৎ তার এলার্ম তীব্রভাবে বেজে উঠলো। তখনও এগারোটা বাজতে এক

মিনিট বাকি। তাছাড়া হ্যারির হাতে ধরা ছিলো একটা পার্চমেন্ট। পার্চমেন্টে তির্যক অক্ষরে হাতে লেখা একটি ছোট চিঠি। চিঠিটা তিনদিন আগে এসোছিলো। ও সেটা বেশ কয়েকবার পড়েছে। চিঠিটা এসেছিলো ভালভাবে পাকানো পার্চমেন্টে। সেটা খোলা অবস্থায় ওর হাত থেকে পড়ে গেল।

প্রিয় হ্যারি,
যদি তোমার কোনো অসুবিধে না থাকে তাহলে আগামী শুক্রবার রাত্রি ১১টার সময় ৪নং প্রাইভেট ড্রাইভে আমি তোমার কাছে যাব। সেখান থেকে তোমাকে দ্য ব্যায়োতে নিয়ে যাবো। স্কুলের ছুটির শেষ কটা দিন উইসলি ফ্যামিলি তোমাকে সেখানে থাকার নিমন্ত্রণ করেছেন।
তুমি যদি রাজি থাকো, আমি একটা ব্যাপারে তোমার সাহায্য পেলে খুবই খুশি হবো; ব্যারো তে যাবার পথে সে বিষয়ে বলবো। দেখা হলে বিস্তারিত কথা হবে।
যে পেঁচাটা এই চিঠিটা নিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছে তারই কাছে তোমার জবাব দিও। আশা করছি শুক্রবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
তোমার একান্ত
আলবাস ডাম্বলডোর

হ্যারি ডাম্বলডোরের চিঠিটা এক আধবার নয়, বার বার পড়ে পড়ে তার মুখস্থই হয়ে গেছে। সাতটা বাজার পর থেকেই ও প্রতিটি মিনিট ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। বেডরুমের জানালার ধারে বসলে প্রাইভেট ড্রাইভের সামনের রাস্তার দুপ্রান্তের সব কিছু দেখা যায়। হ্যারি জানে ডাম্বলডোরের চিঠিটা আর পড়ার দরকার নেই। ও ইয়েস লিখে ওর জবাব

পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন ও অধীর আগ্রহে চার নম্বর প্রাইভেট ড্রাইভে ডাম্বলডোরের আগমনের আশায় বসে রয়েছে। মাঝে মাঝে ভাবছে হয়তো কাজের চাপে আমার কথাটা ভুলে গেছেন। ডার্সলেদের হাত থেকে অন্তত পনেরটা দিন মুক্তি পাবে সেই আনন্দে ও জিনিসপত্র গোছাতেও ভুলে গেছে। তার মনে এখন ভয় হচ্ছে আবার, ডাম্বলডোর যদি ওর জবাব না পেয়ে থাকে। আরো ভাবছে যদি উনি আসার সময় কেউ তাকে পথে আটকে দেয়, এমনও হতে পারে যে হ্যারিকে ফাঁদে ফেলার মতলবে অন্য কেউ চিঠিটা পাঠিয়েছে। হয়তো শেষকালে যাওয়া হবে না, তাই জিনিসপত্র গোছায়নি। তবে সে হেডউইগকে খাচার মধ্যে পুরে রেখেছে।

ঘড়ির মিনিটের কাঁটাটা ১২টায় ছুঁতেই রাস্তার সব আলো দপ করে নিভে গেলো।

হ্যারি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। রাস্তার আলো নিভে যেন এলার্ম ক্লকের ঘণ্টির কাজ করলো। ও চশমাটা ঠিক করে নিলো। জানালায় মুখ ঠেকিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। দেখতে পেলো একজন লম্বা মানুষ ঢলঢলে আলখেল্লা পরে বাগানের পথ দিয়ে ওদের বাড়ির দিকে আসছে।

হ্যারি যেন আচমকা ইলেকট্রিকের ঝটকা খেয়েছে এমনি ভাবে জানালা থেকে সরে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর ছড়ানো ছেটানো মেঝেতে পড়ে থাকা ওর জিনিসপত্র ট্রাংকের ভেতর ভরতে শুরু করলো। সবই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেললো ট্রাংকে অগোছালোভাবে। যখন ও একসেট রোবস, দুটো স্পেল বুক, এক প্যাকেট ক্রিস্পস ভরছে ট্রাংকের ভেতর ঠিক সেই সময় ডোরবেল বেজে উঠলো।

তারপর কানে এলো আঙ্কলের বিরক্তিমাখা কণ্ঠস্বর, কোন হতভাগা এতো রাতে বেল বাজালো?

হ্যারির এক হাতে ওর পেতলের টেলিস্কোপ, অন্যহাতে একজোড়া ট্রেনারস। ও ডার্সলেদের একদম বলতে ভুলে গেছে যে এই সময় ডাম্বলডোর আসতে পারেন।

ও হড়বড় করে ট্রাংকের তালাটা বন্ধ করে সামান্য ভয় মিশ্রিতভাবে হাসলো। এক দৌড়ে তার ঘরের দরজা খুলতেই কানে এলো গুরুগম্ভীর গলা, শুভ সন্ধ্যা, আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার ডার্সলে। আশাকরি, হ্যারি আপনাকে বলেছে আমি আসতে পারি ওকে নিয়ে যেতে?

হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে এক রকম লাফাতে লাফাতে নিচে যাবার আগে থমকে দাঁড়ালো। ও ভাবলো, যথাসম্ভব আঙ্কলের নাগালের বাইরে থাকা ভাল। ও ঘরের বাইরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে দেখলো ডাম্বলডোর দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। তার মাথায় রূপালি চুল, দাড়ি কোমর পর্যন্ত ছাড়িয়ে প্রায় মাটিতে স্পর্শ করছে, পরণে কালো লম্বা আলখেল্লা। দুই উজ্জ্বল, চশমার ভেতর দিয়ে তার আলো ঠিকরে পড়ছে। নাক বেশ লম্বা, আর সামান্য সেঁদা। অন্তত সেই লম্বা নাক দুবার ভেঙ্গেছে, মাথায় পয়েন্টেড টুপি। ডার্সলের গোঁফ অনেকটা ডাম্বলডোরের মতো, তবে সাদা নয় কালো, গায়ে তামাটে বর্ণের ড্রেসিং গাউন। উনি এমনভাবে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন নিজের ছোট ছোট চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

আপনার চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে আপনার বাড়িতে আমি যে আসবো এ সম্বন্ধে হ্যারি আপনাদের কিছুই জানায়নি, ডাম্বলডোর শান্ত সুন্দর কণ্ঠে ভার্ননকে বললেন। যাকগে, তারপরও ভাবতে পারি, আপনি আমাকে আপনার বাড়িতে অতি উষ্ণতার সঙ্গে নিমন্ত্রণ করেছেন। মনে হয়, এই দুঃসময়ে আপনার বাড়ির দরজার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে না থাকাই ভালো।

কথাটা বলে ডাম্বলডোর ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা নিজেই বন্ধ করে দিলেন।

আঙ্কল ভার্ননের মুখের দিকে লম্বা নাকের পার্শ্ববর্তী দুই চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হেনে বললেন, আপনার বাড়িতে এসেছিলাম একবার, তা অনেক বছর হয়ে গেল। মনে হয়, আপনার কৌতুহল খুবই বেড়ে চলেছে।

ভার্নন ডার্সলে একটি কথাও বললেন না। হ্যারির কোনো সন্দেহ নেই, আঙ্কল দ্রুত কথা বলার শক্তি ফিরে পাবেন। তার কপালে শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। ডাম্বলডোর সম্ভবত আঙ্কলের শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলার ক্ষমতা সাময়িকভাবে লুপ্ত করেছেন। হয়তো ডাম্বলডোরের জাদুকরী চেহারা, আবার হয়তো এমনও হতে পারে, যিনি সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাকে তর্জন-গর্জন করা আঙ্কলের ক্ষমতার বাইরে।

আহ, শুভ সন্ধ্যা হ্যারি, ডাম্বলডোর অর্ধচন্দ্রের মত চশমার কাঁচের ভিতর দিয়ে আঙ্কল ভার্ননকে পাশ কাটিয়ে হ্যারিকে খুবই আনন্দের সাথে বললেন। সুন্দর, অতি চমৎকার।

চমৎকার শব্দটা শুনে আঙ্কল ভার্ননের সম্ভবত মনপুত হলো না। কেউ হ্যারিকে দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে চমৎকার শব্দটা ব্যবহার করেন, তা মোটেই পছন্দ নয় তার।

আমি কারও ওপর রুঢ় হতে পছন্দ করি না ভার্নন বলতে শুরু করলেন; কিন্তু তার কথা বলার প্রতিটি ভঙ্গিতে রূঢ় ব্যবহারের প্রকাশ ঘটলো।

তবু দুঃখ ও দুর্ঘটনায় রূঢ়তা মাঝেমধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে, ডাম্বলডোর গম্ভীরভাবে কথাগুলো বললেন। সবচেয়ে উত্তম হলো কোনো কথা না বলা। আরে! ওখানে পেটুনিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে মনে হয়?

রান্নাঘরের দরজা খুলে হ্যারির আন্টি পেটুনিয়া দাঁড়ালেন। পেটুনিয়ার পরনে হাউজ কোটের ওপর নাইট গাউন, হাতে রবারের দস্তানা। মা সবেমাত্র কিচেনের কাজ শেষ করেছেন। ও ডাম্বলডোরকে দেখে চমকে উঠলো।

আঙ্কল ভার্নন পেটুনিয়াকে ডাম্বলডোরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন না। ডাম্বলডোর নিজেই উপযাজক হয়ে পেটুনিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, আলবাস ডাম্বলডোর! চিঠিপত্রে অবশ্য আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।

হ্যারি ভাবলো আন্টি পেটুনিয়াকে মনে করে দেয়া ঠিক হবে না যে ডাম্বলডোর একবার আন্টিকে খুব কড়া একটা চিঠি লিখেছিলেন। আন্টি সেই চিঠি পেয়ে চুপ করেছিলেন, জবাব দেননি। ওই ছেলেটি নিশ্চয়ই আপনার পুত্র ডাডলি?

ডাডলি সেই সময় বসবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছিলো। ও কিম্ভুতকিমাকার পাজামা পরেছিলো, মাথার এলোমেলো লালচুল আচড়ায়নি। ভয়ে ভীত হয়ে ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকালো। ডাম্বলডোর ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভাবলেন ওদের মধ্যে কেউ যদি তার সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু ওরা তিনজনেই চুপ করে রইলো। ডাম্বলডোর হাসলেন।

আমি কী ধরে নিতে পারি, তুমি আমাদের তোমার বসবার ঘরে বসার জন্য ইনভাইট করছো? ডাম্বলডোর বোকা বোকা মুখে দাঁড়িয়ে থাকা ডাডলিকে স্মিত মুখে জিজ্ঞেস করলেন। ডাম্বলডোর বসার ঘরে ঢোকার সময় ডালে জড়সড় হয়ে পথ করে দিলো। হ্যারির হাতে তখন পেতলের টেলিস্কোপ আর ট্রেনারস। বাকি কয়েকটা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে ডাম্বলডোর যেখানে যাচ্ছেন সেদিকে পা বাড়ালো। ডাম্বলডোর ঘরে ঢুকে ফায়ারপ্লেসের কাছে একটা আর্ম চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। কোনোরকম আগ্রহ না নিয়ে ঘরের চারদিকে চোখ বোলালেন।

হ্যারি উদ্বেগ মাখানো মুখে ডাম্বলডোরকে বললো, আমরা... আমরা এখন যাবো না স্যার?

ও হ্যাঁ, যেতে তো হবেই, তার আগে কয়েকটা জরুরি বিষয়ে আমাদের আলোচনা করার দরকার আছে, ডাম্বলডোর বললেন। তবে সকলের সামনে বলাটা ঠিক হবে না। তোমার আঙ্কল আর আন্টিকে আর একটু বিরক্ত করব।

নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!

ঘরের মধ্যে প্রথমে ভার্নন ঢুকলেন। পিছু পিছু আন্টি পেটুনিয়া আর ডাডলি ঢুকলো।

অবশ্যই বলছি, ডাম্বলডোর নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন। হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

হ্যারি দেখতেই পেলো না ডাম্বলডোর কোন ফাঁকে জাদুদণ্ডটা পকেট থেকে তাক করে ক্লিক করেছেন। দেখলো ঘরের সোফাটা দেওয়ালের এক কোণে চলে গেল, আর তার ওপর ভার্নন, পেটুনিয়া আর ডাডলি হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তারপরই আর একবার ক্লিক করতেই ওদের তিনজনকে নিয়ে সোফাটা তার নির্দিষ্ট স্থানে চলে এলো।

ডাম্বলডোর ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে আমরা কথাবার্তা শুরু করতে পারি। মনে হয় আরাম করে আমরা সবাই বসেছি।

ডাম্বলডোর তার রোবের পকেটে যাদুদণ্ডটা রেখে দেবার সময়ে হ্যারি দেখলো, ডাম্বলডোরের হাতা পুড়ে কালো হয়ে চামড়াটা কুঁচকে গেছে। আরো মনে হলো সেখানের মাংসও যেনো পুড়ে গেছে।

হ্যারি উদ্বিগ্ন হয়ে বললো, আপনার হাতে কী হয়েছে স্যার? পরে... পরে কথা হবে হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন। বসো তুমি।

হ্যারি ঘরের যে আর্ম চেয়ারটা খালি ছিলো সেটায় বসলো। ডার্সলেদের মুখের দিকে তাকাবার কণা মাত্র ইচ্ছে নেই। ওরা সকলেই গম্ভীর মুখে সোফাতে পাশাপাশি বসে আছে, নীরবে অপেক্ষা করছে, ডাম্বলডোর কি বলবেন শোনার জন্য।

ডাম্বলডোর ভার্ননকে বললেন, আমি ধরে নিয়েছিলাম আপনারা আমাকে কিছু খেতে টেতে দেবেন। তবে সব দেখে টেখে মনে হচ্ছে ওইরকম আশা করাটা একেবারে বোকামির চূড়ান্ত হবে।

তারপর জাদুদণ্ড বার করে ক্লিক করতেই, পাঁচটা গ্লাস আর একটা ধুলি ধূসরিত বোতল, শূন্য থেকে উড়ে এসে টেবিলে পড়লো। বোতলটা পাঁচটা গ্লাসে। মধু রঙের তরল পদার্থ কানায় কানায় ভরে দিলো, তারপর একটা একটা করে গ্লাস প্রত্যেকের সামনে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এলো।

মাদাম নোজমেরটার মধু থেকে বানানো সবচেয়ে সুন্দর ওয়াইন। রঙটাও অতি সুন্দর। ডাম্বলডোরের সামনে যে ওয়াইন ভর্তি গ্লাসটা ছিল সেটা সে হ্যারির দিকে তাকিয়ে উঁচু করে তুলে ধরলেন। হ্যারি ওর সামনের গ্লাসটা তুলে এক চুমুক দিলো। হ্যারি এর আগে ওই রকম জিনিস কখনো খায়নি। মনের আনন্দে খেতে লাগলো। ডার্সলেরা বোকার

মতো পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সামনে রাখা ওয়াইন ভর্তি গ্লাসগুলো মুখে ঠেকাবে না এই রকম ভান করে ওরা বসে রইলো।

হ্যারি দারুণ মজা পেয়েছে আঙ্কল-আন্টির অবস্থা দেখে। আড়চোখে ডাম্বলডোরও বেশ মজা উপভোগ করছেন।

ওয়েল হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে, একটা গোলমেলে ব্যাপার হয়েছে, আমার মনে হয় তুমি ব্যাপারটা সমাধান করতে পারবে। আমাদের জন্য আমাদের হয়ে, মানে আমি আমাদের অর্ডার অফ ফিনিক্সের সমস্যার কথা বলছি। তার আগে বলছি গত সপ্তাহে সিরিয়সের উইল খুঁজে পাওয়া গেছে, উইল করে সিরিয়স সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে গেছে।

সোফায় গোমড়া মুখে বসে থাকা ভার্নন হ্যারির দিকে তাকালেন। হ্যারি কিন্তু একবারও ভার্ননের দিকে তাকালো না, শুধুমাত্র বললো ও তাই, খুব ভালো।

খুব স্পষ্ট উইল, ডাম্বলডোর বলে চললেন। তোমার তো গ্রিংসটসে নিজস্ব একাউন্টে মোটামুটি ভাল স্বর্ণমুদ্রা জমা আছে, তারই সঙ্গে সিরিয়সের সম্পত্তি পেয়ে গেলে। তবে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে সামান্য ফ্যাকড়া আছে।

ওর গডফাদার মারা গেছে? আঙ্কল ভার্নন সোফায় বসা অবস্থায় বেশ জোর দিয়ে বললেন। ডাম্বলডোর আর হ্যারি ভার্ননের মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন গ্লাস ভর্তি

ওয়াইনের গ্লাসটা জার্নানের প্রায় ঘন ঘন ধাক্কা মারছে। ভার্নন হাত দিয়ে গ্লাসটা সরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কী বললেন, ওর গডফাদার সিরিয়স মারা গেছে?

হ্যাঁ, ডাম্বলডোর বললেন। সিরিয়সের মৃত্যু সংবাদ হ্যারি কেন ডার্সলেদের জানায়নি সে সম্বন্ধে ওকে একটি প্রশ্ন করলেন না। আমাদের সমস্যা, ডাম্বলডোর বললেন হ্যারিকে, এমনভাবে বললেন যে তাদের কথার মাঝে কোনো কথা হয়নি। সিরিয়স তোমাকে তার থিমন্ড প্লেসটাও (সিরিয়সের পৈত্রিক বাসস্থান) দিয়ে গেছেন।

কী বললেন তার বাড়িটাও দিয়ে গেছে? আঙ্কল ভার্নন চোখ ছোট ছোট করে হ্যাংলার মতো বললেন। কেউ তার কথায় কান দিলো না।

আপনি বাড়িটাকে আপনার হেড-কোয়ার্টার হিসেবে এখনো চালিয়ে যেতে পারেন, হ্যারি বললো। আমার ওই বাড়িটার একেবারেই দরকার নেই, আপনি নিতে পারেন, সত্যিই বলছি, আমার আসলেই ওটার দরকার নেই। হ্যারি জীবনে আর বার নম্বর গ্রিম প্যালেসে পদার্পণ করতে চায় না, যদি তেমন কোনো সম্ভাবনা থাকেও। ওর মনে হলো সিরিয়সের স্মৃতি ওকে আমৃত্যুকাল ধাওয়া করবে, যদি ও সিরিয়সের স্মৃতি বিজড়িত ওই বাড়িতে থাকে। কারণ সিরিয়স গ্রিনল্ড প্লেসে বরাবরই থাকতেন, সেখানটা ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে চাইতেন না।

খুবই আনন্দের, বদান্যতার কথা, ডাম্বলডোর বললেন, আমরা ইতোমধ্যে বাড়িটা খালি করে দিয়েছি।

কেন?

আঙ্কল ভার্ননের বিড়বিড় করা কথা উপেক্ষা করে ডাম্বলডোর বললেন, ব্ল্যাকদের ফ্যামিলি ট্রাডিশন অনুযায়ী ব্ল্যাক পরিবারের লোকেরাই উত্তরাধিকার হবে, সরাসরি ব্ল্যাক ফ্যামিলির। ওই পরিবারের সর্বশেষ ছিলেন সিরিয়স, তার ছোট ভাই রেগেলাস আগেই মারা গেছেন এবং তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিলো না। ওর উইলে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে তার মৃত্যুর পর তুমি বাড়িটার মালিক হবে। তারপরও কথা যে, খুব সম্ভব সেটা জাদুমন্ত্র করে রাখা যাতে পিওরব্লাড ছাড়া কেউ সেটা পেতে না পারে।

হ্যারির স্মৃতিপটে সিরিয়সের বাড়ির দেয়ালে টাঙ্গানো মায়ের ছবিটা ভেসে এলো–সর্বদা কাঁদছেন, বিকট ভাবে চেঁচাচ্ছেন। আমার মনে হয় সেই রকম কিছু, হ্যারি বললো।

চুপ, ভোল্ডেমর্ট বললেন। যদি সেই রকম কোনো মন্ত্র করা থাকে তাহলে ওই বাড়ির মালিক হবে সিরিয় ব্ল্যাকের জীবিত আত্মীয়দের মধ্যে একজন, মানে ওর চাচাতো (খুড়তুতো) বোন বেল্লাট্রিক্স লেসট্রেনজে।

হ্যারি জানে না হঠাৎ কেন ও চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো, ওর কোল থেকে টেলিস্কোপ আর ট্রেনারস ছিটকে মেঝেতে পড়লো, বেল্লাট্রিক্স লেসট্রেনজে! যে সিরিয়াসের হত্যাকারী, সে বাড়ির মালিক হবে।

না, কখনোই না, হ্যারি বললো। ঠিক আছে, অবশ্যই আমরা চাই সে ওই বাড়ির মালিক না হোক। ডাম্বলডোর শান্তস্বরে বললেন। ব্যাপারটা একটু জটিল হতে পারে। আমরা জানি না মন্ত্রকরা আছে কি না। আমরা ধরে নেবো উইলটা সিরিয়স করেছেন, কে মালিক হবে তিনি লিখে গেছেন। মনে হয় বেল্লাট্রিক্স যে কোনো মুহূর্তে এসে দাবি করতে পারে। তাই

এখন আর আলোচনা না করে কাজে নেমে পড়তে হবে।

কিন্তু আপনি কেমন করে নিশ্চিত হবেন যে ওই বাড়ির মালিক আমি হবো?

সৌভাগ্যবশত! ডাম্বলডোর বললেন। সামান্য একটা পরীক্ষা করা যায়।

ডাম্বলডোর শূন্য গ্লাসটা ছোট একটা টেবিলের ওপর রাখলেন তারপর আর কিছু করার আগে আঙ্কল ভার্নন চিৎকার করে বললেন, অনুগ্রহ করে আমাদের সামনে ওইসব আজেবাজে আলোচনা বন্ধ রাখবেন?

হঠাৎ শূন্য গ্লাসগুলো ডার্সেলেদের মাথার খুলির ওপর ঠাস ঠাস করে বাড়ি মারা শুরু করলো, গ্লাসের ভেতরের ওয়াইন, ঘরময় ছত্রকার হয়ে গেল। গ্লাসের ওয়াইন ওরা স্পর্শ করেনি।

ওহহ আমি খুব দুঃখিত, ডাম্বলডোর অতি ভদ্রভাবে বললেন। তারপর আবার জাদুদণ্ডটা তুললেন। তিনটে গ্লাস হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমার মনে হয় ওয়াইনগুলো আপনারা খেলে ভদ্রজনোচিত কাজ হতো।

আঙ্কল ভার্ননের ভীত মুখ দেখে মনে হলো আরো কিছু কাণ্ড কারখানার আশঙ্কা করছেন। কিন্তু তিন জনেই চুপ করে বসে রইলেন। আঙ্কল ভার্নন কুতকুতে চোখে ডাম্বলডোরের সহাস্য মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শোনো, ডাম্বলডোর হ্যারির দিকে তাকালেন, বলতে লাগলেন এমনভাবে যেন আঙ্কল ভার্নন একটি কথাও বলেননি, যদি সত্যই বাড়িটার উত্তরাধিকার হয়ে থাকো তাহলে তুমি আরো কিছুর উত্তরাধিকারী হয়েছে।

তারপর ডাম্বলডোর আবার জাদুদণ্ডটা ক্লিক করলেন (সব নিয়ে পাঁচবার করলেন), খুব জোরে চিড়চিড়ে তীক্ষ্ণ শব্দ হতেই ঘরে একজন হাউজ-এলফের (গৃহডাইনির) আবির্ভাব হলো। তার নাক শুয়রের মতো, বাদুড়ের মতো লম্বা লম্বা কান, আর দারুণ রক্তবর্ণ চোখ। সে ভার্ননের ময়লা কাপড়ে ঢাকা দেয়া লোমওয়ালা কার্পেটে কুঁজো হয়ে বসলো। আন্টি পেটুনিয়া ভয়ে আঁতকে উঠলেন ভয়ার্ত চেহারার গৃহডাইনিকে দেখে। ওর মতো জঘন্য নোংরা প্রাণী ইতিপূর্বে ওদের ঘরে ঢোকেনি; ডাডলি ওর মোটা মোটা পা দুটো মেঝে থেকে সোফার ওপর তুলে এমন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসলো যেন যেকোন মুহূর্তে ওই গৃহডাইনিটা ওকে আক্রমণ করতে পারে। ভার্নন চীৎকার করে বললেন, এসব কী হচ্ছে শুনি?

ক্রেচার, ডাম্বলডোর বললেন।

ক্রেচার করবে না, করবে না, কিছুতেই করবে না! ক্রেচার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো। কান টানা, চুলটানা, দুহাতে গলাটিপে ধরা চললো কান্নার সাথে সাথে। ওর কান্নার শব্দ ভার্ননের উচ্চ কণ্ঠকেও ম্লান করে দিলো। ক্রেচার কেঁদে কেঁদে বললো, আমি বোট্রিক্সের কাজ করবো, আমি ব্ল্যাকদের কিছুতেই হ্যারির কাছে কাজ করবো না।

ডাম্বলডোর ক্রেচারের উচ্চকণ্ঠের কথা শুনে বললেন, বুঝতেই পারছো হ্যারি, ক্রেচার তোমার কাছে কাজ করতে নারাজ। ও হাবেভাবে তাই জানাচ্ছে, বলছেও।

হ্যারি ক্রেচারের কথাবার্তা শুনে, অঙ্গভঙ্গি ও হাত-পা ছোঁড়া দেখে বললো, আমার কিছু যায় আসেনা। না করতে চায় তো করবে না। আমার ওকে দরকার নেই।

না না অন্য কারও কাছে ক্রেচার কাজ করবে না। তুমি তাহলে কি ওকে বেল্লাট্রিক্স লেসট্রেনজের কাছে দিতে চাও? মনে রেখো ও অর্ডার অফ ফিনিক্স-এর হেডকোয়ার্টারে তিন বছর কাজ করেছে? হ্যারিকে এবার জিজ্ঞেস করলেন ডাম্বলডোর।

করবো না, করবো না, করবো না।

হ্যারি ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকালো। হ্যারি ভালো করেই জানে ক্রেচারকে কোনোভাবেই বেল্লাট্রিক্সের কাজ করতে দেয়া যাবে না, কিন্তু গৃহডাইনিটাকে নিজের কাছে রাখার আইডিয়া, তার দায় দায়িত্ব নেয়া হ্যারির অসম্ভব মনে হলো। তাছাড়া ও সিরিয়সের সাথে বিট্রে করেছে এটাই বড় কথা।

ওকে আদেশ করো, ডাম্বলডোর বললেন। ও যদি এখন তোমার অধীনে থাকে তাহলে ওকে তোমার আদেশ মানতেই হবে। তা যদি না মানে তাহলে ওকে বোট্রিক্সের হাত থেকে সরাবার কথা ভাবতে হবে।

না না... কখনই না! ক্রেচারের গলার স্বর বেড়েই চলেছে। তারই সঙ্গে বিলাপ। হ্যারি, তখন কোনো উপায় না দেখে ওকে থামাবার জন্য গর্জে উঠলো, শাট আপ!

মনে হলো মুহূর্তের মধ্যে ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শেষ হয়ে যাবে। নিজের গলা টিপতে লাগলো, চিৎকার করতে লাগলো, ওর চোখ দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কয়েক সেকেন্ড পরে কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো। পেটুনিয়া ওই দৃশ্য দেখে ফোঁপাতে শুরু করলো। ওদিকে ক্রেচার চুপ হয়ে গেলেও ও হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ করলো না।

যাকগে খুবই সহজে জানা গেল, ডাম্বলডোর হাসতে হাসতে বললেন। মনে হয় সিরিয়স জানতেন ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে, ও কি করবে। তুমি হচ্ছে এখন। আইনত ১২নং গ্রিমল্ডপ্লেসের মালিক এবং ক্রেচারের মালিক।

হঠাৎ ক্রেচার পটারের পায়ের উপর আছড়ে পড়লো। হ্যারি আবার বললো, একে... একে কী আমার কাছে রাখতে হবে স্যার?

না রাখার ইচ্ছে হলে রাখবে না, ডাম্বলডোর বললেন। যাকগে আমার একটা সাজেশন আছে, ওকে তুমি হোগার্টসে পাঠিয়ে দিতে পারো। ওখানে ও অন্যান্য হাউজ এলফদের সঙ্গে কিচেনে কাজ করবে। অন্যান্য হাউজ এলফরা ওর ওপর নজর রাখতে পারবে।

ঠিক আছে, হ্যারি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। শোনো ক্রেচার, আমার ইচ্ছে

তুমি হোগার্টসে গিয়ে সেখানের কিচেনে কাজ করো। সেখানে আরো অনেক হাউজ এলফ কাজ করে।

ক্রেচার তখন চিৎপটাং হয়ে দুহাত আকাশের দিকে তুলে শুয়েছিলো। ক্রেচার হ্যারির কথাটা শুনে পাশ ফিরে হ্যারির দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে খুব জোরে ক্র্যাক শব্দ করে উধাও হয়ে গেল।

গুড, ডাম্বলডোর বললেন। ওখানে বাকবিক, হিপোগ্রিফটা আছে। সিরিয়স মারা যাবার পর হ্যাগ্রিড তাদের দেখাশোনা করছে। বাকবিক এখন তোমার, অন্য কোনো ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত।

না না ও হ্যাগ্রিডের কাছে থাকতে পারে। আমার মনে হয় অ্যারেঞ্জমেন্টটা বাকবিকের কাছে মনঃপুত হবে। হ্যারি বললো।

তা যা বলেছো, হ্যাগ্রিডও খুশি হবে। ডাম্বলডোর হাসলেন। বাকবিককে আবার দেখে আনন্দে আটখানা হবে। ভাবছিলাম ওর সুরক্ষার জন্য আপাতত ওকে উইদার উইংগস বানিয়ে দেবো। মিনিস্ট্রি আমার মনে হয় অনুমান করতে পারবে নী ওই হচ্ছে হিপোফি যাকে ওরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলো। যাকগে, হ্যারি তোমার জিনিসপত্র ট্রাঙ্কে ঠিক মতো গুছিয়ে নিয়েছো তো?

না, স্যার, এবারে গুছিয়ে নিচ্ছি। হ্যারি ওর টেলিস্কোপ আর ট্রেনারসটা নিয়ে একরকম দৌড়তে দৌড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

দশ মিনিটের মধ্যে ও সব জিনিসপত্র ট্রাঙ্কে ভরে নিলো। বিছানার তলা থেকে অদৃশ্য হবার ক্লোক, রঙ বদলাবার জারটার মুখটার ছিপি ভালো করে এটে ট্রাঙ্কের ভেতরে ঠেসে রেখে, ট্রাঙ্কের ঢাকনাটা বন্ধ করে, এক হাতে হেডউইগের খাচা আর অন্য হাতে কলড্রনটা ধরে এক তলায় নেমে এলো।

হলঘরে গিয়ে ও ডাম্বলডোরকে দেখতে পেলো না। তাহলে আবার ওকে লিভিং রুমে যেতে হবে!

ঘয়ে ঢুকে দেখলো সকলেই চুপচাপ এবং চোখে মুখে অস্থিরতা। ডাম্বলডোর গুন গুন করে গান গাইছেন। দেখে মনে হয় খুবই শান্ত ও নির্বিকার। কিন্তু ঘরের আবহাওয়াটা বরফের মতো শীতল। ও ডার্সলেদের মুখের দিকে না তাকিয়ে বললো, প্রফেসর আমি প্রস্তুত।

গুড, ডাম্বলডোর বললেন। ও একটা কথা তো আপনাদের বলা হয়নি, ডার্সলেদের দিকে তাকালেন ডাম্বলডোর। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আগামী বছরে হ্যারি সাবালক হবে।

না তো, পেটুনিয়া এই প্রথম কথা বললো। ডাম্বলডোর আসা পর্যন্ত পেটুনিয়া একটা কথাও বলেনি। চুপচাপ সব কথা শুনছিলো।

ওহো তাহলে তো, আমি দুঃখিত! ডাম্বলডোর খুবই ভাবে বললেন।

না না আপনি ঠিক বলছেন না। হ্যারি, ডাডলির চেয়ে এক মাসের ছোটো। ডাডলি তো আসছে বছর আঠারোতে পা দেবে না।

তাই? কিন্তু আমাদের জাদু দুনিয়াতে সতের বছর হলেই সাবালক হয়।

আঙ্কল ভার্নন হাসলেন। হাসিটা অযৌক্তিক সন্দেহ নেই। কিন্তু ডাম্বলডোর ভার্ননের হাসিকে পাত্তা দিলেন না।

আপনারা বোধহয় জানেন, লর্ড ভোল্ডেমর্ট নামে এক জাদুকর আবার দেশে ফিরে এসেছে। বলতে পারেন জাদুকর সম্প্রদায় এখন প্রায় যুদ্ধের মুখোমুখি। পনের বছর আগে আমি যখন হ্যারিকে আপনাদের দরজার গোড়ায় জীবন বাঁচানোর জন্য রেখে গিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের, সে সময় ওর বাবা-মার হত্যার বিষয় লিখেছিলাম। ভোল্ডেমর্ট ওর বাবা-মাকে যেমন হত্যা করেছিলো তেমনি সকল সময়ই সে চেষ্টা করে চলেছে হ্যারিকে হত্যা করার। হ্যারিকে আপনাদের কাছে রাখার আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো নিজেদের পরিবারের একজন মনে করে ওকে ভোল্টেমর্টের হাত থেকে বাঁচানো। এখন ভোল্ডেমর্ট আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে ফিরেছে, হ্যারির পক্ষে সেটা আরো বেশি বিপদের।

ডাম্বলডোর কথাগুলো খুবই পরিষ্কার ও শান্তকণ্ঠে বললেন। চোখে মুখে তার কোনো রাগের ছাপ নেই, শান্ত এবং গম্ভীর। হ্যারির শরীরের ভেতরটা ঠান্ডাতে শিরশির করে উঠলো ডাম্বলডোরের কথা শুনে। আড় চোখে দেখলো আঙ্কল, আন্টি ও ডাডলি ভয়ে কুঁকড়ে আছে, আসন্ন বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখ দেখে মনে হলো আঙ্কল আন্টি ভয় পাচ্ছেন, কেউ যেন এসে ওদের কোল থেকে ডাডলিকে হত্যার জন্য ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

আমাদের, ডাডারস তো কোন দোষ করেনি? আঙ্কল ভার্নন উত্তেজিত হয়ে বললেন। ডাম্বলডোর নীরব হয়ে থাকার জন্য একটা আঙ্গুল তুলে ভার্ননের দিকে তাকালেনে। আঙ্কল ভার্নন সেদিকে তাকিয়ে বোবা বনে গেলেন।

পনের বছর আগে আমি এমন একটি নিরাপত্তার জাদু দিয়ে ওকে সুরক্ষিত করে রেখেছি, যাতে হ্যারি আপনাদের বাড়িটা নিজের মনে করতে পারে। যাহোক, আমি জানি হ্যারিকে কখনো পুত্রের স্নেহ দেননি। ওর জীবন এখানে ছিল কষ্টকর ও খুবই বেদনার, খুবই অনাহুত অতি জঘন্য ব্যবহার করেছেন, তাহলেও অনিচ্ছার সঙ্গে একটি ঘরে তো ওকে থাকতে দিয়েছেন, তা সে ঘরটি যেমনই হোক না কেন। হ্যারি সতের বছরে পা দিলেই আমার প্রদত্ত ম্যাজিক আর চালু থাকবে না, যখন থেকে ও যৌবনে পদার্পণ করবে। আমার এই কথাগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য: আপনারা আরো একবার ওকে আপনাদের বাড়িতে থাকতে দেবেন, মানে সতের বছরে পা দেবার আগে। তার মানে আমার দেয়া জাদু নিরাপত্তা সেই সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

কথাগুলো শুনে ডার্সলে পরিবারের সকলেই নির্বাক হয়ে রইলেন। ভুরু কুঁচকে ভাবতে শুরু করলেন, কবে, কোন সময়ে তিনি কোন ব্যাপারে ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন আঙ্কল ভারনন কথা বলতে পারছেন না, যেন গলায় কিছু আটকিয়ে বাকরুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আন্টি পেটুনিয়ার মুখের রঙ পাল্টে গেল।

ডাম্বলডোর তার লম্বা আলখেল্লা টেনে সোজা করে সবশেষে বললেন, তাহলে হ্যারি এবার তো আমাদের যেতে হবে। তারপর ডার্সলেদের বললেন, আবার দেখা হবে। কিন্তু তাদের মুখ দেখে মনে হলো দেখা হবার পরিস্থিতি আর যেন না আসে। কথা বলেই হ্যাটটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হ্যারি ডার্সলেদের হাত তুলে বললো, চলি, ডাম্বলডোরের পিছু পিছু চললো হ্যারি। ডাম্বলডোর যেতে যেতে হ্যারির পাশের ট্রাঙ্কের দিকে তাকালেন। ট্রাঙ্কের উপর হ্যারি হেডউইগকে খাঁচার মধ্যে বন্দি করে চলেছে।

ডাম্বলডোর জাদুদণ্ড বার করে বললেন, এখন আমাদের এইসব বোঝা সাথে নেবার অসুবিধা আছে, ব্যারোতে এগুলো আগে পাঠিয়ে দেয়া যাক। তবে তুমি অদৃশ্য হবার ক্লোকটা বের করে সঙ্গে রাখো।

হ্যারির ট্রাঙ্ক থেকে অদৃশ্য হবার ক্লোকটা বের করতে সামান্য অসুবিধা হলো। ডাম্বলডোর যাতে ট্রাঙ্কের ভেতরের দিকটা না দেখতে পান তার জন্য যতদূর সম্ভব হাত চাপা দিয়ে রাখলো। জ্যাকেটের পকেটে সেটা রাখলো। ডাম্বলডোর হাত তুলে জাদুদণ্ডটা দোলাতেই হ্যারির ট্রাঙ্ক, খাচা আর হেডউইগ অদৃশ্য হয়ে গেল। ডাম্বলডোর আবার তার জাদুদণ্ডটা তুলে দোলাতেই সদর দরজাটা খুলতেই ওরা দেখলো ঘন কুয়াশায় ঢাকা অন্ধকার।

এখন হ্যারি, এই রাতের অন্ধকারেই আমাদের যেতে হবে। সামনে আসবে অপ্রত্যাশিত ঘটনা, দুঃসাহসিক অভিযান আমাদের।

হোরেস স্লাগহর্ন

একদিন জেগে থাকা প্রতিটি মুহূর্তে ওর মনে দারুণ এক আশার সৃষ্টি হয়েছিলো ডাম্বলডোর ওকে স্বয়ং এসে প্রাইভেট থেকে নিয়ে যাবেন, এখন সত্য সত্যই ডাম্বলডোর এসেছেন, হ্যারি ডাম্বলডোরের সঙ্গে প্রাইভেট ড্রাইভের বাইরে পা রেখে কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেল। আগে কখনো হোগার্টসের বাইরে হেডমাস্টার স্যারের সঙ্গে কথাবার্তা হয়নি। শিক্ষক ও ছাত্রের দূরত্ব ছিলো। তার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলার আগের স্মৃতি মনে পড়ায় লজ্জা পেল। সেই সময়ে ও খুব জোরে জোরে কথা বলেছিলো, ডাম্বলডোর অসামান্য ধৈর্যের সঙ্গে কথা শুনছিলেন। সেটা মনে রাখা ও ঐ প্রসঙ্গ না তোলাই এখন ভালো।

ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকিয়ে হ্যারির মনে হলো, তিনি ধীরস্থির ও শান্ত, তার মনে ভাবনা-চিন্তা, তাপ-উত্তাপ নেই।

হ্যারি তোমার জাদুদণ্ড হাতের কাছে রাখো, ডাম্বলডোর প্রফুল-চিত্তে বললেন। স্যার স্কুলের বাইরে জাদুদণ্ড ব্যবহার করার আমার কি অধিকার আছে?

হঠাৎ যদি কোন আক্রমণ হয়, ডাম্বলডোর বললেন। আমি তোমাকে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অনুমতি দিচ্ছি, অথবা কোনো উপযোগী কার্স ব্যবহারের। তবে আমার মনে হয় না আজ রাতে তোমার ওপর কোনো হামলা হতে পারে।

কেন হতে পারে না স্যার?

কারণ আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি, ডাম্বলডোর সরলভাবে বললেন।

হোরেস স্লাগহর্ন প্রাইভেট ড্রাইভের শেষ প্রান্তে এসে ডাম্বলডোর হঠাৎ থেমে গেলেন।

তুমি নিশ্চয়ই অ্যাপারিসন প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ হওনি? ডাম্বলডোর বললেন।

না, হ্যারি বললো। আমি তো জানি সতের বছর বয়স হওয়ার আগে ওটা শেখা যায় না।

হ্যাঁ তাই, ডাম্বলডোর বললেন। আমরা যেখানে যাচ্ছি, অ্যাপারিসন করে সেখানে যেতে হবে। তুমি আমার বাঁ হাতটা শক্ত করে চেপে ধরবে, দেখেছো আমার যাদুদণ্ড ধরা ডান হাতটা এখনও দুর্বল, ঐ হাত এখন ধরতে পারবে না।

হ্যারি ডাম্বলডোরের বাঁ-হাতের কনুইয়ের কাছটা শক্ত করে চেপে ধরলো। বাঃ চমৎকার, ডাম্বলডোর বললেন। এইবার আমরা উড়ে চললাম।

হ্যারির মনে হলো ডাম্বলডোর তার হাতটা দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলেন। আরো শক্ত করে বেধে নিলেন ডাম্বলডোর। তারপর ও জানে সব অন্ধকার হয়ে যাবে। চারদিক থেকে প্রবল চাপ পড়তে লাগলো সমস্ত শরীরে ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, লোহার মতো

একটা শক্ত হাত ওর বুকের ছাতি বেস্টন করে আছে। মাথার ভেতরে যেন দুটো কান ও কানের পর্দা দুটো খুলির ভেতর ঢুকে যাচ্ছে, তারপরে...।

তারপর ও গভীর রাতের ঠান্ডা বাতাস ফুসফুস ভরে নিতে পারলো, জলে ভরা দুচোখ খুললো। ওর মনে হলো এতক্ষণ একটা রবারের টিউবের মধ্যে ওকে কেউ জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। ওর মনে হলো মাত্র কয়েক সেকেন্ড হয়েছে ওরা প্রাইভেট ড্রাইভ ছেড়ে এসেছে। হ্যারি দেখলো, সে আর ডাম্বলডোর একটা শুনশান পরিত্যক্ত গ্রামের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই মোড়ের মাঝখানে রয়েছে অতি পুরনো একটা ওয়ার মোরিয়াল (যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের স্মৃতি), তার চারপাশে কয়েকটি বসবার বেঞ্চ। একটু একটু করে ও যেন নিজের মধ্যে ফিরে আসছে, জীবনে এই প্রথম হ্যারি নিজেকে অ্যাপারেট করলো। ওর সারা দেহে দারুণ শিহরণ, অপূর্ব পুলকে ও তাকালো ডাম্বলডোরের দিকে।

ডাম্বলডোর হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমন লাগছে? স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে একটু সময় লাগবে।

স্যার ঠিক আছি, হ্যারি বললো কান রগড়াতে রগড়াতে। ও কানের কোন অস্তিত্ব অনুভব করল না, মনে হলো যেন কান দুটো সে প্রাইভেট ড্রাইভে ফেলে এসেছে। আমার মনে হয়, ঝাড়ুতে চেপে আসা অনেক ভালো ছিলো, হ্যারি বললো।

ওর কথা শুনে ডাম্বলডোর হাসলেন। ট্রাভলিং ক্লোকের গলাটা সামান্য শক্ত করে বেধে বললেন, চলো, ঐদিকটায় যেতে হবে।

হ্যারি ডাম্বলডোরের সঙ্গে চলল। যেতে যেতে ফেলে এলো রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত একটা সরাইখানা, কয়েকটা জনমানবশূন্য বাড়ি ও একটা অতি পুরনো দিনের গির্জা। গির্জার ঘড়িতে দেখলো প্রায় মধ্যরাত্রি।

তাহলে এখন হ্যারি, তোমার কপালের কাটা দাগটার কি অবস্থা, ঠিক আছে, চুলকোচ্ছে না তো? ডাম্বলডোর বললেন। অজান্তেই হ্যারির বা হাত কপালের কাটা দাগের ওপর আলতো করে ছুঁয়ে গেল। আস্তে আস্তে বিদ্যুতের মতো আঁকাবাঁকা কপালের কাটা দাগে হাত বুলিয়ে নিলো।

না তো, ও বললো, আমিও সে কথাই ভাবছিলাম। ভেবেছিলাম ভোল্ডেমর্ট আবার শক্তিশালী হওয়ায় কাটা জায়গাটা হয়তো আবার জ্বালা করবে।

সে ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকালো, মনে হলো জ্বালা করছে না শুনে খুশি হয়েছেন।

আমি আবার অন্যটা ভাবছিলাম, ডাম্বলডোর বললেন। আমি ভাবছিলাম লর্ড ভোল্ডেমর্ট হয়তো বেশ ভালো করেই বুঝেছেন তুমি ওর ক্ষতিকর চিন্তা আর

অনুভূতির তোয়াক্কা না করে খুব ভালোভাবেই আছে। মনে হচ্ছে এখন তিনি। তোমার বিরুদ্ধে অকলামেনসি প্রয়োগ করছেন।

আমার তো তেমন কিছু মনে হচ্ছে না, কোনো কিছু উপলব্ধি করছি না, হ্যারি বললো। ওতো কোনো রকম দুঃস্বপ্ন দেখছে না, মনের মধ্যে ভোল্ডেমর্টের চমকপ্রদ আলোর ঝলক উপলব্ধি করছে না।

কথা কইতে কইতে ওরা রাস্তার এক কোণায় একটা টেলিফোন বক্স আর বাসের গুমটি পার হলো।

হ্যারি আড় চোখে ডাম্বলডোরকে দেখলো। বললো প্রফেসর? হ্যারি কিছু বলবে? বলছিলাম–আমরা এখন কোথায়? এখন আমরা বাডলাইগ বাব্বেরটনের সুন্দর একটা গ্রামে। এখানে কেন এসেছি স্যর?

তোমাকে বলা হয়নি! ডাম্বলডোর বললেন। আমি বলতে ভুলেই গেছি, আমাদের এ বছরেও একজন শিক্ষক কম। এখানে এসেছি আমাদের অসবরপ্রাপ্ত আমার এক সহকর্মীকে চেষ্টা করে হোগার্টসে নিয়ে যেতে।

তার জন্য আমাকে কেন প্রয়োজন, স্যর?

ও হ্যাঁ, তোমার দরকার হতে পারে, ডাম্বলডোর বললেন ভাসা ভাসা ভাবে। চলো, পা চালিয়ে চলো।

হাঁটতে হাঁটতে হ্যারিকে নিয়ে ডাম্বলডোর একটা সরু রাস্তার মুখে এলেন। রাস্তাটি খাড়া ওপরে উঠে গেছে। রাস্তার দুধারে সারি সারি বাড়ি। গভীর রাত্রি, সকল বাড়ির জানালা অন্ধকার। গত দুসপ্তাহ ধরে প্রাইভেট ড্রাইভে খুব ঠান্ডা ছিল, তার প্রকোপ এখানেও। হ্যারি মুখ কালো করে কাঁধের দিকে তাকালো, হঠাৎ ডিমেন্টরদের কথা মনে হতেই পকেটে জাদুদণ্ডটা ঠিক মতো আছে কি না দেখে নিলো।

প্রফেসর, আমরা আপনার পুরনো সহকর্মীর বাড়িতে হেঁটে না যেয়ে সরাসরি অপারেট করেই তো যেতে পারি।

যাওয়া যায় তবে যাবো না, কারণ ওইভাবে গেলে, কারও বাড়ির সদর দরজায় লাথি মারার মত অভদ্রতা হবে, ডাম্বলডোর বললেন। আমাদের জাদুকরদের শিষ্টাচার এই যে এক জাদুকর অন্য এক জাদুকরের বাড়িতে বিনানুমতিতে না ঢোকা। তাছাড়া, সব জাদুকরদের বাড়ি এমনভাবে জাদু দিয়ে সুরক্ষিত থাকে, যার ফলে অযাচিত অ্যাপারেটররা সরাসরি সেখানে ঢুকতেও পারে না। যেমন ধরো হোগার্টসে।

তাহলে তো আপনি কারও বাড়ির ভেতরে অথবা মাঠে অ্যাপারেট করে যেতে পারবেন না, হ্যারি ডাম্বলডোরের কথা শোনা মাত্র বললো। হারমিওন গ্রেঞ্জার কথাটা আমাকে অবশ্য বলেছিল।

ঠিকই বলেছে হারমিওন, এবারে বাঁদিকে চলো।

চার্চের ঘড়ি মধ্যরাতের টুং টাং শব্দ করে বেজে উঠলো। ওদের কানে সেই মধুর শব্দ এলো। হ্যারি বুঝতে পারলো না প্রফেসর কেন তার পুরনো সহকর্মীর বাড়িতে গভীর রাতে যাচ্ছেন। সব প্রশ্ন মন থেকে সরিয়ে একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হলো।

স্যর ডেইলি ফেটে দেখলাম ফাজকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

হ্যাঁ তাই, ডাম্বলডোর বললেন। ডাম্বলডোর এবার পাশের একটা সরু রাস্তায় ঢুকলেন।

ওকে সরিয়ে দিয়ে রুফাস স্ক্রিমগৌরকে আনা হয়েছে। স্ক্রিমগৌর আগে গোয়েন্দা (অরর) বিভাগের প্রধান ছিলেন।

তাই, আপনি কি মনে করেন তিনি খুব যোগ্য ব্যক্তি? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছে, ডাম্বলডোর বললেন। তিনি অতি সুদক্ষ সন্দেহ নেই। কর্নেলিয়সের চাইতে অনেক বেশি সচেতন ও কঠিন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ।

হতে পারেন, কিন্তু বলতে চাইছি।

আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাইছো। রুফাস তার কর্মজীবনের বেশির ভাগ সময় কালো জাদুকরদের বিরুদ্ধে প্রবল বুদ্ধি ও নিপুণতার সঙ্গে কাজ করেছে ও কখনো লর্ড ভোল্ডেমর্টের শক্তিকে ছোটো করে বা তুচ্ছতার সঙ্গে দেখেনি।

হ্যারি চুপ করে রইলো; কিন্তু ডাম্বলডোর ডেইলি ফেটে ক্রিমগৌরের সঙ্গে তার মতোবিরোধের রিপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কথাও বললেন না। হ্যারির আর সাহস হলো না এই বিষয়ে আর কথাবার্তা বলার। তখন ও অন্য প্রসঙ্গে চলে এলো।

স্যার, আমি মাদাম বোনসের খবর কাগজে দেখেছি।

হ্যাঁ, ডাম্বলডোর বললেন। দারুণ ক্ষতি। বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ডাইনি ছিলেন উনি। এসে গেছি, হ্যাঁ এই বাড়িটাই তো, আউচ, ডাম্বলডোর তার আহত হাতটা তুলে একটা বাড়ি দেখালেন।

প্রফেসর আপনার হাতে কি হয়েছে?

এখন তোমাকে এ বিষয়ে কিছু বলার সময় নেই, ডাম্বলডোর বললেন। অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা, পরে তোমায় সব বলবো।

ডাম্বলডোর হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হাসি দেখে হ্যারি বুঝতে পারলো ডাম্বলডোর প্রশ্ন করার জন্য অসন্তুষ্ট নন। সে প্রশ্ন করতে পারে তার জন্য অনুমতির অপেক্ষা করতে হবে না।

স্যার আমি পেঁচার কাছ থেকে মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকের একটা লিফলেট পেয়েছি, রক্ত চোষাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কি করতে হবে তার নির্দেশ আছে।

হ্যাঁ, আমিও এক কপি পেয়েছি, ডাম্বলডোর হাসিমাখা মুখে বললেন। তোমার কি মনে হয় ওটা কাজে লাগবে?

খুব একটা মনে হয় না।

না, আমারও তাই মনে হয়। যেমন তুমি কিন্তু আমাকে একবারও জিজ্ঞেস করনি, জ্যামের কোন ফ্লেভার আমার পছন্দের বা অন্য কিছু, আমি যে ডাম্বলডোর এবং অন্য কেউ নই পরীক্ষা করোনি।

না করিনি, বুঝতে পারে না হ্যারি, ডাম্বলডোর তাকে কেন প্রশ্নটি করছেন, তিনি কি অন্য কোনো কিছু বোঝাবার জন্য বলেছেন।

মনে রেখে র‍্যাসপবেরী, হ্যাঁ তবে, আমি যদি একজন রক্তচোষা হতাম তাহলে আমি অবশ্যই আমার জ্যাম প্রেফারেন্স সম্বন্ধে ভেবে বলতাম, চট করে বলতে পারতাম না।

হ্যাঁ স্যার, ঠিক বলেছেন, হ্যারি বললো। ওই লিফলেটে ইনফেরির কথা লিখেছে। আসলে তারা কে? লিফলেটে পরিষ্কার করে কিছু বলেনি।

ইনফেরি হচ্ছে মৃতদেহ, ডাম্বলডোর গম্ভীরভাবে বললেন।

মৃতদেহকে জাদুমন্ত্রে পিশাচে পরিণত করে, কালো জাদুকরদের ইচ্ছানুসারে কাজ করানো হয়। ইনফেরিরা একদল সৈন্য। বহু বছর ওদের কথা শোনা যায়নি, অন্তত ভোর্টে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে আসার আগে, ইনফেরি বানানোর জন্য ভোল্ডেমর্ট হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছেন। ওহ এই তো এসে গেছি আমরা, এখানেই উনি থাকেন।

ওরা দুজনে পাথরের তৈরি চতুর্দিকে বাগানে ঘেরা ছোট একটা ছিমছাম বাড়ির কাছে এলো। হ্যারির তখন বাড়ি দেখার মতো মনের অবস্থা নেই। মাথায়। ঘুরছে ভোল্ডেমর্টের মৃতদেহ নিয়ে বানানো পিশাচবাহিনী ইনফেরি। গেটের সামনে পৌঁছে ডাম্বলডোর স্থানুর মতো দাঁড়ালেন। হ্যারিও তার পেছনে দাঁড়ালো।

বন্ধু... বন্ধু... আমার প্রিয়বন্ধু।

ডাম্বলডোরের দৃষ্টি অনুসরণ করে হ্যারি বাড়ির সদর দরজার সামনের পথের দিকে তাকায়, তারপর বাড়ির দরজার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। সদর দরজাটা কোনো রকমে চৌকাঠের হিঞ্জের সঙ্গে ঝুলে রয়েছে।

পরমুহূর্তেই ডাম্বলডোরের দৃষ্টি অন্যদিকে। রাস্তার এধার ওধার দেখতে লাগলেন। নির্জন রাস্তা, বাড়িতে কেউ থাকে বা আছে বলে ওর মনে হলো না।

ডাম্বলডোর পিছন ফিরে হতভম্ব হ্যারির দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললেন, পকেট থেকে জাদুদণ্ডটা বের করে আমার সাথে সাথে এসো।

ডাম্বলডোর নিঃশব্দে গেটটা খুলে বাগানের রাস্তায় হাঁটতে লাগলেন, হ্যারিও পিছু পিছু চললো। হাতে তার জাদুদণ্ড, যে কোনো মুহূর্তে সেটা ব্যবহার করতে প্রস্তুত।

লুমাস! জাদুদণ্ডের মুখ থেকে টর্চের মতো আলোর বিচ্ছুরণ ঘটলো।

বাড়ির বন্ধ দরজা ধাক্কা দিয়ে খুললেন। দণ্ডের আলোটা একটা সরু করিডরের ফেললেন। করিডরের ভেতরে যাবার জন্য আর একটা দরজা, দরজাটা খোলা। ডাম্বলডোর জাদুদণ্ডটা হাতে নিয়ে বসার ঘরে ঢুকলেন। হ্যারিও ঢুকলো।

ঘরের অবস্থা দেখে হ্যারির চক্ষু স্থির! চেয়ার, টেবিল, সবকিছু এলোমেলো ওলোট-পালট। ঘরের মেঝেতে একটা গ্র্যান্ডফাদার ঘড়ি পড়ে রয়েছে। ঘড়ির কাঁচটা ফেটে

গেছে। পেন্ডুলামটা অদূরে পড়ে রয়েছে, অনেকটা যুদ্ধক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষের মতো। সিলিং থেকে কাঁচের ঝাড়ুলণ্ঠনটা পড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো, ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো ছত্রকার, তার ওপর সামান্য আলো পড়ে চকচক করছে। সোফার কুশনগুলো ঘেঁড়াখোড়া, পালকগুলো কাপড় খুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। ঘরের পিয়ানোটার একই দুর্দশা, ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। তার কীগুলোও মেঝেতে ছাত্রাকার। কাবার্ড থেকে কাঁচের গ্লাস আর চিনেমাটির কাপ-প্লেট, থালা ভেঙ্গে চুর চুর। সেই দৃশ্য দেখে ভাম্বলভোর জাদুদণ্ডটা আরো একটু উঁচুতে তুললেন যাতে আলোতে দেয়ালের অবস্থা দেখতে পান। দেখলেন, দেয়ালে গাঢ় লাল আঠার মতো কিছু লেগে রয়েছে। হ্যারির ছোট নিঃশ্বাস ফেলার শব্দশুনে ডাম্বলডোর পেছনে তাকালেন।

ব্যাপারটা খারাপ কিছু মনে হয়, ডাম্বলডোর গম্ভীর স্বরে বললেন। হ্যাঁ একটু আগে এই ঘরে সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে মনে হচ্ছে। কথাটা বলে ডাম্বলডোর পা টিপে টিপে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন। ঘরের ভেতরের ভাঙচুর ভালো করে দেখতে লাগলেন। সবই তার পায়ের আশপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। ঘরের মধ্যে সেই ভয়ংকর অবস্থা দেখতে দেখতে হ্যারির মনে হলো নিশ্চয়ই কেউ এইসব কাণ্ড করে ঘরের মধ্যে কোথায়ও লুকিয়ে রয়েছে, সোফার পেছনে নয়তো বা পিয়ানোর আড়ালে। কিন্তু না কোথায়ও কাউকে পাওয়া গেল না।

আমার মনে হয় ভীষণ একটা আক্রমণ হয়েছিলো প্রফেসর? তাকে টেনে বাইরে নিয়ে গেছে? হ্যারি ডাম্বলডোরকে তার আশঙ্কার কথা বললো। সে চিন্তাও করতে পারে না একটা লোক কতটা আহত হলে এত রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে।

আমার কিন্তু তা মনে হয় না হ্যারি, ডাম্বলডোর রক্তমাখা দেয়ালের কাছে একটা আর্মচেয়ার তীক্ষ্ণভাবে দেখতে দেখতে বললেন।

আপনি বলতে চাইছেন, ও এই ঘরের মধ্যে...?

এখানে কোথায়ও রয়েছে? হ্যাঁ, তারপর এক সেকেন্ড সময় নষ্ট না করে জাদুদণ্ডটা দিয়ে আর্মচেয়ারের পুরু গদিতে খোঁচা দিলেন। দেবার সঙ্গে সঙ্গে কেউ বলে উঠলো আউচ!

শুভ রাত্রি হোরেস, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডাম্বলডোর বললেন।

হ্যারির চক্ষু ছানাবড়া! একটু আগে যেখানে মোটা একটা গদিওয়ালা আর্ম চেয়ার ছিলো সেখানে সেটা নেই। সেই জায়গায় একজন মোটাসোটা টাক মাথাওয়ালা বৃদ্ধ, পেটে হাত বুলাতে বুলাতে ডাম্বলডোরের দিকে সামান্য বিরক্ত হয়ে, ফোলা ফোলা চোখে তাকিয়ে রয়েছেন!

নাও নাও, এবার তোমার জাদুদণ্ড সরাও দেখি, ওটার এখন কোনো দরকার নেই! বৃদ্ধ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন। তোমার জাদুদণ্ডের খোচায় ভীষণ ব্যথা পেয়েছি।

ডাম্বলডোরের জাদণ্ডের আলো–বৃদ্ধের মাথার চকচকে চাঁদিতে, বড় বড় দুই চোখের ওপর, সিন্ধু টেকের মতো শুভ্র গোঁপে, রক্তরঙা ভেলভেটের জ্যাকেটে, আর নীল-রক্তিমাভ বর্ণের পাজামার ওপর পড়ে ঝলসে উঠলো। উচ্চতায় তিনি এতো ছোটো যে তার মাথা ডাম্বলডোরের থুতনি পর্যন্ত পৌঁছে।

তলপেটে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, কী ব্যাপার বলতো? হঠাৎ না-বলা, -কওয়া আগমনের হেতু?

ডাম্বলডোর হেসে হেসে বললেন, মাইডিয়ার হোরেস সত্যি যদি রক্তচোষারা তোমার বাড়িতে আসতো, তাহলে ডাকমার্কেরা তোমার সারা বাড়িতে অধিষ্ঠান করতো।

জাদুকর তার বিরাট কপালে হাত দিয়ে চাপড়ালেন।

ডার্কমার্ক, বিড় বিড় করে বললেন। জানি ওই রকম একটা কিছু হবে হয়তো, কিন্তু সময় পায়নি। তুমি ঘরে ঢোকার আগে আমি সব জিনিসপত্র ঠিক ঠাক করছিলাম, কথাটা বলে হোরেস বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তখন তার গোঁফগুলো পৎপৎ করে উঠলো।

ডাম্বলডোর বললেন, আমি কি তোমাকে সাহায্য করবো সব গুছিয়ে রাখার জন্য?

অনুগ্রহ করে তাই করো, হোরেস বললেন।

লম্বা জাদুকর ও বেঁটে জাদুকর দুজনেই দুজনের পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের জাদুদণ্ড একইভাবে হাওয়াতে দোলালেন।

আসবাবপত্র যথাস্থানে ভাসতে ভাসতে চলে গেলে, সোফার গদি, সব ডেকোরেশন আগের আকারে পরিণত হলো, পালকের কুশন নতুন হয়ে গেলো, বইপত্র ঠিক মতো বাঁধাই হয়ে তাদের তাকে আশ্রয় নিলো, স্টাডি টেবিলের লণ্ঠন জ্বলে উঠলো, ছবির ফ্রেমগুলো ভাঙ্গা অবস্থা থেকে জোড়া লেগে উড়তে উড়তে দেয়ালে শোভা পেতে লাগল, সবকিছুই আবার যেমন ছিল তেমন রূপ নিলো। পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে।

ডাম্বলডোর দেয়ালের রক্তের দাগের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, কিসের রক্তের দাগ হোরেস? তার গলার স্বর খুবই উচ্চ, গ্র্যান্ডফাদার ওয়াল ক্লকের টিক টিক শব্দ ছাপিয়ে গেল।

দেয়ালে? ড্রাগন, জাদুকর হোরেস বললেন।

পিয়ানোর টুং টাং শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, ঝাড়ুলণ্ঠন ঘরের কড়িকাঠে ঠিক মতো ঝুলতে লাগলো।

হ্যাঁ ড্রাগনের, জাদুকর ড্রাগন শব্দটা আবার জোর দিয়ে বললেন। আমার শেষ বোতল, আর তার দাম আকাশ ছোঁয়া এখন। তাহলেও এখনও সেটা ব্যবহার যোগ্য।

কথাটা বলে হোরেস টেবিলের ওপর থেকে ছোট একটা ক্রিস্টাল বোতল নিয়ে আলোর দিকে তুলে ধরে গভীরভাবে তার মধ্যে রাখা ঘন তরল পদার্থটা দেখতে লাগলেন।

হু একটু ময়লা ময়লা লাগছে।

বোতলটা কাপ-বোর্ডে রেখে হোরেস দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ঠিক সেই সময়ে তার দৃষ্টি পড়লো হ্যারির দিকে।

ওহহ, হোরেস বললেন। বড় বড় গোল গোল চোখের দৃষ্টি হ্যারির কপালের কাটা দাগের ওপর নিবদ্ধ হলো। ওহো হো!

ডাম্বলডোর এগিয়ে এসে হ্যারিকে পরিচয় করিয়ে বললেন, ও হ্যারিপটার। আর হ্যারি ও হচ্ছে আমার বহু পুরনো বন্ধু ও সহকর্মী হোরেস স্লাগহর্ন।

স্লাগহর্ন ডাম্বলডোরের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকালেন। মনে হয়, তুমি আমাকে হোগার্টসে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করবে, ঠিক না? খুব ভালো। তাই যদি ভেবে থাকো তাহলে আমার পরিষ্কার জবাব হলো, না। আলবাস।

হোরেস হ্যারির দিকে আবার তাকিয়ে ওর পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। হ্যারির স্লাগহর্নকে দেখে মনে হলো খুব সম্ভব হোগার্টসে ফিরে যাবার মত লোভনীয় বিষয়কে প্রতিহত করার জন্য মনের মধ্যে দ্বন্দ্বে আছেন।

ডাম্বলডোর বললেন, ঠিক আছে, তাহলেও আমরা অন্তত একটু ড্রিঙ্ক করতে পারি, পুরনো দিনের রোমাঞ্চকর স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

স্লাগহর্ন ইতস্তত করলেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তবে একটা ড্রিঙ্ক, হোরেস কাঠ কাঠ ভাবে বললেন। ডাম্বলডোর হ্যারিকে একটা চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করলেন, তবে অবশ্যই স্লাগহর্ন যেমনভাবে চেয়ারের ভেতরে লুকিয়েছিলো তেমনভাবে নয়!

হ্যারি চেয়ারে বসলো। যে কোনো কারণেই হোক, মনে হলো ডাম্বলডোর হ্যারির উপস্থিতি দৃশ্যমান করতে চাইছেন। স্লাগহর্ন সেই সময়ে ওদের দৃষ্টির বাইরে ড্রিঙ্ক বানাতে ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু তাহলেও তার দৃষ্টি ছিল হ্যারির ওপর।

হুম, হোরেস বললেন, হ্যারির দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ফলে হয়তো চোখ ব্যথা করছে।

নাও হে, ডাম্বলডোরের দিকে একটা ড্রিঙ্ক এগিয়ে দিলেন। ট্রে থেকে একটা গ্লাস হ্যারিকেও দিলেন। তারপর সোফার কুশনের ওপর ধপাস করে বসলেন হোরেস। চোখে মুখে তার মেজাজ বিগড়ানোর ছাপ। হ্যারি দেখলো হোরেস এতো বেশি বেটে যে সোফাতে বসার পর তার পা দুটি মেঝে স্পর্শ করতে পারছে না। যাক গে, এখন বলো তুমি কেমন আছো, ডাম্বলডোর জিজ্ঞেস করলেন।

স্লাগহর্ন তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, খুব একটা ভালো নয়। বুকে ব্যথা, দুর্বল, গেঁটে বাতের যন্ত্রণা। আগের মতো আর তেমন করে হাঁটতে-চলতে পারি না। বৃদ্ধাবস্থায় যা হয়, সব সময় ক্লান্তির ভাব, এইসব।

তুমি তো খুবই কম সময়েই আমাদের ওয়েলকামের ব্যবস্থা করেছ। তুমি তো তিন মিনিটের বেশি সময় পাওনি সব ব্যবস্থা করার।

স্লাগহর্ন বিরক্তি ও গর্ব মিশ্রিত সুরে বললেন, না মাত্র দুমিনিট সময় পেয়েছি। প্রথমে আমি জানতে পারিনি কারণ আগন্তুক চার্মটি অফ করা ছিল। আমি গোসল করছিলাম। এখনও...। তাছাড়া এটা তো সত্যি যে আমি এখন বৃদ্ধ, কাজকর্ম করতে পারি না, ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারি না। এক ক্লান্ত বৃদ্ধ আমি, এখন আমার বিশ্রাম নেবার ও নিরুপোদ্রব জীবন যাপনের অধিকার আছে। শান্তিরও...।

স্লাগহর্নের মুখ ও চেহারা দেখে হ্যারির মনে হলো উনি ভালোই আছেন। যে ঘরটায় ওরা বসে আছে সেখানে জিনিসপত্র ঠাসা থাকলেও, আরামদায়ক সন্দেহ নেই। কোন কিছুর অভাব আছে কেউ বলতে পারবে না। কি নেই? নরম নরম গদিওয়ালা চেয়ার পায়ের তলায় পা-দানি পর্যন্ত, ড্রিঙ্কস আর বই, বাক্স ভর্তি চকোলেট, পাখির পালকের সোফার কুশন। এই বাড়িতে কে থাকে হ্যারি যদি না জানতো, তাহলে ওর ধারণা হতো, ঘরের মালিক নিশ্চয়ই একজন বৃদ্ধা মহিলা, ধনী এবং অকারণে হৈ চৈ করেন।

ডাম্বলডোর বললেন, হোরেস তুমি কিন্তু আমার মতো বৃদ্ধ নও।

তোমারও তো অবসর নেয়া দরকার, স্লাগহর্ন চাছাছোলাভাবে বললেন। সে সময় হ্যারির চোখ পড়ে ডাম্বলডোরের আঘাত লাগা হাতে, সেখানে বৈচি ফলের মতো গোল গোল লাল দাগ। হ্যারি এবার জিজ্ঞেস করলো ডাম্বলডোরকে, আমার মনে হয় এটা কোনো পার্শক্রিয়া! ঠিক তাই?

ডাম্বলডোর তার আলখেল্লার হাতা গুটিয়ে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া আঙ্গুলগুলো দেখতে দেখতে বললেন, ঠিক ধরেছো।

পুড়ে যাওয়া কালো আঙ্গুলগুলো দেখে হ্যারি চমকে উঠলো, গলার পেছনে চিন চিন করে উঠলো। আমি আগের মতো দ্রুত কাজ করতে পারি না, কিন্তু অন্যদিকে...। কথাটা বলে ডাম্বলডোর হাতটা প্রসারিত করলেন, দেখাতে চাইলেন শারীরিক ঘাটতির বিপরীতে তার কিছু আছে।

সেই সময় হ্যারি ডাম্বলডোরের পোড়া আঙ্গুলে একটা আংটি দেখতে পেলো। এর আগে কখনো ডাম্বলডোরকে আঙ্গুলে আংটি পরতে দেখেনি। আংটিটা সাইজে বড়, ঢলঢল করছে। আংটিটা মনে হলো সোনার। মাঝখানের পাথরটা ব্ল্যাক স্টোনের সন্দেহ নেই। স্লাগহর্ন ব্ল্যাকস্টোন খচিত আংটির দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড মাত্র। হ্যারি লক্ষ্য করলো আংটিটা দেখতে দেখতে স্লাগহর্নের কপাল কুঁচকে গেল।

বহিরাগতদের আক্রমণের হাত থেকে তোমার বাঁচার যে সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থা হোরেস–সেগুলো ডেথইটারস না আমার হাত থেকে? ডাম্বলডোর জিজ্ঞেস করলেন।

আমার মতো এক দরিদ্র নড়বড়ে বুড়োকে আক্রমণ করে ওদের লাভ? স্লাগহর্ন বললেন।

আমার তো মনে হয় নিশ্চয়ই ওরা তোমার জ্ঞান–জবরদস্তি, টর্চার আর হত্যা ও অন্যান্য বিষয়ে ওদের কাজে লাগাতে চাইবে। ডাম্বলডোর বললেন।

তুমি কী মনে কর ওরা ইতোমধ্যে সেই চেষ্টা করেনি।

স্লাগহর্ন ডাম্বলডোরের চোখের দিকে তাকালেন। বিড়বিড় করে বললেন, আমি ওদের সেই সুযোগ দিইনি। আমি তো বছর খানেক বাইরে ছিলাম। কোনো জায়গায় এক সপ্তাহের বেশিদিন থাকিনি। এক মাগলদের বাড়ি থেকে অন্য এক মাগলদের বাড়ি। এই বাড়ির মালিক ছুটিতে বেড়াতে ক্যানারি আইল্যান্ডে গিয়েছেন। এই সুন্দর জায়গা ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট লাগবে। এটা খুবই সহজ, কিভাবে হয় একবার জানলেই হলো, এরা সাধারণ ফ্রিজিং চার্মস ব্যবহার করে বার্গলার এ্যালার্মের জন্য, যেখানে করা উচিত স্নিকস্কোপ চার্ম। তুমি পিয়ানোর ভেতরে ঢুকে গেলে তোমার পাশের লোকেরাও টের পাবে না।

ভাল উদ্ভাবক, ডাম্বলডোর বললেন। তাহলেও তোমার মতো এতো দক্ষ মানুষ এই রকমভাবে পালিয়ে থাকবে ভাবা যায় না, তুমি হোগার্টসে আবার ফিরে আসো।

তুমি মনে করছে তোমার ওই বিশ্রী ক্ষতিকর কীট পতঙ্গের স্কুলে আমি আবার ফিরে গেলে তুমি ভালো থাকবে, নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে আলবাস? আমি হয়তো

লুকিয়ে রয়েছি, আমব্রিজ স্কুল ছেড়ে যাবার পর কিন্তু অনেক কথা আমার কানে এসেছে! তুমি আজকাল টিচারদের সঙ্গে ওই রকম ব্যবহার করো।

প্রফেসর আমব্রিজ আমাদের Centaur heredর সঙ্গে ঝামেলা বাঁধিয়েছিলেন, ডাম্বলডোর বললেন। আমার কিন্তু দৃঢ় ধারণা হোরেস তুমি বনে জঙ্গলে বিচরণ কর ব্যাপারটা ভালো করেই জানো, তুমি নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ প্রাণীদের নোংরা হাফব্রড় বলবে না।

সত্যি ওই রকম ভাষা ব্যবহার করেছিলেন আমব্রিজ? স্লাগহর্ন বললেন। দারুণ মূর্খ মহিলা, ওই রকম মহিলা আমি মোটেই পছন্দ করি না।

হ্যারি মুখ টিপে হেসে ডাম্বলডোর আর স্লাগহর্নের মুখের দিকে তাকালো।

দুঃখিত স্যার, হ্যারি থতোমতো খেয়ে বললো। আমিও স্যার প্রফেসর আমব্রিজকে পছন্দ করতাম না। ডাম্বলডোর আচমকা উঠে দাঁড়ালেন।

ও, তুমি তাহলে চললে? স্লাগহর্ন বললেন তৎক্ষণাৎ, চেহারাতে নিরাশ ভাব নেই।

ভাবছিলাম তোমার বাথরুমটা ব্যবহার করতে পারি কি না। ডাম্বলডোর বললেন।

অবশ্যই, স্লাগহর্ন বললেন একটু নিরাশ হয়ে। হলের বাঁ-ধারে।

ডাম্বলডোর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজাটা বন্ধ করার সাথে সাথে ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। স্লাগহর্ন দুএক মুহূর্ত পরে দাঁড়ালেন, কিন্তু মুখ দেখে মনে হয় কি করবেন ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছেন না। তখন তিনি হ্যারির মুখের দিকে লুকিয়ে তাকালেন। তারপর আগুনের কাছে গিয়ে ওর পেছনে ফিরলেন অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে।

ওই অবস্থায় হঠাৎ বললেন, ভেবো না যেন, ডাম্বলডোর তোমাকে কেন আমার কাছে নিয়ে এসেছেন, আমি জানি না।

হ্যারি, স্লাগহর্নের দিকে তাকালো। স্লাগহর্নের অনুজ্জ্বল দুই চোখের দৃষ্টি পড়লো হ্যারির কপালের আঁকাবাকা কাটা দাগের ওপর। তবে শুধু কাটা দাগের ওপর নিবদ্ধ রইলো না, ওর মুখটাও খুঁটিয়ে দেখলেন।

তুমি অনেকটা তোমার বাবার মতো দেখতে। হ্যাঁ, সকলে তাই বলে। হ্যারি বললো। অবশ্য তোমার চোখ দুটো নয়।

মায়ের মতো চোখ পেয়েছি। হ্যারি ওই কথাগুলো বহু লোকের মুখে অনেকবার শুনেছে। কথাটা এক ঘেয়ে লাগে।

হুম, হ্যাঁ, ভালো। শিক্ষকদের কাছে তুমি খুব প্রিয় নও নিশ্চয়ই, তবে তোমার মা আমার অন্যতম প্রিয় ছাত্রী ছিলো। স্লাগহর্ন বলে চললেন হ্যারির জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে। লিলি ইভানস। আমার দেখা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল ছাত্রী। প্রাণবন্ত, সদা প্রফুল্ল। আমি ওকে বলতাম, আমার হাউজে তোমার আসা উচিত ছিল। তোমার মা বড় সুন্দর করে আমার কথার জবাব দিতো।

আপনার হাউজের নাম? হ্যারি জিজ্ঞেস করে।

আমি স্লিদারিন হাউজের প্রধান ছিলাম স্লাগহর্ন বললেন।

ও, হ্যাঁ রাগ করো না শোন, গ্রিফিন্ডররা স্লিদারিনদের কথা শুনে যা করে, হ্যারির সেইরকম মুখভঙ্গি দেখে তাকে একটা মোটা আঙ্গুলের খোঁচা দিয়ে বললেন, তুমি তোমার মায়ের মতো গ্রিফিন্ডর, তাই না? হ্যাঁ সাধারণত এক পরিবারের সকলকে একই হাউজে দেয়া হয়। তবে সাধারণত, সব সময়ে নয়। তুমি কী সিরিয়াস ব্ল্যাকের নাম শুনেছো? নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। খবরের কাগজে বছর দুই ধরে ওর সম্বন্ধে খুব লেখালিখি হচ্ছিলো। এই কয়েক সপ্তাহ হলো মারা গেছেন।

কথাটা যেন একটা অদৃশ্য হাতে রূপান্তরিত হয়ে হ্যারির পেটের ভেতরটা অসম্ভব জোরে চেপে ধরলো।

যাকগে, ঠিক আছে। সে তোমার বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলো। আমার হাউজে পুরো ব্ল্যাক পরিবার ছিলো বলতে পারো। বেদনার বিষয় যে সিরিয়াস চলে গেল গ্রিফিরে। ও খুব গুণী ছেলে ছিলো। তবে ওর ভাই রেগুলিয়াস আমার হাউজে ছিল। আমি ওদের খুবই পছন্দ করতাম।

স্লাগহর্ন এত জোরে জোরে কথা বলছিলেন, তিনি যেন অন্যদের ডাককে ছাপিয়ে তিনি নিলামের ডাক দিচ্ছেন। স্মৃতির অতল সাগরে ডুব দিয়েছেন। মাঝে মাঝে ফিরে তাকালেন তার বিপরীতে দেয়ালের সেই রক্তের দাগের দিকে তবে ফায়ারপ্লেস থেকে বেশি দূরে নয়। কাছাকাছি গরম তাপ তার পেছনের দিকে লাগে।

তোমার মা মাগল বংশজাত ছিলেন। প্রথমে ওকে দেখে আমার বিশ্বাস হয়নি, সত্যই যেন তার জন্ম পিওর ব্লাড থেকে, সত্যি ওই রকম ভালো মেয়ে আমার চোখে কম পড়েছে।

আমার এক বন্ধু মাগল-বর্ন, হ্যারি বললো। আমাদের ক্লাসে ও সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ছাত্রী।

সত্যি মাঝে মাঝে এইসব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ঘটে, তাই না? স্লাগহর্ন বললেন।

না, হ্যারি ঠান্ডা গলায় বললো।

স্লাগহর্ন হ্যারির দিকে আশ্চর্য হয়ে চাইলেন। তুমি কিন্তু মনে করো না আমি সংস্কারগ্রস্ত মানুষ। স্লাগহর্ন বললেন। মোটেই, মোটেই না। এই মাত্র বললাম না তোমার মা আমার যতো প্রিয় ছাত্র ছিলো তাদের মধ্যে সেরা ছিলো! হ্যাঁ আরো একটি ছাত্রী ছিলো ডার্ক ক্রেসওয়েল, যতোদূর মনে পড়ে তোমার মায়ের পরবর্তী বছরে। ও এখন গবলিন লিয়াজো অফিসের হেড, সেও অবশ্য মাগলবর্ন! মনে পড়েছে আর একটি মাগল বংশজাত উজ্জ্বল ছাত্রের কথা, ও আমাকে গ্রিংগটসের ভেতরের খবরা-খবর দেয়!

স্লাগহর্ন তারপর ঘরে পায়চারি করতে করতে আপন মনে হাসতে হাসতে ড্রেসারের ওপর রাখা চকচকে ফ্রেমে গ্রুপ ফটো দেখিয়ে বললেন, এরা সবাই এক সময় আমার ছাত্র ছিল। হ্যাঁ একে নিশ্চয়ই চেন? বার্নাবাস কাফে এখন ডেইলি প্রফেটের সম্পাদক। সব সময় আমার কাছ থেকে খবরা-খবর নিতো। আরেকজন হলো হনিডিউকের অ্যামব্রোসিয়স ফিউম, আমার জন্মদিনে অনেক উপহার পাঠায়, কারণ আমি ওকে সিসেরন হারকিসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম, সে তাকে। প্রথম চাকরি দিয়েছিল! সবার পেছনে মেয়েটি হচ্ছে গয়েনগ জোনস, ও হোলিহেড হার্পসের ক্যাপ্টেন। ও এখনও আমাকে মনে রেখেছে। যখনই ফ্রি টিকিট চাই আমাকে পাঠিয়ে দেয়।

পুরনো দিনের ছাত্রছাত্রীদের ফটো দেখিয়ে স্লাগহর্ন মুগ্ধ।

এইসব ছাত্রছাত্রীরা এখনও আপনাকে মনে রেখেছে, জিনিসপত্র পাঠানোর জন্যে ঠিকানা জানে? হ্যারি প্রশ্ন করলো। তবে একটা কথা ওর মনে হলো, তাহলে রক্তচোষারা ওর

ঠিকানা জানে না কেন। অথচ ঝুড়িভর্তি মিষ্টি; কিডিচের টিকিট পাঠাবার জন্য ঠিকানা পায়, লোকেরা নানা পরামর্শ নিতে আসে স্লাগহর্নের কাছে।

এখন আর তেমন ওদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন। বছর খানেক আমার কারও সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। স্লাগহর্নের মুখ দেখে হ্যারির মনে হলো, বছরখানেক কারও সঙ্গে যোগাযোগ না থাকার জন্য খুবই ব্যথিত।

স্লাগহর্ন সামান্য সময় নীরব থাকার পর কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন। তাহলেও আমি কিন্তু সকলকে মনে রেখেছি, সব সময়ে সকলের খবর জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকি। ডাম্বলডোর অনেকদিন বাদে এলো, ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুব ভালো লাগল, কিন্তু ওর কথায় আবার হোগার্টসে গিয়ে অধ্যাপনা করলে লোকেরা ভাববে আমি অর্ডার অফ ফিনিক্সের সঙ্গে জড়িত। যদিও আমি, যারা অর্ডারের সঙ্গে জড়িত, কাজ করে, তাঁদের জন্য গর্ব অনুভব করি। ওরা সাহসী, প্রশংসা পাবার যোগ্য, সবচেয়ে বড় কথা আমি ব্যক্তিগতভাবে হত্যাটত্যা পছন্দ করি না।

হোগার্টসে অধ্যাপনা করলেই যে আপনাকে অর্ডারে যোগ দিতে হবে, তার কোনো কারণ নেই, হ্যারি বললো। গলার স্বরও সংযত করতে পারলো না। সিরিয়াসের জীবনযাত্রা আজকাবান থেকে পালিয়ে আসার পর কতো বেদনাদায়ক ছিলো। একটা গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিলো, তার সঙ্গে ছিলো ইঁদুর আর পোকা মাকড়। সেদিক থেকে স্লাগহর্ন তত ভালই আছেন। তবে প্রফেসর কুইরেলের কথা আলাদা। তিনি তো ভোল্টেমর্টের দলে যোগ দিয়েছিলেন।

হ্যারি একটা বিষয়ে নিশ্চিত, স্লাগহর্ন এমন একজন জাদুকর যিনি ভোল্টেমর্টের নাম উচ্চারিত হলে সহ্য করতে পারেন না। ওর এই ধারণা বা নিশ্চয়তার জন্য

স্লাগহর্ন ওকে নিরাশ করলেন না। ভোল্ডেমর্টের নাম কানে যেতেই কেঁপে কেঁপে উঠলেন, প্রতিবাদ করলেন। হ্যারি শুনেও শুনলো না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ডাম্বলডোরের জমানায় স্কুলের শিক্ষকরা, কর্মীরা, ছাত্রছাত্রীরা খুবই সুরক্ষিত আছে। ভোল্ডেমর্ট যদি কাউকে সত্যি ভয় পায় তিনি হচ্ছেন আমাদের হেডমাস্টার ডাম্বলডোর তাই না? হ্যারি বলতে থাকলো।

স্লাগহর্ন ঊর্ধনেত্রে তাকিয়ে রইলেন। দেখে মনে হয় হ্যারির কথাগুলো ভাবছেন।

হ্যাঁ, এ কথা সত্যি, মানে হি-হু যার নাম করা যাবে না কখনই ডাম্বলডোরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস করেননি, স্লাগহর্ন বিড় বিড় করে বললেন। আর আমার মনে হয় অনেকেই ভাবতে পারে কেন আমি রক্তচোষাদের দলে যোগ দিইনি, হি-হু যার নাম করা যাবে না, কখনই কোনোভাবেই আমাকে তার বন্ধু হিসেবে গণ্য করে না। সেইজন্য, আমি আলবাসের কাছাকাছি থাকলে নিরাপদ থাকতে পারি। আমি কখনই লুকোতে চাই না অ্যামিলিয়া বোনসের হত্যা আমাকে ভাবিয়ে তোলেনি, যদিও ও মন্ত্রণালয়ের সব রকমের কনট্যাক্টস আর প্রটেকশন। স্লাগহর্ন..., কথাট শেষ করার আগেই ডাম্বলডোর ঘরে

ঢুকলেন। স্লাগহর্ন এমনভাবে লাফ দিয়ে উঠলেন যে তিনি যেন জানতেনই না ডাম্বলডোর তার বাড়িতেই রয়েছেন।

আহা, আলবাস, স্লাগহর্ন বললেন। তুমি অনেকটা সময় বাথরুমে ছিলে, পেট খারাপ হয়েছে?

না, আমি বসে বসে মাগলদের ম্যাগাজিন পড়ছিলাম, ডাম্বলডোর বললেন। আমি কাপড়ের নকশী খোলা দেখতে ভালোবাসি। হ্যারি, আমার মনে হয় আমরা হোরেসের আতিথেয়তার ওপর বেশ জুলুম করে চলেছি, আর নয়, এখন তো আমাদের যাওয়া উচিত।

হ্যারি যাবার জন্য লাফিয়ে উঠলো। স্লাগহর্ন একটু অবাক হয়ে গেলেন। তোমরা তাহলে চলে যাচ্ছো?

হা তাতো যাবই, অযথা সময় নষ্ট হলো।

সময় নষ্ট হলো? স্লাগহর্নের কণ্ঠে অসন্তোষ। হাতের আঙ্গুল মটকাতে মটকাতে ডাম্বলডোর দেখলেন আলখেল্লার গলার বোতাম আঁটছেন। হ্যারি ওর জ্যাকেটের জিপ টানছে।

হোরেস আমি খুবই দুঃখিত। কাজটা তুমি গ্রহণ করলে না, ডাম্বলডোর বিদায় নেবার উদ্দেশ্যে একটা হাত তুলে বললেন। তুমি আবার হোগার্টসে ফিরে গেলে আমরা সবাই অত্যন্ত খুশি হবো। ওখানে তোমার নিরাপত্তার সকল ব্যবস্থাই থাকবে। যেদিন, যখন খুশি হোগার্টসে তুমি যাবে। আমরা তোমাকে স্বাগত জানাবার প্রতীক্ষায় রইলাম।

হ্যাঁ... হ্যাঁ...তুমি বলছো যখন, আমি যাবো।

ডাম্বলডোর স্লাগহর্নকে দেখার জন্য পিছন ফিরলেন। দেখলেন স্লাগহর্ন যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

তাহলে তুমি আর অবসর জীবন যাপন করছো না? আসবে তো? হ্যাঁ, অবশ্যই, হ্যাঁ। আমি নিশ্চয়ই পাগল, তা না হলে যাবো কেনো? চমৎকার, ডাম্বলডোর আনন্দে ফেটে পড়লেন। তাহলে হোরেস এই কথা রইলো, পয়লা সেপ্টেম্বর তুমি হোগার্টসে আসছে।

স্লাগহর্ন বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। হ্যারি ডাম্বলডোরের সঙ্গে বাগানের পথে পা রাখতেই শুনতে পেলো স্লাগহর্নের গলা, শোনো ডাম্বলডোর আগের চাইতে কিন্তু মাইনে বেশি দিতে হবে।

ডাম্বলডোর মুখ টিপে হাসলেন। বাগানের ফটকটা খুলে গেল। ওরা দুজনে রাস্তায় দাঁড়ালেন।

খুউব ভালো কাজ করেছে হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন। হ্যারি আশ্চর্য হয়ে বললো, আমি তো কিছুই করিনি স্যার।

হ্যাঁ হ্যাঁ করেছে। তুমি তো হোরেসকে বুঝিয়েছে হোগার্টসে ফিরে গেলে তার কি সুবিধে হবে। যাকগে ওকে কেমন লাগলো?

এই...।

হ্যারি ঠিক জানে না হোরেসকে ওর ভালো লেগেছে কি লাগেনি। কিন্তু মাগলরা ভাল ডাইনি হতে পারে স্লাগহর্নের এ কথাটা খুব ভালো লেগেছে, কারণ ওর মা লিলিও মাগলকন্যা ছিলেন।

ডাম্বলডোর বললেন, হোরেস আরাম-আয়াশে থাকতে ভালোবাসে। নামী দামী লোকদের সঙ্গও ভালোবাসে, বিশেষ করে শক্তিশালী আর কৃতী যারা তাদের। সঙ্গী। ওভাবে ওরই সংশ্রবে থাকার জন্য ওরা বড় হতে পেরেছে। নিজে অবশ্য কোন দিন কর্তৃত্ব চায়নি, সব সময় পেছনের সারিতে থাকতে চেয়েছে, অবশ্যই অনেকটা বেশি জায়গা নিয়ে। হোগার্টসে থাকার সময় ওর কয়েকজন বাছাই করা লোক ছিল। তারা কেউ অতি বুদ্ধিমান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কেউ বা চমক দেবার মতো অথবা তাদের কারো কারো ছিলো উচ্চ-মেধা। ওর আরো একটা অদ্ভুত ক্ষমতা, ও বুঝতে পারে কারা বিভিন্ন ফিল্ডে খুবই ভালো করতে পারে। হোগার্টসে থাকাকালীন হোরেস সেই সমস্ত সেরা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটা দল গড়ে এবং তাদের মধ্যমণি সে হয়েছিলো। তার কাজ ছিলো পরস্পরের

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া, বিশেষ কাজের জন্য যোগাযোগ করানো। তার জন্য তিনি পেতেন অনেক কিছু–যেমন চকোলেট, এর প্রিয় ক্রিস্টালাইজড আনারসের বাক্স বা অন্য কিছু।

ডাম্বলডোরের কথাগুলো শুনতে শুনতে হঠাৎ হ্যারির সামনে ভেসে উঠলো একটা মাকড়সার প্রতিকৃতি, দৈত্যকার মাকড়সা। মাকড়সাটা তার চার পাশে জাল সৃষ্টি করে চলেছে, মশা-মাছি-পোকা মাকড়দের ধরার জন্য একটা শক্ত সুতো এখানে ওখানে ঝুলে রয়েছে।

তারই মাঝে ডাম্বলডোর বলে চললেন, এসব কিন্তু তোমাকে হোরেসের বিরুদ্ধে যাবার জন্য বা ভুল বোঝার জন্য বলছি না। এখন থেকে কিন্তু আমাদের ওকে হোরেস না বলে বলতে হবে প্রফেসর স্লাগহর্ন। তবে তোমায় সজাগ থাকতে হবে, হোরেস তোমাকে হাতের মুঠোতে আনতে নিঃসন্দেহে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে, হ্যারি। তুমি তার সংগ্রহে যেন অন্যতম জুয়েল হতে পারো। এখন তোমায় সকলেই বলে সেই ছেলেটা যে লড়াই করে বেঁচে আছে, অথবা বলে দ্য চোজেন ওয়ান।

ডাম্বলডোরের ওই কথাগুলো শুনে হ্যারির শরীরে দারুণ এক শিহরণ হলো, যার সঙ্গে চতুর্দিকের কুয়াশা মিশ্রিত অতি ঠান্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ওর মনে পড়ে গেলো কয়েক সপ্তাহ আগে শোনা একটা কথা, যার মানে ওর কাছে ভয়ঙ্কর ও একটি বিশেষ মর্মার্থ। নাইদার ক্যান লীভ হোয়াইল দ্যা আদার সারভাইবস।

চার্চ পর্যন্ত গিয়ে ডাম্বলডোর থামলেন। হ্যারি হোরেসের বাড়ি যাবার সময় চাচটা দেখেছিলো।

হ্যারি, তুমি শক্ত করে আমার হাত ধরলেও চলবে।

ভাল না লাগলেও হ্যারি অ্যাপারেসনের জন্য প্রস্তুত হলো। যখন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা থেকে আবার হ্যারি প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারলো, তখন দেখলো

ও একটা গ্রামের সরু রাস্তার ওপর ডাম্বলডোরের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অদূরে দেখলো পৃথিবীর মধ্যে ওর দ্বিতীয় প্রিয় বাড়ি, দ্য ব্যারো ঝাপসা ঝাপসা কুয়াশার অন্তরালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিদারুণ কষ্টকর এক অবস্থার মধ্য থেকে সদ্য ফিরে আসার পর, ওর শরীর মনের সকল অবসাদ, সকল ব্যথা দূর হয়ে গেল দ্য ব্যারো কে দেখতে পেয়ে আনন্দে ওর হৃদয় নেচে উঠলো, ওই বাড়িতে ওর প্রিয় শুধু রন নয়, সমস্ত উইসলি পরিবারের সদস্যরা। আবার সে মিসেস উইসলির হাতের সেরা রান্না খাবে।

তুমি যদি কিছু মনে না করো হ্যারি, ডাম্বলডোর দ্য ব্যারোর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন। ফিরে যাবার আগে আমি তোমায় দুএকটা কথা বলতে চাই। এখানে, সবার সামনে নয়, আড়ালে।

উইসলিরা আউট হাউজে যেখানে ঝাই করে রাখেন সেখানে একটা বড় পাথর দেখিয়ে ডাম্বলডোর বললেন, এখানে বসা যাক।

হ্যারি সামান্য ভ্যাবাচাকা খেয়ে ভাঙ্গা ফটকটা খুলে ডাম্বলডোরের সঙ্গে ঢুকলো। জায়গাটা খুবই ছোট, একটা কাবার্ড ধরে এমনই ছোট পরিসর। ডাম্বলডোর হ্যারির দিকে তাকিয়ে হেসে হাতের জাদুদণ্ডটার মুখটা টর্চের মতো জ্বালালেন। সেই আলোতে হ্যারির মুখের দিকে তাকালেন।

আশা করি হ্যারি, আমার কথায় তুমি কিছু মনে করবে না, ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের ভয়ঙ্কর ঘটনায় তোমার সাহসি ভূমিকা দেখে আমি শুধুমাত্র খুশি নই, গর্বিতও। আমি আরো বলতে চাই সিরিয়াসও বেঁচে থাকলে তোমার জন্য গর্বিত হতো।

হ্যারি অতি কষ্টে ঢোক গিললো; ওর মুখের সমস্ত কথা যেন ওকে রিক্ত করে চলে গেছে। ও ভাবতেই পারছে না সিরিয়াস সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে পারবে। আঙ্কল ভার্নন ওর মনে নিদারুণ এক ব্যথার সঞ্চার করে বলেছিলেন ওর গডফাদার মরে গেছে। এমনকি স্লাগহর্নেরও সিরিয়াস সম্বন্ধে অযাচিত মন্তব্য ওকে ব্যথা দিয়েছে।

সত্যই তার মৃত্যুটা অতি করুণ, ডাম্বলডোর নরম সুরে বললেন। তোমাদের সম্পর্ক খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তোমাদের দুজনকার আনন্দময় জীবনের হঠাৎ ছেদ পড়ে গেলো।

হ্যারি তাকিয়ে রইলো ডাম্বলডোরের হ্যাটের ওপর মাকড়সাটার দিকে। মাকড়সাটা ধীরে ধীরে ডাম্বলডোরের টুপি বেয়ে ওপরে উঠছিল। ও ভাবলো ডাম্বলডোর কি বিশ্বাস

করবেন ওই মর্মান্তিক দুঃখে কতো রাত ও ঘুমোতে পারেনি, সবসময় আশা করছে ডাম্বলডোরের একটি চিঠি! ভার্ননের পরিবারে কতদিন অভুক্ত থেকেছে। কুয়াশাভরা অতি শীতল জানালার শার্শিতে গাল চেপে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে! মাঝে মাঝে ডিমেন্টরদের কথাও মনে হয়েছে শূন্যতার মাঝে।

ভাবতেই পারছি না স্যার সিরিয়াস আর আমাকে আমার প্রিয় হ্যারি বলে কোনোদিন চিঠি লিখবেন না, হ্যারির বাকরুদ্ধ মুখে কথা এসে গেলো।

হঠাৎ ওর চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো, ও চোখ কুঁচকালো। মনে হলো কথাগুলো বোকার মতো বললো, তাহলেও মনে হলো হোগার্টস স্কুলের বাইরে থেকে একজন তাকে মা-বাবার স্নেহ দিয়েছেন, ভালো বেসেছেন। ওর জীবনের পরম সত্য ছিলেন সিরিয়াস, তার গডফাদার। আর সেই গড়ফাদারের মেহনাখানো চিঠি পেঁচা বহন করে নিয়ে আসবে না, ওকে সান্ত্বনা দেবে না দুঃখের সময়ে।

সিরিয়াস এমন একজন মানুষ ছিলেন যে ইতিপূর্বে তোমার জীবনে এমন মানুষ আসেনি, ডাম্বলডোর সস্নেহে বললেন। তাই তাকে হারানো সত্যই অতি মর্মান্তিক বেদনাদায়ক।

হ্যারির গলার স্বর আর রুদ্ধ হয়ে এলো না, আমি যখন ডার্সলেদের সঙ্গে থেকেছি, আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ওদের থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা ঠিক হবে না অথবা ভেঙ্গে পড়লেও চলবে না। সিরিয়াসও সেটা চাননি, চেয়েছিলেন কী? যাহোক স্যার, আমাদের জীবন খুবই ঘোট, মাদাম বোনসকে দেখুন, এম্মেলাইন ভানসকে দেখুন, আমি হয়তো

তাদের মত খুন হতে পারতাম? হ্যারি জাদুদণ্ডের আলোতে জ্বল জ্বল ডাম্বলডোরের দুই নীল উজ্জ্বল চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, আমি যতোটা পারি শুধু রক্ত চোষাদের খতম নয়, ভোল্ডেমর্টকেও খতম করার চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

চমৎকার! মা-বাবা আর সিরিয়াসের মতো কথা বলছো, ডাম্বলডোর হ্যারির পিঠ চাপড়ে বললেন। তুমি সাহসীর মতো কথা বলার জন্য আমি সত্যই গর্বিত। যাকগে এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করছি, গত দুসপ্তাহ তুমি কি ডেইলি প্রফেট পড়ছো?

হা স্যার, ওর নিশ্বাসের গতি দ্রুত হলো।

তাহলে অবশ্যই লক্ষ্য করেছো বন্যা ইত্যাদি নিয়ে লেখা-লেখি হয়নি; কিন্তু হল অফ প্রফেসিতে তোমার দুঃসাহসিক কাজের কথা ডেইলি প্রফেট লেখা হয়েছে।

হা স্যার, হ্যারি বললো। এখন সবাই জেনে গেছে।

না, সেটা ঠিক নয়, ডাম্বলডোর বাধা দিয়ে বললেন। এই পৃথিবীতে মাত্র দুজন রয়েছেন যারা তোমার ও লর্ড ভোল্টেমর্টের প্রফেসির ব্যাপারে এ খবর পুরো জানে। এবং সেই দুজন এই দুর্গন্ধে ভরা, মাকড়সা ভর্তি ঝাড়ুর ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেকে অনেক ধারণা করে নিয়েছে এবং সেটা সত্য যে ভোল্ডেমর্ট প্রফেসি চুরি করার জন্য তার রক্ত চোষাদের সেখানে পাঠিয়েছিলেন এবং সেই প্রফেসি তোমার ব্যাপারেই।

আমি মনে করছি, এবং সেই মনে করা একটও অসত্য হবে না যদি আমি ধরে নিই সেই প্রফেসিতে কি বলা হয়েছে তা তুমি জানো এবং কাউকে সে কথা বলনি।

অবশ্যই কাউকে বলিনি, হ্যারি বললো।

তাহলে তুমি খুবই বিবেচক ও বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছে। ডাম্বলডোর বললেন। এখন তাহলে তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে মি. রোনাল্ড উইসলি, মিস হারমিওন গ্রেঞ্জারের সঙ্গে গল্প কর ও হ্যাঁ।

হ্যারি হকচকিয়ে তাকালো ডাম্বলডোরের মুখের দিকে।

আমার মনে হয় ওদেরও জানা উচিত, তুমি এ বিশেষ বিষয়ে ওদের একবারও বলনি।

আমি বলতে চাইনি।

ওরা দুঃশ্চিন্তা করতে পারে বা ভয় পাবে জানলে? ডাম্বলডোর তার অর্ধচন্দ্রাকার চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে হ্যারিকে দেখলেন। অথবা তুমি নিজে ভয় পেয়েছে ও চিন্তিত বলেই বলনি? হ্যারি তুমি শুধু একা কাজ করলে হবে না, বন্ধুদের সঙ্গে নিতে হবে। তুমি ঠিকই বলেছিলে, সিরিয়াস কখনো তোমাকে সকলের চোখের অন্তরালে একলা চলতে দিতে চাননি।

হ্যারি নীরব রইলো। মনে হয় ডাম্বলডোরও কোনো জবাব প্রত্যাশা করছেন হ্যারির কাছ থেকে। ডাম্বলডোর বলে চললেন, আরেকটি কথা, ওই বিষয়েই আমার ইচ্ছে, এই বছর তুমি আমার কাছ থেকে আলাদাভাবে কিছু লেসন নাও।

প্রাইভেট, আলাদাভাবে? হ্যারি ডাম্বলডোরের প্রস্তাব শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। নিজের কানকে নিজে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

হ্যাঁ, আমি ভাবছি তোমার শিক্ষার ব্যাপারে আমাকে একটু যত্ন নিতে হবে। আমাকে আলাদা করে কি শেখাবেন স্যার? এই, এইসব একটু আলাদা, এধার-সেধার। ডাম্বলডোর লঘুভাবে বললেন।

হ্যারি আশা করেছিল ডাম্বলডোর কি শেখাবেন বলবেন ওকে, কিন্তু কিছুই বললেন না।

হ্যারি বললো, তাহলে প্রফেসর স্নেইপের কাছ থেকে অকলামেন্সি শেখার কি হবে?

প্রফেসর স্নেইপের কাছ থেকে অকলামেন্সি? না ওটা আর তোমাকে শিখতে হবে না।

হ্যারি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, খুব ভালো, দারুণ কষ্টদায়ক ব্যাপার। কথাটা বলতে বলতে হ্যারি থেমে গেল। যা বলতে চেয়েছিল তা বললো না।

ডাম্বলডোর হেসে বললেন, চরম ব্যর্থতা! তাই না?

হ্যারিও হেসে ফেললো। তার মানে প্রফেসর স্নেইপের সঙ্গে আপাতত আর কোনো সম্পর্ক থাকছে না। আমি যদি আউল (আউটস্ট্যান্ডিং) না পাই, অর্ডিনারি উইজারডিং লেভেলস পাই, তাহলে আমাকে পোশান ক্লাস করতে দেবেন না। আমি জানি আমি পরীক্ষাতে আউটস্ট্যান্ডিং পাইনি।

কখনো ডিম দেখে পেঁচার সংখ্যা গুনবে না, ডিম ফেটে বাচ্চা হোক তারপর। ডাম্বলডোর গম্ভীরভাবে বললেন। মনে হয় আজই রেজাল্ট পেয়ে যাবে। আরো দুটো ব্যাপার হ্যারি, আমি চলে যাবার আগে মন দিয়ে শোনো।

প্রথমত এখন থেকে মানে আজই, তুমি সকল সময়ই তোমার কাছে অদৃশ্য হবার ক্লোকটা রাখবে। এমনকি হোগার্টসের ভেতরে থাকলেও। বুঝতে পারছো, দরকার হতে পারে।

হ্যারি ঘাড় নাড়লো।

দ্বিতীয়ত ও শেষ : ব্যারো-কে মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিক সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত করে রেখেছে, যততদিন তুমি ব্যারোতে থাকবে। এই সুরক্ষার ব্যাপারে হয়তো মলি আর আর্থার একটু বিরক্ত হতে পারে। ধরো, ওদের ঠিকানায় পাঠানো সব চিঠিপত্র মিনিস্ট্রি সার্চ করবে। এ ব্যাপারে ওরা নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধে মনে করবে না, কারণ ওরাও

তোমার সুরক্ষা চায়। যাহোক তুমি ওখানে থাকাকালীন-চলাফেরায় কাজেকর্মে কোনো ঝুঁকি নেবে না। যদি নাও তাহলে ওদের প্রতি অবিচার করা হবে।

হ্যারি সরাসরি জবাব দিলো, বুঝতে পেরেছি স্যার। তাহলে খুব ভালো, ঝাড়ু রাখার শেডের দরজাটা ঠেলে খুলে বাগানে পা দিতে দিতে ডাম্বলডোর বললেন। ওদের কিচেনে আলো জ্বলছে দেখছি, যাকগে সময় নষ্ট করলে মলি আবার, তুমি রোগা হয়ে গেছে সেটা বলতে কম সময় পাবে।

অ্যান এক্সেসেস অব ক্লেম

হ্যারি, ডাম্বলডোরের সঙ্গে ব্যারোর পেছনের দরজার সামনে দাঁড়ালো। জায়গাটা খুবই অপরিষ্কার, এধারে ওধারে অনেক ফেলে দেয়া পুরনো জিনিস, পুরনো ওয়েলিংটন বুটস, মরচে ধরা কলড্রন। হ্যারি শুনতে পাচ্ছে অদূরে মুরগি রাখার খাচা থেকে ভেসে আসা মুরগির ছানার ডাক, ভোর হয়েছে, ওরা বেরোতে চাইছে। ডাম্বলডোর দরজায় তিনটে টোকা দিলেন। হ্যারি কিচেনের জানালা দিয়ে চলাচলের আওয়াজ শুনতে পেলো।

কে ওখানে? এক মহিলার ঘাবড়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর। হ্যারি বুঝতে পারলো প্রশ্নটা করছেন মিসেস উইসলি। আপনি কে?

আমি, ডাম্বলডোর... হ্যারিকে নিয়ে এসেছি।

বন্ধ দরজা তৎক্ষণাৎ খুলে গেল। খোলা দরজার মুখে দাঁড়ালেন মিসেস উইসলি। বেঁটে গোলগাল মোটাসোটা চেহারা। পরনে সবুজ রঙের পুরনো এক ড্রেসিং গাউন।

ওহো হ্যারি, কি আনন্দ! আলবাস, আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। আপনি তো বলেছিলেন সকালের দিকে আসবেন।

আমাদের ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন, ডাম্বলডোর বললেন, হাতছানি দিয়ে ব্যারিকে ডাকলেন। স্লাগহর্নকে খুব একটা বেশি বোঝাতে-সোঝাতে হয়নি, প্রথমে ভেবেছিলাম রাজি হবে না, হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। হ্যারি কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেছে। আরে নীমফাডোরা তুমি

হ্যারি কিচেনের ভেতরে তাকালো, দেখলো কিচেনে মিসেস উইসলি ছাড়া আরো একটি মেয়ে। একজন তরুণী ডাইনি। বিষণ্ণ ফ্যাকাশে মুখ। ধূসর বর্ণের মাথার চুল। মেয়েটি একটা বড়সড় মগ দুহাতে চেপে টেবিলের সামনে মুখ নামিয়ে বসে রয়েছে।

হ্যালো প্রফেসর, মেয়েটি বললো। হ্যারি!

কেমন আছো টোংকস? হ্যারির ওকে মনে হলো ও খুব সংকুচিত ও অসুস্থ হাসতে হবে বলেই হাসলো। চোখে মুখে উজ্জ্বলতা নেই, ওর চুলের রঙ বাবলগাম পিংক নয়।

ও ক্লোকটা কাঁধের কাছ থেকে টানতে টানতে মিসেস উইসলিকে বললো, আমি চলি তাহলে, মর্নিং টি আর সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ মলি।

যাচ্ছ কেন, আমি এসেছি বলে তোমাকে যেতে হবে না, ডাম্বলডোর ভাবে বললেন। আমি বেশি সময় থাকবো না, কিছু জরুরি আলোচনা করতে ক্রিমগৌরের কাছে যেতে হবে এক্ষুণি।

টোংকস ডাম্বলডোরের মুখের দিকে না তাকিয়ে বললো, না না আমাকেও এখন যেতে হবে। শুভ রাত্রি।

শোনো এই শনিবার আমাদের সঙ্গে রাতে খেতে আসবে কিন্তু। রেমাস আর ম্যাড-আইও আসবেন।

না, বিশ্বাস করো মলি, আমার আসা সম্ভব হবে না। শুভরাত্রি আপনাদের।

হ্যারি ও ডাম্বলডোরের দিকে একবারও দৃষ্টি না দিয়ে টোংকস উঠোনের দিকের দরজাটা খুলে চলে গেলো। তারপরই সকলের দিকে ফিরে ক্ষণিক তাকিয়ে হাওয়াতে অদৃশ্য হয়ে গেল। হ্যারি লক্ষ্য করলো মিসেস উইসলি চিন্তিত।

ডাম্বলডোর হ্যারিকে বললেন, তাহলে হ্যারি, তোমার সঙ্গে হোগার্টসে দেখা হবে। মলি শরীরের যত্ন নেবে, সাবধানে থাকবে।

ডাম্বলডোর বাইরে যাবার আগে মিসেস উইসলিকে বিদায় জানিয়ে ঠিক যেখানে টোংকস অদৃশ্য হয়েছিলো, সেখানে দাঁড়ালেন। তারপরই টোংকসের মতো হাওয়াতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মিসেস উইসলি বাড়ির উঠোনোর দিকের রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে টেবিল রাখার বাতির আলোয় হ্যারিকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

তুমি আর রন দেখি একই রকম লম্বা হয়েছে, মিসেস উইসলি বললেন। দেখে মনে হয় এই মাত্র তোমাদের ওপর স্ট্রেচিং জিনস করা হয়েছে (লম্বা হওয়ার যন্ত্র)। গতবার রনের জন্য যে স্কুল রোবসটা কিনেছিলাম সেটা এবার আর ওর গায়ে হচ্ছে না। সে আরো ইঞ্চি দুই লম্বা হয়েছে। যাক সেটা, তোমার কি ক্ষিধে পেয়েছে হ্যারি?

দারুণ ক্ষিধে পেয়েছে, কথাটা শুনে ক্ষিধে পাওয়াটা হঠাৎ যেন সে উপলব্ধি করলো।

হ্যারি টেবিলের সামনে চেয়ারে বসামাত্র একটা লোমশ বেড়াল ওর কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মিউ মিউ করে ডাকতে লাগলো।

হ্যারি কুকশ্যাংকসের গলা চুলকাতে চুলকাতে বললো, তাহলে হারমিওন এখানে আছে?

ও হ্যাঁ, হারমিওন গতপরশু এসেছে, মিসেস উইসলি বললেন। মিসেস উইসলি বড় একটা কড়াই হাতে নিয়ে ম্যাজিক দণ্ড ছোঁয়াতেই স্টোভের ওপর শব্দ করে চেপে বসলো। কড়াই-এর খাবার টগবগ করে ফুটতে লাগলো। ওরা সকলেই অঘোরে ঘুমচ্ছে মনে হয়। তুমি এই সময়ে হঠাৎ এসে পড়বে কেউ জানে না। ভালই হলো তুমি এসে গেছে।

আবার তিনি স্টোভে বসানো কড়াইটাতে দণ্ডটা ছোঁয়াতেই হ্যারির দিকে ভেসে ভেসে এসে টেবিলের ওপর পড়লো। হ্যারি দেখলো কড়াই ভর্তি গরম স্টু। স্টু থেকে মিষ্টি গন্ধ আর বাষ্প বেরোচ্ছে।

মিসেস উইসলি হাত নাড়তেই পাউরুটি আর একটা ছুরি হ্যারির টেবিলে প্লেটের ওপর পড়লো। হ্যারি কয়েক পিস রুটি নেবার সঙ্গে সঙ্গে স্টু ও রুটি উধাও হয়ে গেল।

হ্যারি খুব ধীরে ধীরে গরম স্টু খেতে লাগলো। মিসেস উইসলি ওর পাশে একটা চেয়ার টেনে এনে বসলেন।

তুমি তাহলে হোরেস স্লাগহর্নকে তোমাদের স্কুলে আবার ফিরে যেতে রাজি করিয়েছো?

হ্যারির মুখ ভর্তি স্যুপ আর রুটি। কথা বলতে পারছে না। শুধু ঘাড় নাড়লো।

মিসেস উইসলি বললেন, উনি আর্থার আর আমাকেও পড়িয়েছেন। বহুবছর হোগার্টসে পড়িয়েছেন। বলতে পারো, ডাম্বলডোরের সমসাময়িক। কেমন মনে হলো তাকে?

তখনও হ্যারির মুখ রুটি আর স্যুপে ভর্তি। হ্যাঁ বা না বলার সুযোগ নেই। শুধু ঘাড় নাড়লো। ভাল লেগেছে না মন্দ লেগেছে তার মুখ দেখে বোঝা গেল না।

মিসেস উইসলি হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাও। স্লাগহর্ন খুবই চালাক লোক। প্রয়োজনে ভালো হন আবার মন্দ মানুষও হন। আর্থার ওকে মোটেই পছন্দ করতো না।

মিনিস্ট্রি এখন তার পুরনো ছাত্রছাত্রীতে ভরা। তিনি অনেককেই সাহায্য করেছেন, কিন্তু আর্থারকে কিছু করেননি। যেন ওকে কিছু করার সময়-সুযোগ পাননি। আর্থারকে উনি কোন সময়ে উঁচু মাপের মনে করেননি। স্লাগহর্ন সব সময়ে সঠিক ছিলেন তা নয়। অনেক ভুলও করেছেন। আমি জানি না রন তোমাকে তার কোনো চিঠির কথা বলেছে কি না, যাকগে সে কথা, আর্থার প্রমোশন পেয়েছে।

মিসেস উইসলি আসলে কি বলতে চাইলেন হ্যারি বুঝতে পারলো না। হ্যারি অনেকখানি স্যুপ গিললো।

মিসেস উইসলি বললেন, সত্যি তুমি খুউব ভালো ছেলে। হ্যারির চোখে জল দেখে মিসেস উইসলি হয়তো মনে করেছেন, আর্থারের প্রমোশনের খবর শুনে আনন্দে তার চোখে জল এসেছে। তিনিও আনন্দের আতিশয্যে বলতে লাগলেন নানা রকমের উৎপাত ও গোলযোগের কথা নিশ্চয় তুমি কিছু শুনেছো। সেগুলো কঠোরভাবে বন্ধ করার জন্য স্ক্রিমগৌর অনেকগুলো দপ্তর খুলেছেন। আর্থার তার মধ্যে একটা বড় অফিসের হেড হয়েছে, ডিটেকসন অ্যান্ড কনফিসকেসন অফ কাউন্টারফিট ডিফেন্স স্পেলস অ্যান্ড প্রোটেকটিভ অবজেক্টস। খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ, ওর অধীনে খবরাখবর দেবার জন্য দশজন কাজ করে।

কী কাজ করতে হয়?

তুমি তো ভালো করেই জানো, ইউ-নো-হু ফিরে এসেছেন, খবরটা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, আর সেই আতঙ্কের সুযোগ নিচ্ছে কিছু অসৎ লোক। ইউ-নো-হু আর রক্ত চোষাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাজারে নানা রকম তথাকথিত প্রোটেকটিভ পোশান বিক্রি হয় এখন। তুমি শুনলে শিউরে উঠবে, পোশানগুলো বিষাক্ত গাছ-গাছড়া থেকে তৈরি, আর আতঙ্কগ্রস্ত লোকেরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য সেগুলো কিনছে। বলছে প্রোটেকটিভ পোশান আসলে বাবটিউবারের পূজ থেকে বানানো মারাত্মক থকথকে বিষাক্ত পোশান! এইসব মারাত্মক পোশান বানাচ্ছে মুন্ডানগাস ফ্লেচারের মতো অসৎ ও অকর্মন্য লোকের দল। মানুষের ভয় আর দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে তারা, নিরীহ মানুষদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। বলছে, শিঘ্রই কিছু একটা ঘটবে আবার দেখো, এই তো সেদিন আর্থার বাজার থেকে এক বাক্স কার্স সিকো স্কোপেস বাজেয়াপ্ত। করেছে। সেগুলো নিশ্চয়ই রক্তচোষারা রেখেছিল। এখন তুমি সহজেই বুঝতে পারছো, বিপদ দুই দিক থেকেই–একদিকে অসৎ লোকজন ও অপরদিকে নৃশংস রক্তচোষারা, এই দুয়ের হাত থেকে নিরীহ লোকদের বাঁচাতে আর্থারকে দারুণ পরিশ্রম করতে হচ্ছে। ওকে খুবই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এখন বাজারে আজেবাজে স্পার্ক-প্লগ বা টোস্টারের মত নিত্যব্যবহারের জিনিস বাজেয়াপ্ত করার দরকার নেই, আমি আর্থারকে বলেছি। মাগলদের সঙ্গে বিরোধ নয়, বলে মিসেস উইসলি এমন দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকালেন যেন হ্যারি ওই সকল জিনিস বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে।

হ্যারি বললো, মি. উইসলি এখনও কি কাজে ব্যস্ত।

তাইতো ভাবছি। ওর আগেই তো ফেরার কথা বলেছিল মধ্যরাতে ফিরবে, এখন যে কোনো সময়ে এসে পড়তে পারে।

তখনও ভোর হতে অনেক দেরি। মিসেস উইসলি দেয়ালে টাঙ্গানো একটা বড় দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। হ্যারি দেখলো, ঘড়িটায় রয়েছে নটি কাটা। প্রতিটি কাটাতে পরিবারের সদস্যদের নাম লেখা। ও আগে ঘড়িটা মি. উইসলির বসবার ঘরে দেখেছিল। ঘড়ির একটা কাঁটা নির্দেশ দিচ্ছে মিসেস উইসলি ঘড়িটা বসার ঘর থেকে নিয়ে সারা বাড়িতে হাতে করে নিয়ে ঘুরছেন। বাকি কাঁটাগুলো একযোগে জানাচ্ছে, মর্টাল পেরিল।

মিসেস উইসলি ঘড়িটা দেখে বললেন, যখন থেকে শোনা গেছে ইউ-নো-হু ফিরে এসেছে, তখন থেকেই এটা মর্টাল পেরিলে রয়েছে। আমি অবশ্য মনে করি না যে আমাদের পরিবারের সকলেই শুধু মর্টাল পেরিলে রয়েছে, দেশের সকলের একই অবস্থা! অন্য কারও কাছে এই ধরনের ঘড়ি আছে কি না, আমি জানি না, তাই দেখার সুযোগ নেই।

কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস উইসলি বললেন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, এই তো কাটা নির্দেশ করছে উইসলি বাড়ি ফিরছেন এখন রাস্তায় রয়েছেন।

উনি আসছেন! একটু পরই শোনা গেল পেছনের দরজায় নক করার শব্দ!

মিসেস উইসলি দরজার কাছে গিয়ে কাঠের কপাটে কান চেপে বললেন খুবই আস্তে আস্তে, কে? আর্থার তুমি এসেছো?

হ্যারি শুনতে পেল মি. উইসলির পরিশ্রান্ত কণ্ঠস্বর, হ্যাঁ আমি। শোনো আমি বললেও কে এসেছে সঠিক কি-না জানার জন্য প্রশ্ন করে চিনে নেবে। ডেথইটাররাও এই একই উত্তর দিতে পারে। আমাকে ভিন্ন কিছু প্রশ্ন করবে, উত্তর শুনে বুঝবে আমি কি-না।

অবশ্যই করবো। মলি! প্রশ্ন করো আমাকে, দরজার বাইরে থেকে মি. উইসলি বললেন। আচ্ছা আচ্ছা খুব হয়েছে, বলতো তোমার সবচেয়ে প্রিয় ইচ্ছে কী? কেমন করে এ্যারোপ্লেন ওড়ে তা জানা। মিসেস উইসলি হাসতে হাসতে দরজাটা খুলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন। বাইরে থেকে মিস্টার উইসলি নবটা শক্ত করে ধরে রেখেছেন যাতে দরজাটা ঝট করে খোলা না যায়।

মলি আমি এখন তোমায় প্রশ্ন করি? আর্থার বাইরে থেকে বললেন। আর্থার এখন রঙ্গ করো না, ভেতরে এসো।

বলো তো, ঘরে যখন আমরা দুজনে একলা থাকি তখন কি নামে তোমাকে ডাকি ডিয়ার?

ঘরের মৃদু আলোতে হ্যারি দেখলো আর্থার উইসলির কথা শুনে মিসেস উইসলির গালটা বেশি লাল হয়ে উঠলো। বুঝতে পারলো মিসেস উইসলি দারুণ লজ্জায় পড়েছেন। হ্যারির কানের কাছটা গরম হয়ে উঠলো। ও মুখ নামিয়ে বেশ শব্দ করে স্যুপ খেতে লাগল।

মিসেস উইসলি দরজার সামান্য ফাঁকে মুখ রেখে ফিস ফিস করে বললেন, মলিউবলস!

ঠিক বলেছো, মিস্টার উইসলি বললেন। এবার আমাকে ভেতরে আসতে দাও ডিয়ার।

মিসেস উইসলি দরজাটা খুলে স্বামীকে দেখলেন, মিস্টার উইসলি সেজেছেন রোগা পটকা, পাতলা লাল চুলের এক জাদুকর। চোখে মোষের সিং-এর ফ্রেমের চশমা, গায়ে লম্বা ট্রাভেলিং ক্লোক।

মিসেস উইসলি বললেন, বুঝতে পারছি না প্রতিদিন বাড়ি ফেরার সময় তুমি কেন নতুন নতুনভাবে সেজে আসো, তুমি কি ডেথইটারদের ভয়ে এরকম সাজ করো।

ঠিক রক্তচোষাদের জন্য নয়, ব্যবস্থাটা মিনিস্ট্রির। আমাকে সেটা মানতে হবে। বাঃ সুন্দর ঘ্রাণ পাচ্ছি? নিশ্চয়ই অনিয়ন স্যুপ বানিয়েছো? কথাটা বলে মিস্টার উইসলি টেবিলের কাছে রাখা একটা চেয়ারে বসলেন।

হ্যারি তুমি কখন এলে? তোমার তো সকালে আসার কথা!

মিস্টার উইসলি কথাটা বলে হ্যারির পাশে বসলেন। হ্যারি হাত বাড়িয়ে দিলে করমর্দন করলেন উইসলি। মিসেস উইসলি বাটি ভর্তি গরম গরম স্যুপ মিস্টার উইসলির সামনে রাখলেন।

ধন্যবাদ মলি। সত্যি আজকের রাতটা বড় বেশি বিরক্তিকর হয়েছে। কয়েকটা ইডিয়টস মেটামরফ মেডেলস বিক্রি করার চেষ্টা করছিলো। বলছিলো, আপনাদের গলায় এই মেডেলটা ঝুলিয়ে রাখলে আপনার চেহারা পাল্টে যাবে, যেমন চাইবেন তেমনি। একশ হাজার ছদ্মবেশ করা যায় মেডেলটা পরে, মাত্র দশ গ্যালিয়ন্স এর মূল্য!

ওগুলো গলায় পরার পর কি হলো?

কারও গায়ের রং বদলে গেল, অনেকটা কমলা রঙের মতো, দুএকজনের সারা গায়ে গোটা গোটা আঁচিলে ভর্তি হয়ে গেল। সেন্ট মাংগোস হাসপাতাল তাদের কোন চিকিৎসা করতে পারেনি, ছেড়ে দিয়েছে।

মিসেস উইসলি বললেন, আমাদের ফ্রেড, জর্জ ওই সব কাণ্ডকারখানার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি তো? ঠিক জানো তো?

আরে না না, ওরা এখন ওই সবের মধ্যে জড়াবে না। লোকেরা এখন আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

মেটামরফ-মেডেলস এর জন্য তোমার বাড়ি ফিরতে দেরি হলো?

না না তার জন্য নয়, এলিফ্যান্ট অ্যান্ড কেমলে বিশ্রী একটা উৎপাত হয়েছিলো। আমাকে অবশ্য সেখানে যেতে হয়নি। ভাগ্যবশত ম্যাজিকেল ল এনফোর্সমেন্ট স্কোয়াড তার আগেই ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছিলো।

পরিশ্রান্ত হ্যারি ওর দুহাত পেছনে ঘুরিয়ে বড় দেখে একটা হাই তুললো।

ঘুম পেয়েছে তো? মিসেস উইসলি বললেন। আমি ফ্রেড আর জর্জের ঘরে তোমার থাকার ব্যবস্থা করেছি। যাও ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

কেন, ওরা কোথায় গেছে?

মিসেস উইসলি বললেন, কোথায় আবার যাবে, ডায়গন এ্যালিতে ওরা যে দোকান করেছে, জোকশপ, সেখানেই থাকে সারাদিন। রাত্রে দোকানের মধ্যে ঘুমোয়। বিষয়টি আমার একটুও ভাল লাগে না, কিন্তু শুনলাম ওদের ব্যবসা ভালই চলছে তাই আপত্তিও করলাম না। যাও ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। ঘরেই তোমার ট্রাঙ্কটা রেখে দিয়েছি।

মিস্টার উইসলি বললেন, শুভরাত্রি হ্যারি।

ওরা কিচেন থেকে চলে আসার সময় ওয়াশিং বাস্কেটের ওপর রাখা সেই ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই দেখলো ঘড়ির সবকটি কাঁটা একই সঙ্গে মর্টার পেরিলে স্থির হয়ে রয়েছে।

ফ্রেড আর জর্জের ঘর তিনতলায়। মিসেস উইসলি তার জাদুদণ্ড দিয়ে ওর বিছানার পাশে টেবিলের ওপর রাখা বাতিটা জ্বালিয়ে দিলেন। সমস্ত ঘরটা হালকা সোনালী আলোতে ছেয়ে গেলো। ছোট জানালার কোলে একটা ডেস্কের ওপর রয়েছে বড় একটা ফুলের টব। ফুলের গন্ধ নাকে আসতে হ্যারির মনে হলো বারুদের গন্ধ। ঘরের মেঝেতে অনেকগুলো সিল করা কার্ডবোর্ড বক্স রয়েছে। তার কয়েকটার ওপর ওর স্কুলের ট্রাঙ্কটা রেখে দিয়েছেন মিসেস উইসলি। ওর ঘরের অবস্থা দেখে মনে হলো ফ্রেড জর্জ ঘরটাকে ওদের গুদামঘর বানিয়েছে। জোক বাক্সে সব জিনিসপত্রে ভরা।

হেডউইগ হ্যারিকে ঘরে ঢুকতে দেখে খুশিতে ফেটে পড়ে ডেকে উঠলো। মিসেস উইসলি ওর খাচাটা একটা বড় আলমারির ওপর রেখেছেন। হ্যারি বুঝতে পারলো হেডউইগ শিকারে যাবার আগে ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

শুভরাত্রি বলে মিসেস উইসলি ঘর থেকে চলে গেলে হ্যারি পাজামা পরে বিছানায় শুয়ে পড়লো। বালিশটা কেমন যেন শক্ত শক্ত মনে হলো। বালিশের ওয়ারে হাত ঢুকিয়ে একটা চটচটে পার্পল অরেঞ্জ সুইট বার করলো। ওটা পাকিং প্যাস্টিলে, খুব সম্ভব ফ্রেড বা জর্জ রেখেছে। ওটা সরিয়ে রেখে দুচোখ বন্ধ করতেই হ্যারি ঘুমিয়ে পড়লো।

কতোটা সময় ও ঘুমিয়েছে জানে না, দরজায় দুম দুম শব্দে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এমন শব্দ যেন কেউ কামান দাগছে। দরজাটা খুলে যেতেই ও বিছানায় সোজা হয়ে বসলো। কেউ ঘরে ঢুকে জানালার পর্দা টেনে সরিয়ে দিতেই ঘরটা ঝলমল করে উঠলো। হ্যারি দুহাতে চোখ ঢাকলো সূর্যের আলোর হাত থেকে চোখ দুটো বাঁচানোর জন্য। চোখ বন্ধ করেই হ্যারি বালিশের পাশে রাখা চমশাটা নেবার জন্য হাত বাড়ালো।

উইজগোনিয়ন? আরে তুমি এসে গেছো? দুতিনজনের মিলিত কণ্ঠস্বর।

হ্যারি চোখ খোলার আগেই ওদের মধ্যে একজন ওর মাথার ওপর একটা ঘুষি মারল।

একটি মেয়ে বকে উঠলো, কি হচ্ছে রন ওকে মারছো কেন?

হ্যারি চশমাটা পেয়ে গেল। চটপট চশমাটা চোখে লাগালো। কিন্তু ঘরের তীব্র সূর্যের আলো আবার ওর চোখ ধাধিয়ে দিলো।

ও চোখ দুটো রগড়ে খুলতেই দেখলো ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রন! মুখে হাসি। হ্যারি, হ্যারির প্রিয় বন্ধু এসে গেছে।

এই কেমন আছো বন্ধু?

হ্যারি মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললো, এতো ভালো কোনো দিনই ছিলাম। তুমি কেমন আছ?

খুব একটা খারাপ না। রন একটা কার্ডবোর্ডের বাকসো টেনে নিয়ে তার ওপর। বসতে বসতে বললো, কখন এলে? মা অবশ্য তোমার এখানে আসার কথা বলেছিলেন।

তা প্রায় রাত্রি একটার সময় এসেছি। মাগলরা সব ঠিক ঠাক আছে তো? তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে তো? আগের মতোই, যেমন করে তেমনি, হ্যারি বললো। হারমিওন ওর বিছানার এক পাশে বসলো।

আমার সঙ্গে ওরা বেশি কথা বলে-টলে না, না বললেই বরং আমার ভালো লাগে। হারমিওন তুমি কেমন আছো?

খুব ভালো, হারমিওন হ্যারিকে এমন ভাবে দেখতে লাগলো যেন ও ভীষণ মনোবেদনায় রয়েছে।

হ্যারি ভাবলো হারমিওন জানে ওর মনের ব্যথা, তাই সিরিয়াসের মৃত্যু বা অন্য কোনও দুঃখজনক ঘটনার প্রসঙ্গ তুলতে চায় না। হ্যারিও তাই চায়। হ্যারি জিজ্ঞেস করে, কটা বেজেছে? তোমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে?

আমাদের জন্য ভেবো না। মার মনে হয়েছে তোমার খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে না তাই, রন চোখ নাচিয়ে বললো। এবারে বলো সব খবরা খবর; কি সব ঘটছে?

কিছুই জানি না। আঙ্কল-আন্টির বাড়িতে তো এতোদিন বন্দি ছিলাম। তা তো তুমি জানো।

ওসব বাদ দাও, রন বললো। শুনলাম তুমি ডাম্বলডোরের সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলে।

খুব একটা একাইটিং ব্যাপার নয়। একজন রিটায়ার্ড বৃদ্ধ টিচারকে হোগার্টসে আসার কথাবার্তা বলতে গিয়েছিলেন। আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। হোরেস স্লাগহর্ন তার নাম।

তাই, রন হতাশ হয়ে বললো। আমরা ভেবেছিলাম।

হারমিওন রনকে চুপ থাকতে ইশারা করলো, রন প্রসঙ্গ পাল্টে নিলো। আমরাও এরকম কিছু ভেবেছিলাম।

কি ভেবেছিলে? হ্যারি হাসতে হাসতে বললো।

আমব্রিজ তো নেই। এখন তার জায়গায় আমাদের কালো জাদুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য একজন টিচার দরকার, তাই না? সেই জন্যে, ওই রকম একটা কিছু আমি ভেবেছিলাম! কেমন দেখতে উনি?

ওনাকে দেখতে অনেকটা সিন্ধু ঘোটকের মতো লাগলো, মাথায় টাক ও মুখে গোফ। আগে স্লিদারিন হাউজের হেড ছিলেন, হ্যারি বললো। কোনো ভুল হয়ে গেল, হারমিওন?

হারমিওন ওর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলো যেন হ্যারি ওদের আরো কিছু সংবাদ দেবে সেই আশায়। ও নড়েচড়ে বসে হাসতে লাগলো।

তোমার কি মনে হয়, স্লাগহর্ন একজন ভালো টিচার?

তা কেমন করে বলবো, হ্যারি বললো। আমব্রিজের চেয়ে নিশ্চয়ই খারাপ হবেন না।

আমি জানি একজনকে, যে আমব্রিজের চাইতে বাজে টিচার, একটি কণ্ঠ দরজা থেকে বললো।

রনের ছোট বোন দরজার গোড়া থেকে একদম লাফ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো, হাই হ্যারি।

তুমি কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলে? রন বললো। জিনি বললো আমি ওই মেয়েটার কথা বলছি, যে হ্যারির বিছানার এক কোণে ধপাস করে বসে রেগেমেগে আছে। আমাকে ও পাগল করে ছাড়ছে।

হারমিওন সহানুভূতির সুরে বললো, আবার কি করলো শুনি? এমনভাবে কথা বলে যেন আমি একটা তিন বছরের শিশু! আমি জানি, হারমিওন চাপা গলায় বললো। ও একটা আস্ত পাগল।

মিসেস উইসলি সম্বন্ধে এই রকম কথাবার্তা শুনে হ্যারি আশ্চর্য হয়ে গেল। রন রেগে বললো, তোমরা কী পাঁচ সেকেন্ডও তার বিষয় বাদ দিয়ে থাকতে পার না।

জিনি বললো, ঠিক বলেছো, মেয়েটি যে কিরকম সে আমরা জানি, তুমি জানবে কেমন করে শুনি?

হ্যারি বুঝতে পারলো কথাটা মিসেস উইসলিকে কেন্দ্র করে নয়। অন্য কেউ হবে। বললো, কার কথা বলছো তোমরা?

ওর ওই প্রশ্নের জবাব কেউ দেবার আগে শোবার ঘরের ভেজানো দরজা খুলে গেল। যে ঢুকলো তাকে দেখামাত্র হ্যারি বেডকভার দিয়ে মুখটা ঢাকতে গেলে তাতে টান পড়ে হারমিওন আর জিনি তাল সামলাতে না পেরে দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল।

ওদেরই বয়সী একটি মেয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর মুখের চেহারা দেখে ঘরের সকলেরই মুখ চুপসে গেল। বাস্তবিক সুন্দরী মেয়ে না বলে থাকা যায় না। লম্বা, মাথায় একরাশ রূপালি চুল, গায়ের রং চকচক করছে রূপালি আভায়। এইটুকু বলে

তার সম্বন্ধে যবনিকাপাত করা চলে না, প্রচুর পরিমাণে ব্রেকফাস্ট ভর্তি বিরাট একটা ট্রে ওর হাতে।

মেয়েটি হ্যারিকে জবুথবু হয়ে খাটে চাঁদর ঢেকে বসে থাকতে দেখে খনখনে গলায় বললো–অনেকদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলো। ঠিক সেই সময়ে মিসেস উইসলি মেয়েটির পেছনে দাঁড়ালেন। তোমার তো এই বড় ট্রেটা নিয়ে আসার দরকার ছিলো না, আমি তো আনতাম।

না...না... আমার তো কোনো অসুবিধে হয়নি, ফ্লেউর ডেলাকৌর বললো প্রকাণ্ড ট্রেটা হ্যারির হাঁটুর ওপর রেখে। তারপর ও হেঁট হয়ে হ্যারির দুগালে চুমু খেল। ওর ঠোঁটের স্পর্শে হ্যারির মনে হলো যেন গাল দুটো পুড়ে গেল। আমি, অনেকদিন থেকে তোমাকে দেখতে চাইছিলাম। আমার বোন গ্রেব্রিয়েলকে মনে আছে তোমার হ্যারি? ও তোমাকে দেখলে খুব খুশি হবে হ্যারি পটার!

হ্যারি হোঁচট খেয়ে বললো, ও এখন এই বাড়িতে আছে নাকি?

ধ্যাৎ দুষ্টু ছেলে, এখানে নেই, ফ্লেউর বললো। ওর মুখে হাসির রিনিঝিনি। পরের গ্রীষ্মের ছুটিতে, মানে আমাদের যখন..., কিন্তু তুমি কি সব খবর রাখো?

ওর বড় বড় টানা টানা দুই চোখ ভবিষ্যতের আনন্দের স্বপ্নে বিস্ফারিত হলো শুধু নয়, মিসেস উইসলি শুভ সংবাদ না দেয়ায় যেন ক্ষুব্ধও হলো। মিসেস উইসলি গম্ভীর গলায় বললেন, ওকে খবরটা দেবার আমরা এখনও সময় পাইনি।

ফ্লেউর ওর রূপালি চুলের রাশি দুলিয়ে হ্যারিকে আনন্দে উদ্ভাসিত চোখে বললো, আমি আর বিল বিয়ে করতে চলেছি। ওর দোলানো চুল শপাং করে মিসেস উইসলির গালে লাগলেও সেদিকে ওর কোনো ক্ষেপই নেই। ভীষণ আনন্দে আত্মহারা সে!

তাই নাকি, হ্যারি কোনো আগ্রহ প্রকাশ না করেই বললো।

হ্যারি দেখলে হারমিওন, জিনি, মিসেস উইসলি ওরা কেউই ফ্লেউরের ছেলেমানুষী ভাবভঙ্গি আর কথা-বার্তায় খুশি হয়নি। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। হ্যারি শেষ করলো এই বলে, কনগ্রাচুলেসনস!

ফ্লেউর আবার হ্যারিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো।

বিল এখন খুব ব্যস্ত, দিন-রাত কাজ করছে, আমিও গ্রিনগটসে পার্টটাইম কাজ করছি। ও আমাকে ইংরেজি শেখা, সকলের সঙ্গে মেলামেশা এবং উইসলিদের ভালো করে জানার জন্য এখানে কিছুদিন থাকতে বলেছে। সত্যি আমি এখানে এসে থাকতে পেরে এতো খুশি হয়েছি যে বলার নয়। এখানে তেমন কাজ করতেও হচ্ছে না, একটু-আধটু রান্না বা মুরগিগুলো দেখাশোনা করা ছাড়া! যাক তুমি ভাল করে নাস্তা করো।

কথাগুলো বলে ফ্লেউর যেন হাওয়াতে ভাসতে ভাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় ঘরের দরজাটা বন্ধ করতে ভুললো না।

ও চলে গেলে মিসেস উইসলি মুখ থেকে অপছন্দের একটা শব্দ বার করলেন, দুঃ।

জিনি বললো, মাম ওকে দুচোখে দেখতে পারেন না।

মিসেস উইসলি কথার পিঠে বললেন, দেখতে পারি না এমন কথা নয়। আমার মতে ব্যাপারটা তড়িঘড়ি করতে চায় সেটাই আমার পছন্দ।

ওরা তো বছর খানেক দুজনে দুজনকে জানে, রন বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত মুখ করে বললো।

এক বছরটা খুব একটা বেশি সময় নয় বিশেষ করে বিয়ে শাদীর ব্যাপারে। তো আমি জানি, বুঝতেও পারছি কেন ওরা এতো শিগগিরি সিদ্ধান্তটা নিয়েছে, ইউ-নো-হু ফিরে আসার খবর পেয়ে অনিশ্চয়তার জন্য। লোকেরা ভাবছে, আজ বেঁচে রয়েছি, আগামীকাল হয়তো আর বেঁচে থাকবো না, সেই জন্য কোনো কিছুই মুলতবি করে রাখতে চায় না। তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করছে। সাধারণ সময়ে হয়তো মানুষ এইসব সিদ্ধান্ত নেবার আগে ভাবনা-চিন্তা করতো। এর আগেরবার যখন ইউ-নো-হুর উত্থান ঘটেছিল, তখনও

মানুষেরা এইরকম তাড়াহুড়ো করে কোনো কিছু না ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রাণ বাঁচাতে ডাইনে-বাঁয়ে-মধ্যে যে যেখানে পেরেছিল পালিয়েছিলো।

জিনি চোখ মেরে বললো, তোমরাও! তোমরাও বিয়ে করেছিলে।

হ্যাঁ তাতে কি হয়েছে শুনি? তোমার বাবা আর আমি একে অন্যের জন্য তৈরি! চুপ করে বসে থাকার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না, মিসস উইসলি বললেন। কিন্তু ভেবে দেখ ইমোসান ছাড়া ওদের দুজনের মধ্যে কিছু মিল আছে? বিল দারুণ পরিশ্রম করতে পারে, আর ব্যক্তি হিসেবে একেবারে মাটির মানুষ, আর ওই মেয়েটা...।

একটি গরু, জিনি বললো। কিন্তু বিলও তো দেখতে গেলে তেমন সুযোগ্য ছেলে নয়। ও কার্সব্রেকার? ও ভালোবাসে রোমাঞ্চপূর্ণ কিছু, একটু মোহনীয় কিছু, আমার মনে হয় তাই ও এই কম বুদ্ধিটার পেছনে ছুটেছে।

এই ওর সম্বন্ধে এমন কথা বলবিনে জিনি, মিসেস উইসলি কাটাকাটাভাবে বললেন। কথাটা শুনে হারমিওন আর হ্যারি হো হো করে হেসে উঠলো। ব্যাস হ্যারি এখন ডিম ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগে খেয়ে নাও, আর কোনো কথা নয়, মিসেস উইসলি বললেন।

মিসেস উইসলি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে ঘর থেকে চলে গেলেন। রন তখন আচমকা ঘুষি খেয়ে বিভ্রান্ত, অনেকটা কুকুর যেমন কানের জল মোছার জন্য চেষ্টা করে সেই রকম করে মাথা ঝাঁকালো!

হ্যারি বললো, এই বাড়িতে থাকলে ওকে একটু মেনে-টেনে নিতে হবে।

তুমি মানিয়ে নাও, রন বললো। কিন্তু ও যদি হঠাৎ তোমার ওপর হঠাৎ করে চড়াও হয়, তাহলে?

সত্যি বড়ো বেদনাদায়ক, হারমিওন একটু রেগে কথাটা বলে রন থেকে দূরে চলে গিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দুহাত বুকে জড়ো করে রাখলো।

আরে এই বাড়িতে চিরজন্ম ও থাকছে নাকি? জিনি রনকে বললো। রন ওর কথাটা শুনে রাগ করলো। তখন জিনি আবার বললো, মা অবশ্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারবেন বলে মনে হয় না।

হ্যারি বললো, কেমন করে?

আগামী উইক-এন্ডের ডিনারে মা টোংকসকে আসতে বলেছেন, মনে মনে আশা করছেন হয়তো টোংকসকে বিল পছন্দ করে ফেলবে। আশা করি তাই যেন হয়। আমি চাই বরং টোংকস আমাদের পরিবারে আসুক।

হ্যাঁ প্ল্যানটায় কাজ হবে, রন ব্যঙ্গ করে বললো। তবে একটা কথা, আমি হলফ করে বলতে পারি টোংকসকে কোনো ছেলেরই ভালো লাগতে পারে না, বিশেষ করে ফ্লেউরের মতো মেয়ে আশপাশে থাকলে।

আমি বলতে চাই, টোংকস দেখতে শুনতে মোটামুটি ভাল যখন ও স্বাভাবিক থাকে–ওই রকম চুলে রঙ করে না, নাকে ওসব লাগায় না, কিন্তু ওই কম বুদ্ধিটার চেয়ে দেখতে ও অনেক ভালো, জিনি বললো।

এবং অনেক বুদ্ধিমান, একজন গোয়েন্দা (অরর), হারমিওন এক কোণ থেকে বললো।

ফ্লেউর বোকা হতে যাবে কেন? ওতো ট্রিউইজার্ড টুর্নামেন্টে খেলেছিলো, হ্যারি ওকে সাপোর্ট করে বললো।

তোমার মতো নয়, হারমিওন হ্যারির কথায় সায় না দিয়ে বললো।

জিনি রেগেমেগে বললো, ফ্লেউরের আদিখ্যেতা, তোমার গায়ে ঢলে পড়া, তোমার ভালোই লেগেছে।

মোটেই না, হ্যারি বললো।

জিনি জোর গলায় বললো, আমাদের পরিবারে টোংকসের মত মেয়ে আসুক এটাই আমি চাই। বেশ হাসিখুশি মেয়ে।

আজকাল ও তেমন হাসেটাসে না, রন বললো। যখনই ওকে দেখি ও মোনিং মার্টলের মতো গোমড়া মুখে বসে আছে।

তা ঠিক নয়, ওর ওপর অবিচার করো না, হারমিওন বললো। তোমরা তো জানো এখনও ও সেই ঘটনার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, হাজার হোক ওর কাজিন ছিলো।

কথাটা শুনে হ্যারির বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। আবার সিরিয়াসের প্রসঙ্গ এসে গেল। ও তখন একটা কাঁটা চামচ দিয়ে ডিম ভাজা নাড়াচাড়া করতে লাগলো। ও সিরিয়াস প্রসঙ্গে আসতে চায় না, রন বললো।

টোংকস আর সিরিয়াসের মধ্যে কথাবার্তা, দেখা সাক্ষাৎ খুব কমই হতো। ওর জীবনের অর্ধেক সময় সিরিয়াস আজকাবানে ছিল, টোংকসের পরিবারের সঙ্গে বলতে গেলে সিরিয়াসের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

সে কথা বলছি না, হারমিওন বললো। ওর মনে ধারণা হয়েছে সিরিয়াসের মৃত্যু ওরই দোষে হয়েছে।

আশ্চর্য! এমন ধারণা ওর হলো কেমন করে? হ্যারি বললো। হ্যারি সিরিয়াস সম্বন্ধে কোনো আলোচনায় অংশ নিতে না চাইলেও নিতে হলো টোংকসের হয়ে কথা বলার জন্য।

ও বেল্লাট্রিক্স লেস্টরেঞ্জের সঙ্গে লড়াই করেছিল–তাই না? ও মনে করছে তখন যদি ও বেল্লাট্রিক্সকে মারতে পারতো তাহলে বেল্লাট্রিক্স সিরিয়াসকে মারতে পারতো না।

সম্পূর্ণ আজেবাজে বোকার মতো কথা, রন বললো। ওটা ওর ধারণা, হারমিওন বললো। আমি জানি, লুপিন ওর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলো কিন্তু ওর মানসিক অবস্থা দেখে কথা বলেনি। এখনও ও আকৃতি পরিবর্তনের ব্যাপারে সমস্যায় রয়েছে।

এখন ও চেহারার পরিবর্তন করে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারছে না, হারমিওন ব্যাপারটা খোলদা করে বলতে চাইলো, মনে হয় মানসিক আঘাতের জন্য সেই শক্তি হারিয়েছে, অথবা এমন কিছু হতে পারে যা আমরা জানি না।

হ্যারি বললো, হতে পারে, আমার কোনো ধারণা নেই। আমারও না, হারমিওন বললো। হতাশ কেনো বুঝতে পারছি না!

সেই সময়ে মিসেস উইসলি দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ওদের আড্ডা মারতে দেখে জিনিকে চাপা গলায় বললেন, জিনি, নিচে রান্না ঘরে এসে আমাকে একটু লাঞ্চ তৈরি করতে সাহায্য করবে?

জিনি কথাটা শুনে মুখ ভার করে বললো, আমরা এখন একটু গপপো করছি। দেখছি তো। এখনই এসো।

আমি জানি তুমি ওই ন্যাকা মেয়েটার সঙ্গে একলা কিচেনে থাকতে চাইছে, নাচের ব্যালেরিনার যেমন দুহাত উঁচু করে নাচের ভঙ্গিতে হাঁটে জিনি তেমনি ভঙ্গী করে (ফ্লেউরের মতো) নিজের লাল চুলে ঝাপটা দিয়ে বললো।

মিসেস উইসলি আবার বললেন, বেশ তোমরা সকলেই এসো। কথাটা বলে মিসেস উইসলি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

হ্যারি সকলকে চুপ থাকতে দেখে সময় নষ্ট না করে নাস্তার প্লেটটা সাবাড় করে দিলো। হারমিওন ফ্রেড আর জর্জের কাঠের বাক্সগুলো দেখতে লাগলো। তাহলেও মাঝে মাঝে আড় চোখে হ্যারি ও রনকে দেখতে থাকলো।

রন তখন হ্যারির খাবারে ভাগ বসাতে ব্যস্ত।

এটা কী? হারমিওন একটা টেলিস্কোপের মতো জিনিস হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

বলতে পারছি না, রন বললো। তবে যদি ফ্রেড-জর্জ রেখে গিয়ে থাকে তাহলে ওটা ওদের জোকশপের জন্য, তাহলেও সাবধানে হাত দিও।

তোমার মা বললেন, ওদের জোক-শপ ভালই চলছে, হ্যারি বললো। ওদের মধ্যে দারুণ ব্যবসা নৈপুণ্য এসেছে।

মা কম করে বলেছে, ওরা ওখানে গ্যালিয়নসের ওপর ভাসছে। একবার ওখানে গিয়ে সব দেখে আসতে হবে, আজ পর্যন্ত ওখানে যাওয়া হয়নি। মা বলেছেন ওখানকার নিরাপত্তা জোরদার করার জন্যে ড্যাডকে সেখানে সব সময়ে যেতে হয়, তাছাড়া তিনি সব সময়ই কাজে ব্যস্ত। রন বললো।

পার্সির খবর কী? হ্যারি জিজ্ঞেস করল (পার্সি বাড়ির সঙ্গে খুবই কম সম্পর্ক রেখেছে)। ও তোমার মা-বাবার সঙ্গে কথাটথা বলে?

একদম না, রন বললো।

কিন্তু ও কি জানে না তোমার বাবা সবসময়ই সঠিক পথে চলেছেন, আর এখন ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছে।

ডাম্বলডোর প্রায়ই বলেন, অন্যায় যে করে আমরা তাদের সহজেই ক্ষমা করি; কিন্তু ভাল কাজ যারা করে তাদের মনে রাখি না, হারমিওন বললো। এই কথাগুলো তোমার মাকেও তাকে বলতে শুনেছি, রন।

ডাম্বলডোর মাঝেমধ্যে ওইরকম বলেন, রন বললো।

এ বছর থেকে ডাম্বলডোর আমাকে ব্যক্তিগতভাবে পড়াবেন, হ্যারি কথা প্রসঙ্গে বললো।

রন টোস্ট খেতে খেতে থেমে গেল, হারমিওন হতভম্ব হয়ে গেল হ্যারির কথা শুনে।

এতক্ষণ কথাটা চেপে রেখেছিলে কেন? রন বললো।

এই হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, হ্যারি সত্যি কথাই বললো। গত রাতেই মাত্র তিনি আমাকে বলেছেন যেখানে ঝাড়ু রাখা হয় সেখানে বসে।

সত্যি! ডাম্বলডোর তোমাকে প্রাইভেট লেসন দেবেন? রন বললো, হ্যারির মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে, কিন্তু বুঝতে পারছি না হঠাৎ কেন?

ওর কথা অসম্পূর্ণ থেকে গেল, হ্যারি লক্ষ্য করলো রন আর হারমিওন পরস্পরের মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালো। হ্যারি কাঁটা চামচ হাতে নিয়ে বসে রইলো। হঠাৎ বুকের ভেতরটা দ্রুত ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। ও যা কিছু বললো সবই বিছানায় বসে বসে,

ডাম্বলডোর ওকে বলেছেন, যা করার করবে। করতে হবে বা করবো বলে ফেলে রাখা ঠিক নয়। সূর্যের আলো পড়ে ওর হাতের চামচটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

ও ধীরে ধীরে বললো, সঠিক কারণটা আমি বলতে পারছি না, বলতে পারছি কেন আমাকে আলাদা করে লেসন দেবেন। তবে আমার মনে হয় প্রফেসি সম্বন্ধে কিছু বলবেন।

রন, হারমিওন দুজনেই নীরব। হ্যারির মনে হলো দুজনে জমে পাথর হয়ে গেছে। ও হাতের চামচের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, তোমরা জানো ওটাকে মিনিস্ট্রি থেকে কয়েকজন চুরি করতে চেয়েছিল। প্রফেসি কি বলতে চেয়েছিলো কেউ শোনেনি, কেউ জানে না, হারমিওন সঙ্গে সঙ্গে বললো। ওটা তো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

যদিও প্রফেসি বলেছে, রন বলতে যেতেই হারমিওন শুয বলে ওকে থামিয়ে দিলো।

প্রফেসি ঠিকই ছিল, হ্যারি ওদের দুজনের দিকে অনেক কষ্টে তাকিয়ে বললো। দেখলে হারমিওন দারুণ ভীত আর রন বিস্মিত।সেই কাঁচের বলটা যেটা ভেঙ্গে গিয়েছিল, সেটা প্রফেসির একমাত্র রেকর্ড নয়। আমাকে ডাম্বলডোর তার অফিসে বসে সম্পূর্ণ বলেছেন, তিনি প্রফেসি তৈরির একজন, তাই আমাকে বলতে তার বাধা নেই। সেটা সম্বন্ধে যা যা আমাকে বলেছেন, এই পর্যন্ত বলে হ্যারি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। ব্যাখ্যা করলে যা দাঁড়ায়, আমিই একমাত্র লোক যে ভোল্ডেমর্টকে খতম করতে পারব। বলেছেন পৃথিবীতে এই দুজন এক সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারবে না, একজনকে যেতেই হবে।

তিনজনেই কিছুক্ষণের জন্য নীরব রইলো। তারপরই ভীষণ এক শব্দ হলো আর তারই সঙ্গে কালো ধোয়ার অন্তরালে হারমিওন অদৃশ্য হয়ে গেল।

রন-হ্যারি একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, হারমিওন! হ্যারির কোলের ওপরে রাখা নাস্তার ট্রেটা ঝনঝন শব্দ করে মেঝেতে আছড়ে পড়লো।

তারপরই ধোয়ার ভেতর থেকে কাসতে কাসতে হারমিওন বেরিয়ে এলো। ওর হাতে সেই টেলিস্কোপটা। ওর চোখ দুটো লাল!

ও হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, আমি এটা মোচড় দিতেই আমাকে ভীষণ জোরে ধাক্কা মারলো!

ওরা টেলিস্কোপটার দিকে তাকাতেই দেখলো ওটার পেছন দিকে লম্বা একটা স্প্রিং বেরিয়ে এসেছে।

রন হাসি চেপে বললো, ভাবনার কিছু নেই, মাম ছোটো খাটো কাটাছেঁড়া সারিয়ে দিতে পারেন।

এখন ওসব ভাববে না, হারমিওন বললো। হ্যারি, ও হ্যারি...। হারমিওন আবার হ্যারির বেডের এক কোণায় আগের মতো বসলো।

আমরা ভাবছিলাম সেরকম কিছু একটা, মন্ত্রণালয় থেকে চলে আসার পর যদিও তোমাকে কিছু বলিনি বা বলতে চাইনি; কিন্তু লুসিয়াস ম্যালফয় কোন তথ্যের ভিত্তিতে প্রফেসি সম্বন্ধে তোমার এবং ভোল্টেমর্টের সম্বন্ধে কথা বলেছিলেন, না বুঝলেও ওরকম কিছু একটা বলেছেন বলে আন্দাজ করেছি। হারমিওন হ্যারির মুখের দিকে তাকালো, তুমি ভয় পাচ্ছো হ্যারি?

খুব একটা নয়, হ্যারি বললো। যখন আমি প্রথম শুনি, তখন ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু এখন, এখন আমার মনে হয় ব্যাপারটা তো আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল না, জানতাম, আমাকে ওর সাথে লড়তে হবে, শেষ পর্যন্ত।

যখন আমরা শুনেছিলাম ডাম্বলডোর তোমাকে তার ঘরে ডেকেছেন স্বভাবতই আমরা ধরে নিয়েছিলাম তোমাকে কিছু বলার জন্য ডেকেছেন, ওই প্রফেসি সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলবেন, রন বললো একাগ্রতার সঙ্গে। এখন বুঝেছি আমাদের ভাবনাটা ভুল ছিল না, তাই না?

তিনি যদি বুঝতেন, তুমি হারবে, তাহলে কিছুতেই তার সময় নষ্ট করতেন। তিনি মনে করেন, তুমিই পারবে কাজটা করতে।

খাঁটি কথা বলেছে রন, হারমিওন বললো। তবে আমি ভাবছি তোমায় কি শেখাবেন, হ্যারি? অ্যাডভান্সড ডিফেনসিভ ম্যাজিক। উন্নত জাদু দ্বারা আত্মরক্ষার শিক্ষা, সম্ভবত শক্তিশালী কাউন্টার কার্স... জিনস বিরোধী...।

তাদের কোন কথাই এখন ঠিকমত হ্যারির কানে যাচ্ছে না। শরীরের মধ্যে একটা উত্তপ্ত প্রবাহ বইছিলো যার সূর্যের তাপের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। বুকের মধ্যে একটা চাপ, সেটা একটু একটু করে লয় হচ্ছে। ও জানে প্রফেসির ব্যাপারটা রন আর হারমিওন থেকে গোপন রাখার জন্য ওরা ব্যথিত; কিন্তু এও জানে বিপদ আপদে ওরা ছাড়া আর কেউ ওর পাশে এমনভাবে দাঁড়াবে না। সর্বদা থেকেছে। থাকবেও। সান্তনা দেবে দুঃখে, ছোঁয়াচে রোগীর ও রোগের মতো তফাৎ সরিয়ে রাখবে না।

তাহলে তুমি নতুন সেশনে আমার ও রনের থেকে একটা সাবজেক্ট বেশি লেসন পাবে। আমি তো oWLর রেজাল্টের অপেক্ষায় দিন গুণছি। কে জানে কবে আসবে?

মনে হয় এবারে এসে যাবে, এক মাস তো হয়ে গেল, রন বললো।

হ্যারির মনে পড়ে গেল গত রাতে ডাম্বলডোরের সঙ্গে কথাবার্তা। হ্যারি বললো, ডাম্বলডোর বলছিলেন খুব সম্ভব আজকেই আমাদের OWL রেজাল্ট আসবে।

আজকে? হারমিওন চেঁচিয়ে উঠলো, আজকে, কিন্তু হায় ঈশ্বর তুমি আমাদের আগে বলোনি কেন?

কথাটা বলে হারমিওন লাফিয়ে উঠলো। আমি যাই, দেখি কোনো OWL এলো কি না।

মিনিট দশেক পর হ্যারি হাতে করে ব্রেকফাস্টের ট্রে কিচেনে নিয়ে এসে দেখলো হারমিওন খুব উত্তেজিত হয়ে খাবার টেবিলের সামনে বসে রয়েছে। সামনে মিসেস উইসলি, হাতে ম্যাজিকওয়ান্ড। হারমিওনের চেহারাটা অর্ধেক ভালুকের মতো। মিসেস উইসলির হাতে এক কপি হিলার্স হেল্পমেটের পাতা খোলা।

আগে তো কাটাছেঁড়া সারাবার ব্যাপারে যা যা লেখা আছে তাতে কাজ হয়েছিলো, আশ্চর্য আজ হচ্ছে না কেন? উইসলি চিন্তিত মুখে বললেন।

জিনি বললো, এসব জর্জ ফ্রেডের কাজ।

হারমিওন বললো, তাহলেও তো সারা দরকার, এই রকম ভালুকের মতো মুখ নিয়ে বেরোই কেমন করে?

মিসেস উইসলি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, সেরে যাবে, এর প্রতিষেধক অবশ্যই আছে।

ফ্লেউর কাছেই বসেছিলো, আঞ্চলিক ইংরেজিতে বললো, বিল বলছিলো আমাদের ফ্রেড আর জর্জ দারুণ মজা করে; ও মৃদু মৃদু হেসে বললো।

হাসছো? আমি কিন্তু হাসতে পারছি না, হারমিওন বললো। কথাটা বলার পর কিচেনে উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে করতে আঙ্গুল মটকাতে লাগলো।

মিসেস উইসলি, আপনি একেবারে, একেবারে নিশ্চিত যে আজ সকালে কোনো পেঁচা ডাক নিয়ে আসেনি?

মিসেস উইসলি বললেন, না গো আসেনি। এখন তো মাত্র নটা বেজেছে, পেঁচাঁদের ডাক নিয়ে আসার এখনও অনেক সময় আছে।

হারমিওন হতাশার সুরে বললো, আমি জানি আমি একটা পুরনো বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে গেছি। গুছিয়ে লেখার সময় আমি একটা মারাত্মক ভুল লিখেছি। ডার্ক আর্ট প্রতিরোধের প্র্যাকটিক্যালও ভালো হয়নি। তবে মনে হয় ট্রান্সফিগারেশন মোটামুটি ভাল হয়েছে, কিন্তু সব মিলিয়ে...

হারমিওন, অনুগ্রহ করে তুমি একটু থামবে। একমাত্র তুমিই নার্ভাস নও, রন হুঙ্কার দিয়ে বললো। তুমি যখন OWL এ এগারটা আউটস্ট্যান্ডিং পেয়েছিলে...।

বলো না, বলো না, বলো না, হারমিওন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বললো। আমি, আমি জানি, খুব ভাল করে জানি, সব বিষয়ে আমি ফেল করেছি।

কি হবে বলতো ফেল করলে? হ্যারি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো। উত্তর দিলো হারমিওন। আমরা তো হেড অফ দ্য হাউজের সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, লাস্ট টার্মের শেষে প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম।

হ্যারির পেটের ভেতরটা আবার টান টান মনে হতে লাগলো, এত বেশি পরিমাণে ব্রেকফাস্ট না খেলেই ভাল হতো, ভাবল সে। বুক্সবেটনে, ফ্লেউর বললো আত্মপ্রসাদপূর্ণভাবে। আমাদের ওখানে অন্যরকম ভাবে পরীক্ষা হয়, আমার মনে হয় এখানের চাইতে ভাল। পাঁচ বছর নয় ছ বছর পড়ার পর আমাদের পরীক্ষা দিতে হয়, তারপর... ফ্লেউর তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি ও বিকৃত উচ্চারণে বলে চললো।

হারমিওন ওর কথার মধ্যে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো। বন্ধ হয়ে গেল ফ্লেউরের বকবকানি। হারমিওন লাফ দিয়ে কিচেনের জানালার কাছে গেল।

রন বললো, পেঁচা, নিশ্চয়ই পেঁচা, ও দৌড়ে জানালার ধারে হারমিওনের পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো।

হ্যারিও ওদের পাশে দাঁড়িয়ে বললো, তিন তিনটে পেঁচা।

আমাদের তিনজনের, কি হবে, কি হবে, আমার ভীষণ ভয় করছে। হারমিওন হ্যারি আর রনের কনুই চেপে ধরে বললো।

তিনটে তামাটে রঙের সুন্দর পেঁচা উড়ে আসছে দ্য ব্যারোর দিকে, একটু একটু করে জানালার ধারে আসছে, ওদের পায়ে তিনটে বড় বড় চৌকো খাম।

হারমিওন আবার হ্যারি ও রনের কনুই সজোরে চেপে ধরে বলে উঠলো, না কি হবে?

মিসেস উইসলি জানালার পাল্লা খুলে দিলেন। খোলা জানালা দিয়ে এক এক করে কিচেনে ঢুকে গিয়ে পেঁচা তিনটে খাবার টেবিলে বসলো। তিন বন্ধু ওদের কাছে ছুটে আসতেই ওরা ডান পা তুললো। সেই পায়ে বাধা রয়েছে চৌকো বড় খাম।

হ্যারি মাঝের পেঁচার পা থেকে কাঁপা কাঁপা হাতে একটা খাম খুলে নিল। বাকি দুটোর পা থেকে হারমিওন ও রন ওদের নাম লেখা খামগুলো খুলে নিল। হারমিওনের হাত যেন বেশি জোরে কাঁপছে।

কিচেনের সকলেই নীরব, খাম খোলার আগে ওদের তিন জনের দারুণ উৎকণ্ঠা!

হ্যারি প্রথমে ওর নাম লেখা খামটা যত দ্রুত সম্ভব খুললো। তারপর খামের ভেতরের পার্চমেন্টটা।

অর্ডিনারি উইজার্ডিং লেভেল রেজাল্ট

পাস গ্রেডস : আউটস্ট্যান্ডিং (O)

আশাতীত (E) মোটামুটি গ্রহণীয় (A)

ফেইল গ্রেডস। পুয়োর (P)

ড্রেডফুল (D) ট্রোল (T)

হ্যারি জেমস পটার অর্জন করেছে

অ্যাস্ট্রোনমি কেয়ার অফ মেডিকেল ক্রিচারস চার্মস : ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্টস ডিভিনেসন হার্বোলজি হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক পোশান ট্রান্সফিগারেশন :

হ্যারি পার্চমেন্টটা হাতে নিয়ে একবার নয় বার বার রেজাল্ট দেখে প্রতিবারই খুশিতে ওর মন ভরে উঠলো। ভেবেছিলো ডিভিনেশনে পাশ করতে পারবে না, হিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে তো নিশ্চয়ই নয়। পরীক্ষা দেবার সময় ওর অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো। এরপর এক এক করে গ্রেড়গুলো আবার দেখতে লাগলো আঙ্গুল দিয়ে। ট্রান্সফিগারেসন আর হার্বোলজিতে ভাল গ্রেড পেয়েছে, পোশানেও আশাতীত! সবচেয়ে ভাল হয়েছে, আউটস্ট্যান্ডিং পেয়েছে, ডিফেন্স এগেনস্ট ডার্ক আর্টে!

পিছনে দাঁড়িয়ে হারমিওন মাথা নিচু করে গ্রেডস দেখছিলো, রন রেজাল্ট দেখে খুব উৎফুল্ল।

ডিভিনেসনে আর হিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে ফেল! ধ্যাৎ তার জন্য চিন্তা করার কি আছে? রন হ্যারিকে বললো।

হ্যারি রনের গ্রেডস দেখলো। একটাতেও আউটস্ট্যান্ডিং পায়নি। আমি জানতাম তুমি ডিফেন্স এগেন্সট ডাক আর্টে টপ হবে, রন বললো হ্যারির কাঁধে ঘুষি মেরে। যাকগে মোটামুটি তিনজনেই আমরা ভালো রেজাল্ট করেছি, কি বলল!

মিসেস উইসলি ওদের রেজাল্ট দেখে বেশ গর্বিত হয়ে বললেন, বাঃ সবাই দেখছি বেশ ভালো রেজাল্ট করেছে! রনের চুল এলোমেলো করে দিয়ে বললেন, বাবারে সাত সাতটা OWL, ফ্রেড-জর্জ দুজনে মিলে সাতটা পায়নি।

হারমিওন তুমি চুপ করে আছো কেন? জিনি বললো। তোমার কেমন হয়েছে? হারমিওন তখনও বিষণ্ণ মনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একধারে।

আমার? ওই এক রকম, খুব একটা খারাপ নয়, হারমিওন সংক্ষেপে বললো।

এই দেখো, আমি দারুণ গ্রেডস পেয়েছি, রন হারমিওনের কাছে গিয়ে OWLটা ওর মুখের সামনে ধরে বললো। দশটা আউটস্ট্যান্ডিং আর একটাতে আশা অতিরিক্ত (একসিড এক্সপেক্টেসন্স) ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্টস (কালো জাদুর বিরুদ্ধে

আত্মরক্ষা)। কথাটা বলে ও হারমিওনের মুখের দিকে তাকালো। মুখে হাসি, আনন্দে উদ্ভাসিত, তুমি সত্যি সত্যি খুব নিরাশ হয়েছে?

হারমিওন মাথা নাড়ল, কিন্তু হ্যারি জোরে জোরে হাসলো।

বুঝেছো আমরা এখন NEWTর ছাত্র! রন দাঁত বার করে হাসলো। মাম আর একটু সসেজ দেবে? হ্যারি আবার ওর রেজাল্টটা দেখলো। এর চে বেশি ভাল হবে, তেমন কিছু সে কখনোই আশা করেনি। যা আশা করেছিলো, তাই পেয়েছে। তবে সে আর অরর (গোয়েন্দা) হতে পারবে না। অরর হবার নম্বর পোশান পরীক্ষাতে ও পায়নি। সে বরাবরই ভেবে এসেছে অরর হবার কোনো আশা নেই, তবু যদি পোশানে ভালো নম্বর পায়, অরর হতে সাহায্য করবে। কথাটা শুনতে খুবই অদ্ভুত লাগে, বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। একজন ডেথইটার ছদ্মবেশ ধারণ করে ওকে একবার বলেছিলো, হ্যারিকে ও খুব ভালো অরর বানাবে। সেই কথাটা ওর মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে, তাই ভবিষ্যতে অরর ছাড়া অন্য কিছু হবে ভাবতে পারে না। এক মাস আগে প্রফেসির ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিলো– একজন বেঁচে থাকলে অন্যজন বেঁচে থাকবে না, তাহলে তাহলে প্রফেসির ভবিষ্যদ্বাণী সফল করতে ওকে বাঁচতেই হবে। একমাত্র কঠিন শিক্ষাপ্রাপ্ত জাদুকর যার কাজ হবে ভোল্ডেমর্টকে খুঁজে বার করা, তাহলে সেই শিক্ষা অর্জন করতে গেলে ওকে অরর হতেই হবে। দক্ষ অরর পারবে ডভাল্ডেমর্টকে ধরতে ও হত্যা করতে।

ড্রাকোস ডিটুর

পরের কয়েক সপ্তাহ হ্যারি দ্য ব্যাপোর উদ্যানেই কাটালো। দিনের বেলায় ও টু-এ-সাইড কিডিচ খেলে সময় কাটায়। ও আর হারমিওন একদিকে, অন্যদিকে রন আর জিনি। হারমিওন তেমন খেলতে পারে না, জিনি ভাল খেলতে পারে। সন্ধে বেলায় খুব খায়। একাই তিনজনের খাবার। মিসেস উইসলি টেবিলে যা রাখেন একাই প্রায় সব সাবাড় করে।

ছুটির দিনগুলো সত্যি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের হতো, যদি না নিত্য ডেইলি প্রফেট নানারকম অপ্রীতিকর ঘটনার খবর না ছাপতো। খবর থাকে অন্তর্ধানের, বিশ্রী সব। দুর্ঘটনার, অস্বাভাবিক মৃত্যহত্যা ইত্যাদি ঘটনার। কখনো কখনো খবরের কাগজে সেইসব অবাঞ্ছনীয় সংবাদ প্রকাশের আগেই বিল, মিস্টার উইসলি বাড়ি ফিরে সেসব খবর দেন। হ্যারির ষোল বছর পূর্ণ হবার জন্মদিন মাটি হয়ে গেল। বার্থ ডে পার্টি চলাকালীন রেমাস লুপিনের (ওয়েরউলফ, প্রফেসর ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্টস) লোমহর্ষক এক খবর বলার জন্য। লুপিনকে অত্যন্ত রোগা এবং কঠিন দেখাচ্ছিল। বাদামি রঙের চুলগুলো ধূসর চুলের সঙ্গে মিশে এলোমেলো, পরনের বস্ত্র সচরাচর জীর্ণ থাকে তার চেয়েও জীর্ণ আর তালি দেয়া।

মিসেস উইসলি পিনকে বেশ বড় দেখে এক টুকরো বার্থ-ডে কেক এগিয়ে দিতেই লুপিন বললেন, ডিমেন্টররা আরো দুটো ভয়াবহ আক্রমণ করেছে আর ইগর কারকারফের

মৃতদেহ একটা চালা ঘরে ওরা পেয়েছে। উনি রক্ত চোষাদের সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ত্যাগ করার পর প্রায় এক বছর বেঁচে ছিলেন। যতদূর আমার মনে পড়ে সিরিয়সের ভাই রেগুলাস মাত্র কয়েকদিন নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিল।

মিসেস উইসলির আনন্দ উৎসবে ওই রকম দুঃখজনক খবর দেয়া মোটেই ভাল লাগেনি তাই বললেন, ও আচ্ছা, এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। এখন অন্য বিষয়ে কথা বলা যাক। বিল জিজ্ঞেস করলো, রেমাস, আপনি কি ফ্লোরিয়ন ফোর্টেসকিউ সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন? ফ্লেউর তখন বিলকে ওয়াইন সার্ভ করছিলো, মানে যে লোকটার একটা আইসক্রিমের দোকান ছিলো।

হ্যারি বললো, ও সেই ডায়াগন এ্যালির আইসক্রিমওয়ালা? উনি তো আমাকে আইসক্রিম খাওয়াতেন, দাম নিতেন না। তার কী হয়েছে?

তাকে দোকান থেকে টেনে বার করা হয়েছে।

কেন? রন বললো। মিসেস উইসলি তখন তীক্ষ্ণভাবে বিলের দিকে তাকালেন।

কে জানে? মনে হয় ওদের বিরুদ্ধে কিছু বলেছিলেন, মোটামুটি ভাল মানুষ ছিলেন ফ্লোরিয়ন।

ডায়াগন এ্যালির কথা বলছেন, মিস্টার উইসলি বললেন মনে হচ্ছে অলিভান্ডার অবস্থা একই রকম কিছু ঘটেছে।

ও যিনি জাদুদণ্ড বানান? জিনি চমকে উঠে বললো।

হ্যাঁ তিনি। দোকান শূন্য, তিনি নেই, কোনো ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন নেই, কেউ বলতে পারছে না, স্বেচ্ছায় দোকান ছেড়ে গেছেন, না তাকে কেউ কিডন্যাপ করেছে।

তাহলে লোকেরা কোথা থেকে দণ্ড কিনবে?

অন্য কারও কাছে যাবে, লুপিন বললেন। কিন্তু অলিভাণ্ডারের দণ্ড সবচাইতে ভালো, যদি অপর পক্ষ ওকে ধরে নিয়ে যায় তাহলে আমাদের পক্ষে ব্যাপারটা শুভ নয় মোটেই।

সেই বিষণ্ণ জন্মদিনের পরের দিন ওদের কাছে হোগার্টস স্কুল থেকে চিঠি এলো, বুকলিস্ট এলো। আলাদা একটা চিঠি পেয়ে হ্যারি খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। ওকে স্কুলের কিডিচের ক্যাপ্টেন করা হয়েছে।

খবরটা পেয়ে আনন্দে উফুল্ল হয়ে হারমিওন বললো, জানো, কিডিচের ক্যাপ্টেন (অধিনায়ক) আর প্রিফেক্টের মর্যাদা একই। এখন থেকে তুমি আমাদের স্পেশাল বাথরুম ব্যবহার করতে পারবে, আরো অনেক কিছু সুযোগ সুবিধে পাবে।

ওয়াও, আমার স্পষ্ট মনে আছে, চার্লি একবার এই রকম একটা ব্যাজ পেয়েছিলো, রন হেসে বললো। হ্যারি, তুমি আমাদের টিমের ক্যাপ্টেন, ভাবতে দরুণ মজা লাগছে, হি হি হি, তুমি টিম থেকে আমায় বাদ দেবে না তো? হি হি হি!

মিসেস উইসলি রনের বুকলিস্ট দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমাদের তো এখন ডায়াগন এ্যালিতে যেতে হবে, দেরি করলে চলবে না। শনিবার তোমার বাবার কাজে যেতে হবে না সেদিন গেলেই ভালো হবে, আমি তোমাদের বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই, একলা যেতে চাই না।

রন হাসি চেপে বললো, মাম, তোমার কি মনে হয় ইউ-নো-হু বই-এর দোকানের পেছনে লুকিয়ে আছেন?

ফোর্টেসকিউ ও অলিভান্ডার কি ছুটিতে গেছেন? মিসেস উইসলি বললেন, কথায় উষ্মার ছাপ। সিকিউরিটি মোটেই হাসির ব্যাপার নয়, তাই যদি মনে করে থাকো তাহলে তোমরা বাড়িতে থাকো, দরকার হলে আমি একা গিয়ে বই খাতাপত্র কিনে আনতে পারবো।

না না আমি যাবো। দেখে আসবো ফ্রেড জর্জ কেমন দোকান করেছে, রন একটুও দেরি না করে বললো।

তাহলে বেশি কথা না বলে চুপ করে থাকো বেশি কথা বললে তোমাকে আমি ঘরে রেখে যাব! মিসেস উইসলি রেগেমেগে কথাটা বলে ঘড়িটা টেনে নিলেন। ওরা সবাই দেখলো ঘড়িটার নটা কাঁটাই মর্টাল পেরিলে স্থির হয়ে রয়েছে। মিসেস উইসলি বোপর বাড়ি থেকে সদ্য কেচে আনা একটা তোয়ালেতে ঘড়িটা মুড়ে নিয়ে বললেন, এখন তোমরা হোগার্টসে যাবার জন্য সব গুছিয়ে টুছিয়ে নিতে আরম্ভ করো। শেষ মুহূর্তে এটা নেই সেটা নেই করবে না। কথাগুলো বলে তোয়ালেতে মোড়া ঘড়িটা নিয়ে মিসেস উইসলি হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রন বোকার মতো হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলো। ঈশ্বর রক্ষা করো, এখানে একটু ঠাট্টা তামাশাও করা যাবে না...।

যাহোক রন আগামী কয়েকটা দিন ভোল্ডেমর্টকে নিয়ে ফাজলামি করলো না। শনিবার পর্যন্ত মিসেস উইসলি তেমন কোনো রাগারাগি করলেন না, কিন্তু বরাবরই নাস্তার টেবিলে সকলকে খাবার দেবার সময় খুবই উত্তেজনা থাকে। বিল ঠিক করলো ফ্লেউরের সঙ্গে বাড়িতেই থাকবে! হারমিওন জিনি জেনে খুশি হলো। হ্যারিকে একটা মুদ্রা ভর্তি মানি ব্যাগ দিলো।

রন ক্ষেপে গেল বিলের ওপর, বাঃ আমাকে দিলে না যে?

ইডিয়ট ওটা হ্যারির মানি। বিল বললো। হ্যারি তোমার ভোল্ট থেকে নিজে নিলে কম করে পাঁচ পাঁচটি ঘণ্টা সময় নষ্ট হতো, অন্তত সকলের তাই হচ্ছে তাদের সোনা তুলে

আনতে গিয়ে। গবলিনরা এখন অসম্ভব টাইট সিকিউরিটি করেছে। দুদিন আগে আর্কিয়ে ফিলপট ওর পরিচয় কার্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে আটকে পড়েছিলো, ...সহজ পথে এটা নিয়ে এসেছি।

হ্যারি পকেটে ওর সোনাগুলো রেখে দিয়ে বললো, ধন্যবাদ বিল।

ও দেখছি সব সময়ে একটা কিছু নিয়ে ভেবে চলেছে। বিলের নাকটা সকলের সামনে টিপে দিয়ে ফ্লেউর বললো। দৃশ্যটা দেখে হ্যারি কর্নফ্লেকস মুখে দিয়ে হাসতে গিয়ে বিষম খেলো; রন ওর পিঠে চাপড় মারলো। অন্য ধার থেকে জিনি মুখ বেঁকিয়ে ফ্লেউরকে ভেঙ্গালো।

সেদিন ছিলো আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ব্যারোর সামনে এসে অপেক্ষা করছে মিনিস্ট্রির স্পেশাল ম্যাজিক কার। আগে একবার হ্যারি এই রকম গাড়িতে চেপে কিংক্রস স্টেশনে গিয়েছিল। ওরা সবাই ক্লোক গায়ে দিয়ে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালো।

রন গাড়িটা দেখতে দেখতে বললো, বাবা আবার গাড়িটা রিকুইজিশন করে এনেছেন, দারুণ মজা। ব্যারো থেকে গাড়িটা ওদের নিয়ে যাত্রা শুরু করার সময় বিল ও ফ্লেউর কিচেন উইন্ডো থেকে হাত তুলে শুভেচ্ছা জানালো। হ্যারি, রন, জিনি আর হারমিওন গাড়ির পেছনের সিটে হাত পা ছড়িয়ে বসলো। সিটটা বেশ চওড়া বসতে অসুবিধা হয় না।

মিস্টার উইসলি পিছন ফিরে হাসতে হাসতে বললেন, সব সময়ে কিন্তু এই মজার গাড়িটার আশা করবে না, একমাত্র হ্যারির জন্য আনিয়েছি।

মিনিস্ট্রির গাড়ির চালকের পাশে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস উইসলি রয়েছেন। পরিসর খুব কম, অনেকটা টু সিটার সোফার মতো বসার জায়গা। মিনিস্ট্রি হ্যারিকে টপ গ্রেড সিকিউরিটি স্ট্যাটাস দিয়েছে। লিকি কলড্রনে পৌঁছলে বাড়তি সিকিউরিটি পেয়ে যাবো আমরা।

হ্যারি অরর পরিবেষ্টিত হয়ে দোকান বাজারে ঘুরতে মোটেই পছন্দ করে না। আগেই ও অদৃশ্য হবার ক্লোকটা আলখেল্লার পেছনে রেখেছে। অদৃশ্য হবার ক্লোকটা ডাম্বলডোর পছন্দ করেন, তাহলে মিনিস্ট্রিরও না পছন্দ করার কোনো হেতু নেই। হ্যারি অবশ্য জানে না ওর অদৃশ্য হবার ক্লোক সম্বন্ধে মিনিস্ট্রির কাছে কোনো ধারণা আছে কি নেই। একটু পরই ড্রাইভার বললো, আমরা এসে গেছি। গাড়ি চালাতে চালাতে ড্রাইভার প্রথম কথা বললো, ওরা সবাই কলকল খলখল করছে, কিন্তু ড্রাইভার মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলো। ও লিকি কলড্রনের কাছে চ্যারিং ক্রশ রোডে গাড়ির গতি থামিয়ে, গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বললো। আপনাদের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, কখন আপনারা কাজ সেরে ফিরবেন?

মি. উইসলি বললেন, মনে হয় ঘণ্টা দুইর মধ্যে ফিরে আসবো। আহ দারুণ, ও এসে গেছে দেখছি।

হ্যারি মি. উইসলির কথা শুনে, কে এসে গেছে দেখার জন্য গাড়ির জানালা দিয়ে রাস্তায় তাকালো।

ও ভেবেছিলো হয়তো কোনো বিরাট সাইজের এক অররকে দেখবে কিন্তু তার বদলে অতি পরিচত এক মানুষকে দেখলো–হ্যাগ্রিড! লম্বা লম্বা কালো দাড়ি, পরনে উভচর জন্তু বিভার লোমশ চামড়ার কোট। হ্যারিকে দেখতে পেয়ে খুশির দমকে মিটিমিটি হাসছেন! পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মাগলরাও দেখছে হ্যাগ্রিডকে। হ্যাগ্রিডও ওদের বিস্ফারিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হাসছেন। তাকিয়ে থাকবার মতোই হ্যাগ্রিডের চেহারা।

হ্যারি, হ্যাগ্রিডকে দেখে গাড়ি থেকে একরকম লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে হ্যাগ্রিডের সামনে আসতেই হ্যাগ্রিড ওকে এমন জোরে দুহাতে বুকে চেপে ধললেন, হ্যারির মনে হলো ওর বুকের সব পাজরগুলো চুরচুর হয়ে গেছে।

হ্যাগ্রিড আনন্দে অধীর হয়ে বললেন, হ্যারি বাকবিক উইদার উইংগস আমার কাছে থেকে ভীষণ খুশি, তোমাকে ওরা দেখতে চায়, যেন মাঠে ফিরে এসে মনের সুখে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

হ্যারি ও বুকের পাঁজর টিপতে টিপতে বললো, আমিও খুশি হলাম। সিকিউরিটি মানে কী আপনি?

হো হো মিনিস্ট্রি চেয়েছিলো তোমার সিকিউরিটির জন্য এক ঝাঁক ঝানু অরর পাঠাতে; কিন্তু ডাম্বলডোর আমাকে আসতে বললেন। হ্যাগ্রিড গর্বের সঙ্গে বললেন। তারপর আঙ্গুল মটকাতে মটকাতে বললেন, চলো এবার যাওয়া যাক। মলি, আর্থার চলুন।

হ্যারির স্মৃতিতে লিকি কলড্রন ছিলো জনবহুল। এখন সেটা ফাঁকা। দোকান মালিক বৃদ্ধ টম, রোগা ডিগডিগে, দন্তহীন। সে দোকানে বসে মাছি মারছে। ওদের ভেতরে আসতে দেখে টমের কিছু বিক্রির আশা হলো। কিছু প্রশ্ন করার আগেই হ্যারি বললো, জুস পাসিন, টম বুজতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। হোগার্টসের কেনাকাটা, জানেন তো।

টম ঘাড় নাড়লো। তারপর দোকানের কাঁচের গ্লাস মুছতে আরম্ভ করলো। হ্যারি, হারমিওন, হ্যাগ্রিড আর উইসলি বারের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দোকানের পেছনে স্যাঁত স্যাঁতে ঠান্ডা উঠানে বসলো। কাছেই ছিলো আবর্জনা ফেলার ডাস্টবিন। হ্যাগ্রি হাতের গোলাপি ছাতাটা তুলতেই সামনের দেয়ালের ইট সরে গেল, দেখতে পেল একটা আর্চওয়ে, পাথর বাধানো রাস্তা। ওরা সেই আর্চওয়ে দিয়ে পাথরের রাস্তায় যাবার আগে ভাল করে চারদিক দেখে নিলো।

ডায়াগন এ্যালি আর সে রকম নেই। বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া গেল না। ঝকঝকে দোকানের ভেতর থরে থরে সাজানো বই, স্পেল বই, পোশানের মাল মশলা, কলড্রন, সেগুলো ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের বিরাট বিরাট পোস্টারের আড়ালে চলে গেছে। সেই সব বিরাট বিরাট রক্তবর্ণের পোস্টারে শুধু আক্রমণ হলে কি করতে হবে, কি কর্তব্য তারই নির্দেশাবলী। সারা গ্রীষ্ম ধরেই ওই রকম পোস্টার মিনিস্ট্রি রাস্তায় বিলি করেছে।

সেগুলো অবশ্য রঙিন। তাছাড়া রয়ছে পলাতক রক্তচোষাদের বিবরণ দিয়ে কালো সাদা ফটো। তাছাড়া রয়েছে একটা ওষুধের দোকানে, বেল্লাট্রিক্স লেস্ট্রেনজের ফটো! তাছাড়া আরো কিছু দোকানের জানালাতে, সাঁটানো রয়েছে ফ্লোরিয়েন ফোর্টেসকিউর আইসক্রিম পার্লারেও। তাছাড়া রাস্তার ফুটপাতে গজিয়ে উঠেছে নোংরা নোংরা দোকান। ফুরিশ অ্যান্ড। ব্লটসর দোকানের বাইরে একটা কার্ডবোর্ডের সাইন বোর্ড ঝুলছে :

মন্দ্রপুত কবচ : ওয়েরউলফ, ডিমেন্টস এবং ইনফেরির আক্রমণ প্রতিরোধের কবচ

একজন বেঁটে জাদুকরকে দেখলো হাতভর্তি রূপালি হার নিয়ে ঝনঝন শব্দ করে ঘুরছে ক্রেতা ধরার জন্য।

মিসেস উইসলিকে দেখিয়ে বললো, একটা নিন আপনার ওই ছোট মেয়েটার জন্য ম্যাডাম? জিনিকে দেখে বললো। এই হার ওর সুন্দর গলাকে রক্ষা করবে?

মিস্টার উইসলি রেগে মেগে বললেন, আমি ডিউটিতে থাকলে, দেখতাম ও কেমন করে লোকদের বোকা বানায়।

মিসেস উইসলি বললেন, আমাদের তাড়া আছে, তুমি বাপু ওকে অ্যারেস্ট ট্যারেস্ট করার চেষ্টা করো না। চলো প্রথমে আমরা ম্যাডাম মালকিনের শপে যাই। হারমিওন নতুন ড্রেস ও রোবস চায়, রনের স্কুল রোবসটা লম্বায় খাটো হয়ে গেছে। তোমারও তো নতুন

একটা বোবস দরকার হ্যারি? দেখতে দেখতে তুমি ইয়া লম্বা হয়েছে! চলো চলো সব্বাই।

মি. উইসলি কথাটা শুনে বললেন, ম্যাডামের শপে সকলে এক সাথে গিয়ে ভিড় বাড়ানোর কোন মানে হয় না। তারচেয়ে ওরা গ্রিডের সঙ্গে যাক। নিজেদের পছন্দ মতো কিনবে। ফুরিশ অ্যান্ড ব্লটসে আমরা যাই স্কুলের পাঠ্য বই কিনতে।

আমি ওসব জানি না। যতো তাড়াতাড়ি হয় জিনিসপত্র কিনে আমাদের বাড়ি ফেরা দরকার। হ্যাগ্রিড বলুন ঠিক বলেছি কি না?

কোনো ভয় নেই মলি। ওরা আমার সঙ্গে থাকলে কোনো চিন্তার কারণ নেই। বিরাট মোটা হাতটা নাড়তে নাড়তে হ্যাগ্রিড মিসেস উইসলিকে চিন্তা না করার জন্য বললেন।

মিসেস উইসলি স্কুলের পাঠ্য পুস্তক কেনার জন্য জিনিকে নিয়ে বুটসের দোকানের দিকে এগোতেই রন, হ্যারি আর হারমিওন হ্যাগ্রিডের সঙ্গে ম্যাডাম মালকিনের দোকানে গেল।

হ্যারি যেতে যেতে দেখলো ডায়াগন এ্যালিতে যারা কেনাকাটা করতে এসেছে তাদের সকলেরই মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব। কথাবার্তা তেমন বলছে না, আপন আপন দলের সঙ্গে কেনাকেটা করছে। সকলেই দুচারজন করে দলে দলে, একা কেউ নেই।

দোকানের সামনে এসে হ্যাগ্রিড বললেন, আমি আর দোকানে ঢুকে ভিড় বাড়াতে চাই না, বাইরে দাঁড়াচ্ছি, তোমরা কেনাকাটা সেরে এখানে এসো। কথাটা বলে হ্যাগ্রিড বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁচের জানালা দিয়ে ঘাড় নিচু করে ওদের দিকে নজর রাখলেন। এতো বেশি লম্বা যে ঘাড় নিচু করেও দেখতে পান না।

ওরা দোকানে ঢোকার আগে ভেবেছিলো দোকানের ভেতর তেমন ভিড় থাকবে না, কিন্তু দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে লক্ষ্য করলো যথেষ্ট ভিড়।

এগোতে এগোতে কানে এলো একটা ছোট্ট মেয়ের গলা–মা, আমি আর ছোট নই, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি একাই সব কিনতে পারবো। গলাটা ওদের খুব চেনা চেনা।

হ্যারি শুনতে পেলো ম্যাডাম মালকিনের গলা, না গো না, তোমার মা ঠিক বলেছেন, আমাদের কারও এখন একা একা ঘোরাফেরা করা ঠিক নয়, কে ছোটো, কে বড় সেটা বড় কথা নয়।

দাঁড়াও, আরে কোথায় তুমি পিনটা খুঁজছো, দাঁড়াবে।

ঠিক সেই সময় ওদের চোখ পড়লো ড্রেকো ম্যালফয়ের ওপর। ম্যালফয় তখন এক গাঢ় সবুজ রোবস পরে আয়নাতে নিজের চেহারা দেখছে। রোবসের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে পিন গোঁজা নেই। পায়ের কাছে, হাতাতে। সে আয়নাতে রন, হ্যারি আর হারমিওনের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। ওরা তখন রোবস কেনার জন্য দাঁড়িয়েছে।

নাকে কি তুমি কোনো গন্ধ পাচ্ছ মা! এই মাত্র এখানে একজন মাড-ব্লড এসে দাঁড়িয়েছে। ড্রেকো ম্যালফয় বললো।

তুমি এখানে দাঁড়িয়ে বাজে কথা বলবে না, বললেন ম্যাডাম মালকিন। হাতে তার মাপার ফিতে আর ম্যাজিক ওয়ান্ড। তাছাড়া আমার দোকানে কেউ জাদুদণ্ড ব্যবহার করে সেটা আমি মোটেই বরদাস্ত করবো না।

রন, আর হ্যারি তখন ম্যালফয়কে শিক্ষা দেবার জন্য তাদের জাদুদণ্ড উঁচু করেছে। হারমিওন ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিলো চাপা গলায় বললো, না না তোমরা এখানে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবেনা ওকে যা খুশি তাই বলতে দাও।

ওহো তোমরা দেখছি স্কুলের বাইরেও ম্যাজিক ব্যবহার করো?

ম্যালফয় ব্যাঙ্গ করে বললো। গ্রেঞ্জার, আহারে! কে তোমার চোখে আঘাত করেছে? যে করেছে তাকে আমি ফুল উপহার দেবো।

ম্যাডাম মালকিন বললেন, ঢের হয়েছে, ম্যাডাম ছেলেটিকে বারণ করুন দোকানে গোলমাল করতে। ম্যাডাম প্লিজ!

নারসিসা ম্যালফয় দোকানের র‍্যাকে জিনিসপত্র দেখছিলেন। ম্যাডাম মালকিনের কথা শুনে ওদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন।

নারসিসা কঠিন স্বরে হ্যারি ও রনকে বললো, তোমরা জাদুদণ্ড নামিয়ে রাখো। যদি তোমরা আমার ছেলেকে আক্রমণ করো তাহলে বলেদিলাম আজ তোমাদের জীবনের শেষ দিন হবে।

তাই? হ্যারি বললো। সে এগিয়ে গেলো গোয়ার ম্যালয়ের দিকে। একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। অনেকটা ওর বোনের সঙ্গে মুখের আদল আছে। বোনের মতোই ড্রেকো লম্বা।

তাহলে বন্ধু কয়েকজন রক্ত চোষাদের ডেকে নিয়ে এসো।

মাদাম মালকিন ওদের মারমূর্তি দেখে অসম্ভব ভয় পেয়ে দুহাতে নিজের বুক চেপে ধরলেন।

শোনো শোনো তোমরা দোকানে দাঁড়িয়ে সর্বনেশে কাণ্ড-কারখানা করবে না, তোমরা সবাই বাইরে চলে যাও। মাদাম মালকিন শেষ চেষ্টা করলেন।

কিন্তু মাদাম মালকিনের ধমক শুনেও হ্যারি ওর হাতের দণ্ড নামালো না। নারসিসা ম্যালফয় বিরক্তিমাখানো মুখে বললেন, পটার তুমি ডাম্বলডোরের প্রিয়, তার কাছের

লোক তাই তোমার সাহস বেড়েছে। এখানে ডাম্বলডোর এসে তোমাকে রক্ষা করবেন ভেবেছো?

হ্যারি ডোন্ট কেয়ারভাবে সমস্ত দোকানটা দেখতে লাগলো।

ওয়াও... দেখো, তাকিয়ে দেখো, উনিতো এখন এখানে নেই। তাহলে এসো লড়াই করি? আজকাবানে আপনি ও ড্রেকোর জন্য অবশ্যই দুটো সেল পেয়ে যাবেন... স্বামী যখন সেখানেই!

ম্যালফয় প্রচণ্ড রেগে হ্যারির দিকে এগিয়ে গেলো, কিন্তু লম্বা রোবস পরার জন্য হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। রন হো হো হো করে হেসে উঠলো।

ম্যালফয় চীৎকার করে বললো, আমার মায়ের সাথে এমন বিশ্রিভাবে কথা বলবে না পটার।

ঠিক আছে ড্রেকো, নারসিসা বললো, ড্রেকোকে ওঠাতে ওঠাতে। ওর থুতনিতে সরু সরু সাদা আঙ্গুল ঠেকালো। পটারের সিরিয়াসের কাছে যাওয়ার আর দেরি নেই ড্রেকো, লুসিয়াসের কাছে আমার যাবার আগেই ও যাবে।

হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা আরো একটু ওপরে তুললো। হারমিওন হাত বাড়িয়ে হ্যারিকে বাধা দেয়ার জন্য বললো, না না হ্যারি না!

হ্যারি তেমনিভাবে উদ্ধত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো, হারমিওন হ্যারির হাতটা চেপে ধরে পাশে টেনে নিয়ে বললো, এখানে এসব কিছু করবে না হ্যারি, অনেক গোলমাল হতে পারে।

মাদাম মালকিন অসহায়ের মতো আসন্ন রণক্ষেত্রের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন সবই স্বাভাবিক। আশা করলেন ওরা আর গোলমাল পাকাবে না। উনি ম্যালয়ের দিকে ঝুঁকলেন, ম্যালফয় তখন হ্যারির দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো।

আমার মনে হয় তোমার বাঁ হাতের দিকটা একটু ঝুলে রয়েছে। স্থির হয়ে দাঁড়াওতো দেখি, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

আউচ! ম্যালফয় বিকৃত স্বরে কথাটা বলে মাদাম মালকিনের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। দেখো কোথায় পিন বিধিয়েছে, ভদ্রমহিলা! মা, আমি এই জঘন্য রোবসটা চাই না।

কথাটা বলে ড্রেকো রোবসটা টেনে হিঁচড়ে খুলে ফেলে মাদাম মালকিনের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

ঠিক বলেছো ড্রেকো, নারসিসা বললো, হারমিওনের দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আমি জানি কিসব জঘন্য মাল এই দোকানে থাকে। চলো আমরা টুইলফিট অ্যান্ড ট্যাটিংগসে যাই।

কথাটা বলে নারসিসা আর ড্রেকো দোকান ছেড়ে গজগজ করতে করতে চলে গেল। যাবার সময় ও রনকে যতোটা গায়ের জোর আছে তা দিয়ে ধাক্কা মেরে গেল। ওহো তাই নাকি? মাদাম মালকিন পায়ের কাছে পড়ে থাকা ধূলো মাখা রোবসটা তুলে নিয়ে, হাতের জাদুদণ্ডটা ঠেকালেন। মুহূর্তের মধ্যে রোবস ঝকঝক করে উঠলো। জাদুদণ্ডটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের কাজ করলো।

ওরা চলে গেলে মাদাম মালকিন রন আর হ্যারিকে নিয়ে পড়লেন। মোটামুটি ওদের ফিটিংস রোবস দিয়ে, হারমিওনকে ডাইনির রোবস না দিয়ে জাদুকরের রোবস দিলেন। ওরা কেনাকাটা করে দোকান ছেড়ে চলে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

হ্যাগ্রিড ওদের দেখে বললেন, সব ঠিক ঠাক?

একটি কথা, হ্যারি বললো। আচ্ছা আপনি কি ড্রেকোকে আপনার সামনে দিয়ে যেতে দেখেছেন?

হ্যাঁ দেখলাম বটে। হ্যাগ্রিড সাধারণভাবে বললেন। হ্যারি কোনো চিন্তা করবে না। ডায়াগন এ্যালিতে ওরা কোনো গোলমাল পাকাতে সাহস করবে না।

হ্যারি, রন, হারমিওন হ্যাগ্রিডের কথা শুনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো। হ্যাগ্রিডের ওই কথার উত্তরে কিছু বলার আগেই সেখানে মিস্টার মিসেস উইসলি এসে দাঁড়ালেন।

মিসেস উইসলি বললেন, কোনো গোলমাল করোনিতো? রোবস কিনেছো? ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা যেখানে ওষুধ-টষুধ বানায় সেখানে আর ইয়েলপস এ একটু ছুঁ মেরে আসি। ওখানে ফ্রেড আর জর্জের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, তোমরা দূরে দূরে থেকো না, কাছাকাছি থেকো। নাম্বারটা বোধহয় নাইনটি, টু... নাইনটি ফোর...

হ্যারি ও রন পোশান পড়ছে না তাই ওষুধের দোকানের জড়ি বটি ওদের। দরকার নেই। ওরা তাই হেডউইগ ও পিগউইজিয়নের ঈলপস আউল এমপোরিয়ামে গিয়ে বড় বড় বাদাম কিনলো। তারপর উইসলিদের খোঁজার জন্য সোজা রাস্তা ধরে চললো। উইজার্ড হুইজেসে, ফ্রেড আর জর্জ জোক শপ খুলেছে।

মিসেস উইসলি ঘড়ি দেখে বললেন, আমরা বেশি দূরে যাবো না, কাছাকাছি দেখে আমরা গাড়িতে ফিরে যাবো আমরা বোধহয় ওদের দোকানের কাছাকাছি এসেছি, ওই তো নাম্বার বিরানব্বই, চুরানব্বই।

রন ওর পথ থেকে সরে গিয়ে বললো, ওয়াও...।

একঘেয়ে পোস্টার সাঁটা দোকান দেখতে দেখতে ওরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, সামনেই ফ্রেড আর জর্জের দোকানের সাইনবোর্ড আর ডেকরেশন দেখে ওরা তাজ্জব বনে গেলো। সাজানো গোছানো ঝকঝকে তকতকে দোকান। বিক্রি করার নানা সামগ্রীর সংখ্যা কম নয়। নানা রকমের জিনিস দেখলে মন চায় কিনতে। ওদের দোকানের

ডানধারের জানালা মিনিস্ট্রির বিরাট এক পোস্টারে ঢাকা পড়ে গেছে, কিন্তু পাশেই হলুদ অক্ষরে লেখা সুন্দর সাইনবোর্ড।

আরে! কেন আপনারা ইউ-নোহর জন্য ভীত-চিন্তিত?

বরং আপনারা ইউ-নো-পুর জন্য উদ্বিগ্ন হবেন। কোষ্ঠকাঠিন্য অনুভূতি আমাদের সমগ্র দেশকে কাবু করে রেখেছে।

ফ্রেড-জর্জের দোকানের সাইনবোর্ড দেখে হ্যারির হাসি থামে না। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস উইসলি। কানে এলো মৃদু আতঙ্কের ধ্বনি! দেখলে মিসেস উইসলি হতবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন সেই জানালার পাশে টাঙ্গানো পোস্টারের দিকে। পোস্টারটি পড়ে তার ঠোঁট দুটো মৃদু মৃদু কাঁপছে।

ওরা তাদের বিছানায় নিহত হবে! মিসেস উইসলি চাপা গলায় বললেন।

-তা হবে না! রন বললো, ও ঠিক হ্যারির মতোই হাসছিল। দারুণ পোস্টার হয়েছে।

ওরা দুজনে দোকানের মধ্যে ঢুকলো। দোকান ভর্তি ক্রেতা। হ্যারিতো তাকের কাছে পৌঁছতেই পারলো না। সে শুধু এধার ওধার তাকিয়ে রইলো।

বাক্সের স্তূপ দেয়ালের দিকে থরে থরে সাজানো রয়েছে, সেগুলা ঘরের সিলিং পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। একদিকে সিকডিং স্ন্যানবকস রয়েছে, ওরা ওটি হোগার্টসে ফাইনাল ইয়ারে পড়ার সময়ে বানিয়েছিল। হ্যারি লক্ষ্য করল, খুব বিক্রি হয়েছে। তাকে একটা মাত্র পড়ে রয়েছে।

হ্যারি, হারমিওন, ফ্রেড, জর্জের জোক শপে নানারকম মজার মজার জিনিস নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল। ওরা ছেলে-মেয়েদের ভিড় ঠেলে জিনিসপত্র রাখা তাকের কাছে পৌঁছেছে। ফ্রেড়-জর্জ এতো মজার মজার জিনিস বানিয়েছে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ফ্রেড জর্জ আর হারমিওন, হ্যারিকে দেখে এগিয়ে এলো।

হ্যারি তুমি কেমন আছো? ওরা হ্যারির সঙ্গে করমর্দন করার পর হারমিওনের দিকে তাকালো। হারমিওনের চোখের কালো দাগ আর ফোলা দেখে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের চোখে কি হয়েছে হারমিওন।

তোমার পাঞ্চিং টেলিস্কোপের দৌলতে হয়েছে।

হায়, ওটাতো ব্যারোতে ফেলে এসেছি। নিয়ে আসতে একদম ভুলে গেছি, ফ্রেড বললো, এই নাও।

ফ্রেড পকেট থেকে একটা ছোট টিউব বার করে হারমিওনের হাতে দিল। হারমিওন টিউব টিপতেই হলুদ বর্ণের খানিকটা পেস্ট বেরিয়ে এলো।

পেস্টটা চোখের তলায় খুব সাবধানে মালিশ করো। আশাকরি ঘন্টাখানেকের মধ্যে সেরে যাবে, ফ্রেড বললো। আমরা খুব ভাল একটা ব্রুইজ রিমুভার বানাবার চেষ্টা করেছি, এখনও পেস্টটা টেস্টিং পর্যায়ে আছে। পেস্টটার টিউব হাতে নিয়ে চোখের ফোলা জায়গায় লাগাতে সাহস হলো না হারমিওনের। একটু নার্ভাস হয়ে বললো, লাগালে কোনো ক্ষতি হবে না তো?

ফ্রেড বললো, ক্ষতি কেন হবে? সম্পূর্ণ নিরাপদ। হ্যারি চল আমরা কি করছি দেখবে এসো।

হ্যারি ও হারমিওন কালো হয়ে যাওয়া চোখে পেস্ট লাগাচ্ছিলো। হ্যারি ওকে রেখে ফ্রেডের সাথে ওর দোকানের পেছনের দিকে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলো তাস ও রশির যাদু খেলার অনেক জিনিস।

এগুলো মাগলদের ম্যাজিক, ফ্রেড তাদের খেলনাগুলো দেখিয়ে বললো। ড্যাডের মত আমুদে মানুষেরা এ সকল মাগলদের খেলনা পছন্দ করে। খুব বেশি অর্থ উপার্জন না হলেও মোটামুটি ভালই চলছে, নিশ্চিত কিছু উপার্জন হয়, আর এখানে সৌখিন জিনিসপত্র... ও এখানে দেখছি জর্জ... ফ্রেডের ভাই জর্জ খুব আগ্রহভরে হ্যারির সাথে

হাত মেলালো এবং ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে বললো, ওকে কী সব দেখাচ্ছে। এখানে আস হ্যারি, দেখ... এখানকার জিনিসই আমাদের

আসল পয়সাটা দেয়, বেশ দামি... গ্যালিয়নে,.. গ্যালিয়নে তো সারতে হয়। তারপরই একটা ছোট ছেলেকে সাবধান করে বললো, না না ওখানে হাত দিও না। ছেলেটি দ্রুত তার হাতটি তুলে নিল –একটা কৌটো, লেখা : এডিবল ডার্ক মার্ক যে কাউকে অসুস্থ করবে!

জর্জ এবার তাদের পেছনের পর্দাটা টানলো, ওখানে সারি সারি প্যাকেট। জর্জ প্যাকেটগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো, এগুলো একটু ভিন্ন জিনিস, আমাদের উন্নততর কাজ। কেমন করে জান... আমরা এগুলো উদ্ভাবনে এগুলাম...

তুমি বিশ্বাস করবে না যে অনেকেই এমনকি মিনিস্ট্রির লোকেরাও ভাল শিল্ড চার্ম করতে পারে না। তুমি তো জান এটা, জিনস দুর্ভাগ্য আনে, তুমি এটা পড়ে কাউকে বললো–তো যাকে দুর্ভাগ্য করার জন্য, দেখবে দুর্ভাগ্য ওর কাছে বাউন্স করে ফিরে যাবে।

মিনিস্ট্রি তার লোকদের জন্য পাঁচশটা কিনেছে। আরো কিনবে। প্রচুর বিক্রি হচ্ছে এটা। আমরা আরো করছি শিল্ড ফ্লোক, শিল্ড গ্লোভস ইত্যাদি। এগুলো হয়তো আনফরগিবল কার্স থেকে রক্ষা করবে।

সেখানে এক তরুণী ডাইনিকে সেই চকলেট রংয়ের রোবস পরা দেখলো হ্যারি। তরুণীটি বললো, মি, উইলসি এখানে এক কাস্টমার এসেছেন জোক কলড্রন কিনতে। হ্যারির যেন কেমন লাগলো ফ্রেড় আর জর্জকে মি. উইসলি বলে সম্বোধন করাটা।

হ্যারি তোমার যা পছন্দ নিজেই নাও, আমি একটু আসছি বলে সে চলে যাওয়ার সময় পেছনে তাকিয়ে বললো, কোন পয়সা দিতে হবে না।

না না তা কি করে হয়। বলে হ্যারি তার মানিব্যাগ থেকে ডেকর ডেটোনেটরের জন্য মুদ্রা বের করলো।

না, তোমাকে এখানে দাম দিতে হবে না বলে হ্যারির স্বর্ণ হাত দিয়ে সরিয়ে দিল।

কিন্তু

তোমার মনে আছে আমরা যখন এই ব্যবসা শুরু করি তখন তুমি আমাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলে। জর্জ বললো, তোমার যা ইচ্ছে এখান থেকে নাও, আর লোকেরা জিজ্ঞেস করলে বলবে কোথা থেকে এনেছো। এ সময় জিনি ও মিসেস উইসলি ভেতরে এলেন।

জিনি বললো, আমি কি একটা পিগমি পাফ নেবো না? মিসেস উইসলি বললেন, কী নেবে? কি মিষ্টি দেখতে মা....। মিসেস উইসলি জিনির হাত ধরে পিগমি পাফ দেখতে গেলেন। হারমিওন,

রন, হ্যারি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে রাস্তার ভিড় দেখছিল। দেখতে দেখতে চোখ পড়ে ড্রেকো ম্যালফয় একা একা হেঁটে চলছে। সে উইসলিদের উইজার্ড হুইজেস পেরোতেই পিছনে ফিরে তাকাল। তারপর একটু জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। তখন ও তিনজনের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

হ্যারি আশ্চর্য হয়ে বললো, একা একা যাচ্ছে, ওর মা গেলেন কোথায়? রন বললো, মার চোখ এড়িয়ে পালাচ্ছে। যেতে দাও। হারমিওন বললো, কেন, যাচ্ছে কোথায়?

হ্যারির মাথায় কিন্তু অন্য চিন্তা, নিশ্চয়ই ম্যালফয় কিছু একটা করতে যাচ্ছে। নারসিসা ম্যালফয় তার পুত্র রত্নটিকে কখনই চোখের আড়ালে যেতে দেবেন না। ম্যালফয় মার কাছ থেকে পালানোর জন্য নিশ্চয়ই অনেক বুদ্ধি খাটিয়েছে। যে ভাবেই ও যাক না কেন ব্যাপারটা লঘু করে হ্যারি দেখতে চাইল না।

হ্যারি দেখলো মিসেস উইসলি আর জিনি পিগমি পাফ নিয়ে খুবই ব্যস্ত। ওদিকে মিস্টার উইসলি মাগল ছাপের তাশ কেনা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছেন। ফ্রেড-জর্জও দোকানের খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। ওদিকে রাস্তায় ত্যাগ্রিড পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

হ্যারি ওর অদৃশ্য হবার ক্লোকটা ব্যাগ থেকে বার করে হারমিওনকে বললো, দেরি নয়, তাড়াতাড়ি চলো।

হারমিওন মিসেস উইসলির দিকে তাকালো! কোথায় যাবো?

রন বললো, আরে চলো তো।

হারমিওন প্রথমে দোনোমনোভাব দেখালেও তারপর হ্যারির ক্লোকের মধ্যে ঢুকে তিনজনে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। কেউ ওদের দেখতে পেল না, যে যার কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত। ওরা দ্রুতগতিতে রাস্তায় দাঁড়ালো। কিন্তু ততক্ষণে ম্যালফয় ওদেরই মতো তাড়াতাড়ি ভিড়ে মিশে গেছে।

হ্যারি খুব আস্তে আস্তে বললো, ও ওই দিকটায় গেছে। ওরা হ্যাগ্রিডের চোখে ধূলো দিয়ে যেতে চায়।

ওরা এধার ওধার তাকাতে তাকাতে যতদূর সম্ভব জোরে জোরে হাঁটতে লাগল।

খানিকটা যাওয়ার পর হারমিওন ফিস ফিস করে বললো, এই... ওই যে... ও যাচ্ছে। এ-তো বাঁ দিকে যাচ্ছে।

রনও ফিস ফিস করে বললো, আশ্চর্য ব্যাপার... যাচ্ছে কোথায়? ওদিকে ম্যালফয়ও এধার ওধার তাকিয়ে নকটার্ন এ্যালির দিকে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হ্যারি এক সেকেন্ড সময় নষ্ট না করে বললো, তাড়াতাড়ি... পা চালিয়ে চলো। হারমিওন বললো, আমাদের পা দেখা যাচ্ছে। একজনের অদৃশ্য হওয়ার ক্লোকের মধ্যে তিনজনে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায় না।

এখন এসব ভাবার সময় নয়, পা চালাও... ও কোথায় যাচ্ছে জানতে হবে।

কিন্তু ডাকআর্টস অধ্যুষিত নকটার্ন এ্যালির পাশের রাস্তা বলতে গেলে জনশূন্য, সুনসান। রাস্তার ধারে যতো দোকান পড়লো একটি দোকানেও তারা কাঁচের জানালা দিয়ে দোকানের ভেতরে ম্যালফয়কে কেন কোন লোককেই দেখতে পেলো না। হ্যারির ধারণা হয়তো এই রকম ভয়ঙ্কর ও সন্দিগ্ধ সময়ে ডার্ক আর্টিফ্যাক্টস কিনতে লোকেরা ভয় পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, দোকানে ঢুকতেও ওদের পা কাঁপে কেউ যদি দেখে ফেলে সেই ভয়ে।

হারমিওন হ্যারির হাতে চিমটি কাটলো।

উঃ।

হারমিওন বললো, ত্য...। তারপর হ্যারির কানের কাছে মুখ এনে বললো, ওই দেখো কে যাচ্ছে।

ওরা পা টিপে টিপে নকটার্ন এ্যালির একটি মাত্র দোকান বোরজিন অ্যান্ড বার্কসের সামনে দাঁড়ালো। দোকানটায় হ্যারি জীবনে কখনো ঢোকেনি। ওখানে নানা রকমের ভীতিকর জিনিসপত্র পাওয়া যায়–মাথার খুলি, পুরনো দিনের শিশি বোতল। ওরা বাইরে থেকে দেখলো ড্রেকো ম্যালফয় দোকানের ভেতরে ওদের দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ড্রেকো ম্যালফয়কে কালো একটা ক্যাবিনেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হ্যারির মনে পড়ে গেল একবার ও ড্রেকো আর লুসিয়াসের হাত থেকে বাঁচার জন্য এরকম একটা কালো ক্যাবিনেটে লুকিয়েছিল। ম্যালফয়ের দাঁড়ানোর ভঙ্গি ও হাতনাড়া দেখে মনে হলো খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। দোকানের মালিক তেলতেলে চুলওয়ালা কুজ-বৃদ্ধ মি. বোরজিন তার সঙ্গে কথা বলছে। মনে হলো ওরা খুব সিরিয়াস কিছু আলোচনা করছে। বৃদ্ধের চোখে মুখে ভয় মিশ্রিত ছাপ।

হারমিওন বললো, ওদের কথা যদি শোনা যেত। শুনতে পারা যাবে, রন বললো। তারটা ঝুলিয়ে দাও।

রন ওর হাতের বড় বাক্সটা থেকে একটা তার বার করে বললো, এই দেখো এক্সটেনডেবল ইয়র্স! উঃ এই তো পেয়েছি, ভাগ্যিস কিনেছিলাম।

চমৎকার, হারমিওন বললো। রন একটুও সময় নষ্ট না করে ছোট মাইক্রোফোন লাগানো তারটা দোকানের দরজার তলার দিকে চুপিসারে লাগিয়ে দিল। মনে হয় দরজাটা বন্ধ হলেও যন্ত্রটা কাজ করবে। হারমিওন বললো।

রন বললো, চুপ, শোনো...। ওরা তিনমাথা কাছে নিয়ে তারের মুখে কান রাখলো। ম্যালফয়ের কথাবার্তা পরিস্কার শুনতে পেলো অনেকটা রেডিওর মতো।

আপনি জানেন কেমন করে ওটা লাগাতে হয়?

খুব সম্ভব, বোরজিন বললেন। এমনভাবে বললেন যেনো ম্যালয়ের কোন ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চান না। আমাকে নিজের চোখে দেখতে হবে... তা তুমি ওটা সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে এলে না কেন?

সম্ভব নয়, ম্যালফয় বললো। ওটা লাগাতে হবে, আপনি শুধু আমাকে বলন কেমন করে লাগাতে হয়?

হ্যারি দেখলো বোরজিন ঠোঁট দুটো ভয়ে ভয়ে জিব দিয়ে চাটলো।

শোনো, না দেখে, আমি বলছি কাজটা খুব কঠিন, বলতে পারো অসম্ভব। আমি কিন্তু কোনো গ্যারান্টি দিতে পারছি না।

দিতে পা র বো না? ম্যালফয় চিবিয়ে চিবিয়ে বললো। হ্যারি ম্যালয়ের গলার শব্দ শুনে বুঝতে পারলো ম্যালফয় বোরজিনের কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ভাবছে। তার মানে আপনি করতে চান না।

ম্যালফয় বোরজিনের দিকে এগিয়ে গেলো তারপর ক্যাবিনেটের আড়ালে চলে গেল। হ্যারি রন আর হারমিওন একপাশে সরে গেল, উঁকি ঝুঁকি মেরে ওকে দেখার চেষ্টা করলো, কিন্তু ম্যালয়কে দেখতে পেলো না। কিন্তু বোরজিনকে দেখা গেল। তাকে খুবই আতঙ্কিত মনে হলো।

কাউকে এ বিষয়ে বললে বুঝতেই পারেন, ম্যালফয় বললো, কী উত্তর আপনি পাবেন। আপনি ফেনরির গ্রেব্যাকের নাম শুনেছেন? উনি আমাদের পরিবারের বন্ধু, উনি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন আপনি এ কাজটি মনোযোগ দিয়ে করছেন কি না।

তার কোনো প্রয়োজন হবে না।

সে আমি ঠিক করবো, ম্যালফয় বললো। যাকগে এখন আমি চলি। আর সেটা খুব সাবধানে রাখবেন, আমার দরকার হবে।

তুমি ইচ্ছে করলে এখনই ওটা নিয়ে যেতে পারো?

না, অবশ্যই না। মূর্খ বুড়ো ওটা রাস্তাতে হাতে করে নিয়ে গেলে কেমন দেখাবে? ওটা বিক্রি করবে না বলে দিলাম।

না স্যার নিশ্চয়ই বিক্রি করবো না।

বোরজিন ম্যালয়ের সামনে মাথা নত করলো। অনেকদিন আগে হ্যারি বোরজিনকে লুসিয়াস ম্যালয়ের সামনে একইভাবে মাথা নোয়াতে দেখেছিলো।

বোরজিন, আমার সঙ্গে আপনার যে কথাগুলো হলো তা গোপন রাখবেন, কাউকে একটি শব্দও বলবেন না, এমনকি তার মধ্যে আমার মাও আছেন। ভালো করে বুঝতে পেরেছেন তো?

বোরজিন ঠিক আগের মতো মাথা নুইয়ে বিড়বিড় করে বললো, হ্যাঁ স্যার... কাউকে না।

একটু পর ম্যালফয় ঔদ্ধত চালে দোকান থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজাটার ঘন্টিটা বাজলো। ওর মুখ দেখে হ্যারিদের মনে হলো ও খুশিতে ডগমগ।

হ্যারি, রন ও হারমিওনের পাস দিয়েই ম্যালফয় গেল কিন্তু অদৃশ্য ক্লোক পরে থাকায় ওদের দেখতে পেলো না। দোকানের ভেতর বোরজিন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে, ওর মুখের কৃত্রিম হাসি মিলিয়ে গেছে। খুবই চিন্তিত মনে হলো।

রন এক্সটেনডেবল তার গোটাতে গোটাতে বললো, ব্যাপারটা বোঝা গেলো।

হ্যারি চিন্তান্বিত মুখে বললো, বুঝলাম না। এইটুকু বুঝলাম একটা কিছু ও সারতে দিতে চায়, দোকানেই রেখে.... আচ্ছা ও যখন ওইটে বললো, তার মানে কোনটা?

দেখিনি, ওতো ক্যাবিনেটের আড়ালে ছিলো। হারমিওন ফিসফিস করে বললো, তোমরা এখানে দাঁড়াও আমি আসছি। কোথায় যাচ্ছো?

হারমিওন প্রশ্ন করার আগেই ক্লোকের বাইরে চলে এসেছে। বোরজিনের দোকানের সামনে এসে জানালার কাঁচে চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে গটগট করে দোকানে ঢুকলো, ঢোকার সময় দরজা লাগানো ঘন্টিটা টং করে বেজে উঠলো। রন একটুও সময় নষ্ট না করে এক্সটেন্ডেবল ইয়ার্স দরজার কাছে আবার লাগিয়ে, একটা তার হ্যারির কাছে টেনে আনলো।

দোকানে ঢুকে হারমিওন বললো, কী বাজে সকাল! তাই নয় কি! দোকানী কোন উত্তর করলো না। হারমিওন একটু হেঁটে একটা শোকেসের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই নেকলেসটা কি বিক্রির জন্য? ঝুঁকে পড়ে গ্লাসকেসের মধ্যে রাখা নেকলেসটা দেখতে লাগলো।

বোরজিন ক্যাটক্যাট করে বললো, হ্যাঁ, তবে তোমার কাছে কি দেড় হাজার গ্যালিওন আছে?

ওহ নেই তো, হারমিওন বললো। তারপর সরে গিয়ে অন্য একটা মাথার খুলি দেখিয়ে বললো, বাঃ বড়ো সুন্দরতো... এটার দাম?

ষোলো গ্যালিওন। এটা তাহলে বিক্রির জন্য রেখেছেন, কেউতো এটা কিনবে বলে যায়নি?

বোরজিন কথাটা শুনে ভুরু কুঁচকালো। হ্যারি জানে হারমিওন কেন দোকানে গেছে। পেটের ভেতরটা গুড় গুড় করে উঠলো। আড়চোখে বাইরে তাকালো।

বলছিলাম, একটু আগে যে ছেলেটি আপনার দোকানে এসেছিল সে ড্রেকো ম্যালফয়। ও আমার বন্ধু, আমি ওকে ওর জন্মদিনে একটা কিছু উপহার দিতে চাই,

তো এই সকালটা খুব সুন্দর, ও যদি এটাকে কিনবে বলে আপনাকে বলে গিয়ে থাকে, তাহলে একই জিনিস উপহার দেওয়া কি ঠিক হবে... তাই...।

হ্যারির মনে হলো হারমিওনের কথা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, ও যে ফাঁকি দিচ্ছে এটা বোরজিনও বুঝবে। হারমিওন মিথ্যে কথা বলছে বোরজিন বুঝতে পারলো।

যাও, বোরজিন কর্কশ স্বরে বললো, বেরিয়ে যাও দোকান থেকে।

হারমিওন কালবিলম্ব না করে দোকান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দরজার কাছে এলো। ওর পেছনে বোরজিন। বোরজিন দোকানের দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে দিল। তারপর বন্ধ দরজায় ঝুলিয়ে দিল দোকান বন্ধ।

রন অদৃশ্য হবার ক্লোকটা হারমিওনের গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বললো, বাঃ বাঃ সুন্দর, ভালোই চেষ্টা করলে কিন্তু ধরা পড়ে গেলে।

মাস্টার অব মিস্ট্রি পরের বার আমাকে শিখিও কেমন করে করতে হবে, হারমিওন কটকট করে বললো।

রন ও হারমিওন উইজার্ড হুইজেস পৌঁছলো। দেখলো মিসেস উইসলি আর হ্যাগ্রিড ওদের না দেখতে পেয়ে খুব চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হ্যারি ওর অদৃশ্য হবার ক্লোকটা খুলে ফেললো, ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রন আর হারমিওনের পাশে এসে দাঁড়ালো। মিসেস উইসলি ওদের দেখে বললেন, তোমরা কোথায় ছিলে? রন বললো, কেন, আমরা তো দোকানের পেছনের ঘরে জিনিসপত্র দেখছিলাম।

দ্য স্লাগ ক্লাব

হ্যারি পুরো সপ্তাহটার ছুটির দিনে নকটার্ন এ্যালিতে ম্যালয়ের অদ্ভুত আচরণের কারণ উদঘাটন করার চেষ্টা করতে লাগল। ম্যালফয়ের দোকান থেকে বেরোবার সময় তার মুখের হাসি হ্যারির আরো বেশি বিরক্তির কারণ হয়ে উঠলো। হাসিটা সফলতার। শুভ খবরের। ওদিকে হারমিওন ও রনকে ম্যালয়ের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো না। হ্যারি দুএকদিন ম্যালয়ের বোরজিনের দোকানে যাওয়ার ব্যাপারে ওদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলো; কিন্তু ওদের কোনো উৎসাহ নেই দেখে চুপ করে যায়।

হ্যাঁ, আমি বলছি না যে আমার সন্দেহ হয়নি, যথেষ্ট সন্দেহ হয়েছিলো বলেই তো দোকানে গিয়েছিলাম, হারমিওন বললো। হারমিওন ফ্রেড আর জর্জের ঘরে জানালার ধারে একটা কাবার্ডের ওপর পা দুটো তুলে বসেছিলো। মাঝে মাঝে বিরক্ত মাখানো মুখে অ্যাডভান্স রিউনের অনুবাদের নতুন কপিটা দেখছিলো।

হতে পারে ওর হাতটা ভেঙে গেছে, রন ওর ঝাড়ুটার শেষ প্রান্ত সোজা করবার চেষ্টা করতে করতে অস্পষ্টভাবে বললো। ওর কুঁচকে যাওয়া হাতটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো?

কিন্তু যখন ও বললো, ওটা সাবধানে রাখতে ভুলবে না, তার মানে কি? হ্যারি বার বার একই প্রশ্ন করতে লাগলো। কথাটা শুনে আমার মনে হয়েছে, ম্যালফয় যে জিনিসটা কিনতে চেয়েছে–দুটো আছে, একটা ভাঙা, অন্যটা ভাঙা নয়।

তোমার মনে আছে? রন ঝাড়ুর ধূলো ঝাড়ুতে ঝাড়ুতে মুখ না তুলে বললো।

হ্যাঁ, মনে আছে, হ্যারি বললো। কথাটা শুনে রন বা হারমিওন চুপ করে রইলো। ম্যালয়ের বাবা এখন আজকাবানে। তোমাদের কি মনে হয় না ম্যালফয় কোনো প্রতিশোধ নিতে চাইছে?

রন মুখটা তুলে পিটপিট করে তাকালো। ম্যালফয় বদলা নেবে? ও এখন কি করতে পারে?

সেটাই তো আমার মূল প্রশ্ন, সমাধান করতে পারছিনে, হ্যারি হতাশ হয়ে বললো। কিন্তু ও একটা কিছু করতে চায়, আমাদের উচিত ও কি করতে চাইছে সেটা জানা। তোমরা তো জানো ওর বাবা একজন ডেথইটার... আর...।

হারমিওন যে খোলা জানালার ধারে বসেছিলো হ্যারি সেইদিকে মুখ হা করে তাকালো। হঠাৎ তার মনে চমকে ওঠা এক ভাবের সৃষ্টি হলো। ও চনমন করে উঠলো। হারমিওন সেটা লক্ষ্য করে বললো, হ্যারি, হ্যারি কি ব্যাপার বলতো?

রন হকচকিয়ে বললো, তোমার কাটা দাগ চুলকোচ্ছে?

ম্যালফয় একজন ডেথইটার, হ্যারি খুব ঢিমে তালে বললো। ও ওর বাবার শূন্যস্থানে ডেথইটার হয়েছে।

নীরবতা ভঙ্গ করে রন হাসতে হাসতে ফেটে পড়লো।

ম্যালফয়? ওর বয়সতো মাত্র সোল, হ্যারি! তোমার কি মনে হয় ইউ-নো-হু ওকে ডেথইটারদের দলে নেবেন?

মনে হয় সম্ভাবনা কম, হ্যারি, হারমিওন সুচিন্তিত কণ্ঠে বললো। হঠাৎ তোমার এ কথাটা মনে হলো কেন?

মনে আছে যখন মাদাম মালকিন তার দোকানে... ম্যালফয়কে স্পর্শ করার আগেই ও কিরকম চিৎকার করেছিল। মাদাম মালকিন ওর রোবসের হাতাটা সামান্য গোটাতে গিয়েছিলেন মাত্র। ওর বাঁ হাত। ওই হাতে অবশ্যই ডার্কমার্কের ছাপ দেওয়া হয়েছে।

রন ও হারমিওন হ্যারির কথা শুনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। বেশ... রনের কথার মধ্যে অবিশ্বাসের ছাপ।

হ্যারি, আমার মনে হয় ও তখন সেখান থেকে চলে আসতে চেয়েছিলো, হারমিওন বললো।

ও বোরজিনকে একটা জিনিস দেখিয়েছিল। জিনিসটা যে কি আমরা দেখতে পাইনি, হ্যারি ম্যালয়ের বিরুদ্ধে যা বলছিলো সেটা যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য জোর দিয়ে বললো। এমন একটা জিনিস যাতে বোরজিন ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। আমি জানি, ডার্কমার্ক দেখিয়েছিলো, তোমরা তো বোরজিনের মুখটাও দেখেছিলে! ওর ধমকানিতে ভয় পেয়েছিলো।

রন, হারমিওন আবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। আমি খুব একটা ভালো করে দেখিনি, হারমিওন বললো।

ইয়াহ, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিনে ইউ-নো-হু ম্যালফয়কে তার দলে নেবেন।

হ্যারি ওদের ওপর রেগে গেল; কিন্তু ওর ধারণা যে ভ্রান্ত নয় সে সম্বন্ধে ও একটুও সরলো না। একরকম রেগেমেগে পুরনো কিডিচের জার্সি নিয়ে ও বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

মিসেস উইসলি বেশ কয়েকদিন ধরে ওদের বলে চলেছেন ওরা যেনো ওদের ময়লা পোশাক-আশাক ভালো করে ধুয়ে নেয় এক্ষুণি। যাওয়ার আগের দিন যেন কোনো তাড়াহুড়ো না লাগে। তাছাড়া দরকারি জিনিসপত্রও যেন গুছিয়ে নেয়।

সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ হ্যারির জিনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। জিনির হাতে লন্ড্রি থেকে কাচিয়ে আনা জামা-কাপড়।

ও হ্যারিকে বললো, আমি কিন্তু এখন কিচেনে যাবে না। একই সঙ্গে হ্যারিকে বিপদসংকেত দিলো তুমিও যেওনা, কম-বুদ্ধিরা সেখানে।

হ্যারি হেসে বললো, ভয় নেই ওখানে আমি যাচ্ছিনে।

কিন্তু কিচেনে যেতেই হলো হ্যারিকে। গিয়ে দেখলো খাবার টেবিলে মুখোমুখি বসে, ফ্লেউর আর বিল তাদের আসন্ন বিয়ে নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা, কথাবার্তা বলছে আর একদিকে মিসেস উইসলি একগাদা ছাড়ানো সম্পাউটের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন মুখে নিদারুণ বিরক্তির প্রলেপ নিয়ে। দেখলেই বোঝা যায় যেকোনও মুহূর্তে ফেটে পড়বেন রাগের চোটে।

বিল আর আমি ঠিক করেছি আমাদের বিয়েতে দুজন মাত্র ব্রাইডসমেড (কনের প্রধান সহকারী রূপে) থাকবে, জিনি আর গেবরিয়েলে দুজনেই খুবই মিষ্টি মেয়ে, দারুণ মানাবে। ভাবছি তার ড্রেসিং হবে হাল্কা সোনালী গোলাপী রঙের।

জিনির চুলের সঙ্গে দারুণ বিশ্রি দেখাবে (সবই বিকৃত ইংরেজি উচ্চারণে বললো)।

মিসেস উইসলি হ্যারিকে দেখে যেনো হালে পানি পেলেন। ফ্লেউরের একঘেয়ে কথায় মাথা ধরে গিয়েছিলো। আহা! হ্যারি তুমি এসেছো খুব ভালো হয়েছে। আমি কাল

তোমাদের হোগার্টসে নিরাপদে যাওয়ার ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা করবো ভেবেছিলাম। আমাদের এবারও মিনিস্ট্রি গাড়ি দেবে, স্টেশনে অররও থাকবে।

টোংকস কি স্টেশনে যাবে? হাতের কিডিচের জিনিসপত্র টেবিলের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করল।

না, আমি খুব নিশ্চিত নই। আর্থার বলেছে তাকে অন্য কোন জায়গায় বদলি করা হয়েছে।

ফ্লেউর ওর ধাঁধা লাগানো প্রতিবিম্ব ওর হাতের একটা চামচের উল্টোপিঠে দেখতে দেখতে খুশি হয়ে ওর বিকৃত ইংরেজি উচ্চারণে বললো, ও যেখানে খুশি থাক। ওকে স্টেশনে থাকতে বললে খুব ভুল হবে।

ধন্যবাদ! মিসেস উইসলি ফ্লেউরকে বললেন। হ্যাঁ হ্যারি তুমি কিন্তু আজ রাতেই তোমার ট্রাঙ্ক গুছিয়ে রাখবে যদি সম্ভব হয়। আমি কিন্তু যাবার সময় একটুও তাড়াহুড়ো, এটা নেই, ওটা নেই, ভুলে গেছি–এসব একদম পছন্দ করি না।

তাহলেও পরদিন সকালে ওদের ব্যারো ছেড়ে কিংক্রস স্টেশনে যাওয়ার ব্যাপারটা অন্যবারের চাইতে সুন্দরভাবে হলো।

মিনিস্ট্রির গাড়ি ব্যারোর সামনে এসে দাঁড়ালো। সকলেই তখন তাদের মাল বোঝাই ট্রাঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করছে। হারমিওনের বেড়াল কশ্যাংকস নিরাপদে বাস্কেটের মধ্যে বসে রয়েছে, হেডউইগও। বনের পেঁচা পিগউইজিয়ন আর জিনির প্রিয় পিগমি-পাফ, আর্নয়ন্ড খাচার মধ্যে।

ফ্লেউর হ্যারিকে খুব জোরে চুম্বন করে বললো, হ্যারি শুভযাত্রা–বিদায়, রন প্রায় দৌড়ে দৌড়ে আসার সময় জিনির ইচ্ছাকৃত পা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো–পড়লোতো ফ্লেউরের পায়ের কাছে একগাদা ধূলো উড়িয়ে। রন অগ্নিশর্মা হয়ে কারও সঙ্গে কথা না বলে গাড়িতে বসলো। কাউকে গুডবাইও করলো না।

কিংক্রস স্টেশনে সদাহাস্যমুখী হ্যাগ্রিডকে দেখা গেলো না। তার বদলে দুজন গম্ভীরমুখো দাড়িওয়ালা গাঢ় রঙের মাগল স্যুট পরা অরর এসেছে। গাড়ি থামতেই ওরা সামনে এসে দাঁড়ালো। সকলকে ঘিরে রেখে গম্ভীর মুখে স্টেশনের দিকে চললো।

মিসেস উইসলি ছেলে-মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা দেখে মহাখুশি। তাড়া দিয়ে বললেন, কুইক, কুইক... হ্যারি তুমি সবার আগে চলো।

মিসেস উইসলি একজন অররকে ইশারা করতেই ও হ্যারির কনুইটা ধরে ওকে নয় ও দশের প্লাটফরমের শক্ত বাধার দিকে তার ট্রলি ঠেলে নিয়ে যেতেই হ্যারি বললো, হাতটা ছাড়ুন আমি হাঁটতে পারি, ধন্যবাদ। টান মেরে হ্যারি হাতটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর এক সেকেন্ড পরে দেখলো পৌনে দশ, প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাটফরমে টকটকে লাল

রঙের হোগার্টস এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন থেকে কালো ধোয়া নির্গত হচ্ছে। একটু পর হারমিওন, রন, জিনি এসে পৌঁছল। হ্যারি অররকে কোনরকম তোয়াক্কা না করে কোন কামরা মোটামুটি খালি আছে খোঁজ করতে লাগল। ওর পেছনে পেছনে হারমিওন ও রনকে আসতে বললো।

তা হবে কেন, হ্যারি, আমি আর রন প্রিফেক্ট আমাদের প্রথমে তো প্রিফেক্ট কমপার্টমেন্টে যেতে হবে। তারপর ট্রেনের করিডরে হেঁটে সকল কিছু ঠিকমত আছে কি না দেখতে হবে।

হ্যারি বললো, তাইতো একদম ভুলে গেছি।

মিসেস উইসলি খুব নার্ভাস। ওদের ধ্বইকে পাটফরমে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে হাত ঘড়িতে সময় দেখে বললেন, মাত্র কয়েক মিনিট সময় আছে। ট্রেন ছাড়ার আগে নিজেদের কামরায় চলে যাও। রন মন দিয়ে পড়াশুনা করবে। বছরটা তোমাদের খুব আনন্দে কাটুক।

হ্যারি হঠাৎ বলে উঠল, মি. উইসলি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

ও হ্যাঁ অবশ্যই, আর্থার উইসলি একটু আশ্চর্য হলেও তিনি হ্যারিকে নিয়ে সামান্য তফাতে দাঁড়ালেন।

হ্যারি অনেক ভাবনা-চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছে, মিস্টার আর্থার এখন মিনিস্ট্রিতে দায়িত্বশীল পদে আছেন ওনাকে ব্যাপারটা জানালে হয়তো কাজ হতে পারে। তাছাড়া মি. উইসলি খুব ঠাণ্ডা মানুষ... কথাটা শুনে রাগ করবেন না।

ও আড়চোখে দেখলো মিসেস উইসলি আর দুই হুঁকোমুখো অরর ওর দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রয়েছে।

আমরা সেদিন যখন ডায়াগন এ্যালিতে গিয়েছিলাম, হ্যারি বললো, কিন্তু তার আগেই মিস্টার আর্থার হয়তো ও কি বলতে চায় বুঝতে পেরে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমাকে কি তোমার কাছ থেকে এ কথা জানতে হবে ফ্রেড-জর্জের ভেতরের রুমে না যেয়ে তোমরা তিন বন্ধুতে কোথায় গিয়েছিলে?

আপনি কেমন করে জানলেন? হ্যারি, তুমি এমন একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলছ যিনি ফ্রেড-জর্জের বাবা। ও না, হা... আমরা সেখানে ছিলাম না। খুব ভালো, তাহলে কি বলতে চাও শুনি। আমরা অদৃশ্য হবার ক্লোক গায়ে দিয়ে ড্রেকো ম্যালফয়ের পিছু নিয়েছিলাম। কোনো বিশেষ কারণ ছিলো? না অন্য কোনো কারণে?

কারণ? আমাদের ধারণা হয়েছিল ম্যালফয় কিছু অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছে, হ্যারি বললো। মিস্টার উইসলি যে ওর দিকে সহাস্যে, কৌতূহলী হয়ে চেয়ে আছেন সেদিকে

হ্যারির কোনো খেয়াল নেই। ম্যালফয় ওর মার চোখে ধূলো দিয়ে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে জানার জন্য।

অবশ্যই তোমরা গিয়েছিলে আমি জানি; কিন্তু কি হয়েছিল তার কিছু জানতে পারলে ভালো হতো।

ও বোরজিন অ্যান্ড বার্কসে গিয়েছিল, হ্যারি বললো। সেখানে গিয়ে বোরজিনকে বিরক্ত করছিল, বলেছিল একটা কিছু মেরামত করে দিতে। আরো বলেছিল ওর জন্য একটা জিনিস রেখে দিতে। ওর কথা শুনে মনে হচ্ছিল দুটো একই রকমের জিনিস... একটা মেরামত হবে ও একটা সে কিনবে।

হ্যারি একটানা কথাগুলো বলে খুব বড় দেখে একটা নিঃশ্বাস নিল।

তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার। মাদাম মালকিন ওর বাঁ হাত স্পর্শ করতেই ম্যালফয় যেন এক মাইল লাফিয়ে উঠল, আমরা তিনজনেই দেখেছি। আমার সন্দেহ ওর হাতে ডার্কমার্কের ছাপ আছে, আরো মনে হয় ওর বাবার স্থানে সে ডেথইটার হয়েছে।

মি. উইসলি অবাক হয়ে হ্যারির মুখের দিকে তাকালেন। তারপর কয়েক সেকেন্ড পরে বললেন, হ্যারি, আমার মনে হয় না যে ইউ-নো-হু একটা ষোল বছরের ছেলেকে ডেথইটার করে তার দলে নেবেন।

সকলেই কি জানে ইউ-নো-হু কি চায়, কি করছে, কি করছে না? ওর ধারণাটা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না বলে হ্যারি একটু ক্রুদ্ধ হলো। মি. উইসলি, আমি অতি দুঃখের সঙ্গে বলছি... ব্যাপারটা তদন্ত করা দরকার? যদি ম্যালফয় কিছু মেরামত করতে চায় আর সেটা এমন কিছু নাহলে বোরজিনকে শাসাতে হবে কেন, মনে হয় ভয়ঙ্কর কিছু করতে চায়।

হ্যারি সত্যি কথা বলতে কি আমার মনে হয় সেরকম কিছু নয়। মি, আর্থার কথাগুলো ধীরে ধীরে বললেন। তুমি বোধহয় জানো বা শুনে থাকবে লুসিয়াস ম্যালফয়কে গ্রেফতার করার আগে আমরা ওর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিলাম। যেসব ক্ষতিকর জিনিসপত্র ওর বাড়িতে ছিল সবইতো আমরা নিয়ে এসেছি।

আমার মনে হয় আপনি কিছু জিনিস নিতে পারেননি, হ্যারি একগুঁয়ের মতো বললো।

মি. উইসলি বললেন, হতে পারে, তা হয়তো হতে পারে! মি. উইসলির মুখ দেখে আর কথা শুনে হ্যারির মনে হলো ওকে শান্ত করার জন্য কথাটা বললেন।

হ্যারি শুনতে পেল ট্রেন ছাড়ার তীব্র বাঁশির শব্দ। দেখলো ট্রেনে প্রায় সকলেই উঠে পড়েছে, দরজা বন্ধ হচ্ছে।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো, মি. উইসলি হ্যারিকে তাড়া দিলেন, ওদিকে মিসেস উইসলি খুব জোরে জোরে বললেন, হ্যারি, হ্যারি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো!

সে দৌড়ালো, মিস্টার ও মিসেস উইসলি ওর ট্রাঙ্কটা ধরে ট্রেনে তুলে দিলেন।

তো হ্যারি ডিয়ার ক্রিসমাসে আসছো তো? আমাদের সঙ্গে ডাম্বলডোরের কথাবার্তা হয়ে গেছে। শিগগিরই দেখা হবে। মিসেস উইসলি দরজার জানালার কাঁচের ওধার থেকে বললেন। হ্যারি দরজাটা বন্ধ করে দেবার সাথে সাথে ট্রেন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো। তোমরা সবাই ভালো থাকবে, শরীরের যত্ন নেবে, ভালো থেকো...।

ট্রেন একটু একটু করে গতি বাড়ালো। মিসেস উইসলি ট্রেনের চলার সাথে তাল রেখে দৌড়াচ্ছেন।

ভালো হয়ে থাকবে কিন্তু। সাবধানে থাকবে।

ট্রেনটা বাঁক নিয়ে মিসেস উইসলির দৃষ্টির অন্তরালে না যাওয়া পর্যন্ত হ্যারি হাত নাড়াতে লাগলেন। তারপর হ্যারি গেল দেখতে রন ও হারমিওন কোথায় রয়েছে। ওরা প্রিফেক্ট কামরায় পাশাপাশি বসেছে। জিনিকে দেখল করিডরে দাঁড়িয়ে বান্ধবীদের সঙ্গে কথা বলছে। ওদের পাশ দিয়ে নিজের ট্রাঙ্কটা টানতে টানতে হ্যারি একটা কামরার দিকে চললো।

ট্রেনের যাত্রিরা হ্যারির দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকায়। অনেকেই কামরার জানালার কাঁচে মুখ চেপে ওকে দেখতে লাগলো।

ট্রেনের দোলা আর ঝাঁকুনির মধ্যে বোকার মতো দাঁড়িয়ে না থেকে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। ডেইলি প্রফেট ওর সম্বন্ধে লিখেছে দ্য চোজেন ওয়ান। হ্যারি হাজার দৃষ্টির মাঝে বিরাট স্পট লাইটের উজ্জ্বল আলোতে একটুও আনন্দের অনুভূতি পায়, বরং এখান থেকে সরে যেতে পারলে বাঁচে। ও পেছনে ফিরে জিনির কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে বললো, একটা কামরা খুঁজে দেবে?

পারবো না হ্যারি, ডিনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, জিনি হাসতে হাসতে বললো। পরে দেখা হবে হ্যারি।

ঠিক আছে, হ্যারি বললো। জিনি ওর লাল চুল দুলিয়ে চলে যাবার সময় ও অদ্ভুত এক বিরক্তি অনুভব করলো। গ্রীষ্মকালে ও ব্যারোতে জিনির উপস্থিতিতে এত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো যে একেবারেই বিষয়টি ভুলে গিয়েছিলো। স্কুলে জিনি শুধু ওর সঙ্গেই নয় রন ও হারমিওনের সঙ্গেও ঘোরাফেরা করে না। তারপর ও অর্ধনমিলিত চোখে ভাসাভাসাভাবে চারদিকে তাকালো, মনে হলো ও যেনো অনেক সম্মোহক জাদুতে ভরা কিশোরীদের মাঝে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে। ও অস্থিরভাবে ট্রেনের দোলায় দুলতে দুলতে ভাবতে লাগল–ডাম্বলডোর ওকে বারবার বলেছেন, তোমায় বাঁচতে হবে, ভোল্ডেমর্টকে রুখতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই, হা! তোমাকে অবশ্যই ওকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রফেসির জন্য নয়। কারণ তুমি, তুমি নিজে। তুমি চুপ করে থাকবে না যতদিন না পৃথিবী থেকে পাপ বিদায় নিচ্ছে। ভবিষ্যদ্বাণী থাক বা না থাক হ্যারিকে নিজের প্রয়োজনেই পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করতে হবে, পাপকে নির্মূল করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মাথা উঁচু করে ফিরতে হবে, তাকে দায়িত্ব নিতেই হবে, কারণ ম্যাজিক দুনিয়াতে তার ভাষায় ও হচ্ছে দ্য বয় হু লিভড।

পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই ও বেঁচে থাকবে। তাহলেই তো দ্য বয় হু লিভডের সার্থকতা–হ্যারি ডাম্বলডোরের কাছে শুনেছে শিশু অবস্থাতে ভোল্ডেমর্ট ওকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। সেই হত্যা প্রচেষ্টায় আক্রমণের চিহ্ন হিসেবে ওর কপালে রয়েছে একটি বিদ্যুতের রেখার মতো দাগ। যখনই ভোল্ডেমর্ট হ্যারির প্রতি মনোযোগ দেয়, তখনই সেই দাগে জ্বালা করে, চুলকোয়!

হাই হ্যারি! পিছনে এক অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে হ্যারি বাস্তব জগতে ফিরে এলো।

পেছনে তাকিয়ে নেভিলকে দেখে হ্যারি স্বস্তি পেলো। মাথার ব্যথাটা কমছে। গোলমুখো নেভিল ওর দিকে হন্তদন্ত হয়ে আসছে ট্রেনের ঝাঁকুনি উপেক্ষা করে। নেভিলের পেছনে একটি মেয়ে, লম্বা লম্বা চুল বড়ো বড় স্বপ্নালু দুই চোখ তার!

লুনা, হাই কেমন আছো তুমি?

খুব ভালো, তুমি ভালো আছো হ্যারি? লুনা বললল। ওর হাতে একটা পত্রিকা, বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা পত্রিকার মধ্যে রয়েছে এক জোড়া বিশেষ চশমা স্পেকট্রেসপেকস বিনামূল্যে!

ওহো তোমার হাতে দ্য কুইবলার এখনও চলছে, তোমার বাবা চালাচ্ছেন? হ্যারি প্রশ্ন করলো। হ্যারির কুইবলারের ওপর দূর্বলতা আছে। গত বছরে ওর এক্সকুসিভ সাক্ষাৎকার ছেপেছিল।

লুনা কাগজটা বুকে চেপে ধরে খুশিতে উপচে পড়ে বললো, সাকুলেশন অনেক বেড়ে গেছে।

চলো কোথাও বসা যাক, হ্যারি বললো। চলন্ত ট্রেনে ওরা দুলতে দুলতে একদল ছেলের দৃষ্টির প্রাচিরের পাশ দিয়ে প্রায় একটা খালি কামরা পেয়ে সেখানে বসলো।

ওরা আমাদের দিকেও তাকাচ্ছিলো, যেহেতু তোমার সাথে আমরা আছি, নেভিল বললো।

না, তুমি তো মিনিস্ট্রিতে ছিলে তাই, হ্যারি বললো ওর ট্রাঙ্কটা লাগেজ র‍্যাকে তুলতে তুলতে। তুমি তো ডেইলি প্রফেট পড়ো, নিশ্চয়ই আমাদের ছোটখাটো অ্যাডভেঞ্চার সম্বন্ধে কিছু পড়েছো?

ভেবেছিলাম গ্র্যান্ডমা ওইসব খবর পড়লে... মানে পাবলিসিটির জন্য ক্ষেপে যাবেন, নেভিল বললো। কিন্তু সত্যি খুশি হয়েছেন... বলেছেন, তুমি তোমার বাবার মতো জাদুকর হয়েছ আমি দেখে যেতে চাই। এই দেখো এই নতুন দণ্ডটা কিনে দিয়েছেন।

হ্যারিকে ও জাদুদণ্ডটা দেখালো। চেরি আর ইউনিকনের চুল লাগানো। মনে হয় এটাই অলিভেন্ডারের শেষ বিক্রি, পরদিন ও নিখোঁজ হয়ে গেল। এই ট্রেভর এদিকে এসো। ওর ব্যাঙটা ছাড়া পাবার জন্য চেষ্টা করেছিল।

হ্যারি, আমরা কী ডিএ মিটিং এ বছর করবো? লুনা কুইলারের পাতা থেকে ফ্রি দেওয়া সাইকেডেলিক স্পেক্টাকলস ছিঁড়তে ছিঁড়তে প্রশ্ন করল।

এখন আর দরকার নেই, আমব্রিজের হাত থেকে আমরা ছাড়া পেয়েছি তাই? হ্যারি বললো বসতে বসতে। নেভিল হেলান দিয়ে বার্থে বসলো। কথাটা শুনে খুব হতাশ হয়েছে মনে হলো।

আমার ডিএ (ডিফেনস এগেন্সট ডার্ক আর্টস) খুব ভালো লেগেছিল তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম।

আমারও মিটিং খুব ভালো লাগতো, লুনা বললো। অনেক বন্ধু-বান্ধব হতো।

লুনা মাঝে মাঝে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে। শুনে হ্যারি বিরক্ত হয়, ওকে হতবুদ্ধি মনে হয়। ও কিছু বলতে যাবে ঠিক সেই সময় কামরার বাইরে হৈ চৈ শোনা গেল। চতুর্থ বর্ষের কিছু ছাত্রী বাইরে থেকে হাসছে, ফিসফাস করছে।

একজন বললো, তুমি ওকে জিজ্ঞেস করো?

না, তুমি করো! আচ্ছা আমি করছি।

ওদের মধ্যে একটি মেয়ে, বেশ সাহসী মনে হলো ওর মুখ দেখে, বড় বড় টানা টানা চোখ, দেখার মত থুতনি, কালো লম্বা চুল, কাঁচের দরজা ঠেলে হ্যারির কামরায় ঢুকলো। হাই হ্যারি, আমি রোমিল্ডা, রোমিল্ডা ভানে, বেশ স্পষ্ট করে জোর দিয়ে বললো। তুমি এসো না আমাদের কামরায়? এদের সঙ্গে তোমাকে বসতে হবে না, নেভিলকে দেখিয়ে বললো। নেভিল তখন ওর ব্যাঙ খুঁজতে ব্যস্ত। লুনা বিনামূল্যের স্পেকট্রেসপেকস চোখে লাগিয়েছে। ওকে অস্থির চিত্তের বহু রংয়ের পেঁচার মতো দেখাচ্ছে।

হ্যারি বললো, ওরা আমার বন্ধু।

ওহো তাই? মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে বললো। ঠিক আছে... ঠিক আছে। দরজাটা বন্ধ করে ও চলে গেল।

লুনা বললো, সকলেই শান্ত বন্ধু চায়। লুনা তার স্বভাবসিদ্ধ অপ্রীতিকর সত্যটি বললো।

কেন তুমি কি শান্ত প্রকৃতির বন্ধু নও? হ্যারি বললো। ওদের মধ্যে কেউতো সেদিন মিনিস্ট্রিতে ছিল না, আমার হয়ে লড়াইও করেনি।

লুনা হ্যারির কথায় আনন্দিত হয়ে বললো, শুনে ভাল লাগলো। এরপর সে কুইবলার পড়া শুরু করলো।

নেভিল ব্যাঙটাকে আদর করতে করতে বললো, আমার গ্রান্ডমা বলেন, মিনিস্ট্রির সকলের মেরুদণ্ড এক করলেও তোমাদের হ্যারি পটারের মেরুদণ্ডের সমকক্ষ হবে না। তোমার মতো নাতি পেলে অনেক অনেক কিছু তিনি দেবেন।

হ্যারি ওই প্রসঙ্গ এড়াতে আউল প্রসঙ্গে এলো। নেভিল সোচ্চারে ওর গ্রেডের কথা বললো, ওকে ট্রান্সফিগারেসন নিউট নিতে দেবে কি না সন্দেহ প্রকাশ করলো। একটা অ্যাকসেপ্টেবল পেয়েছে মাত্র।

হ্যারি ওর কথায় কান দিল না।

নেভিলের শৈশবও হ্যারিরই মতো, ভোল্ডেমর্ট ধ্বংস করেছে। কিন্তু নেভিল এসব একটুও জানে না। জানে না যে ও হ্যারির পরিণতির কতো কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। প্রফেসি, শুধু হ্যারির ওপর নয় নেভিলের ওপরও প্রযোজ্য! ওদের দুজনের মধ্যে একজনের ওপর। কিন্তু ভোল্ডেমর্ট চায় হ্যারির মৃত্যু একমাত্র তারই মনোগত কারণে! ভোল্ডেমর্ট বেছে নিয়েছে হ্যারিকে, মনে করে হ্যারিকে হত্যা করলে ও বাঁচবে।

ভোল্ডেমর্ট যদি হ্যারির বদলে নেভিলকে বেছে নিতো তাহলে এখন হ্যারির বদলে নেভিলের ওই কপালে বিদ্যুতের মত কাটা দাগ অবস্থান করতো। শুধু তাই নয়,

প্রফেসির বোঝা নিয়েও চলতে হতো। অথবা কি হতে পারতো? নেভিলের মা কি ওর ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিতো? যেমন হ্যারির জন্য লিলি প্রাণ দিয়েছে? নিশ্চয়ই দিতো... তাহলে কি নেভিলের মার ভোল্ডেমর্ট আর তার ছেলের মাঝখানে দাঁড়াতে না পারলে কোনো চোজেন ওয়ান থাকতো না? নেভিল যেখানে বসে রয়েছে সেখানে যদি দাগবিহীন হ্যারির অবস্থান হোত তাহলে রনের মায়ের বদলে তার নিজের মা স্টেশনে এসে চুম্বন করে বিদায় জানাতো!

হ্যারি তুমি ঠিক আছে তো? তোমাকে কেমন কেমন দেখাচ্ছে; নেভিল হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো।

দুঃখিত... আমি...। হ্যারি চমকে উঠে বললো।

মনে হচ্ছে তুমি সমুদ্রতলে ডুবে ছিলে? লুনা ওর চকড়া-বকড়া কাগজের চশমা দিয়ে হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলেশহীন কণ্ঠে বললো।

আমি? কি বললে?

সমুদ্রের তলদেশের গুল্ম। অদৃশ্য থাকে। ওরা তোমার কানের ভেতর দিয়ে মাথায় ঢোকে এবং দৃষ্টিশক্তিকে ঝাপসা করে দেয়। আমি জুম জুম শব্দ শুনলাম। লুনা শূন্যে দুহাত তুলে কিছু অদৃশ্য জিনিস ধরতে চাইল।

হ্যারি, নেভিল দুজন দুজনার দিকে তাকিয়ে কিডিচ খেলার গল্প করতে শুরু করে দিল।

ওদের ট্রেন গন্তব্যস্থলের দিকে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। বাইরের আবহাওয়া খুব ভ্যাপসা গরমকালে যেমনটি হয়। মাঝে মাঝে কুয়াশার রেখা দেখা যাচ্ছে সীমান্তে। মাঠঘাট সবই সূর্যকিরণে ঝকমক করছে।

অবশেষে রন আর হারমিওন ওদের কমপার্টমেন্টের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো।

আরে লাঞ্চের ট্রলি আসেই না... এদিকে আমার ক্ষিধেতে পেটে আগুন জ্বলছে, রন হ্যারির পাশে বসে পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বললো। হাই নেভিল, হাই লুনা আন্দাজ করতো কি বলতে চাই?

কথাটা বলে হ্যারির দিকে মুখ ফেরালো। ম্যালফয় প্রিফেক্টের ডিউটি করছে, শ্রিদারিনদের কাছে বসে রয়েছে। এখানে আসতে আসতে ওকে দেখলাম।

হ্যারি একটু কাৎ হয়ে বসেছিল, রনের কথা শুনে সোজা হয়ে বসলো। ব্যাপারটা জানার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। একজন প্রিফেক্ট হয়ে এমন অলসভাবে বসে থাকবার পাত্রতো ও নয়। গত কয়েক বছরে ম্যালফয় প্রিফেক্ট হয়ে যেসব কাণ্ডকারখানা করেছিল, হ্যারির তা খোলার কথা নয়।

তোমাকে দেখে ও কিরকম ভাব দেখালো?

আগের মতই রন তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বললো। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝলাম না। ফাস্ট ইয়ারের ছাত্রদের পেছনেও লাগছে না।

কে জানে, হ্যারি বললো। কিন্তু হ্যারির মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল ফাস্ট ইয়ারের ছেলেদের পেছনে লাগার চাইতেও নিশ্চয়ই আরো কিছু বদ মতলব ভাজছে।

হতে পারে ও তদন্তের স্কোয়াডের কথা ভাবছে, হারমিওন বললো। ও একজন প্রিফেক্ট, ডায়গন এ্যালির ঘটনাগুলো মনে করে হয়তো নিজেকে দুর্বল ভাবছে।

আমার কিন্তু সেসব মনে হয় না, হ্যারি বললো। আমার মনে হয় ও।

হ্যারি ওর কথাটা শেষ করার আগেই ওদের কমপার্টমেন্ট বাইরে থেকে কেউ খুললো। ওরা দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল একটি থার্ডইয়ারের মেয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে ঢুকলো।

ও তোতলাতে তোতলাতে বললো, আমাকে এই চিঠিটা নেভিল লংবটম আর হ্যারি পটারকে দিতে বলা হয়েছে।

হ্যারির দিকে চোখ পড়তেই মেয়েটির লাল গাল দুটো আরো লালচে হয়ে গেল। ওর হাতে বেগুনি রিবনে বাধা দুটো পাকানো পার্চমেন্ট!

হঠাৎ দুটি চিঠি! নেভিল–হ্যারি ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারলো না। ওরা মেয়েটির হাত থেকে ওদের নাম লেখা পাকানো পার্চমেন্ট দুটো নিল। মেয়েটি প্রায় হোঁচট খেতে খেতে কম্পার্টমেন্টের বাইরে চলে গেল।

রন মুখ ঝুঁকিয়ে বললো, ওটা কী? হ্যারি পার্চমেন্টটা খুলতে খুলতে বললো, নিমন্ত্রণ পত্র।

হ্যারি,
আমি অতিশয় আনন্দিত হবে যদি তুমি আমার কমপার্টমেন্ট সিতে এসে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাও।
তোমার বিশ্বস্ত, প্রফেসর এইচ.ই.এফ স্লাগহর্ন

নেভিল ওর নামে লেখা নিমন্ত্রণপত্রটা পড়ে হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল, প্রফেসর স্লাগহর্ন কে?

আমাদের নতুন টিচার, হ্যারি বললো, আমার মনে হয় আমাদের যাওয়া উচিত, তাই না?

কিন্তু আমাকে কেন ডাকলেন? নেভিল ভীত হয়ে বললো। ওর মুখের ভাব এমন যে ডিটেনসনের জন্য টিচার ওকে অর্ডার পাঠিয়েছেন।

আমার কোনো আইডিয়া নেই হ্যারি বললো, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, যদিও নিশ্চিত জানে না, তবে যা অনুমান করছে, সেটা সত্য হতে পারে।

হঠাৎ যেন ওর মাথায় বুদ্ধি খেললো; ও বললো, চলো আমরা অদৃশ্য ক্লোক পরে যাই। যাওয়ার সময় ম্যালফয়কে ভালো করে দেখবো। কী করছে সে।

ক্লোক গায়ে চড়িয়ে প্রফেসর স্লাগহর্নের কমপার্টমেন্টে যাবার সময় ম্যালফয়কে দেখার তেমন সুযোগ হলো না। করিডরে লাঞ্চের ট্রলির জন্য অসম্ভব ভিড়। হ্যারি বাধ্য হয়ে ক্লোকটা ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল। করিডরে ভিড় বেড়েই চলছে, হাঁটা দুস্কর। করিডরে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েরা সকলেই ওকে দেখছে, নিজেদের মধ্যে ওকে দেখিয়ে কিছু কথাবার্তা বলছে। সেখানে চো চ্যাংও দাঁড়িয়েছিল, ওকে দেখে নিজের কমপার্টমেন্টে চলে গেল। হ্যারি কমপার্টমেন্টের খোলা জানালা দিয়ে দেখলো চো চ্যাং ওর বান্ধবী মারিয়েটার সঙ্গে গল্প করছে। মারিয়েটা বরাবরই বেশি মেকআপ করে। মুখে অনেকগুলো প্রলেপ দিয়েও গালের লাল লাল বড়ো বড়ো ব্রনগুলোকে চাপা দিতে পারেনি। হ্যারি ওদের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হেসে এগিয়ে গেল।

ওরা ভেবেছিল প্রফেসর স্লাগহর্ন শুধুমাত্র ওদের দুজনকে লাঞ্চ খেতে ডেকেছেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখল আরো জনাচারেক বসে রয়েছে।

স্লাগহর্ন ওদের দেখে এগিয়ে এসে স্বাগত জানালেন। বললেন, হ্যারি মাই বয় তুমি এসে গেছে!

ভেলভেটে মোড়া ওর নাদুস নুদুস ভূড়িটা কম্পার্টমেন্টের অনেকাংশ জুড়ে দখল করে থাকে হ্যারির কাছে লাফিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময়! ওর ওয়েস্ট কোটের সোনালী বোতাম, রূপালী বিরাট পাকা গোঁফের ওপর সূর্যের আলো পড়ে চমকাতে লাগল।

আবার বললেন, বাঃ বাঃ সত্যি তোমাদের দেখে খুব আনন্দিত। আহা! তুমি তাহলে নেভিল লংবটম?

কথাটা শুনে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথানত করল নেভিল। হ্যারির মুখ দেখে মনে হলো নেভিল খুব ঘাবড়ে গেছে স্লাগহর্নের বিরাট বপু ও খাটো চেহারা দেখে।

ওরা দুজনে দুটো খালি চেয়ার দেখে সামনা-সামনি বসল। চেয়ার দুটো দরজার কাছেই রাখা ছিল।

হ্যারি কামরার অন্যান্য অতিথিদের দিকে তাকাল। একধারে বসে রয়েছে ব্লেইসে জাবিনি। একই ক্লাসে পড়ে, তবে ও স্লিদারিন হাউজের। জাবিনি এমনভাব দেখল যেন হ্যারি ও নেভিলকে চেনে না। এ ছাড়া আরো দুজন এক কোণে বসে রয়েছে।

স্লাগহর্ন পরিচয় করিয়ে দিলেন ওদের সঙ্গে। এর নাম করম্যাক ম্যাকলেগেন, মনে হয় তোমাদের সঙ্গে ওর পরিচয় আছে? আছে কি?

করম্যাক হাত তুলে অভিবাদন জানাল ওদের। এর নাম মারকাস বেলবি... তোমাদের সঙ্গে ওর পরিচয় আছে কি নেই...? বেলবি একটু নার্ভাস প্রকৃতির... অদ্ভুতভাবে হাসলো।

এই চার্মিং ইয়ং মেয়েটি আমাকে বলেছে ও তোমাদের চেনে, স্লাগহর্ন জিনিকে হাত দিয়ে দেখালেন। জিনি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলো। ও স্লাগহর্নের ঠিক

পেছনে বসেছিল। ওর হাসি স্লাগহর্ন লক্ষ্য করেনি।

ম্যাকলেগেন আর বেলটা সপ্তম বর্ষের ছাত্র, ওদের সঙ্গে হ্যারির পরিচয় না থাকারই কথা।

এখন তোমাদের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলাম। তোমরা ন্যাপকিন নাও, আমি আমার লাঞ্চ নিয়ে এসেছি, ট্রলির খাবার এই বৃদ্ধের পেটে সইবে না,

কি বলো বেলবি?

কথাটা শুনে বেলবি হাসল।

আমি এই মাত্র ইয়ং মারকাসকে বলছিলাম যে ওর আঙ্কল ডেমোক্লেসকে পড়াবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, স্লাগহর্ন নেভিল আর হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন। ওদের দিকে এক বাস্কেট রোল ঠেলে দিলেন। আউটস্ট্যান্ডিং জাদুকর, সত্যিই আউটস্ট্যান্ডিং

এবং ওর অর্ডার অফ মার্লিন প্রাপ্তি যথাযোগ্য ছিল। মারকাস ইদানিং কি তোমার আঙ্কলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়?

সবেমাত্র বেলবি বিরাট এক টুকরো ফিজা মুখে পুরেছে। স্লাগহর্নের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য ওটা ঘোঁৎ করে গিলে ফেললো বেলবি। সবটা পেটে না গিয়ে গলায় আটকে রইল খানিকটা। দম বন্ধ হবার অবস্থা ওর! কাসতে লাগল।

অ্যালাপ নিও, বেলবির দিকে তাকিয়ে ধীর স্থিরভাবে বললেন, হাতের জাদুদণ্ডটা ওর দিকে এগিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ ওর কাশি কমে গেল।

না... খুব বেশি জানতাম না, বেলবির তখনও কাসি সম্পূর্ণ থামেনি, চোখে কাসির জন্য জল।

আমি জানি তিনি খুবই ব্যস্ত মানুষ। স্লাগহর্ন বললেন বেলবির দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে। আমি অনুমান করতে পারি ওর উলফসবেন পোশান আবিষ্কার করতে তাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে।

আমিও মনে করি... বেলবি বললো, স্লাগহর্নের কথা শেষ হয়েছে কিনা ও বুঝতে পারল না। ওর সঙ্গে আমার বাবার বনিবনা ছিল না... তাই ওই বিষয়ে কিছু জানি না।

ওর কথাটা শেষ হবার আগেই স্লাগহর্ন করম্যাকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার আঙ্কল টাইবেরিয়াসের সঙ্গে তোমায় অনেক দেখেছি। নগটেলস বা নরফোকে, তোমাদের শিকার করার অনেক অপূর্ব ছবি দেখেছি।

হ্যাঁ ওগুলো খুব মজার ব্যাপার ছিল, ম্যাকলেগেন বললো।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন বারটি হিগস আর রূফাস স্ক্রিমগৌর, অবশ্য তিনি মন্ত্রী হবার আগে।

আহ তাহলে তুমি ওদের চেনো? স্লাগহর্ন হাসতে লাগলেন। ওদের দিকে ছোট ট্রেতে মটরশুটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, এখন বলো...।

হ্যারি এই রকমই একটা কিছু সন্দেহ করেছে। স্লাগহর্ন যাদের ডেকেছেন তারা হয় নিজেরা খ্যাতিমান, বা খ্যাতিমান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কারো কিছু হয়। অবশ্য জিনি বাদে।

ম্যাকলেগেনের পরে জাবিনির সঙ্গে কথা বললেন। ওর মা খুবই সুন্দরী ডাইনি ছিলেন, হ্যারি কথাবার্তায় বুঝতে পারল, ওর মা সাত সাতটা বিয়ে করেছিলেন। প্রতিটি বিয়ের পর তার স্বামী সন্দেহজনক ভাবে মারা গেছেন, আর রেখে গেছেন প্রচুর সোনা-দানা। এরপর নেভিলের পালা। নেভিলের বাবা-মা খুবই নামকরা অরর ছিলেন, বেল্লাট্রিকসের

ও আরো কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ ডেথইটারদের নির্যাতনে পাগল হয়ে গেছেন। নেভিলের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হলে হ্যারি ধরে নিয়েছে

স্লাগহর্ন নেভিল সম্বন্ধে কিছু বলবেন না, তবে অপেক্ষা করছিলো ওর বাবা-মা সম্বন্ধে আর কি বলেন! না, আর নতুন কিছু বললেন না, এবার হ্যারির দিকে তাকালেন।

স্লাগহর্ন বললেন, এখন তুমি বলো কোথা থেকে শুরু করা যায় হ্যারি? আমার ধারণা গত গ্রীষ্মে তোমার সঙ্গে আমার যখন দেখা হয়েছিল তখন তো তোমার বিষয়ে তেমন কোন আলাপ হয়নি।

স্লাগহর্ন স্থির দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকালেন এমনভাবে যে ফিজেন্ট পাখির মাংসের তৈরি খাবারের মাঝখানের অংশ দেখছেন। বললেন, দ্য চোজেন ওয়ান... তোমাকে এখন সকলে ওই নামে ডাকে তাই না! হ্যারি কোন উত্তর করল না, ম্যাকলেগেন এবং জাবিনি তখন ওর দিকে একটু ভাল করে তাকালো।

অবশ্যই, স্লাগহর্ন বললেন হ্যারিকে খুব কাছ থেকে দেখতে দেখতে, অনেক বছর ধরে কথাটা চারদিকে আছে, কখন থেকে সেটা, ও হ্যাঁ সেই বীভৎস রাত্রির পর লিলি–জেমস–হ্যাঁ তুমি বেঁচে থাকলে, কেন বাঁচলে কেননা তোমার সাধারণ মানুষের চাইতে অনেক বেশি শক্তি আছে বলে সকলের ধারণা।

জাবিনি সেই সময় গলা খাকাড়ি দিল। সকলেই বুঝতে পারল জাবিনি কথাটা শুনে খুব মজা পেয়েছে। ঠিক সেই সময় স্লাগহর্নের পেছন থেকে প্রতিবাদের শব্দ শোনা গেল।

হ্যাঁ, জাবিনি, কারণ তুমি নিজেকে খুব প্রতিভাশালী মনে করো।

ওহ ডিয়ার! স্লাগহর্ন বললেন জিনির দিকে তাকিয়ে। জিনি তখনও স্লাগহর্নের বিরাট বপুওয়ালা শরীরের পেছন থেকে জাবিনির দিকে তাকিয়েছিল। কি বলছিলাম স্লাগহর্ন বললেন, তোমার একটু বুঝে সুঝে কথা বলা উচিত, ব্লেইসে! আর এই মেয়েটি কিন্তু খুব ছোট মাপের নয়। অত্যন্ত গুণি মেয়ে, আমি দেখেছি কত ভাল ব্যাট বলে হেক্স খেলে সে। আমি ওকে অবজ্ঞা করি না।

জাবিনি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকালো।

যাই হোক, হ্যারির দিকে ফিরে স্লাগহর্ন বললেন, এই গ্রীষ্মে এত গুজব চারদিকে যে লোকেরা জানে না কোনটা বিশ্বাস করবে, প্রফেট যে ভুল তথ্য দেয় এটা সুবিদিত, মিথ্যা কথাও লেখে সময় সময়ে–তবে যে সমস্ত সাক্ষ্য সাবুদ উল্লেখ করেছে সংবাদটিতে তাতে তেমন সন্দেহ করা যায় না–মিনিস্ট্রিতে বেশ কিছু গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই সময়ে তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে।

হ্যারির অবশ্য মিথ্যে কথা বলা ছাড়া অন্য কিছু বলার পথ ছিল না। তবুও ও চুপ করে রইলো, কোনো কথা বললো না। স্লাগহর্ন সোজা ওর দিকে তাকালেন।

এতো বিনয়ী, এতো বিনয়ী... কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নেই ডাম্বলডোরের পছন্দের তুমি সেই সময়ে সেখানে ছিলে, তারপর? বাকি ঘটনা এতো রোমাঞ্চকর, উত্তেজনাপূর্ণ... বোঝা-জানা কঠিন কি বিশ্বাস করবো–ধরো, ওই উপকথার মতো প্রফেসি...।

আমরা কোনো প্রফেসির কথা শুনিনি, নেভিল বললো, ওর মুখটা লাল হয়ে গেলো।

সম্পূর্ণ সত্য, জিনি বললো নেভিলকে সমর্থন করে। নেভিল ও আমি দুজনেই ছিলাম, ওই রকমই চুজেন ওয়ানের মত কোন শব্দ বলেনি।

স্লাগহর্ন খুবই উৎসাহের সঙ্গে বললেন, তোমরা সে সময় সেখানে ছিলে বলছো। নেভিল ও জিনির দিকে তাকালেন। ওরা দুজনেই স্লাগহর্নের স্মিত হাসির সামনে শান্তভাবে বসে রইলো। হ্যাঁ, একথা সত্য প্রফেট প্রায়ই বাড়িয়ে চড়িয়ে লেখে, আমার বেশ মনে আছে গয়েনগ আমাকে বলেছিলেন, গয়েক জেমস, হোলিহেড হার্পলেসের ক্যাপ্টেনের কথা বলছি।

স্লাগহর্ন অতীতের কিছু মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন... হ্যারি কিন্তু বুঝতে পারলো স্লাগহর্ন যা বলতে চান তা শেষ করেননি শুধু নয়, নেভিল আর জিনির কথা ঠিক নয় সেটাও ভাবছেন।

বিকেলটা বেশ ভালোভাবেই জমে উঠলো। সকলেই সাল্লাগহর্নের সুগাবে আরো কিছুক্ষণ থাকতে চায় বলে মনে হলো। হ্যারির অবশ্য ইচ্ছে ছিলো না; কিন্তু অভদ্রতা করে কিভাবে সে একা চলে যাবে। স্লাগহর্নের মতো খ্যাতিসম্পন্ন। জাদুকরের সঙ্গে থেকে অনেক কিছু শেখা-জানা থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চাইলো না।

শেষ পর্যন্ত ওদের আরেকটি রৌদ্রতপ্ত দিন শেষ করে সন্ধ্যাপূর্বের মিঠে আলোতে যাত্রা শেষ হলো। স্লাগহর্ন জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন, সন্ধ্যালোকে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন।

অবাক কাণ্ড।

সন্ধে হয়ে এসেছে দেখছি! লক্ষ্যই করিনি কামরায় বাতি জ্বেলে দেয়া হয়েছে! তোমরা যে যার কামরায় গিয়ে পোশাক-টোশাক বদলে নাও, রোবস ছাড়ো। ম্যাকলেগেন তুমি কিন্তু দেখা করবে আমার সাথে, আর তখন নগটেইলসের ওপর বইটা নিয়ে আসবে; হ্যারি, ব্লেইস তোমরাও সময় করে আসবে, তুমিও মিস জিনি... এখন তোমরা যেতে পারো।

যে যার কামরায় যাবার সময় অন্ধকার করিডরে জাবিনির সঙ্গে হ্যারির দেখা হলো। জাবিনি হ্যারির দিকে ভ্র-কুচকে তাকালো। হ্যারিও সেরকম করে প্রত্যুত্তর দেয়। ওরা তিনজনে আপন আপন কামরায় চললো। জাবিনি আগে আগে ওরা তার পেছনে।

নেভিল বললো, বাচলাম বাবা; অদ্ভুত মানুষ... তাই না?

হ্যাঁ যা বলেছে, হ্যারি বললো। চোখ কিন্তু ওর জাবিনির দিকে। জিনি উনি তোমায় কখন ডেকে পাঠালেন?

আমাকে, ডিফেন্স এগেন্সট ডার্কআর্টসের সেই বোকা বোকা ছেলেটা জ্যাকেরিয়া স্মিথের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলেন... আরে হাফপাফের সেই ছেলেটা! সে ছেলেটা তখন আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করেছিলো মিনিস্ট্রিতে কি হয়েছিল। বিশ্বাস করো, প্রশ্নবানে আমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছিলো, মনে হচ্ছিল ওর মাথাটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই, আমি তাকে হেক্সড করি ঠিক সেই সময়ে স্লাগহর্ন এলেন, আমি ভাবলাম বোধহয় উনি হয়তো আমাকে ডিটেন্ড করবেন... কিন্তু তিনি মনে করেছেন হেক্সডটা খুব ভাল হয়েছিল তা-ই তিনি আমাকে লাঞ্চে আসার নেমন্তন্ন করলেন। দারুণ ব্যাপার হলো বটে!

তাহলে ভাল, অনেকে আবার ভিন্ন কারণে নেমতন্ন পায়, কারও মা খুব ফেমাস... হ্যারি বললো জাবিনিকে শুনিয়ে। অথবা কারও নাম করা কাকা, মামা থাকলে পাত্তা পাওয়া যায়।

বলতে বলতে ও থেমে গেলো। একটা আইডিয়া হঠাৎ ওর মাথায় এসেছে, বেপরোয়া হলেও অপূর্ব আইডিয়া... এক মিনিট পরেই তো জাবিনি ওর সিকসথ ইয়ারের কামরায় ঢুকবে, ম্যালফয়ও নিশ্চিত সেখানে থাকবে। ও ফিরে যেয়ে যে কথাই বলুক ভাববে ওর স্লিদারিন বন্ধুরা শুধু শুনছে... যদি হ্যারি সেই কামরায় অদৃশ্য হয়ে ঢোকে তাহলে কেমন হবে? পথ তো আর বেশি বাকি নেই–হগসমিড স্টেশনে পৌঁছতে আর আধঘণ্টাও

লাগবে না। অদৃশ্য হবার রোবসটা পরে ও ওদের কামরায় ঢুকলে, হ্যারি যে ঢুকেছে জানতেই পারবে না।

হ্যারি ক্লোকটা গায়ে চাপাতে চাপাতে নেভিল আর জিনিকে বললো, পরে তোমাদের সঙ্গে কথা হবে..।

কিন্তু তুমি কোথায় চললে? নেভিল জানতে চাইলো।

পরে! হ্যারি ফিস ফিস করে বললো। পা টিপে টিপে জাবিনিকে পেছনে ফেলে ম্যালয়ের কামরার সামনে দাঁড়ালো। ট্রেনের খটাখট খটাখট শব্দে জাবিনি হ্যারির পায়ের মৃদুশব্দ শুনতে পেলো না। সমস্ত করিডরটা জনশূন্য। ছেলেমেয়েরা পোশাক পরিবর্তন করার জন্য যার যার কামরায় চলে গেছে। জাবিনি কামরার দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকতে যাবে কিন্তু পারলো না। জাবিনির পেছন পেছনে হ্যারি দ্রুত ভেতরে যেতে পারেনি। হ্যারি ভেতরে ঢোকার কারণে সে দরজা বন্ধ করতে পারছে না।

ধ্যাৎ দরজা বন্ধ হচ্ছে না কেন? জাবিনি চাইডিং ডোরটা জোর দিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলো; কিন্তু হ্যারি পা বাড়িয়ে আটকে রাখার জন্য পারলো না। হ্যারি ভেতরে ঢুকে পাটা সরিয়ে নিতেই জাবিনি হুড়মুড় করে কামরার মধ্যে গ্রেগরি গোয়েলের কোলের ওপর পড়ে গেলো। হ্যারি একটি সেকেন্ড সময় নষ্ট না করে জাবিনির সিটের ওপোরের লাগেজ র‍্যাকে বসে পড়লো। ভাগ্য ভালো সে সুযোগ পেলো যুৎসই বসার। জাবিনি আর গোয়েলে তখন তর্কাতর্কি করছে। কামরার সকলের চোখ তখন জাবিনি আর গোয়েলের

বাকযুদ্ধে নিবদ্ধ। হ্যারি র‍্যাকে ওঠবার সময় একটুও খেয়াল করেনি রোবস থেকে পা দুটো বেরিয়ে আছে। ও তাড়াতাড়ি অদৃশ্য রোবস টেনে পা ঢাকা দিলো। ঢাকা দেবার সময় ওর মনে হলো হয়ত ওর পা দুটো ম্যালফয় দেখে ফেলেছে। না সেরকম কিছু নয়। জাবিনি দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে দিয়ে নিজের সিটে বসলো।

ম্যালফয় প্যানসি পার্কিনসনের কোলে মাথা দিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। হ্যারি র‍্যাক থেকে দেখলো প্যানসি ম্যালফয়ের মাথার চুলে বিলি কাটছে।

ট্রেন দ্রুতগতিতে চলছে, প্যানসি ম্যালফয়ের কপালে হাত বোলাচ্ছে... ঠিক সেই সময়ে ম্যালফয় কথা বললো।

তো জাবিনি স্লাগহর্ন কি চাইছেন কিছু আন্দাজ করতে পারলে? যাদের কিছু পরিচয় আছে উনি তাদের সাথে সম্পর্ক গড়তে চান। তবে খুব একটা লোক হয়নি। গোয়েল তখনও ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে হ্যারি দেখলো।

জাবিনি যেসব কথা বললো তা ম্যালয়ের মনপুত হলো না। তোমাকে ছাড়া আর কাকে কাকে ডেকেছিলেন? ম্যালফয় জানতে চাইলো। গ্রিফিন্ডারের ম্যাকলেগেন, জাবিনি বললো।

তাতে ডাকবেই। ওর আঙ্কল মিনিস্ট্রিতে বড় চাকরি করে তো। ম্যালফয় বললো।

র্যাভেনকুতে একজন বেলবি... তাকে...। ওটাতো শুধু বক বক করে, প্যানসি বললো।

আর ডেকেছিলেন লংবটম, পটার আর উইসলিদের মেয়েটা জিনিকে। জাবিনি শেষ করলো।

ম্যালফয় তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। প্যানসির হাতটা সজোরে পার্টিসানে লাগলো।

কি বললে, লংবটমকে ডেকেছিলেন? হ্যাঁ আমার তো তাই মনে হয়, জাবিনি ভিন্নভাবে কথাটা বললো।

স্লাগহর্ন কি পেল লংবটমের কাছে, ম্যালয়ফ অবাক হয়ে বললো। জাবিনি ম্যালয়ের উত্তেজিত প্রশ্ন শুনে কাঁধ ঝাঁকালো।

পটার, দামী পটার, স্বাভাবিক–অবশ্যই চুজেন ওয়ানকে দেখতে চেয়েছিলেন, ম্যালফয় ব্যাঙ্গ করে বললো, কিন্তু ওই উইসলি মেয়ের!

অনেক ছেলেরাই ওকে পছন্দ করে, প্যানসি বলে ম্যালফয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য ওর মুখের দিকে আড়চোখে তাকালো। তুমিও তো বলো মেয়েটা দেখতে সুন্দর, বলো না? ব্লেইস, এবং আমরা সকলে জানি তুমি ওকে খুশি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে!

আমি ওর মতো একটা নোংরা ব্লড ট্রেটরকে স্পর্শ করতে চাই না, তা সে যতোই সুন্দরী হোক না কেন, জাবিনি তিক্ত স্বরে বললো। প্যানসি ওর কথা শুনে মনে হয় খুশি হলো। ম্যালফয় আবার প্যানসির কোলে মাথা রাখলো যেন প্যানসি ওর চুলে বিলি কাটতে পারে।

ওয়েল, স্লাগহর্নের রুচি দেখে আমার লজ্জা করছে। মনে হয় অথর্ব হয়ে গেছেন। লজ্জা করে, আমার বাবা সব সময়ে বলতেন ওর আমলে স্লাগহর্ন খুব ভালো জাদুকর ও টিচার ছিলেন। বাবা ওর প্রিয়ও ছিলেন। খুব সম্ভব সুস্লাগহর্ন জানে

একই ট্রেনে আমরা হোগার্টস চলেছি। অথবা...।

আমি ওনার নিমন্ত্রণের তোয়াক্কা করি না, জাবিনি বললো। যখন আমি গেলাম, আমাকে নটের বাবার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, শুনেছি তারা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, কিন্তু যখন শুনলেন যে মিনিস্ট্রি তাকে গ্রেফতার করেছে তখন তার মুখের চেহারা পাল্টে গেলো। নটকে তিনি নিমন্ত্রণ করেননি? আমার মনে হয় স্লাগহর্ন ডেথইটার সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড নন।

ম্যালফয়কে খুব ক্রুদ্ধ দেখালেও, তবু মুখে হাসি বজায় রাখলো। কে ওর ইন্টারেস্ট সম্বন্ধে তোয়াক্কা করে শুনি? ও কে? সামান্য এক বোকা টিচার, ম্যালফয় হাই তুলে পা ছড়িয়ে বললো। আমার আগামী বছর হোগার্টসে থাকার ইচ্ছে নেই। একটা মোটা বুড়ো আমাকে ডাকলো বা না ডাকলো তাতে কি যায় আসে?

কী বলছো, আসছে বছর তুমি হোগার্টসে থাকবে না? প্যানসি রেগে গিয়ে ম্যালফয়ের কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিলো।

তোমাদের বলিনি, ম্যালফয় ভূতের মতো মুখ করে বললো। আমি আগামী বছর কোনো বড় কাজও তো করতে পারি।

লাগেজ র‍্যাকে অদৃশ্য হয়ে বসে হ্যারির বুকের ভেতরটা দপ দপ করতে লাগলো। এই ব্যাপারে এখন রন আর হারমিওন কি বলবে? ক্র্যাবে আর গোয়েলে ম্যালয়ের মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে রইলো। ওদের মুখ দেখে মনে হয় আগামী বছর ওদের অন্য কোনো জায়গায় যাবার পরিকল্পনা নেই। তা সে হোগার্টস থেকে বড়ো হোক বা ছোট হোক। জাবিনি এতক্ষণ পর্যন্ত বোকার মতো তাকিয়ে রইলো। প্যানসি আবার ম্যালফয়ের চুলে মৃদু মৃদু টান দিতে শুরু করলো। মুখটা খুবই গম্ভীর। তুমি ঠাট্টা করছে।

ম্যালফয় কাঁধ ঝাঁকালো।

মা চান আমি পড়াশুনো চালিয়ে যাই; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি আজকাল এটা খুব প্রয়োজনীয় নয়, আমার মনে হয় এ বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। ডার্কলর্ড ক্ষমতায় আসলে তোমরা কি মনে করো, কে কটা পেঁচা পেলো তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন? না ঘামাবেন না, উনি চাইবেন আমরা তার হয়ে কলোটা কাজ করবো, তার প্রতি আমাদের আস্থা-শ্রদ্ধা-ভক্তির স্তর কতখানি।

তোমার কি মনে হয় তুমি লর্ডের জন্য কিছু করতে পারবে? জাবিনি প্রশ্ন করল, তীক্ষ্ণ স্বরে। তোমার বয়সতো মাত্র ষোল এখনও তো নিজেকে তেমনভাবে তৈরি করতে পারোনি। যোগ্যতা কতটুকু?

আমি এইমাত্র কি বললাম? আমার লেখাপড়ার যোগ্যতা কতখানি সে বিচার নয়, আসলে কোন কাজটা আমাকে দিয়ে করাতে চাইছেন সেই কাজ করার আমার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে কি নেই সেটাই তিনি বিচার করবেন, ম্যালফয় ধীর শান্তভাবে বললো।

ক্রাবে আর গোয়েলে জল বেরোবার নালার মতো মুখ হাঁ করে ম্যালয়ের কথা শুনছিল। প্যানসি বড়ো বড়ো চোখ করে ম্যালফয়ের মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন এর আগে কখনো কাউকে এতো আতঙ্ককর কথা বলতে শোনেনি।

ওই তো হোগার্টস দেখতে পাচ্ছি ম্যালফয় বললো। সকলের মধ্যে তার কথার প্রতিক্রিয়ার গভীরতা উপলব্ধি করে সে। ও জানালার কালো কাঁচের দিকে তাকিয়ে বললো, রেডি হয়ে স্কুলের ড্রেস পরে নাও।

হ্যারি এতে মনোযোগ দিয়ে ম্যালফয়েল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা শুনছিলো যে, গোয়েলে কখন এসে ওর মালপত্র বোঝাই ট্রাঙ্কটা টেনে নামালো, বুঝতে পারেনি। নামাবার সময় ওর মাথায় লাগলো ট্রাঙ্কের একটা ধার। ও মৃদু উ শব্দ করতেই ম্যালফয় লাগেজ র‍্যাকের দিকে মুখ তুলে ভুরু কোঁচকালো।

হ্যারি অবশ্য ম্যালফয়কে ভয় পায় না, ওকে তোয়াক্কা করে না, কিন্তু এতগুলো স্লিদারিনের কাছে ও অদৃশ্য হবার রোবস পরে ওদের কথা শুনেছে সেটা প্রকাশ পেলে কী বিশ্রি ব্যাপার হবে ভেবে সাবধান হলো। কিছু ঘটতে পারে এইরকম আশঙ্কায় ও ধীরে ধীরে পকেট থেকে ম্যাজিক ওয়ান্ডটা বার করে প্রস্তুত হয়ে রইলো, তবে অদৃশ্য হবার রোবসটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে।

যাক... ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ম্যালফয় নিশ্চয়ই শব্দটা অন্য কোথাও থেকে এসেছে ভেবে নিজের ট্রাঙ্কটা র‍্যাক থেকে নামিয়ে তালা খুলে রোবসটা খুলে নতুন ট্রাভেলিং রোবসটা পরে নিলো।

হ্যারি করিডরের দিকে তাকিয়ে দেখলে খুব ভিড়, সকলেই বাকসো–প্যাটরা নিয়ে নামার জন্য প্রস্তুত। রন-হারমিওন নিশ্চয়ই ওর ট্রাঙ্ক প্লাটফরমে নামিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করবে। হ্যারি ম্যালফয়দের কামরা একেবারে খালি হয়ে যাওয়া পর্যন্ত র‍্যাকে বসে রইলো। ও দেখলো গোয়েলে গায়ের জোরে সেকেন্ড ইয়ার ছাত্রদের ধাক্কা দিয়ে প্লটফরমে নামলো। ওর পেছনে পেছনে জাবিনি আর ক্র্যাবে নেমে পড়লো।

প্যানসি দরজার বাইরে গিয়ে ম্যালফয়ের হাত ধরার জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল। ম্যালফয় ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললো, তুমি যাও...একটা জিনিস পরীক্ষা করতে হবে। প্যানসি জানে না ম্যালফয় কি পরীক্ষা করতে যাচ্ছে।

প্যানসি ওর কথায় ব্যথিত হলো। কামরায় শুধু রইলো হ্যারি আর ম্যালফয়। ম্যালফয় দরজাটা বন্ধ করে জানালার ব্লাইন্ডগুলো নামিয়ে দিলো যাতে বাইরে থেকে কিছু দেখতে না পাওয়া যায়।

হ্যারি লাগেজ র‍্যাক থেকে নিচে তাকালো। উত্তেজনায় ওর বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। বুঝতে পারলো না ম্যালফয়, প্যানসির কাছে কি লুকোতে চাইছে? তাহলে কী সেই গুপ্ত রহস্যপূর্ণ জিনিসটা যা ও মেরামত করার জন্য বোরগানের কাছে গিয়েছিলো?

পপট্রিফিসাস টোটালাস!

হ্যারিকে কোনোরকম ওয়ার্নিং না দিয়ে ম্যালফয় ওর দিকে জাদুদণ্ডটা তাক করলো। হ্যারি তৎক্ষণাৎ অনড় অবচেতন হয়ে গেল। ধীরে ধীরে হ্যারি লাগেজ র‍্যাক থেকে কামরার মেঝেতে ম্যালয়ের পায়ের কাছে পড়ে মেঝেতে শব্দ করে কেঁপে উঠলো। ওর অদৃশ্য হবার ক্লোকটা খুলে গেছে ও আর অদৃশ্য নেই। হ্যারির হাত পা নড়াবার শক্তি নেই, হাঁটু দুটো মোড়া গুটিসুটি হয়ে ম্যালয়ের পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে।

হ্যারি ম্যালয়ের দিকে তাকাতেই ম্যালফয় হাসলো।

আমি এই রকমই কিছু ভেবেছিলাম, হ্যারি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো। গোয়েলে র‍্যাক থেকে ট্রাঙ্ক নামাবার সময় আমি তোমার গলার শব্দ শুনেছিলাম। জাবিনি যখন ঘরে ঢুকেছিল

তখনও আমি একটা সাদা মতো কিছু দেখেছিলাম। তাহলে তুমিই দরজা আটকে দাঁড়িয়েছিলে, জাবিনিকে দরজা লাগাতে বাধা দিয়েছিলে?

ও হ্যারির জবাবের প্রতিক্ষা করল সামান্য সময়।

পটার আমি কি বলছি শুনতে পাওনি? কথাটা বলে হ্যারির মুখে সজোরে লাথি মারলো, হ্যারির নাক ফেটে মেঝেতে রক্ত গড়াতে লাগলো।

এটা আমার বাবার পক্ষ থেকে দিলাম, ম্যালফয় বললো। এখন দেখা যাবে, হ্যারির অদৃশ্য হবার ক্লোকটা ওর দেহের তলা থেকে টেনে বের করে ওর গায়ে ফেলে ঢেকে দিয়ে বললো, মনে হয় ট্রেনটা লন্ডনে ফিরে যাবার পর তোমার খোঁজ পাওয়া যাবে। এখন চারদিকে তাকিয়ে থাকো...।

ঘর থেকে পাটফরমে নামার সময় ম্যালফয় হ্যারির হাতের আঙ্গুল পা দিয়ে চেপে চলে গেলো।

স্নেইপ ভিক্টোরিয়স

হাঁটা-চলাতো দূরের কথা হ্যারি অদৃশ্য অবস্থায় কামরার মেঝেতে পড়ে রইলো। ওর নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে ওকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। করিডর দিয়ে যাতায়াতের পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে... তাদের কথাও। ওর মনে হলো লন্ডনে ট্রেনটা ফেরত যাবার সময় নিশ্চয়ই কেউ কামরা চেক করতে আসবে তখন ওকে না দেখতে পেলেও তার পা ওর গায়ে লাগবে... এটাই ওর সবচেয়ে বড়ো আশা।

ও শুয়ে শুয়ে ভাবলো–পৃথিবীতে যদি কাউকে ও সবচেয়ে বেশি ঘেন্না করে। সে হলো ম্যালফয়। রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে ওর হা করা খোলা মুখের ভেতর চলে যাচ্ছে তাও রোধ করার ক্ষমতা নেই। কি অদ্ভুত পরিস্থিতি! একটু পরে ও আর মানুষের কথা, পদশব্দ শুনতে পেলো না। সকলেই বাইরে গভীর অন্ধকার প্লটফরমে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হ্যারি ভাবলো, রন আর হারমিওন স্টেশনে ওকে দেখতে না পেয়ে চলে যাবে হোগার্টসে। তারপর গ্রেট হলে গিয়ে গ্রিফিন্ডর টেবিলে ওকে দেখতে না পেয়ে অপেক্ষা করবে এবং বার বার দেখে যাবে গ্রেট হল আর টেবিল। যখন ওরা নিশ্চিত হবে ও নেই তখন হ্যারি লন্ডনের অর্ধেক রাস্তায় চলে যাবে।

অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে হ্যারি কথা বলার চেষ্টা করলো, কিন্তু মুখ থেকে একটি শব্দও বেরোলো না। তারপর ওর মনে পড়লো কিছু জাদুকর আছেন, যেমন ডাম্বলডোর

কথা কইতে না পারলেও স্পেল কার্যকরী করতে পারেন, তখন ও ওর জাদুদণ্ডটা ধরতে চেষ্টা করলো। কিন্তু জাদুদণ্ডটা ওর হাত থেকে ছিটকে অদূরে পড়ে রয়েছে। ও মনে মনে বলতে লাগলো

অ্যাকিও ওয়ান্ড! কিন্তু যে অবস্থায় দণ্ডটি ছিলো সেই অবস্থাতেই রইলো।

ও ভাবলো ট্রেন চলার সময় বিরাট লেকের ধারে বড় বড় গাছের মর্মরধ্বনী শুনতে পাবে, হয়তো বহু দূর থেকে একটা পেঁচার তীব্র ডাক... কিন্তু নীরব-নিথর। কিন্তু ট্রেন ছাড়বার আগে কেউ তো এসে কামরা সার্চ করলো না। অথবা শুনতে পেলো না কোনো আতঙ্কিত স্বর, হ্যারি পটার কোথায় গেলো!

ওর চতুর্দিক হতাশা এসে ওকে ঘিরে ফেললো-ও চোখ বুজে কল্পনা করলো, থেস্টালে টানাতে গাড়ি করে অনেক ছাত্রছাত্রী হোগার্টসে যাচ্ছে, অন্ধকারকে ভেদ করে সকলে হাসছে, গান গাইছে, কথা বলছে। রন আর হারমিওন কথা বলে চলেছে ক্যারেজে বসে। ম্যালফয় ও বন্ধুদের সঙ্গে আলাদা একটা ক্যারেজে চেপে আনন্দ-হাসিতে ফেটে পড়ছে। বলছে হ্যারিকে শাস্তি দেওয়ার কাহিনী।

ট্রেনটা হঠাৎ দুলে উঠলো। হ্যারি চিৎপটাং হয়ে শুয়ে ছিলো। ট্রেনটা দোলার সঙ্গে সঙ্গে ওকে পাশ ফিরিয়ে দিলো। সিলিং-এর বদলে ও নিজেকে দেখতে পেলো ধূলি-ধূসরিত বেঞ্চির তলায়। মেঝেটা কাঁপতে শুরু করলো... ইঞ্জিনের বাঁশি বেজে উঠলো। এক্সপ্রেস

ট্রেন একটু পর হোগার্টস স্টেশন ছেড়ে কিংক্রস স্টেশনে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আশ্চর্য একজনও কামরাতে ঢুকলো বা নিয়মমাফিক চেক করতেও আসলো না।

তারপর ওর মনে হলো গা থেকে অদৃশ্য হবার ক্লোকটা সরে গেলো। কে যেনো কানের কাছে বললো, হ্যারি... তুমি!

তারপরই উজ্জ্বল লাল আলোতে কামরাটা উদভাসিত হলো, হ্যারির শরীর শিথিল হয়ে গেলো। একটু একটু শরীরে ক্ষমতা ফিরে আসতে শুরু করলে ও ভালোভাবে বসতে পারলো। হাতের পেছন দিয়ে নাক ফেটে যে রক্ত পড়ছিলো তা মুছে মাথা তুলে দেখলো টোংকসের হাতে ওর অদৃশ্য হবার ক্লোকটা।

ট্রেনের কামরার কাঁচগুলো ইঞ্জিনের বাষ্প এসে ঝাপসা করে দিলো, মন্থর গতিতে ট্রেন চলতে শুরু করলো। দেরি করো না হ্যারি, দাঁড়াও... ট্রেন থেকে আমাদের লাফ দিতে হবে... গতি বাড়লে নামা সম্ভব হবে না।

এসো প্লাটফরমে লাফিয়ে পড়ি।

টোংকস করিডর ধরে দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেললো। হ্যারিও দাঁড়িয়েছে টোংকসের পিছনে। ট্রেন তখন বেশ দ্রুত চলছে। ঝুঁকি নিয়েই ওরা চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লো। ধুলো ঝেড়ে উঠে তাকিয়ে দেখলো হোগার্টস এক্সপ্রেস ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে ছুটছে... তারপর আর দেখা গেলো না।

বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়াতে হ্যারি ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো। নাকও ব্যথা করছে তার। টোংকস হ্যারির অদৃশ্য হওয়ার ক্লোকটা ফেরত দিয়ে বললো! এমন কাণ্ড কে করেছে?

ড্রেকো ম্যালফয়, তিক্ত স্বরে হ্যারি বললো। আমাকে বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ।

ঠিক আছে..., গম্ভীর মুখে টোংকস বললো। অন্ধকার পাটফরম... টোংকসকে একইরকম লাগছে। ব্যারোতে যেমন দেখেছিলো তেমনই। তুমি যদি চুপ করে দাঁড়াও তো আমি তোমার নাক ঠিক করে দিতে পারি।

হ্যারির ইচ্ছে হোগার্টসে পৌঁছে মাদাম প্রমফ্রের কাছে গিয়ে হিলিং স্পেল দিয়ে সারিয়ে নেবে। মাদাম পামফ্রের ওপর দারুণ বিশ্বাস ওর।

এপিসকে টংকস বললো।

হ্যারির নাকটা খুব গরম হয়ে গেলো, তারপরই ঠাণ্ডা। ও একটা হাত তুলে আলতোভাবে নাকে লাগালো... তেমন ব্যথা আছে বলে মনে হলো না। তাহলে টোংকস ক্ষতটা ঠিক করে দিয়েছে।

তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!

তুমি তোমার ক্লোকটা পিঠে ঝুলিয়ে নিতে পারো, আমরা হেঁটেই স্কুলে যেতে পারি। মুখে টোংকসের হাসি নেই। হ্যারি ক্লোকটা পিঠে ঝোলাতেই, টোংকস হাত তুলে দোলালো। হাত দোলাবার সাথে সাথে দুধ সাদা রঙের একটা চারপেয়ে জন্তু সামনে এসে দাঁড়ালো আর অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের গতিতে ছুটে চলে গেলো।

তুমি কি পেট্রোনাস ব্যবহার করলে, হ্যারি জিজ্ঞেস করলো, ও ডাম্বলডোরকে এইরকমভাবে সংবাদ পাঠাতে দেখেছে।

হ্যাঁ আমি ক্যাসেলে খবর পাঠালাম যে তোমাকে খুঁজে পাওয়া গেছে, না পাওয়া পর্যন্ত সকলেই চিন্তা করতো, আর দেরি করা ঠিক হবে না।

যে রাস্তাটা স্কুলের দিকে গেছে সেই রাস্তা ধরে ওরা চললো। তুমি আমার খোঁজ পেলে কেমন করে?

আমি দেখলাম তুমি ট্রেন থেকে নামোনি, আর আমি জানতাম তোমার কাছে অদৃশ্য হয়ে যাবার ক্লোক আছে। ভাবলাম কোনো কারণবশত তুমি লুকিয়ে আছে। যখন দেখলাম ওই কম্পার্টমেন্টের জানালার রাইডগুলো ফেলা রয়েছে তখন ভাবলাম ট্রেনের ভেতরে গিয়ে চেক করা উচিত।

হ্যারি বললো, তুমি এখানে কেন এসেছে?

আমি এখন হগসহেডে ডিউটি করছি, অর্ডার আছে স্কুলকে অতিরিক্ত প্রোটেকশন দেবার, টোংকস বললো।

তুমি একা, না এই কাজে আর কেউ আছে? আমি, প্রাউডফুট, সেভেজ আর ডলিশ এখানে আছি ভলিশ, যে গত বছরে ডাম্বলডোরকে এ্যাটাক করেছিল। ঠিক বলেছো।

ওরা অন্ধকার সরু রাস্তাটা ধরে চললো। রাস্তাটা ক্যারেজ চলার জন্য নতুন করে করা হয়েছে। হ্যারি আড়চোখে ঝোলানো ক্লোকের ফাঁক দিয়ে টোংকসকে দেখলো। হ্যারির মনে আছে গত বছরে টোংকসের সঙ্গে অনেক ঠাট্টা-তামাশা করেছিলো (মাঝে মাঝে টোংকস রেগে যেতো), ঠাট্টা করলে ও হাসতে, জোকস করতো। এখন মনে হচ্ছে সে একজন বয়স্ক, বেশ গম্ভীর ও কাজের উপযোগী। তাহলে মিনিস্ট্রিতে যেসব কাণ্ডকারখানা হয়েছিলো তারই ফল? ওর মনে পড়ে গেলো কথায় কথায় হারমিওন বলেছিল মাঝে মাঝে সিরিয়সের মৃত্যুর জন্য ওকে সান্তনা দিতে। ওকে বোঝাতে সিরিয়সের মৃত্যু ওর জন্য হয়নি, কিন্তু হ্যারি তা করতে পারেনি। সিরিয়সের মৃত্যুর জন্য ও কোন ক্রমে দায়ি নয় (ওর থেকেও কম); কিন্তু সেদিন ওর সঙ্গে সিরিয়সের প্রসঙ্গ তুলতে ভালো লাগলো না। মনে হলো না তোলাই ভালো। ওরা দুজনে নীরবে শীতের রাতে গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ক্যাসেলে চললো। টোংকসের লম্বা ক্লোক পথের ওপোর পড়ে ফিস ফিস শব্দ করতে লাগলো চলার সময়।

হ্যারি বরাবরই ক্যারেজে চেপে ক্যাসেলে যায়। হগসমিড স্টেশন থেকে হোগার্টস কতোটা দূর তাই ও জানে না। বেশ খানিকটা হাঁটার পর ও অবশেষে গেটের দুপাশে বড়ো বড়ো

দুটো পিলার দেখতে পেলো। দুটি পিলারের মাথাতে ডানাওয়ালা বরাহ। ওর খুব শীত লাগছে তারই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষিধে। ও যতো শিগগির পারে ভাবলেশহীন টোংকসের হাত থেকে ছাড়া পেতে চাইলো। গেটের কাছে গিয়ে গেট খুলতে গিয়ে দেখলো বিরাট গেট শেকল দিয়ে বাঁধা।

এলোহোমরা

হ্যারি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললো, জাদুদণ্ড তালার কাছে এগিয়ে দিয়ে। কিন্তু গেটের তালা খুললো না।

ওটা খুলবে না হ্যারি... ডাম্বলডোর গেটটা জাদুমন্ত্র দিয়ে বন্ধ করে রেখেছেন। হ্যারি চারদিকে তাকালো।

আমি তাহলে পাঁচিলে উঠতে পারি, হ্যারি টোংকসকে ভেতরে যাওয়ার উপায় বাতলালো।

না পারবো না, টোংকস সোজাসুজি বললো। সব জায়গা অ্যান্টি ইট্রডার জিঙ্কস (বাইরের কেউ যাতে না আসতে পারে তার জন্য) করা আছে। এই বছরে সিকিউরিটি সম্বন্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। হ্যারি ভেতরে ঢোকার ব্যাপারে টোংকসের কোনো সাহায্য না পেয়ে খুব বিরক্ত হলো... তাহলে তো দেখেছি সারারাত বাইরে পড়ে পড়ে ঘুমোতে হবে।

ওই দেখো তোমার জন্য কেউ গেট খুলতে আসছে, টোংকস বললো। দেখো।

হ্যারি দেখলো ক্যাসেলের মুখ থেকে একজন হাতে লণ্ঠন নিয়ে দোলাতে দোলাতে গেটের দিকে আসছে। হ্যারি চনমন করে উঠলো। গেটকীপার হিসেবে ফিলচের সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা অমূলক মনে হলো। লণ্ঠন হাতে নিয়ে লোকটা দশফিট দূরত্বের মধ্যে আসতেই হ্যারি অদৃশ্য ক্লোক সরিয়ে ফেললো যাতে ওকে দেখতে পায়। দেখলো, লোকটি আর কেউ নয় ও সবচেয়ে বেশি যাকে অপছন্দ করে... বাঁকা নেকো তেল চকচকে বড় বড় কালো চুলওয়ালা সেভেরাস স্নেইপ

বা! বা! বা! তুমি এসে গেছে, প্রফেসর স্নেইপ কথাটা বলে হাতের জাদুদণ্ডটা তালাতে ঠেকাতেই তালা খুলে গেল, শেকলটা সরে গেলো, কটকট শব্দ করে গেট খুলে গেলো। আবার বললেন, আহা! পটার তুমি এসে গেছো, তুমি ভেবেছো স্কুল। রোবস না পরলে তোমাকে চেনা যাবে না?

আমি ট্রেনেতে বদলাবার সুযোগ পাইনি, আমি...। স্নেইপ ওকে থামিয়ে দিলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন... নিম্ ফাডোরা... পটার আমার কাছে সুরক্ষিত থাকবে... তুমি ভেবো না। স্নেইপ টোংকসকে বললেন।

আমি ভাবছি হ্যাগ্রিড আমার পাঠানো সংবাদ পেয়েছেন কি না? টোংকস ভুরু কুঁচকে বললো।

হ্যাগ্রিড টার্ম ফিস্টে অনেক রাত পর্যন্ত ছিলেন তাই হয়তো তোমার পাঠানো সংবাদ পাননি। পটার এসেছে খবর পেয়েই আমি এলাম। স্নেইপ একটু সরে গিয়ে পটারকে ভেতরে আসার জায়গা করে দিলেন। আমি তোমার নতুন পেট্রোনাস দেখতে খুবই উৎসুক।

কথাটা বলে স্নেইপ আবার শেকল দিয়ে গেটটা বাঁধতে বাঁধতে টোংকসের মুখের সামনে গেটটা সশব্দে বন্ধ করে ওকে ব্যঙ্গ করে বললেন, মনে হয় তোমার পুরনো কাজটা ভালোই ছিল। নতুন কাজটা মনে হয় দুর্বল।

স্নেইপ লণ্ঠনটা হ্যারির মুখের সামনে তুললে সেই আলোতে হ্যারি দেখলো টোংকস রাগে ফেটে পড়ছে।

টোংকস আলো থেকে অন্ধকারে সরে দাঁড়ালো।

হ্যারি স্নেইপের সঙ্গে ভেতরে যেতে যেতে পিছন ফিরে টোংকসকে বললো, শুভ রাত্রি... সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ।

দেখা হবে হ্যারি।

স্নেইপ মিনিট খানেক কোনো কথা না বলে হ্যারির সঙ্গে চললেন। হ্যারির স্নেইপের ওপর ঘৃণা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। এতো বেশি যে তার উত্তাপে স্নেইপ পুড়ে ছাড়খার হয়ে

যেতে পারে। প্রথম থেকেই হ্যারির স্নেইপের ওপোর বিরাগ। সিরিয়সের প্রতি তার জঘন্য ব্যবহার ও বিরোধিতার জন্য হ্যারি কখনোই ওকে ক্ষমা করতে পারবে না।

ডাম্বলডোর ওকে অনেক কথা বলেছেন, সেই কথাগুলো গরমের ছুটিতে ব্যারোতে থেকে অনেক ভাবার সময় পেয়েছেস্নেইপ মিনিস্ট্রিতে গোলমালের সময় সিরিয়সকে যদি বিদ্রূপ করে না বলতেন, অর্ডার অফ ফিনিক্সের সকলে যখন ভোল্টেমর্টের সঙ্গে লড়াই করছে তখন আপনি লুকিয়ে বসে আছেন, ওই বলাটাই সিরিয়সের মৃত্যুর প্রধান কারণ। কথাটা শোনার পর তিনি মিনিস্ট্রিতে ছুটে গিয়েছিলেন।

হ্যারি বিষয়টি কিভাবে ভুলতে পারে। ও জানে যে লোকটি এখন হাতে লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকারে ওর সাথে যাচ্ছে সিরিয়সের মৃত্যু তার মনে কোনো দাগ কাটেনি, একটুও দুঃখ পায়নি। এই রকম একজন মানুষকে ও কেমন করে ক্ষমা করতে পারে?

দেরি করে পৌঁছানোর জন্য পঞ্চাশ পয়েন্ট গ্রিফিন্ডরদের থেকে কাটা গেল। স্নেইপ বললেন, হ্যাঁ মনে হচ্ছে আরো কুড়ি পয়েন্ট তোমার মাগল প্রীতির জন্য। আমার মনে হয় না যে, টার্ম শুরু হবার আগেই কোন হাউজ আজ পর্যন্ত নেগেটিভ পয়েন্ট লাভ করেছে। আমরা তো এখনও পুডিং খেতে শুরু করিনি। সত্যি পটার, তুমি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে।

হ্যারির শরীরের রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। স্নেইপের কাছ থেকে এসব না শুনে বরং লন্ডনে ফিরে যাওয়াই ভাল ছিল।

তুমি নিশ্চয়ই নানাভাবে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিলে, তাই না? স্নেইপ বলে চললেন, ফ্লাইংকার নেই, যাবে কেমন করে? সে যাই হোক, তুমি বোধহয় ভাবছিলে ফিস্ট চলাকালীন ঝড়ের বেগে গ্রেট হলে ঢুকলে বেশ নাটকীয়তা হবে তাই না?

অনেক ক্রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও হ্যারি নিজেকে সংযত করে রাখল। মনে হচ্ছিল আর বেশি সময় চুপ করে থাকলে ওর সমস্ত শরীর ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। হ্যারি জানে, স্নেইপ ওকে নানাভাবে ব্রিত করবে, কথার সূঁচ ফোঁটাতে লণ্ঠন হাতে নিয়ে গেট খুলতে এসেছেন। সহানুভূতি বা ছাত্র হিসেবে স্নেহ করার জন্য নয়। স্নেইপের কথাতো এখন কেউ শুনতে পাবে না।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা শেষ পর্যন্ত ক্যাসেলের সিঁড়ির কাছে পৌঁছলো, ওক গাছের কাঠ দিয়ে বানানো বিরাট দরজাটা খুলে যেতেই হ্যারির চোখে পড়লো নিস্তেজ এনট্রেন্স হল। গ্রেট হলের দরজাটা খোলা–সেখান থেকে ভেসে আসছে অনেক কথাবার্তা, হাসি, প্লেট আর গেলাসের টুংটাং শব্দ! হ্যারি ক্ষণিকের জন্য দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ভাবলো অদৃশ্য হবার ক্লোকটা পরে ভেতরে ঢুকে লম্বা গ্রিফিন্ডর টেবিলে (এনট্রেন্স হলের সব শেষে রয়েছে) সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বসে পড়লে কেমন হয়!

ক্লোক পরার আগেই স্নেইপ ওর মনের কথাটা বুঝতে পেরে বললেন, না না অদৃশ্য হয়ো না। তুমি সোজা সকলের সামনে দিয়ে হেঁটে যাও, সবাই যেন তোমায় দেখতে পায় তাই তো তুমি চাইছে আমার স্থির বিশ্বাস।

হ্যারি স্নেইপের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য খোলা দরজা দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। ও দেখলো বরাবরের মতো হলের মাঝখানে চারটে হাউজের জন্য চারটে লম্বা টেবিল, স্টাফ টেবিলটা একটু ওপরে পাতা রয়েছে। সমস্ত হলটা আলোর মালায়, ফুলে, উড়ন্ত মোমবাতি (যাতে টেবিলের ওপর রাখা কাঁচের প্লেটগুলো চকচক করে) দিয়ে সাজানো হয়েছে। প্রথমেই প্রচণ্ড আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ও খুব জোরে জোরে হেঁটে হাফলপাফের টেবিল পার হয়ে নিজের হাউজের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো। হলের সকলেই ওর দিকে হা করে তাকিয়ে রইলো। কেউ কেউ ওকে ভালো করে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লো। হ্যারির চোখ পড়লো রন, হারমিওনের ওপর। ও কারও দিকে না তাকিয়ে ওদের দুজনের মাঝের একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

ব্লিমে (ঈশ্বর আমাকে অন্ধকরে দাও), তুমি কোথায়?

তোমার মুখে আঘাতের চিহ্ন কেন? শুধু রন নয় আরো অনেকের একই প্রশ্ন। তারই সঙ্গে মৃদু মৃদু হাসি।

হ্যারি একটা চামচ নিয়ে নিজের মুখের তেড়াবাকা প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে বললো কেন কি হয়েছে?

তোমার সারা মুখে রক্ত লেগে রয়েছে! হারমিওন বললো। এদিকে এসো। ও হাতের জাদুদণ্ডটা হ্যারির মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বললো টারজিও শুকনো রক্তগুলো উধাও হয়ে গেলো।

ধন্যবাদ! হ্যারি বললো। ওর মনে হলো মুখটা সাফ হয়ে গেছে। আমার নাকটা কি ফুলোফুলো দেখাচ্ছে?

স্বাভাবিক, হারমিওন বললো। কেন তোমার নাকে কি হয়েছিলো? যাকগে তুমি কোথায় ছিলে? আমরা তো ভয় পেয়ে গেছি।

পরে সব বলা যাবে, হ্যারি কাঠখোট্টাভাবে বললো। কারণ ও লক্ষ্য করল জিনি, নেভিল, ডিন আর সিমাস ওর কথা শুনছে, এমনকি হেডলেস নিক গ্রিফিন্ডরের ভূত কোথা থেকে উড়ে এসে টেবিল জুড়ে বসেছে।

কিন্তু– হারমিওন বললো

এখন নয় হারমিওন, গভীর অর্থপূর্ণ গলায় হ্যারি বললো। ওরা হয়তো ভাবছে হ্যারি খুব সম্ভব সাহসের সঙ্গে কিছু ডেথইটার, অথবা এক ডিমেন্টরের সঙ্গে লড়াই করে ফিরেছে, তাই এত শোনার আগ্রহ। তাহলেও অচিরেই ম্যালফয় ঘটনাটা সকলকে বাড়িয়ে চড়িয়ে বলবে কোনো সন্দেহ নেই, তাহলেও অনেক গ্রিফিন্ডরের কানে ম্যালফয়ের কথা নাও যেতে পারে।

হ্যারি রনের প্লেটের একধারে রাখা কয়েকটা চিকেনের ঠ্যাঙ, আর এক মুঠো চিপস তুলতে গেল। কিন্তু হাত দেবার আগেই সেগুলো উধাও হয়ে গিয়ে তার বদলে সেখানে পুডিং এলো।

হারমিওন বললো, তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়। সর্টিং খেতে পেলে না। রন হাত বাড়িয়ে একটা বড়ো দেখে চকোলেট গেটু প্রায় ডাইভ দিয়ে তুলে নিল।

হ্যারি একখণ্ড ট্রেকল টার্ট তুলে নিয়ে বললো, টুপি ইন্টারেস্টিং কিছু বলেছে?

সেই একঘেয়ে কথা, সত্যি... ওই শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তুমি এসব জানো, ডাম্বলডোর ভোল্ডেমর্ট সম্বন্ধে কিছুই বলেননি?

খুব একটা কিছু বলেননি, তবে মেইন স্পিচ উনি ফিস্টের শেষে বলবেন, তাই না? এইবার শুরু হবে মনে হয়।

স্নেইপ বলছিলেন, হ্যাগ্রিড ফিস্টে দেরি করে আসবেন। তুমি স্নেইপকে দেখেছো? কি করে এলে? রন বললো মুখ ভর্তি খাবার ওর। ওর সঙ্গেই তো এলাম, হ্যারি প্রসঙ্গটা বাদ দিতে চাইলো।

দেরি নয়, হ্যাগ্রিড কয়েক মিনিট দেরি করে এসেছেন। হ্যারি ওদিকে তাকাও হ্যাগ্রিড তোমায় হাত নাড়ছেন।

হ্যারি স্টাফ টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলো, হ্যাগ্রিড ওর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন। হ্যাগ্রিডের পাশে বসেছেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। তিনি এতো খাটো যে তার মাথাটা হ্যাগ্রিডের কনুইয়ের কাছে ঠেকেছে। ম্যাকগোনাগল ওদের হাউজের হেড। মুখ দেখে মনে হয় উনি হ্যারিকে দেখে হ্যাগ্রিডের হাতনাড়া একদম পছন্দ করছেন না। হ্যারি হ্যাগ্রিডের অন্যধারে ডিভিনেসান টিচার প্রফেসর ট্রিলনীকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। উনি কদাচিৎ তার ঘর (টাউয়ার রুম) ছেড়ে আসেন, তাছাড়া তাকে আগে কখনো স্টার্ট অফ টার্ম ফিস্ট-এ (নতুন সেশনের শুরুতে যে ফিস্ট হয়) যোগ দিতে দেখেনি। তাকে যেমন সব সময় কিম্ভুত কিমাকার দেখায় তেমনিভাবে অদ্ভুতভাবে বসে রয়েছেন। চুমকি লাগানো শাল গায়ে, তাতে আলো পড়ে ঝকমক করছে, বিরাট বড়ো মোটা কাঁচের চশমার আড়ালে চোখ দুটো পেল্লায় দেখাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই তাকে ভণ্ড বললেও গত টার্মের শুরুতে হ্যারি জেনেছে তার ভবিষ্যদ্বাণীর কারণেই যে ভোল্ডেমর্ট হ্যারির বাবা-মাকে হত্যা ও হ্যারিকে আক্রমণ করেছিলো। এরপর থেকে ট্রিলনীকে একেবারেই ওর অপছন্দ। তবে শুভ ব্যাপার এই নতুন টার্মমে ওকে আর ডিভিনেসন ক্লাসে যেতে হবে না। ট্রিলনী বেকনের মতো দুই চোখের দৃষ্টি হ্যারির ওপর পড়তেই ও শ্রিদারিন টেবিলের দিকে তাকালো। দেখলো ম্যালফয় ওর নাক নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করছে... হাসছে, বন্ধুরাও হাততালি দিচ্ছে। ম্যালয়ের রসিকতা হ্যারির শরীরের ভেতর আগুন জ্বালিয়ে দিলো। জ্বালা করতে লাগলো সমস্ত শরীরটায়। তবে ও ম্যালফয়কে ছেড়ে দেবে না। অতর্কিতে আক্রমণের সুযোগ আর ওকে দেবে না।

হারমিওন বললো, তাহলে স্লাগহর্ন কি চান, কিছু বুঝলে?

মিনিস্ট্রির মধ্যে আসলে কি হয়েছিল জানতে চেয়েছিলেন, হ্যারি বললো। হারমিওন সশব্দে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, সারা পথ আমাদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে মাথা খারাপ করে দিয়েছে, তাই না রন?

সত্যি। রন বললো। সকলেই জানতে চেয়েছে সত্যি কি তুমি চুজেন ওয়ান?

বুঝলে ভুতেরাও আজকাল এই আলোচনা করছে। হেডলেস নিক মাঝখান থেকে বলে উঠলো এবং মাথাটা হাত দিয়ে হ্যারির দিকে ঘোরালো। আমি পটার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি। বলতে পারো সকলেই জানে পটার আমার বন্ধু। আমি ভূত সম্প্রদায়কে জানিয়েছি যে, আমি তোমার কাছ থেকে কোনো খবর জানার জন্য বিরক্ত করবো না। তাছাড়া হ্যারি পটার খুব ভালোভাবেই জানে, আমি ওর খুব বিশ্বস্ত... আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। এই কথাটা আমি ওদের সাফ বলে দিয়েছি। আমি প্রাণ দেবো, তবু ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না।

রন বললো, কথাটার কোনো মানে হয় না। প্রাণ আবার দেবে কি...? আগেই মরে গেছে।

আবার তুমি ভোঁতা কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে চলেছে! হেডলেস নিক বললো, ঝগড়াটে গলায়, তারপর গ্রিফিন্ডর টেবিলের শেষ প্রান্তে ভাসতে ভাসতে চলে গেলো। ডাম্বলডোর

ঠিক সেই সময়ে স্টাফ টেবিলের সামনে থেকে উঠে দাঁড়ালেন। হলের মধ্যের হট্টগোল নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

ডাম্বলডোর যেন আলিঙ্গন করছেন সেইভাবে দুহাত দুধারে প্রসারিত করে হাসতে হাসতে বললেন, শুভ সন্ধ্যায় সকলকে আমার শুভ কামনা। হাত তেমনি প্রসারিত রইলো সকলকে আলিঙ্গনের জন্য।

হ্যারি ওনার হাতে কি হয়েছে? হারমিওন ফিসফিস করে বললো।

হারমিওন ছাড়া হলের সকলেই দেখছে ডাম্বলডোরের ডানহাতের অনেকটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে, যেনো সেই অংশে প্রাণ নেই। ডার্সলেদের প্রাইভেট ড্রাইভের বাড়িতে সেদিন রাতে হ্যারিকে নিতে আসার সময় হাতটা এমনই ছিল। হলের ভিতর ফিসফিসানি চললো। তারা কেন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ডাম্বলডোর বুঝতে পারলেন। বিষয়টা তার ডান হাতে পোড়া দাগ! ডাম্বলডোর সুন্দর করে হেসে সোনালি-গোলাপী জামার হাতাটা টেনে দিলেন ক্ষত স্থানের ওপর।

সামান্য ব্যাপার চিন্তার কোনো কারণ নেই। ডাম্বলডোর সাধারণভাবে বললেন। এখন,.. আমাদের স্কুলের নবাগত ছাত্রছাত্রীদের আমি প্রীতি জানাচ্ছি, আমাদের পুরাতন ছাত্রছাত্রীরা যারা এখানে উপস্থিত তাদেরও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আর একটি বছর ম্যাজিক্যাল এডুকেশন তোমাদের জন্য উক্ত।

হ্যারি হারমিওনের কানে কানে বললো, গরমের ছুটির আগে যখন আমাকে আঙ্কল ভার্ননের বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলেন তখনও পোড়া দাগটা দেখেছিলাম, ভেবেছিলাম এতোদিনে হয়তো সেরে গেছে, ম্যাডাম পমফ্রে কি চিকিৎসা করেননি, করা উচিত ছিল।

মনে হচ্ছে ঘাটা শুকিয়ে আসছে হয়তো বা প্রাণ নেই, হারমিওন শিউরে উঠে বললো– শুনেছি কিছু কিছু ক্ষত থাকে যেগুলো তুমি সারাতে পারবে না। পুরনো

অভিশপ্ত কিছু বিষময় ক্ষত যার কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি।

ডাম্বলডোর বলে চলেছেন,

মিস্টার ফিলচ আমাদের কেয়ার টেকার, আমাকে বলতে বলেছেন আমাদের এখানে কোনোরকম জোক আইটেমস, উইসলি উইজার্ড হুইজিস থেকে কিনে আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

যারা তাদের হাউজের হয়ে কিডিচ টিমে খেলতে ইচ্ছুক তারা তাদের নাম হেড অফ হাউজের কাছে দেয়। আমরা এই বছর একজন তরুণ কিডিচ ধারাভাষ্যকারের খোঁজে আছি, যারা হতে ইচ্ছুক তারাও যেনো তাদের নাম তাদের হেড অফ হাউজের কাছে পাঠায়।

এই বছরে আমাদের শিক্ষকদের দলে একজন নতুন শিক্ষককে পেয়েছি, প্রফেসর স্লাগহর্ন। আমরা সকলেই তাকে স্বাগত জানাই।

প্রফেসর স্লাগহর্ন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। মোমবাতির আলোয় তার টাক মাথা চক চক করে উঠল ওয়েস্ট কোটের অন্তরাল থেকে তার বিরাট বপু টেবিলে ঠেকলো। উনি আমাদের স্কুলে আগেও ছিলেন, আমার সহকর্মী। উনি তার অতীতের পোশান মাস্টার হিসেবে এবারেও শিক্ষকতা করবেন।

পোশান? পোশান?

শব্দটা সারা হলে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলে মনে হলো ওরা শব্দটা বোধহয় ঠিক মতো শোনেনি।

রন আর হারমিওন একযোগে বললো, হ্যারির দিকে তাকিয়ে। কিন্তু তুমি বলেছিলে

প্রফেসর স্নেইপ! দয়া করে... ডাম্বলডোর এমন এক উচ্চকণ্ঠে বললেন যাতে হলের সমবেত গুঞ্জন ছাপিয়ে যায়। প্রফেসর স্নেইপ কালোজাদুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার টিচার হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করবেন।

না! হ্যারি এতো উচ্চকণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করলো যে হলের সবাই ওর দিকে তাকালো। হ্যারিকে তার জন্য একটুও বিচলিত মনে হলো না, ও ক্রোধদীপ্ত দৃষ্টিতে স্টাফ টেবিলের

দিকে তাকিয়ে রইলো। আশ্চর্য স্নেইপকে কি করে ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্টের টিচার করতে চাইছেন প্রফেসর ডাম্বলডোর, বিশেষ করে এই সময়ে। সকলেই কী জানেন না প্রফেসর ডাম্বলডোরের ওই কাজের জন্য স্নেইপের ওপর আস্থা নেই?

কিন্তু, হ্যারি তুমি তো বলেছিলে স্লাগহর্ন আমাদের ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্টস শেখাবেন... হঠাৎ পরিবর্তন হলো কেন? সকলেই কী এত বছর ধরে জানে স্নেইপ ডাম্বলডোরের বিশ্বাসের পাত্র নয়? হারমিওন ফিস ফিস করে বললো।

আমার মনে হয় বলেছিলেন, হ্যারি বললো। কিন্তু মনের এমন অবস্থা ঠিক কি বলেছিলেন হ্যারির মনে পড়ছে না।

স্নেইপ, ডাম্বলডোরের পাশে বসেছিলেন। তার নাম ঘোষণার পর সৌজন্যের সময় মৃদু হেসে শুধুমাত্র একটা হাত তুললেন। হ্যারি যে লোকটাকে সবচাইতে বেশি ঘেন্না করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো জয়ের হাসিতে তার মুখটা উদ্ভাসিত।

তবে এর মধ্যে একটি ভাল বিষয় যে স্নেইপ এই বছরের শেষে চলে যাবেন। রন বললো, তার অর্থ কি হ্যারি?

তোমরা জানো না ওই কাজটার ওপোর জিঙ্কস দেওয়া আছে... কেউ ওই পোস্টে এক বছরের বেশি টিকতে পারে না। কুইরেল কর্মরত অবস্থায় মারা গেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাবছি চুপচাপ থাকবো আর একটি মৃত্যুর অপেক্ষায়।

হ্যারি...? তুমি কি সব আজেবাজে বকছো, হারমিওন রাগ করে বললো।

রন বললো, এমনও তো হতে পারে–বছরের শেষে স্নেইপ পোশানের টিচার হতে পারেন। বুড়ো স্লাগহর্ন হয়তো এক বছরের বেশি কাজ করতে চাইবেন না। মুডিও করেননি।

ডাম্বলডোর গলা খাকাড়ি দিলেন। শুধু হারমিওন, হ্যারি বা রন নয় হলে যারা তখন ছিল, স্নেইপ শেষ পর্যন্ত যে তার অভিষ্ট সিদ্ধ করতে পেরেছে তা দেখে সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করতে লাগলো। ডাম্বলডোর তারপর শিক্ষকদের নিয়োগ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বললেন না, কিন্তু চুপ করে রইলেন হলের সম্পূর্ণ নীরবতার জন্য।

আপনারা সকলেই জানেন, লর্ড ভোল্ডেমর্ট এবং তার অনুগামীরা এখন সবাই নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করছে। নীরবতা আরো যেন বেশি ঘনিভূত হলো ডাম্বলডোরের উক্তির পর। হ্যারি আড়চোখে ম্যালফয়ের দিকে তাকালো। ম্যালয়ের দৃষ্টি ডাম্বলডোরের দিকে নয়, অন্যদিকে। সে একটা কাঁটাচামচ জাদুদণ্ডের মুখে রেখে যোরাচ্ছে! এমন এক মুখের ভাব যে হেডমাস্টারের কথা ওর কাছে মূল্যহীন।

আমি জোর দিয়ে বললেও তোমাদের বোঝাতে পারবো না বর্তমান অবস্থা কি সাংঘাতিক অবস্থায় পৌঁছেছে; আমাদের হোগার্টসে থাকার সময় আমাদের সকলকেই দেখতে হবে যে আমরা সুরক্ষিত কিনা। এই বছর গরমকাল থেকে আমরা ক্যাসেলকে জাদুর দ্বারা

সুরক্ষিত করেছি–নতুন নতুন শক্তিশালী জাদু প্রয়োগে আমরা মোটামুটি সুরক্ষিত–তাহলেও আমাদের ছাত্র অথবা স্টাফ মেম্বাররা যেনো সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। আমি তাই তোমাদের অনুরোধ করছি তোমাদের শিক্ষকরা যদি কোন রকম সিকিউরিটি রেসট্রিকসন করেন তাহলে সেগুলি নিজেদের স্বার্থে মেনে চলতে হবে। বিরক্তিকর হোক না কেন তোমরা কখনো রাতে ঘরের বাইরে বেরোবে না। যদি ক্যাসেলের ভেতরে বা বাইরে কোন রকম অসাধারণ কিছু দেখ তাহলে নজরে আনবে। আমি বিশ্বাস করি আপন স্বার্থে তোমরা সব নিয়ম মেনে চলবে, নিজের এবং আশপাশের মানুষদের নিরাপত্তার জন্য।

ডাম্বলডোর ভাষণ শেষ করে ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

এখন রাত হয়েছে, সকলের উচিত যে যার উষ্ণ বিছানায় শুয়ে পড়ার সময় আগামীকালের লেসনের ওপর দৃষ্টি দেওয়া। গুড নাইট! পিপ পিপ!

ছাত্রছাত্রীরা তাদের ডরমেটরিতে যাওয়া শুরু করলো, গ্রেট হলের চেয়ার টেবিল যথাস্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে লাগল কর্মীরা। হ্যারির সকলের সঙ্গে গ্রেট হল ছেড়ে যাওয়া, অথবা ম্যালয়ের গ্রিফিন্ডরদের শুনিয়ে ট্রেনের ঘটনা শোনার কোন ইচ্ছে ছিলো না।

হারমিওন তার প্রিফেক্ট ডিউটি করতে ব্যস্ত রইলো, কিন্তু রন হ্যারির সঙ্গে রইলো।

সত্যি করে বলতে তোমার নাকে কি হয়েছিলো? সবাই হল ছেড়ে চলে যাবার পর হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলো।

হলে শুধুমাত্র ওরা দুজন। হ্যারি ওকে যা যা ঘটেছিল সব বললো। বন্ধুর প্রতি ভালবাসার কারণে রন সব শোনার পর হাসলো না।

রন গম্ভীর হয়ে বললো, তাই দেখলাম নাকে হাত দিয়ে ম্যালফয় কিছু বলছে আর হাসছে।

হ্যারি তিক্ত স্বরে বললো, এটা বড় কথা নয়, তোমাকে তো সব বলেছি ও ওখানে আমাকে ধরার আগে ও কি করছিলো ও কি বিষয় আলাপ করছিলো...।

হ্যারি ধারণা করেছিলো ও ম্যালফয়ের দম্ভের কথা শুনে হতবাক হবে। কিন্তু বোকার মতো চুপ করে রইলো।

এই বিষয়ে একটুও ভাববে না সে নিজেকে জাহির ও অন্যদের ভয় দেখানোর জন্য ওসব বলেছে হ্যারি। ইউ-নো-হু ওকে দিয়ে কি কাজ করাবেন?

তুমি কেমন করে ভাবতে পার ভোল্ডেমর্ট হোগার্টসে তার কোন লোক থাকুক তা তিনি চান না? এটা এই প্রথম ঘটনা নয়।

আমি মনে করি তুমি নামটা উচ্চারণ করবে না, হ্যারি, পেছন থেকে কে যেনো কথাটা বললো–তার কথায় ভৎর্সনার সুর। হ্যারি পিছনে তাকালো–দেখলো হ্যাগ্রিড মাথা নাড়ছেন।

ডাম্বলডোরও তো নামটা বলেন, হ্যারি একগুয়ের মতো বললো।

হা খাঁটি কথা! আরে তিনি তো ডাম্বলডোর... তাই না? হ্যাগ্রিড বললেন, রহস্যপূর্ণ স্বরে। তো এইবার হ্যারি বলতো দেখি ফিস্টে দেরি করে আসার কারণ? আমি তো খুব চিন্তিত ছিলাম।

ট্রেনে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম, হ্যারি বললো। তা আপনি কেন দেরি করে এলেন?

আমি? আমি গ্রুপের সঙ্গে ছিলাম, হ্যাগ্রিড খুব খুশি মনে বললেন। পথ হারিয়ে ফেলেছিল। ও এখন পর্বতে নতুন একটা আস্তানা জুটিয়েছে। অবশ্য ডাম্বলডোর ঠিক করে দিয়েছেন–এটি সুন্দর বিরাট গুহা। জঙ্গরে মধ্যে যেভাবে ছিল তার চেয়ে

এখন অনেক ভালো আছে। আমরা মাঝে মধ্যে অনেক কথাবার্তা বলি।

সত্যি? হ্যারি বললো। রনের দৃষ্টির আড়াল করলো নিজেকে হ্যারি। গতবারে হ্যাগ্রিডের হাফ ব্রাদার... দারুণ কাণ্ডকারখানা করেছিল। গাছ গোড়া সুদ্ধ উপড়ে ফেলেছিলো। সেই

ভাই মাত্র পাঁচটা কথা বলতে পারতো তার মধ্যে দুটো তো ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারতো না।

ও এখন অনেক কিছু শিখেছে। হ্যাগ্রিড গর্বের সঙ্গে বললো। তুমি শুনে অবাক হবে হ্যারি, আমি গ্রুপকে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হবার জন্য ট্রেনিং দেওয়ার কথা ভাবছি।

রন খুব জোরে নাক দিয়ে শব্দ করলো, তারপর দারুণ শব্দ করে হাঁচি দিলো। কথা বলতে বলতে ওরা তখন ওক গাছের কাঠের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

গ্রিড বললো, কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে লাঞ্চের পরে। সকালবেলা পারতো একবার এসে বাককে হ্যালো করে যেও মানে উইদার উইংগসের কথা বলছি।

হ্যাগ্রিড হাত তুলে ফেয়ারওয়েল জানিয়ে গাঢ় অন্ধকারে ওর বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

হ্যারি রনের দিকে তাকালো। দেখলো রনের মুখটা তারই মতো বিষণ্ণ। ওরই মতো হতাশার সাগরে ডুবে যাচ্ছে...।

তুমি আজকাল ম্যাজিক্যাল ক্রিচারদের যত্নট করছো? মাথা নাড়লোরন।

তুমি করছো? হ্যারি রনের মতো মাথা নাড়লো। আর হারমিওন? রন বললো। সে কি নিচ্ছে? হ্যারি একইরকমভাবে মাথা নাড়লো।

হ্যাগ্রিড যখন জানতে পারবেন তার তিন প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী তার সাবজেক্ট ছেড়ে দিয়েছে? হ্যারি মনে করলো কথাটা মাথায় না আনাই যেনো ভালো ছিল।

দ্য হাফ-ব্লাড প্রিন্স

পরেরদিন হ্যারি ও রন হারমিওনের সঙ্গে কমনরুমে নাস্তা করার আগে দেখা করলো। হ্যারি যা ভাবছে, হারমিওন থেকে সমর্থন পাবে মনে করে একটুও সময় নষ্ট না করে, হোগার্টস এক্সপ্রেসে ম্যালয়ের মুখ থেকে যে কথাগুলো শুনেছিল তা হারমিওনকে বললো।

হারমিওন কিছু বলার আগেই রন বললো, নিজের বাহাদুরি দেখাবার জন্যই ম্যালফয় ওসব কথা বলেছে।

ঠিক আছে, হারমিওন বললো, তবে আমার মনে হয়, ম্যালফয় নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ একটা বোঝাবার জন্য ওসব ভনিতা করে থাকতে পারে, আর এটা মস্তবড় মিথ্যা যে...।

হতে পারে, তাই হয়তো হবে, হ্যারি বললো, বিষয়টা নিয়ে আলোচনা আর বাড়ালো না। দেখলো জোড়া জোড়া চোখ ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওদের কথাবার্তা শুনতে খুব ব্যাগ্র। নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করছে।

রন বললো, এই অযাচিত আলোচনা...

পোর্ট্রেট হোলের কাছে একদল প্রথম বর্ষের ছাত্র হাঁ করে হ্যারির দিকে তাকিয়ে আছে। রন ওদের দেখে বললো, ষষ্ঠ বার্ষিকের ছাত্রদের বেশ মজা, অনেক অবসর সময় আছে, আমরা কমন রুমে বসে বসে আড্ডা মারতে পারি।

রন ভুলে যেও না আড্ডা মারলে চলবে না। ফাইনাল ইয়ার অনেক বেশি করে পড়তে হবে। হারমিওন করিডর দিয়ে যেতে যেতে বললো।

হ্যাঁ পড়তে তো হবেই, তবে আজ নয়, হ্যারি বললো। আমার মনে হয় আজ আমাদের খুব ভালো করে ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার।

এই দাঁড়াও, হারমিওন বললো। একজন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র হারমিওনের বাধা দেওয়া হাতকে উপেক্ষা করে হাতে একটা লেবু রঙের ডিস্ক নিয়ে যাচ্ছিলো। তুমি জানো ফ্যাংগ ফ্রিজবি স্কুলে আনা নিষিদ্ধ। দাও ওটা আমাকে, খুব কঠোরভাবে হারমিওন বললো। ছেলেটি হারমিওনের হাতে ফ্রিজবিটা দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে চলে গেলো।

রনের মতলব অন্য। ওরা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে রন একরকম ফ্রিজবিটা ছিনিয়ে নিলো হারমিওনের হাত থেকে।

দারুণ! ঠিক এই রকমই একটা আমার জন্য চাইছিলাম। হারমিওন কিছু বলার আগে হি হি হি হাসি শুনে চুপ করে গেলো। ল্যাভেন্ডার ব্রাউন রনের কথা শুনে দারুণ মজা

পেয়েছে। ও হাসতে হাসতে চলতে লাগলো। একবার রনকে পেছনে ফিরে দেখলো। রনও খুব খুশি।

ওরা গ্রেট হলে ঢুকে নিজেদের চেয়ারে বসে নাস্তা খেতে শুরু করলো। গ্রেট হলের সিলিংটা অপূর্ব দেখাচ্ছে। গভীর নীল রং চারপাশে সাদাসাদা খণ্ড মেঘ ভেসে যাচ্ছে। পরিজ, ডিম আর বেকন খেতে খেতে হ্যারি ও রন গতরাতে হ্যাগ্রিডের সঙ্গে ওদের যা কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো হারমিওনকে বললো। হ্যারি ও রন নিজেদের অপরাধী মনে করছে। আমার তো মনে হয় না উনি মনে করেন আমরা কেয়ার অফ ম্যাজিক্যাল ক্রিচারর্স পড়াশুনো চালু রাখবো, হারমিওন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললো। আমরা কি কেউ কখনো হ্যাগ্রিডকে কোনোরকম উৎসাহ দেখিয়েছি এ বিষয়ে?

একটা বিরাট ভাজা ডিম মুখে ঢুকিয়ে রন বললো, হ্যাঁ আমরা তো করেছিই।

হ্যাগ্রিডকে আমরা মনপ্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি বলেই রীতিমত ওনার ক্লাশে গিয়েছি, উৎসাহ দেখিয়েছি। কিন্তু আমাদের উৎসাহ দেখে উনি স্থির করেছেন উনার গৌণ সাবজেক্ট আমরা পছন্দ করেছি। তুমি কি অনুমান করতে পারো কেউ নিউট করতে যাচ্ছে?

কথাটা শুনে হারমিওন, হ্যারি কোনো জবাব দিলো নাঃ কারণ তার কোনো প্রয়োজন নেই। ওরা খুব ভালো করেই জানে ওদের বর্ষে কেউ কেয়ার অফ ম্যাজিক্যাল ক্রিচারস

পড়তে চায় না। হ্যাগ্রিড যখন হাত নাড়ছিলেন তখন ওরা প্রত্যুত্তর দিতে হবে বলেই হাত নেড়েছিল। দশ মিনিট পর হ্যাগ্রিড স্টাফ টেবিল ছেড়ে চলে গেলেন।

ব্রেকফাস্ট শেষ হওয়ার পর ওরা যে যার চেয়ারে প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের কথা শোনার জন্য বসে থাকলো। এবার টাইম টেবিল বিতরণ অন্যান্য বছরের তুলনায় একটু জটিল। প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের জানার দরকার নিউটে যে যার সাবজেক্ট পছন্দ বাছাই করার আগে প্রয়োজনীয় অউল পেয়েছে কি না

হারমিওন নির্বিবাদে চার্মস, ডার্ক আর্টসের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, ট্রান্সফিগারেশন, হারবোলজি, অ্যারিথমেসি, রহস্যাবৃত প্রতীক (অক্ষরজনিত) এবং পোশান পড়ার অনুমতি পেয়ে গেলো। নেভিলের একটু সময় লাগলো, ওর গোল মুখটা উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল এবং ম্যাকগোনাগল যখন ওর আবেদনপত্র আর ওর পেঁচা রেজাল্টস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন, তখন ওর সত্যিই হৃদকম্প শুরু হলো।

হারবোলজি ঠিক আছে, ম্যাকগোনাগল বললেন। প্রফেসর স্প্রাউট পেঁচা-এ আউটস্ট্যান্ডিং পেয়েছে দেখে খুশি হবেন। তুমি দেখছি ডার্ক আর্টসের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় আশাতীত পেয়েছ। কিন্তু গোল বেধেছে ট্রান্সফিগারেশনে। আমি দুঃখিত লংবটম, তোমার রেজাল্ট মোটামুটি (অ্যাকসেপ্টেবল) তবে নিউট পর্যায়ে পড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। আমার তো তোমার গ্রেডস দেখে মনে হয় তুমি কোর্স ওয়ার্ক যথাযথভাবে চালিয়ে যেতে পারবে।

নেভিল মাথা নত করল। মোটা চৌকা চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে ম্যাকগোনাগল ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন।

বলো, তুমি ট্রান্সফিগারেশন চাইছো কেন? আমিতো কখনো এই সাবজেক্টের প্রতি তোমার উৎসাহ দেখিনি।

নেভিল খুবই বিপাকে পড়েছে এমন মুখের ভাব করে বিড়বিড় করে বললো, আমার গ্রান্ড মার ইচ্ছে।

হুম, ম্যাকগোনাগল ঘোৎ ঘোৎ করলেন। তোমার গ্রান্ড মার তোমার মত নাতি পেয়ে গর্বিত হওয়া উচিত... তুমি ভবিষ্যতে কি হবে, না হবে সেটা তোমার নিজের ঠিক করার কথা, বিশেষ করে মিনিস্ট্রির দূর্ভাগ্যজনক ঘটনার পর।

কথাটা শুনে নেভিলের মুখটা লাল হয়ে গেল এবং বার বার চোখ পিট পিট করতে লাগলো। এর আগে কোনোদিন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ওকে প্রশংসা করেননি। এটা কি প্রশংসা না অন্য কিছু।

আমি খুবই দুঃখিত; কিন্তু আমি তোমাকে আমার নিউট ক্লাশে নিতে পারছি। তুমি চার্মসে প্রত্যাশার চাইতে বেশি পেয়েছো–তাই চার্মসে নিউট চেষ্টা করো কেন?

গ্রান্ড মা মনে করেন চার্মসটা খুব সোজা সাবজেক্ট, তোতলাতে তোতলাতে নেভিল বললো।

চামর্শ নাও, ম্যাকগোনাগল বললেন, আমি অগাস্টাকে এক লাইন লিখে দেবো যে, পেচাতে চার্মস-এ পেঁচা না পেলেও, ওর জন্য সাবজেক্টটা কোন কাজের নয় ভাবা ঠিক হবে না। কথাটা বলে ম্যাকগোনাগল নেভিলের মুখের দিকে তাকিয়ে আত্মসন্তুষ্টি গোছের হাসলেন। তারপর একটা ব্ল্যাংক টাইম টেবিল তার ম্যাজিক ওয়াভের মুখে লাগিয়ে নেভিলকে দিয়ে বললেন, তোমার নতুন ক্লাস সম্বন্ধে এতে সব লেখা আছে।

ম্যাকগোনাগল তারপর পার্বতী প্যাটেলের দিকে তাকালেন। তার প্রশ্ন হলো, ফিরেঞ্জে এখনও কি ডিভিনেসন শেখাচ্ছেন।

শুনেছি ও আর প্রফেসর ট্রেলাওয়েনে এ বছর থেকে ক্লাসটা ভাগাভাগি করে নেবেন, ম্যাকগোনাগল বললেন। তার গলায় অপছন্দের সুর। সকলেই জানে ম্যাকগোনাগল ডিভিনেসন সাবজেক্টটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন ষষ্ঠ বছরের ক্লাস প্রফেসর ট্রিলনি নিচ্ছেন।

পার্বতী মুখ হাঁড়ি করে পাঁচ মিনিট পরে ডিভিনেসন ক্লাসের দিকে পা বাড়ালো।

অতএব, পটার, মিস্টার পটার..., তার নোটগুলো দেখতে দেখতে হ্যারির দিকে তাকালেন। চার্মস, ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্টস, হারবোলজি, ট্রান্সফিগারেসন সবই

দেখছি উত্তম। আমি অকপটে বলতে চাই, আমি তোমার ট্রান্সফিগারেসন নম্বর দেখে খুবই খুশি, পটার সত্যই আমি অতি আনন্দিত। তো তুমি পোশান নেবার জন্য আবেদন করোনি কেন? আমার মনে হয়েছে এটা তোমার অরর হবার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা তাই না?

আপনিতো আমাকে বলেছিলেন যে পেঁচাতে আমাকে আউটস্ট্যান্ডিং পেতেই হবে প্রফেসর।

প্রফেসর স্নেইপ যখন ওই সাবজেক্টটা পড়াচ্ছিলেন তখন তো তুমি ওটা নিয়েছিলে। প্রফেসর স্লাগহর্ন তাদের জন্য খুশি, যেসব ছাত্ররা পেঁচাতে প্রত্যাশার বেশি পেয়েছে। তুমি কি পোশান নিয়ে আরো পড়তে চাও?

হ্যাঁ, হ্যারি বললো। কিন্তু আমি তো ওই বিষয়ে কোনো বই বা প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনিনি।

আমার মনে হয় স্লাগহর্ন তোমাকে কিছু বই দরকার হলে দিতে পারেন, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। তোমার মঙ্গল হোক, ভালো হোক... এই নাও তোমার টাইম টেবল। ওহ্ হো একটা দরকারি কথা গ্রিফিন্ডরের কুড়িজন ছেলে মেয়ে কিডিচ খেলার জন্য নাম দিয়েছে। আমি তোমাকে সেই নামের লিস্ট সময়মতো দেব, তুমি সময় মতো ওরা কেমন খেলে দেখে-টেখে নিও।

কয়েক মিনিট পরে রনও হ্যারির মতো স্লাগহর্নের ক্লাসে সিলেক্ট হয়ে গেলো। দুই বন্ধুর একই সাবজেক্ট। তারপর দুজনেই একই সঙ্গে টেবিল ছেড়ে চলে গেলো।

রন টাইম টেবিলটা হাতে নিয়ে হ্যারিকে বললো, এই দেখো, এখন আমাদের ফ্রি পিরিয়ড। লাঞ্চের ব্রেকের পরই আর একটা ফ্রি পিরিয়ড... দারুণ! ওরা আবার কমন রুমে ফিরে এলো। কমনরুম বলতে গেলে একেবারেই খালি। শুধু গোটা বারো সেভেনথ ইয়ারের ছেলে-মেয়ে, তার মধ্যে কেটিবেনও আছে। ও অরিজিন্যাল গ্রিফিন্ডরের কিডিচ টিমের একমাত্র প্লেয়ার, এখনও খেলছে। প্রথম বর্ষ থেকে ও আর হ্যারি রয়ে গেছে।

ও হ্যারির বুকে আঁটা কিডিচ ক্যাপ্টেনের ব্যাজ দেখে খুশি হয়ে বললো, আমি জানতাম তুমি ক্যাপ্টেন হবে। ওয়েল ডান। তাহলে বলো কবে ও কখন ট্রায়াল শুরু করছো!

বোকার মতো কথা বলবে না। তোমার আবার ট্রায়াল কি? গত পাঁচ বছর ধরে তো টিমে আছো।

তাহলেও আমি ট্রায়ালে থাকবো। নতুনদের মধ্যে আমার চেয়েও ভালো প্লেয়ার থাকতে পারে, কেটিবেল বললো। শুধুমাত্র ক্যাপ্টেনের কারণে অনেক ভালো ভালো টিম নষ্ট হয়ে গেছে কেনো বলতো? কারণ তারা নতুনদের চান্স দিতে চায় না, পুরনো প্লেয়ারদের আঁকড়ে বসে থাকে, অথবা বন্ধু তোষণ করে।

কথাটা শুনে রন একটু অস্বস্তিতে পড়লো, সেই ভাব কাটাবার জন্য ফেনজেড ফ্রিসবি খেলতে শুরু করলো। যেটা হারমিওন ফোর্থ ইয়ারের এক ছাত্রের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করেছিল। ফ্রিসবি সারা কমন রুমের চারপাশে একটানাভাবে বো বোঁ শব্দ করে ঘুরতে লাগলো। কশ্যাংক রেগে গেলো। হলুদ চোখে যখনই ওটা কাছে আসে রন তখন হিস-হিস শব্দ করে তাড়া করতে লাগলো।

ঘন্টা খানেক পরে ওরা অনিচ্ছার সঙ্গে রৌদ্রোজ্জ্বল কমন রুম ছেড়ে চারতলা থেকে একতলায় ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্টসের ক্লাশ করতে গেলো। হারমিওন অনেক আগেই সেখানে, হাতে অনেক বই নিয়ে ক্লাস রুমে ঢোকার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে।

হ্যারি আর রন ওর কাছে গেলে চিন্তিত মুখে হারমিওন বললো, রনের জন্য এত হোমওয়ার্ক আমাদের দিয়েছেন যে বলার নয়–পনের ইঞ্চি প্রবন্ধ, দুটোর অনুবাদ করতে হবে আর বইগুলো পড়তে হবে বুধবারের মধ্যে!

রন হাই তুলে বললো, খুবই বাজে।

তোমরা দাঁড়াও, হারমিওন প্রতিবাদের সুরে বললো। আমি দেখছি বিষয়টি, স্নেইপ ইচ্ছে করেই আমাদের এই কাজের ভার দিয়েছে।

হারমিওনের কথা শেষ হবার আগেই ক্লাসরুমের দরজা খুলে গেল, স্নেইপ করিডরে এসে দাঁড়ালেন, চিরাচরিত পাণ্ডুবর্ণ মুখ, মাঝখানে সিঁথি, চুলে চপচপে তেল। ওকে দেখেই সকলে চুপ হয়ে গেলো।

ভেতরে এসো, স্নেইপ ছাত্র-ছাত্রীদের দেখে বললেন। ডাট দেখানোর জন্য স্নেইপ তার মুখ খুব গম্ভীর করে রেখেছেন; ঘরটা অন্ধকার... সে কারণে মনে হয় স্নেইপকে আরো যেনো গম্ভীর দেখাচ্ছে। আলোর জন্য ক্লাসরুমে মোমবাতি জ্বলছে। দেয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে নতুন ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষ যারা ব্যথায় কাতরাচ্ছে নানা কারণে আঘাতপ্রাপ্ত আহত মানুষ কেউবা, খেলতে গিয়ে ভয়াবহ আঘাত পেয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা খুব শান্ত ভাবে বসলো, সকলেই চুপচাপ। অনেকেই দেওয়ালে ঝোলানো সে-সব ভীতিকর ছবি দেখছে।

আমি তোমাদের এখনই বই বার করতে বলছি না, স্নেইপ বললেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ডেস্কের কাছে গিয়ে সকলের সামনে মুখ করে দাঁড়ালেন। কথাটা শুনেই হারমিওন কনফ্রন্টিং দ্য ফেসলেস বইটা তাড়াতাড়ি ওর ব্যাগের মধ্যে রেখে ব্যাগটা টেবিলের তলায় রেখে দিল। আমি তোমাদের কিছু কথা বলতে চাই ও এই বিষয়ে তোমাদের সহযোগিতা চাই।

তার অবনত মুখ, কালো চোখ দুটো চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলো। সকলের থেকে একটু বেশি সময় এক সেকেন্ডেরও কম, হ্যারির দিকে স্থির হয়ে রইলো।

এর আগে আমি যতদূর জানি এই সাবজেক্টে পাঁচজন টিচার তোমাদের পড়িয়েছেন।

হ্যারি মনে মনে ভাবলো এর আগে আপনি বোধহয় দেখেননি। এবার আপনার যাবার পালা।

স্বভাবতই ওইসব টিচারদের ছিল নিজস্ব পড়াবার কৌশল ও পছন্দ। আমি চমকৃত হচ্ছি তোমরা অনেকেই পেঁচাতে এই সাবজেক্টে ভালো গ্রেড পেয়েছে। আমি আরো বেশি চমৎকৃত হব তোমরা যদি সকলে নিউটর কাজকর্ম ঠিক মতো করে যেতে পার, কারণ এখন অনেক উঁচু স্তরের কাজ হবে।

স্নেইপ বললেন, ডার্কআর্ট অনেক রকমের আছে, নানা প্রকারভেদ থাকলেও প্রতিদিনই পরিবর্তিত হলেও ব্যাপারটা শাশ্বত। কালো জাদুর সঙ্গে লড়াই করা মানে অনেক মুণ্ডুওয়ালা রাক্ষসের সঙ্গে লড়াইয়ের সমতুল্য... তাদের একটা মুণ্ডুচ্ছেদ করলে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি ভয়ঙ্কর ও চতুর হয়ে ওঠে। তোমাদের লড়াই করতে হবে এমন সব শক্তির সঙ্গে যাদের আক্রমণের কোনো স্থিরতা নেই, ভয়ঙ্কর যাদের সংহার করার শক্তি।

হ্যারি স্নেইপের দিকে তাকালো। ওর মনে হলো–একদিকে তিনি বলছেন ডার্ক আর্ট হচ্ছে ভয়ঙ্কর শ... অন্যদিকে তার কণ্ঠে যেনো তাদের প্রতি আপত্য স্নেহ রয়েছে।

তোমাদের আত্মরক্ষা, স্নেইপ একটু গলা চড়িয়ে বললেন, অবশ্যই তোমাদের তাদের বিনাশের জন্য নতুন পথের সন্ধান করতে হবে। ওই যে ছবিগুলো দেয়ালে টাঙানো আছে

দেখতে পাচ্ছো দেখানো হয়েছে ছবিতে ডার্ক আর্টের আক্রমণে কততভাবে আহত বা পীড়িত হচ্ছে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ক্রমিয়েটাস কার্স। (একজন ডাইনির দিকে হাত তুললেন সে অসম্ভব যন্ত্রণায় ছটফট করছে)। এবার দেখো ফিল দ্য ডিমেন্টরস কিস (একজন উইজার্ড দেওয়ালের কোলে বিশৃঙ্খলভাবে পড়ে রয়েছে, চোখ দুটো ওর ভাবলেশশূন্য। ডিমেন্টররা কিস করলে দেহ থেকে আত্মা চলে যায়। থাকে মস্তিষ্ক আর দেহ) অথবা ইনফেরিদের আক্রমণ করে। (মাটিতে রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে)। যাদের মৃতদেহে জাদু করে অপরাধের কাজ করানো হয় তাদের বলা হয় ইনফেরি।

ইনফেরিয়াসদের কি দেখা গেছে, পার্বতী গলার আওয়াজ যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে প্রশ্ন করলো। আমরা কি নিশ্চিত তিনি ইনফেরিদের কাজে লাগাচ্ছেন?

ডার্কলর্ড অতীতেও ইনফেরিদের কাজে লাগিয়েছেন, স্নেইপ বললেন। মনে রাখতে হবে তিনি তাদের আবারও কাজে লাগাতে পারেন।

কথাগুলো শেষে স্নেইপ তার বিরাট আলখেল্লা মেঝেতে ললাটাতে লোটাতে ডেস্কের কাছে গেলেন।

তোমরা সকলে, আমার বিশ্বাস, তোমরা নন ভার্বাল স্পেলস ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বলো নন ভার্বাল স্পেলের সুবিধা কী?

হারমিওন হাত তুললো। স্নেইপ ওর দিকে একবার তাকিয়ে ক্লাসের বাকি ছাত্র-ছাত্রীদের দেখতে লাগলেন। দেখলেন একমাত্র হারমিওন ছাড়া আর কেউ হাত তুলেনি। তাই ওকে ছাড়া আর কাউকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ নেই।

হ্যাঁ, বলো মিস গ্রেঞ্জার।

আপনি যাকে এটা প্রয়োগ করবেন, ঘটনা ঘটার আগে এটা কোন ধরনের ম্যাজিক প্রয়োগ হতে যাচ্ছে সে জানতে পারবে না। আর এটা সেকেন্ডের খণ্ডাংশ সুবিধা দেবে, হারমিওন বললো।

স্ট্যান্ডার্ড বুক অফ স্পেলস গ্রেন্ড ৬-এ যা লেখা আছে সেখান থেকে মুখস্থ উত্তর করেছে, স্নেইপ বললেন (ম্যালফয় এককোণে বসেছিলো, মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো)। তবে সেই জাদুমন্ত্র সঠিকভাবে উচ্চারণ করা দরকার। হ্যাঁ, দি জাদুমন্ত্র চেঁচামেচি, হইচই না করে শান্তভাবে করে তাহলে আশ্চর্যজনক ফল দেয়। সব জাদুকররা কিন্তু তা পারে না, অবশ্যই একাগ্রতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানসিক শক্তি। কথা বলার সময় স্নেইপের চোখ হ্যারির দিকে বিদ্বেষপরায়ণ দৃষ্টিতে কেন্দ্রীভূত হয়ে রইলো।

হ্যারি ভালো করেই জানে স্নেইপ গত বছরের তাদের ধ্বংসাত্মক অক্লামেন্সি সম্বন্ধে ভাবছেন। ও স্নেইপের চোখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলো। শেষ পর্যন্ত স্নেইপই তার দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন।

তোমরা সকলে সমানভাবে দুটি দলে বিভক্ত হও। প্রথম দল অন্য দলকে কোন কথা না বলে জিনক্স প্রয়োগ করবে। অন্যদল সেই জিনক্স খণ্ডন করার চেষ্টা করবে। মনে থাকে যেনো মুখ থেকে একটি শব্দ বার করবে না দুদলই। নাও শুরু করো।

স্নেইপ অবশ্য জানেন না, হ্যারি অনেক আগেই, গতবছরে ক্লাশের অর্ধেক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে (তারা সকলেই ডিএ ক্লাবের সদস্য ছিল) কেমন করে শিল্ডচার্ম করতে হয় শিখিয়েছিল। অবশ্য ওরা শব্দ না করে ওই চার্ম নিক্ষিপ্ত করতে জানে না। অনেকেই জোরে জোরে কথা না বলে ফিস ফিস করে জাদুমন্ত্র আওড়াতে লাগলো। হারমিওন একটিও কথা না বলে নেভিলের জেলিলেগস জিনক্স প্রতিহত করলো। অন্য কোনো শিক্ষক হলে হারমিওনের প্রতিহত করার শক্তি দেখে অন্তত দশ পয়েন্ট গ্রিফিন্ডরকে দিতেন, কিন্তু স্নেইপ সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেলেন। ওদের প্র্যাকটিসের সময় স্নেইপ অনেকটা মোটা বাদুড়ের মতো ক্লাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হ্যারি ও রন যখন চেষ্টা করছে, স্নেইপ ওদের দিকে তাকিয়ে ঘরময় ঘোরাঘুরি করে দেখতে লাগলেন।

রন হ্যারিকে জিক্স করার কথা। ও মুখ লাল করে ঠোঁট চেপে রইলো ক্ষেপন করার সময় একটিও কথা না বলার অভ্যাস সম্বরণ করে। হ্যারি ওর দণ্ড তুলে অপেক্ষা করতে লাগলো অনিশ্চিত অবস্থায় রনের জিনক্স প্রতিহত করার জন্য। কিন্তু সে সুযোগ ও পেলো না। রন জিনস প্রয়োগ করতে পারছে না।

স্নেইপ রনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার তো করুণ অবস্থা! এদিকে এসো কেমন করে করতে হয় তোমায় দেখাচ্ছি।

হ্যারির দিকে স্নেইপ তার জাদুদণ্ড ফেরালেন, হ্যারি তৎক্ষণাৎ সেটা রোধ করতে গেলো, কিন্তু অভ্যাসবশত কোনো কথা না বলে স্পেল করার কথা ভুলে গেল। ও জোর গলায় বললো, প্রটেগো!

ওর শিল্ড চার্ম এতো শক্তিশালী ছিলো যে স্নেইপ ব্যালেন্স হারিয়ে উল্টে গিয়ে ডেস্কের ওপোর পড়লেন। ক্লাশের সকলে তাকিয়ে রইলো স্নেইপের দিকে। স্নেইপ ভুরু কুঁচকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

তোমার কি মনে নেই পটার আমি বলেছিলাম কথা না বলে স্পেলস ব্যবহার করতে হবে?

হ্যাঁ বলেছিলেন, হ্যারি অনমনীয় কণ্ঠে বললো। হা স্যার! স্নেইপ বললেন। স্যার বলার প্রয়োজন মনে করি না।

কথাটা মুখ থেকে ফসকে বেরিয়ে যাবার আগে ও জানতো না কি বলছে। হ্যারির কথাটা শুনে অনেকেই মূর্ছা যাওয়ার যোগাড়। এমন কি হারমিওনেরও। স্নেইপের চোখের আড়ালে রন, ডিন আর সিমাস দাঁত বার করে হাসতে লাগলো। হাসিটা এমন যেনো ঠিক বলেছো।

স্নেইপ বললেন, শনিবার আমার অফিসে বন্দি, পটার আমি কারও কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করি না এমনকি চুজেন ওয়ানের কাছ থেকেও।

খানিকক্ষণ পরে ব্রেকের সময় বাইরে হাঁটতে হাঁটতে রন বললো, দারুণ বলেছো হ্যারি!

রনের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে হারমিওন বললো, তোমার ওটা বলা উচিত হয়নি হ্যারি! হঠাৎ ওই কথা বলতে গেলে কেন?

তোমাদের চোখের আড়ালে আমাকে জিক্স করতে চেয়েছিলেন! হ্যারি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো। ওনার কাছে অকলামেন্সি লেসন নেবার সময় অনেক সহ্য করেছি। আমার বদলে অন্য একজন গিনিপিগ হিসেবে বেছে নিলেই তো পারেন! ডাম্বলডোর কেন যে ওনাকে ডিফেন্স শেখাতে বলছেন?

ডার্ক আর্টস সম্বন্ধে কথা বলার সময় ওনার চোখ মুখের উদ্ভাসিত ভাব দেখেছিলে? উনি ওই সমস্ত ভালোবাসেন। বলছিলেন না, অজানা অবিনাশকারীদের সম্বন্ধে।

আমার মনে হয় স্নেইপ ঠিক তোমার মতোই কথা বলেন, হারমিওন বললো। আমার মতো মানে?

হ্যাঁ, তুমি যখন ভোল্টেমর্টের মুখোমুখি হওয়ার কথা আমাদের বলেছিলে, তোমার মুখের অবস্থাও ওই রকমই হয়েছিল। তুমি বলেছিলে, একগুচ্ছ স্পেল (জাদুমন্ত্র) মনে রাখার ব্যাপার নয়, তুমি বলেছিলে, তোমার মস্তিষ্ক এবং তোমার সাহস, স্নেইপও এমনইভাবে কথা বলেছিলেন না? সাহসী ও দ্রুত চিন্তাকারীরা একই রকম হয় না?

হ্যারি আর ওই বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইলো না। মনে আসলেও বললো, যে তার কথা দ্য স্ট্যান্ডার্ড বুক অব স্পেলস মুখস্থ করার মত শোনাচ্ছে।

হ্যারি! এই হ্যারি!

পেছন থেকে কে যেনো ওকে ডাকলো। হ্যারি পেছনে তাকালো। দেখলো জ্যাক সুপার, গত বছরের গ্রিফিন্ডর কিডিচ টিমের অন্যতম বিটার। ওর দিকে বলতে গেলে ছুটতে ছুটতে আসছে। ওর হাতে গোল করে পাকানো পার্চমেন্ট।

তোমার এটা, সুপার হাঁপাতে হাঁপাতে বললো। শুনেছি এবারে ক্যাপ্টেন হয়েছো? তুমি কবে ট্রায়াল গেম করছো?

এখনও সে সম্বন্ধে কিছু ঠিক করিনি, হ্যারি নিজের মনে ভাবলো, ও যদি টিমে জায়গা পায়, তাহলে অবশ্যই ওটা ওর সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। তোমাকে পরে জানাবো।

খুব ভালো, আমি ভাবছিলাম আগামী শনিবারে...।

হ্যারি কিন্তু সুপের কোন কথাই মনদিয়ে শুনছে না। ওর চোখ পড়ে রয়েছে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে পার্চমেন্টের লেখার ওপোরে। সুপের সঙ্গে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে রন ও হারমিওনের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে পার্চমেন্টটা খুললো। পড়তে শুরু করলো।

প্রিয় হ্যারি,
আমার ইচ্ছে আমাদের প্রাইভেট লেসন এই শনিবার থেকে শুরু করি। তাই তুমি রাত আটটার সময়ে অবশ্যই আমার অফিসে আসবে। আশাকরি স্কুলে ফিরে এসে প্রথম দিনটা খুব আনন্দের সঙ্গে কাটিয়েছে।
তোমার বিশ্বস্ত আলবাস ডালডোর
বি:দ্র: আমার এসিড পপস্ খুব ভালো লেগেছে।

রন হ্যারির পেছন থেকে ডাম্বলডোরের চিঠিটা পড়ে বললো, অ্যাসিড পপস্ ভালো লেগেছে–মানে বুঝলাম না।

ওটা গারগয়েলের সামনে গিয়ে ডাম্বলডোরের স্টাডিতে ঢোকার পাসওয়ার্ড। হ্যারি বললো খুব গলা নামিয়ে। হায়! খবরটা শুনে স্নেইপ নিশ্চয়ই খুশি হবেন না, আমি থোড়াই ওর ডিটেনসনে থাকবো।

ডাম্বলডোর ওকে কি প্রাইভেট লেসন দেবেন তা নিয়ে তিনজনেরই অনেক জল্পনা-কল্পনা। রন ভাবলো খুব সম্ভব দুঃসাহসিক জিঙ্কস আর হেকসেস-এর উচ্চ পর্যায়ের জাদুমন্ত্র ও জাদুটোনা যেগুলো ভোল্টেমর্টের অনুগামী ডেথইটাররা জানে না। হারমিওন বললো ওই জাদুমন্ত্রগুলো সম্পূর্ণ বেআইনী, খুব সম্ভব ডাম্বলডোর হ্যারিকে অ্যাডভান্সড ডিফেনসিভ ম্যাজিক শেখাবেন। ব্রেক শেষ হলে হারমিওন ওর অ্যারিথমেনসি ক্লাসে চলে গেলো, হ্যারি আর রন গেলো কমনরুমে। ওখানে বসে মুখ গোমড়া করে স্নেইপের দেওয়া হোমওয়ার্ক করতে লাগলো। এতো কঠিন কাজ দিয়েছেন যে নাজেহাল হয়ে গেলো, তার আগেই হারমিওন আফটার লাঞ্চ ফ্রি পিরিয়ডে যোগ দিতে এলো ওদের কাছে। যখন সন্ধ্যা বেলার ডবল পোশানের ক্লাসের ঘণ্টা বাজলো ওরা তখন সবেমাত্র কাজ শেষ করেছে। ওরা অতিপরিচিত পথ ধরে ভূগর্ভস্থ অন্ধকার ক্লাসরুমে চললো। ওই ক্লাসটা আগে স্নেইপ নিতেন।

ওরা যখন করিডরে পৌঁছলো দেখলো বারোজন ছাত্রছাত্রী নিউট লেভেলে কাজ করছে। গোয়েল আর ক্রাবে পেঁচাতে আবশ্যিক গ্রেড পায়নি; তারপরও চারজন স্লিদারিন পেয়েছে, এর মধ্যে ম্যালফয় একজন। চারজন র‍্যাভেন কু এবং একজন হাফেলপাক রয়েছে, এরনি ম্যাকমিলান। হ্যারি ওর জাঁকালো চালচলন পছন্দ না করলেও মানুষ হিসেবে ওকে অপছন্দ করে না।

হ্যারিকে দেখে এরনি ম্যাকমিলন করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে বললো, হ্যারি আজ সকালের ক্লাসে ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্টস ক্লাসে কিছু বলার সুযোগ পেলাম না,

আমার মতে ভালই লেসন, কিন্তু শিল্ডচার্মস একেবারে বস্তাপচা, অবশ্য আমরা যারা ডিএ ক্লাসে আগে করেছি... ওহো রন, হারমিওন কেমন আছো তোমরা?

ওরা কিছু বলার আগেই ডানজিওন ক্লাসরুমের দরজা খুলে গেলে বেরিয়ে এলেন বিরাট বপু, টাক মাথাওয়ালা মোটাসোটা স্লাগহর্ন। ছেলেমেয়েরা লাইন লাগিয়ে ক্লাসে ঢুকলো। পাকানো সাদা গোঁফ ওর হাসি হাসি মুখের ওপর শোভা পাচ্ছে। অন্য ছেলেমেয়েদের দিকে স্মিত মুখে তাকালেন; কিন্তু হ্যারি আর জাবিনিকে একটু বেশি করে শুভেচ্ছা জানিয়ে হাসলেন। হাসার সময় স্লাগহর্নের ঠোঁটের ওপর দুধারে পাকানো গোঁফ হেলে দুলে উঠলো।

অন্ধকার পাতাল ঘর খুবই অস্বাভাবিক লাগলেও ভেতরে যা হচ্ছে তা স্বাভাবিক। ঘরের মধ্যে প্রচুর বাষ্প আর পঁচা গন্ধ। বিরাট আকারের একটা কলড্রনে কিছু টগবগ করে ফুটছিল। ওরা তিনজন সেই কলড্রনের পাশ দিয়ে যেতে গন্ধ ও ধোঁয়াতে প্রবলভাবে হাঁচতে লাগলেন। চারজন স্লিদারিন একটা টেবিলের কাছে এক সঙ্গে বসলো, একইভাবে বসলো র‍্যাভেন ক্লরা। হ্যারি, রন, হারমিওন উপায়ান্তর না দেখে এরনির সঙ্গে অন্য একটা টেবিলে বসলো। ওরা বেছে নিলো একটা সোনালী রং-এর কলড্রন। সেই কলড্রন থেকে এমন এক ঘুমপাড়ানি গন্ধ আসছিল যা হ্যারি আগে পেয়েছিলো। যাহোক ওর মনে পড়ে গেলো ঘন ও মিষ্টি গন্ধ, ঝাড়ুর হাতলের কাঠ কাঠ গন্ধ কিছু ফুলের গন্ধ। এর আগেও ও ওইরকম গন্ধ দ্য বারোতে থাকাকালীন পেয়েছে। ওর মনে হলো ও খুব ধীরে ধীরে ও গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। ফুটন্ত পোশানের বাষ্প ওকে যেনো নেশাগ্রস্ত

করছে। গভীর এক প্রাপ্তির সুখ ওকে আচ্ছন্ন করেছিল, ও রনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। রনও মুখটিপে হাসলো তবে মন খুলে নয়।

তারপর এখন, এখন তারপর তারপরে... স্লাগহর্ন বললেন। স্লাগহর্নের বিরাট শরীরের (দেহ রেখা) বাষ্পে ঢেকে গিয়ে কাঁপছে... স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তাকে। তোমরা সকলে এবার স্কেলস বার করো, পোশান কিটও, আর তোমাদের অ্যাডান্স পোশান মেকিং-এর কপি বার করতে ভুলবে না।

স্যার, হ্যারি একটা হাত তুলে বললো। হ্যারি মাই বয়!

আপনি যা যা বার করতে বললেন, সেসব আমার কাছে একটাও নেই, রনেরও নেই– আমরা আগে বুঝতে পারিনি আমরা নিউট করতে পারবো, আপনি..।

ও হ্যাঁ ঠিকই, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বলছিলেন বটে, যাকগে এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই মাইডিয়র বয়... একদম কিছু চিন্তা করবে না। আজকের মতো স্টোর কাবার্ড থেকে কিছু উপাদান নিতে পারো, আমরা তোমাকে ওজন করার যন্ত্র দিতে পারি। আমাদের কাছে কয়েকটি পুরনো বইও আছে। তুমি ফুরিশ ও ব্রটস থেকে বই কেনার জন্য লেখা পর্যন্ত... ওগুলো কাজে দেবে।

কথাগুলো বলে স্লাগহর্ন থপথপ করে কাবার্ডের কাছে গিয়ে দুটো প্রায় ছেঁড়াখোড়া লিবেটিয়াসের লেখা অ্যাডভান্স পোশন মেকিং কপি বার করে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হ্যারি রনকে বইটা আর কিছু রংচটা ওজন করার স্কেল দিলেন।

তাহলে এখন, স্লাগহর্ন ক্লাসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ফোলা বুকে দম নিয়ে আরো প্রসারিত করলেন। তার ওয়েস্ট কোর্টের বোতামগুলো প্রায় ছিঁড়ে পড়ার অবস্থা হলো বুক ফোলানোর জন্য। শোনো আমি কিছু পোশান তোমাদের জন্য বানিয়েছি। ইচ্ছে করলে দেখতে পারো। নিউট শেষ করার পর তোমরা নিজেরাই এগুলো তৈরি করতে পারবে, মানে তৈরি করতে পারা উচিত। তোমরা নিশ্চয়ই এগুলো সম্পর্কে শুনেছো, যদি সেগুলো এখন পর্যন্ত না বানিয়ে থাকো তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে বলল ওটা কী?

স্লাগহর্ন দিারিন টেবিলের কাছে রাখা কলড্রনটা দেখালেন। হ্যারি দেখার জন্য চেয়ার থেকে সামান্য উঠার চেষ্টা করলো, কিন্তু দেখলো কলড্রনে শুধু সাদা জল টগবগ করে ফুটছে।

অন্যরা হাত তোলার আগেই হারমিওন হাত তুললো, স্লাগহর্ন আঙ্গুল দিয়ে ওকে বললেন প্রশ্নের জবাবের জন্য।

ওটা হচ্ছে স্বাদ-গন্ধহীন পোশান, ওই পোশানটা যে খাবে সে সত্য কথা বলতে বাধ্য হবে।

বা! বা! চমৎকার। স্লাগহর্ন বললেন। মনে হলো হারমিওনের সঠিক উত্তরে স্লাগহর্ন খুব খুশি। এখন র‍্যাভেনক্লদের টেবিলের কাছে কলড্রনটা দেখিয়ে বললেন, ওর মধ্যে যেটা আছে সকলের খুবই পরিচিত, মিনিস্ট্রির লিফলেটেও লেখা আছে, এখন কে বলবে?

আবার সবার আগে হারমিওন হাত তুললো। ওটা পলিজুস পোশান স্যার, ও বললো।

হ্যারিও জানে কলড্রনে কাদার মতো পদার্থটা কি। খুব ধীরে ধীরে কলড্রনে ওটা ফুটছে। কিন্তু হারমিওনকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ দিয়ে নিজে চুপ করে রইলো। হারমিওন যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে তখন ও পলিজুস পোশান বানিয়েছিলো।

চমৎকার চমৎকার! এখন ওটার মধ্যে কি রয়েছে বলতো? স্লাগহর্ন বললেন। হারমিওন পুনরায় হাত তুললে স্লাগহর্ন সামান্য হতবুদ্ধি হলেন।

এমরেটেনসিয়া, স্যার।

ঠিক তাই, মনে হয় বোকার মতো প্রশ্ন করেছি, স্লাগহর্ন বেশ প্রভাবিত হয়ে বললেন। তাহলে তুমি নিশ্চয়ই জানো এটা কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়?

পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী লাভ পোশান, হারমিওন স্বাভাবিকভাবে বললো।

একেবারে সত্যি জবাব দিয়েছো! তুমি ধরতে পেলো, আমার মনে হয় এর সুনির্দিষ্ট মাদার অফ পার্ল উজ্জ্বলের জন্য।

যে কুণ্ডুলি কুণ্ডুলি ধোয়া বেরোচ্ছে ওর বৈশিষ্ট, হারমিওন খুবই আগ্রহের সঙ্গে প্রত্যেকেই এর গন্ধ আমরা আলাদা আলাদাভাবে পাই, যে গন্ধটা আমরা চাই আমি কচি কচি ঘাস কাটার ও নতুন পার্চমেন্টের গন্ধ পাচ্ছি। আর...।

হঠাৎ ওর গাল দুটো গোলাপি বর্ণের হয়ে গেলো। কথাটা শেষ করতে পারলো না।

স্লাগহর্ন ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার নামটি তো জানতে পারলাম না মাইডিয়ার? স্লাগহর্ন হারমিওনের চোখে মুখে বিহ্বলতা লক্ষ্য করলেন।

হারমিওন গ্রেঞ্জার স্যার।

গ্রেঞ্জার? গ্রেঞ্জার? তুমি কী হেক্টর ডাগওয়ার্থ গ্রেঞ্জারের আত্মীয়, যিনি খুবই বিখ্যাত সোসাইটি অফ পোসানিয়র্স প্রতিষ্ঠা করেছিলেন...?

না স্যার... আমার তো মনে হয় না, আমি মাগল পরিবারে জন্মেছি।

হ্যারি লক্ষ্য করলো কথাটা শুনে ম্যালফয়, নটের কাছ ঘেঁসে বসলে, ওর কানে কানে ফিস ফিস করে কিছু বললো। তারপর দুজনেই মিটি মিটি হাসলো। স্লাগহর্ন কোনোরকম

হারমিওনের উত্তরে হতাশ নন বরং হারমিওনের মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এবার তিনি হ্যারির দিকে তাকালেন। হ্যারি হারমিওনের পাশে বসেছিল। স্লাগহর্ন বললেন, ওহোহো... কি সুখের কথা আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু মাগল পরিবারের, এ বছরের সেরা ছাত্রী! আমার মনে হয় হ্যারি তুমি এই কথা আমাকে বলেছিলে?

হা স্যার, হ্যারি বললো।

ভালো... অতি উত্তম। তাহলে সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রিফিন্ডর পেলো কুড়ি পয়েন্ট। কষ্টার্জিত পয়েন্ট বলতে পারো। কি বলো মিস গ্রেঞ্জার? স্লাগহর্ন অমায়িকভাবে বললেন।

ম্যালয়ের মুখ দেখে মনে হলো, হারমিওন ওর মুখে সজোরে একটা ঘুষি মেরেছে। হারমিওন হ্যারির দিকে মুখ ফিরিয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে চাপা গলায় বললো, হ্যারি তুমি বলেছো, আমি এই বছরে সর্বশ্রেষ্ঠ স্টুডেন্ট? ওহ হ্যারি?

আরে তাতে এত খুশি হওয়ার কি আছে? রনও চাপা গলায় বললো। ও কোনো কারণবশত চিন্তিত, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করতেন তাহলে আমি একই কথা বলতাম।

হারমিওন হাসলো, শা... শা বলে চুপ করতে বললে স্লাগহর্নের কথা শোনার জন্য সে খুবই উৎসুক। রনের মুখে হতাশার ছাপ!

অবশ্যই বলতে হবে। অ্যামরটেনসিয়া ভালোবাসা সৃষ্টি করে না। ভালোবাসা উৎপাদন করা অথবা নকল করা অসম্ভব। না, ভালোবাসা একটি শক্তিশালী বুদ্ধিভ্রষ্টকারী অথবা আবেগ সৃষ্টি করে। সম্ভবত সবচেয়ে বেশি বিপজ্জন ও শক্তিশালী পোশান এই ঘরে রয়েছে–ও হ্যাঁ, স্লাগহর্ন ম্যালফয় ও নটের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন। দুজনেই তখন মনযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনছিলো না। যখন তোমাদের আমার মতো বয়স ও অভিজ্ঞতা হবে তোমরাও মনকে আবিষ্ট করা ভালোবাসার প্রাণ শক্তিকে অমূল্যায়ন করবে না।

এখন, স্লাগহর্ন বললেন। আমাদের কাজ শুরু করার সময় হয়েছে। স্যার, আমাদের আপনি বলেননি ওর ভেতরে কি রয়েছে, এরনি ম্যাকমিলান, স্লাগহর্নের ডেস্কের ওপোরে রাখা একটি ছোট কালো কলড্রনের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললো। কলড্রনের মধ্যে রাখা পোশান নির্বিবাদে ছিটিয়ে দিচ্ছিলো। রঙ তার গলানো তরল স্বর্ণের মতো, বড়ো বড়ো ফোঁটাগুলো তরল পদার্থের ওপোরের স্তরে গোল্ডফিশের মতো লাফালাফি করলেও একটি ফোঁটাও কলড্রন থেকে ছিটকে বাইরে পড়ছে না।

ও তাইতো, স্লাগহর্ন আবার বললেন। হ্যারি কিন্তু জানে স্লাগহর্ন মোটেই ভুলে যাননি। অপেক্ষা করছেন পোশানের নাটকীয় পরিণতি সম্বন্ধে প্রশ্নের অপেক্ষায়। তো লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন–ওটি হচ্ছে একটি দুষ্প্রাপ্য সামান্য এক পোশান। নাম ফেলিক্স ফেলিসিস! আচ্ছা মিস গ্রেঞ্জার ওটা কি কাজে লাগে বলতে পারো?

বলতে পারি স্যার, লিকুইড লাক, হারমিওন সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বললো। আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করে।

হারমিওনের কথা শুনে ক্লাসের সব ছেলেমেয়েরা টানটান হয়ে বসলো। হ্যারি দেখলো ম্যালফয় সরাসরি হারমিওনের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর মসৃণ সোনালী চুল সামান্য আলো পড়ে চকচক করছে। মনে হলো অনেকটা সময় অ মনোযোগী হয়ে বসে থাকার পর এখন ও স্লাগহর্নের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে।

কারেক্ট! গ্রিফিন্ডরের দশ পয়েন্ট যোগ হবে।... হ্যাঁ, ফেলিক্স ফেলিসিস ছোট একটি মজাদার পোশান, স্লাগহর্ন বললেন। ওটা বানাতে প্রচুর দক্ষতার প্রয়োজন। এবং ভুল করে বানালে দুর্ঘটনা ঘটায়। যাই হোক, তুমি যদি ঠিকমতো বানাও, যেমনটি আমি বানিয়েছি, তাহলে তুমি দেখবে তোমার প্রচেষ্টা ফল দেবে। অবশ্যই যতক্ষণ পর্যন্ত ওর কার্যক্ষমতা থাকে।

তাহলে সকলে ওটা সবসময় খায় না কেন স্যার? টেরী বুট উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

কারণ বেশি পরিমাণে খেলে মাথা ঘুরবে, যোগ্যতা হারাবে, বেপরোয়া এবং ভয়ঙ্করভাবে আত্মবিশ্বাসী হবে, স্লাগহর্ন বললেন। ভালো জিনিস বেশি পরিমাণে খেলে বিষবৎ হয় তা তো তোমরা জানো। খুব সংযতভাবে এবং মাঝেমধ্যে খেতে হবে।

আপনি কখনো খেয়েছেন স্যার? মাইকেল কর্নার প্রবল উৎসাহের সঙ্গে জানতে চাইলো।

জীবনে মাত্র দুবার খেয়েছি, স্লাগহর্ন বললেন। একবার যখন আমার কুড়ি বছর বয়স, আরেকবার যখন সাতান্ন বছরে। দুদিন, দিনে দুবার ব্রেকফাস্ট খাবার পর।

উনি ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। যেনো পৃথিবীর বাইরে কোনো দেশে। হ্যারি ঠিক বুঝতে পারলো না স্লাগহর্ন অনেকদিন আগের এক জীবনে ফিরে গেছেন না নাটক করছেন কিন্তু যাই করুন না কেন তার ফল ভালোই হলো।

এবং তারপর, স্লাগহর্ন যেন ধরার পৃথিবীতে ফিরে এলেন, বললেন এই লেসনে তোমাদের কে পুরস্কার দিতে পারি।

ঘরে দারুণ নীরবতা। এতো বেশি নীরবতা যে কলড্রনের পোশান টগবগ করে ফুটছে, বুদবুদ উঠছে, ফেটে যাচ্ছে, তারই শব্দ দশগুণ হয়ে শোনা যাচ্ছে।

ছোট এক বোতল ফেলিক্স ফেলিসিস, স্লাগহর্ন। নিজের পকেট থেকে বার করে অতি ক্ষুদ্র কাঠের ছিপি আটা বোতল হাতে তুলে সকলকে দেখালেন। বার ঘণ্টাব্যাপী সৌভাগ্যের জন্য যথেষ্ট। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, তুমি যাই করতে চেষ্টা করবে তা তুমি ভাগ্যবান হিসেবে সফল হবে।

এখন আমার তোমাদের অবশ্যই সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন যে ফেলিক্স ফেলিসিস এসব ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ পদার্থ–কোনো সংগঠিত প্রতিযোগিতায়, খেলাধুলায়, যেমন–পরীক্ষা অথবা নির্বাচনে। এ পুরস্কার জয়ী শুধু সাধারণ দিনে ব্যবহার করতে পারবে এবং দেখবে কেমন বিশিষ্ট, বিস্ময়কর হয়ে যায়।

অতএব, স্লাগহর্ন কিছুটা সময় নিয়ে বলে উঠলেন। তা হলে তোমরা কেমন করে আমার চমৎকার পুরস্কার পাবে? পাবে, অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং-এর পৃষ্ঠা দশ বার করলে। আমাদের এখন এক ঘণ্টার চেয়ে সামান্য বেশি সময় হাতে রয়েছে, তাহলে তোমরা মানুষের চরম দুরবস্থা প্রতিরোধের ওষুধের মাত্রা বিষয়ে বেশ ভালোভাবে জানার চেষ্টা করতে পারবে। আমি জানি আগে যেসব শিখেছো তার চেয়ে এটা অনেক জটিল তাই কারও কাছ থেকে আমি নিখুঁত পোশান আশা করছি না। যে প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে ভালো করবে যে সামান্য ফেলিক্স পুরস্কার পাবে... নাও তোমরা এখন বানাতে শুরু করো তোমাদের সিটে বসে!

যার যার কলড্রন টেনে নেওয়ার খচ খচ শব্দ, কারও কারও তাদের স্কেলের ওপর ভারি বাটখারা রাখার খট খট শব্দ। কিন্তু নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে সকলেরই একাগ্রতা খুবই স্পষ্ট। হ্যারি দেখলো ম্যালফয় ওর এডভান্সড পোশান মেকিং-এর কপিটা হাতে নিয়ে এলোপাতাড়ি পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে। ওর মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই সত্যি কি ও লাকি ডে চায়। স্লাগহর্ন যে জীর্ণ বইটা ওকে দিয়েছেন সেটা মাথা নিচু করে হ্যারি মন দিয়ে পড়তে শুরু করলো।

বইটার আগের মালিক সবকটি পাতায় অনেক কিছু খুবই পেচানো অক্ষরে নোট লিখে গেছে। সেগুলো দেখে হ্যারি বিরক্ত হলো। বইয়ের মার্জিনে একটুও সাদা অংশ নেই, বইয়ের ছাপার পাতার মতোই ভরা হাতের নানা কালো লেখায়। ডিসাইফার করার চেষ্টা করলো; কিন্তু পারলো না। (যেখানে ইনগ্রেডিয়েন্টস ডি সাইফার নির্দেশ আছে সেখানে আগের মালিক নতুন টিকা লিখে ছাপা অক্ষরের নির্দেশ কেটে দিয়েছে)। হ্যারি সময় নষ্ট না করে স্টোরে গিয়ে ওর যা দরকার তা খুঁজতে লাগলো। ও নিজের সিটে ফিরে যাওয়ার সময় দেখলো ম্যালফয় যতো তাড়াতাড়ি পারে ভ্যালেরিয়নর শেকড় কাটছে।

অন্যরা কি করছে না করছে দেখার জন্য প্রত্যেকেই এধার ওধার তাকাতে লাগলো। পোশান বানানোর জন্য কে কি করছে না করছে দেখার সুবিধে, অসুবিধে দুই-ই আছে। অন্যের কাজ দেখতে গেলে নিজের কাজ গোপন রাখার উপায় নেই। দশ মিনিটের সমস্ত ক্লাসরুম সবুজ বাস্পতে ভরে গেলো। হারমিওনকে দেখে মনে হয় যতদূর সম্ভব ভালোভাবেই এগোচ্ছে। ওর পোশান ইতোমধ্যে মসৃণ লিকুইডে পরিণত হয়েছে। ঠিক বইতে যেমন লেখা আছে। সম্পূর্ণ কাজের অর্ধেক অবস্থায় পৌঁছেছে।

শেকড়গুলো টুকরো টুকরো করে হ্যারি আবার সেই বইটির পাতায় তাকালো। খুবই বিরক্তিকর সন্দেহ নেই এত হাতের লেখা যে বইতে প্রকৃত ডিসাইফার করার নির্দেশ বোঝা যায় না। বইটির আগের মালিক যেখানে পেরেছে সেখানে যা খুশি তাই লিখেছে মূর্খের মতো। যেকোনও কারণেই হোক কাটাকুটি করার বা সফোফোরাস বীন টুকরো টুকরো করার বিপরীত নির্দেশ হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছে বইয়ের পাতায়।

রূপোর ছুরির চ্যাপ্টা দিক দিয়ে গুড়ো করলে টুকরো করে কাটার চাইতে অনেক বেশি জুস নির্গত হবে স্যার, আপনি খুব সম্ভব আমার পিতামহ, অ্যাব্রাকসাস ম্যালয়ের নাম শুনেছেন?

কথাটা শুনে হ্যারি বই থেকে মুখটা তুললো। স্লাগহর্ন ঠিক সেই সময়ে শ্রিদারিনদের টেবিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

হ্যাঁ শুনেছি, স্লাগহর্ন বললেন, ম্যালফয়ের দিকে না তাকিয়ে। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি খুবই দুঃখিত হয়েছিলাম। ওই বয়সে ড্রাগন পক্স হলে বাঁচা খুবই কঠিন ব্যাপার, বলে সেখান থেকে হেঁটে চলে গেলেন।

ম্যালফয় ও স্লাগহর্নের কথা শুনে কলড্রনে কাজ করতে করতে হ্যারির মনে হলো ম্যালফয় আশা করছিল স্লাগহর্ন তার সঙ্গে তার আর জাবিনির মতোই আচরণ করবেন। স্নেইপের কাছ থেকে যেরকম আলাদা খাতির সে পায়, সেইরকমই কিছু আলাদা খাতির স্লাগহর্ন ওর সঙ্গে করুন। ম্যালফয় যে কথাটা এখন বুঝতে পেরেছে ফেলিক্স ফেলিসিসি লাভ করতে হলে চাই তার মেধা, অন্য কিছু নয়।

সফোফোরাস বিনস কাটা খুবই শক্ত লাগছে হ্যারির। হ্যারি হারমিওনের দিকে তাকালো।

তোমার রুপোর চাকুটা আমাকে কিছুক্ষণের জন্য দিতে পারবে?

হারমিওন কাজ করতে করতে মাথা ঝাঁকালো, না। একবারও ওর পোশান থেকে দৃষ্টি সরলো না। তখনও ওর পোশানের রঙ গাঢ় রক্ত-বেগুনি। যদিও পাঠ্যপুস্তকে লেখা আছে, ওই সময়ে পোশানের রঙ হবে হালকা নীল।

হ্যারি চাকুর চ্যাপ্টা অংশ দিয়ে বিন গুড়ো করলো। অবাক হয়ে দেখলো অনেক রস সেখান থেকে বের হয়েছে, যা সে আগে ভাবতেই পারেনি।

ওর বইয়ের আগের মালিকের ওপোর বিরক্তি উধাও হলো এবং কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো মন। হ্যারি নির্দেশের দ্বিতীয় লাইনে তেরছাভাবে তাকালো। নির্দেশ অনুসারে পোশানটা জলের মতো স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত ঘড়ির কাটা বিপরীত দিকে ঘোরানোর মতো নাড়িয়ে যেতে হবে। আগের মালিকের নির্দেশ অনুসারে সাতবার এভাবে কাউন্টার কুকওয়াইজ করার পর একবার কুকওয়াইজ করতে হবে। কিন্তু বইয়ের আগের মালিকের অনুসারে আবার করাটা কি সঠিক হবে? কিছুক্ষণ ভেবে, অবশেষে হ্যারি নির্দেশ মতো নাড়াতেই সঙ্গে সঙ্গে কাজ হলো পোশানের রঙ হালকা গোলাপিতে পরিণত হলো।

তুমি কেমন করে করলে? হারমিওন বিস্ফোরিত চোখে জানতে চাইলো। হারমিওন পোশান বানাতে গিয়ে গলদঘর্ম, মাথার চুল উসখো খুসকো, মুখ লাল। কলড্রনের বাস্পে ওর মাথার চুল ঝোঁপ জঙ্গলের হাল হয়েছে। ওর পোশানের তখনও রক্ত-বেগুনি রঙে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

শোনো ক্লকওয়াইজ ঘোরাও।

না না, বইতে আছে শুধুমাত্র কাউন্টার ক্লকওয়াইজ। ও হ্যারির কথার পাল্টা যুক্তি দেখালো।

হ্যারি কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে যেমন করছিলো তেমনইভাবে করতে লাগলো। সেই একই পদ্ধতি। সাতবার অ্যান্টি-ক্লক একবার ক্লকওয়াইজ।

ওধারে রন হতাশায় অভিশাপ দিতে লাগলো। ওর পোশানটা দীর্ঘ পরিশ্রমের পর লিকুইড লিকারাইসের মতো। হ্যারি চারদিকে তাকালো কে কেমন বানিয়েছে দেখার জন্য। দেখে যা বুঝলো কারও পোশান ওর মতো বিবর্ণ হয়নি। ও খুশিতে চনমন করে উঠলো। তার এমন আনন্দে উদ্দীপ্ত অবস্থা এর আগে এই অন্ধকার পাতাল ঘরে কখনো ঘটেনি।

আর সময় নেই, সময় শেষ, স্লাগহর্ন উচ্চকণ্ঠে ছেলে-মেয়েদের জানিয়ে দিলেন। এবার নাড়ানো বন্ধ করো প্লিজ!

স্লাগহর্ন একের পর এক টেবিলের সামনে গিয়ে তাদের কলড্রনে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন, কখনো সামান্য নাড়ালেন, গন্ধ শুকলেন–কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন। সবশেষে যেখানে হ্যারি, রন, এরনি আর হারমিওনের বসার স্থানে গেলেন স্লাগহর্ন। রনের কলড্রনে আলকাতরার মতো পদার্থটা দেখে মুচকি হাসলেন। এরনির বানানো গাঢ় নীল রঙ-এর পোশান দেখলেন। হারমিওনেরটা দেখে মোটামুটি অনুমোদন করলেন। সবশেষে গেলেন

হ্যারির কাছে। হ্যারির বানানো পোশান দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে গেলেন। তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো আনন্দ আর খুশি।

সবাইকে হারিয়ে হ্যারি বিজয়ী হয়েছে, পাতাল ঘরের ঠাণ্ডা অন্ধকারে স্লাগহর্ন বেশ জোরে জোরে বললেন। চমৎকার, চমৎকার... হ্যারি! হা ঈশ্বর, কোনো সন্দেহ নেই তুমি জন্মসূত্রে তোমার মায়ের প্রতিভা পেয়েছে, পোশান বানানোর ওর অপূর্ব হাত ছিলো, লিলি ছিলো তুলনাহীন। এদিকে এসো হ্যাঁ, হ্যাঁ, এদিকে এসো কথা ছিলো জিতলে তুমি ফেনিক্স ফেলিসিসের একটা বোতল পাবে, এই নাও। ঠিক মতো ব্যবহার করো কিন্তু!

হ্যারি ছোট বোতলে ভরা সোনালী তরল পদার্থটা ওর ভেতরের পকেটে রেখে দিলো। স্লিদারিনদের হিংস্র দৃষ্টি, হারমিওনের হতাশা পূর্ণ মুখোভাব, রনের হতবাক চেহারা আর নিজের আনন্দ সব মিলেমিশে ওর আনন্দ ধারায় কেমন এক দুঃখ বইতে শুরু করলো। সব পেয়েও না পাওয়ার বেদনা।

ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এসে রন ওকে বললো, তুমি কেমন করে ওটা বানালে বলতো?

খুব সম্ভব ভাগ্য, আমার ধারণা, ম্যালফয় খুব কাছে থাকায় সংক্ষেপে বললো হ্যারি।

ডিনার খেতে গ্রিফিন্ডরদের টেবিলে হাত পা ছড়িয়ে বসার পর ও মনে করলো এখন আসল ব্যাপারটা বলতে বাধা নেই। কথাটা শোনার পর পরই হারমিওনের মুখটা কঠিন হয়ে গেল।

হারমিওনের মুখোভাব দেখে হ্যারি বললো, তোমার কী মনে হয় আমি প্রতারণা করেছি?

প্রতারণা বলছি না তবে তুমি যেটা করেছে তা আসলে তোমার কাজ নয়, এটা তো সত্যি?

হারমিওন কঠিন স্বরে বললো।

সে শুধু বিভিন্ন নির্দেশ অনুসরণ করেছে, রন বললো। কিছু নাও হতে পারতো, কিন্তু ও ঝুঁকি নিয়েছিলো এবং তার ফলও পেয়েছে, ও বড় দেখে একটা নিঃশ্বাস নিলো। স্লাগহর্ন ভো আমাকে বইটা দিতে পারতেন, কিন্তু দেননি। আমি যে বই পেয়েছিলাম যার পাতার মধ্যে কেউ লেখেনি... এমন মলিন বই, এর বাহান্ন পাতাটা দেখলে তো বমি এসে যায়, কিন্তু...।

লেগে থাকো, ওর বাঁ দিকের কানের কাছে কে যেনো বললো। তারই সাথে নাকে ভেসে এলো ফুলের মিষ্টি গন্ধ। ওই গন্ধটা স্লাগহর্নের অন্ধকার পাতাল ক্লাসে নাকে এসেছিলো। হ্যারি এধার ওধার তাকিয়ে দেখলো জিনি ওদের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। একথা সত্যি যে তুমি অন্যের বইতে হাতের লেখা মন্তব্য ও নোট পড়ে পোশান তৈরি করেছো? জিনির মুখে উদ্বিগ্ন ও রাগের ছাপ। হ্যারি পরিষ্কার বুঝতে পারলো জিনি কি বলতে চায়।

ওসব কিছু না, চাপা গলায় হ্যারি অভয় দিয়ে বললো। ওটা কিন্তু রিডিলের ডায়রির মতো নয়। ওটা একটা টেক্সট বই।

কিন্তু ওই বইটা প্রথমে যার ছিল তার হাতে লেখা নোট পড়ে তুমি পোশান তৈরি করেছে।

তোমাকে কে বললো এসব আমি বইয়ের মার্জিনে লেখা কিছু টিপস নিয়েছি, আর কিছু না।

জিনির কথার মধ্যে একটা প্রশ্ন লুকিয়ে আছে, হারমিওন দৃঢ় স্বরে বললো। আমাদের ভালো করে বিষয়টি দেখতে হবে, দেখাটা দোষের কিছু নয়। ওইসব নির্দেশিকার কথা বলছি, কে জানে আসলে ওইসব কি?

হারমিওন চট করে হ্যারির ব্যাগ থেকে তার এ্যাডভান্সড পোশান মেকিং বইটা বের করে যাদুদণ্ড দিয়ে খুলতে গেলে, হেই থামবে! হ্যারি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললো।

বইটার মলাটের ওপোর জাদুদণ্ড তুলে ধরে হারমিওন বললো, স্পেসালস রেভেলিও! কোনো কিছুই হলো না, ধূলো মাখা প্রায় জরাজীর্ণ বইটা যেমন অবস্থায় ছিলো তেমনই রইলো।

হয়েছে তোমার দেখা? হ্যারি বিরক্তমাখা মুখে বললো। তুমি ওটা ডিগবাজি খায় কিনা দেখবে না?

মনে তো হয় ঠিক আছে, হারমিওন কথাটা বললেও বইটার দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলো। মনে হয়, সত্যিই মনে হয় একটা পুরনো পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর কিছু বিশেষত্ব নেই।

খুব ভালো, তাহলে বইটা এখন আমি কাছে রাখতে পারি? হ্যারি বললো। কথাটা বলে বইটা টেবিলে রাখতে যাবে তখন ওর হাত থেকে বইটা মেঝেতে পড়ে গেলো।

কারও তখন মেঝেতে পড়ে থাকা বইটার দিকে নজর নেই। হ্যারি নিচু হয়ে বইটা তুলে নিতে যাবার সময় দেখলো বইটার পেছনের মলাটের একেবারে শেষাংশে ছোট ঘোট প্যাচানো কিছু লেখা। ওই লেখাটা এবং বইটার ভেতরের পৃষ্ঠায় হাতের লেখা একজনেরই। ওতো সেই হাতের লেখা নির্দেশ মেনেই

স্লাগহর্নের কাছ থেকে ফেলিক্স ফেলিসিস পুরস্কার পেয়েছে। ও সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ওপোরে ওর শোবার ঘরে এসে ওর ট্রাঙ্কের ভেতর এক জোড়া মোজার ভেতর বইটা ঢুকিয়ে রেখে দিল।

দিস বুক ইজ দ্য প্রোপার্টি অব দ্য হাফ-ব্লাড প্রিন্স

দ্য হাউজ অফ গন্ট

সপ্তাহের বাকি কটা দিন হ্যারি পোশান লেসনের জন্য হাফ-ব্লাড প্রিন্সের নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে লাগলো। বিশেষ করে যখনই লিবেটিয়াস বোরাজের নির্দেশের সঙ্গে গড়মিল দেখা দিলো। চতুর্থ লেসনের পর স্লাগহর্নতো রীতিমতো হৈচৈ করে বলতে লাগলেন, জীবনে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে পড়িয়েছেন, কিন্তু হ্যারির মতো প্রতিভাশালী ছাত্র খুবই কম দেখেছেন। স্বভাবতই রন বা হারমিওন স্লাগহর্নের কথাতে একটুও খুশি হতে পারে না। হ্যারি কিন্তু অনেকবার ওর বই ওদের দিয়েছে। রনের মুস্কিল হলো এতো ঘিঞ্জি হাতের লেখা হ্যারির মত পাঠোদ্ধার করতে পারে না। হ্যারি সেই লেখাগুলো জোরে জোরে পড়তে বা বলে ওকে শোনাতেও পারে না, পাছে অনন্যরা সন্দেহ করে হ্যারি ওকে সাহায্য করছে। হারমিওন দারুণ একগুঁয়ে অফিসিয়াল নির্দেশ যা টেক্সট বইতে আছে তার বাইরে কোনো কিছু করতে চায় না। ফলে পোশান ঠিকমতো করতে পারে না। নিম্নমানের রেজাল্টের জন্য ও বেশ বদমেজাজী হয়ে যেতে লাগলো। হ্যারি, প্রয়োজন মতো প্রিন্সের নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে লাগলো। স্লাগহর্ন খুবই তারিফ করতে লাগলেন।

হ্যারি অনেক ভেবে কুলকিনারা পায় না কে হাফ-ব্লড প্রিন্স, আর কি তার আসল নাম পরিচয়। প্রচুর হোমওয়ার্কের জন্যও অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং আদ্যপ্রান্ত পড়ার সময় পায় না, তাহলেও প্রিন্সের দুর্বোধ্য হাতে লেখা পাতার পর পাতায় অতিরিক্ত নোট পড়লেই ওর কাজ হয়ে যায়। হ্যারি লক্ষ্য করে, অনেক নোট আছে যা পোশান তৈরির

আওতায় পড়ে না। হ্যারি তার কাজের জন্য যেটুকু দরকার ওখান থেকে নেয়। এখানে সেখানে অনেক নির্দেশের ছড়াছড়ি যেগুলো পড়লে মনে হয় স্পেলস। খুব সম্ভব তার নিজের জন্য লিখে রেখেছে পোশানের। জন্য নয়।

হ্যারি রনকে শনিবার সন্ধ্যায় কমনরুমে বসে বসে বইটা আর তার নোটগুলো দেখাচ্ছিলো তখন হারমিওন বিরক্তির সুরে বললো, প্রিন্স না ছাই হাতের লেখা। দেখে মনে হয় কোনো মেয়ের হাতের লেখা, ছেলেদের হাতের লেখা সাধারণত ওই রকম হয় না।

হাফ-রাড প্রিন্স ও লিখেছে, হ্যারি বললো। কজন মেয়ে প্রিনসেস ছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর হারমিওন খুঁজে পায় না। ও তখন ওর লেখা প্রবন্ধ প্রিনসিপলস অফ রি-মেটেরিয়ালাইজেসান রনের সামান্য দুরে বসে ভুরু কুঁচকে উল্টে পাল্টে দেখতে থাকে। হারমিওন কি লিখেছে রন তা দেখার জন্য উঁকি-ঝুঁকি দেয়।

হ্যারি হাতঘড়িতে সময় দেখলো এবং দেরি হয়ে যাবে দেখে দ্রুত অ্যাডভান্সড পোশান মেকিংর পুরনো কপিটা ওর ব্যাগের মধ্যে রাখে।

এখন আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, আমাকে এখন যেতে হবে... তা না হলে ডাম্বলডোরের কাছে যেতে দেরি হয়ে যাবে, হ্যারি মনে মনে বললো।

উচ! হারমিওন সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলে চাপা গলায় বললো। গুড লাক! তোমায় নতুন কি শেখালেন জানার জন্য অপেক্ষা করবো।

কামনা করি সবকিছু ভালভাবে যাবে, হ্যারিকে রন বললো। হ্যারি ওদের দিকে একবার তাকিয়ে পোর্ট্রেট হোল দিয়ে চলে গেলো ডাম্বলডোরের কাছে।

শূন্য করিডর দিয়ে ও এগিয়ে চললো, পা না চালিয়ে চললে দেরি হয়ে যাবে। একটা স্ট্যাচুর কাছে পৌঁছেছে ঠিক সেই সময় দেখলো প্রফেসর ট্রেলাওয়েনে আপন মনে কথা বলতে বলতে আসছেন, হাতে এক প্যাকেট তাস। তাসগুলো বেশ পুরানো ও নোংরা। মাদার ট্রেলাওয়েনে মাঝে মাঝে হাতের তাসগুলো দেখছেন।

দুই স্পেডের (ইসকাবনের) মধ্যে সংঘর্ষ, বিড়বিড় করে বললেন। হ্যারি ট্রেলাওয়েনকে দেখে গুটিসুটি মেরে লুকিয়েছিলো। সাতটা স্পেড মানে অমঙ্গল, দশটা হচ্ছে হত্যা-মারামারি। স্পেডসদের গোলাম, একজন কালো যুবক, সম্ভবত বিপদে পড়েছে, এমন একজন প্রশ্ন করা পছন্দ করে না।

যেতে যেতে থেমে গেলেন, ঠিক হ্যারি যেখানে লুকিয়ে রয়েছে সেই স্ট্যাচুর ডানধারে।

তা তো হতে পারে না, ট্রেলাওয়েনে বললেন, বিরক্ত হয়ে, হ্যারির কানে এলো প্রচণ্ডভাবে তাসের নতুন করে শাফলিং করে আবার হাঁটতে লাগলেন। যতক্ষণ না ট্রেলাওয়েনে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন হ্যারি ততক্ষণ লুকিয়ে বসে রইলো, তারপর এই দিকে

ট্রেলাওয়েনে আর আসবেন না নিশ্চিন্ত হয়ে আটতলার করিডরে পৌঁছলো। ওখানে দেওয়ালে একটা মাত্র গারগয়েল রয়েছে।

অ্যাসিড পপস, হ্যারি বললো। বলার সাথে সাথে গারগয়েল লাফ দিয়ে সরে যেতেই ওর পেছনের দেওয়ালটা একধারে সরে গেলো। সেখান থেকে দেখতে পেলো একটা চলমান পাথরের তৈরি ঘোরানো সিঁড়ি (অনেকটা এসক্যালেটারের মতো)। হ্যারি সিঁড়ির পাদানিতে পা রাখলো। ধীরে ধীরে ওকে নিয়ে সিঁড়ি পাক খেতে খেতে এসে থামলো একটি দরজার সামনে। দরজাটা বন্ধ। দরজায় রয়েছে একটা পিতলের নকার। সেই দরজা খুললেই ডাম্বলডোরের অফিস।

হ্যারি দরজায় নক করলো। ও ডাম্বলডোরের গলা শুনতে পেলো, ভেতরে এসো।

শুভ সন্ধ্যা স্যার, হ্যারি বললো, হেডমাস্টারের কক্ষে ঢুকতে ঢুকতে।

আহ, শুভ সন্ধ্যা, হ্যারি, বসো। ডাম্বলডোর হাসিমুখে বললেন। লম্বা ছুটির পর স্কুলে প্রথম সপ্তাহটা নিশ্চয়ই তোমার ভাল কেটেছে?

হা স্যার, ধন্যবাদ, হ্যারি বললো। তোমার আজ স্নেইপের ঘরে ডিটেনসন ছিলো তো!

ও হ্যাঁ, হ্যারি থতমত খেয়ে ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকালো কিন্তু তাকে রুষ্ট মনে হলো না।

আমি স্নেইপকে বলেছি তোমার ডিটেনসন আগামী শনিবার পর্যন্ত মুলতবি রাখতে।

ঠিক আছে স্যার, হ্যারি বললো। ওর তখন স্নেইপের দেওয়া শাস্তির চাইতে তাকে ভাবিয়ে তুলছে ডাম্বলডোর কেন ডেকেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই বলছেন না। ডাম্বলডোরের গোলাকার অফিস ঘরটা আগে যেমনটি ছিলো এখনো তেমনই আছে। সরু পাওয়ালা টেবিলের ওপর দামী রূপোর যন্ত্রপাতি সাজানো–টেবিলটা ঘুরছে আর ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো স্কুলের অতীতের হেড মাস্টার আর হেডমিসট্রেসদের তন্দ্রাচ্ছন্ন পোর্ট্রেট। রয়েছে ডাম্বলডোরের চোখ ধাঁধানো অতি মনোহর ফিনিক্স পাখি ফকেস, দরজার পেছনে দাঁড়িতে ল্যাজ ঝুলিয়ে দোলা খেতে খেতে হ্যারির দিকে উজ্জ্বল দুই চোখে তাকিয়ে। ডাম্বলডোর দ্বন্দ্বযুদ্ধ অনুশীলন করার জন্য যে স্থানটুকু খালি করে রেখেছেন সেদিকে হ্যারি তাকালো না।

অতএব হ্যারি, ডাম্বলডোর কাজের কথায় ফিরে যাওয়ার কণ্ঠে বললেন। তুমি হয়তো নিশ্চয়ই ভাবছো, তোমার জন্য আমার কি পরিকল্পনা তাই না? আরো স্পষ্ট করে বললে তোমার লেসনের জন্য আমার পরিকল্পনা।

হ্যাঁ, স্যার।

আমি ভেবে দেখলাম পনের বছর আগে ভোল্ডেমর্ট কি কারণে তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো তার কিছু তথ্য তোমাকে জানানো প্রয়োজন কিছু তথ্য।

ঘরে নীরবতা দুজনেই চুপচাপ।

গত টার্মের শেষে আপনি আমাকে সবকিছু জানাবেন বলেছিলেন, হ্যারি বললো। ওর গলায় কিছু অভিমানের সুর সে সময়ে বলেননি সেই কারণে। স্যার... ও বললো।

যতটুকু জেনেছি তখন তোমাকে বলেছিলাম, ডাম্বলডোর ধীর-স্থির শান্ত গলায় বললেন। সেই কথাগুলো মনে রেখে আমরা সেই সত্যের দৃঢ় ভিত্তিকে পাথেয় করে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্মৃতি বিজড়িত খালবিল পেরিয়ে একসঙ্গে উন্মত্ত অনুমানের ভিত্তিতে গভীর জঙ্গল হেঁটে যেতে হবে। দেরি আর নয় হ্যারি। আমি হয়তো হামফ্রে বেলচের মতো অতিশয় ভুল করবো, যিনি ভেবেছিলেন পনিরের কলড্রন বানানোর সময় হয়েছে।

কিন্তু আপনি মনে করেন আপনি সঠিক? হ্যারি বললো।

অবশ্যই করি, তবে আমি তো মানুষ, মানুষ মাত্রই ভুল করে। সত্যি কথা বলতে কি, কিছু মনে করবে না, অন্য মানুষদের চাইতে আমি চালাক। তবে আমার সামান্য ভুলের পরিণতি বিশাল হয়।

স্যার, হ্যারি জের টেনে বললো। আপনি যা আমাকে বলবেন তাকি প্রফেসির সঙ্গে সংযুক্ত? সেটা কি আমাকে বাঁচাতে সাহায্য করবে?

প্রফেসির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, ডাম্বলডোর এমনভাবে বললেন যেন আগামীকালের আবহাওয়া কেমন যাবে হ্যারি প্রশ্ন করেছে। অন্তত আমি অবশ্যই আশা করছি যে, তোমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে।

ডাম্বলডোর চেয়ার ছেড়ে উঠে ডেস্কের চারপাশ পায়চারি করলেন, হ্যারিকেও প্রদক্ষিণ করলেন। হ্যারি দেখলো ডাম্বলডোর দরজার পাশে রাখা ক্যাবিনেটের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন হাতে রয়েছে অতি পরিচিত চেটালো পাথরের বেসিন, তার প্রান্তে সর্বত্র অদ্ভুত কিছু খোদাই করা। হ্যারি জানে, বেসিনটার নাম পেনসিভ। ডাম্বলডোর হ্যারির সামনে ডেস্কের ওপোর পেনসিভ রাখলেন।

তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে, ডাম্বলডোর প্রশ্ন করলেন।

হ্যারি অজানা আশঙ্কায় পেনসিভের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলো। পেনসিভ সম্বন্ধে ওর আগের অভিজ্ঞতা ওর স্মৃতিতে এখনো আছে। যেসব চিন্তা আর স্মৃতি খুবই শিক্ষামূলক হলেও অস্বস্তিকর ছিল। গতবারে পেনসিভ ওকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছিলো। যেসব জিনিস দেখতে বাধ্য হয়েছিল তা ও দেখতে চায়নি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছু দেখিয়েছিল। ডাম্বলডোর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

এইবারে তুমি আমার সঙ্গে পেনসিভে যাবে। বেশ অস্বাভাবিকভাবে হলেও অনুমতি নিয়ে যেতে হবে।

আমরা কোথায় যাবো স্যার,

এই বব ওগডেনের মেমোরি লেনে, পকেট থেকে একটা কাঁচের বোতল বার করলেন। তার ভেতরে রূপালি সাদা পাথর ঘূর্ণির মতো ঘুরছে–ডাম্বলডোর বললেন।

বব ওগডেন কে স্যার?

উনি আগে ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাজিক্যাল ল এনফোর্সমেন্ট বিভাগে কাজ করতেন, ডাম্বলডোর বললেন। কিছুদিন হলো তিনি প্রয়াত। তার অভিজ্ঞতা শোনার জন্য আমি তাকে অনেক বলেছিলাম, দুঃখের বিষয় আমাকে বলার আগেই তিনি চলে গেলেন। আমরা এখন তার আগের একটা অফিসিয়াল ডিউটির সাথি হবো। যদি তুমি একটু সহ্য করতে পারো, হ্যারি।

ডাম্বলডোরের আহত হাত দিয়ে কাঁচের বোতলটার ছিপি টেনে খুলতে হ্যারির মনে হলো খুব অসুবিধে হলো। খুবই ব্যথা পেলেন সন্দেহ নেই।

আপনার... আপনার কি... স্যার? নানা ঠিক আছে, হ্যারি...। ডাম্বলডোর ম্যাজিক ওয়ান্ডটা ছিপিতে ঠেকাতেই ছিপিটা খুলে উড়ে গেল।

স্যার আপনার হাতে আঘাত লাগলো কেমন করে? হ্যারি ডাম্বলডোরের পুড়ে যাওয়া ডান হাতের ক্ষতের ও কালো কালো আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির কণ্ঠে প্রশ্ন করলো,

কেননা ডাম্বলডোর ক্ষতটায় কষ্ট পেলেও ঠিক মতো পমফ্রের কাছে গিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন না।

হ্যারি এখন আমাদের বব ওগডেনের কাছে যেতে হবে, ওসব আলোচনা করার সময় হাতে নেই। ওনার কাছে আমার এপয়েন্টমেন্ট আছে।

কথাটা শেষ করে ডাম্বলডোর শিশির মুখটা খুলে ভেতরে রূপালি তরল পদার্থ পেনসিভে ঢেলে দিতেই সেটা পেনসিভের ভেতরে ঘূর্ণির মতো ঘুরতে ঘুরতে চকচক করতে লাগলো... না লিকুইড না গ্যাসে রূপান্তরিত হলো।

প্রথমে তুমি, পাত্রটা দেখিয়ে হ্যারিকে বললেন। হ্যারি ওর মাথাটা পাত্রের দিকে নামিয়ে খুব বড়ো দেখে একটা শ্বাস নিয়ে মুখটা রূপালি পদার্থে ডুবিয়ে দিলো। তারপর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলো ওর পা দুটো আর অফিস ফ্লোরে নেই।

ও নেমে যাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘূর্ণি হাওয়ার মধ্য দিয়ে। তারপরই চোখ। খুলে দেখলো উজ্জ্বল সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতো আলো যে তাকানো যায় না। চোখ দুটো রগড়ে ঠিক করার আগেই দেখলো ডাম্বলডোর ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রামের একটি রাস্তাতে। রাস্তার দুধারে বড়ো বড়ো ঝোঁপ ঝাড়ু। মাথার ওপোর গ্রীষ্মের সূর্যালোক... উজ্জ্বল ও সবুজ অনেকটা ফরগেট মি নটের মতো। প্রায় ওদের থেকে দশ ফিট অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বেঁটে খাটো ফুলো ফুলো চেহারার

একজন পুরুষ। চোখে মোটা কাঁচের চশমা... সেই পুরু কাঁচের চশমা ওর চোখ দুটোকে দুটি ছোট ছোট বিন্দুতে পরিণত করেছে। লোকটি একটি রাস্তার ধারে পোঁতা কাঠের সাইনবোর্ড দেখছেন। হ্যারি লোকটিকে দেখেই বুঝতে পারলো নিশ্চয়ই ওগডেন, কাছে পিঠে ওই একমাত্র মানুষ। কিছু কিছু জাদুকররা মাগলদের জামাকাপড় পরে নিজেদের মাগল পরিচয় দিতে চায় হ্যারি জানে। ওগডেন ওইরকমই মাগলদের পোশাক পরেছেন। ওর অদ্ভুত পোশাক হ্যারির ভাল করে দেখার আগেই ওগডেন গ্রামের সরু পথ ধরে হাঁটতে লাগলেন।

ডাম্বলডোর ও হ্যারি ওগডেনের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলো। সামান্য হাঁটার পর ওরা সেই কাঠের সাইনবোর্ডের কাছে পৌঁছলো। হ্যারি সেই সাইনবোর্ডের দুটো হাতের দিকে তাকালো। একটা হাতে ওরা যে পথটা ধরে হেঁটে এসেছে সেদিক দেখানো। তাতে লেখা রয়েছে গ্রেট হ্যাঙ্গেলটন, মাইলস। অন্য হাতটির দিকে তাকিয়ে ওগডেন বললেন, লিটিল হ্যাঙ্গেলটন, ১ মাইল।

ওরা হাঁটতে লাগলেন। রাস্তার দুধারে লম্বা লম্বা ঝোঁপঝাড়ু ছাড়া দেখার কিছুই নেই, তাছাড়া মাথার ওপর নীল আকাশ, শোঁ শোঁ বাতাসের শব্দ, সামনে চলেছেন ওগডেন পরণে ডবল ব্রেসট লম্বা ঝুলের কোট, খানিকটা হাঁটার পর। রাস্তাটা বাঁ-ধারে বাঁক খেলো, রাস্তাটা ধীরে ধীরে বিরাট একটা পাহাড়ের কোলে চলে গেছে। ওদের সামনে বিস্তৃত এক সুন্দর উপত্যকা। এতো সুন্দর ভ্যালি সামনে আছে হ্যারি সরু গ্রাম্য রাস্তাটা দেখে আগে কল্পনা করতে পারেনি। পাহাড়ের কোলে একটি গ্রাম, কোনো সন্দেহ নেই সেটাই হবে লিটিল হ্যাঙ্গলটন। গ্রামের দুপাশে দুটি পাহাড়, সোজা উঠে গেছে। গ্রামের

চার্চ আর কবরস্থান পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। উপত্যকার শেষ প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে অতি সুন্দর একটি ম্যানর (সম্ভ্রান্ত ইংরেজদের খাস জমিদারী) হাউজ। বাড়ির চতুর্দিক ভেলভেটের মতো সবুজ ঘাসে মোড়া। দূর থেকে মনে হয় শিল্পীর হাতে আঁকা সুন্দর একটি ছবি।

হ্যারি দেখলো মেনরের বাংলোতে যাবার রাস্তাটা খাড়া হয়ে নিচে নেমে গেছে। ও ভাবলো লিটিল হ্যাঙ্গেলটন ওদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল। একটা কথা ওর মাথায় ঢুকলো না কারও সঙ্গে দেখা করতে এলে এতো দূরে আসতে হবে কেন।

স্লাগহর্নের বাড়ি যেতে একই হাল হয়েছিলো।... রাস্তাটা ডানধারে বেঁকে গেছে... সেই রাস্তা ধরে চলতে চলতে শেষ সীমানায় এসে ওগডেনকে আর দেখতে পেলো না। ওগডেন তখন রাস্তার ধারে একটা ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে গেছেন। ডাম্বলডোর আর হ্যারি ঝোঁপঝাড়ু সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো। ভেতরে রাস্তাটা পাথুরে, এবড়ো থেবড়ো আর মাঝে মাঝে গর্ত। রাস্তাটা নিচে নেমে গেছে। রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ সূর্যের আলো ঢেকে রেখেছে। সূর্যের আলো না থাকার জন্য শুধু নয় কুলু কুলু ঠাণ্ডা হাওয়া আরো ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। যেখানে ওরা একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো সেখান থেকে ভ্যালির নেমে আসা শেষ ভাগটা দেখা যায় না। এমন এক জায়গায় ওগডেন বাড়ি করেছেন কেন হ্যারি বুঝতে পারলো না। বাড়িতে কেউ থাকে বলে ও মনে হলো না। বাড়ির বাইরের দেওয়ালে শ্যাওলা পড়ে গেছে, ছাদের প্রায় সব টালি ভেঙে পড়েছে। ছাদের ঢালু বরগাগুলো টালি না থাকায় দেখা যাচ্ছে। চতুর্দিকে কাঁটা গাছ, আর বিছুটি গাছে ভর্তি।

কোনো জানালাই বন্ধ নেই, সব খোলা। সেই খোলা জানালা দিয়ে চিলতে চিলতে ধোঁয়া থমকে থমকে বেরিয়ে আসছে যেনো ঘরের মধ্যে কেউ রান্না করছে।

ওগডেন বাড়িটার দিকে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন। হ্যারি ওর কৌতূহল দমন করে রইলো। হ্যারি দেখলো বড়ো বড়ো গাছের কালো ছায়া ওগডেনের গায়ে পড়ছে। দরজার সামনে গিয়ে ওগডেন দাঁড়ালেন। দরজার কপাটে কেউ একটা মরা সাপ পেরেক দিয়ে গেঁথে রেখেছে।

তারপরই হ্যারির কানে এলো ঝটপট শব্দ। সামনে তাকিয়ে দেখলো সামনের গাছ থেকে একজন লোক লাফিয়ে পড়ে ওগডেনের সামনে দাঁড়িয়েছে। ওকে দেখে ওগডেন পিছু হটলেন।

তোমাকে তো আমি আসতে বলিনি।

ওদের সামনে দাঁড়ানো লোকটার চেহারা অদ্ভুত। ধূলিধূসরিত মাথার সব চুল। এতো বেশি ধূলো জমেছে যে চুলের যে কি রঙ বোঝার উপায় নেই। মুখে অনেকগুলো দাঁত নেই, চোখ দুটো ছোটছোট এবং কালো। সামনে না তাকিয়ে পাশে তাকিয়ে রয়েছে। প্রথম দর্শনে ওকে ভাড় মনে হলেও পরে হ্যারি বুঝতে পারলো ও তা নয়। সব দেখে শুনে হ্যারি একটু ভয় পেয়ে গেলো। ওগডেনের ওকে দেখে সভয়ে দুপা পিছিয়ে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক মনে হলো না হ্যারির।

হেঁ হেঁ–সুপ্রভাত! আমি মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিক থেকে এসেছি। আপনি এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত।

হেঁ হেঁ... আমি অতি দুঃখিত। আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলতে চান, ওগডেন নার্ভাস হয়ে বললো।

হ্যারির ওগডেনকে দেখে মনে হলো খুবই দুর্বল প্রকৃতির যে লোকটা গাছ থেকে লাফিয়েছে সে ওগডেনের চাইতে অনেক বেশি সজাগ, বিশেষ করে লোকটার একহাতে ওয়ান্ড আর অন্যহাতে ছোট একটা রক্তমাখা চাকু।

তুমি ওর কথা বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই হ্যারি? ডাম্বলডোর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে বললেন।

হা হা নিশ্চয়ই, হ্যারি বললো ওর গলার স্বর সামান্য হতবুদ্ধির। ওগডেন কেন বুঝতে পারছেন না?

হ্যারির চোখ পড়ে দরজার মৃত সাপটার ওপোর। ও তক্ষুণি বুঝতে পারলো। ও পার্সেলটাং (সাপের ভাষা) বলছে। ঠিক বলেছো, ডাম্বলডোর হাসতে হাসতে বললেন।

ছেঁড়া-খোড়া পোশাক পরা লোকটা তখন একহাতে চাকু, অন্যহাতে জাদুদণ্ড ধরে ওগডেনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

আমার কথা শোনো বলেছি- ওগডেন বলতে গেলেন, কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেছে ব্যাংগ, ওগডেন ভুলুণ্ঠিত হলেন, হাত দিয়ে নাকের কাছটা চেপে ধরলেন, তার আগুনের ফাঁক দিয়ে হলুদ রঙের আঠাল এক পদার্থ বেরিয়ে এলো।

মরফিন! বাজখাই গলায় কেউ বললো। একজন অতি বৃদ্ধ লোক সেই জীর্ণ ভাঙা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন, দরজাটা এমন জোরে লাগালেন মরা সাপটি প্রায় পর পর অবস্থায় ঝুলতে লাগলো। আগের লোকটির চেয়ে লম্বায় ছোট আর অদ্ভুত তার দেহের গঠন। কাঁধ দুটো খুব চওড়া, দুটো হাত খুব লম্বা বাদামি রঙের, চোখ দুটো উজ্জ্বল, কদমছাট চুল আর কুঁচকানো মুখের চামড়া। ও সেই চাকু হাতে ধরা লোকটার সামনে এসে দাঁড়ালো, ওগডেনকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে হাসিতে ফেটে পড়লো।

মিনিস্ট্রি, তাই না...? বৃদ্ধলোকটি ওগডেনের দিকে তাকিয়ে বললো।

ঠিক বলেছেন, ওগডেন রেগে মেগে বললো, আঙ্গুল দিয়ে মুখ ঘষতে ঘষতে। আর তুমি, আমার মনে হয় তুমি মি. গ্যনট?

তোমাকে সামনাসামনি পেয়েছিলো! হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, গ্যানট বললেন।

তোমার এখানে আসার কথা আগে জানানো উচিত ছিল, গ্যনট রাগত স্বরে বললেন। এই জায়গাটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। নিজের খেয়াল মাফিক এখানে আসা যায় না। আর আমার ছেলে আত্মরক্ষার জন্য কিছু করবে না আশা করাটা ভুল হবে।

কিসের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, লোকটি কে? ওগডেন বললেন মাটি থেকে উঠতে উঠতে।

নানা রকমের অনুপ্রবেশকারী, মাগলস আর নোংরা সব লোক। তারপর ওগডেন তার জাদুদণ্ডটা নিজের নাকে ঠেকালেন... তখনও নাক দিয়ে হলুদ হলুদ পুঁজের মতো বেরোচ্ছিলো। দণ্ড ছোঁয়াবার সঙ্গে সেটা বন্ধ হয়ে গেলো। মি. গ্যনট তার মুখের একটা কোন থেকে মরফিনকে বললেন।

বক বক না করে ভিতরে নিয়ে চলো।

হ্যারি বুঝতে পারলো ওদের কথাবার্তা পার্সেলটাং হচ্ছে এবং কি কথাবার্তা হচ্ছে বুঝতে পারলো। সেসব ভূতুরে হিসহিস শব্দ সবই ওগডেন শুনছে বুঝতে পারলো। কথাগুলো হচ্ছিলো মরফিন সম্বন্ধে, মরফিন সেগুলো মানছে না; কিন্তু যখন ওর বাবা ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তখন ও মত পরিবর্তন করলো। সেই বাড়িটার দিকে পা টেনে চললো, দরজাটার সামনে গিয়ে সজোরে ধাক্কা দিতে লাগলো ফলে মৃত সাপটি আবার হেলতে দুলতে থাকে।

ওগডেন নাক থেকে শেষ পুঁজের ফোঁটাটা ওর কোটের হাতা দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, মি. গ্যনট আমি আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। এটাই তো মরফিন!

আহা! ও মরফিন, বৃদ্ধ উদাসীনভাবে বললেন। তুমি কী পিওর ব্লাড? হঠাৎ করে জোর দিয়ে বললেন।

কোনটাই না, ওগডেন বললেন তিক্তভাবে। ওগড়েনের কথা শুনে হ্যারির ওগডেনের ওপর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেলো।

মনে হলো গ্যনটের ওগডেনের উত্তরটা মনপুত হলো না। ওগডেনের মুখের দিকে বাঁকা চোখে তাকালেন, বিড় বিড় করে কিছু বললেন, সেটা খুবই আপত্তিকর গলায়, আমি এখন সব বুঝতে পারছি, চিন্তা করতে হবে। আমি গ্রাম থেকে নিচে নামলে তোমার মতো মানুষদের নাক চোখে পড়ে।

দেখাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। যদি আপনি আপনার ছেলেকে ছেড়ে দেন তার যা ইচ্ছে তাই করতে তাহলে ওরকম নাক অনেক দেখবেন, ওগডেন বললেন। আমার মনে হয় কথাবার্তা আমরা ভেতরে গিয়ে করতে পারি।

ভেতরে?

হ্যাঁ, মি. গ্যনট। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আমি এখানে মরফিনের বিষয়ে এসেছি। আমরা পেঁচার মারফৎ আপনাকে খবর পাঠিয়েছিলাম।

আমি পেঁচার ধার ধারি না, গ্যনট বললেন। তাছাড়া পঠালেও আমি কোনো চিঠি-টিঠি পড়ি না।

তাহলে বলতে হবে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না যে আপনি আমাদের নোটিশ পাননি? ওগডেন চাঁচাছোলা শব্দে বললেন, আজ সকালেই আপনার এখানে একটা মারাত্মক রকমের জাদুকরী আইন ভঙ্গের খবর পেয়ে এসেছি।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে! গ্যনট মুখ বেঁকিয়ে বললেন। তাহলে রক্তঝরা বাড়ির ভেতরে আসুন... তাহলে সরজমিনে সব দেখতে পাবেন। আপনার কর্তব্য পালনে সুবিধে হবে!

গ্যনটের সেই ভাঙা বাড়ি বলুন, বাংলো বলুন, কটেজ বলুন, সেখানে মাত্র তিনটি অতি ছোট ছোট ঘর। মেইন রুমে যাবার জন্য দুটি দরজা। সেটা কিচেন এবং লিভিং রুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মরফিন একটা অতি নোংরা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসেছিল। পাশেই ফায়ারপ্লেস, সেখান থেকে কাঠের আগুনের ধোয়া বেরোচ্ছে। মাঝে মাঝে ও মোটা আঙ্গুলগুলো মটকাঁচ্ছে আর পারসেলটাং-এ বলছে:

হিসসি হিসসি, ছোট সোনা সাপ

টলটলিয়ে চলো বেতাল
কথা শুনবে মরফিনের, নইলে
পেরেক দিয়ে দরজায় গেঁথে
করবে নাজেহাল।

ঘরের ভেতর খোলা জানালার কোণে সরাসরি ধাক্কাধাক্কির শব্দ শোনা গেলো। হ্যারির মনে হলো ঘরের মধ্যে আর কেউ রয়েছে। কে রয়েছে? ও দেখতে পেলো একটি মেয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। ছেঁড়া ময়লা ধূসর তার পোশাক। পোশাকের রঙ আর দেওয়ালের রঙ মিলেমিশে গেছে। ওর পাশেই একটা কালো স্টোভে জল। বসানো রয়েছে, জলটা টগবগ করে ফুটছে। ওর ধারে দেওয়ালে একটা তাকে রয়েছে অনেকগুলো রঙচটা ভাঙা প্যান। মেয়েটি সেই তাকের দিকে অলসনেত্রে তাকিয়ে রয়েছে। মেয়েটি দেখতে সাধারণ, ফ্যাকাশে গোল মুখ। ওর ভাইয়ের মতোই চোখ দুটি সামান্য ট্যারা। তবে বাবা ও দাদার চেয়ে পরিচ্ছন্ন বলা যায়। হ্যারির ওর দিকে তাকিয়ে মনে হলো ওর মতো জীবনে সবদিক থেকে পরাজিত মেয়ে ও কখনো দেখেনি।

ওগডেন মেয়েটির দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালে গ্যনট বললেন, আমার মেয়ে সেরোপ। গ্যনটের গলায় অভিযোগের সুর।

সুপ্রভাত, ওগডেন বললো।

মেয়েটি ওগডেনের কথার কোনো জবাব দিলো না। বাবার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে পিছন ফিরে তাকে রাখা বাসনপত্র গোছাতে লাগলো।

হ্যাঁ, মি. গ্যনট এখন আমরা কাজের কথায় আসি। আমাদের বিশ্বাস আপনার ছেলে মরফিন গতরাতে একজন মাগলের সামনে ম্যাজিক করেছিল, ওগডেন বললেন।

সেই সময় ঝন ঝন করে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে ওগডেন দেখলেন মেরোপের হাত থেকে একটা পাত্র পড়েছে আর সে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গ্যনট ধমকে বললেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছো? ভাঙা জিনিসগুলো তুলে ফেলো, মেঝেটা পরিষ্কার করে দাও, নোংরা মাগলদের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে ম্যাজিক ওয়ান্ডটা ব্যবহার করতে পারো না?

ওগডেনের গ্যনেটের কথা শুনে খারাপ লাগলো, বললেন, মি. গ্যনট দয়া করে আমার সামনে আপনার মেয়েকে বকাঝকা করবেন না। মেরোপ ভাঙা পাত্রটা জাদুদণ্ড দিয়ে তুলে ফেললেও আবার হাত থেকে পড়ে যায়। তখন বিড়বিড় করে কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করতেই পাত্রটা তাকে চলে যাবার সময় দেওয়ালে ধাক্কা লেগে মেঝেতে পড়ে ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেলো। ভয়ে মোরপের মুখটা লাল হয়ে যায়।

মরফিন হাসিতে ফেটে পড়লো। গ্যনট দাঁত খিচিয়ে বললেন, অপদার্থ, ওটাকে মেরামত করে ফেলো অকর্মন্য মেয়ে, মেরামত করে ফেলো।

মেরোপ হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। জাদুদণ্ড তোলার আগেই ওগডেন নিজের দণ্ডটা তুলে দৃঢ় স্বরে বললেন, রিপ্যারো। ভাঙা বাসনটা মুহূর্তের মধ্যে জোড়া লেগে তাকে চলে গেলো।

গ্যনট ওগডেনের দিকে তাকালেন। ওগডেনকে কিছু বলতে যেয়েও থামলেন; কিন্তু রাগটা দেখালেন আবার অসহায় মেয়ের ওপর। ঝাঁঝিয়ে বললেন, তোমার সৌভাগ্য, এই দ্রলোকটি মিনিস্ট্র অফ ম্যাজিক থেকে এসেছেন, ঠিকতো, এটাই আপনি বললেন না? তা তোমাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে আমাদের মুক্তি দিলে ভালো হয়, মনে হয়, উনি তোমার মতো নগন্য মেয়েকে তেমন অপছন্দ করবেন না।

মোরপে কারও দিকে না তাকিয়ে, এমনকি ওগডেনকে কিছু না বলে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। সামনে জানালা, পেছনে স্টোভ ওগডেনের মনে হলো মেয়েটি যেন দেয়ালের পাথরের মধ্যে নিজেকে বিলীন করার চেষ্টা করছে।

মিস্টার গ্যনট ওগডেন আবার বলতে শুরু করলেন। আমার এখানে আসার কারণ আপনাকে বলেছি।

আপনার কাছে আমি প্রথম শুনলাম। কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বললেন গ্যানেট। হ্যাঁ যদি করেই থাকে তাতে কি হয়েছে? প্রয়োজন হয়েছিলো তাই একটা মাগলকে উচিৎ শিক্ষা দিয়েছে মরফিন।

মরফিন উইজার্ডিং আইন ভঙ্গ করেছে, ওগডেন কঠিন স্বরে বললেন।

মরফিন উইজার্ডিং আইন ভেঙেছে, ওগডেনকে ভেঙচি কেটে বললেন গ্যনট। মরফিন বললো, নোংরা একটা মাগলকে উচিত শিক্ষা দিয়েছি... এটাই এখন আইন... তাই না?

হ্যাঁ, ওগডেন বললেন, তাই হয়তো ঠিক, কথাটা বলে ওগডেন পকেট থেকে একটা পাকানো ছোট পার্চমেন্ট বের করে সেটা খুললেন।

ওটা কী, ওকে শাস্তির আদেশ? গ্যনট বললেন, গলায় অসম্ভব রাগের ঝঝ। তা নয়। মিনিস্ট্রিতে শুনানির সমন।

সমন! সমন! সমন, আপনি নিজেকে কি মনে করেছেন, আমার ছেলেকে যেখানে খুশি সমন দিয়ে ডেকে পাঠাচ্ছেন? গ্যনট বললেন।

আমি ম্যাজিক্যাল ল এনফোর্সমেন্ট স্কোয়াডের প্রধান। ওগডেন শান্তভাবে বললেন।

আর আমরা হলাম আবর্জনা? তাই-না? গ্যনট ঘেঁকিয়ে উঠে হলুদ বর্ণের বড় বড় হাতের নখগুলো ওগডেনের বুকের কাছে নিয়ে এলেন। মিনিস্ট্রির প্রয়োজনে কারা ছুটে যায়? আপনি জানেন কার সঙ্গে কথা বলছেন? হতভাগা নোংরা মাডব্লড?

আমি তা জানি, আমি মি. গ্যনটের সঙ্গে কথা বলছি, ওগডেন বললেন, খুবই উত্তেজিত... কিন্তু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন! গ্যনট গর্জন করে উঠলেন। হ্যারির মনে হলো গ্যনট অতি নোংরা, অসভ্যভাবে হাতটা তুললেন, হাতের মধ্যে আঙ্গুলে কালো পাথরের একটি আংটি দেখিয়ে ওগড়েনের মুখের সামনে দোলাতে লাগলেন। এটা দেখুন? এটা দেখছেন? জানেন এটা কী? জানেন এটা কোথা থেকে এসেছে? শত শত বছর ধরে এটা আমাদের পরিবারে আছে। বুঝলেন আমরা মাডব্লাড নই পিওর ব্লাড... কোথাও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জানেন কৎ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে লোকেরা এটা কিনতে চেয়েছে? এই পাথরটার গায়ে পিভেরাল কোট অফ আর্মস খোদাই করা আছে জানেন?

ওগডেন বললেন, এ সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই। চোখের সামনে কালো পাথরটা দেখে চোখ পিট পিট করতে লাগলেন। তাছাড়া এর সঙ্গে ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই মিস্টার গ্যনট। আপনার ছেলে বেআইনী কাজকর্ম করেছে।

গ্যনট রেগে উন্মাদের মতো তার মেয়ের দিকে ছুটে গেলেন। হ্যারির মনে হলো গ্যনট তার মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফেলবেন। কিন্তু গলা না টিপে মেরোপের গলার মোটা সোনার চেনটা ধরে ওগডেনের কাছে নিয়ে এলেন।

এটাও দেখুন–দেখেছেন? ওগডেনের দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করে একটা মোটা সোনার লকেট দেখালেন। মেরোপ ব্যথায় গলায় হাত দিয়ে হাঁফাতে লাগলো, খুব সম্ভব ওর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো।

হ্যাঁ, দেখলাম, দেখলাম, ওগডেন দ্রুত বললেন।

স্লিদারিন! গ্যনট জোর গলায় বললেন, সালাজার স্লিদারিনের! আমরা তার শেষ জীবিত বংশধর, এবার কি বলবেন বলুন... হে?

মি. গ্যনট আপনার মেয়ের গলা থেকে হাত দুটো দয়া করে সরিয়ে নিন! ওগডেন বললেন। গ্যনট হাত সরিয়ে নিতেই মেরোপ দেওয়ালের দিকে দৌড়ে চলে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে গলায় হাত বোলাতে লাগলো। যেনো ও মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে।

অতএব। গ্যনট জয় উল্লাসে বললেন, তর্কের মাঝে যেন সমস্যা সমাধানের একটা যুক্তি পেলেন। আমরা আপনার জুতোর ময়লা, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। উচ্চবংশজাত পিওর ব্লাড, সকলেই জাদুকর–মনে হয় আপনার থেকেও বেশি, আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।

কথাটা বলে গ্যনট ওগডেনের পায়ের কাছে থুতু ফেললেন। মরফিন আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। মেরোপ জানালার ধারে চলে গেলো, মাথাটা নামিয়ে লম্বা লম্বা চুল দিয়ে মুখ ঢাকলো। একটি শব্দও ওর মুখ দিয়ে বেরোলো না।

ওগডেন গলার স্বর কঠিন করে বললেন, মি, গ্যনট, এ বিষয়ে আপনার বা আমার বংশ পরিচয়ের কিছু করার নেই। এখানে এসেছি মরফিনের জন্য সে যে এক মাগলকে গত রাতে আক্রমণ করেছে সে বিষয়ে। ওগডেন তার হাতের পার্চমেন্ট খুলে দেখে বললেন, গত রাতে মরফিন মাগলদের সঙ্গে মারামারি করেছে। বেআইনিভাবে জাদু প্রয়োগ করেছে। আমাদের কাছে খবর–মরফিন জিনক্স অথবা হেক্স প্রয়োগ করেছে একজন নিরীহ মাগলের ওপোর... এই তথ্য আমাদের কাছে এসেছে।

মরফিন বত্রিশপাটি দাঁত বার করে হা হা করে হাসতে লাগলো। গ্যনট মরফিনকে পার্সেল টাং-এ বললেন, চুপ করো বোকা ছেলে।

ধমক খেয়ে মরফিন চুপ করে গেলো।

গ্যনট বললেন, কি অন্যায় কাজ করেছে আমি বুঝলাম না। আমি জানি আপনিও মাগলদের নোংরা মুখ পরিষ্কার করবেন, ওর মতোই।

ওগডেন বললেন, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আনছেন। গতরাতে কোনোরকম উস্কানি ছাড়া আপনার ছেলে আক্রমণ করেছে। সেই লোকটি প্রতিরোধ করতে পারেনি।

ওহো, মিস্টার ওগডেন প্রথম দর্শনেই বুঝে নিয়েছি আপনি একজন মাগল প্রেমিক, গ্যনট কথাটা বলে আবার ঘরের মেঝেতে শব্দ করে থুতু ফেললেন।

ওগডেন দৃঢ়ভাবে বললেন, এই রকম অবাঞ্ছিত আলোচনায় আমরা বোধহয় সঠিক ঠিকানায় পৌঁছতে পারবো না। আপনার ছেলের চেহারা আর কথা শুনে মনে হয় গতরাতের ঘটনার জন্য একটুও লজ্জিত নয়! আবার ওগডেন হাতের পার্টমেন্টের দিকে তাকালেন, ১৪ই সেপ্টেম্বর মরফিনকে ওর বিরুদ্ধে চার্জের জবাব দিতে হবে। চার্জ হচ্ছে বেআইনীভাবে ম্যাজিক প্রয়োগ। এবং সেই কারণে একজন মাগল বিনা দোষে অতিশয় কষ্ট পেয়েছে।

কথাগুলো বলতে বলতে ওগডেন হঠাৎ থেমে গেলেন। ঝন ঝন শব্দ ঘোড়ার পায়ের খট খট শব্দ এবং উচ্চস্বরে চীকার ও হাসি বাইরের জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে ভেসে এলো। গ্যনটের বাড়ির অদূরেই গ্রামের রাস্তাটা ঝোঁপের পাশ দিয়ে চলে গেছে। গ্যনট স্থির হয়ে গেলেন। বড় বড় চোখ করে সেই আওয়াজ শুনতে লাগলেন। মরফিন হিস শব্দ করে যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছিলো সেই দিকে তাকালো, মনে হয় সে ক্ষুধার্ত। মেরোপ মুখটা তুললল, হ্যারি দেখলো মেরোপের মুখটা ভয়ে সাদা, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

হা ঈশ্বর, কি জ্বালা! শুনতে পেলো একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর, জানালার বাইরে থেকে ঘরে ভেসে এলো। মেয়েটি যেনো বাইরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললো। তোমার বাবা কি এই ভাঙা বাড়িটা ভেঙে ফেলতে পারেন না টম?

এটা আমাদের বাড়ি নয়, একটি ছেলে বললো। ভ্যালির ওধারে যা সব দেখছো সবই আমাদের, কিন্তু এই ভাঙা বাড়িটা এক বুড়ো ভবঘুরে গ্যনট আর ওর ছেলে-মেয়ের, ছেলেটা বদ্ধ পাগল, গ্রামে গেলে শুনতে পাবে ওর সম্বন্ধে মজাদার সব গপপো।

মেয়েটা হিহিহি করে হেসে উঠলো। ঝন ঝন, খট খট শব্দ আরো জোরে শোনা যেতে লাগলো। মরফিন ওর চেয়ার থেকে ওঠার চেষ্টা করলো।

যেখানে বসে আছে সেখানে চুপ করে বসে থাকো। পারসেলটাং-এ ওর বাবা ধমক দিয়ে বললেন।

টম, মেয়েটির গলা আরো পরিস্কার শোনা গেলো, একেবারে দরজার গোঁড়ায়। আমি হয়তো ভূল বলছি–কিন্তু কেউ কি দরজায় একটা মৃত সাপ গেঁথে রেখেছে?

হায় ঈশ্বর, তুমিই ঠিক বলেছো! ছেলেটি বললো। খুব সম্ভব ওর ছেলে। আমি তোমায় আগেই বলেছি ওর মাথায় একটু ছিট আছে। থাকগে সিসিলিয়া তোমার ওদিকে তাকানোর দরকার নেই ডার্লিং!

শব্দগুলো আরো জোরে হতে লাগলো।

ডার্লিং? কথাটা মরফিন পারসেলটাং-এ বোনের দিকে তাকিয়ে বললো, ওই মেয়েটাকে ডার্লিং বলেছে ছেলেটা, তোমাকে বলার আর কোনো সুযাগ নেই।

মেরোপের বরফের মতো সাদা মুখ দেখে ব্যারির মনে হলো ও জ্ঞান হারাবে।

তোমরা কি কথা বলছে? গ্যনট তীক্ষ্ণ স্বরে বললো (পারসেলটাং-এ) ছেলে ও মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। তুমি কি বলছিলে মরফিন?

বলছিলাম ওই মাগলটার দিকে তাকিয়ে থাকতে সে ভালোবাসে, মরফিন দারুণ ঘৃণার দৃষ্টিতে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো। মেরোপকে খুব ভীত দেখাচ্ছিল তখন। যখনই দেখি ও বাগানের পাশ দিয়ে যায় ও হেজের ফাঁক দিয়ে দেখে। ঠিক না? গতকাল রাতে ওই মাডব্লাড...।

মেরোপ প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকালো, মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো, কিন্তু মরফিন সেদিকে না তাকিয়ে নিষ্ঠুরের মতো বলে চললো, জানালা দিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছো, ভাবছো ও তোমায় ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে যাবে।

গ্যনট শান্তভাবে বললেন, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওই মাগলটাকে দেখিস?

ওরা বাবা, ছেলে, আর মেয়ে (পারসেলটাং-এ কথা বলে চললো। ঘরে ওগডেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেদিকে তাদের হ্রুক্ষেপ নেই। ওদের হিসিং এবং কর্কশ কণ্ঠে কথা শুনে অসম্ভব বিরক্ত হলেন, রেগেও গেলেন।

ভয়ার্ত মেয়ের দিকে দুএক পা এগিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, মরফিন যা বলছে সব সত্যি? তুই আমার মেয়ে সালজার স্লিদারিনের বংশধর হয়ে একটা নোংরা মাগলের জন্য আকুল হোস?

কথাটা শুনে মেরোপ দেওয়ালে প্রচণ্ডভাবে মাথা ঠুকতে লাগলো, মনে হয় কথা বলার শক্তি সে হারিয়েছে।

আমি ওকে ধরেছিলাম বাবা! মরফিন খক খক করে হেসে বললো। ধরেছিলাম ও যখন যাচ্ছিল, মুখে মৌমাছির চাকের মতো গাদাগাদা দাড়ি, কদাকার দেখাচ্ছিলো... তাই না মেরোপ? পাজি ছুঁচো বংশের বিশ্বাসঘাতক নোংরা মেয়ে, গর্জন করে উঠলেন গ্যনট। নিজেকে সংযত না করতে পেরে দুহাতে মেয়ের গলাটিপে ধরলেন।

কাণ্ডকারখানা দেখে হ্যারি আর ওগডেন সমস্বরে বলে উঠলো, না! সঙ্গে সঙ্গে ওগডেন তার জাদুদণ্ড তুলে খুব জোরে বললেন রিলাশিও! গ্যনট পিছনে উল্টে পড়লেন, মেয়ের থেকে বেশ দূরে। পড়ার সময়ে একটা চেয়ারে ধাক্কা লাগলো, মেঝেতে কুপোকাৎ হয়ে পড়লেন। মরফিন গর্জে উঠে চেয়ার থেকে উঠে ওগডেনের দিকে হাতে চাকু ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে এলো শুধু নয় জাদুদণ্ড দিয়ে এলোপাতাড়ি হেকস প্রয়োগ করতে লাগলো।

ওগডেন প্রাণ ভয়ে পালালেন। ডাম্বলডোর গ্যনটের বাড়ি ছেড়ে চলে আসার জন্য ওগডেন, হ্যারিকে ইশারা করলেন। হ্যারি ডাম্বলডোরের পাশে এসে দাঁড়ালো। হ্যারির কানে ভেসে আসতে লাগলো নির্যাতিত মেরোপের আর্তচিৎকার।

ওগডেন সভয়ে দৌড়তে দৌড়তে মেইন রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। দৌড়ে আসার সময় একটা চকচকে বাদামি রঙের ঘোড়ার সঙ্গে ধাক্কা খেলেন, ঘোড়ার চালক অতিসুন্দর একটি তরুণ। সেই সুশ্রী সুন্দর তরুণের পাশে একটা বাদামি রঙের ঘোড়র ওপোর একটি অতি সুশ্রী মেয়ে। ঘোড়ার সঙ্গে টক্করে ওগডেনের মাথায় আঘাত লাগাতে হাত দিয়ে চেপে ধরে রইলেন। ধাক্কা খেয়ে ওগডেন মাটিতে পড়ে যাওয়াতে বেশভূষার অবস্থা তথৈবচ–ধূলোয় মাখামাখি। লংকোটটা প্রায় খুলে গেছে। তারপরই মাথাটা চেপে ধরে সরু রাস্তা ধরে দৌড়াতে লাগলেন।

এখন থামা যেতে পারে, হ্যারির কনুইটা ধরে টান দিয়ে ডাম্বলডোর বললেন। তারপরই ওরা শূন্যে ভেসে চললো। চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন, শরীরে কোনো ওজন নেই, অনেকটা পাখির পালকের মতো। ভাসতে ভাসতে ওরা দুজনে একটা খোলা মাঠে এসে দাঁড়ালো। তারপরই হ্যারি চলে এলো ডাম্বলডোরের আলোকিত অফিসে।

ডাম্বলডোর জাদুদণ্ড দিয়ে ঘরে একটা অতিরিক্ত বাতি জ্বালাবার সময় হ্যারি জিজ্ঞেস করল, ওই বাড়ির মেয়েটার শেষপর্যন্ত কি হলো জানতে পারলাম না স্যার মেরোপ বা ওই রকম কি একটা নাম যেনো।

ওই মেয়েটা বেঁচে গেছে, ডাম্বলডোর তার নিজস্ব চেয়ারে বসতে বসতে হ্যারিকেও বসতে বললেন। যা হবার তাই হয়েছে, ওগডেন এক সেকেন্ড দেরি না করে অ্যাপারেট করে মিনিস্ট্রিতে ফিরে মিনিট পনেরোর মধ্যে অনেক লোকজন নিয়ে ফিরে সেই বাড়িতে ঢুকলেন। মরফিন আর ওর বাবা সহজে ছাড়বার পাত্র নয় তারা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। কিন্তু দুজনকেই কাবু করে কটেজ থেকে ধরে নিয়ে গেছেন। ওয়াইজেনগেমট ওদের বিচার করে দোষী সাব্যস্ত করলেন। মরফিনের নামে মাগল অত্যাচারের অনেক অভিযোগ ছিলো তাই সে নিস্কৃতি পেলো না। তিন বছরের জন্য আজকাবানে পাঠালেন। মারতোলোকে মিনিস্ট্রির লোকজন ওগডেনকে মারধোর করার অপরাধে ছমাস থাকতে হয়েছে আজকাবানে।

মারভোলো? মারভোলো কে? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

হু তুমি দেখছি এখন খুব সজাগ হয়েছে। খুশি হলাম, ডাম্বলডোর হাসলেন।

সেই বৃদ্ধ মারভোলো...?

ভোল্টমর্টের গ্রান্ডফাদার ডাম্বলডোর বললেন, মারভোলো, ওর ছেলে মরফিন আর মেয়ে মেরোপ গ্যনট পরিবারের শেষ বংশধর। খুবই পুরানো জাদুকর পরিবার–খুন, হত্যা, হানাহানি ইত্যাদির জন্য ওদের কুখ্যাতি। ওইসব জঘন্য কাজ কর্ম সীমাবদ্ধ ছিলো তাদের পরিবারে তার একমাত্র কারণ ওর নিজের চাচাতো (কাকার মেয়ে) বোনকে বিয়ে করার জন্য। বাইরের কোনো পরিবারের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ ছিল না। ওদের জীবনযাত্রা

ছিলো খুবই জাকজমকপূর্ণ, প্রচুর সোনা দানা খরচ করতেন বিলাশবহুল জীবনযাত্রার জন্য। বুদ্ধি আর চিন্তা শক্তির অভাবে যা হবার শেষ পর্যন্ত তাই হলো, এসব অবশ্য মারভোলো জন্মাবার আগের ঘটনা। তুমিতো দেখেই এসেছ বর্তমানে কি নিদারুণ দারিদ্র নিয়ে জীবন কাটায়। দারিদ্রের সঙ্গে রয়েছে ঔদ্ধত্ব, নোংরা মেজাজ, অর্থহীন গর্ব আর হামবড়াই। অবশ্য কিছু কিছু আসবাবপত্র, ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি, পুরুষানুক্রমে পাওয়া কিছু সম্পত্তি যেমন সোনার চেন, দামী কালো পাথরের আংটি, তৈজসপত্র সেতো তুমি স্বচক্ষে দেখেই এসেছে।

তাহলে মেরোপ, হ্যারি বললো চেয়ারে বসে সামান্য ঝুঁকে পড়ে ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে। তো মেরোপ... মানে স্যার, তাহলে কী সে ভোল্ডেমর্টের মা?

ঠিকই ধরেছো, ডাম্বলডোর বললেন। সৌভাগ্যবশত আমরা ভোল্টেমর্টের বাবারও কিঞ্চিৎ দর্শন পেয়েছি।

ঘোড়ার সওয়ার মাগল, তাহলে মরফিন যাকে মারধোর করেছিলো?

বাঃ চমৎকার, ঠিক ধরতে পেরেছো দেখছি, ডাম্বলডোর বললেন, খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে। হ্যাঁ ওই টম-রিডিল সিনিয়র, সুন্দর সুশ্রী মাগল ও মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চেপে গ্যনট কটেজের পাশ দিয়ে যেতো... যাকে মেরোপ গ্যনট গোপনে ভালোবাসতো...।

তারপর তাদের বিয়ে হয়? হ্যারি কথাটা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললো। ওর বিশ্বাস করতে মন চায় না, একজন মাগল যাকে মনে প্রাণে গ্যনট ঘৃণা করে সে। কেমন করে দিারিনের শেষ বংশধর জাদুকর গ্যনট পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেছিলো!

ঠিক তা নয় হ্যারি। ওদের বিয়ে হয়েছিলো যখন মরফিন আর মারভোলো গ্যনট আজকাবানে কারাবাস করছিলো। সেটাই ছিলো ওদের সুবিধে। সেই সময়টা ছিলো মেয়েরাপর জীবনে স্বাধীনতার। ও তার আঠার বছরের বন্দি জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে, গ্যনট কটেজ ছেড়ে পালিয়ে, সিনিয়র টম রিডিলকে বিয়ে করেছিলো।

এটা সত্য যে মেরোপ একজন জাদুকরী। আমি কিন্তু মনে করি না ওর ম্যাজিক্যাল ক্ষমতা কোনো কাজে এসেছিলো, বিশেষ করে যখন ওর বাবা ওকে প্রতিনিয়ত ভয় দেখাতেন ও অত্যাচার করতেন।

মেরোপ তো তার মাগল স্বামী টম রিডিলকে তার মাগল বান্ধবীর কাছ থেকে সরিয়ে আনতে পারতেন, টমকে সেই মাগল মেয়েটির কাছে যাওয়া বন্ধ করতে পারতেন।

দ্য ইমপেরিয়সকার্স! অথবা লাভ পোশান। হ্যারি বললো।

খুব ভালো কথা বলেছে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি না মেরেপ লাভপোশান ব্যবহার করেছিলো। যদি করতো তা হলে ব্যাপারটা খুবই রোমান্টিক হতো। গরমের দিনে টম জল খেতে চাইলে সেই জলে লাভপোশান মিশিয়ে দেওয়া... তেমন কোনো

কঠিন কাজ ছিল না! কিছুদিনের মধ্যেই লিটিল হ্যাঙ্গেল গ্রামে খুবই কানাকানি চললো। আরো তুঙ্গে উঠলো অখ্যাত মাগল নন্দন টম রিডিল যখন ভবঘুরের মেয়ে মেরোপকে নিয়ে পালিয়ে গেলো।

কিন্তু গ্রামবাসীদের বেদনা মারভোলোর মতো তীব্র নয়। ও আজকাবান থেকে ফেরার সময় ভেবেছিলো ওর মেয়ে কটেজের দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে অভ্যর্থনা করবে, গরম গরম উপাদেয় খাবার টেবিলে সাজিয়ে রাখবে। কিন্তু দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা দুরের কথা, খাবার টেবিলে দেখলো সাত-পুরুষে পুরুধুলো ময়লা জমেছে, একটা ছোট চিঠিও লিখে গেছে মাগল টম রিডিলের সঙ্গে চলে যাওয়ার কথা জানিয়ে।

তারপর থেকে মারভোলো আর মেরোপের নাম মুখে আনেনি, বেঁচে রয়েছে কি মরেছে সে খবরও নেয়নি। ওই রকম অপ্রত্যাশিত মানসিক আঘাতপাবার পর মারভোলো আর বেশিদিন বাঁচেনি। অনেকে বলে, সে একেবারে খাওয়া বন্ধ করে মারা গেছে। আজকাবান জেলে থাকার জন্য ওর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। মরফিন ফেরার আগেই ও মারা যায়।

আর মেরোপ? উনি তো মারা গেছেন। ভোল্ডেমর্ট তো অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছেন।

ঠিকই বলেছো, ডাম্বলডোর বললেন। যাহোক সবকিছু শুনে আর দেখে আমাদের কিছু অনুমান করতে হবে, আসল ঘটনাটা কি? তাহলেও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কষ্টসাধ্য। তারপরে শোনো পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার কয়েক মাস পর টম রিডিল লিটিল

হ্যাঙ্গেলটনে ওর ম্যানর হাউজে একাই ফিরে এলো, সঙ্গে স্ত্রী নেই। গুজব ছড়াতে লাগলো গ্রামে যে টম বলছে তাকে প্রতারণা ও ঠকানো হয়েছিলো। ও বলে ছিলো যে তাকে যাদুমুগ্ধ করা হয়েছিলো এখন তা অপসারিত হয়েছে। যাই হোক টম কিন্তু ওই কথাগুলো স্পষ্টভাবে বলেনি, পাছে লোকে ওকে উন্মাদ ভাবে। যাই হোক গ্রামের লোকেরা ধারণা করেছিলো মেরোপ টম রিডিলের কাছে মিথ্যে বলেছিলো যে তার একটি সন্তান ওর গর্ভে এবং সেই জন্যই টমকে বিয়ে করেছে।

কিন্তু মেরোপের তো সন্তান হয়েছিলো। সেই সন্তানের পিতা তো টম রিডিল...।

হ্যাঁ, কিন্তু ওদের বিয়ের প্রথম বছরে নয়। টম রিডিল ওকে যখন ছেড়ে চলে যায়, তখন মেরোপ গর্ভবতী ছিল।

কেন, কি কারণে? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো। তাহলে লাভ পোশান কাজ করলো কেন?

আবার অনুমান, ডাম্বলডোর বললেন। আসলে মেরোপ ওর স্বামীকে খুবই ভালোবাসতো, তাই ওইসব জাদুটোনা দিয়ে বেঁধে রাখতে চায়নি। তাই লাভ পোশান ব্যবহার করেনি। মেয়েরাপ ভেবেছিলো টম রিডিলও তাকে এখন ভালবাসতে শুরু করেছে। ও আরো ভেবেছিলো যে শিশুটি পৃথিবীতে আসছে তার জন্যও টম রিডিল ওকে ছেড়ে কোনোদিনই যাবে না। দুঃখের বিষয় দুটো ব্যাপারেই ও ভুল করেছিলো। টম একদিন উধাও হয়ে গেলো, আর কোনো দিন মেরোপের কাছে আসেনি, ও জানেওনি তার ছেলে দেখতে কেমন হয়েছে।

আকাশ হঠাৎ গভীর কালো হয়ে গেলো। বাতির আলোর তেজ আরো বেড়ে গেলো। ঘরটা আলোকোজ্জ্বল হয়ে গেলো আগের চেয়ে।

হ্যারি তাহলে আজ এই পর্যন্ত। কয়েক সেকেন্ড নীরব থাকার পর ডাম্বলডোর হ্যারিকে বললেন।

আচ্ছা স্যার, হ্যারি বললো। ও দাঁড়ালো কিন্তু ঘর ছেড়ে গেলো না। বললো, স্যার ভোল্টেমর্টের ইতিবৃত্ত জানা সত্যই কি খুবই প্রয়োজনীয়?

খুবই প্রয়োজনীয়, আমি মনে করি, ডাম্বলডোর বললেন। এর সঙ্গে প্রফেসির কি সম্পর্ক? সবকিছুই তো প্রফেসির ওপর...। ঠিক আছে, একটু যেনো গোলমেলে পড়ে গেলো।

স্যার, হ্যারি চলে যাবার জন্য পা বাড়ানের সময় আরো একটি প্রশ্ন মাথায় এলো।

স্যার, আপনি ভোল্ডেমর্ট সম্বন্ধে আমাকে যা যা বললেন তা কি রন আর হারমিওনের সঙ্গে আলাপ করতে পারি?

ডাম্বলডোর হ্যারির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন। কি বলবেন ভাবতে লাগলেন। বললেন, আমার মনে হয় মিস্টার উইসলি আর মিস গ্রেঞ্জার দুজনেই যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য এবং তারা অনেক বার তার প্রমাণ দিয়েছে। তবে হ্যারি তোমাকে আগেই বলি, ওরা

যেনো অন্য কারও কাছে কথাগুলো প্রকাশ না করে। আমি ভোল্টেমর্টের অতীত সম্বন্ধে বা তার গোপন বিষয়ে কতোটা জানি তা অন্যদের জানাই ভালো।

আমি আশ্বস্ত করছি স্যার, রন ও হারমিওন ছাড়া আর কেউ জানবে না। শুভ রাত্রি।

হ্যারি যেতে যেতে দরজার গোড়া থেকে আবার ঘরের ভেতরে ফিরে তাকালো, ও দেখলো যে লম্বা-সরু পাওয়ালা টেবিলে, যেখানে ডাম্বলডোরের অনেক রকমের রূপোর যন্ত্রপাতি, সেখানে একটা বড়ো ভাঙ্গা কালো পাথর সেট করা একটা কুৎসিত স্বর্ণের আংটি।

স্যার, হ্যারি সেই আংটিটার দিকে তাকিয়ে বললো, ওই আংটিটা...। হ্যাঁ, ডাম্বলডোর বললেন।

সেবার যখন রাতের বেলায় আমরা স্লাগহর্নের কাছে গিয়েছিলাম আংটিটা আপনাকে পরে থাকতে দেখেছিলাম।

হ্যাঁ পরেছিলাম, ডাম্বলডোর বললেন। মারভোলো গ্যনট ওগডেনকে যেটা দেখিয়েছিলেন সেটা কি এই রকমের আংটি?

ডাম্বলডোর মাথা নিচু করলেন।

একই...। তাহলে আপনি কি সব সময় এই আংটিটা পড়েন?

না, আমি মাত্র কয়েকদিন হলো এটা সংগ্রহ করেছি, ডাম্বলডোর বললেন, তোমাকে নিয়ে আসার জন্য যেদিন তোমার আন্টিদের বাড়ি থেকে গিয়েছিলাম...

সেদিনই...।

সেই সময়টা যখন আপনার হাতে আঘাত লেগেছিল... স্যার? হ্যাঁ, ওই কাছাকাছি সময়ে হ্যারি। হ্যারি কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না, ডাম্বলডোর মৃদু হাসলেন। স্যার... কিভাবে ঘটলো...

আজ অনেক রাত হয়েছে। অন্য একদিন তোমাকে এর কাহিনী বলা যাবে। শুভরাত্রি।

শুভ রাত্রি, স্যার।

হারমিওনস হেল্পিং হ্যান্ড

হারমিওন যা অনুমান করেছিলো সেটাই প্রমাণিত হলো, সিক্সথ ইয়ারে ফ্রি পিরিয়ড আসলে অবসর নয়। রন প্রথমে যা ভেবেছিলো, প্রতিদিনের ক্লাশে যে হোমওয়ার্ক দেওয়া হয় ফ্রি-পিরিয়ডে সে কাজগুলো তাদের করতে হয়। তাছাড়া প্রতিদিনই কোনো না কোনো পরীক্ষা থাকে। ম্যাকগোনাগল ক্লাশে যা পড়ান হ্যারি তার খুবই সামান্য বুঝতে পারে। হারমিওন অত্যন্ত সিরিয়স তাই বুঝতে না পারলে হাত তুলে আবার বলার জন্য অনুরোধ করে। একবার নয়, কখনো কখনো দুবার সে বলতে অনুরোধ করে। অবিশ্বাস্য, হারমিওনের অসন্তুষ্টির মধ্যেও হ্যারির সবচেয়ে মনোমতো সাবজেক্ট হয়ে গেছে পোশান... হাফ-ব্লাড প্রিন্সকে ধন্যবাদ।

ভার্বাল স্পেলস শুধুমাত্র ডাকআর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ নয়, চার্মস ও ট্রান্সফিগারেশনের জন্যও এখন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। হ্যারি কমনরুমে অথবা খাবার সময়ে ক্লাসের বন্ধুদের লক্ষ্য করে। তাদের মুখাবয়ব রক্তবর্ণ ও নীলাভ। মনে হয় তাদের যেন ইউ-নো-হুর ব্যাপারে বড়ো বেশি ভারাক্রান্ত সকলে। সে জানে তারা নিশব্দে জাদুমন্ত্র প্রয়োগের দারুণ চেষ্টা করে চলেছে। তারা এখন হারবোলজিতে বিপজ্জনক গাছ-গাছরা নিয়ে কাজ করছে। গ্রিন হাউজে হারবোলজির কাজ করার সময় যখন বিষাক্ত টেনটেকুল পেছনে থেকে তাদের অকস্মাৎ জড়িয়ে ধরে, তখন নিজেদের মুক্ত করার জন্য উচ্চস্বরে অভিশাপ দেওয়ার অনুমতি যে তাদের দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই স্বস্তিদায়ক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নানা কাজ, হোমওয়ার্ক, নিয়মিত লাইব্রেরিতে যাওয়া, পড়াশুনার পর হারমিওন, রন, হ্যারি একটুও সময় পায় না হ্যাগ্রিডের কাছে যাবার। ইদানিং হ্যাগ্রিড স্টাফ টেবিলে বসে খেতে আসা বন্ধ করছেন, কারও সঙ্গে বেশি কথাও বলেন না। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কদাচিৎ করিডরে ওদের দেখলে কথাতো বলেনই না, উপরন্তু এমনভাব করেন যেনো ওদের দেখেননি। এমন কী সামান্য হ্যালোও বলেন না। শনিবার ব্রেকফাস্টের সময় স্টাফ টেবিলে হ্যাগ্রিডকে না দেখতে পেয়ে হারমিওন বললো, আমাদের কিন্তু এর কারণ জানার জন্য হ্যাগ্রিডের কোয়াটারে একবার যাওয়া উচিত।

রন বললো, তা কি করে হবে বলো, শনিবার আমাদের কিডিচ টিম নির্বাচন আছে। ফ্লিট উইকের জন্য আগামেন্টি চার্ম প্রাকটিসের দরকার। আর তা ছাড়া তাকে কি বলবো! বলবো যে তোমার সাবজেক্ট আমাদের পছন্দ নয়। আমাদের ওর বিষয়টি খুব অস্বছন্দেরও নয়, হারমিওন বললো।

তুমি তোমার কথা বলতে পারো, আমি কিন্তু টেস-এর কথা ভুলিনি, রন কালো মুখে বললো। আমরা কিন্তু অল্পের জন্য বেঁচে গেছি, তাছাড়া ওর নির্বোধ ভাইয়ের কাছে যাওয়ার ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। আমরা ওখানে থাকলে ওর সেই নির্বোধ ভাই গ্রুপকে কেমন করে জুতোর ফিতে বাঁধতে হয় তাও হয়তো শেখাতে হতো।

আমি হ্যাগ্রিডের সাথে কথা না বলাটা একদম পছন্দ করছি না, হারমিওন ব্যথিত চিত্তে বললো।

আচ্ছা আচ্ছা আমরা সবাই কিডিচ খেলার পরেই যাবো, হ্যারি হারমিওনকে আশ্বস্ত করলো। শুধু হারমিওন নয় ও নিজেও হ্যাগ্রিডের সঙ্গে দেখা হয় না বলে দুঃখিত। তবে গ্রুপের ব্যাপারে ও রনের সঙ্গে একমত, বিরক্তিকর গ্রপ ওদের ধারে কাছে না থাকলেই ভাল। কিন্তু ট্রায়াল নিতে নিতে তো সারা সকালটা কেটে যাবে। অনেক লোক আসবে, যারা যারা অ্যাপ্লাই করেছে। জীবনে ও প্রথম ক্যাপ্টেনসি করছে, তাই মুখে না বললেও, ভেতরে ভেতরে হ্যারি খুবই নার্ভাস।

ঈশ্বর জানেন, হঠাৎ এই কিডিচ খেলাটা কেন এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠলো, হ্যারি বললো।

ওহো বাজে কথা ছাড়ো হ্যারি। আসলে কিডিচ খেলাটা বিষয় নয়, আসল বিষয় তুমি... তুমিই জনপ্রিয়, কিডিচ খেলা নয়। সত্যি বলতে কী, তুমি তো কখনো এতো আকর্ষণীয় ছিলে না, এটাই হলো আসল কথা। হারমিওন সামান্য অধৈর্য হয়ে বললো।

রন বড়ো করে একটা কিপারে কামড় দিলো। হারমিওন ওর দিকে একবার দলছুটের দৃষ্টি দিয়ে হ্যারির দিকে মুখ করে বললো

সকলেই জানে তুমি এক বর্ণও মিথ্যে বলছে না, তাই না? সারা জাদুকর সম্প্রদায় জানে, তুমি ঠিক বলছো ভোল্ডেমর্ট ফিরে আসছে... তুমি গত দুবছরে দুবার ওর বিরুদ্ধে লড়েছিলে, দুবারই তুমি বেঁচে ফিরে এসেছে। এখন তাই তোমাকে সকলে বলে দ্য চুজেন ওয়ান। বলতে পারো সবাই তোমার প্রতি

এখন ফেসিনেটেড, তুমি কি তা অনুভব করো না।

হ্যারির মনে হলো গ্রেট হলের ভেতরটা অসহ্য গরম। যদিও বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, হলের ছাদটিও ঠান্ডা।

মিনিস্ট্রির বিরোধিতা, তুমি অসত্য কথা বলে বেড়াচ্ছো, তুমি মিথ্যাবাদী ও ভারসাম্যহীন– আজ তুমি সে সব কে অতিক্রম করে এসেছে। যে দুবৃত্ত মহিলা তোমার রক্ত দিয়ে তোমাকে লিখতে বাধ্য করেছিলো সেই কাটা দাগ এখনও তুমি দেখাতে পারো, কিন্তু তুমি তোমার বিষয় থেকে সরে আসোনি থাকগে...।

মিনিস্ট্রিতে মগজগুলো আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরেছিলো তার দাগ এখনও যায়নি, রন জামার হাতা গুটিয়ে হাতাটা দেখিয়ে বললো।

হারমিওন কিন্তু রনের কথায় কান দিলো না।

ডাক বিলি করা পেঁচা এসে গেছে। বৃষ্টি ভেজা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে এসে সকলের গায়ে ডানা ঝটপট করে ফোঁটা ফোঁটা জল ছিটোতে লাগলো। সকলেই আগের চেয়ে এবার অনেক বেশি চিঠিপত্র পেয়েছে। উদ্বিগ্ন বাবা-মায়েরা ছেলে-মেয়েদের খবর জানতে চান এবং আশ্বস্ত করতে চান যে তারাও ভাল আছেন, উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। টার্ম শুরু হওয়া থেকে হ্যারি কোনো চিঠিপত্র পায়নি। ওকে যে নিত্য চিঠি লিখতেন তিনি

আর পৃথিবীতে নেই, তাহলেও আশা করে লুপিনের চিঠির। হয়তো লুপিন ওকে চিঠি লিখবেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত একটাও লেখেননি। ও বিমর্ষ হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলো ওর তুষার শুভ্র হেডউইগ ঘরে ঢুকে বাদামী-পেঁচাগুলোর ওপর দিয়ে পাক খাচ্ছে। হেডউইগ ওর টেবিলে মাঝারি আকারের চৌকো একটা প্যাকেটে ফেললো। ওদিকে রনকে একই রকমের একটা প্যাকেট দিলো ওর পেঁচা পিগউইজন। রনের মনে হলো পিগউইজন খুবই ক্লান্ত।

হ্যারি প্যাকেটে ফ্লাওয়ারিশ অ্যান্ডস বুটস থেকে পাঠানো নতুন একটি কপি অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং পেয়ে খুব খুশি। বইটা নিয়ে হাত তুলে বললো, দারুণ!

হারমিওন বইটা দেখে খুশিতে উপচে পড়ে বললো, তাহলে তো তুমি এখন সেই পুরনো ছেঁড়া খোড়া গাদাগাদা নোট লেখা বইটা ফেরত দিতে পারো।

তুমি পাগল হয়েছে? হ্যারি বললো। ওটা আমার কাছে থাকবে। শোনো ওই বিষয়ে আমি আগেই ভেবে রেখেছি।

হ্যারি পুরনো বইটা ব্যাগ থেকে বার করে ওর কভারে জাদুদণ্ড ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে বললো–ডিফিল্ডর, বলার সঙ্গে কভার খুলে পড়ে গেলো। নতুন বইটাতেও সেই রকম করলো, হারমিওন থ হয়ে তাকিয়ে রইলো। তারপর ও নতুন বইয়ের মলাটটা পুরনো বইয়ের ওপর রেখে বললো–রিপারো, মলাট বদলে গেল। প্রিন্সের বইতে লেগে গেলো নতুন মলাট।

আমি স্লাগহর্নকে পুরনো মলাট দেওয়া নতুন বইটা দেবো–তখন তিনি কোন প্রশ্ন করবেন না। এর মূল্য নয় গেলিয়নস।

সব দেখে হারমিওনের মুখে কোন কথা নেই। ঠোঁট দুটো চেপে রইলো, মুখ দেখে মনে হয় খুবই রেগে গেছে। যা হ্যারি করলো তাতে ওর একটুও সমর্থন নেই। তারপরই তৃতীয় পেঁচা এসে ওর টেবিলের ওপোর এক কপি ডেইলি প্রফেট ফেলে দিলো। ও তাড়াতাড়ি পেপারটাকে খুলে প্রথম পাতায় চোখ বুলোতে লাগলো।

হারমিওন ডেইলি প্রফেট পেলেই রন ঠাট্টা করে বলে, কী হে কারও মৃত্যু সংবাদ আছে? একই প্রশ্ন কলের গানের মতো বলে যায়।

না, কিন্তু ডিমেন্টরদের আক্রমণ বেড়েছে, হারমিওন বললো। একজন অ্যারেস্ট হয়েছে।

চমৎকার, কে? হ্যারি বললো। ওর হঠাৎ বেল্লাট্রিকস লেস্টরেঞ্জের কথা মনে পড়ে গেলো।

স্ট্যান লেশানপাইক; হারমিওন বললো।

কে? হ্যারি হকচকিয়ে বললো। কার নাম বললে।

জনপ্রিয় উইজার্ডিংদের নাইট বাসের কন্ডাক্টর স্ট্যানলে শানপাইককে ডেথইটারদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থাকার সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে। ক্লাপহামের তার নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গত রাতে মি. শানপাইককে (২১) আটক করা হয়...

শানপাইক একজন ডেথইটার? হ্যারি বললো। তিন বছর আগে ওই প্রাণ উচ্ছল ছেলেটির সঙ্গে রাতের বাসে প্রথম পরিচয় হয়েছিল হ্যারির। অদ্ভুত ব্যাপার।

এমনও হতে পারে যে ওকে বোধহয় ইমপেরিয়স কার্স করে রাখা হয়েছিল, রন বললো।

কাগজ পড়ে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না, হারমিওন বললো। মুখের সামনে ওর কাগজটা মেলা।

হারমিওন কাগজ থেকে মুখ না তুলে বললো, কাগজে লিখছে ও কিছু একটা পাবে। ও ডেথইটারদের গোপন পরিকল্পনার কিছু কথা বলছিলো। সেটা জানার পর ওকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হারমিওন উদ্বিগ্ন মুখে তাকালো–যদি ইমপেরিয়স কার্স হয় তাহলে ও কেমন করে পাবে গিয়ে সেই গোপন প্ল্যান সম্বন্ধে কথা বলতে পারে, সম্ভব কি?

রন বললো, স্ট্যানলে মনে হয় বেশি কথা বলছিলো, বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলতে গিয়েই নিজের বিপদ ডেকে এনেছে। মনে আছে একবার এক ভিলায় আড্ডা দেবার সময় বলেছিলো যে সে ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হতে যাচ্ছে।

মন্ত্রণালয় দেখাতে চায় তারা কিছু একটা করছে, হারমিওন ভুরু কুঁচকে বললল। লোকেরা আতঙ্কিত–পার্বতী ও তার জমজ বোনকে ওদের বাবা বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। ইলোইজে মিডজেয়ন অনেক আগেই চলে গেছে। ওর বাবা ওকে নিয়ে গেছেন।

কি বললে! রন চোখ ঘুরিয়ে হারমিওনকে প্রশ্ন করলো। কিন্তু হোগার্টস ওদের বাড়ির চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ জায়গা! আমাদের অরর আছে, আরো অনেক একস্ট্রা প্রোটেকটিভ স্পেলস আছে, সবার ওপর আমাদের ডাম্বলডোর আছেন!

হারমিওন বললো, আমরা কি সব সময় তাকে পাবো বলে মনে হয় না? হারমিওন স্টাফ টেবিলের দিকে তাকালো, হাতে তখনও প্রফেট। তোমরা কি লক্ষ্য করেছো? গত সাতদিন হ্যাগ্রিডের মতো তিনিও তার চেয়ারে বসছেন না।

হ্যারি, রন দুজনেই স্টাফ টেবিলের দিকে তাকালো। হেডমাস্টার স্যারের চেয়ার সত্য সত্যই খালি। হ্যারি একটু চিন্তায় পড়লো, সত্যিই তো গ্যনটের ওখান থেকে ফেরার পর, আর ডাম্বলডোরের সঙ্গে ওর দেখা হয়নি গত এক সপ্তাহ।

আমার মনে হয় অর্ডারের কাজের জন্য স্কুলের বাইরে কোথায়ও গেছেন, হারমিওন চাপা গলায় বললো, আমি বলতে চাইছি ওনার অনুপস্থিতির কারণ গুরুতর কিছু হতেও পারে, তাই না?

হ্যারি বা রন কেউই কোনো জবাব দিলো না। কিন্তু হ্যারি জানে ওরা তিনজনেই এই কথাটাই ভাবছে। তাছাড়া গত পরশু আরো একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেছে। হারবোলজি ক্লাশে খবর আসে হান্না অ্যাবটের মাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। খবরটা পেয়ে হান্না চলে যাবার পর থেকে আর ওকে পাওয়া যায়নি।

পাঁচ মিনিট পর ওরা গ্রিফিন্ডর টেবিল ছেড়ে এক সঙ্গে কিডিচ মাঠে চললো। ওরা ল্যাভেন্ডার আর পার্বতী পাতিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় হারমিওনের একটা কথা মনে পড়ে।

প্রফেট লিখেছে ওদের দুই বোনকে ওদের বাবা-মা হোগার্ট থেকে নিয়ে যেতে চান। হ্যারি দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ফিস ফিস করতে দেখতে পেয়ে অবাক হলো না। দুজনেই খুব চিন্তিত। কিন্তু যেটা অবাক করেছে, রন যখন ওদের খুব কাছাকাছি এসেছে, পার্বতী হঠাৎ ল্যাভেন্ডারকে কনুইয়ের খোঁচা দিতেই ল্যাভেন্ডার রনের দিকে তাকিয়ে তখন একগাল হাসলো। রন ওকে চোখ টিপলো, ওরই মতো হাসলো। ও হাঁটার সময় যেন গর্বে ফেটে পড়তে লাগলো। হ্যারি অনেক কষ্টে হাসি দমন করে এবং তার মনে পড়ে হ্যারির নাক ম্যালফয় ভেঙে দেবার পর রন ল্যাভেন্ডারের সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত ছিলো। হারমিওন অবশ্য গম্ভীর মুখে। ওদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে স্টেডিয়ামের দিকে

চললো। তখন বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, কুয়াশার সঙ্গে হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে। স্টেডিয়ামের কাছে এসে রন আর হ্যারিকে ছেড়ে বসার স্থানের সন্ধানে যায় হারমিওন। যাবার সময় রন বা হ্যারি কাউকেই গুড উইশেস জানিয়ে গেলো না।

হ্যারি যা ভেবেছিলো, বলতে গেলে পুরো সকালটাই ট্রায়াল দিতে পার হলো। গ্রিফিন্ডরের প্রায় অর্ধেক ছেলে অংশ নিতে এসেছে। প্রথম বর্ষের ছেলেরা সিলেকসনের জন্য স্কুলের পুরনো ঝাড়ু হাতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেভেনথ-ইয়ারের ছাত্ররা সব ছেলে-মেয়েদের দিকে নিরুত্তাপ ভয় দেখানো চোখে দেখছে। ওদের মধ্যে একজন বেশ লম্বা-চওড়া মাথায় ঝাটার কাঠির মতো চুলওয়ালা, ছেলেটি হোগার্টস এক্সপ্রেসে হ্যারিকে দেখেছিলো।

ভিড়ের মধ্যে থেকে ছেলেটি বেরিয়ে এসে হ্যারির হাতে হাত মিলিয়ে বললো, আমাদের তো ট্রেনের ওল্ড স্লগি কমপার্টমেন্টে আগেই দেখা হয়েছে ক্যাপ্টেন। আমার নাম করম্যাক ম্যাকলেগেন।

গত বছরে ট্রায়ালে তুমি ছিলে? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো। হ্যারির ওর ইয়া বড় দেহ দেখে মনে হলো ছেলেটি এক চুলও না সরলে কারও ফাঁকা জায়গা পেয়ে গোল দেওয়া অসম্ভব।

ছেলেটি বললো, গত বছর ট্রায়ালের সময় আমি হাসপাতালে ছিলাম, বাজি ফেলে এক পাউন্ড ডক্সি এগ খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়েছিলাম।

ঠিক আছে তুমি ওই দিকটায় বসে অপেক্ষা করো, যেদিকে হারমিওন বসে রয়েছে হ্যারি ওকে সেদিকটা দেখালো।

হ্যারির কথাটা শুনে ম্যাকলেগেন বিমর্ষ হলো। হয়তো ভেবেছিলো দুজনেই ওল্ড স্যাগির প্রিয় বলে একটু আলাদা রকমের ট্রিটমেন্ট পাবে।

হ্যারি ঠিক করলো টিম সিলেকসনের আগে একটা বেসিক টেস্ট দরকার। যে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা আবেদন করেছে তাদের দশজন করে এক একটা দল করলো। তাদের বললো, পিচের চারধারে ফ্লাই করো। নির্ণয়টা ভালো বলতে হবে। প্রথমবর্ষের ছাত্রদের থেকে প্রথম দশ জনের দল ফ্লাই করতে বললো। এর আগে ওরা কখনো ফ্লাই করেনি। ওদের মধ্যে একজন মাত্র কয়েক সেকেন্ড উড়তে পারলো এবং গোলপোস্টে ধাক্কা খেয়ে হকচকিয়ে গেলো।

দ্বিতীয় দল দশটি মেয়েকে নিয়ে। ওদের মতো বোকারাম কমই দেখেছে। হুইসেল বাজাতেই ওরা উড়তে তো পারলোই না, মাঠেই জড়াজড়ি করে পড়ে গেলো। হ্যারি তখন ওদের মাঠ ছেড়ে চলে যেতে বললে ওরা খুশি মনেই স্ট্যান্ডে গিয়ে বসে অন্যদের পেছনে লাগা শুরু করলো।

তৃতীয় দলের সেই একই অবস্থা। চতুর্থ দলের তো কেউ ঝাড়ু আনেইনি। হাফল পাফদের নিয়ে পঞ্চম দল।

হ্যারি বললো, এখানে যদি গ্রিফিন্ডর ছাড়া অন্য হাউজের কেউ থাকে তাহলে তারা মাঠ ছেড়ে যাও। এখনই প্লিজ! শেষ বাক্যটি নির্দেশের স্বরে।

প্রথমে সকলেই চুপচাপ, তারপর দুএকজন র‍্যাভেনকু হাসতে হাসতে লাফাতে লাফাতে পিচ ছেড়ে চলে গেলো।

তারপর ট্রায়ালের ঘণ্টা দুই সময় খুব হৈ চৈ হট্টগোল, কেউ আছড়ে পড়লো, হাত-পা মোচকালো, দাঁত ভাঙলো, আরো অনেক কাণ্ড। সবই হ্যারিকে সামলাতে হলো।

হ্যারি তিনজন ভালো চেজার পেলো। কেটিবেল, ডেমেলজা রবিন্স আর জিনি উইসলি। জিনি ট্রায়ালে একাই সতেরটা গোল করলো। ডেমেল দলে নবাগত। কেটিবেল আগেও খেলেছে।

হ্যারি এক সময় যা নিজেও করেছে, এখন অনুত্তীর্ণ বিটারদের কাছ থেকে নানা চিৎকার অভিযোগ শুনতে হলো।

তোমরা কোনোরকম হৈ চৈ চিৎকার চেঁচামেচি না করে মাঠ ছেড়ে চলে যাও। আর তা করলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। নির্দেশের স্বরে হ্যারি বললো।

নতুন বিটারের মধ্য থেকে কেউ জর্জ ফ্রেডের কাছাকাছি পৌঁছতে পারলো না। ওরা ছিলো সেরা বিটারস। তাহলেও নতুন যারা এলো তাদের খেলায় হ্যারি খুবই খুশি হলো। নতুনের মধ্যে ব্রাজার রিচি কূট। ওরা কেটি, ডেমেল আর জিনির সঙ্গে যোগ দিলো।

হ্যারি ইচ্ছে করেই কীপার সিলেকসন সবার শেষে রেখেছিলো। ভেবেছিলো স্টেডিয়াম প্রায় খালি হয়ে যাবে, আর চাপ সৃষ্টি কম হবে। দূর্ভাগ্যবসত: তা হলো না। ছাঁটাইরা এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ করে ভিড় জমালো। হ্যারি রনের দিকে তাকালো। রনের একটাই প্রবলেম নার্ভের। গত বছরে খেলাতে জেতার পর হ্যারি ভেবেছিল রনের নার্ভের প্রবলেম মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা নয়, রন আগের মতোই নার্ভাস।

প্রথম পাঁচজনের কেউই কীপারস ট্রায়াল গেমে ভালো খেলতে পারলো না। কেউই দুটো গোলের বেশি বাঁচাতে পারলো না। হ্যারি হতাশ হলো, করম্যাক ম্যাকলেগেন পাঁচটা পেনাল্টির মধ্যে চারটে বাঁচাতে পেরেছে দেখে।

বোঝা গেলো রন এগার জনের মধ্যে একজন হয়ে যাবে ফাইনাল সিলেসনে। গুডলাক! কে যেন দর্শকদের থেকে বলে উঠলো। হ্যারি ভেবেছিলো হারমিওন হবে হয়তো। না সেটা ছিল ল্যাভেন্ডার ব্রাউন। ও ল্যাভেন্ডারকে দেখে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে পারতো, ল্যাভেন্ডার অবশ্য পরমুহূর্তে তাই করলো। কিন্তু হ্যারি কিডিচের ক্যাপ্টেন, তা সে করতে পারে না, রনের ট্রায়াল খেলা দেখতে লাগলো।

না, রনকে নিয়ে কোনো সমস্যাই নেই, ও পর পর সবকটা পেনাল্টি রুখে দিলো। হ্যারি ম্যাকলেগেনকে পরিষ্কার কণ্ঠে জানিয়ে দিলো রন ওকে হারিয়ে দিয়েছে। কথাটা শুনে ম্যাকলেগেনের মুখ ঝুলে পড়লো। সে দ্রুত সেখান থেকে সরে গেলো। ম্যাকলেগেন ওর পেছনে পেছনে গেল।

ওর বোন তো ঠিক মতো কিক করেনি, ম্যাকলেগেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে বললো। ম্যাকলেগেন টিমে রনের জায়গায় স্থান জোটানোর জন্য নাছোড়বান্দা। বললো, ওর বোন তো ওকে সহজ কিক দিয়েছে।

ওর বোনের কিকটায় সে প্রায় হারতে বসেছিলো, হ্যারি জবাব দিলো। তুমি চারটে বাঁচিয়েছো, রন বাঁচিয়েছে পাঁচটা। রন জিতেছে, অযথা তুমি বাজে কথা বলবে না, পথ ছাড় আমাকে যেতে দাও।

হ্যারি ভেবেছিলো হয়তো ম্যাকলেগেন ওর মুখে একটা ঘুষি মারবে। তার জন্য ও নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিল। কিন্তু ম্যাক সেরকম কিছুই করলো না। বদখত মুখ করে ঘোৎ ঘোঁৎ করতে করতে চলে গেলো। ভয় দেখানোর প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত ছিল অবশ্য।

হ্যারি পিছনে তাকিয়ে দেখলো নবগঠিত টিম ওর দিকে উজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খুউব... খুউব ভালো করেছো তোমরা... সকলেই সত্য সত্যই ভালো করেছো।

রন তুমি অসামান্য খেলেছো!

হ্যারির চোখ পড়ে গেলো স্টেডিয়ামের এক অংশে। দেখলে হারমিওন দুহাত তুলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওদের দিকে ছুটে আসছে। ওদিকে ল্যাভেন্ডর পার্বতীর। হাত ধরে পিচ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওর মুখে বদমেজাজের ছাপ। রন যেনো খুশিতে ফেটে পড়ছে। ও নিজেকে আরো দীর্ঘকায় মনে করছে। ও নতুন টিমের সবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, হারমিওনের দিকেও।

হ্যারি প্রথম ফুল প্র্যাকটিস আগামী বৃহস্পতিবার ঠিক করলো। হ্যারি, রন, হারমিওন নতুন দলের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে হ্যাগ্রিডের কুটিরের দিকে চলতে লাগলো। আকাশ কালো মেঘে ভরা, তারই ফাঁক থেকে মাঝে মাঝে সূর্য মুখ দেখাচ্ছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়াও বন্ধ হয়েছে। হ্যারির তখন প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে। ভাবলো হ্যাগ্রিডের কাছে গেলে অবশ্যই কিছু খেতে পাবে।

রন যেতে যেতে আনন্দের সঙ্গে বললো, আমি ভেবেছিলাম ফোর্থ পেনাল্টিটা বাঁচাতে পারবো না। ডেমেলজা ট্রিকি শট করেছিলো, লক্ষ্য করেছ। বলটা স্পিন করছিলো?

হারমিওন বললো, জানি জানি তোমাকে আর বলতে হবে না। তুমি একটি উজ্জ্বল তারকা। ওর মুখে মজা পাবার হাসি।

আমি ম্যাকলেগেনের চাইতে ভাল করেছি, বলতেই হবে। তোমরা কি দেখেছো পঞ্চম গোলটি ও নিজের দোষেই খেলো। কাঠের পাটাতন থেকে ভুল দিকে লাফ দিয়ে গোলটি খেলো।

ওরা হ্যাগ্রিডের কেবিনের সামনে গিয়ে দেখলো বিরাট ধূসর বর্ণের হিপ্পোগ্রাফ বাকবিক শেকল দিয়ে বাঁধা। ওদের দেখে বাকবিক মহাখুশি, লম্বা জিব বার করে চাটতে এলো। ওহ, ডিয়ার! হারমিওন ভীত হয়ে বললো, এখনো এটা ভয় পাইয়ে দেয়।

কেমন আছো তুমি? হ্যারি বাকবিককে খুব আস্তে জিজ্ঞেস করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, একা আছো, ভালো লাগছে না? হ্যাগ্রিড তো তোমার দেখাশুনো করছেন তাই না?

ওহ! ওরা শুনতে পেলো এক বাজখাই গলা।

ওরা দেখলো হ্যাগ্রিড ওর কেবিনের এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পরণে বহু রঙের অ্যাপ্রোন, পিঠে এক বস্তা আলু। ওর প্রিয় বাঘের মতো বিরাট কুকুর ফ্যাংগ ওদের দেখে ভীষণ চিৎকার করতে লাগলো।

ওর কাছে আসবে না ও তোমাদের কামড়ে দিতে পারে, বলে দরজা দড়াম করে লাগিয়ে ভেতরে চলে গেল।

ফ্যাংগ হারমিওন আর রনের কাছে লাফাতে লাফাতে ওদের কান চাটতে চাচ্ছে। হ্যারি ওদের দিকে ক্ষণিক তাকিয়ে কেবিনের দিকে অগ্রসর হলো। ভেতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই।

আপনি যদি দরজা না খোলেন তো আমরা দরজা ভেঙে ফেলবো, হ্যারি পকেট থেকে জাদুদণ্ড বের করে বললো। হারমিওন হ্যারিকে থামাবার চেষ্টা করলো, তুমি এটা করতে পারো না। হ্যাঁ পারি, কিছুটা পেছনে হটে হ্যারি বললো।

দরজা খুলে হ্যাগ্রিড দাঁড়ালেন। মুখ দেখে মনে হলো অসম্ভব রেগে রয়েছেন।

কি বললে? আমি তোমাদের টিচার মনে রেখো! হ্যাগ্রিড হ্যারির দিকে লাল চোখে তাকালেন। পটার! কোন সাহসে তুমি তোমার টিচারকে... দরজা ভেঙে দেয়ার ভয় দেখাচ্ছো!

আমি দুঃখিত স্যার, হ্যারি বললো। ও স্যার কথাটায় ইচ্ছে করে জোর দিয়ে বলে জাদুদন্ডটা ওর রোবের ভেতরে রেখে দিলো। হ্যাগ্রিড অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন।

কখন থেকে তুমি আমাকে স্যার ডাকতে শুরু করেছো? যখন থেকে আমাকে পটার বলে ডাকছেন? হ্যাগ্রিড ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন, খুব দেখি চালাক হয়েছো দুষ্টু ছেলে, আর আমি চালাক-চতুরহীন বোকা লোক, এসো তোমরা ভেতরে এসো।

হ্যাগ্রিড দরজার এক পাশে সরে গিয়ে ওদের ভেতরে ঢোকার জায়গা করে দিলেন। হারমিওন হ্যারির পিছু পিছু ভেতরে ঢুকলো। মুখ দেখে মনে হয় ও ভয় পেয়েছে।

মেজাজী সুরে ওর বিরাট টেবিলের সামনে চেয়ারটা টেনে এনে বললেন, তারপর?

ফ্যাংগ ছুটে এসে হ্যারির হাঁটুতে মাথা চেপে ধরলো।

কি বিষয়? আমাকে করুণা করতে এসেছে, না? নিঃসঙ্গ বা অনাবশ্যক একজনকে...।

একদম না। আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। হারমিওন কম্পিত স্বরে বললো, আপনাকে আমরা খুব মিস করছি।

হাঃ হাঃ মিস করছো... ও হ্যাঁ ঠিক আছে, হতেও পারে।

কথাটা বলে চেয়ার থেকে উঠে ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগলেন–বিরাট তামার কেটলিতে চায়ের জন্য জল গরম করতে দিলেন। তারপর আপন মনে কিছু বলতে লাগলেন।

তারপর মেহগিনি রঙের চা বানিয়ে মগের মতো বিরাট তিনটে কাপে চা ঢাললেন আর প্লেটে রক কে রাখলেন।

হ্যারির অসম্ভব ক্ষিদে পেয়েছে, এমনকি হ্যাগ্রিডের তৈরি খাবার হলেও হয়, ছোঁ মেরে এক পিস কেক প্লেট থেকে তুলে নিয়ে ও মুখে পুরলো।

হ্যাগ্রিড, হারমিওন ভীরু ভীরু কণ্ঠে বললো, বিশ্বাস করুন আমরা আপনার কেয়ার টু ম্যাজিক্যাল ক্রিচারস ক্লাস বন্ধ না করে চালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম আপনি তো সব জানেন।

হ্যাগ্রিড তখন চাকু দিয়ে আলুর থোষা ছাড়াচ্ছিলেন। বিরাট শব্দ করে হাঁচলেন। হ্যারির মনে হলো কয়েকটা বড়ো বড়ো পাথর যেনো ছড়ানো আলুর ওপর শব্দ করে পড়লো। ওরা তখন মনে মনে শঙ্কিত হলো হ্যাগ্রিড না আবার ওদের ডিনার খেয়ে যেতে বলেন।

আমরা চেয়েছিলাম, কিন্তু টাইম টেবিলে মেলাতে পারলাম না, হারমিওন ভয়ে ভয়ে বললো।

ভালো ভালো বেশ ভালো, হ্যাগ্রিড বললেন।

হঠাৎ ওদের কানে এলো অদ্ভুত এক শব্দ। কোথা থেকে চিক্কার আসছে দেখার জন্য এধার ওধার তাকালো। রন চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবিলের অদূরে রাখা একটা বিরাট ব্যারেলের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো। ব্যারেলের ভেতরে দেখলো প্রায় ফুট খানেক লম্বা কীটপতঙ্গের শূক কিলবিল করছে। সাদা সাদা কিলবিলে সেই শূকগুলো নিজেদের শরীরে মোচড় দিচ্ছে।

ওগুলো কি হ্যাগ্রিড? হ্যারি শূকগুলোকে দেখে খুবই উৎসাহিত হয়েছে এমন এক মুখোভাব করে বললো।

ওগুলো বড় বড় কীটপতঙ্গের শূক, হ্যাগ্রিড বললেন। তারপর ওগুলো বড় হলে...। রন একটু অজানা আশঙ্কায় বললো। ওগুলো বড়ো হবে না। অ্যারাগগকে খাওয়াবার জন্য এনেছি।

হঠাৎ হ্যাগ্রিড ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে রন বললো, কাঁদছেন কেন, কি হয়েছে?

অ্যারাগগ (মাকড়সা) খুব অসুস্থ, হ্যাগ্রিডের দুচোখ জলে ভরা। ভেজা মুখটা অ্যাপ্রণ দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, ও বাঁচবে না... গত সামার থেকে ও অসুস্থ... একটুও সারছে না। ও যদি! ও যদি... তাহলে আমি কি করবো। আমরা এতোদিন একসঙ্গে রয়েছি।

হারমিওন সান্ত্বনা দেবার জন্য হ্যাগ্রিডের পিঠে হাত বোলাতে লাগলো। কি বলবে ভেবে পায় না। হ্যাগ্রিডের বিরাটকায় অ্যারাগগের চেহারাটা হ্যারির চোখের সামনে ভেসে উঠলো। লোকচক্ষুর বাইরে নিষিদ্ধ অরন্যের ভেতরে থাকে। বছর চারেক আগে ও আর রন ওর হাতে প্রায় মরতে গিয়ে একচুলের জন্য বেঁচে গিয়েছিলো।

আমরা... আমরা ওর জন্য কিছু করতে পারি? বনের নানা ছলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা জক্ষেপ না করে হারমিওন জিজ্ঞেস করলো।

আমার মনে হয় সম্ভব নয়, রুদ্ধ কণ্ঠে হ্যাগ্রিড বললেন, চোখের জল বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমার মনে হয় এই সময় কারও ওর কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। আমি অ্যারাগগকে নিয়ে খুবই চিন্তায় আছি, যাকগে প্রফেসর গ্রাবলি প্ল্যাংক তোমাদের পড়াচ্ছেন তো।

ওরা হ্যাগ্রিডের কেবিন থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার মেঠো পথ জনমানব শূন্য। হ্যারির খুব ক্ষিধে পেয়েছে। রককেক কামড়াতে গিয়ে খটাস করে ওর দাঁতে লাগায় আর খেতে পারেনি।

হ্যারি বললো, তাড়াতাড়ি যেতে হবে রাতে আবার স্নেইপের ঘরে ডিটেনসন। আমার ডিনারে দেরি করলে চলবে না।

ওরা ক্যাসেলের কাছে এসে দেখলো করম্যাক ম্যাকলেগেন গ্রেট হলে ঢুকছে। ঢোকার সময় প্রথমে সে ঠোকর খেলো। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার পর ঢুকতে পারলো ম্যাকলেগেন। রন ওর পিছু পিছু ভেতরে ঢুকলো।

হারমিওন ভেতরে যেতে গেলে হ্যারি ওর হাত ধরে ঢুকতে দিলো না।

কী ব্যাপার? হারমিওন প্রশ্ন করলো।

হ্যারি শান্তভাবে বললো, আমার মনে হয় নিজের অযোগ্যতায় সে একেবারে হতাশ। ও ঠিক তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল খেলার মাঠে।

কথাটা শুনে হারমিওনের গাল দুটো লাল হয়ে গেলো।

ঠিক আছে, আমিই করেছি, ও চাপা গলায় বললো। কিন্তু তোমার জানা উচিত যে রন আর জিনিকে কী বলছিলো? তার বাজে ধরনের মাথা গরম, দলে নির্বাচিত না হতে পেরে কি বাজে আচরণ করেছে সে।

রন হঠাৎ ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললো, তোমরা কি আলাপ করছো? কিছু না। চলো ভেতরে যাই, হ্যারি বললো।

ওরা গ্রিফিন্ডরের টেবিলে বসতে যাবে ঠিক সেই সময়ে স্লাগহর্নের আবির্ভাব। ওদের বসতে দিলেন না। বলতে লাগলেন

হ্যারি, হ্যারি কোথায় গেলো ছেলেটা, আমি যে ওকেই খুঁজছি। বিরাট বপু নিয়ে গোঁফ পাকাতে পাকাতে দাঁড়ালেন।

আমি তোমাকে ডিনারের আগে পাকড়াওয়ের চেষ্টায় রয়েছি। চলে এসো আমার ঘরে, রাতের খাবারটা তোমার সঙ্গেই সারি। আমার ঘরে ছোট একটা পার্টি হবে। ছোট ছোট অনেক উদিয়মান তারকা ছেলে-মেয়ে আসবে, ম্যাকলেগেন আসবে এবং জাবিনিও। চার্মিং মেলিন্ডা ববিন। তুমি কি মেলিন্ডাকে চেনো? ওদের পরিবার ওষুধের কারবার করে... চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে ওদের ব্যবসা। ও হ্যাঁ মিস গ্রেঞ্জার তুমি যদি পার্টিতে আসো তাহলে খুবই আনন্দিত হবো।

স্লাগহর্ন এমন ভাব দেখালেন যেনো টেবিলে হ্যারি আর হারমিওন ছাড়া কেউ নেই। রনের দিকে একবারও তাকালেন না।

হ্যারি বললো, প্রফেসর আমি তো যেতে পারবো না। স্নেইপের ঘরে আমার ডিটেনসন আছে।

ওহ ডিয়ার, দুষ্টুছেলে, আমি যে তোমার আশায় এসেছি। ঠিক আছে স্নেইপকে আমি এখনই জানিয়ে দিচ্ছি। বললেই সেভেরাস বুঝতে পারবে। পরে অন্য একদিন করবেন। অবশ্যই তোমরা দুজনে আসবে।

স্লাগহর্ন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি বললো, কোনো আশা নেই। গত সপ্তাহে ডাম্বলডোরের কথায় পিছিয়ে দিয়েছেন। এবার অন্য কারো অনুরোধ রাখবেন না।

হারমিওন বললো, তুমি না গেলে আমিও যাবো না! হ্যারি জানে হারমিওন ম্যাকলেগেনের কথা ভাবছে।

একা কোথায়? জিনিও হয় তো থাকবে। রন বললো। মনে হলো স্লাগহর্ন ওকে বাদ দেওয়াতে বিষয়টি সহজ নেয়নি রন।

ডিনারের পর হ্যারি, হারমিওন গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে গেলো। কমনরুম জমজমাট। অধিকাংশের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এখানে এসে গল্প-গুজব করার জন্য চেয়ার দখল করে বসে আছে। রন দুহাত বুকে চেপে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে আছে। স্লাগহর্ন আসার পর থেকেই খুবই মেজাজ খারাপ ওর।

হারমিওন কারো ফেলে যাওয়া এক কপি ইভিনিং ডেইলি প্রফেট চেয়ার থেকে তুলে নিল। কাগজটা চোখের সামনে মেলতেই হ্যারি বললো, নতুন কোনো স্টোরি?

হারমিওন পত্রিকা খুলে চোখ বোলাতে বোলাতে বললো, তেমন কোন খবর আছে বলে মনে হয় না। ও হ্যাঁ এইতো আছে, রন দেখো তোমার বাবার ছবি! লিখেছে উনি ম্যালয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন, দ্বিতীয়বার ডেথইটারদের বাড়ি সার্চ করে সম্ভবত কিছু পাওয়া যায়নি। আর্থার ডেথ ইটারদের বাড়ি সার্চ করে সম্ভবত কিছু পাননি। আর্থার উইসলি ডিটেকসন অ্যান্ড কনফিসকেসন অফ কাউন্টার ফিট ডিফেন্স স্পেলস অ্যান্ড প্রোটেকটিভ অবজেকটস অফিস থেকে জানিয়েছেন যে তার টিম গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তদন্ত চালাচ্ছে।

তাইতো, এই বিষয়ে তো আমিই খবর দিয়েছিলাম, হ্যারি বললো। আমি ওনাকে কিংক্রশ রেলওয়ে স্টেশনে ম্যালফয়ের বরগিনের বিষয়ে বলেছিলাম! খুব সম্ভব আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওসব জিনিসপত্র হোগার্টসে এনে রেখেছে সে।

কিন্তু কেমন করে ও আনবে হ্যারি? হারমিওন কাগজটা পাশে সরিয়ে রেখে সগ্নিদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো। আমরা যখন এসেছি তখন আমাদের মালপত্রতো খুব কড়াকড়ি সার্চ করা হয়েছিলো।

তাই? কিন্তু আমার তো করেনি। হ্যারি আশ্চর্য হয়ে বললো। তুমি তো আমাদের সঙ্গে আসোনি, পরে এসেছে। আমরা এনট্রেন্স হলে ঢুকতেই ফিলচ সিক্রেসি সেনসর কাছে নিয়ে এলো। ক্র্যাবের কাছে একটা কালো কুঁচকোনো মুণ্ডু ছিলো সেটা বাজেয়াপ্ত করলো। তাহলে ভাবো ম্যালফয় কেমন করে ওইরকম মারাত্মক জিনিস হোগার্টসে আনতে পারে?

হ্যারি দেখলো জিনি উইসলি আর্নভ দ্য পিগমী পাফের সঙ্গে খেলা করছে।

হতে পারে পেঁচা মারফৎ এনেছে, হ্যারি বললো। এমনও হতে পারে ওর মা আগেভাগে পাঠিয়েছে।

হারমিওন বললো, অতো সোজা নয় পেঁচাঁদের পাঠানো জিনিস সব চেক হয়।

ম্যালফয় তাহলে কোনো ডার্ক অবজেক্ট বা মারাত্মক জিনিস হোগার্টসে আনতে পারেনি। হ্যারি রনের দিকে তাকালো। দেখলো রন বুকে হাত জড়ো করে ল্যাভেন্ডার ব্রাউনের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ভাবতে পারা যায় অন্য কোনো উপায়ে ম্যালফয়...? রন বললো, ছাড়ো তো, ওসব কথা বাদ দাও, হ্যারি।

হ্যারি বুঝতে পারলো রনের রাগের আসল কারণ। বললো, রন শোনো, আমি তো যেচে নিজেদের নেমন্তন্ন করে স্লাগহর্নের ফালতু পার্টিতে যেতে চাইনি। আমরা কেউ তো যেতে চাইনি।

যেহেতু পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়নি, আমি তাহলে ঘুমোতে যাই। রন দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো। কথাটা বলে রন ডরমেটরির দিকে রওনা দিল আর হ্যারি ও হারমিওন ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো।

হ্যারি। হ্যারি পেছনে ফিরে দেখলো কিডিচ দলের নতুন চেজার ডেমেলজা রবিন্স।

তোমার জন্য একটা খবর এনেছি।

স্লাগহর্নের কাছ থেকে? হ্যারি বললো।

স্নেইপের কাছ থেকে? ডেমেলজা বললো।

হ্যারি দারুণ দমে গেলো।

স্নেইপ খবর দিয়েছেন আজ রাত সাড়ে-আটটায় তোমাকে তার ঘরে যেতে। তোমার ডিটেনসনের ব্যাপারে কোনো পার্টির ব্যাপার আর চলবে না। উনি জানতে বলেছেন তোমাকে রওয়ার্মস থেকে পচাগুলো বাছতে হবে পোশান বানানোর জন্য। আরো বলেছেন প্রোটেকটিভ দস্তানা আনার প্রয়োজন নেই।

ঠিক আছে, হ্যারি মুখ বেঁকিয়ে বললো। অসংখ্য ধন্যবাদ ডেমেলজা।

সিলভার অ্যান্ড ওপ্যালস

ডাম্বলডোর এখন কোথায়, এখন তিনি কি করছেন? গত কয়েক সপ্তাহে হ্যারি হেডমাস্টার স্যারকে মাত্র দুবার দেখেছে। খাবার-দাবার সময় তিনি কদাচিৎ আসেন, আসেনই না বলা যায়, মনে হয় হারমিওনের কথাটাই ঠিক যে তিনি বেশ কিছুদিন টানা স্কুলের বাইরে থাকবেন। উনি কি ভুলে গেছেন হ্যারিকে নতুন লেসন দেবার কথা? ডাম্বলডোর বলেছিলেন, মূলত তার লেসন, হবে প্রফেসি বিষয়ে। হ্যারি বালিশে হেলান দিয়ে আরাম বোধ করেছে। নিজেকে অনেকটা শ্রান্ত অনুভব করছে।

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম ট্রিপ হগসমিডে যাবার সময় এসে গেল। হ্যারির চিন্তা হলো স্কুলের ভেতরে ও বাইরে যে রকম কড়া নিরাপত্তার ধুম চলছে। তাতে কি আদপেই ট্রিপ সম্ভব হবে কিনা। কিন্তু জানতে পারলো পরিকল্পনা মাফিক হগসমিডে যেতে দেয়া হবে। ক্যাসেলের বাইরে কয়েক ঘণ্টার জন্য গেলে মন চাঙ্গা হয়, এতে সন্দেহ নেই।

হগসমিডে রওয়ানা হওয়ার দিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলো হ্যারি। মনের মধ্যে ঝড়ের উন্মাদনা। নাস্তা খেতে যাবার আগে অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং পড়ে সময় কাটালো। সাধারণত বিছানায় শুয়ে শুয়ে পাঠ্য পুস্তক পড়ার অভ্যাস নেই। রনের কথাই ঠিক, একমাত্র হারমিওন ছাড়া আর যে কারো জন্য কাজটি অশোভন। হারমিওন যেমন ইচ্ছে তেমনভাবে পড়াশোনা করে। কোনো বিশেষ পদ্ধতি ও মানে না। হ্যারি অবশ্য মনে করে

হাফ-ব্লাড প্রিন্সের কপি অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং পাঠ্য পুস্তকের পর্যায়ে পড়ে না। ও যতই বইটা এবং তার ভেতরে হাতে লেখা নোটগুলো পড়ে ততোই অভিভূত হয়ে যায়। বইটার পূর্ণাঙ্গ ও শর্টকাট মেথডের জন্য ও পেয়েছে স্লাগহর্নের কাছ থেকে পুরস্কার এবং ওর সুনাম বেড়েই চলেছে। তাছাড়া মার্জিনে প্রিন্সের উদ্ভব জিনস এবং হেকস। বইয়ের পাতায় আন্ডার লাইন, মন্তব্য পড়ে বইয়ের মালিক প্রিন্স শুধু মর্মার্থ করেনি, অনেক নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে।

হ্যারি ইতোমধ্যে প্রিন্সের নিজস্ব আবিষ্কার কয়েকটি স্পেল ব্যবহার করে দেখেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কাজের। ক্র্যাবের ওপর একবার ব্যবহারও করেছে। একটা হেকস করলে দ্রুত গতিতে লম্বা হয়ে যায় (ক্র্যাবের ওপর প্রয়োগ করে ফল পেয়েছে)। একটা জিনকসে জিব মুখের ওপর তালুতে আটকে যায় এবং সম্ভবত সবচাইতে শক্তিশালী ও দরকারি মাফলিআতো। ওটা কানে শোনার পথ বন্ধ করে দেয়। সেই স্পেল করলে ক্লাশে এক ঘেয়ে লেকচারের সময় নিজেরা কথাবার্তা বললে অন্য কেউ শুনতে পাবে না। একমাত্র হারমিওন ছাড়া প্রিন্সের বানানো চার্মস সকলকেই কিছু না কিছু ভাবে আনন্দ দেয়, মজা পায়। হারমিওন শুরু থেকেই প্রিন্সের উদ্ভাবনের বিরুদ্ধে। আর সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হলে সেখান থেকে উঠে যায়। বিশেষ করে যখন হ্যারি মাফলিআতো প্রয়োগ করে।

বিছানায় বসে হ্যারি বইটা উল্টো করে রাখলো। সেই পাতাতে একটা কোর্সের ইন্সট্রাকশন বাঁকা-ট্যারা করে লেখা। সেটি পড়ে তার মর্মোদ্ধার করতে পারছে না হ্যারি। দারুণ খটমট। শেষ পর্যন্ত বইয়ের পাতাটা মুড়ে রেখে দিলো।

লেখা আছে–লেভিকরপাস।

ঠাণ্ডা হাওয়া জানালার ফাঁক দিয়ে হু হু করে ঘরে আসা সত্ত্বেও নেভিল নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। হ্যারি বইতে হাতে লেখা N-vblর দিকে তাকালো। মানেটা নন-ভার্বাল। হ্যারির মনে খটকা, সত্যই কি বিশেষ স্পেলটা উদ্ধার করতে পারবে? ওর জ্ঞান তখনও নন-ভার্বাল সম্পর্কে খুবই সীমিত। ওই রকম একটা শব্দ স্নেইপ ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্ট ক্লাশ নেবার সময় প্রায়ই বলেন। ওদিকে সন্দেহ নেই যে স্নেইপ প্রিন্সের ধারে কাছে আসতে পারবে না।

আপন মনে হ্যারি ওর জাদুদণ্ড তুলে কোনরকম ভাবনা-চিন্তা না করেই বললো, লেভিকরপাস।

সে শুনতে পেল–আআআআআরঘ!

তারপরই ঘরে আলো ঝকমক করে উঠলো, চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘর ভরে উঠলো। হঠাৎ ঝলমলে আলোর সঙ্গে চেঁচামেচি, অনেকের কথা ইত্যাদিতে সকলের আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেলো, বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো। রন একটু বেশি আঁতকে উঠে চিৎকার করে উঠলো। হ্যারি কি করবে ভেবে না পেয়ে বইটা ছুঁড়ে ফেললো; কিন্তু বইটা মেঝেতে না পড়ে হাওয়াতে ভাসতে লাগলো। রনের মাথা মিমুখী, পা দুটি উপরে, হাওয়াতে দুলতে লাগলো, কোনো এক অদৃশ্য হুক ওকে বিদ্ধ করে পায়ের গোড়ালি তুলে ধরেছে।

ক্ষমা করো, আমি সত্যি সত্যি দুঃখিত, হ্যারি বললো। ডিন আর সিমাস হাসিতে ফেটে পড়লো। নেভিল খাট থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলো, কোনোও রকমে ধরে ধরে ওঠে দাঁড়ালো। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ–ঝুলে থাকো, আমি তোমাকে নামাচ্ছি।

হ্যারি উড়ন্ত বইটা খপ করে ধরে ফটাফট পাতা ওল্টাতে লাগলো, যদি কোনো কাউন্টার জিনক্স থাকে। হ্যারি বললো-লিবারেকরপাস! সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলো।

আবার ঘরে আলোর ঝলক, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সব কিছু যেমন অবস্থায় ছিলো তেমনই হয়ে গেল। রন ঝুলন্ত অবস্থা থেকে ওর বিছানায় ঝপাৎ করে পড়ে গেল।

রনের দিকে তাকিয়ে হ্যারি ক্ষীণ স্বরে বললো, সত্যি সত্যি দুঃখিত। তখনও ডিন এবং সিমাসের অট্টহাসি থামেনি।

রন চাপা গলায় বললো, কাল আমি তোমায় দেখে নেবো।

তারপর সকলে যে যার পোশাক পরে নিলো, সোয়েটার, পুলওভার মিসেস উইসলির হাতে বোনা গরম জামা। ক্লোক, মাফলার, দস্তানা কিছুই বাদ গেল না। ওদের হগসমিডে যেতে হবে। ততক্ষণে রনের রাগ কমেছে। এখন সে উপলব্ধি করলো হ্যারির নতুন সব স্পেলস খুবই আনন্দদায়ক এবং মজাদার।

ওরা ব্রেকফাস্ট খেতে গেল। মনপ্রাণ পড়ে রয়েছে হগসমিডের দিকে। রন সুযোগ পেয়েই হারমিওনকে ওই বিষয়টা বললো। খেতে খেতে হারমিওন হ্যারিকে বললো, তোমার স্পেলগুলো, হঠাৎ করে ওই বইটা থেকে পেয়েছ না কি?

কথাটা শুনে হ্যারি ভুরু কুঁচকালো। তুমি সব সময় দেখি যেটা নয় সেটা নিয়ে অযথা মাথা ঘামাও, কেন বলতো? তাই? তাই তো মনে হয়। কিন্তু হয়ও যদি তাতে ক্ষতিটা কি?

তো তুমি ঠিক করে নিয়েছে একজন অচেনা মানুষের কিছু হাতের লেখার পাঠ উদ্ধার করে দেখতে চাও কি করতে পারো, তাই না?

হাতে লেখা হলে ক্ষতি কি? হ্যারি বললো সব প্রশ্নের জবাব উহ্য রেখে।

কারণ তুমি যা যা করছে তার কোনটাই সম্ভবত মিনিস্ট্রি অনুমোদন দেয়নি, হারমিওন বললো। আরো একটা কথা–হ্যারি ও রন হারমিওনের মুখের দিকে তাকালো। কারণ আমার মতে প্রিন্স এক ফন্দিবাজ, চতুর লোক।

হ্যারি ও রন দুজনেই চিৎকার করে হারমিওনকে থামিয়ে দিলো।

রন বোতল থেকে কেচাপ সসেজে কেচাপ ঢালতে ঢালতে হারমিওনকে বললো, শুধুই মজা করার জন্য, আর কিছু নয়।

মজা মানে একজনকে ইঁদুরের মতো ল্যাজ ধরে দোলাবে? তোমাকে তো তাই করেছে। হারমিওন বললো। ওই রকম করার সময় এবং শক্তি কাদের আছে জানো?

কারা আবার ফ্রেড আর জর্জ, রন বললো। তারাও তো ওই রকম করে।

শুনেছি আমার বাবাও, হ্যারি বললো।

কি করতেন? রন, হারমিওন সমস্বরে বললো।

আমার বাবাও এই স্পেল করতেন। লুপিন আমাকে বলেছেন, হ্যারি বললো।

প্রথম কথাটি সত্য হলেও লুপিন বলেছেন কথাটা সত্য নয়। হ্যারি দেখেছে, স্নেইপকে বাবা এই কার্স প্রয়োগ করছেন। পেনসিভের মাধ্যমে যা দেখেছে সকল কথা বললেও এ-কথাটা সে এখন পর্যন্ত হারমিওন বা রনকে বলেনি। এখন ওর মাথায় এক দারুণ সম্ভাবনা ঘুরে বেড়াতে লাগলো, তাহলে হাফ-ব্লাড প্রিন্স কী?

হতে পারে তোমার বাবা ওইসব স্পেল ব্যবহার করেছিলেন, হারমিওন বললো। কিন্তু তিনি তো একা একা সেগুলো করেননি। আমরা আগেও দেখেছি, মনে হয় তুমি ভুলে গেছে। বাতাসে ভর করে মানুষ দুলছে, তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষ।

হ্যারি হারমিওনের দিকে একদৃষ্টে তাকালো। ওর কিডিচ বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার সময় ডেথইটারদের আচরণের কথা মনে হলো, তখন তারা এরকম কার্স করে ঘুমন্ত মানুষকে ভাসিয়েছিলো। সেই সময় রন ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলো।

তুমি কিডিচ ওয়ার্ল্ডকাপের সময় ডেথ-ইটারদের কথা বলছো, ওটা আলাদা ব্যাপার, রন জোর করে বললো। ওরা অপপ্রয়োগ করেছিল, যাকগে এটা পরিষ্কার যে তুমি একেবারেই প্রিন্সকে পছন্দ করো না। হাত দিয়ে সসেজ তুললো খাবার জন্য আর বললো প্রিন্স পোশানে তোমার চেয়ে ভালো, তাই।

বিষয়টি একেবারেই তা নয়, হারমিওন বললো। গাল দুটো ওর লাল হয়ে গেল। আমার বক্তব্য খুব পরিষ্কার। তুমি যখন জানোনা স্পেলগুলো কেন ব্যবহার করা হয়, তখন এটা ব্যবহার করা ঠিক নয়। আমি বাজি রেখে বলতে পারি–প্রিন্স টিন্স বলে কেউ নেই, ওই নামে বন্ধুরা বা পরিচিতরা হয়তো ডেকে থাকতে পারে। বা অদ্ভুত ডাকনাম। আমার কাছে লোকটাকে একটুও ভালো বলে মনে হয় না।

আমি জানি না কেন তোমার মনে এই ধারণা হলো, হ্যারি রাগত স্বরে বললো। যদি ও ছোটখাটো ডেথ-ইটার হতো তাহলে ও কখনই বুক ফুলিয়ে জাহির করতো না, হাফরাড তাই কী করতো?

কথাটা বলার পর হ্যারির মনে হলো ওর বাবা ছিলেন পিওর ব্লাড (বংশপরম্পরায় জাদুকর)। যাকগে ওসব কথা ও মন থেকে মুছে ফেলতে চায়। একদম ওসব নিয়ে মনকে ত্যক্ত করতে চায় না। পরে সময় মতো ভাবা যাবে।

সব ডেথ-ইটাররা পিওর ব্লাডের নয়, খুব কমই এখন পিওর ব্লাডের জাদুকর আছে, হারমিওন একলোখার মতো বললো। আমার মনে হয় তাদের বেশির ভাগই হাফ-ব্লাড, ভান করে পিওর-ব্লাড-এর। ওরা মাগল পরিবারের হলেই ঘেন্না করে। তারা তোমাকে আর রনকে সেই দলভুক্ত করতে চায়।

হাজার চেষ্টা করলেও আমাকে ডেথ-ইটার বানাতে পারবে না, রন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো। পেট থেকে কাঁটা চামচ দিয়ে সসেজের টুকরো তুলে হারমিওনকে লক্ষ্য করে এরনি ম্যাকমিলানের মাথায় ছুড়লো। আমার সমস্ত পরিবারের লোকেরা রাড ট্রেটরস। ডেথ ইটারদের কাছে সেটা মাগলদের মতোই খারাপ।

আমাকে দলে পেলে ওরা খুশি হবে! হ্যারি ব্যাঙ্গ করে বললো। আমরা সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হয়ে থাকতে পারি যদি ওরা আমাকে ওদের দলে টানতে চেষ্টা করে।

কথাটা শুনে রন হেসে উঠলো। হারমিওন ইচ্ছার বিরুদ্ধে হেসে ফেললো। হঠাৎ জিনি আসলে ওদের কথা বাধা পেল।

এই যে হ্যারি, তোমার চিঠি। জিনি হ্যারির হাতে একটা পাকানো পার্চমেন্ট দিলো। পার্চমেন্টে হ্যারির নাম লেখা। খুবই পরিচিত হাতের বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা।

ধন্যবাদ জিনি। চিঠিটা ডাম্বলডোর পাঠিয়েছেন। খুব সম্ভব পরের লেসনের ব্যাপারে! হ্যারি পার্চমেন্টের মুখটা খুলে চোখ বোলাতে বোলাতে হারমিওন ও রনকে বললো। সোমবার সন্ধ্যায়! ও হঠাৎ খুব খুশিতে উপচে পড়ে। শরীর-মনের গ্লানি কমে যায়।

তাহলে আমাদের এক সঙ্গে হাসমিডে যাওয়ার কি হবে? জিনি বললো।

তাহলে আমি ডিনের সঙ্গে যাচ্ছি। ওখানেই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। কথাটা বলে জিনি ওদের দিকে হাত নাড়িয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ফিলচ ওক গাছের দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের হগসমিডে যাবার অনুমতি আছে কিনা চেক করছিলো।

ফিলচ একবার নয়, প্রত্যেককে তিন তিন বার চেক করতে লাগল। প্রত্যেকেরই সিক্রেসি সেন্সর ছিল যদিও।

আমরা যদি ডার্ক স্টাফ আউট করি তাতে কি আসে যায়? রন বললো, তাহলে যেসব ইন নিয়ে আসবো সেগুলোও তো চেক করতে হবে।

কথাটা বললেও রন ভয়ে ভয়ে সেন্সর পার হলো। বাইরে তখন কনকনে ঠান্ডাহওয়া বইছে। সেই সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। তাই হগসমিডে যাওয়াটা খুব একটা আনন্দের হলো না। গরম জামা-কাপড়ে না ঢাকা শরীরের অংশ ঠান্ডায় জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে।

যাহোক ওরা যখন হাসমিডের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলো তখন নজরে পড়লো জোঙ্কোস জোক শপের হোর্ডিং। হ্যারি ধরেই নিলো এবারের ট্রিপটা মোটেই মজাদার হবে না। রন মোটা দস্তানা পরা হাত দিয়ে হালিডিউকস দেখালো। দোকানের দরজাটা খোলাই ছিল, হ্যারি ও হারমিওন ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল।

ভেতরে বেশ গরম। রন খুশি হয়ে বললো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। গরম হাওয়া বইছে, টফির গন্ধ। ভাবছি বিকেল পর্যন্ত এখানেই থেকে যাব।

হ্যারি আমার দুষ্টু ছেলে, হ্যারির পেছনে অতি পরিচিত স্বর। সব মাটি হয়ে গেলো, হ্যারি ফিস ফিস করে রন ও হারমিওনকে বললো।

প্রফেসর স্লাগহর্ন! মাথায় বিরাট ফারের টুপি, ওভারকোট, তারই সঙ্গে ম্যাচ করা ফারের কলার। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগভর্তি ক্রিস্টালাইজড আনারস। বলতে গেলে দোকানের এক-চতুর্থাংশ দখল করে রয়েছে তার বিরাট শরীর আর আনারস ভর্তি ব্যাগ।

হ্যারি, তুমি আমার তিন তিনটে নৈশ ভোজ মিস্ করেছে। স্লাগহর্ন ওর বুকে আঙ্গুলের খোচা দিয়ে বললেন। এসব চলবে না মাই বয়। ডিনারের সময় আমি তোমাকে চাই-ই চাই। মিস গ্রেঞ্জার নিশ্চয়ই তুমি আমার দেয়া ডিনার পছন্দ করবে, তাই নয় কি?

হারমিওন উপায় নেই ভেবে বললো, হ্যাঁ, সত্যি দারুণ।

তো তুমি অবশ্যই হ্যারির সঙ্গে আসবে। স্লাগহর্ন এমনভাবে বললেন যে হারমিওনের হ্যাঁ কথাই মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

তো তুমি হ্যারির সঙ্গে আস মিস গ্রেঞ্জার।

আমার যাওয়া সম্ভব হবে না প্রফেসর। কিডিচ অনুশীলন আছে। হ্যারি বললো। উপায় নাই মাঠে তাকে যেতেই হবে।

ব্যবস্থাটা পাকা করেছেন স্লাগহর্ন ডাফলেট বিরন এডারল্ড ইনভাইটেশন কার্ড পাঠিয়ে।

অবশ্যই। আমি অবশ্যই আশা করছি এতত পরিশ্রম করার পর প্রথম ম্যাচ জেতার জন্য। তবে সামান্য রিক্রিয়েশন সবাইকে থামাতে পারে না। তাহলে সোমবার রাত্রিতে আসছো তো? অবশ্য এই রকম আবহাওয়াতে মনে হয় তোমার প্র্যাকটিস সম্ভব হবে না।

ক্ষমা করবেন প্রফেসর সোমবার সন্ধ্যায় আমার প্রফেসর ডাম্বলডোরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

আবার ভাগ্যবঞ্চিত হলাম, স্লাগহর্ন নাটকীয়ভাবে বললেন। ঠিক আছে, এমনিভাবে তো তুমি সব সময়ে আমাকে এড়িয়ে চলতে পারবে না; হ্যারি!

প্রফেসর স্লাগহর্ন রাজকীয় ভঙ্গিতে দোকান ছেড়ে চলে গেলেন। রনের দিকে একবারও তাকালেন না।

আমার মনে হয় এর পরের বার তুমি হাজার অজুহাত দিয়ে ডিনার এড়াতে পারবে না হ্যারি, হারমিওন বললো। ওনার ঘরে ডিনার খাওয়া খুব একটা বোরিং ব্যাপার নয়। মাঝে মাঝে সেখানে বেশ আনন্দ হয়। কথা বলতে বলতে হারমিওন রনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। রনের মুখটা থমথমে। ওই দেখো, ওখানে ডিলাক্স সুগার কুইল বিক্রি করছে, এবার বোধহয় দোকান বন্ধ করে দেবে।

ভালই হয়েছে, হারমিওন প্রসঙ্গ বদলের চেষ্টা করলো। হ্যারি বড় বড় সুগার কুইল কেনার জন্য খুব উৎসাহ দেখালো। সাধারণত ও ওগুলো কেনে না। কিন্তু রন তখনো মনমরা হয়ে আছে। হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, চলো কেনা যাক।

হারমিওন বললো, আমাদের পরবর্তী টার্গেট?

চলো আমরা থ্রি ব্রুমস্টিকসে যাই, হ্যারি বললো। ওখানে গরম হাওয়া পাওয়া যাবে।

ওরা তিনজনেই কনকনে ঠান্ডা হাওয়াতে মুখটা বাঁচানোর জন্য মুখের ওপর স্কার্ফ চাপা দিল। একটু হাঁটার পর মিষ্টির দোকান। ঠান্ডা হাওয়া শরীরের উন্মুক্ত স্থানে ধারালো অঁচের মতো বিঁধছে। হানিডিউকসের গরম আর বাইরের বরফের মতো ঠান্ডায় ওরা ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো। রাস্তায় খুব একটা ভিড় নেই। কেউই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে না। ওদের সামনে দেখলো দুজন লোক পথ চলছে। একজন রোগা প্যাকপ্যাকে আর লম্বা। বৃষ্টিতে ভেজা চশমায় দেখে লোকটাকে হ্যারি চিনতে পারলো। বারম্যান, ও হগসমিডে কাজ করে, দ্যা হগসহেডে। হ্যারি-রন-হারমিওন ওর কাছাকাছি গেলে বারম্যান ওর রোবসটা ফিতে দিয়ে খুব জোরে বেঁধে নিলো। তারপর আরো জোর কদমে হাঁটতে লাগলো। বেঁটে লোকটার হাতে কিছু আছে। সেটি নিয়ে ও বারম্যানের পিছু পিছু ছুটলো। প্রায় এক ফিট যখন দূরত্ব তখন হ্যারি ওকে চিনতে পারলো।

মাভানগাস!

বেঁটে খাটো পা-বিশিষ্ট মাউনগাস ফ্লেচার ওর নাম শোনার পরই হাত থেকে সবকিছু পড়ে গেলো। এ সবই জাংক শপের জানালা থেকে কেনা।

হ্যারিকে দেখে মানগাস বললেন, হ্যালো হ্যারি?

রাস্তায় স্যুটকেস থেকে পড়ে যাওয়া পুরনো সব জিনিসপত্র মানগাস কুড়োতে লাগলেন।

আপনি এগুলো বিক্রির জন্য এনেছেন? হ্যারি প্রশ্ন করলো।

হ্যারি রাস্তা থেকে হেঁট হয়ে পুরনো জিনিসগুলো এক এক করে তুলে মাভানগাসের হাতে দিতে লাগলো। তুলতে তুলতে একটা রুপার জিনিস হাতে নিলো।

আরে এটাতো চেনা চেনা।

মাভানগাস হ্যারির হাত থেকে রুপার মতো জিনিসটা ছিনিয়ে নিয়ে ওর ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে বললেন, বেশ, পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে, আউচ!

হ্যারি ততক্ষণে মানগাসকে একটা দেয়ালের সঙ্গে গলা চেপে ধরে অন্য হাতে ম্যাজিক ওয়াটা টেনে বার করলো।

হ্যারি, হারমিওন বাধা দেবার জন্য বেশ জোরে বললো।

হ্যারি মানগাসকে অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, আপনি এটা সিরিয়াসের বাড়ি থেকে নিয়েছেন? হ্যারির মুখের সামনে মাভানগাস। ওর মুখ থেকে তামাক আর অ্যালকোহলের গন্ধ ভক ভক করে বেরুচ্ছে। এতে ব্ল্যাক পরিবারের নামাঙ্কিত করা আছে।

মাভানগাস আমতা আমতা করে বললেন, আমি না কি নিয়েছি? হ্যারি রুক্ষস্বরে বললো, কি করেছেন জানেন না, সিরিয়াস যেদিন মারা যান সেদিন রাতে তার বাড়িতে গিয়ে তন্ন তন্ন করে সব জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়েছেন।

আমি.. না...। আমাকে ওই ক্রেস্টটা দিন!

হ্যারি মান্ডানগাসের গলাটা চেপে ধরলো। ওর টুটিটা যেন ও ছিঁড়ে ফেলবে। হঠাৎ ব্যা... শব্দ হলো। হ্যারির হাতটা মান্ডানগাসের হাত থেকে সরে এলো। মাভানগাস হাঁফাতে হাঁফাতে ক্ষিপ্রগতিতে অদৃশ্য হলেন।

হ্যারি ওর গলায় যতো জোর আছে তা দিয়ে চিৎকার করে মান্ডানগাস কোথায় পালালেন দেখার জন্য চেষ্টা করল। এধার ওধার দেখতে দেখতে বললো, ফিরে আসুন, আপনি চোর, চুরি করেছেন।

এখন কিছু বলে লাভ নেই হ্যারি, হাওয়া থেকে উড়ে এসে টোংকস বললল।

ওর চুলগুলো জলে ভিজে মাথায় চুপসে গেছে।

শোনো, মান্ডানগাস এতক্ষণে লন্ডনে পৌঁছে গেছেন। অযথা চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই।

সিরিয়াসের বাড়ি থেকে জিনিসপত্র চুরি করেছে। চুরি করেছে... ওটা।

টোংকস বললো, জানি সব জানি। চুরির খবরটা শুনে টোংকস খুব সংযত হয়ে বললো। যাও এই ঠান্ডায় তোমরা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকো না।

টোংকস প্রখর দৃষ্টিতে দেখলো ওরা তিনজনে থ্রি ব্রুমস্টিকের ভেতরে গেলো। হ্যারি ভেতরে ঢুকেই উত্তেজিত হয়ে বললো, ও সিরিয়াসের জিনিসপত্র সব ঠিক সময়মতো সরিয়েছে!

আমি জানি হ্যারি, কিন্তু তুমি দোকানে সোরগোল করো না। সকলে তোমার দিকে তাকাচ্ছে, হারমিওন ফিসফিস করে বললো। যাও ওই খালি চেয়ারে বসো, আমি তোমার জন্য ড্রিংকস নিয়ে আসছি।

হারমিওন এসে দেখলো হ্যারি তখনো রাগে ফুঁসছে । ও টেবিলের ওপর তিন বোতল বাটার বিয়ার রাখলো।

হ্যারি বললো, মানগাসকে আমাদের অর্ডার ধরে শাস্তি দিতে পারে না? ওর চুরি করা বন্ধ করতে পারে না? ওকে হেড কোয়ার্টারে রাখা ঠিক হবে না। ওর চুরি করা বন্ধ করতেই হবে।

হারমিওন ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে চাপা গলায় বললো স-অ! তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখলো কেউ ওদের দেখছে কি না। খুব কাছেই কিছু মায়াবী জাদুকর বসে রয়েছে।

ওদের দৃষ্টি হ্যারির ওপর। দৃষ্টিতে দারুণ কিছু জানার উৎসাহ। খুব কাছেই জাবিনি একটা পিলারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হ্যারিকে দেখছে। সে বললো, হ্যারি আমিও খুব শঙ্কিত। আমি জানি সিরিয়াসের যা কিছু আছে সবই তোমার, সেইগুলো ও মেরে দিয়ে বিক্রি করছে।

হ্যারি বাটার বিয়ারে মুখ দিলো। সামান্য ক্ষণের জন্য ভুলে গেল, ও গ্রিমল্ডপ্লেসের মালিক।

হ্যারি বললো, হ্যাঁ জানি ভালো করেই জানি। এ জন্যেই ও আমাকে দেখে খুশি হয়নি বরং ভড়কে গিয়েছিলো, বিষয়টি ডাম্বলডোরকে বলতে হবে। মানগাস একমাত্র ডাম্বলডোরকে ভয় পায়।

খুব ভালো কথা, হ্যারি একটু শান্ত হয়েছে দেখে হারমিওন স্বস্তি পেল এবং বনের দিকে তাকিয়ে বললো, রন তুমি কি দেখছো বল তো?

কিছু না, রন বারের দিক থেকে ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিলো। কিন্তু হ্যারি খুব ভালো করেই জীনে রন অপূর্ব দেহশ্রী ও সুন্দরী বারমেইড ম্যাডাম রসমেরতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে, বহুদিন থেকে ওর ওপর দুর্বলতা রনের।

যাক, ফায়ার হুইশকি ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভাবছি না, হারমিওন তৃষ্ণার্ত হয়ে বললো।

রন মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই রসমেরতার দিকে তাকাচ্ছে। হ্যারি সিরিয়াসের কথা ভাবছিলো, রুপার গবলেটস সিরিয়াস তেমন পছন্দ করতেন না

তা হ্যারি জানে। হারমিওনের চোখ মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছে বারগার্ল আর রনের মুখের দিকে।

হ্যারি গ্লাসের শেষ বিন্দু পান করার সঙ্গে সঙ্গে হারমিওন চেয়ার ছেড়ে উঠে বললো, এবার হোগার্টসে ফিরলে কেমন হয়, কি বলো? ওরা রাজি হলো।

যতো সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে তত ঠান্ডা বাড়ছে। তাই ওরা হাতে দস্তানা পরলো, গরম সোয়েটারে বোম লাগিয়ে রোবস ভালো করে বেঁধে, মাফলার দিয়ে মুখ গলা ঢেকে বাইরে এলো। চোখে পড়লো হাইস্ট্রিট দিয়ে কেটি বেল তার এক বন্ধুর সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে। ঠান্ডা নরম কাদামাখা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হ্যারির জিনির কথা মনে পড়লো। ওকে ডিনের সঙ্গে মাদাম পাচ্ছিফুটসের চায়ের দোকানে বসে থাকতে দেখেছিলো। সুইরলিং স্ট্রিটে এসে কোন মতে হাঁটতে হাঁটতে ওরা হোগার্টসে চললো।

খানিকটা হাঁটার পর হ্যারির কানে ভেসে এলো কেটি বেল আর ওর বন্ধুর কথাবার্তা। আস্তে আস্তে বললেও ঝড়ো বাতাস ওর কানে পৌঁছে দিতে লাগলো ওদের আলাপ-আলোচনা। বেশ পরিষ্কার শুনতে পেলো ওদের আলাপ। হ্যারি ওদের আবছা আবছা চেহারার দিকে বাঁকা চোখে তাকালো। ওরা কোনো একটি বিষয় নিয়ে তর্ক করছিলো। কেটি ওর বন্ধুর হাত ধরে হাঁটছিলো।

লিনে সে সম্বন্ধে তোমার কোনো কিছু বলার নেই কেটি বললো।

বড় রাস্তার শেষ প্রান্তে ওরা একটি গলিপথ ধরলো। তখনো প্রবলভাবে তুষারপাত, ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া সুঁচের মতো গায়ে বিধছে। হ্যারির চশমার কাঁচ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ও দস্তানা পরা হাত উঠিয়ে চশমার কাঁচ সাফ করতেই চোখে পড়লো, লিন্নে হাত বাড়িয়ে কেটির হাত থেকে একটা প্যাকেট কেড়ে নিতে চাইছে। কেটি ধরতে না দিয়ে সামান্য পিছু হটতেই হাত থেকে প্যাকেটটা ভেজা রাস্তায় কাদামাখা জলে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কেটি শূন্যে উঠে গেল। হাত দুটো ডানার মতো দুধারে মেলে ধরলো। যেন আরো ওপরে উঠে উড়তে চায়। দেখতে দেখতে হ্যারির মনে হলো ব্যাপারটা সাধারণ নয়, অতিপ্রাকৃত-ভূতুড়ে। তীব্র ঝড়ো হাওয়াতে ওর চুলগুলো উড়ছে, চোখ দুটো বন্ধ, মুখটা সম্পূর্ণ ফাঁকা ভাবলেশহীন। হ্যারি, রন, হারমিওন আর লিনে দাঁড়িয়ে থেকে কেটিকে দেখতে লাগল।

তারপর জমি থেকে ছফিট উঁচুতে হাওয়াতে দাঁড়িয়ে কেটি হঠাৎ অসম্ভব এক তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো। ওর দুচোখ খুলে গেল কিন্তু ও চোখের সামনে যা কিছু দেখছে, অথবা যা কিছু অনুভব করছে, সব কিছুই যেন নিদারুণভাবে মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে চলেছে। ও তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে চললল। লিনেও ঠিক ওরই মতো

আর্তনাদ শুরু করলো, ও কেটির গোড়ালি ধরে টানলো, ওকে মাটিতে নামাবার চেষ্টা করতে লাগলো। হ্যারি ও রন ওকে সাহায্য করার জন্য ছুটে গেল। ধরতে পারলো কিন্তু ও এতো বেশি পাক খাচ্ছে যে ওকে ধরা অসম্ভব মনে হলো। অনেক চেষ্টা করে ওরা কেটিকে টেনে নামিয়ে জোর করে শুইয়ে দিলো। কিন্তু কেটি এমনভাবে তাকালো যেনো ওদের কাউকে সে চেনে না। হ্যারি চারদিকে তাকালো, সব শুনশান।

যে যেমন আছ তেমনি থাকো! ও খুব জোরে জোরে বললো, ঝড়ো গুম গুম শব্দের হাওয়াতে। আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য যাচ্ছি। কেটি তখনো রন, হারমিওনের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাত্রাচ্ছে।

ও দ্রুত স্কুলের দিকে ছুটতে লাগল। কেটি কেন এমন অস্বাভাবিক কাজ করছে বুঝতে পারলো না। যে গলিটা ধরে স্কুলের দিকে ছুটছিলো সেটা একটু বেঁকে গেছে। বাঁক নিতেই মনে হলো একটা প্রকাণ্ড বড় ভালুকের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে। সেই ধাক্কায় সে ঝোঁপের ধারে পড়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলো যার সাথে ধাক্কা খেয়েছে সেটা ভালুক নয়, হ্যাগ্রিড।

হ্যাগ্রিড! ও হাঁফাতে হাঁফাতে ঝোঁপের ধার থেকে উঠে এসে বললো।

হ্যারি তুমি! হ্যাগ্রিড বললো। এই মাত্র গ্রপের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরছি, ও এখন ভালই আছে।

অভিশাপ দিয়েছে বা অন্য কিছু করেছে সেখানে হ্যাগ্রিড? হ্যারি বললো।

কি, কি বললে? হ্যাগ্রিড তীব্র হাওয়া থেকে উড়ে আসা হ্যারির কথা মুখ নামিয়ে শুনে বললো।

হ্যারি আবার বললো, কেউ সেখানে অভিশাপ দিয়েছে। অভিশাপ, কে অভিশাপ দিয়েছে? রন, হারমিওন কে? না, ওদের কেউ নয়। কেটি, কেটি বেল, ওই দিকে।

সেখানে কেটিবেল যন্ত্রণায় ছটফট করছে। রন, হারমিওন আর ওর বন্ধু ওকে ধরে রাখতে পারছে না। হ্যারি হ্যাগ্রিডকে নিয়ে সেখানে ছুটলো। হ্যারি দেখলো তখনো কেটি ছটফট করছে আর ওরা তিনজনে ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে।

সরে যাও তোমরা! হ্যাগ্রিড খুব জোরে বললেন। লিনে ওকে তুমি ধরে থাকো! লিনে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললো, জানি না ওর কি হয়েছে।

হ্যাগ্রিড নিচু হয়ে কেটিকে কোলে তুলে নিয়ে স্কুলের দিকে ছুটলেন। সেকেন্ডের মধ্যে ওর কাতরতা বন্ধ হয়ে গেল। শব্দ শুধু শীতের ঝড়ো হাওয়ার।

হারমিওন কেটির বন্ধুর কাছে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলো।

তুমি লিনে, তাই না? মেয়েটি ঘাড় নাড়লো। দুর্ঘটনাটা কি হঠাৎ হলো, অথবা...?

প্যাকেটটা ছিঁড়ে যাবার পর, লিনে ব্রাউন কাঁদতে কাঁদতে পেপারে মোড়া অল্প একটা খোলা প্যাকেটের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো। ওর ভেতর থেকে সবুজ কিছু জিনিস চক্ করছে। রন প্যাকেটটা তুলতে গেলে ওর হাতটা টেনে নিয়ে হ্যারি বাধা দিলো।

ওতে হাত দেবে না।

হ্যারি খোলা স্থান থেকে দেখলো প্যাকেটে কারুকার্য করা সাদা উজ্জ্বল পাথর খচিত একটা নেকলেস।

আমি তো ওটা আগে কোথাও দেখেছি, হ্যারি বললো, নেকলেসটার দিকে তাকিয়ে। বোরগিন অ্যান্ড বার্কসে ডিসপ্লে করা ছিলো বেশ কিছুদিন আগে। লেবেলটায় লেখা, এটা কার্স করা আছে। কেটি নিশ্চই এতে হাত লাগিয়েছিল। কথাটা বলে ও লিনের দিকে তাকালো। তখনো ও থর থর করে কাঁপছে। কেটি এটা পেল কোথা থেকে?

সেটা নিয়েই তো আমাদের তর্ক হচ্ছিলো, ও বাথরুমে গিয়েছিলো থ্রি ব্রুমস্টিকে। ওখানে একজন মহিলা তাকে প্যাকেটটা দিয়ে বলছে, হোগার্টসে একজনকে পৌঁছে দিতে, যখন সে কথাগুলো আমাকে জানালো তখন তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। মনে হয় ওকে ইমপেরিয়াস করা হয়েছিল, আমি ঠিক তখন বুঝতে পারিনি।

লিনে আবার ফোঁপাতে লাগলো হ্যারি ওর পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

মহিলাটি বলেনি কে ওকে দিতে বলেছিলো, লিনে?

আমি ওকে বলেছিলাম, তোমার ওটা নেয়া উচিত হয়নি, কিন্তু সে আমার কথা শুনতে চায়নি, তারপর আমি জোর করে প্যাকেটটি ছিনিয়ে নেয়ার সময় প্যাকেটটা হাত থেকে পড়ে যায়।

হারমিওন বললো, চলো আমরা স্কুলে যাই। ওখানে গিয়ে জানতে পারবো আসল ব্যাপারটা। হারমিওন তখনো লিনেকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হাঁটছিলো।

হ্যারি কোন কিছু তোয়াক্কা না করে গলা থেকে মাফলারটা খুলে প্যাকেটটা জড়িয়ে তুলে নিলো। এটা ম্যাডাম পমফ্রেকে দেখাতে হবে।

সারা রাস্তা হ্যারি একটা কথাও বলেনি। স্কুলের মাঠে পৌঁছে ও বললো, ম্যালফয় অবশ্যই ব্যাপারটা জানে। চার বছর আগে ওটা বোরগিনের দোকানে ছিলো। আমি ওকে সেদিন নেকলেসটা দেখতে দেখেছিলাম আড়াল থেকে। ওর বাবা ছিল ওর সাথে, নিশ্চয়ই তোমাদের সেদিনের ঘটনাটা মনে আছে, সে সময়ই মনে হয় সে ওটা কিনেছিল।

আমি, আমি ঠিক দেখিনি হ্যারি, রন চেপে চেপে বললো। হাজার হাজার লোক তো বোরগিন অ্যান্ড বার্কসে যায়, তাছাড়া ওই মেয়েটি তো বলেছে, মেয়েদের বাথরুমে কেটি ওটা পেয়েছে।

ও বলেছিলো ওটা হাতে নিয়ে বাথরুম থেকে ফিরেছিলো। একবারও তো বলেনি ওটা বাথরুম থেকে পেয়েছে।

রন চাপা গলায় বললো, ম্যাকগোনাগল!

হ্যারি দেখলো পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ম্যাকগোনাগল নিচে নামছেন। খুব সম্ভব ওদের সঙ্গে কথা বলতে আসছেন। হ্যাগ্রিড বললেন, তোমরা চারজনেই তো জানো কেটির ব্যাপারটা। তোমরা আমার ঘরে এসো তো, আমি বিস্তারিত শুনতে চাই, পটার তোমার হাতে ওটা কি?

হ্যারি বললো, এটা সেই জিনিস, যা ও ছুঁয়েছিল।

গুড লর্ড, ম্যাকগোনাগল নেকলেসের প্যাকেটটা হ্যারির হাত থেকে নিয়ে বললেন।

না ফিলচ, ওরা এখন আমার সাথে আছে। হ্যারি পেছনে ফিরে দেখলো ফিলচ হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। সিক্রেসি সেনসর উঁচু করে ধরে রেখেছেন। ম্যাডাম ম্যাকগোনাগল

প্যাকেটটা ফিলচকে দিয়ে বললেন, শোনো এই প্যাকেটটা এখন তুমি প্রফেসর স্নেইপকে দেবে। আর ওনাকে নেকলেসটা ছুতে মানা করবে। যেভাবে আছে সেভাবে নিয়ে যাও।

ওরা বরফ শীতল ম্যাকগোনাগলের ঘরে ঢুকলো। বাইরে বরফ পড়ছে, ঠান্ডা হাওয়ার দাপটে জানালার কাঁচগুলো মনে হয় যেন ভেঙ্গে পড়বে।

ওরা ম্যাকগোনাগলের সামনাসামনি বসলো। লিনে তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে।

হ্যাঁ, এবার আসল ঘটনাটা বলো আমাকে। লিনে তেমনিভাবেই ফোঁপাতে ফেঁপাতে যা ঘটেছিল প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে বললো।

ম্যাকগোনাগল সব শোনার পর গম্ভীর হয়ে বললেন, লিনেকে নিয়ে তোমরা হাসপাতালে যাও। যা আমাকে বললে সব মাদাম পমফ্রেকে খুলে বলবে, বুঝলে? মাদাম পমফ্রে খুব সম্ভব অ্যান্টিশক চিকিৎসা করবেন।

লিনে চলে গেলে ম্যাকগোনাগল, হ্যারি রন হারমিওনের সাথে কথা বলবেন।

কেটি নেকলেসটা ছোঁবার পর হলোটা কী?

ছোঁবার পর ও হঠাৎ শূন্যে ভাসতে লাগলো। রন বা হারমিওন কিছু বলবার আগেই বললো হ্যারি। তারপর আতঙ্কে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো, এবং জ্ঞান হারালো। প্রফেসর আমি কি প্রফেসর ডাম্বলডোরের সঙ্গে দেখা করতে পারি?

পারবে; কিন্তু প্রফেসর ডাম্বলডোর তো সোমবার ফিরবেন, সামান্য আশ্চর্য হয়ে গিয়ে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন।

নেই? হ্যারি হতাশ হয়ে বললো।

হ্যাঁ, তিনি নেই! প্রফেসর ম্যাকগোনাগল খসখসে গলায় বললেন। এই সাংঘাতিক বিষয়ে যা বলার আমি নিশ্চিত যে আমাকে বলতে পার।

প্রফেসর, আমার মনে হয় ডেকো ম্যালফয় কেটিকে নেকলেসটা দিয়েছে।

হ্যারির দুপাশে দুজন বসেছিলো। হ্যারিকে ম্যালয়ের নাম বলতে শুনে রন ঘন ঘন নাক মুছতে লাগলো। আর হারমিওন একটু দূরে বসে পা ঘষতে লাগলো।

খুবই সাংঘাতিক অভিযোগ পটার, ম্যাকগোনাগল বললেন।

মনে হলো যেন খুশি হননি কথাটা শুনে। সামান্য সময় নীরব থেকে বললেন, তোমার কাছে কোনো প্রমাণ আছে?

না, হ্যারি বললো। কিন্তু...। হ্যারি ম্যালয়কে অনুসরণ করার পর যা যা ঘটেছিল সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বললো।

কথাগুলো শোনার পর ম্যাকগোনাগল কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গেলেন।

কী বললে, ম্যালফয় একটা কিছু বোরগিনের কাছে মেরামতের জন্য নিয়ে গিয়েছিলো?

তা নয় প্রফেসর। ও বোরগিনকে জিজ্ঞেস করেছিলো, কেমন করে মেরামত করা যায়। ওর কাছে সারতে দেবার জিনিসটা ছিলো না। সেটা আসল ব্যাপার নয়, বিষয়টি হচ্ছে ও সেখান থেকে কিছু কিনেছিলো।

তুমি ম্যালফয়কে ওই একই রকম প্যাকেট নিয়ে ফিরতে দেখেছিলে? না প্রফেসর, ওটা সে বোরগিনের কাছে রাখতে বলেছিলো।

হারমিওন বললো, কিন্তু হ্যারি বোরগিন ওটা ওকে ফেরত নিয়ে যেতে বলেছিলো। ম্যালফয় বলেছিলো, না।

নেয়নি কারণ ও নেকলেসটা স্পর্শ করতে চায়নি, হ্যারি বললো।

ও বলেছিলো, রাস্তায় ওটা আমি হাতে করে নিয়ে যেতে পারবো না, হারমিওন বললো। রন বললো, ও হ্যাঁ ও পরে একা এসে নিয়ে গিয়েছিলো হয়তো।

হারমিওন অসন্তোষের সুরে বললো, রন তুমি অযথা জলঘোলা করছো। ও ইচ্ছে করলে প্যাকেটটা ক্লোকের ভেতরের পকেটে করে রেখে নিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তা নেয়নি। এমন একটা জিনিস ও নিয়ে যেতে চায়নি সেটা ওজনে বেশি ও নিয়ে যাবার সময় সকলের চোখে পড়বে বলে। তোমার হয়তো মনে আছে আমি বোরগিনকে নেকলেসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মনে আছে তো? ম্যালফয় ওর জন্য কি রেখে দিতে বলেছে তা দেখার জন্য আমি যখন ভেতরে গিয়েছিলাম তখন আমি নেকলেসটা ওর দোকানে দেখেছিলাম। বোরগিন আমাকে দামও বলেছিলো। ও কিন্তু আমাকে বলেনি, ওটা বিক্রি হয়ে গেছে বা অন্যরকম কিছু।

বোরগিন তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে বেশি সময় নেয়নি, মাত্র পাঁচ সেকেন্ডে! যাহোক ও তোমাকে কিছু জানাতে চায়নি।

ম্যাকগোনাগল বললেন, অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু পটার শুধু তোমার কথার ভিত্তিতে আমরা তো কিছু করতে পারি না, প্রমাণ, প্রমাণ চাই। আমরা বুঝতে পারলাম ও দোকানে গিয়েছিলো নেকলেসটা সম্ভবত কিনতে। এই রকম একশটা মানুষও কিনতে যেতে পারে।

এই কথাটাই তো বলতে চাই, রন বললো। যাহোক এই বছর এখানে আমরা কড়া রকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। আমাদের নলেজের বাইরে নেকলেসটা এখানে চলে এসেছে আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু...

হ্যাঁ, আরো একটা কথা ম্যাকগোনাগল বললেন (আর কিছু বলতে চান না এমন মুখোভাব) মিস্টার ম্যালফয় আজ হগসমিডে উপস্থিত ছিলো না।

হ্যারি নিজের বক্তব্য পরিষ্কার করতে চাইলো। আপনি কেমন করে জানলেন প্রফেসর?

কারণ ও আমার সঙ্গে ডিটেনশনে ছিলো। ও ট্রান্সফিগারেশনের হোমওয়ার্ক শেষ করতে পারেনি, পরপর দুবার। তোমার সন্দেহের জন্য অশেষ ধন্যবাদ, পটার, উনি বললেন। কিন্তু এখন আমাকে হসপিটাল উইং-এ গিয়ে দেখে আসতে হবে কেটিকে, তোমাদের সকলকেই গুড-ডে।

কথাটা বলে ম্যাকগোনাগল তার অফিসঘরের দরজা খুললেন, ওদের আর কিছু বলার সুযোগ রইলো না।

হ্যারি প্রথম থেকে রন ও হারমিওনের ওপর ক্ষুব্ধ ম্যাকগোনাগলের পক্ষ নেয়ার জন্য। আবার ও ঘটনাটার সূত্রপাত করলো ঘরের বাইরে এসে।

তাহলে তুমি বললে, কেটিকে নেকলেসটা পৌঁছে দিতে বলেছিলো? কমনরুমে যেতে যেতে রন বললো।

একমাত্র ঈশ্বর জানেন, হারমিওন বললো। সে যেই হোক না কেন, অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছে। প্যাকেটটা খুললে নেকলেসটায় হাত লাগতোই।

অনেকেরই হতে পারতো, হ্যারি বললো। যেমন ডাম্বলডোর, ডেথ ইটাররা তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে খুশি হতো। উনি তাদের টপ টার্গেট! অথবা স্লাগহর্ন। ভোল্ডেমর্ট তাকে পেতে অনেক চেষ্টা করেছেন, উনি ডাম্বলডোরের পক্ষ নেওয়ায় ভোল্ডেমর্ট নিশ্চয়ই খুশি হবেন না। অথবা...।

অথবা তুমি, হারমিওন বললো, ওকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

কেটির ঠিক পেছনে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, হয়তো ওটা আমাকে দিতে চেয়েছিল। থ্রি ব্রুমস্টিক থেকে বেরিয়ে বরাবরই তো ওর পেছনে ছিলাম। হোগার্টসের বাইরে ওটা দেয়া সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ ছিল, কারণ ফিলচের বাইরে যাওয়া, বা ভেতরে আসার সময় প্রত্যেককেই সার্চ করার কথা। তবে একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না ম্যালফয় কেন ওকে সেটা ক্যাসেলের ভেতর নিয়ে যেতে বলেছিলো?

তাছাড়া, ম্যালফয় তো হগসমিডে ছিল না! হারমিওন বললো, কথাটা বলে হতাশ হয়ে মেঝেতে পা ঠুকলো।

সোজা কথা, ও একজন সাহায্যকারী চেয়েছিলো, হ্যারি বললো।

ক্র্যাবে বা গোয়েল অথবা এমন একজন ডেথ ইটারকে ব্যবহার করতে থাকতে পারে যে ওই দুজনের চেয়ে ভালভাবে কাজটি করতে পারে।

বন ও হারমিওন হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, ওর সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক। ফ্যাট লেডির কাছে গিয়ে হারমিওন বললো, ডিলি-আউট।

পোর্ট্রেট সরে গেলো। ওরা কমনরুমে ঢুকলো। কমনরুমে লোকজনের খুব ভিড়। ভেজা পোশাক-আশাকের গন্ধ। দেখে মনে হয় আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে অনেকেই হগসমিড় থেকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছে। কেটির ব্যাপার হয়তো ওরা জানে না, ওরা সকলে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত।

রন একটা প্রথম বর্ষের ছেলেকে আর্মচেয়ার থেকে হটিয়ে দিয়ে সেটা ফায়ারপ্লেসের কাছে টেনে এনে বসতে বসতে বললো, আক্রমণটা মোটেই তেমন যুৎসই হয়নি। এটুকু বলা যায় নিচ্ছিদ্র পরিকল্পনা ছিল না।

আরে ম্যালফয় কবে থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হলো? হ্যারি বললো। হারমিওন ও রন কেউই ওর প্রশ্নের জবাব দিলো না।

দ্য সিক্রেট রিডল

সেন্ট মাংগোস হসপিট্যাল ফর ম্যাজিক্যাল ম্যালাডিস অ্যান্ড ইনজুরিস-এ কেটিকে পাঠানোর পরদিন সারা স্কুলে দাবানলের মতো ছড়িয়ে গেল ওকে কার্স করা হয়েছে, যদিও পুরো খবরটা হ্যারি, রন, হারমিওন ও লিনে ছাড়া কেউ জানে না। ওরা জানে না যে, কেটি সেই টার্গেটে ছিলো না।

আরে বাহ! ম্যালফয় জানবে না তা কেমন করে হয়, হ্যারি বললো রন আর হারমিওনকে। হারমিওন ও রনের মনে এই বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাই ম্যালয়কে ডেথ-ইটার বললে ওরা ভালো করে তা শোনে না।

হ্যারি ভাবে কবে ডাম্বলডোর ফিরবেন। আগামী সোমবার তো ডাম্বলডোরের লেসন দেবার দিন। ডাম্বলডোর ফিরেছেন কিনা না জেনেও হ্যারি ঠিক সাড়ে আটটার সময় ডাম্বলডোরের ঘরের ভেতরে যাওয়ার জন্য অনুমতি পেতে দরজায় টোকা দিলো। ঘরে ঢুকে দেখলো ডাম্বলডোর ডেস্কের সামনে বসে রয়েছেন, তাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আগের মতোই হাতে ক্ষত, পোড়া কালো দাগ। হ্যারিকে দেখে স্মিত মুখে বসতে বললেন। টেবিলে পেনসিভ বসানো, তার থেকে রূপালী আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আলোটা ঠিকরে সিলিং পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে।

আমি যখন হোগার্টসের বাইরে ছিলাম তখন তো তুমি ব্যস্ততার মধ্যে ছিলে, ডাম্বলডোর বললেন। আমি শুনলাম কেটির দুর্ঘটনার সময় তুমি ওখানে ছিলে।

হ্যাঁ স্যার, ও এখন কেমন আছে?

এখনো খুবই অসুস্থ, তবুও ওর ভাগ্য ভালো একথা বলতেই হবে। মনে হয় নেকলেসটা ওর দেহে সামান্যই স্পর্শ করেছিলো। ওর দস্তানায় ছোট একটা ফুটো ছিলো, সেখান থেকে সামান্য স্পর্শ লেগেছিল, সে যদি দস্তানা ছাড়া নেকলেসটা ছুঁতো তাহলে স্পর্শ মাত্রই মরে যেতো। সৌভাগ্যক্রমে প্রফেসর স্নেইপ কার্সটা ছড়াবার আগেই তার ব্যবস্থা নিতে পেরেছিলেন।

প্রফেসর স্নেইপ কেন, মাদাম পমফ্রেওতো সেটা করতে পারতেন, তাই নয় কি? হ্যারি বললো।

অবাধ্য ছেলে, পোট্রেট থেকে একজন খুব মৃদু স্বরে বললো। ফিনেস নিগেলাস ব্ল্যাক, সিরিয়াসের গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার, দুহাতে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন, মাথা তুললেন, আমার সময়ে কখনোই হোগার্টসের কোনো ছাত্রের তার শিক্ষকদের সম্পর্কে এইরকম মন্তব্য বরদাস্ত করতাম না।

ধন্যবাদ ফিনেস, ডাম্বলডোর বললেন। প্রফেসর স্নেইপ কালো জাদু সম্পর্কে মাদাম পমফ্রের চাইতে বেশি জ্ঞান রাখেন, আমরা জানি হ্যারি। যাহোক হাসপাতালের কর্মীরা

প্রতিঘণ্টায় আমাকে কেটি সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। আমি আশা করছি কেটি খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।

হ্যারি বললো, স্যার এই সপ্তাহে আপনি কোথায় ছিলেন? ও জানে প্রফেসর ডাম্বলডোর হয়তো ওকে সে খবর দেবেন না, তিনি ফিনেস নিগেলাসের সঙ্গে একমত হলেন। নিগেলাস মুখ দিয়ে হিস শব্দ করলেন।

আমি তোমাকে এখনি বলতে চাই না, ডাম্বলডোর বললেন। তিনি পরে বলার আশ্বাস দিলেন। সত্যিই বলবেন? হ্যারি খুশিতে উপচে উঠলো।

হ্যাঁ, তেমনটিই মনে করছি, বললেন ডাম্বলডোর। রোবসের পকেট থেকে এক বোতল সিলভার মেমোরিস বের করে জাদুদণ্ড দিয়ে বোতলের ছিপিটা খুলে নিলেন।

স্যার, হগসমিডে মান্ডানগাসের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, বললো হ্যারি।

হা হা, আমি জানি, সব কথা শুনেছি, মান্ডানগাস তোমার সম্পত্তি চুরি করে বিক্রি করেছে, ডাম্বলডোর মুচকি হাসলেন। উনি থ্রি ব্রুমস্ট্রিকের বাইরের মাঠে ঘোরাফেরা করছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে চান না খুব সম্ভব ভয় পান। আর তিনি সিরিয়াসের পুরনো সব মালপত্র ছিচকে চোরের মতো চুরি করতে পারবেন না, সব ব্যবস্থা আমি করেছি।

ওই ম্যাঙ্গি হাফরাড, ব্লকদের সব জিনিসপত্র মেরে দিচ্ছে, নিগেলাস বললেন। কথাটা বলে ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসে ১২নং গ্রিনল্ড প্লেসে চললেন।

সামান্য নীরব থাকার পর হ্যারি বললো, প্রফেসর, কেটি আঘাত পাবার পর আমি প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে কিছু তথ্য দিয়েছিলাম, সে সম্পর্কে কি তিনি আপনাকে কিছু বলেছেন? সে প্রসঙ্গে আমি ড্রেকো ম্যালয়ের বিষয়ে কিছু বলেছিলাম।

ও হ্যাঁ মিস ম্যাকগোনাগল বলছিলেন বটে, মানে তোমার সন্দেহের ব্যাপারে, ডাম্বলডোর বললেন।

আপনি কি মনে করেন?

শোনো কেটির ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারে আমি তদন্ত করবো, যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। যাকগে ওসব কথা, এখন আমি তোমার লেসনের ব্যাপারে ভাবছি, ডাম্বলডোর বললেন।

ডাম্বলডোরের কথা শুনে হ্যারি ক্ষুব্ধ হলো। কেটির মারাত্মক দুর্ঘটনার চাইতে লেসন দেয়া যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে প্রথম লেসনের পর দুসপ্তাহ কোথায় ছিলেন? যাহোক ও ড্রেকো ম্যালয়ের প্রসঙ্গ আর আনলো না।

দেখলো প্রফেসর ডাম্বলডোর পেনসিভের মধ্যে তাজা মেমরিজ ঢেলে আগের মতো সেটা বড় বড় হাতের আঙ্গুল দিয়ে ঘোলাতে লাগলেন।

তোমার বোধ হয় মনে আছে ভোল্টেমর্টের প্রথম জীবনের কাহিনী শেষ করতে পারিনি, বলেছিলাম সেই সুপুরুষ মাগল জমিদার নন্দন টম রিডিল একদিন তার সুশ্রী স্ত্রী মেরোপকে পরিত্যাগ করে লিটিল হ্যাঙ্গলটনে পালিয়ে গিয়ে আরো একটা বিয়ে করে। মেরোপ তখন সন্তান সম্ভবা। তার সন্তানও হলো, একটি পুত্র সন্তান, পরে সে লর্ড ভোল্ডেমর্ট নামে বিখ্যাত হলো।

ডাম্বলডোর পেনসিভের দিকে মুখ নামিয়ে তরল পদার্থটা ঘোলাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর রূপালী পদার্থটা সলিড হয়ে গেল। ওপরের অংশটায় বড় বড় চুলের মতো, ডাম্বলডোরের দুচোখ ঢেকে দিলো।

হ্যাঁ, আমরা ওই লকেট দেয়া নেকলেসটা অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে পেয়েছিলাম। ক্রিসমাসের কিছু আগে, তা অনেক বছর আগে। একটি সুশ্রী চেহারার জাদুকরী ওটা বিক্রি করতে এনেছিলো। ও বলেছিলো, তার হাতে অর্থ নেই, সোনার খুব প্রয়োজন। ময়লা জীর্ণ পোশাক পরা সন্তান-সম্ভবা মেয়েটিকে দেখে আমার তাই মনে হয়েছিলো। ও বললো, লকেটটা শ্রিদারিনের, যারা বিক্রি করতে আসে তারা ওইরকম কথাতো বলেই থাকে। আহারে! এটা আমার মারলিনের খুবই প্রিয় ছিলো, এই যে এটা দেখছেন, ওর ফেভারিট টি পট। কিন্তু যখন আমি ওটার দিকে নজর দিলাম, দেখলাম ওর নাম খোদাই করা আছে, কয়েকটা সাধারণ জাদুমন্ত্রেই সত্য কথা বলবে। দেখলাম লকেটটা অমূল্য।

সেটার আসল দাম সম্পর্কে মেয়েটার কোনো ধারণাই ছিলো না। যাকগে মাত্র দশ গেলিয়ন দাম পেয়ে ও খুশি মনে চলে গেল, বলতে পারো আমরা কখনো এই কম দামে এরকম জিনিস পাইনি।

মাত্র দশ গেলিয়ন ওকে দিয়েছিলো? হ্যারি রেগেমেগে বললো।

ডাম্বলডোর বললেন, ক্যারাকটাকাস অর্ধের ব্যাপারে মোটেই উদার ছিলো না, পেনসিভে ও যখন উদয় হয়েছিলো তখন চোখ মুখ দেখে আর ওর কথা শুনে অবশ্যই আন্দাজ করতে পেরেছো। তো আমরা জানলাম শিশুটি জন্মাবার সময় মেরোপ লন্ডনে ছিলো, আর অর্থের অভাবের জন্য ও পাগলের মতো ওর একমাত্র মূল্যবান সম্পদ, ওই লকেটটা বিক্রি করছিল। সেটা মারভেলোর পরিবারের সম্পত্তি ছিলো এবং বিয়ের সময় মেরোপকে উপহার দিয়েছিলো।

কিন্তু মেরোপ তো জাদু জানতেন! হ্যারি অধৈর্য হয়ে বললো। জাদুর শক্তিতে খাবার-দাবার অনেক কিছুই তো নিজের জন্য সংগ্রহ করতে পারতেন, পারতেন না?

ডাম্বলডোর বললেন, হয়তো পারতো। তবে আমার বিশ্বাস–আবার আমি ধারণা করছি, হয়তো আমার ধারণা ঠিক, যখন ওর স্বামী ওকে ত্যাগ করে অন্য মেয়ের সঙ্গে চলে গেল তখন ও ম্যাজিক ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছিলো। আমার মনে হয় মেরোপো জীবনে আর জাদুকরী হয়ে থাকতে চায়নি। এমনও হতে পারে দুঃখ-দুর্দশা, ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে ও ম্যাজিকের শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো। তাছাড়া তুমি ওদের কটেজেও

দেখেছো মেরোপ একবারও তার জাদুদণ্ড তোলেনি বা প্রয়োগ করেনি। এমন কি তার জীবন বাঁচাতেও।

এমনকি তার ছেলের জন্যও বাঁচতে চাননি? কথাটা শুনে ডাম্বলডোর ভুরু কুঁচকালেন। তুমি কী লর্ড ভোল্টেমর্টের জন্য দুঃখ বোধ করছো?

মোটেই না, এক মুহূর্ত দেরি না করে হ্যারি বললো। কিন্তু তিনি তো চাইলে পারতেন, আমার মায়ের মতো কেউ তাকে হত্যা করেনি।

তোমার মায়েরও একটা সুযোগ ছিলো, ডাম্বলডোর শান্ত নরম সুরে বললেন। হ্যাঁ, মেরোপ তার ছেলের প্রয়োজনে বেঁচে থাকতে চায়নি, কিন্তু ওকে তুমি এভাবে বিচার করতে পার না হ্যারি, নানা অসুখ-বিসুখে ও দুশ্চিন্তায় সে ছিল দুর্বল এবং তোমার মায়ের মতো তার সাহস ছিল না! আর দেরি নয় এবার তুমি চেয়ার ছেড়ে ওঠো।

হ্যারি জানতে চাইলো–আমরা এবার কোথায় যাবো? প্রশ্নটা রেখেই হ্যারি ডাম্বলডোরের পাশে দাঁড়ালো।

এবার? এবার আমরা আমার মেমোরিতে প্রবেশ করবো। তুমি দেখবে গুরুত্বপূর্ণ সত্য সব ঘটনাবলী। তুমি আগে যাও, আমি পরে যাবো।

হ্যারি পেনসিভে মুখ নিচু করে মাথা ঠেকালো। ওর মুখ অসম্ভব শীতল হয়ে গেল, আবার ও গভীর অন্ধকারের মধ্যে ভেসে চললো। এক সেকেন্ড পরই ও ভূমি স্পর্শ করলো। চোখ খুলে দেখলো ও আর ডাম্বলডোর জনবহুল হৈচৈ পূর্ণ পুরনো ফ্যাশনের লন্ডনের একটা রাস্তাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওই দেখো আমি, ডাম্বলডোর উচ্ছ্বসিত হয়ে, একজন সুপুরুষ দীর্ঘকায় লোককে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন। একটা ঘোড়ায় টানা দুধের গাড়ির সামনে দিয়ে লোকটি রাস্তা পার হচ্ছিলো।

সেই যুবক ডাম্বলডোরের মাথায় লম্বা লম্বা চুল, দাড়ি নেই। রাস্তার একধারে গিয়ে ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগলেন। তার সুন্দর চেহারা, পোশাক-আশাক, পরনে পামভেলভেট কোট। সবকিছুই মনোমুগ্ধকর, রাস্তার লোকেরা তার দিকে হা করে তাকিয়ে রয়েছে।

হ্যারি বললো, সুন্দর স্যুট পরেছেন স্যার।

ডাম্বলডোর হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে যুবক ডাম্বলডোরের পিছু পিছু চললেন। তারপর কতোগুলো লোহার গেট পার হয়ে একটা উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। উঠোনটা বড় বড় রেলিং দিয়ে ঘেরা। যুবক ডাম্বলডোর উঠোন পেরিয়ে একা বাড়ির রাস্তার ধারে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে বাড়ির দরজায় নক করলেন। তারপরই নোংরা অপরিচ্ছন্ন এ্যাপ্রোন পরা একটি মেয়ে দরজা খুলে দিলো।

যুবক ডাম্বলডোর ওকে বললেন, শুভ বিকেল। আমরা মিসেস কোল-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। সম্ভবত উনি আপনাদের মেট্রন।

ডাম্বলডোরের রং বেরং-এর বেশভূষা দেখে মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললো, ও হ্যাঁ, এক মিনিট, মিসেস কোল!

হ্যারি শুনতে পেল বাড়ির ভেতর থেকে কেউ একজন সাড়া দিল।

মেয়েটি ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে বললো, আসুন, মিসেস কোল আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ডাম্বলডোর কালো-সাদা পাথরের টালিলাগানো হলওয়েতে প্রবেশ করলেন। হ্যারি দেখলো হলওয়েটা অনেক জিনিস-পত্রে ভর্তি থাকলেও অসম্ভব পরিষ্কার। হ্যারি ও বর্তমান ডাম্বলডোর, যুবক ডাম্বলডোরের পেছনে পেছনে চললো। সদর দরজাটা বন্ধ হবার আগেই একজন অস্থিচর্মসার নাকাল চেহারার মহিলা ওদের দিকে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। মহিলার মুখটা খুবই তীক্ষ্ণ, দেখে মনে হয় খুবই উদ্বিগ্ন। কথা বলছিলেন পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য একটি এ্যাপোন পরা মেয়ের সঙ্গে। ডাম্বলডোরকে দেখে তার দিকে এগিয়ে এলেন।

ওপর তলায় মার্থারের কাছে আয়োডিন নিয়ে যাও। বিলি স্টাবস ওর পাঁচড়া চুলকোচ্ছে, এরিক ওয়ালিস-এর চিকেন পক্স থেকে জল গড়াচ্ছে, চাঁদর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কথাগুলো সেই মহিলা কাউকে লক্ষ্য করে বললেন না। কথা বলতে বলতে ডাম্বলডোরের দিকে তার চোখ পড়লো। স্থির বিস্ফারিত চোখে দাঁড়ালেন, যেন একটা জিরায় তার সীমানায় ঢুকে পড়েছে সেই বিস্ময়ে ডাম্বলডোরের দিকে তাকালেন।

শুভ বিকেল, বলেই ডাম্বলডোর করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন। মিসেস কোল হাঁ করে ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমার নাম অ্যালবাস ডাম্বলডোর। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আপনি সেই চিঠি পেয়ে অনুগ্রহ করে আমাকে আজকেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

মিসেস কোল চোখ পিটপিট করলেন। ডাম্বলডোরকে দেখে তাঁর মনে হয় দ্রলোক আজগুবি আগন্তুক নন। আমতা আমতা করে বললেন, ও হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি দয়া করে আমার চেম্বারে আসুন।

মিসেস কোল ডাম্বলডোরকে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। কাঠের পার্টিশন দিয়ে ঘরটা দুভাগে ভাগ করা। এক ভাগে বসার; অন্যভাগে অফিস। ঘরে যা কিছু রয়েছে সবই অতি পুরনো, নড়বড়ে আর নোংরা। এসবের কোনোটাই ঘরের মধ্যে রাখার উপযুক্ত নয়।

মহিলা ডাম্বলডোরকে ঝরঝরে, আধভাঙ্গা চেয়ারে বসতে বলে, নিজে তার ডেস্কের পেছনে একটা চেয়ারে বসতে বসতে হাসার ব্যর্থ প্রয়াস করে নার্ভাসলি ডাম্বলডোরের দিকে তাকালেন।

আমি আপনাকে চিঠিতে সবিস্তারে সব জানিয়েছি, তবু আরেকবার বলছি, আমি টম রিডিল এবং ওর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে এসেছি। আপনি কি তার পরিবারের একজন? মিসেস কোল জানতে চাইলেন।

না, আমি একজন শিক্ষক, ডাম্বলডোর বললেন। আমি টম রিডিলকে আমার স্কুলে ভর্তি করাতে চাই।

তো আপনার স্কুল কি ধরনের বলবেন? স্কুলের নাম হোগার্টস, ডাম্বলডোর বললেন। তা আপনি টম সম্পর্কে উৎসাহী কেন?

আমরা বুদ্ধিমান, মেধাবী ছাত্রদের স্কুলে ভর্তি করাই, প্রতিভাবান ছেলেদের খুঁজে বেড়াই।

আপনি বলতে চান ও বৃত্তি পাওয়া ছাত্র? ও কেমন করে বৃত্তি পাবে? কখনো স্কুলে যায়নি।

তা ঠিক; কিন্তু টম জন্মাবার পর থেকেই ওর নাম আমাদের স্কুলে নথিভুক্ত হয়ে আছে।

আশ্চর্য! কে ওর নাম নথিভুক্ত করালো? ওর বাবা-মা? কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই মিসেস কোল শুধু ইনটেলিজেন্ট নয়, প্রখর।

বুদ্ধিমতী মহিলা। ডাম্বলডোরেরও সেইরকম মনে হলো। ওদিকে হ্যারি দেখলো ডাম্বলডোর তার ভেলভেটের আলখেল্লার পকেটে হাত ঢুকিয়ে জাদুদণ্ড বার করছেন, একই সঙ্গে মিসেস কোল-এর ডেস্কটপ থেকে একটা সাদা কাগজ নিয়ে তার সামনে রাখলেন।

এখানে, ডাম্বলডোর সাদা কাগজটা মিসেস কোলকে দেখিয়ে হাত দোলাতে দোলাতে বললেন। আমার মনে হয় কাগজটা দেখে আপনি সব বুঝতে পারছেন।

কথাটা শুনে মিসেস কোল চোখে কিছুটা ঝাপসা দেখতে লাগলেন। তারপর ভালভাবে কাগজটা দেখলেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখতে লাগলেন। তবে বেশিক্ষণ নয়, কয়েক সেকেন্ড মাত্র।

সব ঠিক আছে, মিসেস কোল ডাম্বলডোরের দিকে কাগজটা এগিয়ে দিলেন। তারপরই চোখে পড়লো টেবিলের ওপর দুটি গ্লাস আর একটা জিনের বোতল। হঠাৎ কে ওগুলো রেখে গেল বুঝে উঠতে পারলেন না।

আমি কী আপনাকে এক গ্লাস জিন পান করতে অনুরোধ করতে পারি? মিসেস কোল খুবই নরম গলায় বললেন।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাম্বলডোর উৎফুল্ল হয়ে বললেন।

জিন পান করতে করতে ডাম্বলডোর লক্ষ্য করলেন মদ্যপানের ব্যাপারে মিসেস কোল খুবই পটু। পানের সব রকম নিয়ম কানুন তার জানা। আরো দেখলেন জিন পান করার সময় পরিমিতভাবে গ্লাসে ঢেলে নিমেষে শেষ করে আবার গ্লাস ভর্তি করেন। মিসেস কোল ড্রিংকস শেষ হলে ঠোঁট চেটে হাসতে হাসতে বললেন ঠিক আছে।

ডাম্বলডোর এই প্রথম মিসেস কোলকে হাসতে দেখলেন। তখন কাজ গুছিয়ে নেবার জন্য অমায়িকভাবে বললেন, আমি ভাবছিলাম, মানে আপনি কী ওর ব্যাপারে আমাকে কিছু জানাতে পারেন কিনা। মানে ওর অতীত বিষয়ে। শুনেছি, আপনাদের এই অনাথ আশ্রমে ওর জন্ম!

ঠিকই শুনেছেন, বলেই মিসেস কোল শূন্য গ্লাসে জিন ভর্তি করলেন। আমার স্পষ্ট করে মনে আছে, তখন সবেমাত্র এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। কোনো এক নববর্ষের সন্ধ্যা, হাড় কাঁপানো শীত, বরফ পড়ছে, খুবই বাজে রাত ছিল সেদিন। মেয়েটি আমারই সমবয়সী হবে সেই সময়ে, কোনো রকমে পা টেনে চলতে চলতে আমাদের এখানে এসে পড়ে গেল। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে ব্যাপারটা নতুন নয়। আমি যত্ন করে মেয়েটিকে ভেতরে নিয়ে গেলাম। ঘণ্টাখানেক পর টম জন্মালো। তার এক ঘণ্টা পর মেয়েটি মারা গেল।

কথাটা শেষ করেই মিসেস কোল আবার বোতল থেকে গ্লাসে জিন ঢাললেন। মৃত্যুর আগে মেয়েটি কি আপনাকে কিছু বলেছিল? ডাম্বলডোর জিজ্ঞেস করলেন।

তারপরে শুনুন কি হলো, মিসেস কোল জিন পান করে খুব চনমনে মেজাজের হয়ে যেন ডাম্বলডোরকে সব কিছু বলার জন্য প্রস্তুত।

আমার ভালো করেই মনে আছে, মেয়েটি বাচ্চাটার মুখ দেখে বলেছিল, অবিকল ওর বাবার মতো হয়েছে। আমার মনে হয় মেয়েটি সর্বান্তকরণে ঈশ্বরের কাছে তাই চেয়েছিল। মেয়েটি মোটামুটি সুশ্রী হলেও সুন্দরীর পর্যায়ে নয়। তারপর আমাকে অনুরোধ করেছিলো শিশুটির নাম যেন তার বাপের নামের সাথে মিল রেখে রাখা হয় টম। আর মারভোলো মেয়েটির বাপের নামের সাথে মিল রেখে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি নামটা আপনার অদ্ভুত লাগছে। আমরা ভেবেছিলাম মেয়েটি খুব সম্ভব কোনো সার্কাসের দলের। তা যাক, মেয়েটি বলেছিল ওর পদবী হবে রিডিল। তারপর আর একটি শব্দও বেচারীর গলা থেকে বেরোলো না।

যাহোক ওর নাম হলো টম মারভোলো রিডিল। রিডিল বাচ্চাটার মায়ের দেয়া পদবী। দুঃখের বিষয় আমরা তো জানি না ও কোন পরিবারের সন্তান। অতি দুঃখের বিষয় ও জন্মাবার পর টম বা মারভোলো নামের কেউ ওকে দাবি করতে বা দেখতে আসেনি। তারপর থেকেই এখন পর্যন্ত আমাদের এই অনাথ আশ্রমে থাকে।

গ্লাসের পর গ্লাস জিন গিলে মিসেস কোলের অবস্থা কাহিল! গাল লাল হয়ে গেছে, মুখের কথা থামছে না। পান করছেন আর বলছেন, হেলদি মেজারস অফ জিন।

অনেকটা সময় চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, সত্যি ছেলেটা অদ্ভুত। হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছে, ডাম্বলডোর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত সুরে বললেন।

সত্যি বাচ্চাটা অদ্ভুত, ও কখনো কখনো কাঁদতো। তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে একটু ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে চললো, একেবারেই অস্বাভাবিক।

অস্বাভাবিক কিভাবে বুঝলেন, ডাম্বলডোর বললেন।

হ্যাঁ, অস্বাভাবিক, ওর কথাবার্তা, কাজকর্ম দেখে আমার মনে হয়। মিসেস কোল থেমে গেলেন এবং ডাম্বলডোরের দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টির মধ্যে অস্বাভাবিকতা ও কোনো কিছু তিনি চেপে যেতে চাচ্ছেন, ডাম্বলডোর তা বুঝতে। পারলেন।

হাতে জিনের গ্লাস নিয়ে মিসেস কোল বললেন, তাহলে এটা সুনিশ্চিত যে আপনার স্কুলে ছেলেটি ভর্তি হতে যাচ্ছে?

অবশ্যই, কোনো বাধা নেই। পরে মত বদলাবেন না তো? কোনো মতেই না, ডাম্বলডোর বললেন।

তাহলে আপনি ওকে নিয়ে যেতে পারেন।

ডাম্বলডোর মিসেস কোল-এর কথা বলার ভঙ্গি ও দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারলেন, এতো আলোচনার পরেও যেন মিসেস কোল-এর মনে সন্দেহ আছেই।

হঠাৎ মিসেস কোল বললেন, টম কিন্তু সব ছেলেদের ভয় দেখায়। আপনি বলতে চান ও সকলকে উৎপীড়ন করে?

আমার মনে হয় তাই; কিন্তু ওকে ধরা শক্ত। অনেক আগের ঘটনা, একবার, প্রতিবছরের মত বাচ্চাদের গ্রামে নিয়ে গেছি। অ্যামি বেনসন ও ডেনিস বিশপ ছিলেন সঙ্গে। সেখানে এক গুহায় টম অদ্ভুত কিছু করছিল।

সে যদি এখানে আর ফিরে না আসে আমার মনে হয় না কেউ ব্যথিত হবে।

মিসেস কোল আবার সামান্য জিন গ্লাসে ঢেলে পান করলেন। জিনের নেশায় গাল দুটো আরো রক্তিম হয়ে উঠলো।

ওর দুষ্টামির শেষ নেই। শুধু ছেলেমেয়েদের নয়, এমন কি স্কুলের শিক্ষকদেরও ছাড়ে না।

ওটা বাচ্চা বয়সে হয়। বড় হলে শান্ত হয়ে যাবে। গরমকালের ছুটি হলেই এখানে আসবে, আমাদের ওখানে কিন্তু ছুটির সময় স্কুল ফাঁকা হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীরা যে যার বাড়ি চলে যায়।

এখানে অনেকে ওকে না দেখতে পেলেই বরং খুশি হবে। বলে মিসেস কোল চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। হ্যারি লক্ষ্য করলো গ্লাসের পর গ্লাস জিন পান করেও মিসেস কোলের পা একটুও টলছে না।

আপনি ওকে একবার দেখবেন নিশ্চয়ই, মিসেস কোল বললেন। অবশ্যই দেখবো, ডাম্বলডোর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন। মিসেস কোল যুবক ডাম্বলডোরকে নিয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন। উপরে উঠেই বাচ্চাদের বকতে লাগলেন শুধু নয় টিচারদেরও এটা করবে, ওটা করবে না বলে মৃদু ধমকালেন। অনাথ ছেলে-মেয়ে! হ্যারি ওদের দিকে তাকালো, সকলেই পরেছে ধূসর রঙের জামা। ওদের দেখলেই বোঝা যায় বেশ ভালোভাবে থাকে, আদর-যত্ন পায়। তাহলেও যেখানে ওরা বড় হচ্ছে সেটা বাচ্চাদের পক্ষে খুব একটা সুখকর বলে মনে হলো না। অনাথ আশ্রম হ্যারির কাছে একটি ভয়ানক কষ্টের জায়গা। সব আছে কিন্তু স্নেহ-ভালোবাসা নেই। এর মধ্যে ওরা বেড়ে উঠছে।

হ্যাঁ আমরা এসে গেছি, মিসেস কোল সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে বললেন।

অনাথ আশ্রমের দোতলায় উঠে লম্বা করিডরের প্রথম দরজাটায় টোকা মেরে বললেন– টম, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন। মি. ডাম্বেরটন, ওহ্ না না ডানডারবোর, তিনি তোমাকে বলতে এসেছেন..., থাক তিনিই তোমাকে তাঁর নাম বলবেন।

যুবক ও বৃদ্ধ এই দুই ডাম্বলডোরের সঙ্গে হ্যারি ঘরে ঢুকতেই মিসেস কোল দরজাটা বন্ধ করে চলে গেলেন। হ্যারি দেখলো ঘরটা খুবই ছোট, একটি ওয়ার্ডরোব আর ধূসর কম্বল পাতা একটি লোহার খাট। খাটে একটি ছেলে পা লম্বা করে বসে রয়েছে, ওর হাতে একটা বই।

টম রিডিলের চোখে-মুখে কোনো রকম শুষ্ক ও মলিনতার ছাপ নেই। মেরোপ মৃত্যুর সময় বলেছিলো, ওর ছেলে অনেকটা ওর বাবার মতো দেখতে। ওর বাবা খুব সুশ্রী-সুন্দর। এগার বছর বয়স, সেই তুলনায় অনেক লম্বা, কালো চুল এবং ফ্যাকাশে মুখ। ডাম্বলডোরের পাগল পাগল চেহারা দেখে টম ভুরু কুঁচকালো। সকলেই চুপচাপ।

হ্যালো টম, তুমি কেমন আছো? কথাটা বলার পর ডাম্বলডোর তার একটা হাত বাড়িয়ে ওর দিকে এগোলেন।

টম প্রথমে ডাম্বলডোরের প্রসারিত হাতটা মেলাতে ইতস্তত করলো; কিন্তু মেলালো। বেশ ভালভাবেই করমর্দন করলো। ডাম্বলডোর একটা চেয়ার টমের লোহার খাটের পাশে টেনে এনে বসলেন। অনেকটা হাসপাতালে রোগী দেখতে আসার মতো।

আমি প্রফেসর ডাম্বলডোর।

প্রফেসর? টম পুনরাবৃত্তি করলো। প্রফেসর কী ডক্টরের মতো কিছু? তা আপনি এখানে কেন এসেছেন? মিসেস কোল কি আমাকে দেখানোর জন্য আপনাকে এনেছেন?

টম দরজার দিকে তাকালো। মিসেস কোল তখনই ঘর থেকে বাইরে চলে গেলেন।

না না, আমি ডাক্তার নই, ডাম্বলডোর হাসলেন। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। মিসেস কোল নিশ্চয়ই আমাকে ডাক্তার দেখাতে চান, সত্যি করে বলতো? টম রিডিল খুব জোর দিয়ে বললো।

কথাটা শুনে ডাম্বলডোর আগের মতোই মধুরভাবে হাসতে লাগলেন। কয়েক সেকেন্ড পর টম আর ডাম্বলডোরের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে থাকলো না। স্বাভাবিকভাবেই তাকালো।

কে তুমি?

হ্যাঁ, আমি তো তোমাকে বললাম, আমি প্রফেসর ডাম্বলডোর। হোগার্টস নামে একটা স্কুল আছে যেখানে আমি পড়াই। আমি তোমাকে আমাদের স্কুলে পড়তে নিয়ে যাবার জন্য

এসেছি। অবশ্য তুমি যদি চাও। নতুন স্কুল, অনেক ছেলেমেয়ে পড়ে, তোমার ভাল লাগবে।

কথাটা শুনে টম রিডিলের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই অদ্ভুত। রিডিল অসম্ভব বিরক্ত হলো। বিছানা থেকে লাফিয়ে ডাম্বলডোর থেকে দূরে সরে গেল। তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছো, ভেবেছো আমি কিছু বুঝি না? তুমি আমাকে পাগলাগারদে নিয়ে যেতে এসেছে। স্কুল-টিস্কুল নয়, তুমি পাগলাগারদ থেকে এসেছে। প্রফেসর না আরো কিছু। না, আমি ওখানে যাবো না, বুঝেছো? ওই বুড়ি বেড়ালটাকে পাগলা গারদে ভর্তি করে দাও। আমি অ্যামি বেনসন বা ডেনিস বিশপকে কিছুই করিনি। তুমি ওদের জিজ্ঞেস করতে পারো। সত্যি না কি মিথ্যে তারা তোমাকে বলে দেবে।

শোনো, আমি পাগলাগারদ থেকে আসিনি, ডাম্বলডোর ধীরে ধীরে বললেন। আমি একজন শিক্ষক, যদি তুমি চুপটি করে বসো আমি তোমাকে আমাদের স্কুল এবং হোগার্টসের গল্প শোনাবো। শোনার পর যদি তুমি আমাদের স্কুলে পড়তে না চাও তো তোমাকে কেউ কিছু বলবে না, বকবে না। জোর করে কেউ নিয়ে যাবে না।

টম বললো আগে শুনি আমি, তারপর যাই কি না যাই ভাবা যাবে।

হোগার্টস শুধু ভালো ছেলেদের স্কুল, যারা অনেক কিছু পারে, জানে, ডাম্বলডোর বললেন।

আমি পাগল নই!

আমি খুব ভালো করে জানি তুমি পাগল নও। ওটা পাগলদের স্কুল নয়, একটা জাদু বিদ্যার স্কুল, ডাম্বলডোর ওকে আশ্বস্ত করলেন।

তারপরে ঘরে কারো মুখে কোনো কথা নেই। টম রিডিল যেন জমে পাথর হয়ে গেছে, ওর চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলছে, সেই জ্বলন্ত চোখ কখনো ডাম্বলডোরের কাছে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। যেন ডাম্বলডোর একটা না একটা চোখ ধরবার চেষ্টা করছেন।

ম্যাজিক? ও ফিস ফিস করে বললো।

ঠিকই বলেছো, ডাম্বলডোর বললেন।

ম্যাজিক, ম্যাজিক! তা আমি ওখানে কি করবো? যা যা তুমি করতে চাইবে। তুমি কী করতে চাও বলো?

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে টম রিডিল বললো, সবকিছু! ওর সমস্ত শরীর উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগলো। আমি না ছুঁয়ে কোনো কিছু সরাতে পারবো? পশুদের কোনো প্রশিক্ষণ না দিয়ে তাদের চালনা করতে পারবো? যারা আমার ক্ষতি করতে চাইবে, তাদের আমি শায়েস্তা করতে পারবো? তাদের আঘাত করতে পারবো?

কথাগুলো বলার পর উত্তেজনায় রিডিলের পা থর থর করে কাঁপতে লাগলো। ও কোন রকমে ওর বিছানায় বসে পড়ে হাতের রেখার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, মাথা নত করলো, যেন ও প্রার্থনা করছে।

আমি জানি, আমি জানি। সকলের চেয়ে ভিন্ন আমি। ওর কাঁপা কাঁপা আঙ্গুলগুলো দেখতে দেখতে বললো, আমি জানি আমি বিশেষ এক মানুষ, সব সময় আমি বুঝতে পারি, অন্যদের চেয়ে আমি আলাদা।

বেশ, তুমি ঠিক কথা বলেছো, ডাম্বলডোর বললেন। ডাম্বলডোর আর হাসছেন, রিডিলের দিকে তাকিয়ে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চলেছেন। তুমি একজন জ দুকর!

কথাটা শুনে রিডিল ওর মুখ তুললো। ওর চোখ মুখ অব্যক্ত এক আনন্দে উপছে পড়ছে, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ওর সুন্দর মুখের সৌন্দর্য লুপ্ত হয়ে গেছে। ওর সুললিত কাটা কাটা দেহ, দৃঢ় হয়ে গেছে। ওর মুখের ভাব প্রায় বর্বরের মতো হয়ে গেছে।

তুমিও কী জাদুকর? হ্যাঁ, আমি তাই, ঠিক ধরেছো।

তাহলে প্রমাণ করো, রিডিল তৎক্ষণাৎ বললো। সেই একই সুরে, যেমন আগে বলেছিলো সত্যি করে বলো।

ডাম্বলডোর তার দুই ভুরু তুললেন। আমি যদি জাদু দেখাই তাহলে তুমি হোগার্টসে ভর্তি হবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমি যাবো। তাহলে আমাকে তোমায় স্যার অথবা প্রফেসর বলে ডাকতে হবে।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য রিডিলের মুখোভাব কঠিন হয়ে গেল। এ যেন একগুঁয়ে ধৃষ্টতাপূর্ণ রিডিল নয়, অজানা এক অতি ভদ্রস্বরে বললো, স্যার, আমি বলছি, অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে ম্যাজিক দেখাতে পারবেন?

হ্যারি ভেবেছিলো ডাম্বলডোর রিডিলের অনুরোধ উপেক্ষা করবেন, বলবেন তুমি হোগার্টসে চলো তখন তোমাকে ম্যাজিক দেখানোর প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! ডাম্বলডোর তার জাদুদণ্ড জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে টেনে বের করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অগোছালো ওয়ারড্রোবের দিকে তাক করলেন। জাদুদণ্ডের এক প্রান্ত থেকে সামান্য অগ্নিশিখা বেরিয়ে এলো।

ওয়ারড্রোবটা দাউ দাউ করে জ্বলে গেলো।

রিডিল তাই দেখে ভয়ে আঁতকে উঠে বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। হ্যারি রিডিলের ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার দৃশ্য দেখে ওকে দোষ দিতে পারলো না। কে ভয় না। পাবে। রিডিল ডাম্বলডোরকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতেই আগুন নিভে গেল, সেই ভাঙ্গা জীর্ণ ওয়ারড্রোব যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল।

রিডিলের মুখের ভাব শান্ত হয়ে গেল। ডাম্বলডোরের হাতের জাদুদণ্ডের দিকে লোভীর মতো তাকিয়ে সে বললো,

এই রকম একটা জাদুদণ্ড কোথায় পেতে পারি?

সময় মতো অবশ্যই পাবে, ডাম্বলডোর বললেন। আমার মনে হয় তোমার ওয়ারড্রোবে এমন কিছু একটা আছে, যা বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ঠিক সেই সময় তার ভেতর থেকে খুব আস্তে খটর খটর শব্দ শোনা যেতে লাগলো। জীবনে এই প্রথম রিডিলের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেলো।

ওর দরজাটা খোলো, ডাম্বলডোর বললেন।

প্রথমে রিডিল দোনোমনো করলো। তারপর ধীরে ধীরে ওয়ারড্রোবের কাছে গিয়ে দরজাটা খুললো। আলমারির ওপরের তাকে দেখলে অনেক হাতে বোনা

সুতির পোশাক, একটা ছোট কার্ড বোর্ডের বাক্স, সেগুলো থর থর করে কাঁপছে, মনে হয় যেন তার ভেতরে অনেকগুলো ইঁদুর ঢুকেছে, তারা বের হয়ে পালাবার চেষ্টা করছে।

ওগুলো বের করে দাও, ডাম্বলডোর বললেন।

রিডিল কাঁপা কাঁপা হাতে কার্ডবোর্ডের বাক্সটা নিচে নামালো। ওকে দেখে মনে হলো দারুণ ভয় পেয়েছে।

দেখো বাক্সের মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে, যা তোমার জানা নেই, ডাম্বলডোর বললেন।

রিডিল ডাম্বলডোরের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালো, বাক্সের জিনিসটা ওর বিছানায় রাখলো, রাখার সময় চোখ খুললো না। হ্যারি ভেবেছিল বাক্সের মধ্যে কিছু নতুন জিনিস দেখতে পাবে। কিন্তু দেখলো সবই পরিচিত। ছোটো ছোটো জিনিস, একটা খেলার yo-yo, একটা রূপোর আঙ্গুলের টুপি (সূঁচের আঘাত বাঁচাতে আঙ্গুলে দর্জিরা যা লাগায়) একটা রংচটা মাউথ-অর্গান। বাক্স থেকে বের হয়ে সেগুলো আর কাপছে না, কম্বলের ওপর স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে।

তুমি জিনিসগুলোর আসল মালিকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে ফেরত দেবে, ডাম্বলডোর রিডিলকে বললেন জাদুদণ্ডটা পকেটে রাখতে রাখতে। আমি কিন্তু ঠিক জানতে পারবো তুমি জিনিসগুলো ফেরত দিয়েছে কি না। একটা কথা মনে রাখবে, হোগার্টসে চুরি করা মস্ত অপরাধ। কোনোভাবেই তা চলবে না।

রিডিল ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। খানিকক্ষণ পর বললো, হা স্যার।

ডাম্বলডোর বললেন, হোগার্টসে তোমাকে শুধু ম্যাজিক শেখানো হবে না, সেটা নিয়ন্ত্রণে রাখারও শিক্ষা দেয়া হবে। তুমি যদি তোমার শক্তি ভুল ব্যবহার করো, আমাদের স্কুলে সে শিক্ষা দেয়া হয় না। একটা কথা মনে রাখবে, তুমি প্রথম বা শেষ ব্যক্তি হবে না যে ম্যাজিক প্রয়োগ করে পার পেয়ে যাবে। ধরা পড়বেই। এও জানবে, হোগার্টস স্কুলে ছাত্ররা অন্যায় করলে স্কুল থেকে বিতাড়িত হয় ও আইন অনুসারে ম্যাজিক মিনিস্ট্রি তাকে শাস্তি দেয়। যারা আইন ভঙ্গ করে তাদের কঠোর শাস্তি হয়। তাই যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা হোগার্টসে জাদুবিদ্যা শিখে জাদুকর বা ডাইনী হবে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের আইন মেনে চলতে হবে।

অবশ্যই স্যার, রিডিল আবার বললো।

রিডিলের মুখ দেখে বোঝা গেল না ও কি ভাবছে। ভাবলেশহীন মুখে ও চুরি করা জিনিসগুলো একটা একটা করে বাক্সে রেখে দিয়ে ডাম্বলডোরকে স্পষ্টভাবে বললো, আমার কাছে তো অর্থ নেই।

তারও ব্যবস্থা আছে, ডাম্বলডোর পকেট থেকে একটা চামড়ার মানিব্যাগ বের করলেন। আমাদের একটা ফান্ড আছে, যারা বইপত্র বা রোবস কিনতে পারে না তাদের কেনার সাহায্যের জন্যে। তোমার কিছু স্পেল বুকসও কিনতে হবে। ইচ্ছে করলে সেকেন্ড হ্যান্ডও কিনতে পারো; কিন্তু...।

আপনি কোথা থেকে স্পেল বুকস কেনেন? রিডিল ডাম্বলডোরের কথার মাঝখানে ব্যাগ ভর্তি সোনার গ্যালিয়ন দেখতে দেখতে এবং কোনো রকম ধন্যবাদ দিয়ে বললো।

ডায়াগন অ্যালিতে, ডাম্বলডোর বললেন। আমার কাছেই তোমার বুক লিস্ট আর অন্যসব জিনিস কেনার লিস্টও আছে। আমি তোমায় সেগুলো পেতে সাহায্য করতে পারি।

আপনি আমার সঙ্গে যাবেন? রিডিল জিজ্ঞেস করলো। যদি চাও, নিশ্চই যাবো।

না, এই কাজে আপনাকে দরকার হবে না, রিডিল বললো। আমি নিজের কাজ নিজে করতে অভ্যস্ত। তাছাড়া আমি সব সময় লন্ডনে একা একা ঘোরাফেরা করি।

আমাকে স্যার শুধু বলবেন কেমন করে ডায়াগন অ্যালিতে যেতে হবে।

হ্যারি ভেবেছিল, ডাম্বলডোর রিডিলকে তার সঙ্গে যেতে বলবেন; কিন্তু আবারও আশ্চর্য হয়ে গেল, ডাম্বলডোর রিডিলের হাতে লিস্ট আর গ্যালিয়ন দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কেমন করে অনাথ আশ্রম থেকে লিকি কলড্রেনে যেতে হবে। ওদিকটায় অনেক মাগলরা যোরাফেরা করে, ওরা জাদু বিশ্বাস করে না। দরকার হলে ওখানকার বারম্যান টমকে জিজ্ঞেস করবে। টম, টম তো তোমারও নাম অতএব ভুলে যাবে না।

রিডিল গায়ে মাছি বসলে যেমন বিরক্তিতে গা ঝাড়া দেয় তেমনিভাবে গা ঝাড়া দিলো।

তুমি টম নামটা পছন্দ করো না?

হাজার হাজার টম আছে, রিডিল বিড় বিড় করে বললো। তারপর অনেকটা সময় কিছু একটা ভেবে বললো, আচ্ছা আমার বাবা কি জাদুকর ছিলো? ওকেও শুনেছি সকলে টম রিডিল বলে ডাকতো।

ডাম্বলডোর নরম সুরে বললেন, আমি ঠিক জানি না।

আমার মা নিশ্চয়ই ম্যাজিক জানতেন না। জানলে মারা যেতেন না, রিডিল কথাটা যেন নিজের উদ্দেশ্যে বললো, ডাম্বলডোরকে নয়। তো স্যার, আমায় কবে জিনিসপত্র নিয়ে হোগার্টসে যেতে হবে?

ডাম্বলডোর বললেন, খামের মধ্যে যে আরেকটা পার্চমেন্ট আছে তাতে যাবার। ব্যাপারে সবকিছু লেখা আছে। তোমাকে ১ সেপ্টেম্বর কিংসক্রস স্টেশন থেকে যেতে হবে। খামের মধ্যে ট্রেনের টিকিটও আছে। রিডিল মাথা নাড়লো। ডাম্বলডোর হাত বাড়িয়ে ওর সঙ্গে করমর্দন করলেন। রিডিল ডাম্বলডোরের হাতটা ধরেই বললো, আমি সাপের সঙ্গে কথা বলতে পারি, একবার গ্রামে বেড়াতে গিয়ে সেটা জানতে পেরেছিলাম, সাপেরা যেখানে আমাকে দেখেছিল, আমার সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা বলেছিল, জাদুকররা কি তাই পারে?

হ্যারি জানে সাপের সঙ্গে কথা সেও বলতে পারে, তাদের কথা বুঝতে পারে। কিন্তু ওর সেই অদ্ভুত ক্ষমতা ও কাউকে জানায়নি। নিজের কাছেই গোপন রেখেছে।

খুবই স্বাভাবিক, ডাম্বলডোর বললেন। তারপর ইতস্তত করে বললেন, তবে এমন কথা যে শুনিনি তা নয়।

বিদায় টম, আবার তোমার সঙ্গে হোগার্টসে দেখা হবে। আজ এই পর্যন্তই, বৃদ্ধ ডাম্বলডোর হ্যারিকে বললেন। পর মুহূর্তে হ্যারি পাখির পালকের মতো অন্ধকারের মধ্যে উড়তে লাগল।

বর্তমান অফিস ঘরে পৌঁছে ডাম্বলডোর হ্যারিকে বললেন, আমার পাশে বসো।

হ্যারি বসলো। ওর মনে তখন গেথে আছে একটু আগে যা দেখেছে সে বিষয়।

স্যার, আপনি যখন ওকে বললেন–তুমি জাদুকর, ও কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করলো। আমার কিন্তু সময় লেগেছিলো। হ্যাগ্রিড যখন আমাকে বলেছিলেন এই কথা–আমি যাদুকর, প্রথমে আমি তার কথা বিশ্বাস করিনি।

হা, রিডিল একটুও অবিশ্বাস করেনি। ওর কথায় বলা যায় সামথিং স্পেশাল, ডাম্বলডোর বললেন।

আমি কি জানতাম সেই সময়ে আমি সর্বকালের একজন ভয়ানক ডার্কউইজার্ডের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। আমি তখন একটুও বুঝতে পারিনি ও এমন হয়ে উঠবে। আমি অবশ্যই ওকে দেখে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। যাহোক আমি হোগার্টসে ফিরে এলাম, ঠিক করলাম ওকে চোখে চোখে রাখবো। কেন জানি না ওর প্রতি আমার মায়া হয়েছিলো। ছেলেটি নিঃসঙ্গ, অনাথ। তার কেউ নেই, বন্ধু নেই বান্ধব নেই। কিন্তু এমন কথা কখনো ভাবিনি আমি তো অন্য অনাথ ছেলেদের জন্যও এরকম করতে পারতাম, যেমন ওকে করেছিলাম। ছোট জাদুকর হলেও ওর ক্ষমতা অসীম হয়ে উঠলো, সাধারণত অত উন্নতি কোন অল্প বয়সী জাদুকরের হয় না। সবচেয়ে বড় কথা ও দ্রুত জেনে ফেললো আর পাঁচ জনের চেয়ে সে পৃথক, ওর অনেক ক্ষমতা, এবং সেই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি ওর মধ্যে আছে। তাই সচেতন হয়ে ও ম্যাজিক প্রয়োগ করতে লাগলো, এবং সেই ম্যাজিক সে অন্যদের ওপর ব্যবহার করতো মানুষদের ভয় পাওয়াতে, তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে বা শাস্তি দিতে শুরু করলো। ও সকলের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হয় যে, যাকে খুশি তাকে আমি আঘাত করতে পারি।

হ্যারি বললো, তার ওপর ও ছিলো পার্সেলমাউথ।

অবশ্যই, এমন এক ক্ষমতা যা সকলের থাকে না। আমাকে ও ভাবিয়ে তুললো। যাকগে।

তারপর আকাশের কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে বললেন, সত্যি, সময় আমাদের বোকা বানায়। তবে কিছু জিনিস আমরা ওখানে দেখে এসেছি তা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। পরের সাক্ষাতে এই বিষয়ে গভীরভাবে আলাপ করবো।

তার মধ্যে প্রধান হলো টম নামের বিষয়ে রিডিলের প্রতিক্রিয়া, যখন আমি বলেছিলাম, লিকি কলড্রনে বারবয় টম নামে একটি ছেলে আছে যা তোমারও নাম!

রিডিল সেই কথা শুনে কি বলেছিল, ওর প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। ও কখনো কারো সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চায় না। সে একা একা অনন্য হয়ে থাকতে চেয়েছে। তুমি তো জানো ও নিজেই ওর নামও পাল্টে লর্ড ভোল্ডেমর্ট রেখেছিলো।

তাহলে তুমি অবশ্যই লক্ষ্য করেছো টম রিডিল কারো কাছে কোনদিন সাহায্য চায়নি বা নেয়নি। সে খুব আত্মনির্ভরশীল। ও যা কিছু করেছে সব একাই করেছে। এখনকার পরিণত বয়স্ক ভোল্ডেমর্টের চরিত্র এখন যা অতীতেও তাই ছিল। তুমি নিশ্চই জানো অনেক ডেথ ইটার দাবি করে এবং তারা বিশ্বাসও করে–যারা ওর বিশ্বস্ত অতি আপনজন তাদের কথা সে গ্রহণ করে। ভুল, একেবারেই ভুল ছাড়া কিছুই নয়। লর্ড ভোল্টেমর্টের কোনো বন্ধু নেই, আপনজন নেই, আমি জানি ভোল্ডেমর্টও কোনোদিন তা চায়নি। হ্যাঁ, যাবার আগে আরো একটা কথা শুনে যাও, আশা করি তোমার খুব বেশি ঘুম পায়নি। সেই ছোট টম রিডিল পছন্দ করতো ট্রফি সংগ্রহ করতে। সে তার বন্ধুদেরও অত্যাচার করতো, মারধর করতো, তাদের জিনিস কেড়ে নেয়াটা ছিল ওর কাছে ট্রফি জেতার মতো। সেগুলোই ওর বাক্সে পাওয়া গিয়েছিল। মনে রেখো, ওর ম্যাগপাই (টুকিটাকি জিনিস চুরি করার) মনোবৃত্তি, পরে বিশেষভাবে ওর জীবনে ভূমিকা রাখে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় হ্যারির চোখ গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। গতবার সে এখানে মারভোলো গ্যনটের আংটি দেখেছিলো। সেটা আর টেবিলে নেই। ও দাঁড়িয়ে পড়লো।

হ্যারি, কিছু বলবে? ডাম্বলডোর প্রশ্ন করলেন।

আংটিটা নেই, আমি ভাবছিলাম হয়তো মাউথ অর্গানের মতে, বা অন্য কিছু। টম রিডিভলের মাউথ অর্গান হাতিয়ে নেওয়ার তুলনা করে হেসে হ্যারি বললো।

ডাম্বলডোর তার অর্ধচন্দ্র চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হ্যারিকে দেখলেন। বললেন, খুবই বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করেছো হ্যারি। তবে কি জানো মাউথ অর্গান হচ্ছে মাউথ অর্গান, চিরকাল তাই থাকবে, বদলাবে না। যাও অনেক রাত হলো ঘুমাতে যাও।

ফিলিক্স ফিলিসিস

আগামীকাল সকালে প্রথম পিরিয়ড হার্বোলজি। হ্যারি ডরমেটরিতে গিয়ে শুয়ে পড়লো। সকালে নাস্তা করার সময় ভেবেছিলো রন আর হারমিওনকে ডাম্বলডোরের লেসন সম্পর্কে বলবে; কিন্তু আশপাশের ছেলেমেয়েরা শুনতে পাবে ভেবে বললো না। তবে শাক-সবজি-ওষুধি গাছের পাশ দিয়ে গ্রীনহাউজে যেতে যেতে পেনসিভে যা দেখেছিলো সব ওদের বললো। সপ্তাহ শেষের মারাত্মক ঠান্ডা হাওয়া বন্ধ হলেও, ঘন কালো কুয়াশার কারণে গ্রীন হাউজে পৌঁছতে দেরি হলো।

ওহ, তাহলে সেই ভয় দেখানো ছেলেটাই ইউ-নো-হু, রন মৃদু স্বরে বললো। তারপর হাতে দস্তানা পরে, গাছের তলায় বসে প্রোজেক্টের কাজ শুরু করলো, তুমি যা বললে খুব ইন্টারেস্টিং হলেও বুঝতে পারছি না কি কারণে ডাম্বলডোর তোমাকে ওইসব দেখাতে গেলেন, বলতে পারো?

বলতে পারছি না, উনি বলেছেন এসব জানা আমার খুবই প্রয়োজন এবং আমার বেঁচে থাকার জন্য সাহায্য করবে, হ্যারি বললো।

আমার মনে হয় ব্যাপারটা খুবই প্রয়োজনীয় হারমিওন আন্তরিকভাবে বললো। ভোল্ডেমর্ট সম্পর্কে যতদূর সম্ভব জানা দরকার। এছাড়া ওর দুর্বলতা সম্পর্কে তুমি জানবেই বা কেমন করে?

তো কেমন হলো স্লাগহর্নের সর্বশেষ পার্টি? হ্যারি জানতে চাইলো। দারুণ মজার, সত্যি বলছি, হারমিওন প্রোটেকটিভ চশমা পরতে পরতে বললো। শুধু তার পুরনো স্টুডেন্টদের গল্প। ম্যাকলেগেনের সঙ্গে অনেকের জানাশোনা, তাই ওকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু বেশ কিছু ভালো ভালো জিনিস খাওয়ালেন, তারপর আমাদের নিয়ে গোয়েনগ জোনসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

তিনি কে? রন চোখ বড় বড় করে বললো। হোলিহেড হার্পসের ক্যাপ্টেন?

ঠিক বলেছো, হারমিওন বললো। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় ও নিজেকে ছাড়া আর কিছুই জানে না, কিন্তু...।

হঠাৎ ওদের কথার মাঝখানে প্রফেসর স্প্রাউট হাজির হয়ে ধমক দিয়ে বললেন। এতো কথাবার্তা কিসের? তোমরা দেখছি সকলের চেয়ে পিছিয়ে আছে, আর ওদিকে নেভিল ওর প্রথম কাজটা শেষ করে ফেলেছে।

ওরা নেভিলের দিকে তাকিয়ে দেখলো ক্ষত বিক্ষত মুখে একটা সবুজ লেবুর মতো বিশ্রি একটা জিনিস ধরে বসে রয়েছে।

ওকে প্রফেসর, এইবার আমরা কাজ শুরু করছি, রন বললো। যখন স্প্রাউট অন্যদিকে পা-বাড়ালেন রন হাসতে হাসতে বললো, আমাদের মাফিলিয়াটো প্রয়োগ করা উচিত ছিলো, হ্যারি।

হারমিওন তখন উদাস হয়ে হাফ-ব্লাড প্রিন্স আর তার স্পেল নিয়ে চিন্তায় মগ্ন। ও বললো, আর না, আমাদের এখন উচিত কাজ শুরু করা।

কেটি বেল হাসপাতালে শুয়ে, কবে যে ছাড়া পাবে তা সে জানে না। ওর বিছানায় পড়ে থাকা মানে হ্যারির কিডিচ দলের একজন চেজার কমে যাওয়া। হ্যারি আশায় রয়েছে কেটি শিগগিরি ছাড়া পাবে তাই ওর বদলে কাউকে সে নেয়নি। কিন্তু স্লিদারিনদের বিরুদ্ধে ওদের খেলার দিন এগিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত কেটিকে বাদ দিয়ে টিম তৈরির কথা ভাবতে লাগলো হ্যারির।

হ্যারির মনে হলো আরো একটা ফুল হাউজ ট্রাই আউট করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ট্রান্সফিগারেশন ক্লাস শেষ হবার পর ওর ডিন থমাসের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। ক্লাসের সব ছাত্ররা তখন চলে গেছে, কয়েকটি হলুদ পাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলো হারমিওনের তৈরি। ওর মত এত পাখির পালক এ পর্যন্ত কেউ সংগ্রহ করতে পারেনি।

হ্যারি সরাসরি প্রশ্ন করলো, তুমি কী আমাদের দলে চেজার হয়ে খেলতে রাজি আছো?

তাই; হা হা নিশ্চয়ই খেলবো, কেন খেলবো না? ডিন আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললো। হ্যারি দেখলো ডিনের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিমাস ফিনিগ্যান। হাতের বইগুলো ব্যাগে পুরছে, ওর মুখ কালো হয়ে গেছে হ্যারির কথা শুনে। সিমাস অপছন্দ করবে ভেবেই এতোদিন হ্যারি ডিনকে খেলার কথা বলেনি।

তাহলেও রাগ করুক আর যাই করুক টিম ক্যাপ্টেন হিসেবে ওর ভাল খেলোয়াড় দলে আনতেই হবে। ট্রাই আউটে ডিনের ধারে কাছে দাঁড়াতে পারেনি সিমাস।

বেশ তাহলে তাই কথা রইলো, আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় কিন্তু প্র্যাকটিসে আসতে হ।

ঠিক আছে, ডিন বললো। চিয়ার্স হ্যারি! ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করে দাও, কথাটা আমাকে এক্ষুণি জিনিকে জানাতে হবে।

ডিন চলে গেলে ঘরে রইলো শুধু সিমাস আর হ্যারি। দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা। ঠিক সেই সময়ে হারমিওনের একটা ছোট হলুদ রঙের ক্যানারি পাখি সিমাসের মাথার ওপর বসলো।

সিমাস কিন্তু একমাত্র প্লেয়ার নয় যে কেটির বদলে ডিনকে টিমে অন্তর্ভুক্ত করায় ক্ষুব্ধ। কমনরুমে অনেকেই বলাবলি করতে লাগলো হ্যারি ওর ক্লাসের দুই বন্ধুকে টিমে নিয়েছে। হ্যারি ওর খেলার জীবনে এইরকম বিরূপ সমালোচনা শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, ওর আসল মাথা ব্যথা টিম জেতা নিয়ে। স্লিদারিনদের বিরুদ্ধে ওকে জিততেই

হবে, এছাড়া অন্য কোনো চিন্তা ওর মাথায় নেই। গ্রিফিন্ডর জিততে পারলে যে সমস্ত বিরূপ সমালোচনা কানে আসছে সব বন্ধ হয়ে যাবে। গ্রিফিররা ওকে নিয়ে জয়ধ্বনি করবে। ওদের টিম স্কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এটাই প্রমাণিত হবে। হেরে গেলে? কথাটা ভাবতেই হ্যারি দমে গেল।

হ্যারি সন্ধ্যা বেলা ডিনের খেলা দেখে দারুণ মুগ্ধ। ও জিনি আর ডেমিলজার সঙ্গে খুবই তৎপরতার সঙ্গে খেলেছে। বিটারস, পিকস, কুটেকে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। আসল সমস্যা রন।

হ্যারি জানে রনের খেলা ধারাবাহিকতাহীন! কখনো দারুণ ভালো, কখনো একেবারে গর্তে পড়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। আস্থা রাখা যায় না। তাই ওকে নিয়ে খুবই চিন্তা। জিনি ছয়-ছয়টা গোল দিল, রন একটাও আটকাতে পারল না। ও যত গোল খায়, তত ওর খেলার ধারা বদলে যায়। শেষে ও ডেমিলজাকে বল ধরার সময় মুখে একটা ঘুষি মারলো।

ওটা দুর্ঘটনা ডেমিলজা, রন কাচুমাচু হয়ে বললো। সত্যি, আমি খুবই দুঃখিত। ডেমিলজার তখন নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, মাটিতে শুয়ে পড়েছে।

জিনি ডেমিলজার কেটে যাওয়া ঠোঁট দেখতে দেখতে রনের ওপর দারুণ রেগে গিয়ে বললো, তুমি আস্ত পাগল! দেখো তো কি কাণ্ড করেছো?

হ্যারি বললো, দাঁড়াও আমি সারিয়ে দিচ্ছি, এপিসকে।

তারপর জিনিকে বললো, যা বলবার আমি রনকে বলবো, আমি টিমের ক্যাপ্টেন!

নাও সকলে ফ্লাই করো, হ্যারি আবার প্র্যাকটিস শুরু করার নির্দেশ দিলো।

যাহোক প্র্যাকটিস গেম একরকম ভালই হলো, খেলার শেষে একটা কথা মনে হলো–সব সময় সততা রক্ষা করে চললে লাভবান হওয়া যায় না।

হ্যারি দলের প্লেয়ারদের মনোবল বাড়াতে বললো, বাহ! সবাই সুন্দর খেলেছে। এ রকম খেলতে পারলে আমরা স্লিদারিনকে শুইয়ে দিতে পারবো।

চেজারস, বিটাররা সকলেই নিজেদের পারফরমেন্সে দারুণ খুশি। জিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে রন বললো, ধ্যাৎ আমি একটা ড্রাগনের বিশাল বস্তা।

মোটেই না, তুমি খুব ভালো খেলেছো, হ্যারি রনের পিঠ চাপড়ে বললো। যারা ট্রায়াল দিয়েছে তাদের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ! তোমার একমাত্র দোষ নার্ভাস হয়ে যাও।

ক্যাসেলে ফিরে আসতে আসতে হ্যারি সকলকেই আবার নতুন করে উৎসাহ দিতে লাগলো।

সেকেন্ড ফ্লোরে পৌঁছলে রন অনেকটা শান্ত হলো। শর্টকাট করে ওরা দুজনে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে পৌঁছে দরজা খুলে হতবাক! দেখলো জিনি আর ডিন দুজন দুজনকে প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে চলেছে। দুটি দেহ যেন আঠা দিয়ে জোড়া লেগে গেছে।

সেই দৃশ্য দেখে হ্যারির সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠলো। ওর জীবনে হঠাৎ নতুন এক অনুভূতি সামনে এসে দাঁড়ালো, কিছুই বুঝতে পারে না ও। মস্তিষ্কের মধ্যে গরম রক্ত বন্যার মতো ভরে গেল, সব চিন্তা-ভাবনা উবে গিয়ে জিনিকে একটা জেলীর মতো পদার্থে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষায় হ্যারি জিকস করার জন্য জাদুদণ্ডে হাত দিলো। মনের মধ্যে দারুণ এক ঝড় বইছে, ঠিক সেই সময় শুনতে পেলো রনের কণ্ঠস্বর, রন যেন অনেক অনেক দূর থেকে বলছে।

ওই। ডিন আর জিনি সরে দাঁড়ালো, এধার ওধার তাকাতে লাগলো। কি হলো? জিনি বললো। আমার বোন সকলের চোখের সামনে যা করছে আমি দেখতে চাই না! তুমি এখানে উঁকি দেবার আগে করিডরে কেউ ছিলো না! জিনি বললো।

ডিন এখন লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। ও হ্যারির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে হাসলো। হ্যারির মুখ গম্ভীর, মনের মধ্যে এক দানব জেগে উঠে গর্জন করছে, সেই গর্জন চাইছে ডিনকে কিডিচ টিম থেকে সত্বর বহিষ্কার করা।

আরে ভয় কিসের জিনি, ডিন বললো। চলো আমরা কমন রুমে যাই।

তুমি যাও! জিনি বললো। আমি আমার দাদার সঙ্গে কথা বলতে চাই। যেন কিছুই হয়নি এমনি এক মুখোভাব করে ডিন চলে গেল। সাময়িক যে লজ্জার সৃষ্টি হয়েছিল ওর মুখে তা আর লক্ষ্য করা গেল না।

ঠিক আছে, জিনি ওর মুখের ওপর পড়া লাল চুলের রাশি ঝটকা দিয়ে সরিয়ে রনের দিকে তাকালো। বললো আমি কোথায় যাচ্ছি, কি করছি তা দেখার বা জানার তোমার কোনো কারণ নেই, বুঝলে রন।

হ্যাঁ বুঝলাম! রাগত স্বরে রন বললো। তুমি কি চাও লোকেরা আমাকে আমার বোন সম্পর্কে অপ্রিয় কথা বলুক, বলুক যে...।

হা, কি বলবে? জিনি ওর ম্যাজিক দণ্ড ঝটিতে টেনে নিয়ে বললো। কি বলবে পরিষ্কার করে বলো।

ও তোমাকে ছোটো করতে চায়নি জিনি, হ্যারির মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে এলো। যদিও ওর ভেতরের জাগ্রত দানব রনের প্রতিটি কথা সমর্থন করলো।

আমি জানি ও কি বলতে চেয়েছে, হ্যারির দিকে ক্ষিপ্তভাবে তাকিয়ে জিনি বললো। কারণ সে জীবনে অনেক মেয়েকে চেয়েও পায়নি। ও আমাদের আন্টি মুরিয়েল ছাড়া অন্য কোনো নারীর চুম্বনও পায়নি।

চুপ করো জিনি, আর একটি কথাও বলবে না। অসম্ভব রেগে গিয়ে রন গর্জন করে উঠলো।

না আমি চুপ করবো না, জিনি আরো জোরে বললো। আমি তোমাকে ফেমের সঙ্গে দেখেছি। তুমি ভেবেছো যখনই ও তোমাকে দেখবে, জড়িয়ে ধরে চুমু খাবে, সত্যি বড়ই দুঃখের ব্যাপার! একটু বাইরে গিয়ে আরো পাঁচটা ছেলে-মেয়েকে দেখো, তারা সকলেই সুযোগ পেলে...।

রন জাদুদণ্ড বের করেছে। হ্যারি দ্রুত পায়ে হেঁটে ওদের মাঝখানে দাঁড়ালো।

তুমি জানো না কি বলছো তুমি! রন আবার গর্জন করে উঠলো। সে হ্যারিকে এড়িয়ে জিনিকে জিনস প্রয়োগ করতে এগিয়ে এলো। হ্যারি তখনো দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে। কারণ আমি মানুষের সামনে প্রকাশ্যে এমনটি করি না, রন বললো।

তুমি পিগউইজিয়নকে চুমু খাওনি? তোমার বালিশের তলায় আন্টি মুরিয়েলের ফটো রাখো না?

থামো, আজেবাজে কথা বলবে না।

হ্যারির বাম হাতের তলা দিয়ে কমলা রঙের স্ফুলিঙ্গ চলে এসে জিনির শরীরের বাইরে চলে গেল। জিনি এক ইঞ্চির জন্য বেঁচে গেল। হ্যারি রনকে ধরে ধাক্কাতে ধাক্কাতে দেয়ালের ধারে নিয়ে গেল।

বোকার মতো কাজ করবে না।

হ্যারি চো চ্যাং-এর পেছনে ঘুরে বেড়ায় না! জিনি চিৎকার করে উঠল, ওর দুচোখে জল। হারমিওন ভিক্টর ক্রামের পেছনে ছোটে, তুমি... একমাত্র তুমি... বিশ্রি কাণ্ড করে বেড়াও... যত্তোসব। বুদ্ধি তো তোমার একটা বারো বছরের ছেলের মতো!

কথাটা বলে জিনি ঝড়ের বেগে করিডর থেকে বেরিয়ে গেলো। হ্যারি রনকে ছেড়ে দিলো। রনের চোখ-মুখ যেন খুনির মতো। ওরা দুজনেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো। মিসেস নরিস বেড়াল নিয়ে করিডরে এসে ওদের দিকে তাকাতেই ওদের উত্তেজনা কমে গেলো।

চলো এখান থেকে, হ্যারি মিসেস নরিসকে দেখে বললো।

ওরা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে সাততলার করিডরে দাঁড়ালো।

ওই, তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও, রন হ্যারির দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠলো। একটা ছোট মেয়ে কাঁচের বোতলে করে ব্যাঙের খাবার নিয়ে যাচ্ছিলো, রনের গর্জন শুনে ভয়ে মেয়েটির হাত থেকে বোতলটা পড়ে ভেঙ্গে গেলো।

হ্যারির কানে বোতল ভাঙার শব্দ কিছুই এলো না, ও তখন কাউকে চিনতে পারছে না, মাথা ঝিমঝিম করছে... অন্তরীক্ষ থেকে ওর ওপর কেউ বিদ্যুৎ হেনেছে... তাহলে কি ও রনের বোন, ও নিজেকে প্রশ্ন করলো।

ডিন ওকে চুম্বন করছে বলে কি তোমার ভালো লাগেনি! রনের বোন তাই ভালো লাগেনি...।

ভাবতে ভাবতে হ্যারির মন পৌঁছে গেছে জিনির কাছে, মনের সঙ্গে ওর দেহও। দেখলো ডিনের জায়গায় ও দাঁড়িয়েছে... ডিনের মতোই জিনিকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করছে... ওর ভেতরের আশ্রিত দানবটা ছটফট করছে। তারপরই দেখলো কারুকার্য করা পর্দাটা দুভাগ করে সরিয়ে রন ম্যাজিক ওয়ান্ড দিয়ে হ্যারিকে তাগ করছে, চিৎকার করে বলছে, বিশ্বাসঘাতক... তুমি আমার বন্ধু না।

তুমি কি মনে করো হারমিওন, ক্রামের সঙ্গে প্রেম করেনি, চুম্বন করেনি? রন ওর সঙ্গে ফ্যাট লেডির কাছে যেতে যেতে সহসা বললো। হ্যারি ওর ঘোর থেকে ফিরে এলো।

কি বললে? ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললো। ও... মানে।

সেই প্রশ্নের উত্তর ছিলো, অবশ্যই! কিন্তু ও সেই প্রশ্নের জবাব দিলো না। রন হ্যারির মুখের ভাব থেকে আরো কিছু জানতে চায় বলে মনে হলো।

দিল্লিগ্রাউট ও অস্পষ্টভাবে ফ্যাটলেডিকে বললো। তারপর ওরা দুজনে পোট্রেটের গর্ত দিয়ে কমনরুমে ঢুকলো।

দুজনেই জিনি অথবা হারমিওনের প্রসঙ্গ টেনে আনলো না। যে যার কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যাবেলা ঘরে এসে শুয়ে পড়ে নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন রইলো।

হ্যারি ওর বিছানায় শুয়ে কড়িকাঠ ও চারটে পোস্টারের দিকে তাকিয়ে জিনিকে নিয়ে অনেক কথাই ভাবতে লাগলো। ভাবতে ভাবতে ওর মনে হলো জিনিকে নিয়ে একটু বেশি দাদাগিরি দেখিয়েছ। আবার ভাবলো, দেখাবই না কেন? ছোটবেলা থেকে গরমকালের ছুটিতে উইসলি পরিবারে আসি, জিনি ওর বোনের মতো... সেই জন্য ওর যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেটা ওর দেখা কর্তব্য। কতো হাসি ঠাট্টা, কিডিচ খেলা আর ডিনকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা মজা করা! ডিন খুবই অন্যায় করেছে, জিনিও সেই অন্যায়ে সায় দিয়েছে। না ওকে এখন বিরত থাকতে হবে ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো ঠিক হবে না। আর সেটা দাদার মতো কাজ হোক বা না হোক।

রন তখন ওধারের বেডে শুয়ে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু জিনি তো রনের আপন বোন। জিনি সম্পর্কে মাথা ব্যথা তো রনের? রনের সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট করা উচিত হবে না। কোন রকমেই না।

হ্যারি ওর মাথার বালিশটা পিটিয়ে পিটিয়ে ঠিক করে নিলো যাতে ঠিক মতো মাথা রেখে ঘুমোতে পারে। না কিছুতেই জিনির কথা ভেবে মনের শান্তি নষ্ট করবে না। যা হবার তা হবেই। ও বাধা দেবার কে? এতোসব ভাবতে ভাবতে হ্যারি ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন হ্যারি যথারীতি সকালে ঘুম থেকে উঠলো। গতরাতে ও রনকে নিয়ে। অনেক আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছে, রন ওকে কিডিচ খেলার সময় বিটার ব্যাট নিয়ে তাড়া করে মারতে আসছে, তাই মাথাটা সামান্য ভার ভার। ঠিক করলো দুপুরে রনের কাছে স্বপ্নের কথাগুলো বললেই মন অনেক হালকা হয়ে যাবে। ঠিক করলো, জিনি আর ডিনের সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথাবার্তা বলবে না, শুধু তাই নয়, হারমিওনের সঙ্গেও একটু তফাতেই থাকবে।

হ্যারি যে গতরাতে দেখা স্বপ্নের কথা রনকে বলতে চেয়েছিলো, তা বলার আগেই দেখলো–স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবে পরিণত হয়েছে। রন, জিনি ও ডিনের প্রতি উদাসীন ও নির্লিপ্ত এবং হারমিওনের প্রতি শীতল ও নিস্পৃহ। যে কোনো সময় বিস্ফারিত হতে পারে সে। অযথা প্রথমবর্ষের ছেলে-মেয়েদের বকাঝকা করলো সে। অপরাধ? ওরা নাকি ওর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিলো। রন নিজেই খুবই অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করতে লাগলো চার পাঁচদিন ধরে। শনিবার ম্যাচের আগে কিডিচ প্র্যাকটিস ম্যাচে চেজারদের মারা

একটিও গোল বাঁচাতে পারলো না। প্রত্যেকের সঙ্গে অযথা বাকবিতণ্ডা করলো। ডেমিলজা রবিন্সকে কাঁদিয়ে ছাড়লো।

রনের ব্যবহার দেখে পিকেস খুব রেগে গিয়ে ধমক দিয়ে বললো, ডেমিলজার সঙ্গে তুমি আর একটা কথাও বলবে না। ওকে ওর মতো থাকতে দাও। রনের চেয়ে ও অনেক খাটো, দুই-তৃতীয়াংশ–কিন্তু ওর হাতে একটা ব্যাট ছিল।

জিনি যেমন খেলে তেমনি খেললো। ব্যাট হাতে ও ছুটলে ওকে থামানো প্রতিপক্ষদের জন্য খুবই কঠিন কাজ।

পিকেসের সঙ্গে বচসা শুরু হতে দেখে বোগি হেবস এগিয়ে এলো মিটমাট করার জন্য। হ্যারি, পিকেস আর ডেমিলজাকে সরে যেতে বললো, সকলেই মাথা ঠাণ্ডা রাখবে... শনিবার খেলা! ওদিকে রন ফুঁসছে। রনকে বললো, শোনো তুমি আমার বিশেষ বন্ধু, তুমি আজ সত্যি খুব ভালো খেলেছো, কিন্তু টিমের সকলের সঙ্গে যদি অযথা কথা কাটাকাটি করো, ঝগড়া করো, তাহলে টিম থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দেবো, কথাটা মনে রাখবে।

হ্যারি ভেবেছিলো রন ওর কথাটা শুনে মারতে আসবে। কিন্তু রন সেরকম কিছুই করলো না। হ্যারি যা ভাবতে পারেনি তাই হলো। ওর চোখে মুখে কোনো ঝগড়া করার ছাপ নেই। হাতে ঝাড়ুটা নিয়ে গম্ভীর গলায় বললো, আমি খুবই দুঃখিত, আমি তোমার টিমে আর খেলবো না।

না তুমি তা করতে পার না, তুমি টিম ছেড়ে যেতে পারবে না। হ্যারি রনের রোবসের একটা হাত চেপে ধরে বললো। তুমি শান্ত মনে ফর্মে থাকলে কেউ তোমাকে একটা গোলও দিতে পারবে না। তোমার প্রবলেমটা মানসিক ছাড়া আর কিছুই নয়!

তুমি আমাকে মানসিক রোগী বলছো? হয়তো বলেছি আমি!

ওরা পরস্পরের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর রন ক্লান্তিতে ওর মাথা নাড়লো।

আমি জানি এখন তোমার নতুন গোলকীপার খোঁজার কোনো সময় নেই। বেশ, কাল আমি তোমার দলের হয়ে খেলবো। তবে আমরা যদি হেরে যাই, হারবো তো নিশ্চয়ই! তারপর আমি দলে আর থাকবো না।

কথাটা শুনে হ্যারি কোনো মন্তব্য করলো না। রনকে ক্রমাগত নিজের প্রতি আস্থা রাখার উৎসাহ দিতে লাগলো, কিন্তু ডিনার খেতে বসেও ও হারমিওনকে মেজাজ দেখাতে লাগলো, কর্কশভাবে কথা বলতে লাগলো। হ্যারির সেটা নজরে যে পড়লো না এমন নয়। হ্যারি জানে রন এখন বড় সমস্যা। শেষ মুহূর্তে ওর জায়গায় কাউকে আনা যায় না। সারাদিন কমনরুমে বসে ও রনকে উৎসাহ দিতে লাগলো, জেতাটা যে কতো প্রয়োজনীয় সেটা বোঝাতে লাগলো। রন একগুয়ের মতো বসে রইলো। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলার প্রয়োজন মনে করলো না। ওদিকে টিমের অন্যসব ছেলে-মেয়েরাও রনের ব্যবহারে খুব আহত হয়েছে, ওরা কমনরুমের এক কোণে বসে ওর বিরুদ্ধে কথা

বলছে। শেষে ধৈর্য্য হারিয়ে হ্যারিও রনের প্রতি অসম্ভব বিরক্ত হয়ে ওকে উৎসাহ দেওয়া বন্ধ করে দিলো। রনের এতেওকোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে ঘুমোতে চলে গেলো।

হ্যারি ঘরে ফিরে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইলো। ও আগামী ম্যাচে হারতে চায় না, ক্যাপ্টেন হয়েছে বলে নয়, ওর কাছে হারা মানে ড্রেকো ম্যালফয়ের কাছে হারা। ওর সন্দেহজনক গতিবিধি হাতে-নাতে ধরতে বা প্রমাণ না করতে পারলেও যে প্রকারেই হোক ওদের টিমকে কিডিচ খেলাতে হারাতে হবে এটাই এখন ওর প্রধান চিন্তা। কিন্তু এক্ষেত্রে রন বড়ো সমস্যা। গত কয়েকটা প্র্যাকটিস ম্যাচে ও যে রকম খেলেছে তাতে জেতার আশা খুবই কম।

কিন্তু রনকে উদ্দীপিত করার কোনো পথ খুঁজে পেলো না হ্যারি।

পরদিন সকালে নাস্তা করার সময় গ্রিফিন্ডর আর স্লিদারিনদের খেলা নিয়ে দুপক্ষ থেকে টিটকিরি, ঠাট্টা ইত্যাদি চরমে উঠলো। গ্রিফিন্ডর টিম গ্রেট হলে না আসা পর্যন্ত হল মোটামুটি শান্ত ছিলো, চরমে উঠলো ওরা হলে ঢুকলে। বরাবরই এমন হয়। হ্যারির মনে হলো এবার যেনো একটু বেশি। ও আকাশের দিকে তাকালো, আকাশ পরিষ্কার, হালকা নীল। খুবই শুভ লক্ষণ! হ্যারি আর রনকে হলে আসতে দেখে গ্রিফিররা আনন্দে ফেটে পড়লো।

লাভেন্ডার বললো, চিয়ারআপ রন, আমি জানি আজ তুমি দারুণ খেলবে। রন লাভেন্ডারের দিকে তাকালো না। হ্যারি বললো, কি খাবে বলো, চা? কফি? পামকিন জুস?

রন মেজাজ দেখিয়ে বললো, যা ইচ্ছে তোমার। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটা টোস্টে কামড় দিলো।

একটু পরে হলে ঢুকলো হারমিওন। রনের ক্রমাগত মেজাজ দেখানোর জন্য ও দারুণ ক্ষুব্ধ। তাই ও ওদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতে আসেনি। তবু টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রনের দিকে তীর্যকভাবে একটু তাকিয়ে দুজনকেই বললো, তোমরা কেমন আছো? মনে থাকে যেনো জেতা চাই।

হ্যারি তখন রনকে শান্ত করার জন্য ওকে এক গ্লাস জুস দিচ্ছিলো। হারমিওনের কথা শুনে বললো, খুব ভালো আছি। তুমি ওদিকে যাও, রন জুসটা খেয়ে নাও।

রন সবেমাত্র গ্লাসটা ঠোঁটে ঠেকিয়েছে তখন হারমিওন বলে উঠলো,

না ওটা খাবে না রন! রন ও হ্যারি দুজনেই চমকে উঠে হারমিওনের দিকে তাকালো। খাবে না, কেন? হ্যারি বললো।

হারমিওন হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

তুমি এই মাত্র ওর গ্লাসে কিছু একটা দিয়েছো। মানে, কি বলতে চাও ঠিক বুঝলাম না? হ্যারি বললো। কি বললাম তুমি শুনলে না? আমি স্বচক্ষে দেখলাম তুমি ওর ড্রিঙ্কসে কিছু মিশিয়েছে। এখনোও শিশিটা তোমার হাতেই আছে।

কি সব যা-তা বকছো, আমি বুঝতে পারছি না, হ্যারি বললো। চট করে ছোট শিশিটা ও নিজের পকেটে রেখে দিল।

রন তুমি ওই ড্রিঙ্কস খাবে না বলছি, হারমিওন আবার বললো। কিন্তু রন নিজের গ্লাসটা তুলে এক চুমুকে পামকিনের জুসটা শেষ করে দিয়ে বললো, থামো, তোমায় আর মাতব্বরী করতে হবে না হারমিওন।

হারমিওনের বিষাদময় এক অনুভূতিতে দেহমন ছেয়ে গেল। ও মাথাটা নামিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো। সেই নিঃশ্বাস হ্যারি ছাড়া আর কেউ শুনতে পেল না। তোমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া উচিত। তুমি এমন জঘন্য কাজ করতে পারো ভাবতে পারছি না।

কে এসব বলছে, হ্যারি ফিস ফিস করে বললো। আগের সব কথা কি সে ভুলে গেছে?

হারমিওন রাগের চোটে টেবিলটি উল্টে দিয়ে ওদের কাছ থেকে সরে গেল। হারমিওন কখনোই কিডিচ খেলার গুরুত্ব বোঝে না। হ্যারি রনের দিকে তাকালো, দেখলো রন পরমানন্দে ওর ঠোঁট জিব দিয়ে চাটছে।

হ্যারি বললো, আর সময় নেই, সবাই মাঠে চলো। ওরা সকলে শিশিরভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে খেলার মাঠের দিকে চললো।

আবহাওয়া বেশ সুন্দর, তাই না রন? হ্যারি রনের কানের কাছে মুখ এনে বললো। রনকে ফ্যাকাশে আর দুর্বল দেখাচ্ছে।

জিনি আর ডেমিলজা ওদের কিডিচ জার্সি (রোবস) পরে নিয়েছে। ড্রেসিং রুমে অন্যদের জন্য প্রতীক্ষা করছে খেলার মাঠে যাবার জন্য।

খেলার উপযুক্ত আবহাওয়া, জিনি রনের উপস্থিতি অবজ্ঞা করে বললো। আর একটা জিনিস সত্যিই কি বলতো? ওই যে ভেইস, স্লিদারিনের চেজার, মাথায় ঘা খেয়েছে, আর ম্যালফয় শুনলাম খেলবে না, অসুস্থ।

কি বললে? হ্যারি যেতে যেতে থেমে গিয়ে জিনির দিকে মাথা ঘুরিয়ে বললো। ম্যালফয় অসুস্থ? ওর কি হয়েছে, কি অসুখ?

কে জানে আমাদের কোন ধারণা নেই, জিনি হাসতে হাসতে বললো। তবে আমাদের জন্য সুখবর। ওর জায়গায় শুনছি হাপার খেলছে। ছেলেটা আমাদের ক্লাশে পড়ে। আস্ত একটা গাধা।

হ্যারি অস্পষ্টভাবে হাসলো। কিন্তু লাল রঙের রোবসটা খোলার সময় ওর মন কিডিচ খেলা থেকে বহুদূরে। ম্যালফয় আগেরবার খেলাতেও আঘাত পাওয়ার অজুহাতে খেলেনি, তবে খেলার দিন বদলাবার অনুরোধ করেছে এবং সেই অনুরোধ রাখাও হয়েছিল। এবার কিন্তু কোনো দিন পরিবর্তনের দাবি বা অনুরোধ না করে বদলি খেলোয়াড়ের ব্যবস্থা করছে। সত্যি কি ও অসুস্থ, অথবা ওটা একটা বাহানা মাত্র?

হ্যারি রনকে চাপা গলায় বললো, ব্যাপারটা মনে হয় সন্দেহজনক। সত্যি ম্যালফয় খেলছে না।

আমার তো মনে হয়, আমাদের ভাগ্য ভালো, রন বললো। ওকে দেখে মনে হয় মাত্রাধিক্য উদ্দীপিত। আর ভেইসের ফর্মও খুব ভালো নয়, আর ও হলো ওদের সবচেয়ে ভালো স্কোরার। তারপর গোলকীপারের গ্লাভস পরতে পরতে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার কি মনে হয়, একটা কথা বলবো?

কী?

আমি... তুমি, রন গলার স্বর নামিয়ে বললো। মনে হয় খুব ভয় পেয়েছে, শুধু তাই নয়, খুবই উত্তেজিত। আমার পামকিন জুসে, তুমি কি কিছু মিশিয়েছিলে,..?

হ্যারি ওর কথায় কান না দিয়ে বললো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের খেলা। শুরু হবে। আজেবাজে চিন্তা না করে বুট পরে নাও।

ওরা স্টেডিয়ামের দর্শকদের নানা বুইং, হাততালি, প্রবল শোরগোলের মাঝে পিচে পৌঁছে গেল। স্টেডিয়ামের এক ধারে টকটকে লাল আর সোনালি রোবস পরা ছেলেমেয়ে, অন্যদিকে সবুজ আর রূপালি রঙের ঢেউ। তাছাড়া রয়েছে হাফলোফ আর র‍্যাভেন ক্লর ছেলেমেয়েরা। তাদের মধ্যেও দারুণ উত্তেজনা। তারাও হাততালি দিচ্ছে, চেঁচাচ্ছে। পিচ থেকে হ্যারির চোখ গেল লুনা লাভগুডের ওপর। ওর মাথায় তার অতি প্রিয় লায়নটপড টুপি।

হ্যারি খেলার রেফারি মাদাম হুচের সামনে দাঁড়ালো। মাদাম হুচ ঝুড়ির মধ্যে রাখা বল ছাড়বার জন্য প্রস্তুত।

অধিনায়করা (ক্যাপ্টেন) তোমরা করমর্দন করো, উনি বললেন। শ্রিদারিনের ক্যাপ্টেন উরকুহার্ট এগিয়ে এসে প্রবল শক্তিতে হ্যারির সঙ্গে করমর্দন করলো। তোমরা এবার যে যার ঝাড়ুর ওপর বসো, আমি তিনটে হুইসেল দেবো, শেষ হলেই শুরু করবে, তিন... দুই... এক...। হুইসেল দেয়ার সাথে সাথেই হ্যারি আর দলের প্লেয়াররা বরফ জমা মাঠ থেকে প্রচণ্ড শক্তিতে কিক মেরে ঝড়তে চেপে ওপরে উঠে গেল।

হ্যারি মাঠের চারধারে উড়তে লাগলো, চোখ পড়লো হার্পারের ওপর। হার্পার ওর নিচে এধার ওধারে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। যে সাধারণত খেলাতে কমেন্ট্রি করে, তার বদলে অন্য একজনের গলা শোনা গেল।

ও হো হো খেলা শুরু হয়ে গেছে, পটার এবারে তার টিম খুব শক্তিশালী করেছে। পটার এবারে গ্রিফিরের নতুন অধিনায়ক, কিন্তু আমরা অনেকেই ভেবেছিলাম রোনাল্ড উইসলি খারাপ ফর্মে থাকার জন্য হ্যারির টিম থেকে এবারে নির্ঘাত বাদ পড়বে, কিন্তু একি? টিমে সে খেলছে, আশ্চর্য। সকলের মনে সন্দেহ জাগছে তাহলে কি খেলার চাইতে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বন্ধুত্বের দাম অনেক বেশি? বিষয়টি আমাদের বিস্মিত করেছে।

ভাষ্যকারের ওই কমেন্ট স্টেডিয়ামের সকলেই শুনলো। স্লিদারিনদের সাপোর্টাররা আনন্দে ফেটে পড়লো। হ্যারিও ঝাড়ুটা ঘুরিয়ে ভাষ্যকারের মঞ্চের দিকে ফেরালো। দেখলো নতুন একজন ভাষ্যকার। লম্বা রোগা পটকা একটি ছেলে। ওপর দিকে ওঠা বাকা নাক। মঞ্চের এক পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাজিকেল মেগাফোনে অনর্গল কথা বলে চলেছে। আগে ভাষ্যকার ছিলো লী জোড়ান। ছেলেটাকে হ্যারি চিনতে পারলো, হাফপাফের এককালীন প্রেসার জ্যাকেরিয়া স্মিথ, হাফপাফের ছেলে। ওকে দুচোখে দেখতে পারে না। আহাহা, দারুণ দারুণ স্রিদারিন এই প্রথম গোলের জন্য আক্রমণ করলো। দারুণ দারুণ এমন শট সাধারণত দেখা যায় না, ও হো হো গো...ও... গো...ও...ল। না না না গোল নয়, উইসলি বাঁচিয়ে দিয়েছে গোল। ভাগ্য ছাড়া কিছুই নয়। এক রকম ভাগ্যের জোরে গোল বাঁচালো।

বাঃ বাঃ সুন্দর, সুন্দর, ও যেন হ্যারিকে কিছু বললো। দারুণ দারুণ ডাইভ দিয়েছে, হ্যারি হাসছে।

খেলার আধঘণ্টা হয়ে গেছে, এখনও পর্যন্ত গ্রিফির ষাট পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে, সিকসটি পয়েন্ট টু জিরো। সত্যি কীপার রনকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না, কয়েকটা অবধারিত গোল ও বাচিয়ে দিয়েছে, গোল হয়ে যেত, গোল হলো না, ওর আঙ্গুলের ডগায় লেগে বল অন্যদিকে ঘুরে গেল, ওহো হো, মার্ভেলাস জিনি, ছটা গোলের ও একাই চারটে করেছে। জ্যাকেরিয়া এখন পিকেস আর কুটেকে নিয়ে পড়ল।

স্লিদারিনদের বেশ ভালো ভাবেই হারিয়ে দিলো গ্রিফিন্ডর।

খেলার পোশাক পরিবর্তন করে প্লেয়াররা সব চলে যেতে লাগলো। রয়ে গেল শুধু রন আর হ্যারি। ওর ড্রেসিং রুম ছেড়ে চলে যাবে ঠিক সে সময় ঢুকলো হারমিওন। ও গ্রিফিন্ডরের স্কার্ফ হাতে পাকাচ্ছিল। ওকে দেখে মনে হলো মানসিক অশান্তিতে থাকলেও খুব দৃঢ় রয়েছে।

হারমিওন হ্যারির মুখোমুখি হয়ে বললো, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে হ্যারি, কথাটা বলে হারমিওন গভীর নিঃশ্বাস ফেললো। তুমি যা করেছে সেটা কিন্তু ঠিক হয়নি। প্রফেসর স্লাগহর্নের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে, উনি বলেছিলেন, ওটা ব্যবহার করা বেআইনী।

তুমি আমাদের কি সন্দেহ করছো? রন বললো। হ্যারি তখন পিছন ফিরে ওর রোবসটা টাঙিয়ে রাখছিলো। তাই সে রন ও হারমিওনকে দেখতে পেলো না। হ্যারি তখন মৃদু মৃদু হাসছিলো। হ্যারি ওদের দিকে ফিরে বললো, তোমরা দুজনে ফিস ফিস করে কি বলছো, আমি কি জানতে পারি?

তুমি কিন্তু ভালো করেই জানো আমরা কি বলছি! হারমিওন দাঁতে দাঁত চেপে বললো। তুমি রনের জুসে লাকি পোশান মিশিয়ে দিয়েছিলে। ফিলিক্স ফিলিসিস!

না, আমি ওটা মেশাইনি। হ্যারি ওদের দিকে সোজা তাকিয়ে বললো।

তুমি মিশিয়েছিলে হ্যারি, তুমি মিশিয়েছিলে বলেই গ্রিফিন্ডরের ম্যাচ জিততে একটুও অসুবিধে হয়নি। রনের পক্ষে নিশ্চিত গোল রক্ষা সম্ভব হয়েছিলো, প্রত্যেকটা গোল।

না আমি মেশাইনি, হ্যারি বললো; কথাটা বলে ও আরো জোরে জোরে হাসলো। তারপর পকেট থেকে ছোট একটা শিশি বার করে হারমিওনের সামনে ধরলো। হারমিওন দেখলো হ্যারির হাতে সেদিনের সকালের দেখা শিশি... তার মধ্যে ভর্তি রয়েছে সোনালী রঙের পোশান। শিশির ছিপিটা খুব শক্ত করে সিল করা ও মোম লাগানো–একেবারেই খোলা হয়নি। আমি রনকে ভাবতে দিয়েছিলাম যেনো ও মনে করে পোশানটা খেয়েছে। তুমি শিশিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি এটা পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। কথাটা বলে রনের

দিকে তাকালো, তুমি গোল বাঁচিয়েছিলে, ভালো খেলেছো, তার একমাত্র কারণ, তুমি ভেবেছিলে পোশান খেয়ে তুমি লাকি হয়ে গেছে। সবই তুমি করেছো নিজের শক্তিতে।

হ্যারি শিশিটা পকেটে রেখে দিলো।

তাহলে তুমি পামকিন জুসে কিছু মেশাওনি? রন অবাক হয়ে হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে বললো। যদিও আবহাওয়া ভালো ছিলো, তবু ভেইস খেলতে পারেনি, তারপরও হ্যারি তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। সত্যি তুমি লাকি পোশন মেশাওনি?

হ্যারি ওর মাথা নাড়ালো, রন ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে হারমিওনের দিকে তাকিয়ে ভেংচি কেটে ওর কথা পুনরাবৃত্তি করলো, তুমি সকালে ব্রেকফাস্টের সময় রনের জুসে ফিলিক্স ফিলিসিস মিশিয়েছিলে বলেই ও ভালো খেলেছে, সব গোল বাঁচিয়েছে! শোনো হারমিওন, কারো সাহায্য ছাড়া আমি গোল বাঁচাতে পারি বুঝেছো?

আমি কখনো একথা বলিনি যে, তুমি খেলতে পারো না রন, তুমিও ভেবেছিলে তোমার জুসে হ্যারি পোশান মিশিয়েছে।

কথাটা বলে রন ওর ঝাড়ুর লাঠিটা কাঁধে চাপিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলো। হ্যারি হারমিওনকে বললো, তাহলে চলো আমরা পার্টিতে যাই। হারমিওন বললো, তোমার ইচ্ছে হলে যাও, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।

রনের ব্যবহার আমার খুব খারাপ লাগছে...।

হারমিওনও ড্রেসিংরুম থেকে চলে গেলো।

হ্যারি ধীরে ধীরে খেলার মাঠের ভেতর দিয়ে ক্যাসেলে চললো। খেলা শেষ হলেও অনেকে তখন স্টেডিয়ামে বসে গুলতানি করছে। ওদের বেশিরভাগই গ্রিফিন্ডরের সাপোর্টার। হ্যারিকে দেখে ওরা হৈ হৈ করে উঠলো। রন আর হারমিওনের ঝগড়া, মনোমালিন্য ওকে খুবই ব্যথিত করে তুলেছে। ওর মনের মধ্যে আশা জমেছিলো গ্রিফিন্ডর জিততে পারলে, রনের খেলা ভালো হলে... হয়তো ওদের মধ্যে অতীতের বন্ধুত্ব ফিরে আসবে। ও কেমন করে হারমিওনকে বলবে, রনের বিরাগ হওয়ার আসল কারণ তোমার ভিক্টর ক্রামকে চুম্বন করা। রন কিছুতেই ওই দৃশ্য বরদাস্ত করতে পারছে না। কিন্তু সেটাতো অনেক পুরনো দিনের ঘটনা। এখনো সেটা মনে করে বসে থাকার কোনো কারণ নেই।

তবু হ্যারির মনে ক্ষিণ আশা ছিলো গ্রিফিন্ডরের কিডিচ খেলা জয়ের পার্টিতে হারমিওনকে দেখতে পাবে। কিন্তু এধার ওধার তাকিয়ে দুজনকেই দেখতে পেল না, না হারমিওন না রন।

ঘুরতে ঘুরতে ওর জিনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। ওর কাঁধে পিগমি পাফ আর কোলে ক্রুকশ্যাংকস!

কাকে খুঁজছো, রনকে... ওই হিপোক্র্যাটকে? জিনি বললো। ওইতো ওধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যাও, যাও না ওর কাছে।

তখনো হলে হর্ষধ্বনি চলছে। জিনির কথামতো একটু এগুতেই হ্যারি দেখলো রন ল্যাভেন্ডার ব্রাউনকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমনভাবে যে কার কোনটা হাত বোঝা যায় না।

জিনি ওদের দিকে তাকিয়ে বললো, দেখো, দেখো... মনে হচ্ছে রন ল্যাভেন্ডরের মুখটাই খেয়ে ফেলবে। জিনি ভাবলেশহীন। যাই করুক আমার যায় আসে না কিছু, কিন্তু আমার মনে হয় ওর কিডিচ খেলার কৌশল ঠিক হচ্ছে না। আরো রিফাইন করা দরকার।

জিনি একটুখানি ছুঁলো হ্যারির হাত। ওহ! পুরো শরীর বেজে উঠছে যে হ্যারির! ঝন ঝন ঝনা! অদ্ভুত অন্যরকম লাগা–ভালো লাগছে ভীষণ অচেনারকম ভালো। ওর হাতের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির শরীরটা চচন্ করে উঠলো। অদ্ভুত এক অনুভূতি। তারপর জিনি বাটারবিয়র খাবার জন্য চলে গেলো।

ঠিক সেই সময় পোট্রট হলটা বন্ধ হয়ে গেলো। হ্যারি দ্রুত পায়ে হলের দিকে এগিয়ে রোমিলদা ভানেকে সরিয়ে ফ্যাটলেডির পোট্রট সরিয়ে হলের বাইরে দাঁড়ালো। করিডরে কেউ নেই, একজনকেও হ্যারির চোখে পড়লো না।

হ্যারি ওকে ক্লাশরুমের মধ্যে প্রথম দেখতে পেলো। দরজায় কোনো তালা দেয়া ছিলো না। হারমিওন ক্লাশরুমে একাই টিচার ডেস্কে বসেছিলো। ওর মাথার ওপর একটা ছোট হলুদ রঙের পাখি চক্রাকারে উড়ছে। খুব সম্ভব পাখিটাকে মন্ত্রবলে ডেকে এনেছে। হ্যারি ওর স্পেলওয়ার্ক দেখে প্রশংসা না করে থাকতে পারলো না।

হ্যারিকে চোখে পড়তেই হারমিওন ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, হ্যালো হ্যারি... আমি একটু একা একা স্পেল প্র্যাকটিস করছিলাম।

সত্যি দারুণ করলে তো, এতো ভালো যে বলার ভাষা নেই, হ্যারি বললো।

হ্যারি জানে না অন্য কি কথা সে সময়ে বলবে। ওর মনে তখনো রনের সঙ্গে ওর মনোমালিন্য মিটিয়ে দেবার ভাবনা ভরে আছে। পার্টিতে বেশি রকম হৈ-চৈ দেখে হারমিওন হয়তো চলে এসেছে, থাকলে রনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেতে হ্যারি। ঠিক সেই সময় হারমিওন উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো, রনকে দেখলাম পার্টিতে বেশ সক্রিয়, দারুণ এনজয় করছে।

এনজয় করছে দেখলে? হ্যারি বললো।

ভান করবে না হ্যারি, এমনভাবে বললে যেনো তুমি কিছু দেখোনি, হারমিওন বললো। কোনো রকম রাখঢাক না করেই তো ও করছে।

ঠিক সেই সময় দরজাটা খুলে গেলো। রন লেভেন্ডরের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে ঢুকলো। দুজনেই হাসিতে উপচে পড়ছে।

ওহো তোমরা দুজনে এখানে? হ্যারি আর হারমিওনকে দেখে রন বললো। উফ! বলেই লেভেন্ডর খিলখিলিয়ে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ঘরের ভেতরটা তখন হঠাৎ নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হয়ে গেলো। হারমিওন রনের দিকে তাকিয়ে রইলো। রন কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকালো না, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইলো। বাহাদুরি মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, হায় হ্যারি... হলে তোমায় দেখতে পেয়ে ভাবছিলাম কোথায় লুকিয়ে আছে।

হারমিওন ডেস্ক থেকে সরে গেলো। ছোট ছোট পাখিগুলো তখনো ওর মাথার ওপর গোলাকার বৃত্ত করে উড়ছে, ওকে দেখে মনে হয় সৌরজগতের অদ্ভুত এক পালকের তৈরি মডেল।

রন, লেভেন্ডর বাইরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমার উচিত ওর কাছে যাওয়া, হারমিওন শান্ত কণ্ঠে বললো। ও হয়তো ভাবছে কোথায় লুকিয়ে আছো তুমি।

কথাটা বলে হারমিওন সতেজ ভঙ্গিতে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। হ্যারি রনের মুখের দিকে তাকালো। আসন্ন বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাবার স্বস্তির ছাপ ওর মুখে।

ঘরের দরোজার গোড়া থেকে এক তীক্ষ্ণস্বর ভেসে এলো ও পুগনো! হ্যারি ঘুরে দেখলে হারমিওন ওর লাঠি রনের দিকে প্রসারিত করেছে। ওর মুখের ভাব উন্মত্ত, ছোটো ছোটো পাখির দলগুলো সোনালী বুলেটের মতো ওর মাথার ওপর চক্রাকারে পৎ পৎ করে উড়ে চলেছে। সেই বুলেটগুলো রনকে আক্রমণ করছে। রন ভয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে রেখেছে। সেই পাখিগুলো এতে নিবৃত না হয়ে পায়ের নখ দিয়ে ওকে পলে পলে ঠকরে চলেছে।

গেরেমোফমে। হারমিওন তীক্ষ্ম স্বরে চিৎকার করে একটি শেষ প্রতিহিংসার দৃষ্টি দিয়ে দরোজাটা সশব্দে খুলে বেরিয়ে গেলো। হ্যারি যেনো শুনতে পেলো ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ!

দ্য আনব্রেকেবল ভাউ

ক্রিসমাসের সময়টা যতই এগিয়ে আসছে ঘরের সব জানালায় তুষার গড়িয়ে ন গড়িয়ে পড়ছে। হ্যাগ্রিড প্রতিবারের মতো একাই গ্রেট হলে বারোটা। ক্রিসমাস ট্রি রেখে গেছে। সিঁড়ির রেলিংয়ে ঘাস আর জাম রঙের ফুলের পেচানো মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে... করিডর বড় বড় মোমবাতিতে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট মেয়েরা তাদের হাতে মিসলটো ফুলের (চিরহরিত এক রকম গুল্ম) তোড়া নিয়ে ঘুরছে-ফিরছে। করিডর দিয়ে বিনা বাধায় হাঁটা দায়। হ্যারিকেও করিডরে হাঁটার সময় অসুবিধের সম্মুখীন হতে হলেও তার রাতের গোপনে যাতায়াতের অভ্যাসের কারণে গোপনীয় রাস্তাগুলি কোথায় হ্যারি তা জানে। সে কারণে তার যাতায়াতের অসুবিধা কম, প্রয়োজনে গোপন রাস্তা সে ব্যবহার করে। আসন্ন ক্রিসমাসের সাজ সাজ রব, সুসজ্জিত ঘর, হলঘর সকলের মনে চাঞ্চল্য এনে দিয়েছে।

আগে রন ছিলো অন্যরকম। ক্রিসমাসের সাজানো গোছানো কাজ কর্ম দেখে মুখ বাঁকাতো, আর যারা ওই গোছগাছ করে করে হন্যে হয়ে যেতো তাদের খালি টিটকারি দিয়ে যেতো। এইসব কিছু পছন্দ করা তো দুরের কথা খালি তুচ্ছতাচ্ছিল্য উপহাস করেই চলতো রন। এখন খুব বদলে গেছে ও। এখন ওর ভালো লাগে ক্রিসমাসের এই দৌড় ব্যস্ততা ছুট। রন এখন এইসব ভালোবাসে, এইসবে অংশ নেয়, আর মন ভরে হুল্লোড় করে। সকলের সঙ্গে মিলে হাসি আনন্দে কাটায় ক্রিসমাস। রনের এই রকম পরিবর্তন দেখতে পেয়ে হ্যারির খুবই ভালো লাগে। লেভেন্ডার ব্রাউনকেও খুব একটা

দেখা যায় না। রনকে চুম্বন করে সময় অপচয় করতে চায় না। হ্যারি ভাবতেই পারেনি যে আবার ওর দুই বন্ধুর মনোমালিন্য মিটে যাবে, কথাবার্তা হবে।

তখনো রনের মুখে হারমিওনের ছোট ছোট পাখির আক্রমণে আঁচড়ের দাগ মুছে যায়নি। ওর কথাবার্তায় সব সময় নিজেকে রক্ষার চেষ্টা ও উষ্মা।

ওর কোনো বলার মুখ নেই, রন হ্যারিকে বলে। ও ক্রামের সঙ্গে প্রেম করেনি, তো কেউ যদি আমার সঙ্গে প্রেম করে, আমাকে চুম্বন করে তাতে ওর রাগ করার কোনো কারণ নেই। আমাদের দেশটাতো স্বাধীন দেশ, কোনো খারাপ কাজ করছি বলে মনে হয় না।

হ্যারি রনের কথায় কান দেয় না। পরের দিন সকালে কুইন্টসেন্স অ্যা কোয়েস্ট চার্মসের পড়াশুনায় ব্যস্ততার ভান দেখায়। রন ও হারমিওন দুজনেই তার বন্ধু। তাই সে কারও পক্ষ নিতে চায় না। ওদের কথার মধ্যে না থেকে চুপ করে থাকে।

হ্যারি কুইন্টসেন্সের একটা পাতা ওল্টালো, ও জানে রন ওকে লক্ষ্য করে চলেছে। রন বিড়বিড় করে কিছু বলে চলেছে, হ্যারি তা শুনতে পাচ্ছে না, কাঠের আগুন জ্বলার জন্য কট কট শব্দ হচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে ক্রাম শব্দটা কানে আসছে।

হারমিওনের পড়াশুনোর চাপ এতো বেশি যে হ্যারি সম্বন্ধে রনও ওর সঙ্গে কথা বলতে পারে না। রন যদি কমনরুমে বসে থাকে তো সেখানে হারমিওন থাকে না। তো

হারমিওনের সঙ্গে দেখা করার একটি মাত্র জায়গা লাইব্রেরি। সেখানেও কথাবার্তা বলতে হয় ফিস ফিস করে।

আমার ওর ব্যাপারে নাক গলাবার কোনো কারণ দেখি না, ও যাকে ইচ্ছে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে পারে, হারমিওন বললো। সেই সময় মাদাম পিনসে পেছনে দাঁড়াতে ও বললো, আমি অবশ্য কিছু না মনে করে পারি না।

ও কুইলটা হাতে নিয়ে পার্চমেন্টে আমি শব্দটা এতো জোরে চেপে লিখলো যে পার্চমেন্টটা ফুটো হয়ে গেলো। হ্যারি চুপ করে রইলো। চুপ করে থাকতে থাকতে হ্যারির মনে হলো, ভবিষ্যতে ও বোধহয় আর কথা বলার ক্ষমতা পাবে না। হ্যারি মুখ নিচু করে অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং থেকে এভারলাস্টিং এলিজার সম্পর্কে নোট লিখতে শুরু করলো। মাঝে মাঝে প্রিন্সের কোড ওয়ার্ড উদ্ধারে ডি সাইফার করার জন্য মন দিয়ে পড়তে লাগলো– প্রিন্স লিবাটিয়স বোরেজেস লেখার কিছু নতুন সংযোজনা করেছে।

ও, একটা কথা বলার আছে। একটু পর হারমিওন বললো। তুমি কিন্তু সাবধানে থাকবে।

প্রায় পৌনে এক ঘন্টা মোটামুটি নীরব থাকার পর হ্যারি একটু জোরে বললো, শেষবারের মতো বলেছিলাম, আমি কিন্তু বইটা না পড়ে ছাড়বো না। আমি স্নেইপ, অথবা স্লাগহর্নের কাছ থেকে যা যা শিখেছি তার চেয়ে হাফ-ব্লাড়-প্রিন্সের এই বইটা পড়ে অনেক কিছু বেশি শিখতে পেরেছি।

আমি তোমার ওই মূর্খ তথাকথিত প্রিন্স সম্পর্কে কিছু বলছি না, হারমিওন হ্যারির হাতে ধরা বইটার দিকে বিরক্তিতে তাকিয়ে বললো। শোনো, কান দিয়ে শোনো, আমি একটু আগে মেয়েদের বাথরুমে গিয়েছিলাম, সেখানে রোমিলা আর কয়েকটা মেয়ে জটলা করছিলো। ওরা প্ল্যান করেছে তোমাকে কেমন করে লাভ পোশান খাওয়াবে। ওরা তোমার সঙ্গে স্লাগহর্নের পার্টিতে যাবে তারপর সুযোগ বুঝে ফ্রেড-জর্জের পোশান খাইয়ে দেবে, তুমি যদি সাবধান না থাকো তাহলে ওরা তোমাকে যেমন করেই হোক খাইয়ে দেবে কিন্তু।

তুমি ওদের ধরে ওগুলো বাজেয়াপ্ত করলে না কেন? হ্যারি জানতে চাইলো। হ্যারির মনে হলো হারমিওন শৃঙ্খলা ভঙ্গের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে গেছে। এমন একটা অবস্থায় দাঁড়িয়েছে সেখানে সব কিছু ওর কাছে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

বাথরুমে ওদের কাছে কি পোশান ছিলো যে বাজেয়াপ্ত করবো? হারমিওন অবজ্ঞার কণ্ঠে বললো। ওরা কেমন করে করবে সেই আলোচনা করছিলো। হারমিওন বইটার দিকে তাকিয়ে বললো, আমার মনে হয় তোমার হাফ-ব্লাড়-প্রিন্স নানা রকমের ডজনখানেক লাভ পোশানের কোনো প্রতিষেধক দিতে পারবে কি না। আমি ভাবছি তোমার সঙ্গে পার্টিতে কাউকে যেতে বলবো, তাহলে ওরা ভাববে তোমাকে লাভ পোশান খাইয়ে লাভ নেই। মনে থাকে যেন আগামীকাল রাত্রে, ওরা কিন্তু তোমাকে নাকাল করতে মরিয়া হয়ে আছে। যাকগে তুমি কিছু ড্রিঙ্ক করার সময় সজাগ থাকবে, কারণ রোমিলদা অত্যন্ত চালাক মেয়ে। হারমিওন আবার সাবধান করে দিল হ্যারিকে।

একটু চুপ থাকো তো, হ্যারি খুব আস্তে আস্তে বললো। বাইরে থেকে উইসলিদের উইজার্ড হুইজিস এখানে যাতে আসতে না পারে ফিলচ তার সব কড়া ব্যবস্থা করেছেন।

তোমার ফিলচের নিষেধের কথা বন্ধ করতো, কে ওর কথায় কান দিয়েছে বলতে পারো? কথাটা বলে হারমিওন নিজের কাটা দাগ দেওয়া লম্বা পার্চমেন্টটা দেখতে লাগলো।

আমি তো জানি প্রতিটি পেঁচা পর্যন্ত সার্চ করা হচ্ছে। তাহলে মেয়েগুলো লাভ পোশান স্কুলে আনবে কেমন করে?

ফ্রেড আর জর্জ খুব চালাক। পারফিউম আর কাসির ওষুধের বোতলে ভরে লাভ পোশান পাঠিয়েছে। এগুলো ওদের আউল অর্ডার সার্ভিসের একটি অংশ।

তুমি দেখছি অনেক খবর রাখো।

হারমিওন আবার অ্যাডভান্সড পোশান-মেকিংএর কপির দিকে অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে বললো, ওরা জিনি আর আমাকে বোতলগুলো দেখিয়েছে তাই। আমি কিন্তু কারো ড্রিংকসে কখনো পোশান মিশিয়ে দিই না। অথবা দেওয়ার ভানও কখনো করিনি। দুটোই অন্যায়।

তাহলে তুমি বলছো ফিলচকে সকলেই বোকা বানাচ্ছে! তাহলে মেয়েরা অন্য বোতলে বেআইনি জিনিসপত্র আনছে, ফিলচ ধরতে পারছে না। তাহলে ম্যালফয় স্কুলের ভেতর নেকলেসটা কেন আনতে পারবে না।

প্লিজ হ্যারি, ওই কথা আর মনে করিয়ে দিও না। তাহলে পথে এসো, কেন নয়! হ্যারি বললো।

বিষয়টা হলো, হারমিওন নিঃশ্বাস ফেলে বললো। জিনস, কার্স এবং লুকিয়ে রাখা চার্মস গোপন সেন্সর ধরতে পারে, পারে না? ডার্ক ম্যাজিক (কালো জাদ) এবং ডার্ক অবজেক্টসও। ধরতে বেশি সময় নেয় না। নেকলেসটার মত শক্তিশালী কার্স ধরতে খুব বেশি হলে তো এক সেকেন্ড সময় লাগবে। কিন্তু কিছু জিনিস যদি অন্য বোতলে পাঠায় তাহলে ধরা শক্ত, লাভ পোশানও হয়তো সেই রকম ভাবে পাঠিয়েছে। লাভ পোশান সে রকম কালো বা বিপজ্জনক নয় যে ধরা পড়বে।

তোমার পক্ষে বলা খুবই সহজ, রোমিলদার কথা ভাবতে ভাবতে হ্যারি বললো।

আমার মতে ফিলচ তো খুব ভালো জাদুকর নয়, অন্য বোতলে বা কাফ সিরাফের বোতলে ভরে পাঠালে ধরতে নাও পারে।

হারমিওন হঠাৎ চুপ করে গেলো, হ্যারিও হারমিওনের মতো শব্দটি শুনতে পেয়েছে। অন্ধকার বই এর তাক থেকে কেউ একজন ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছে, তারই পেছনে।

অযথা ভয় পেলো ওরা। অন্ধকারে মাদাম পিনসে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাদাম পিনসের ভোবড়া গাল, পার্চমেন্টের মতো শুকনো গায়ের চামড়া আর লম্বা বাঁকা নাক হাতে ল্যাম্পের আবছা আলো পড়ে ভূতুড়ে ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।

তোমরা এখনো এখানে কেন? লাইব্রেরি তো বন্ধ হয়ে গেছে। মাদাম পিনসে বললেন। তোমরা যে সমস্ত বই নিয়েছে ঠিক মতো ফেরত দেবে। আরে দুষ্টু ছেলে ওই বইটা নিয়ে তুমি কি করছো?

মাদাম পিনসে টেবিলে ঝুঁকে থাবা মেরে অ্যাডভান্সড পোশান মেকিংর কপিটা নিয়ে নিলে হ্যারি বললো এটা আমার বই, লাইব্রেরির নয়।

হাতিয়েছো! পিনসে ফাঁচ ফাঁচ করে বললেন। অপবিত্র! কলুষিত!

হ্যাঁ বইটাতে তাই লেখা আছে, হ্যারি বইটা মাদাম পিনসের হাত থেকে কেড়ে নিলো।

মাদাম পিনসের মুখ দেখে মনে হলো যেন একটা বই চোরকে ধরেছেন। হারমিওন যতো তাড়াতাড়ি পারে ওর জিনিসপত্র ব্যাগে ভরে নিয়ে হ্যারিকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল।

তোমাকে উনি লাইব্রেরিতে আসা বন্ধ করে দিতে পারেন যদি তুমি সাবধান না হও। শুনি কে তোমাকে ওই স্টুপিড বইটা লাইব্রেরিতে আনতে বলেছে?

মোটেই আমার কোনো দোষ নেই। উনিই তো পাগলের মতো চেঁচামেচি করছিলেন। তোমার কি মনে হয় মাদাম আমাদের ফিলচ সম্পর্কে আলোচনা শুনেছেন? আমি ভাল করেই জানি দুজনের মধ্যে কিছু চলছে।

ওহো... হাঃ হাঃ...। হারমিওন হেসে উঠলো।

ওরা করিডরে এসে দাঁড়ালো। করিডর ফাঁকা। ল্যাম্প জ্বালানো করিডর থেকে ওরা কমনরুমের দিকে গেল। ফিলচ আর পিনসের গোপন ভালোবাসা নিয়ে ওরা হাসাহাসি করতে লাগলো।

হ্যারি ফ্যাটলেডিকে বললো, বউব্রেস। ওটা ফেস্টিভ্যালের জন্য নতুন পাসওয়ার্ড।

তোমাকেও, ফ্যাট লেডি বললেন, ওদের ঘরে ঢোকার জন্য সরে গেলেন। পোট্রেট হোল দিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে তখন ওদের রোমিলদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

হায় হ্যারি! রোমিলদা বললো। জিল্লি ওয়াটার খাবে?

হারমিওন হ্যারির দিকে তাকালো। তাকানোটা আগেই সাবধান করে দিয়েছির মতো। কি বলেছি মনে নেই?

হ্যারি হেসে সঙ্গে সঙ্গে বললো, ধন্যবাদ! আমি ওই ড্রিঙ্কসটা তেমন পছন্দ করি না।

তাহলে, এইগুলো খাও আমার গ্রান্ডমা পাঠিয়েছে, রোমিলা গদগদ হয়ে এক বাক্স চকলেট কলড্রন হ্যারির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো।

অনেক ধন্যবাদ, হ্যারি বললো। ধন্যবাদ দেয়া ছাড়া হ্যারি আর কি বলবে। আমি এখন হারমিওনের সঙ্গে ভেতরে যাচ্ছি।

হ্যারি কথাটা শেষ করেই হারমিওনের সঙ্গে ভেতরে গেল।

কি তোমায় আগেই বলেছিলাম না? মেয়েদের মধ্যে কাউকে তুমি ডাকো, যাকেই ডাকবে তাকে তোমার কাছে রেখে চলে যাবে।

কথাটা শেষ হতেই হারমিওনের মুখটা অন্ধকারে ছেয়ে গেল। তখনই চোখে পড়েছে রন আর লেভেন্ডরকে। ওরা দুজনে একই চেয়ারে গাদাগাদি করে বসে রয়েছে।

আচ্ছা চলি হ্যারি–গুডনাইট। তখন সবে মাত্র সন্ধে সাড়ে সাতটা। হারমিওন আর একটি কথা না বলে মেয়েদের ডরমেটরির দিকে চলে গেল।

হ্যারি আর সময় নষ্ট না করে নিজের ঘরে শুতে চলে গেল। রন ও হারমিওনের ব্যাপারটা ওর ভালো লাগছে না। যাকগে আর মাত্র দুটো দিন আছে, তারপরই দ্য

ব্যারোতে চলে যাবো। আগামীকাল একটা ক্লাস তারপর স্লাগহর্নের পার্টি! ছুটি শুরু হবার আগে রন আর হারমিওনের মিটমাট সম্ভব বলে মনে হলো না। কিন্তু ওর মনে হলো ছুটি হয়ে এক রকম ভালই হচ্ছে। কিছুদিন দেখা সাক্ষাৎ না হলে আবার সখ্যতা গড়ে উঠবে। এখন চুপচাপ থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু হ্যারির সবই ভুল ধারণা। পরের দিন ট্রান্সফিগারেশন লেসনে ওদের ভুরুর রং বদলানোর ব্যাপারে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। রন প্রথম প্রয়াসে ব্যর্থ হতেই হারমিওন হাসতে শুরু করলো। হাসিটা অনেকটা হেয় করার মতো। হ্যারি ভুরুর রঙের বদলে বিরাট একটা পাকানো গোঁফ করতে পারলো। হারমিওন পারলো না। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল অসন্তুষ্ট হলেন। হারমিওনের দুচোখ জলে ভরে গেল। তার ওপর লেভেন্ডার আর পার্বতীর টিটকিরি! ও একরকম কাঁদতে কাঁদতে ক্লাশরুম ছেড়ে চলে গেল, এমনকি জিনিসপত্রও নিলো না। হ্যারির মনে হলো হারমিওনের সবচেয়ে প্রয়োজন ওকে, তাই হারমিওনের সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ওর পেছনে পেছনে চললো।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর হ্যারি ওকে মেয়েদের বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলো। ওর সঙ্গে ছিলো লুনা লাভগুড। মনে হলো লাভগুড ওর পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

হ্যারিকে দেখে লুনা বললো, হ্যালো হ্যারি, তুমি কি জানো তোমার এক চোখের ভুরু উজ্জ্বল হলুদ?

হ্যারি বললো, হাই লুনা, হারমিওন তুমি তোমার বই খাতা সব ক্লাসরুমে ফেলে এসেছে। হ্যারি ওর বইগুলো এগিয়ে দিলো।

ও হা হা, ভুলে গিয়েছিলাম, হারমিওন বাস্প রুদ্ধ কণ্ঠে বললো। ওর চোখের জল হ্যারি যাতে দেখতে না পায়, তাই মুখটা ঘুরিয়ে নিলো। পেনসিলের বাক্স দিয়ে চোখ দুটো ও মুছলো। ধন্যবাদ হ্যারি, যাই, আমার একটু কাজ আছে।

হারমিওন হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। ওকে যে সান্ত্বনা দেবে তারও সুযোগ পেল না হ্যারি। কিন্তু কি করে সান্ত্বনা দেবে ও জানে না।

মনে হয় ও খুব আপসেট, লুনা বললো। বাথরুমে ঢুকে কান্না শুনে ভেবে ছিলাম মোনিং মার্টল; পড়ে দেখলাম মোনিং মার্টল নয় হারমিওন। ও রন উইসলি সম্পর্কে কিছু বললো।

হ্যাঁ, ওদের মধ্যে মনোমালিন্য চলছে।

রন মাঝে মাঝে হাস্যকর কথা বলে, তাই না? লুনা বললো। ওরা আবার করিডরের দিকে চললো। রন মায়ামমতাহীন, এর আগেও আমি লক্ষ্য করেছি।

আমারও তাই মনে হয়, হ্যারি বললো। লুনা মাঝে মাঝে অপ্রিয় সত্য বলে ফেলে। ওর মতো অদ্ভুত চরিত্রের মেয়ে হ্যারি খুবই কম দেখেছে। প্রসঙ্গ পাল্টে হ্যারি বললো, তো তোমার এই টার্মটা ভালই হয়েছে কি বলো?

হ্যাঁ মোটামুটি ভালই হয়েছে, লুনা বললো। ডিএ নেই, তাই একটু একা একা লাগছে। জিনি খুব ভালো মেয়ে সেদিন ট্রান্সফিগারেশন লেসনে দুটো ছেলে লুনী লুনী বলে আমার পেছনে লেগেছিলো, ও ওদের ধমকে ঠান্ডা করে দিয়েছে।

তুমি আমার সঙ্গে আজ রাতে স্লাগহর্নের পার্টিতে যাবে?

হ্যারি প্রস্তাবটা অজান্তে করে ফেললো। নিজের গলার স্বর নিজেই চিনতে পারলো না মনে হলো। লুনা ওর স্ফীত চোখ দুটি দিয়ে হ্যারির দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালো।

স্লাগহর্নের পার্টি? তোমার সঙ্গে?

হ্যাঁ তাইতো বললাম। আমরা আমাদের গেস্ট সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি, তাই আমি ভাবলাম তুমি যদি যাও। হ্যারি ওর বক্তব্য পরিষ্কারভাবেই বললো। আমি বলছি বন্ধুর মতো, তবে তুমি যদি না যেতে চাও...।

না না, আমি তোমার সঙ্গে তোমার বন্ধু হিসেবেই পার্টিতে যাবোয় লুনা বললো। হ্যারি এর আগে লুনাকে এতো উচ্ছ্বসিত দেখেনি। বিশ্বাস করো আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে বন্ধু

হিসেবে কোনো পার্টিতে যেতে বলেনি! এই জন্যই কি তুমি তোমার ভুরু ডাই করেছো? আমি কি তোমার মতো করবো?

মোটেই না, হ্যারি দৃঢ় স্বরে বললো। ভুলবশত হয়ে গেছে। আমি হারমিওনকে আমার ভুরু ঠিক করে দিতে বলব। তাহলে কথা রইলো তোমার সঙ্গে আটটার সময় এনট্রেন্স হলে দেখা হবে।

আহা-হা! কে যেন ওদের মাথার ওপর থেকে বললো। জনেই লাফিয়ে উঠলো। ওরা পিভসের তল দিয়ে চলেছে খেয়াল করেনি। পিভস একটা ঝাড়ু লণ্ঠন এক হাতে ধরে মাথা নিচু করে দুলছিল। মুখের হাসিটাও অশুভ বিদ্বেষপরায়ণ!

পট্টি বলে লুনি তুমি যাবে পার্টিতে?
পট্টি লুনিকে ভালোবেসে ফেলেছে।
পট্টি ভা... লো... বে... সে... ফে... লে... ছে
লু... উ... উ... উ.. নি কে!

তারপর ও বোঁ বোঁ শব্দ করে উড়ে গেলো, পট্টি লুনিকে ভালোবাসে।

ব্যাপারটা গোপন রাখাই ভালো, হ্যারি বললো। তাহলেও যতোই গোপন রাখার চেষ্টা করুক না কেন, স্লাগহর্নের পার্টিতে স্কুলের সকলেই জেনে যাবে হ্যারি লুনার সঙ্গে কথা বলছে।

তুমি তো অন্য কাউকে সঙ্গে নিতে পারতে! রনের ভাল লাগেনি তাই হ্যারিকে বললো, তুমি লুনা লাভগুডকে নেবে কেন ডিনার পার্টিতে?

জিনি সেখান দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছিল। কথাটা কানে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে রনকে বললো, শোনো ওকে হেয় করবে না। সত্যি বলছি তুমি ওকে নিয়ে যাচ্ছো শুনে আমার খুব ভাল লাগছে, হ্যারি, ও খুব আনন্দে উত্তেজিত হয়ে আছে।

তারপর, কথাটা বলে ডিনের টেবিলের সামনে চলে গেল ওর সঙ্গে বসার জন্য। লুনার সঙ্গে পার্টিতে হ্যারি কথা বলছে দেখে জিনির খুব ভালো লাগলো। একটা লম্বা টেবিলের শেষ প্রান্তে হারমিওন একা বসে রয়েছে। ওর সামনে রয়েছে একটা স্টু-এর বাটি, একটা স্টিক দিয়ে স্টুটা ঘোলাচ্ছে। হ্যারি দেখলো রন হারমিওনের দিকে আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে।

এতো রাগ কিসের তোমার? একবার আমি দুঃখিত বললেই তো সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়ে যায়। হ্যারি রনকে বললো।

আবার ক্যানারি পাখির আঁচড়-কামড় খেতে হবে? রন বললো। ও তোমায় ব্যঙ্গ করেছে? হ্যাঁ ও আমার গোঁফ দেখে হেসেছে! আমিও তো হেসেছি।

রন হ্যারির কথাটা শুনেছে বলে মনে হলো না; ল্যাভেন্ডার পার্বতাঁকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। হ্যারি আর রনের মধ্যে সামান্য ফাঁকা জায়গা, ল্যাভেন্ডর সেখানে চাপাচাপি করে বসে রনের গলা জড়িয়ে ধরলো।

হায় হ্যারি, পার্বতী বললো, ওর দুই বন্ধু ল্যাভেন্ডার ও রনের আচরণে অস্বস্তী ও বিরক্তিবোধ করছে বলে মনে হলো।

হায়, হ্যারি বললো। কেমন আছো? তুমি এখনো হোগার্টসে আছো? শুনেছিলাম তোমার বাবা-মা তোমায় স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।

পার্বতী বললো, অনেক বলে-কয়ে আপাতত বন্ধ রেখেছি। কেটির ঘটনার পর ওরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, তবে এরপর আর কিছু ঘটেনি দেখে আপাতত চুপ আছেন। আরে হারমিওন তুমি? ওখানে একা একা বসে আছো কেন?

পার্বতীর মুখ দেখে হ্যারি, বুঝতে পারলো ট্রান্সফিগারেশনে হারমিওনকে দেখে ও নিজেকে অপরাধী মনে করছে। পার্বতীর মুখে হাসি দেখে হারমিওনও হাসলো। পার্বতীর চেয়েও বেশি। মেয়েরা মাঝে মাঝে খুবই অদ্ভুত হয়ে যায়।

হায় পার্বতী, রন আর ল্যাভেন্ডারকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে হারমিওন বললো। তুমি আজ স্লাগহর্নের পার্টিতে আসছো তো?

নিমন্ত্রণ পাইনি, পার্বতী, হতাশ কণ্ঠে বললো। অনেকে যাচ্ছে শুনে আমার যেতে খুব ইচ্ছে ছিলো; কিন্তু ডাকেনি, কেমন করে যাই। তুমি নিশ্চয়ই যাবে?

হ্যাঁ যাবো। করম্যাক আটটার সময় আসবে বলেছে, ওর সঙ্গে যাবো।

করম্যাক? পাবতী বললো। করম্যাক মানে তুমি করম্যাক ম্যাকলেগেনের কথা বলছো?

ঠিক ধরেছো, হারমিওন অতি মিষ্টি স্বরে বললো। সেই ছেলেটা যে একবার গ্রিফিন্ডরের কীপার হয়েছিলো।

তুমি ওর সঙ্গে যাচ্ছো তাহলে? পার্বতী বড়ো বড়ো চোখ করে একটু যেন অবাক হয়ে বললো।

হা তুমি, ও তুমি জানতে না? হারমিওন অদ্ভুতভাবে হেসে হেসে বললো। ওর সেই হাসি খুবই অপরিচিত।

না! পার্বতী বললো। তুমি দেখছি কিডি প্লেয়ারদের খুব পছন্দ করো। আগে ছিলো ক্রাম, আর এখন ম্যাকলেগেন।

সেইরকম ভাবেই হাসতে হাসতে হারমিওন বললো, ও তুমি জানো না আমি সত্যি সত্যি ভাল কিডিচ প্লেয়ারদের পছন্দ করি। এবার আমাকে উঠতে হয়, পার্টির জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

ও চলে গেল। তারপরই পার্বতী আর ল্যাভেন্ডার নতুন এক খবরে চঞ্চল হয়ে উঠলো। ম্যাকলেগেন সম্পর্কে ওরা কিছুই শোনেনি, হারমিওনের এই বিষয়টি তারা আন্দাজও করতে পারেনি। রন ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, মুখ থেকে একটি শব্দও বের হলো না। হ্যারি চুপচাপ ভাবতে লাগলো মেয়েরা প্রতিশোধ নিতে জলের কতোটা গভীরে নামতে পারে।

ঠিক রাত আটটার সময় হ্যারি এনট্রেন্স হলে গিয়ে দেখলো হলে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। সকলেই কারণে অকারণে হাসছে হৈচৈ করছে। লুনার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু হয়ে গেল গা টেপাটিপি, হাসাহাসি। লুনা পরেছে রূপালি চুমকি লাগানো রোবস। রোবসের চাকচিক্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ওকে বেশ ভালোও দেখাচ্ছে। হ্যারিও খুশি হলো ওর পোশাক দেখে। শেষ পর্যন্ত ও লালচে রঙ-এর ইয়াররিংস পরেনি, বাটারবিয়র কর্কের (ছিপি) নেকলেস আর ওর স্পেকট্রেসপেকস।

হ্যারি লুনাকে বললো, তাহলে চলা যাক কি বলে?

লুনা আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললো, পার্টি কোথায় হচ্ছে?

স্লাগহর্নের অফিসে, হ্যারি বললো। তারপর সকলের চোরা চাহনি আর হৈ চৈ উপেক্ষা করে। ওর হাত ধরে মার্বল পাথরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল, তুমি কি শুনেছো একজন রক্তচোষা আসছে? রুফাস স্ক্রিমগৌর? লুনা প্রশ্ন করলো। মানে, মানে তুমি বলছো ম্যাজিক মন্ত্রী?

হ্যাঁ, উনি একজন রক্তচোষা, লুনা সাদাসিধেভাবে বললো। কর্নেলিয়স ফাজের বদলে স্ক্রিমগৌর ম্যাজিক মন্ত্রী হলে আমার বাবা ওই সম্পর্কে তার পত্রিকায় বড় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু উনি সেই প্রবন্ধটা যাতে ছাপা না হয় তার জন্য একজনকে পাঠিয়ে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, মিনিস্ট্রি সত্য কথাটা প্রকাশ করতে চায়নি।

হ্যারি অবশ্য লুনার মন্তব্য ফ্রিমগৌর একজন রক্তচোষা বিশ্বাস করতে চাইলো না। কিন্তু লুনা এমনভাবে ওর বাবার লেখা প্রবন্ধের ব্যাপারটা বারবার বলতে লাগলো, যেন যা বলছে তা কোনো ভাবেই মিথ্যে নয়। কথা বলতে বলতে ওরা স্লাগহর্নের অফিসে পৌঁছে গেছে। বাইরে থেকে ওরা পার্টির হাসি-গান যন্ত্রসঙ্গীত উচ্চস্বরে আলোচনা শুনতে পেল। তাই ওদের আলোচনা আর এগোয়নি। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ওরা স্লাগহর্নের অফিসে ঢুকলো।

ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে না সত্যসত্যই স্লাগহর্নের অফিস ঘরটা অন্যান্য টিচারদের অফিস ঘরের চেয়ে অনেক বড় সেটা হ্যারি দেখে বুঝতে পারলো না। সবুজ, লাল আর সোনালী বাতি দিয়ে ঘরের সিলিং আর দেওয়াল অপূর্ব করে সাজানো হয়েছে। দেখে মনে হয় একটা বিরাট টেন্টের তলায় তারা জমায়েত হয়েছে। ঘরে প্রচুর লোক তিল ধারণের

স্থান নেই। চতুর্দিক লাল আলোতে উদ্ভাসিত। লাল আলোটা আসছে ঘরের মাঝখানে সিলিং থেকে। ঘরের এক কোণে একজন দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে গান গাইছে। গানের সুরের সঙ্গে বেজে চলেছে মেন্ডোলিন। বয়স্ক লোকেরা পাইপ খাচ্ছেন তারই ধোয়াতে বেশ খানিকটা জায়গা ধুমায়িত। সেখানে কিছু বৃদ্ধ জাদুকর নিজেদের মধ্যে গভীর আলোচনায় মগ্ন। তাছাড়া অনেক গৃহ ডাইনি নিঃশব্দে তাদের কাজ করে চলেছে। ওদের হাতে রূপোর ট্রে। ট্রেতে নানা রকমের খাবার। দূর থেকে মনে হয় কিছু চলমান ছোটো ছোটো টেবিল।

লুনা আর হ্যারি দরজা খুলে দাঁড়াতেই স্লাগহর্ন ওদের দেখে দ্রুত ছুটে এসে বললেন, হ্যারি, আমার দুষ্টু ছেলে, এসো এসো ভেতরে এসো, অনেক লোকজনেরা এসেছেন তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই।

স্লাগহর্নের মাথায় ভেলভেটের ফিতে দিয়ে বাধা হ্যাট, তার সঙ্গে মিলিয়ে স্মোকিং জ্যাকেট পরেছেন। হ্যারির হাতটা স্লাগহর্ন এতো শক্ত করে ধরে থাকলেন যেন ওকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবেন। স্লাগহর্ন ওর হাত চেপে ধরে পার্টির মধ্যে নিয়ে গেলেন। হ্যারি লুনার হাত ধরেই পার্টির ভেতরে ঢুকলো।

হ্যারি তোমার সঙ্গে এলড্রেড ওরপলের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমার এক ছাত্র ব্লাড বাদার্স মাই লাইফ এমংস্ট দ্যা ভ্যাম্পায়ার্সএর লেখক, এবং সঙ্গে রয়েছেন ওর বন্ধু স্যাংগুইনি।

ওরপল ছোটো খাটো চশমাবিহীন মানুষ। হ্যারির হাতটা চেপে ধরে প্রবলভাবে নাড়া দিলেন। পাশেই ভ্যাম্পায়ার (রক্তচোষা) স্যাংগুইনি। লম্বা চোখের নিচে কালো ছায়া বা দাগ, খুবই খুশির সঙ্গে মাথা ঝাঁকালেন। মনে হয় পার্টি ওর তেমন ভাল লাগছে না। এক ঝাঁক মেয়ে ওর খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওদের চোখে কৌতূহল এবং সবাই উত্তেজিত।

হ্যারি পটার তোমায় দেখে আমার খুব ভাল লাগল, ওরপল বললেন। চোখ কুঁচকে হ্যারির দিকে তাকালেন। এই সেদিন প্রফেসর স্লাগহর্নকে বলছিলাম, হ্যারি পটারের আত্মজীবনী লেখা দরকার। যে বইটির জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

হ্যারি পটার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, সত্যি?

হোরেস যেমনটি বলেছিলেন তুমি সেরকমই! ওরপল বললেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ওর কথার ঢং বদলে গেল। সহসা পেশাদার সুলভ ভঙ্গিতে বললেন, আমি তোমার আত্মজীবনী লিখতে পারলে সত্যই আনন্দিত হবো, লোকেরা তোমার অতীত, বর্তমান জানার জন্য ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। তুমি যদি আমাকে কয়েকটি সাক্ষাৎকার দাও, ধরো সব মিলিয়ে চার-পাঁচ ঘণ্টা তাহলে মনে হয় এক মাসের মধ্যে বইটা শেষ করতে পারবো। মনে হয় তার জন্য তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। স্যাংগুইনিকে তুমি জিজ্ঞেস করো, যা বললাম সম্ভব কি না, এই স্যাংগুইনি কোথায় চললে, এখানে দাঁড়াও। হঠাৎ ওরপল কঠিন হয়ে গেলেন। ভ্যাম্পায়ার মেয়েদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, চোখে ক্ষুধার্তের ছাপ।

এই নাও একটা পেস্ট্রি খাও, ওরপল গৃহডাইনির হাত ধরা প্লেট থেকে একটা পেস্ট্রি নিয়ে বললেন। পেস্ট্রিটা স্যাংগুইনির হাতে দিয়ে হ্যারির দিকে তাকালেন।

প্রিয় হ্যারি তুমি যে সোনা ফলাতে পারো সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাও। নেই।

হ্যারি সংযত হয়ে দৃঢ়স্বরে বললো, আমার কোনো ইচ্ছে নেই। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গ দিতে হবে, দুঃখিত। বলেই হ্যারি হাঁটতে শুরু করলো।

হ্যারি লুনার হাত ধরে ভিড়ের ভেতরে চললো। ও এইমাত্র একজনকে দেখেছে যার আছে বাদামী চুল, দেখতে অনেকটা ওইর্ডের দুই বোনের মতো।

হারমিওন। হারমিওন! হ্যারি, হ্যারি তুমি কোথায়? এই তো আমি এখানে, কি হয়েছে তোমার?

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! হায় লুনা!

কি হয়েছে তোমার হারমিওন? হ্যারি হারমিওনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো। হারমিওনের বিপর্যস্ত চেহারা, যেন ও এই মাত্র কোনো শয়তানের ঘন কোঠর থেকে প্রবল লড়াই করে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওহো, আমি কোনো রকমে পালিয়ে এসেছি, আমি মানে করম্যাককে এই মাত্র ছেড়ে এসেছি, ও বললো। মিসলটোর (চির হরিৎ পরাশ্রয়ী গুল্ম) ভেতরে। হারমিওন যেন হ্যারিকে কৈফিয়ৎ দিতে চায়, হ্যারি ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে।

হয়েছে তো আমার সঙ্গে না আসার ফল, হ্যারি ওকে কঠিন স্বরে বললো। আমি ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে গেলে রন হিংসে করবে, হারমিওন কোনো চিন্তা করে বললো। আমি জ্যাকেরিয়া স্মিথ সম্পর্কে তর্ক করছিলাম, আমি কিন্তু অন্যরকম ভেবেছিলাম ওকে।

ওরা তিনজনে ঘরের অন্য এক পাশে চলে গেল। গ্রপের সঙ্গে দেখা করতে যেতে যেতে মাঠের গর্ত, গুলের ঝাড়ু ইত্যাদি লাফিয়ে লাফিয়ে চলল। হারমিওন বললো, করম্যাক ম্যাকলেগেন গ্রুপকে অনেকটা সভ্যভব্য করেছে। সেই কারণেই পার্টিতে আমি করম্যাকের সঙ্গে আসতে চেয়েছিলাম। ওদের যেতে যেতে একটুও খেয়াল ছিলো না যে প্রফেসর ট্রিলনি নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

হ্যালো, লুনা খুবই ভদ্র ও নরম সুরে বললো।

ট্রিলনি লুনাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন না, আন্দাজ করে বললেন, শুভ সন্ধ্যা। তারপর বললেন, আমি তোমাকে অনেকদিন হয়ে গেল আমার ক্লাসে দেখতে পাই না।

ফিরেঞ্জের সঙ্গে আমার কাজ চলছে এই বছর, তাই। লুনা বললো।

ও হা হা, তাইতো বটে, ট্রিলনি একটু রাগত স্বরে চাপা হাসিতে বললেন।

লুনা চুপ করে রইলো। ট্রিলনি মদ্যপান করে বেসামাল। অনেক আজেবাজে কথা বলতে শুরু করলেন, এমন কি হ্যারিকেও চিনতে পারলেন না। হ্যারি হারমিওনের কাছে এসে বললো, যাক একটা সোজা প্রশ্ন করি, তুমি কি রনকে বলতে পারবে কীপার নির্বাচনের সময় তুমি বাধা সৃষ্টি করেছিলে?

কথাটা শুনে হারমিওন ভুরু কুঁচকালো।

তুমিও কি মনে করো ওই রকমভাবে আমি নিজেকে ছোটো করবো? হ্যারি হারমিওনের মুখের দিকে তাকালো।

হারমিওন তুমি ম্যাকলেগেনকে জিজ্ঞেস করতে পারো।

শোনো হ্যারি তোমার টিমে কে কীপার হবে বা না হবে তা নিয়ে রনকে কিছু বলার আমার কোনো ইচ্ছে কখনো ছিলো না।

খুব ভালো, হ্যারি জোর দিয়ে বললো। তাহলে আবার ওর মাথা বিগড়ে যাবে, পরের ম্যাচে আমরা হেরে যাবো। ওদের কথা বেশি এগোলো না। হ্যারির দিকে ট্রিলনির চোখ পড়ে গেল।

হ্যারি পটার! ট্রিলনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন। যেন প্রথম বারের মতো সতর্ক করে দেয়া।

ওহ হ্যালো; হ্যারি দায়সারা গোছে বললো।

শোনো, আমার প্রিয় ছেলে। খুবই চাপা গলায় বললেন। গুজব!... নানা গল্প!... দ্যা চুজেন ওয়ান! আমি তোমাকে অনেকদিন থেকে দেখে আসছি। হ্যারি, অশুভের পূর্বাভাস..., কিন্তু তুমি কেন ডিভিনেসনে আসো না? অন্যদের কথা বাদ দাও, তোমার জন্য সাবজেক্টটা খুবই জরুরি।

আহ্ সিবিল, আমরা প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারটা সব সময় বেশি জরুরি মনে করি, ওদের কানে কথাটা গুরুগম্ভীরভাবে ভেসে এলো। পর মুহূর্তে ওরা দেখলো স্লাগহর্ন, ট্রিলনির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। স্লাগহর্নের মুখটা লাল, মাথার ভেলভেট হ্যাটটা স্থানচ্যুত। ওর এক হাতে এক গ্লাস ড্রিংকস, অন্য হাতে গাদাগুচ্ছের পাই। কিন্তু আমি ওকে পোশান ক্লাসে কখনো এতো বেশি স্বাভাবিক দেখিনি। স্লাগহর্ন বললেন।

আমি ওর মাকে পড়িয়েছি, মায়ের মতোই ও সহজ প্রবৃত্তিজাত! ওই রকম শক্তিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী আমি আমার শিক্ষক জীবনে খুবই কম দেখেছি। আমি তোমাকে বলতে পারি সিবিল, এমনকি সেভেরাস পর্যন্ত।

হ্যারি আঁতকে উঠলো যখন স্লাগহর্ন একটা হাত শূন্যে প্রসারিত করে খুব সম্ভব শূন্য থেকে ওদের মাঝে ধরে আনতে উদ্যত হলেন।

বিপদের সময় এড়িয়ে যাওয়া বন্ধ করো, সেভেরাস এখনি এসে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দাও, স্লাগহর্ন হেঁচকি তুলতে তুলতে যেন মজা করে বললেন। আমি এইমাত্র হ্যারির পোশান বানানোর অসামান্য ক্ষমতা সম্পর্কে কথা বলছিলাম। অবশ্য তাতে তোমার কিছুটা অবদান আছে, তুমি তো ওকে পাঁচটা বছর পড়িয়েছে!

স্নেইপকে স্লাগহর্ন ওর কাঁধে হাত দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন। স্নেইপ এক রকম যতা কলের মধ্যে পড়েছেন। উপায় নেই, হাত ছাড়িয়ে যেতে পারছেন না। স্নেইপের বাঁকা নাক আরো বেঁকে গেলো, কালো দুই চোখ ছোটো ছোটো করে হ্যারিকে দেখতে লাগলেন। দেখলেই বোঝা যায় হ্যারি তার খুবই অপছন্দের কিন্তু স্লাগহর্নের সামনে প্রকাশ করতে পারছেন না।

আশ্চর্য! আমার তো মনে হয় পটারকে আমি কোনো কিছু শেখাইনি। তাই? তাহলে তো বলতে হবে, সব কিছুই ওর জন্মগত যোগ্যতা। স্লাগহর্ন উচ্চস্বরে বললেন।

তুমি জানো ও প্রথম লেসনে কি বানিয়েছিল, ড্রাক্ট অফ লিভিং ডেথ বুঝলে। আজ পর্যন্ত আমার কোনো ছাত্র প্রথম চেষ্টায় এতো সূক্ষ্মভাবে বানাতে পারেনি। আমার তো মনে হয় তুমিও পারোনি সেভেরাস।

তাই? কোনো তাপ উত্তাপ না দেখিয়ে স্নেইপ বললেন। ওর চোখ তখনো কিন্তু হ্যারির ওপর। হ্যারির খুবই অশান্তি লাগে। স্লাগহর্ন যেন আশা করছেন স্নেইপ এই নতুন ছেলেটির পোশান তৈরির দক্ষতার ব্যাপারে কিছু অনুসন্ধান করেন।

হ্যারি, আমাকে একবার তুমি বলেছিলে; কিন্তু আমার মনে আসছে না, আর কি কি সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করছো বলতো?

ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্ট (কালো জাদুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ), চার্মস (জাদুমন্ত্র), ট্রান্সফিগারেসন (চেহারার পরিবর্তন), হারাবোলজি।

ওই সব তো সংক্ষেপে বলা যায় অররদের যা প্রয়োজন হয়, স্নেইপ ঘোৎ ঘোৎ করে বললেন।

হ্যারি একগুয়ের মতো বললো, তাইতো হতে চাই আমি। তুমি একদিন খুব নামী দামী লোক হবে, স্লাগহর্ন ঝড়ের বেগে বললেন।

আমি কিন্তু মোটেই চাই না তুমি অরর হও, হ্যারি। লুনা হঠাৎ ওদের কথার মধ্যে বলে ফেললো। সকলেই ওর দিকে তাকালো। ওদের কাজই চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র করা, আমার মনে হয় আপনারা সবাই জানেন। ওরা মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকের ভেতরে আছে আবার বাইরেও আছে। মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিককে ফেলে দিতে ওরা ডার্ক ম্যাজিক আর গাম ডিজিজ মিশিয়ে কাজ করে।

হ্যারি ওর খাবার প্লেট হাতে নিয়ে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে ওর চোখে পড়লো আরগাস ফিলচ, ম্যালয়ের কান ধরে নিয়ে আসছে।

প্রফেসর স্লাগহর্ন, ফিলচ উত্তেজিত হয়ে বললো। একজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে সেই আনন্দে ওর সারা শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। আমি এই ছেলেটাকে ওপরের সিঁড়ির করিডরে দেখলাম উঁকিঝুঁকি মারছে। জিজ্ঞেস করতে এই ছেলেটা বললো, ও নাকি আপনার পার্টিতে আসার নেমন্তন্ন পেয়েছিল, আসতে একটু দেরি হওয়াতে ঘরে ঢুকবে কি না ভাবছিল। আপনি কি নেমন্তন্ন করেছিলেন প্রফেসর?

ম্যালফয় সজোরে ফিলচের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। মুখ দেখে মনে হয় অসম্ভব রেগে গেছে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমাকে ডাকা হয়নি, আমি ফটক ডিঙ্গিয়ে প্রবেশ করেছিলাম, খুশি তো?

না, আমি একটুও খুশি নই, ফিলচ বললো, চোখে মুখে বিরক্তি মেশান হাসি। ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে, তোমায় কি হেডমাস্টার বলেননি, রাত্রে ঘুরেফিরে।

বেড়ানো নিষিদ্ধ? তোমার কি অনুমতি আছে?

যাকগে, সব ঠিক আছে আরগাস, ঠিক আছে, স্লাগহর্ন হাত দোলাতে দোলাতে বললেন। এখন ক্রিসমাস পার্টিতে আসা অপরাধ নয়। তোমার শাস্তির কথা ভুলে যাও, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারো ড্রেকো।

ফিলচের চোখে মুখে হতাশা ও দারুণ রাগের অভিব্যক্তি প্রকাশ যার সহজেই বোধগম্য। কিন্তু কেন, হ্যারির ওর দিকে তাকিয়ে মনে হলো, তাহলে কী ম্যালফয়ের ওপর ওর মতো ফিলচও অখুশি? স্নেইপ ও ম্যালফয় দুজনে দুজনকার মুখের দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কেন, এ তো স্বাভাবিক নয়? তাহলে কি ভীত?

হ্যারি চোখের সামনে যা দেখছে সেটা মনে গাঁথবার আগেই ফিলচ আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল। ম্যালয়ের মুখে হাসি, অবশ্যই স্লাগহর্নকে তার ঔদার্যের জন্য হাসিটা, স্নেইপের চোখ মুখের ভাব আবার অবর্ণনীয় হয়ে গেল।

ম্যালফয়ের ধন্যবাদ জানানোর প্রত্যুত্তরে স্লাগহর্ন হাত দোলাতে দোলাতে বললেন, আরে এটা কোনো ব্যাপারই নয়, আমি তোমার গ্র্যান্ডফাদারকে যথেষ্ট জানি, কারণ...।

ম্যালফয়, স্লাগহর্নের কথা শেষ হবার আগেই বললো, উনি সব সময় আপনার কথা বলতেন স্যার, তিনি বলছেন আপনার মতো এতো ভালো পোশান বানাতে আর কাউকে দেখেননি।

হ্যারি ম্যালফয়ের দিকে তাকালো। কোনো ঔৎসুক বা কৌতূহল টেনে বার করার জন্য নয়। আসলে স্নেইপের দৃষ্টি ম্যালয়ের দিকে সামান্য সময় নয় অনেকটা সময় ধরে। হ্যারি অনেক দিন ম্যালফয়কে সামনে থেকে খুঁটিয়ে দেখেনি। এখন দেখলো ম্যালফয়ের দুচোখের তলায় গভীর কালো ছায়া, গায়ের চামড়া ঈষৎ ধূসর বর্ণ হয়ে গেছে।

হঠাৎ স্নেইপ মৌনতা ভঙ্গ করে বললেন, ড্রেকো তোমার সঙ্গে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন আমার।

ওহো, না না সেভেরাস ওসব কথা এখানে নয়, স্লাগহর্ন আবার হেঁচকি তুলতে তুলতে বললেন। এখন ক্রিসমাস, কঠোরতা বিসর্জন দাও।

আমি ওর হেড অফ হাউজ, তাই আমিই ঠিক করবো কতোটা কঠোর হবো অথবা অন্যকিছু, স্নেইপ চাঁচাছোলা কণ্ঠে বললেন। এসো আমার সঙ্গে ড্রেকো।

স্নেইপের সঙ্গে ম্যালফয় চলে গেল। ম্যালয়কে খুবই ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছে। হ্যারি সেখানে অস্থির মনে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর বললো, লুনা, আমি বাথরুম থেকে এখনি আসছি।

লুনা বললো, ঠিক আছে, তুমি যাও আমি এখানে থাকছি। হ্যারি হন্তদন্ত হয়ে ভিড়ের মধ্যে চলে গেল। লুনা জানেও না হ্যারি ওর কথা শুনতে পেল কি পেল না। লুনা আবার অররের প্রসঙ্গে ফিরে এলো। প্রফেসর ট্রিলনির সঙ্গে রটফ্যাংগ ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলো। ট্রিলনি মনে হয় শোনার জন্য খুবই উৎসুক।

ভিড়ভাট্টা থেকে বেরিয়ে এসে নিরিবিল দাঁড়িয়ে অদৃশ্য হবার ক্লোকটা পরা খুবই সহজ। হ্যারি পকেট থেকে ক্লোকটা বের করে চটপট পরে নিলো। অদৃশ্য হবার ক্লোক তো পরে নিলো ও কিন্তু ম্যালফয় আর স্নেইপকে খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। তবুও হ্যারি করিডরে ধরে ছুটলো। ওর পদশব্দ স্লাগহর্নের পার্টির গান বাজনার সঙ্গে মিলেমিশে গেল। খুব সম্ভব স্নেইপ, ম্যালফয়কে নিয়ে ওর ভূগর্ভস্থ অন্ধকার অফিস ঘরে গেছেন, অথবা স্লিদারিনদের কমনরুমে গেছেন। জানার জন্য হ্যারি করিডরের লাগোয়া সব ঘরের দরজায় কান পাতলো, শেষ ঘরটার ভেতর থেকে কিছু শব্দ কানে এলো। দারুণ এক উত্তেজনায় ও দরজার চাবির গর্তে হাঁটু গেঁড়ে বসে দেখতে চেষ্টা করলো।

এমন মারাত্মক ভুল তোমার করা ঠিক হয়নি ড্রেকো। যদি তোমাকে স্কুল থেকে এক্সপেল করা হয়।

এমন কিছু আমি করিনি যার জন্যে... ঠিক আছে?

আশা করি তুমি সত্যি কথা বলছে, কারণ, ব্যাপারটা বিশৃংখল আর বিচারবুদ্ধিহীন। ভুলে যেও না, এখানকার বিভিন্ন দুর্ঘটনার বিষয়ে তোমার হাত থাকতে পারে বলে তোমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে।

কে আমাকে সন্দেহ করছে বলবেন স্যার? ম্যালফয় খুব রেগে গিয়ে বললো। গতবার আমি কিছু করিনি ঠিক আছে? সেই হোটেলের মেয়েটির একটি শত্রু আছে, সে সম্পর্কে

কেউ জানে না, অনুগ্রহ করে আমার দিকে ওই রকমভাবে তাকাবেন না। আমি খুব ভালো করেই জানি আপনি কি করছেন, না করছেন। আমাকে যতোটা গাধা মনে করেছেন তা আমি নই, কিন্তু আপনি যা করতে চাইছেন তা ফলপ্রসূ হবে না, আমি আপনার কাজ বন্ধ করাতে পারি।

আবার নীরবতা! স্নেইপ শান্ত কণ্ঠে বললেন, তাহলে আল্ট বেল্লাট্রিকস তোমাকে অকলামেন্সি শেখাচ্ছেন? বাঃ বাঃ, কিন্তু কিসের অজুহাতে সেটা তুমি তোমার মাস্টারকে লুকাচ্ছো ড্রেকো।

আমি আপনার কাছে অবশ্যই কোন কিছুই লুকাচ্ছি না, আসলে আমি চাই না মাঝখানে এসে আপনি দাঁড়ান।

হ্যারি আরো ভাল করে শুনতে চায় তাই ওর কানটা চাবির গর্তের কাছে চেপে রাখলো, ম্যালফয় কি এমন ঘটনা ঘটিয়েছে যার জন্য স্নেইপের সঙ্গে বলতে গেলে কুব্ধ স্বরে কথা বলছে। ম্যালয়কে সকল-সময়েই স্নেইপকে শ্রদ্ধা করতে দেখেছে হ্যারি, স্নেইপকে ও পছন্দও করে।

ও তাই তুমি এই টার্মে আমাকে অবজ্ঞা করে চলেছো? তুমি আমার ইন্টারফিয়ারেন্স ভয় পেয়েছো? তুমি বুঝতে পারো কেউ কখনো কি আমার অফিসে আমার ডাকা সত্ত্বেও আসেনি, একবার নয় বার বার, ড্রেকো।

তাহলে আমাকে ডিটেনসনে রাখুন! ডাম্বলডোরের কাছে রিপোর্ট করুন। ম্যালফয় ব্যঙ্গ করে বললো।

আবার দুজনেই চুপচাপ। তারপর স্নেইপের কণ্ঠস্বর, তুমি কিন্তু ভালো করেই জানো, আমি ওই রকমের কোনো কাজ করতে চাই না।

তাহলে আপনি আমাকে আপনার অফিসে ডেকে পাঠাবেন না!

আমার কথা শোনো, স্নেইপ বললেন। এতো আস্তে কথাটা বললেন যে হ্যারির শোনার জন্য গর্তের মুখে কানটা আরো চেপে ধরতে হলো। আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করে চলেছি। আমি তোমার মায়ের কাছে তোমাকে রক্ষা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অভঙ্গনীয় প্রতিজ্ঞা, ড্রেকো।

সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে, আপনাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতেই হবে, কারণ আমি আপনার কাছ থেকে কোনো নিরাপত্তার দরকার মনে করছি না। ওই কাজটা আমার, তিনি আমাকে দিয়েছেন, আর সেটা আমি করছি। অবশ্য, আমি যে সময়ের মধ্যে শেষ করবো ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি সময় নিচ্ছে।

তা তোমার কি পরিকল্পনা, জানতে পারি? এই বিষয়ে আপনার নাক গলাবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

কি করতে চাও, তুমি যদি আমাকে জানাও, তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

ধন্যবাদ, আমি সব রকমের সহযোগিতা পাচ্ছি, যা আমার দরকার, আমি একা সেই কাজ করছি না।

মনে রাখবে আজকে কিন্তু তুমি একাই ছিলে, মূর্খের মতো এই কাজ কে করবে। করিডরে কারো সাহায্য ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছো, সামনে পেছনে কি রয়েছে খেয়াল কর না। এগুলো হলো ছেলেমানুষী ভুল।

আপনি যদি জেব আর গোয়েলকে ডিটেনসনে না রাখতেন তাহলে ওরা আমার সঙ্গে থাকতো।

আঃ আস্তে আস্তে কথা বলো ম্যালফয়, স্নেইপ থুতু ফেললেন। যদি তোমার বন্ধু ক্রেব আর গোয়েল ডিফেন্স অ্যাগেন্সট ডার্ক আর্টসে 0.WL এ পাস করতো, বা এবার পাস করতে চায় তাহলে ওদের আরো একটু বেশি পরিশ্রম করতে হবে।

তাতে কি আসে যায়। ডার্ক আর্টসের বিরুদ্ধে লড়াই করা তামাসা ছাড়া কিছু নয়। আমাদের মতো লোকদের ডার্কআর্টের বিরুদ্ধে লড়াই শেখার প্রয়োজন আছে ড্রেকো এটা এমন একটা কাজ, তা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি কৃতকার্য হওয়া খুবই কঠিন, স্নেইপ বললেন। যদি আমি করতে না জানি তাহলে এই দীর্ঘ বছর এখানে আছি কেন? নাও, এখন আমার কথা শোনো। তুমি খুবই অসাবধানি, রাত্রে একা একা এখানে সেখানে ঘুরে

বেড়াও, তোমাকে ধরার পর তুমি এখন ক্রেব আর গোয়েলের মতো বন্ধুদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে চাও।

ওরা ছাড়াও আরো অনেকেই আমার পাশে আছে, ওরা অনেক ভালো লোক। তাহলে আমার ওপর আস্থা নেই কেন, এবং আমি পারি...।

আমি জানি আপনি কতদূর কি করতে পারেন! আপনি আমার গৌরব চুরি করতে চান!

আবার নিস্তব্ধতা। তারপর স্নেইপ তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, তুমি একটি বাচ্চা ছেলের মতো কথা বলছো। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি তোমার বাবাকে ধরে জেলে পাঠানোর জন্য তুমি বিভ্রান্ত, কিন্তু...। |

হ্যারিও এক সেকেন্ডের কম সময় পেল দরজার কাছ থেকে সরে যেতে। শুনতে পেল ম্যালয়ের পদধ্বনি এবং দরজার ওপাশ থেকে ম্যালফয়কে আসতে দেখলো। তারপর ম্যালফয় দরোজাটা সজোরে খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো এবং করিডর ধরে চলতে লাগলো, স্লাগহর্নের অফিস ঘরের খোলা দরজা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে লাগলো। এক সময় হ্যারির দৃষ্টি অতিক্রম করে আড়ালে চলে গেল ম্যালফয়। হ্যারি তখনো মেঝেতে বসে, মন জুড়ে ভাবনার ঝড়।

এ ভেরি ফার্স্ট ক্রিসমাস

তাহলে স্নেইপ ওকে সাহায্য করতে চাচ্ছেন? কোনো সন্দেহ নেই এতে, ম্যালফয়কে উনি সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছেন। রন হ্যারিকে উদ্দেশ্য করে বললো।

আমার কথা কি তোমার একটুও বিশ্বাস হয় না, তুমি যদি আর একবার জিজ্ঞেস করো, তাহলে আমি স্প্রাউট দিয়ে তোমায় মারবো, হ্যারি বললো।

আমি বিষয়টি বুঝতে চাচ্ছি! রন বললো। ওরা দুই বন্ধুতে দ্য ব্যাপোর কিচেন সিংকের কাছে দাঁড়িয়ে পর্বত প্রমাণ স্প্রাউট মিসেস উইসলির জন্য ছাড়াচ্ছিলো। ওদের সামনের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অবিরাম তুষারপাত।

আরে হ্যাঁ, সত্যি বলছি স্নেইপ ওকে সাহায্য করবেন বলছিলেন। হ্যারি বললো। স্নেইপ বলছিলেন, উনি নাকি ম্যালয়ের মাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ওকে রক্ষা করার অভঙ্গনীয় প্রতিজ্ঞা।

অভঙ্গনীয় প্রতিজ্ঞা? রনের চোখে মুখে বিস্ময়। নাহ্! উনি সেরকম কিছু করতে পারেন না, তুমি নিশ্চিত বলছো?

যা আমি নিশ্চিত, হ্যারি বললো। কেন ওটার মানে কী? জানো না, তুমি ওই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারো না।

আমি নিজের ওপর দিয়ে সেটা দেখতে পারি। সত্যই হাসির ব্যাপার। তো তুমি যদি ওই অভজনীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো তাহলে কি হতে পারে?

কি হবে আবার, তুমি মরে যাবে। আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন আমার ওপর ফ্রেড আর জর্জ ওটা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলো। আমি প্রায় ধরেই ফেলেছিলাম। আমি ফ্রেডের হাত ধরে প্রায় শেষ করেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে, ড্যাড আমাদের দেখতে পেয়ে দারুণ রেগে গিয়েছিলেন, রন বললো। চোখে মুখে ওর ছোটোবেলাকার অস্পষ্ট স্মৃতির ছাপ। মামের মতোই মনে আছে বাবার রাগ। ফ্রেড দৌড়ে পালালো প্যান্ট ধরে, তারপর থেকে আর এই প্রচেষ্টা করেনি।

আহা! তা হলে ফ্রেড তার প্যান্ট ধরে পালিয়েছিলো।

তোমরা কি বলছো? ফ্রেডের গলা শোনা গেল। ফ্রেড আর জর্জ–ওরা দুজনেই কিচেনে এলো।

এই জর্জ দেখো দেখো ওরা চাকু আর কি সব ব্যবহার করছে। ঈশ্বর ওদের সহায় হউন!

দেখো আর দুমাস পরেই আমার সতের বছর পূর্ণ হবে। রন মুখ ভার করে বললো। তারপরই কাটাকুটি ছাড়ানো, সবকিছু ম্যাজিক দিয়ে করবো। খাবার টেবিলে পা দুটো তুলে চেয়ারে বসে বললো, এই দেখাও না তোমার হুপস-এ ডেইজী ঠিক কেমন করে করা হয়।

তোমরা দুজনে আমাকে করাতে বাধ্য করেছিলে! রন চটে গিয়ে কেটে যাওয়া বুড়ো আঙ্গুলটা চুষতে চুষতে বললো। আমার যখন সতের বছর বয়স হবে তখন বুঝবে আমিও কম যাই না। ফ্রেড বিরাট একটা হাই তুলে বললো, প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তুমি আমাদের সব রকমের ম্যাজিক দেখাবে, তাই না?

জর্জ বললো, রোনাল্ডা তোমার সম্পর্কে কি সব শুনছি? জিনি বলছিলো, তুমি আর ইয়ং লেডি, কি নাম বললো যেন, ও হ্যাঁ ল্যাভেন্ডার ব্রাউন!

রন হ্যারির সঙ্গে স্প্রাউট ছাড়াতে ছাড়াতে বললো, তোমার নিজের চরকায় তেল দাও।

ওহ কি দারুণ জবাব! ফ্রেড বললো। কি বলতে চাও? মেয়েটির কি কোনো দুর্ঘটনা অথবা অন্য কিছু হয়েছিল? কি বললে? তো ওর মাথা আঘাত পাবার পরও বেঁচে আছে? সাবধানে থাকবে।

ঠিক সেই সময় মিসেস উইসলি কিচেনে ঢুকে দেখলেন রন রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে হাতের কাছে চাকু, চামচ, কাঁচের বাসন যা কিছু পাচ্ছে তাই ফ্রেডকে ছুঁড়ে মারছে। ফ্রেড সেগুলোকে ম্যাজিক ওয়ান্ড দিয়ে কাগজের প্লেন বানিয়ে ফেলছে।

রন! মিসেস উইসলি অসম্ভব রেগে বললেন। আর যেন কখনো দেখি না তুমি চাকু, কাঁটা ছুঁড়ছে।

আর করব না, রন বললো। তুমি দেখে নিও, দম চেপে পর্বতপ্রমাণ স্প্রাউট ছাড়াতে লাগলো।

ফ্রেড-জর্জ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, যাক আজ রাতে রেমাস আমাদের বাড়িতে আসছেন, বিল রাত্রে তোমাদের দুজনের সঙ্গে ঘুমাবে।

কোনো অসুবিধা নেই, জর্জ বললো।

চার্লি বাড়ি আসছে না, হ্যারি আর রন ছাদের ঘরে শুতে পারে। ফ্লেউর জিনির সঙ্গে শেয়ার করলেই হলো।

সুন্দর হবে জিনির ক্রিসমাস, ফ্রেড খুব আস্তে বললো কথাটা।

কারো মনে হয় শোবার কোনো অসুবিধে হবে না, প্রত্যেকেরই তো বেড থাকছে, মিসেস উইসলি বললেন। গলার স্বর একটু উদ্বেগজনক।

পার্সি নিশ্চয়ই ওর কুৎসিত মুখটা আমাদের দেখাবে না, তাহলে? ফ্রেড জিজ্ঞেস করলো।

মিসেস উইসলি জবাব না দিয়ে পিছন ফিরলেন।

না, মনে হয় মিনিস্ট্রির কাজের জন্য ও খুব ব্যস্ত।

মিনিস্ট্রির ওকে ছাড়া চলেও না, মিসেস উইসলি কিচেন থেকে চলে গেলে ফ্রেড বললো। জনের সঙ্গে একজন। জর্জ চলো, আমরা যাই।

বাহ, ভালো আছো তো? রন বললো। তোমরা দুজন কি স্প্রাউট ছাড়াতে আমাদেরকে কিছুটা সাহায্য করতে পারো না? দয়া করে তোমাদের জাদুদণ্ড ব্যবহার করো তাহলে আমি মুক্তি পাই।

না, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফ্রেড গম্ভীর হয়ে বললো। ম্যাজিক ছাড়া স্প্রাউট ছাড়ানো কষ্টের ও সময়ের প্রয়োজন হলেও চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। বুঝতেই পারছ মাগলস কত কষ্ট ও ধৈর্য্য ধরে কাজটি করে।

জর্জ রনের দিকে কাগজের প্লেন ছুঁড়ে বললো, বুঝলে কাজ বাগাতে হলে ভালো করে কথা বলতে হয়। চাকু টাকু ছুঁড়লে হয় না, এখন হয়তো বুঝবে! আমরা গ্রামের দিকে চললাম। পেপার শপে দারুণ একটা মেয়ে কাজ করছে, আমার তাসের ট্রিক্স দেখলে ও অবাক হয়ে যায়। বলে, দারুণ, আসল ম্যাজিকের মতো।

ফ্রেড আর জর্জকে বরফে ঢাকা উঠোন দিয়ে যেতে দেখে রন বললো, অপদার্থ। আমিও ম্যাজিক দিয়ে কাজটা শেষ করে দশ সেকেন্ডের মধ্যে চলে যেতে পারতাম।

আমি করতাম না, হ্যারি বললো। আমি ডাম্বলডোরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি।

আচ্ছা ঠিক আছে, রন বললো। ম্যালফয় আর স্নেইপের কথা কি ডাম্বলডোরকে বলবে?

অবশ্যই হ্যারি বললো। যারা ওদের জঘন্য কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারে না তাদের সবাইকে বলবো। তাদের মধ্যে সকলের আগে ডাম্বলডোরকে। তাছাড়া তোমার বাবার সঙ্গেও কথা বলার ইচ্ছে আছে।

কিন্তু ম্যালফয় আসলে কি করছে তাতো তুমি জানো না, তাহলে তুমি কি আলোচনা করবে?

কথাটা সত্যি, ম্যালফয়তো সেদিন স্নেইপকে বলতে অস্বীকার করছিলো। তা হলে আমি কী করে জানবো সে কী করতে যাচ্ছে।

দুজনের মুখে কোনো কথা নেই। তারপর রন বললো, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে তোমার কথা শোনার পর তারা কি বলবেন? বাবা ও ডাম্বলডোর সবাই? বলবেন, স্নেইপ নিশ্চয়ই ম্যালফয়কে সাহায্য করবেন না, ম্যালফয়ের বর্তমান কাজকর্ম সম্পর্কে জানবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করছেন।

তারা নিজেরা তো ওর কথা শোনেনি, হ্যারি সোজা বললো। কেউ তো ওর মতো বিরল কর্মের কর্মকর্তা নয়, এমন কি স্নেইপও নয়।

তা ঠিক, আমি তো সেই কথাই বলছি, রন বললো। হ্যারি ভুরু কুঁচকে রনের মুখের দিকে তাকালো। তুমি মনে করো আমি সঠিক বলছি, যদিও?

হ্যাঁ তাই! রন বললো। আমি সত্যি মনে করছি, বিশ্বাসও করছি। কিন্তু সকলেই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে স্নেইপ আমাদেরই একজন। আমাদের দলের, তাই না?

হ্যারি আর কথা বাড়ালো না। ও জানে ও যাই কিছু বলুক না কেন, এমন কি নতুন তথ্য দিক, এরা কেউই বিশ্বাস করবে না। যাকগে, ও জানতে চায় হারমিওনের মনোভাব, হারমিওন হয়তো বলবে।

এটা কি তুমি বুঝতে পারছে না হ্যারি স্নেইপ ম্যালফয়কে সাহায্য করার কথা বলে ও কি করছে সেটা জেনে নিতে চায়।

সকলেই অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলছে। সে যাই হোক এখন পর্যন্তও কি ঘটেছে, কি কথা শুনেছে, হারমিওনকে তার কিছুই জানাতে পারেনি। স্লাগহর্নের পার্টিতে হ্যারি ফিরে আসবার আগেই হারমিওন চলে গিয়েছিল, অথবা ও কমনরুমে যাবার আগেই হারমিওন শুতে চলে গেছে। পরদিন ভোর বেলা রন ও হ্যারি ব্যারোতে চলে আসে, হাতে ওর একটুও সময় ছিল না হারমিওনকে হ্যাপি ক্রিসমাস বলার। তাছাড়া ছুটি থেকে ফিরে এসে অনেক বিশেষ বিশেষ খবর ওর ভাণ্ডারে জমা হয়ে আছে, ওকে তাও বলতে পারেনি। রন আর ল্যাভেন্ডার যখন ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ইশারাতে গুড বাই জানাচ্ছিলো তখনো হারমিওন ওকে ঠিক দেখতে পেয়েছিলো কি না জানে না।

তবুও একটা ব্যাপার হারমিওন অস্বীকার করতে পারবে না যে ম্যালফয় সাংঘাতিক রকমের কিছু একটা করার প্রচেষ্টা করছে। স্নেইপ যে তার কিছুটা আঁচ করতে পেরেছেন সে সম্পর্কে ও কিছুই জানে না। এখন যদি ম্যালয়ের বিষয় বিশ্বাস না করেও তা হলেও হারমিওনকেও সে এক সময় বলতে পারবে কেন আগেই তো তোমাকে বলেছিলাম। রনকেও বলেছি অনেকবার।

হ্যারি কয়েকবার চেষ্টা করে মি. উইসলির সঙ্গে একা কথা বলার। কিন্তু সুযোগ পেল না। মি. উইসলি ক্রিসমাসের রাত পর্যন্ত মিনিস্ট্রিতে দীর্ঘ সময় কাজে ব্যস্ত থাকেন। বাড়ি ফিরতে দেরি হয়। দ্য ব্যারোতে ক্রিসমাসে অনেকে নিমন্ত্রিত হয়ে আসছেন তাই জিনি, ফ্রেড আর জর্জ শুধু বসার ঘর নয়, বাড়ির সব ঘর, করিডর, সিঁড়ি, কিচেন, ছাদের ঘর,

বাড়ির বাইরেটা নানা রকম ভাবে সুন্দর করে সাজিয়েছে। ডিনারে নানা রকমের খাবার আয়োজন করা নিয়ে মিসেস উইসলি ব্যস্ত।

ওরা সকলেই মিসেস উইসলির প্রিয় গায়িকা সিলেসটিনা ওয়ারবেকের গান উদগ্রিব হয়ে বিরাট রেডিওর সামনে বসে শুনছে। মিসেস উইসলি তার জাদুদণ্ড দিয়ে ভলিউম কন্ট্রোল করছেন। কখনো আস্তে, কখনো জোরে। বিল আর ফ্লেউর আবেগআপ্লুত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। রেমাস লুপিনও এসেছেন। আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছেন, চোখের দৃষ্টিতে ক্লান্তি ভাব। আগুনের ধারে বসার জায়গা বেছে নিয়েছেন লুপিন। এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছেন যেন সিলেসটিনার গানের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছেন না ঠিক মতো। সিলেসটিনা গাইছে।

এসো এসো কলড্রন জাগিয়ে তোলো আমায়
ঠিক ঠিক পারো যদি তবে তোমায়
ভরিয়ে দেবো উষ্ণ তরল ভালোবাসায়
সারারাত থাকবে তুমি সুখদ্রিায় ...

আমার যখন আঠারো বছর বয়স, তখন বন্ধুদের সঙ্গে গানটা শুনে নাচতাম! মিসেস উইসলি পশম বোনা থেকে চোখ উঠিয়ে মৃদু হেসে বললেন। আর্থার, সেসব দিনের কথা তোমার মনে আছে?

মুখ নামিয়ে মি. উইসলি সুতা ছাড়াচ্ছিলেন। মিসেস উইসলির অতীতের কথা শুনে সায় দিয়ে বললেন, থাকবে না আবার, খু-উ-ব মনে আছে।

বেশ কষ্ট করেই মি. উইসলি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দারুণ সুর। হ্যারি ওর পাশেই কিছু বলতে পারার সুযোগের অপেক্ষায় বসেছিলো।

দুঃখিত, আমার খুবই কোমরে ব্যথা, আর্থার উইসলি মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে রেডিওর দিকে তাকিয়ে সেলেসটিনার কোরাস গান শুনতে শুনতে বললেন।

খুবই স্বাভাবিক, হ্যারি হাসতে হাসতে বললো। মিনিস্ট্রির কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন?

খুব, মি. উইসলি বললেন। জানি না শেষ পর্যন্ত কোথায় আমরা পৌঁছব, তিনজনকে আমরা গত দুমাসে গ্রেফতার করেছি, ওদের মধ্যে একজন ডেথ ইটার। কাউকে কিন্তু একথা বলবে না হ্যারি। এধার ওধার তাকিয়ে হ্যারিকে সাবধান করে দিলেন।

ওরা কি স্ট্যান শানপাইককে এখনো রেখে দিয়েছে? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

আমার তো তাই মনে হয়, মি. উইসলি বললেন। আমি জানি ডাম্বলডোর সরাসরি স্ক্রিমগৌরকে স্ট্যান সম্পর্কে বলেছেন, যারা ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তারা বিনা দ্বিধায় বলেছে ও এই সাতসুমার মতোই ডেথ ইটার, কিন্তু উচ্চপর্যায়ের কর্তারা ওর তদন্তের

অগ্রগতি দেখতে চায়। আর ওই তিনটে অ্যারেস্ট, ভুল করে অ্যারেস্ট বলে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু মনে রেখো এগুলো টপ সিক্রেট।

আমি গোপন কথা কাউকে বলি না, হ্যারি বললো। ভাবতে লাগলো যা বলতে চায় তা কেমন করে বলবে। যখনই বলতে উদ্যত হলো তখনি সেলেসটিনা ব্যালাড (গাথা সঙ্গীত) শুরু করলো, আমার হৃদয় তুমি মন্ত্রবলে নিজের করে নিয়েছে।

তবু হ্যারি বললো, গতবার স্কুলে যাবার সময় স্টেশনে আপনাকে আমি একটা কথা বলেছিলাম, মনে আছে নিশ্চয়ই?

নিশ্চয়ই তদন্ত করেছিলাম হ্যারি, মি. উইসলি সঙ্গে সঙ্গে বললেন। আমি নিজে ম্যালয়ের বাড়ি সার্চ করেছি, কোনো কিছুই পাইনি, না ভাঙা, না আস্ত, হয়তো সেখানে ও কিছুই রাখেনি।

হ্যাঁ, খবরটা আমি প্রফেট পড়ে পেয়েছি, কিন্তু ব্যাপারটা মনে হয় অন্যরকম। হয়তো বা আরো বেশি সাংঘাতিক।

তারপর হ্যারি মি. উইসলিকে স্লাগহর্নের পার্টির পর স্নেইপের ঘরে, স্নেইপ আর ড্রেকোর যেসব কথাবার্তা শুনেছিলো সবিস্তারে বললো। বলতে বলতে ও লক্ষ্য করলো লুপিন ওদের দিকে তাকিয়ে সব কথা শুনছেন। ওর কথা বলা শেষ হলে সেলেসটিনার গান চলতে লাগলো। সেলেসটিনা গুন গুন করে গেয়ে চলেছে।

ও আমার দুঃখে ভরা মন তুমি হারালে কোথায়? কী জাদুতে ভুলে গেলে আমায়...

মি. উইসলি বললেন, হ্যারি, তোমার কি মনে হয় স্নেইপ চালাকি করে।

ম্যালয়ের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করছিলেন। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমি জানতাম আপনি এটাই বলবেন, কিন্তু তাই বা আমরা নিশ্চিত হই কি করে?

ওটা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা কিসের, লুপিন মাঝখান থেকে বলে উঠলেন। আগুনের দিকে পিঠ করে লুপিন বসেছিলেন। হ্যারি আর উইসলির দিকে তাকালেন। এসব ডাম্বলডোরের বিষয়। ডাম্বলডোর তো সেভেরাসের ওপর দারুণ আস্থাশীল, সকলের ভালো হলে আমাদেরও ভালো।

কিন্তু, হ্যারি বললো। আপনার কি ধারণা, ডাম্বলডোর স্নেইপের ব্যাপারে ভুল করছেন না।

অনেকেই এই কথাটা বহুবার বলেছে। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে ডাম্বলডোরের বিচার বুদ্ধির ওপর, তুমি তার ওপর আস্থা রাখো চাই না রাখো।

কিন্তু ডাম্বলডোরও ভুল করতে পারেন, হ্যারি নাছোড়বান্দার মতো বললো। এ কথাটা উনি নিজ মুখে অনেকবার বলেছেন এবং আপনিও।

হ্যারি সোজা লুপিনের দিকে তাকালো। সত্যি কী আপনি স্নেইপকে পছন্দ করেন?

আমি ওকে পছন্দ করি, আবার করিও না, লুপিন বললেন। না হ্যারি, আমি সত্য কথা বলছি। হ্যারি সন্দেহের দৃষ্টিতে লুপিনের দিকে তাকালো। কখনই অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পারবো না আমি তার। জেমস এবং সিরিয়াস এবং সেভেরাসের মধ্যে যা ঘটেছে, অন্তত এরপর। খুবই তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। আবার আর একটা কথা, আমি হোগার্টসে শিক্ষকতা করার দিনগুলোতে তার সাহায্যের কথা ভুলবো না। সেভেরাস আমার জন্য প্রতিমাসে নিজের হাতে উসবেন পোশান বানাতো। কোনো ভুল করতে না পোশান বানাতে। ও বানাতো যাতে আমি প্রতিমাসে পূর্ণিমার দিনগুলোতে কষ্ট না পাই। আমাকে সুস্থ করে রেখেছিলো, আমি ওর প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।

ডাম্বলডোরের চোখের সামনে পোশান নিয়ে ওলোট পালোট কিছু করতে সাহস দেখাতো না। হ্যারি বললো।

হ্যারি তুমি ওকে প্রচণ্ড ঘৃণা কর মনে হয়। লুপিন ম্লান হেসে বললেন। আমার মনে হয় তুমি তোমার বাবা, আর গডফাদার সিরিয়াসের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ না জেনেই রায় দেয়ার অভ্যাসটি উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করেছ। তুমি বিনা দ্বিধায় আমাকে, আর্থারকে যা যা বললে তা ডাম্বলডোরকে বলতে পারো, কিন্তু কখনই আশা করবে না তিনি তোমার কথায় সায় দেবেন বা আশ্চর্য হবেন। জেনে রেখো, আমি নিশ্চিত ডাম্বলডোরের আদেশেই সেভেরাস ড্রেকোকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।

এখন তোমরা দ্বিখণ্ডিত যদি আমার হৃদয় আমাকে ফিরিয়ে দাও আমি তোমায় ধন্যবাদ দেবো। সেলেসটিনা গান শেষ করলো। বেতার বয়ে নিলো শ্রোতাদের হাততালি আর কলরব আনন্দ, হর্ষ উল্লাসের ধ্বনি। মিসেস উইসলিও তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

ফ্লেউর ওর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি উচ্চারণে জোরে জোরে বললো, গান শেষ হয়েছে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কি ভয়ঙ্কর...!

আমরা কি এখন শোয়ার আগে কিছু পান-টান করতে পারি, তাহলে? মি. উইসলি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে কে এগ-নগ চাও?

আপনি এখন কি করছেন? হ্যারি লুপিনের কাছে জানতে চাইলো। মি. উইসলি তখন এগ-নগ সার্ভ করতে শুরু করেছেন। সকলেই নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমি আত্মগোপন করেছিলাম, লুপিন বললেন। সেই জন্যই তোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি, তোমার সঙ্গে চিঠির আদান-প্রদান তো বিশেষ ব্যাপার।

তার মানে স্যার? আমি যাদের সঙ্গে থাকি তারা আমার সমপর্যায়ের সঙ্গী-সাথী, লুপিন বললেন। ওয়ের উলফ কথাটা যোগ করলেন হ্যারির হতবাক দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে।

তাদের প্রায় সকলেই ভোল্টেমর্টের পক্ষে। ডাম্বলডোর চান সেখানে একজন গুপ্তচর, আমি তো তার হয়ে কাজ করছি।

লুপিনের কথার মধ্যে হঠাৎ বিরক্তির প্রকাশ। সম্ভবত সেটা তিনি বুঝতে পেরেই মুখভঙ্গি পরিবর্তন করে খুব হাসতে হাসতে আবার বলে চললেন, আমি কোনো অভিযোগ করছি না। তবে ওই কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমার চাইতে ভাল কে করবে? তবে ভোল্টেমর্টের এসব বিশ্বাসের পাত্রদের কাছে আস্থা অর্জন করা খুবই শক্ত। আর ওরা সমাজের মূল স্রোতের বাইরে–ওরা চুরি, লুটতরাজি আর খুন জখম করে জীবন নির্বাহ করে।

ভোল্ডেমর্টকে ওদের আপন ভাবার কারণ কি?

ওরা ভাবে ভোল্ডেমর্ট ক্ষমতায় এলে ওরা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে। লুপিন বললেন। গ্রেব্যাকদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা খুবই কঠিন ব্যাপার।

গ্রেব্যাক কে?

ওহো, আজও তুমি ওর নাম শোননি? লুপিন তার হাত দুটো কোলের ওপর রেখে আক্ষেপের সুরে বললেন। ফেনরির গ্রেব্যাক, সবচাইতে বর্বর ওয়ের উলফ আজকের দুনিয়ায়। ওর জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কামড়ানো এবং যতো বেশি সম্ভব মানুষদের সংক্রামিত করা। জাদুকরদের আয়ত্বে আনতে ওরা আরো অনেক ওয়ের উলফের সংখ্যা

বাড়াতে চায়। ওর এসব কাজের জন্য ভোল্ডেমর্ট ওকে অভয় দিয়েছেন, যে সে এ ধরনের শিকার করতে পারবে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের ওপর গ্রে ব্যাকের আগ্রহ বেশি, ওদের কামড়ে দেয়। ওদের বাবা-মার কাছ থেকে সরিয়ে দেয়, ওদের জাদুকরদের ঘেন্না করতে শেখায়। ভোল্ডেমর্ট ওকে মানুষজনদের ছেলেমেয়েদের ধরার জন্য প্ররোচিত করেছেন, ওই রকম প্ররোচনায় লেলিয়ে দেয়াতে উত্তম ফল পেয়েছেন।

লুপিন দম নিয়ে বললেন, গ্রেব্যাকই আমাকে কামড়ে ছিলো একবার।

কি বলছেন আপনি? হ্যারি খুব আশ্চর্য হয়ে বললো। কখন? যখন আপনি ছোট ছিলেন?

হুঁ, ঠিকই বলেছো। আমার বাবা গ্রেব্যাককে অপমান করেছিলেন। ঘটনার অনেকদিন পর জেনেছিলাম যে ওয়েরউলফ আমাকে কামড়েছিলো সে হচ্ছে গ্রেব্যাক। চাঁদনি রাতে ও যাকে কামড়াবে তার কাছে যেয়ে দাঁড়ায়, যাতে ওকে চাঁদের আলোতে ভালভাবে দেখতে পায়। তারপর তাকে আক্রমণ করে। ভোল্ডেমর্ট ওর মাধ্যমে ওয়েরউলফদের তার পক্ষে লড়াইয়ের জন্য একত্রিত করছে। আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলি একটা কথা সেখানে প্রচারিত, আমরা ওয়েরউলফদের রক্তের প্রয়োজন, সাধারণ মানুষদের ওপর আক্রমণ করে রক্ত নেব আর–গ্রেব্যাক তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আপনার ওপর ওই আক্রমণের পর, আপনি কি এখন স্বাভাবিক! হ্যারি দ্রুত বললো। আপনার কোনো সমস্যা হয়নি তো।

লুপিন হো হো হো করে হেসে উঠলেন।

কখনো কখনো তোমাকে দেখলে জেমসের কথা মনে হয়। ও আমার বিষয়ে বন্ধু বান্ধবদের কাছে বলতো, ওর সামান্য একটু সমস্যা আছে। অনেকেরই মনে এই ধারণা ছিলো, আমার আচরণ ভীষণ দুষ্ট খরগোসের মত।

ধন্যবাদ জানিয়ে লুপিন মি. উইসলির হাত থেকে এক গ্লাস এগ-নগ নিলেন, এখন ওকে খুব ফুরফুরে মেজাজে দেখাচ্ছে। হ্যারিকে তার বাবার প্রসঙ্গে বলার সময় হ্যারির মনে হলো তাকে একটা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

আপনি কি শুনেছেন কোনো একজনকে দ্য হাফ-ব্লাড প্রিন্স বলা হয়? দ্য হাফ-ব্লাড কি বললে? প্রিন্স, হ্যারি বললো। প্রিন্স কে জানার আশায় লুপিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

প্রিন্স নামে কোনো জাদুকর আছে বলে আমার জানা নেই, লুপিন বললেন। বলার পর মৃদু হেসে বললেন, প্রিন্স কি কোনো টাইটেল, যা তুমি নামের আগে যুক্ত করতে চাইছো? তোমার হয়তো ভাবা উচিত ছিল প্রিন্সের বদলে দ্য চুজেন ওয়ান, সেটাই যথেষ্ট।

না তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই! হ্যারি অসন্তুষ্ট স্বরে বললো। হাফ-ব্লাড প্রিন্স তার নাম। এক কালে ও হোগার্টসে যাতায়াত করতো। আমার কাছে ওর একটা পুরনো

পোশান বই আছে। বইটার আগ-পাশ তলায় ও স্পেল লিখে গেছে, স্পেলগুলো ওরই আবিষ্কার, বানানো বা উদ্ভাবন, তারই মধ্যে একটা লেভিকরপাস।

লুপিন স্মৃতি মন্থন করে বললেন, ও হ্যাঁ, হোগার্টসে যখন পড়াশোনা করতাম তখন ওই স্পেলটা খুব চালু ছিলো, আমি তখন পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো, কেউ পা মাটিতে ফেলে চলতে পারতো না, শূন্যে ঝুলে থাকতো।

আমার বাবাও ওই স্পেল ব্যবহার করতেন, হ্যারি বললো। আমি তাকে পেনসিভে দেখেছিলাম, উনি স্নেইপের ওপর প্রয়োগ করেছিলেন।

কথাচ্ছলে ও বলার চেষ্টা করলো, যা ধর্তব্যের মধ্যে আনা যায় না, এর কোনো গুরুত্ব নেই, কিন্তু ও জানে না কথাটা বিশেষভাবে লুপিনের ওপর প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করলো। লুপিনের হাসি একটু যেন বেশি বোঝাপড়ার।

ঠিক, লুপিন বললেন। কিন্তু তোমার বাবা সেটা একাই ব্যবহার করেননি, অনেকেই করেছে। তোমাকে তো আগেই বলেছি ওটা খুব তখন জনপ্রিয় ছিলো, তুমি ওই স্পেলের আদি-অন্ত জানো, কেমন করে ওই স্পেলগুলো আসে আবার অন্তর্হিত হয়।

মনে হয় আপনি স্কুলে পড়ার সময়ে ওই স্পেলের সৃষ্টি হয়েছিলো, হ্যারি অটলভাবে বলে চললো।

না, তখনি হয়েছে এটা বলা যায় না, কোনটাই স্থির নয়, লুপিন বললো। ফ্যাশানের মতো জিনসের অবস্থা, আসে আবার চলে যায়। কথাটা বলে হ্যারির মুখের দিকে তাকালেন, তারপর ধীর স্থির শান্তভাবে বললেন, জেমসের জন্ম যাকে পিওর ব্লাড বলা যায়, তুমি নিশ্চয়ই তাকে প্রিন্স আখ্যা দিতে চাও না।

হ্যারি যেন কিছুই জানে না ভান করে বললো, সিরিয়াস তো নয়? অথবা আপনি?

অবশ্যই না।

আচ্ছা, হ্যারি আগুনের দিকে তাকিয়ে বললো, হঠাৎ কেন জানি না প্রশ্নটা আমার মনে এলো, পোশান ক্লাশে তার বইটা অনেক ভাবে আমাকে সাহায্য করেছে, মানে এর নেপথ্যে প্রিন্স বলতে পারেন।

হতে পারে কেউ, কিন্তু কে সে তা আমি জানি না, লুপিন বললেন।

একটু পরই ফ্লেউর সেলেসটিনা গান নকল করে গাইতে শুরু করলো। অ্যা কলড্রন ফুল অফ হট, স্ট্রং লাভ। রন আর হ্যারির সেই সময় চোখ পড়লো মিসেস উইসলির দিকে। চোখে তার ইঙ্গিত অনেক রাত হয়েছে এবার শুতে যাও। হ্যারি আর রন সিঁড়ি বেয়ে উঠে রনের চিলের কোঠায় গেল। সেখানে হ্যারির শোবার জন্য মিসেস উইসলি রনের কটের পাশে একটা ক্যাম্প খাট রেখে দিয়েছেন।

রন বিছানায় শুয়েই নাক ডাকাতে শুরু করলো।

হ্যারি খাটের তলা থেকে ওর ট্রাঙ্কটা বের করে প্রিন্সের অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং বইটা বের করে নিজের বিছানায় শুয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলো। অনেক খোজাখুঁজির পর পেয়ে গেল বইটির প্রকাশের তারিখ। হিসেব করে দেখলো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বইটা ছাপা হয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে ওর বাবা বা তার বন্ধুবান্ধবরা কেউ হোগার্টসে পড়তেন না। হতাশ হয়ে ও বইটা ট্রাঙ্কে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর বাতি নিভিয়ে ওয়েরউলফস আর স্নেইপ, স্টান শানপাইক, হাফব্লাড প্রিন্সের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেও ভালো ঘুম হলো না, দারুণ এক অস্বস্তিতে ভরা ঘুম। কানে আসতে লাগলো অনেক কামড় খাওয়া যন্ত্রণা কাতর শিশুর ক্রন্দন, আর চোখের সামনে ভাসতে লাগলো নানা ভঙ্গিতে চলাফেরা করছে অনেক কালো কালো ছায়ামূর্তি।

নিশ্চয়ই ও আমার সঙ্গে মজা করেছে।

কানে কথাটা ঢুকতেই হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। দেখতে পেল পায়ের কাছে একটা মোজা ভর্তি কিছু জিনিস। ও ভালো করে দেখার জন্য চশমাটা পরে নিল। এধার ওধার তাকিয়ে দেখলো ঘরের ছোট জানালার কাঁচের পাল্লা তুষারে ঢেকে গেছে, ওর পাশের বিছানায় রন টান টান হয়ে বসে হাতে একটা মোটা সোনার চেইনের মতো কিছু ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

এই, ওটা কি? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

মনে হয় এটা ল্যাভেন্ডারের, রন বললো। ও কি করে ভাবলো আমি সোনার চেইন পরবো।

হ্যারি কাছে গিয়ে চেইনটা দেখে হাসিতে ফেটে পড়লো। দেখলো চেইনের লকেটে লেখা, আমার অতি প্রিয় ভালোবাসার মানুষটিকে।

বাহ! খু-উ-ব চমৎকার হ্যারি হাসতে হাসতে বললো। চিন্তা করো তুমি কি করে এই সোনার চেইনটা গলায় পরে সকলের সামনে যাবে।

আসলে, আমাদের মধ্যে তেমন কোনো সম্পর্ক হয়নি, রন চেইনটা বালিশের তলায় রাখতে রাখতে বললো। আমি, আমি তোমাকে...।

আমাকে কি বোঝাতে হবে? হ্যারি দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললো।

আচ্ছা তুমি বলো হ্যারি, ও কি করে ভাবতে পারলো মাই সুইট হার্ট লেখা লকেট সোনার চেনে লাগিয়ে সকলের সামনে আমি ঘুরে বেড়াবো?

হঠাৎ রন অনেকটা সময় চুপ করে বসে কি যেন ভাবলো। আচ্ছা হারমিওন কি ম্যাকলেগেনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

আমি জানি না, হ্যারি বললো। তবে ওরা স্লাগহর্নের পার্টির দিন একসঙ্গে ঘুরেছিলো, আমার তো মনে হয় না তেমন কিছু ভাববার আছে।

রন মোটা মোজার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খুশি হয়ে হাসলো।

হ্যারি পেয়েছে মিসেস উইসলির হাতে বোনা সুন্দর একটা সোয়েটার। সোয়েটারের বুকে সঁটা রয়েছে সুন্দর একটা সোনালি ফুল। তাছাড়া একটা বাক্সের ভেতর উইসলি ভাইদের কাছ থেকে উইজার্ড হুইজেস প্রোডাক্টস আরো একটা ভেজাভেজা ছাতাপড়া গন্ধের প্যাকেট, তাতে লেখা টু মাস্টার ফ্রম ক্রেচার।

হ্যারি রনের দিকে তাকিয়ে বললো, এই প্যাকেটটা খোলা ঠিক হবে রন? মনে তো হয় না কিছু ক্ষতিকর জিনিস ওর ভেতরে আছে। আমাদের মেইল, চিঠিপত্র সবই তো মিনিস্ট্রি সার্চ করার পর পাঠাচ্ছে, রন বললো। তবুও পার্সেলটার দিকে সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

আমরা তো ক্রেচারকে কিছু উপহার দেওয়ার কথা ভাবিনি, মালিকেরা তাদের গৃহডাইনিদের ক্রিসমাস উপহার দেন? হ্যারি পার্সেলটায় সাবধানে আঙুলের খোঁচা দিতে দিতে বললো।

হারমিওন নিশ্চয়ই দেয় হয়তো, হ্যারি প্যাকেটটা দেখা যাক কি আছে বলে খোলার পর ভেতরের জিনিস দেখে সভয়ে চিৎকার করে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়লো।

প্যাকেটের মধ্যে রয়েছে গাদা গাদা ছোটো ছোটো পোকার ডিম। অপূর্ব, রন হাসিতে ফেটে পড়ে বললো। অনেক ভেবেচিন্তে পাঠিয়েছে।

তোমার নেকলেসের চাইতে ভালো, হ্যারি বললো। কথাটা শুনে রন গম্ভীর হয়ে গেল।

দ্য ব্যারোতে ক্রিসমাসের লাঞ্চ খেতে বসেছে সবাই। তাদের গায়ে নতুন শীতবস্ত্র, সোয়েটার, কার্ডিগান। একমাত্র ফ্লেউর নতুন সোয়েটার পরেনি হয়তো মিসেস উইসলি তাকে উপহার দেয়া অপচয় মনে করেছেন। মিসেস উইসলিও বাদ যাননি। তার মাথায় নতুন মিডনাইট বু উইচহ্যাট, চুমকিতে আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। গলায় পরেছেন দারুণ জমকালো সোনার নেকলেস।

বললেন, ফ্রেড আর জর্জ আমাকে দিয়েছে। খুব সুন্দর, তাই না?

জর্জ বললো, মাম, খুবই সুন্দর হয়েছে। খুবই সুন্দর। এখন আমাদের মোজা কাঁচতে হবে, ও হাত নাড়িয়ে চলে গেল।

হ্যারি তোমার মাথার চুলে ছোট একটা পোকা আটকে রয়েছে, জিনি হাসতে হাসতে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে ওর মাথা থেকে ক্ষুদে পোকা টেনে ফেলে দিলো।

ফ্লেউর খাবার আর বিলকে নিয়ে বোকা বোকা কাণ্ড কারখানা করতে লাগলো। মিসেস উইসলি এসব একদম পছন্দ করেন না। বিলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন।

রন ফ্লেউরকে নানা রকম ঠাট্টা করতে লাগলো। ফ্লেউর বিলকে চুমু খেয়ে রনকে বললো, তুমি দেখছি টোংকস-এর চেয়ে সাংঘাতিক। টোংকস সব সময় আক্রমণ করে কথা বলে।

আমি আমার প্রিয় টোংকসকে আজ লাঞ্চে আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছি, মিসেস উইসলি বললেন। বলার সময় গাজর কাটায় বেশি জোর দিতে লাগলেন ফ্লেউরের দিকে তাকিয়ে। মনে হয় ও আর আসবে না। রেমাস ইদানীং কি তোমার টোংকসের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হয়েছে?

না, আমার সঙ্গে আজকাল কারো দেখা সাক্ষাৎ হয় না বলতে পারো, লুপিন বললেন। টোংকসের তো নিজের আত্মীয়-স্বজন আছে, তাদের সঙ্গে আছে। হয়তো।

হবে হয়তো, মিসেস উইসলি বললেন। আমার ধারণা ছিলো ও হয়তো একাই ক্রিসমাস পালন করতে চায়।

লুপিনের দিকে মিসেস উইসলি এমনভাবে তাকালেন যেন টোংকসের লাঞ্চে আসাটা লুপিনের দোষ। ফ্লেউর ওদিকে কাউকে পরোয়া না করে সকলের সামনে বিলকে তার এঁটো কাঁটা চামচ দিয়ে টার্কি খাওয়াতে লাগলো। মিসেস উইসলির মুখ দেখে মনে হলো

তিনি যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে বিধ্বস্ত। হ্যারি ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে ফ্লেউরের দিকে তাকালো।

হ্যারির মনে পড়ে গেল মিসেস উইসলিও পেট্রোনাস বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলো। উইসলি বলেছিলেন, তুমি টোংকসের কাছ থেকে জেনে নিও। উনি পেট্রোনাস বিষয়ে সবকিছু ওয়াকিবহাল।

লুপিন বলেছিলেন, টোংকসের পেট্রোনাস কিছু বদলে গেছে। স্নেইপেরও তাই মত। তাকেও বলেছিলেন তোমার পেট্রোনাস কেন বদলাচ্ছে?

লুপিন টার্কির মাংস খেতে ব্যস্ত, ধীরে ধীরে চিবিয়ে গলাধকরণ করে বললেন, কখনো কখনো বড় রকমের শক, ...আবেগপূর্ণ ভাবের পরিবর্তন...।

হ্যারি বললো, ওগুলো খুব বড় হয়, ওদের চারটে পা। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে বললো, ধ্যাৎ তাই কখনো হয়?

আর্থার! মিসেস উইসলি চাপা গলায় বললেন। চেয়ার থেকে উঠে পড়েছেন। ওর দুহাত হৃদপিণ্ডের ওপর চাপা, কিচেনের জানালার দিকে তাকালেন। আর্থার, বাইরে পার্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কি বললে? মি. উইসলি জানালার দিকে তাকালেন। ঘরের সকলেই তাকালো জানালায়।

জিনি ভাল করে দেখার জন্য একটু উঁচু হয়ে দাঁড়ালো। স্পষ্ট দেখা গেল তুষারাবৃত উঠোনে পার্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সূর্যের আলো পড়ে মোষের সিং-এর রিমে তৈরি চশমার কাঁচ চকচক করছে। ও অবশ্য সেখানে একা দাঁড়িয়ে নেই।

আর্থার ও... ও মিনিস্টারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হ্যারির মনে হলো লোকটির ছবি ও কোনো এক ডেইলি ফেটের সংখ্যায় দেখেছে। পার্সির সঙ্গে সতর্কভাবে হাঁটছে, সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ওর মাথার বড় বড় পাকা চুল আর গায়ের কালো কোট তুষারে ভরে গেছে। কেউ কিছু প্রশ্ন করার আগে মি. এবং মিসেস উইসলি নিজেদের মধ্যে আশ্চর্য হয়ে যাওয়া দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির পেছনের দরজা খোলার শব্দ হতেই দেখলো পার্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঘরের মধ্যে অদ্ভুত এক বেদনাদায়ক নীরবতা। পার্সি সেই নীরবতা ভঙ্গ করে একটু যেন সংযত স্বরে বললো, মেরি ক্রিসমাস, মা।

ওহো পার্সি! মিসেস উইসলি কথাটা বলেই পার্সির কাছে ছুটে গিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

স্ক্রিমগৌর বাড়ির ভেতরে না ঢুকে ওয়াকিং স্টিকে ভর দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই মিলন উৎসব দেখে তার মুখে হাসি।

হঠাৎ এসে আপনাদের পার্টিতে বিঘ্ন ঘটালাম বলে আমাকে ক্ষমা করবে অবশ্যই, স্ক্রিমগৌর বললেন। মিসেস উইসলি পুত্রকে বহুবছর পর আজ দেখে আনন্দে আত্মহারা। কাঁদছেন, চোখের জল মুছছেন। আপনারা তো জানেন পার্সি আমার মতোই রাতদিন কাজ করছে, একেবারে সময় পায় না দেখা করার, আজকের এই আনন্দ উৎসবে ও আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা সংবরণ করতে পারলো না।

কিন্তু পার্সি একমাত্র ওর মাকে ছাড়া বাড়ির কাউকে অভিনন্দন জানালো না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকালো। মি. উইসলি, ফ্রেড-জর্জ সকলেই কোনো আবেগ প্রকাশ না করে পাথরের মত দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে লাগলো।

টুপিটা ঠিক করে মিসেস উইসলি স্ক্রিমগৌরকে বললেন, অনুগ্রহ করে বসুন স্যার। সামান্য একটু টার্কি, দয়া করে কিছু খাবার খান।

না না মলি, স্ক্রিমগৌর বললেন। হ্যারি বুঝতে পারলো বাড়িতে ঢোকার আগে স্ক্রিমগৌর পার্সির কাছ থেকে নামটা জেনে নিয়েছেন। না-বলা না-কওয়া হঠাৎ এসে পড়ে বিরক্ত করার ইচ্ছে আমার ছিলো না, পার্সি আপনাদের দেখতে চাইলো বলেই ওর সঙ্গে চলে এলাম।

মিসেস উইসলি তখনো পার্সিকে জোরে বুকে জড়িয়ে রেখেছেন। ফোপাতে ফোঁপাতে বললেন, পার্সি! এতদিন পর তোমার মায়ের কথা মনে পড়লো?

কিছু মনে করবেন না আমরা পাঁচ মিনিটের বেশি এখানে থাকতে পারবো না। আমাদের বিশেষ এক কাজ আছে। আপনারা পার্সির সঙ্গে কথা বলুন সেই ফাঁকে আমি আপনাদের বাগানটা একটু ঘুরে দেখে আসি। না না আমার সঙ্গে কাউকে যেতে হবে না, তবে কেউ যদি আপনার উপভোগ্য বাগানটায় যাবার সময় আমার সঙ্গে... আরে ওইতো ওই ছেলেটির খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, ও যদি চায় আমার সঙ্গে বাগানে যেতে পারে।

সকলেই স্ক্রিমগৌর আর হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলো। ওই ছেলেটিকে স্ক্রিমগৌর চেনেন না, বা নাম শোনেননি, এমনটি ঘরের সকলের বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। বুঝতে পারলো, না চেনার ভান করছেন। জেনি, রন, ফ্লেউর আর জর্জেরও তো প্লেটে কিছু ছিল না। ওদের মধ্যে কাউকে তো বাগানে সঙ্গী হওয়ার জন্য ডাকতে পারতেন।

নীরবতার মাঝে হ্যারি বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন।

হ্যারি মোটেই বোকা নয়। স্ক্রিমগৌরের পার্সির সঙ্গে আসা বা বাগান দেখতে চাওয়া যে আসল উদ্দেশ্য নয় তা হ্যারির বুঝতে বাকি রাইনো না। আসল কারণ হ্যারির সঙ্গে কথা বলা।

ঠিক আছে ওঠার দরকার নেই, লুপিনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে স্ক্রিমগৌর বললেন। লুপিন তখন চেয়ার থেকে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। আবার বললেন, ঠিক আছে!

মি. উইসলিকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে স্ক্রিমগৌর হ্যারির হাত ধরে বাগানে এসে বললেন, ওয়ান্ডারফুল! চলো আমরা দুজনে বাগানে একটু হাঁটি, এর মধ্যে পার্সির কথা বলা শেষ হবে। তারপর আমি আর পার্সি এখান থেকে চলে যাবো। এবং পেছনে ফিরে বললেন, আপনারা চালিয়ে যান।

স্ক্রিমগৌর হ্যারির সঙ্গে তুষার আবৃত বাগানে এসে দাঁড়ালেন। তুষারে সবগাছ। ঢেকে গেছে। বড় বড় দুএকটা গাছ মাথা তুলে এক রাশ তুষারের বোঝা নিয়ে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্ক্রিমগৌর স্টিকহাতে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার বললেন, চার্মিং।

হ্যারির মুখে কুলুপ আঁটা। বেশ বুঝতে পারলো স্ক্রিমগৌর ওর দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছেন।

তোমার সঙ্গে আমার অনেকদিন ধরে দেখা করার ইচ্ছে, স্ক্রিমগৌর হ্যারিকে বললেন। তুমি কি জানো?

হ্যারি স্পষ্টভাবে বললো, কই, না-তো।

অনেকদিন, কিন্তু ডাম্বলডোর যেভাবে তোমাকে আগলে রেখেছেন, দেখা করে কার সাধ্য, স্ক্রিমগৌর বললেন। স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক, মিনিস্ট্রিতে যা কাণ্ড হয়েছিলো তারপর তো এর প্রয়োজন হবেই।

হ্যারি কিছু বলবে সেই প্রতিক্ষায় ওর মুখের দিকে তাকালেন স্ক্রিমগৌর। কিন্তু হ্যারি চুপ করে রইলো। খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর স্ক্রিমগৌর বলে চললেন, আমি ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের ভার নেবার পর থেকেই তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, তা আর এর আগে সম্ভব হয়নি, আগেই বলেছি, ডাম্বলডোর সম্ভবত কোনো বিশেষ কারণে তোমাকে আগলে রেখেছেন।

হ্যারি তখনো চুপ করে রইলো আরো কিছু শোনার অপেক্ষায়।

চারদিকে গুজব, স্ক্রিমগৌর বললেন, না জেনে যে যার খুশি মত বলেছে। কানাঘুষা, মানে প্রফেসির তুমি চুজেন ওয়ান, ডাম্বলডোর নিশ্চয়ই এ বিষয়ে তোমার সাথে কথা বলেছেন।

হ্যারি বুঝতে পারলো, যা ভেবেছিলো ঠিক তাই, স্ক্রিমগৌর কেন উইসলিদের বাড়িতে এসেছেন। পার্সিকে সঙ্গে আনা আসলে নিছক উপলক্ষ মাত্র, ওর কাছ থেকে ওই ঘটনা জানতেই এসেছেন।

হ্যারি ভাবতে লাগলো আসল ঘটনা বলবে না মিথ্যে বলবে।

হ্যারি চারদিকে তাকালো, তুষারে ঢাকা বাগান, তাও কোথাও কোথাও ছোটো ছোটো ফুল ফুটেছে, ফ্রেডের ক্রিসমাসট্রি, আরো অনেক কিছু। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো যা যা ঘটেছিলো তাই বলবে। চুজেন ওয়ান বা বাইবেলের চুজেন ল্যান্ড, চুজেন পিপল ও জানে না। তবে জীবনে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার যে পথ ও বেছে নেবে। ভবিষ্যদ্বাণী (প্রফেসি) অনুযায়ী দুজনের একজন তার বা ভোল্টেমর্টের মৃত্যু হবে কি না জানে না। প্রফেসি যাই বলুক ভোল্ডেমর্ট তার অনুগামীদের নিয়ে বিরাট বাহিনী–রক্তপিশাচ, ডিমেন্টরস, ওয়েরউলফ, ইনফেরিদের নিয়ে যা করে চলেছে তার বিরোধিতা করতে হবে।

হ্যাঁ, আমরা ওই বিষয়ে কথা বলেছি। স্ক্রিমগৌর একটু থেমে বললেন, তুমি কি, তুমি কি...

দুঃখিত, ওই আলোচনাটা শুধু আমাদের মধ্যেই, হ্যারি বললো। ওহ, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!

ওরা সকলে বিশ্বাস করে তুমি চুজেন ওয়ান, আগেই বলেছি, স্ক্রিমগৌর বললেন। মনে কর তুমি নায়ক, অবশ্যই তুমি তাই, চুজেন অথবা চুজেন নও! আজ থেকে কতো বার যার নাম মুখে আনা চলে না তার সঙ্গে মোকাবিলা করেছো? কোনো জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, আসল কথা হচ্ছে, তুমি শান্তিপ্রিয় মানুষদের আশা ও শান্তির প্রতীক।

এমন একজন কেউ যে নিশ্চিতভাবে পারবে, যে হি-হু-যার নাম অবশ্যই মুখে আনা যাবে না তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে, তাহলে মানুষ নির্ভয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। আমি অনুভব করি কিন্তু সেই পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা আমার একার নেই, এই সার কথাটা একবার তুমি বুঝতে পারলে, তুমি ভেবে দেখতে পারো, ওয়েল। তোমার কর্তব্য, মিনিস্ট্রির পাশে দাঁড়িয়ে অন্যায়, পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করা। সকলকে শান্তিতে বেঁচে থাকতে সাহায্য করা।

ওরা দেখলো, পাতালের ধনসম্পদ-রক্ষাকারী বামন ভূত মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে একটা কীটকে ধরলো। কীটটা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো ভূতের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার। বরফে জমা মাটি থেকে বেরিয়ে আসা খুবই কষ্টকর। হ্যারি দেখলো স্ক্রিমগৌর ভূতের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। হ্যারি তখনও নির্বাক। অদ্ভুত সব ছোটো ছোটো প্রাণী, তাই না? কিন্তু তুমি চুপ করে আছো কেন হ্যারি?

আপনি যথার্থ কি চান আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, হ্যারি ধীরে ধীরে বললো। মিনিস্ট্রির পাশে এসে দাঁড়ানো, কথাটার মানে কী?

কাজটা জরুরি হলেও খুব একটা কষ্টদায়ক নয়, এটাই তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি; স্ক্রিমগৌর বললেন। ধরো তুমি যদি মাঝে মাঝে মিনিস্ট্রিতে আসা-যাওয়া কর তাহলে সঠিকভাবে প্রভাবিত করবে। আর তুমি সেখানে গয়াইন বোবার্ডসের সঙ্গে কোনো রকম বাধা নিষেধ ছাড়া আলাপ আলোচনা করতে পারবে। ও হ্যাঁ তিনি কি তোমাকে বলেননি? উনি এখন আমার জায়গায় অরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আমব্রিজ

একবার আমায় যেন বলেছিলেন, তুমি নাকি একজন সুদক্ষ অরর হবার ইচ্ছা করছে, সেটা খুব শিঘ্র সহজেই ব্যবস্থা করা যাবে।

ডলোরেস আমব্রিজের নাম শুনে হ্যারির সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে উঠলো। ভদ্র মহিলা এখনো মিনিস্ট্রিতে বহাল তবিয়তে রয়েছে?

মূলত কথাটা এমনভাবে হ্যারি বললো, যাতে দুএকটি বিষয় আরো পরিষ্কারভাবে জানা যায়। আপনি এমন একটা বাতাবরণ করতে চান যাতে সকলে বোঝে আমি মিনিস্ট্রিতে কাজ করছি এই তো?

হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো হ্যারি, সকলে বুঝবে তুমি মিনিস্ট্রিতে কাজ করছে। তার কথার মধ্যে স্বস্তির ছাপ সুস্পষ্ট। দ্য চুজেন ওয়ান, তুমি অবশ্যই জানো, মানুষের আশার সঞ্চার করবে, অনুভব করবে, কি বলো। ও হ্যাঁ রোমাঞ্চকর কিছু একটা সংঘটিত হতে চলেছে।

হ্যারি কথার মধ্যে বন্ধুত্বের সুর বজায় রেখে বললো, যদি আপনার কথা মতো মিনিস্ট্রিতে যাওয়া-আসা করি তাহলে এটাই কি বোঝা যাবে না মিনিস্ট্রি যা কিছু করছে বা করতে চলেছে তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে?

ওয়েল, স্ক্রিমগৌর ভুরু কুঁচকে বললেন, ও হ্যাঁ তা আংশিকভাবে সত্য, আর তাই আমরা চাই।

না, আমার মনে হয় না সেটা কার্যকরী হবে, হ্যারি ভাবে বললো। দেখুন, কিছু কিছু জিনিস মিনিস্ট্রি যা করছে তা আমি সমর্থন করতে পারছি না, যেমন ধরুন স্ট্যান শানপাইককে আটকে রাখা।

স্ক্রিমগৌর সেই কথাটার তাৎক্ষণিক জবাব না দিলেও মুখের চেহারা কঠিন হয়ে গেল।

আমি অবশ্য আশা করি না যে তুমি বিষয়টি বুঝতে পারবে, স্ক্রিমগৌর বললেন, হ্যারির মতো উষ্মা না দেখিয়ে চেপে রাখলেন। এখন খুব খারাপ অবস্থা চলছে, কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়েছে। অনেক কিছু বাইরে থেকে বোঝা কঠিন। আর তোমার তো বয়স মাত্র ষোল বছর।

হতে পারে, ডাম্বলডোরের বয়স ষোলর ওপরে কিন্তু তিনিও মনে করেন না স্ট্যানকে আজকাবানে পাঠানো দরকার ছিল, হ্যারি বললো। আপনারা যেমন আমাকে প্রতিকী প্রাণী করতে চান, তেমনি স্ট্যানকে আজকাবানে পুরে দেখাতে চান মিনিস্ট্রি কাজ করছে। হ্যারিকে যে মিনিস্ট্রি ব্যবহার করতে চায় সে বিষয়টিকে কটাক্ষ করেই সে বললো।

দুজনে দুজনের মুখের দিকে তে তাকিয়ে থাকলেন বেশ খানিকটা সময়। সবশেষে স্ক্রিমগৌর বললেন কোনো রকম ভান না করে। আমার মনে হয় তুমি ডাম্বলডোরের মতো নিজে মিনিস্ট্রির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাও না?

আমাকে কেউ ব্যবহার করুক আমি চাই না, হ্যারি বললো।

অনেকেই হয়তো এই মত পোষণ করবেন, মিনিস্ট্রি তোমাকে সকলের ভালোর জন্য কাজে ব্যবহার করবে, সেটা মেনে নেয়া তোমার কর্তব্য।

হবে, কিন্তু একথাও অনেকে মনে করে কাউকে অযথা ডেথ ইটার সন্দেহ করে আজকাবানের জেলে পাঠানোর আগে সেই সন্দেহ সঠিক কি না জানা দরকার, হ্যারি বললো। ওর রাগ আরো বেড়ে গেল। আপনি বার্টি ক্রাউচের মতো চলছেন। আপনারা সত্যই কি সঠিক পথে চলছেন? আপনিও ফাজের মতোই নিরীহ লোকেরা যখন অত্যাচারিত হচ্ছে, তাদের হত্যা করা হচ্ছে তখন নিজেদের তৎপরতা দেখাবার জন্য যারা দোষী নয় তাদের জেলে পুরছেন। আর আমাকে দেখিয়ে বলবেন, চুজেন ওয়ানকে নিয়ে এসেছি তোমাদের নিরাপত্তার জন্য!

তাহলে তুমি, চুজেন ওয়ান নও? স্ক্রিমগৌর বললেন।

আমি মনে করি এটা কোনো বিষয় নয় আপনি এভাবেই কথাটা বলেছেন, হ্যারি বললো তিক্তভাবে হেসে। অন্ততঃপক্ষে আপনার না।

কথাটা আমার বলা হয়তো উচিত হয়নি, স্ক্রিমগৌর বললেন সঙ্গে সঙ্গে। ভুল হয়েছে।

না আপনি সম্পূর্ণ সত্য বলেছেন, হ্যারি বললো। অনেক সত্যের মধ্যে আমাকে অন্যতম সত্য বলেছেন। আমি মরি কি বাঁচি তাতে আপনার কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু আমি যদি দৃঢ় প্রত্যয়ে সকলকে জানাই ভোল্ডেমর্টের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আমি আপনাকে সাহায্য করছি, সেই যুদ্ধে আপনি জিতবেন, আমি যদি ভুল না বলে থাকি এটাই তো আপনার ভাবনা। আমি ভুলে যাইনি মিনিস্টার..

হ্যারির কথাগুলো শুনে স্ক্রিমগৌর তার ডান হাতের মুঠোটা ওপরে তুললেন। তার মুঠোর পেছনে ধবধবে সাদারঙ ঝকমক করছে, সেখানে ডলোরেস আমব্রিজ তাকে বাধ্য করেছিলেন খোদাই করতে : আমি কখনো মিথ্যা বলবো না।

আমার মনে পড়ে না যখন আমি বলেছিলাম, ভোল্ডেমর্ট আবার ফিরে আসছে তখন আপনি আমার বক্তব্যের সমর্থনে ছুটে এসেছিলেন কি না। আবার মিনিস্ট্রিও গত বছর এ বিষয়ে কিছুই করেনি।

ওদের পায়ের তলায় বরফশীতল মাটির মতো, ওরাও তেমনই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

মেঠো ভূতগুলো শেষ পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে কীটগুলো বের করতে পেরেছে, ওরা রডোডেনড্রন গুচ্ছে হেলান দিয়ে পরমানন্দে তাদের রক্ত চুষছে।

ডাম্বলডোর এখন কি করছেন? স্ক্রিমগৌর একটু উচ্চস্বরেই বললেন হোগার্টসে যখন অনুপস্থিত থাকেন, তখন কোথায় যান তিনি?

আমার কোনো ধারণা নেই, হ্যারি বললো।

জানলেও তুমি আমাকে বলবে না জানি, স্ক্রিমগৌর বললেন। বলবে?

না, হ্যারি বললো।

ঠিক আছে, দেখা যাক অন্য কোনো উপায়ে জানা যায় কি না।

চেষ্টা করতে পারেন, হ্যারি গুরুত্ব না দিয়ে বললো। কিন্তু আপনাকে ফাজের চাইতে বেশি বুদ্ধিমান মনে হয়েছিল, ভেবেছিলাম তার ভুল থেকে শিখবেন। উনি হোগার্টসের ওপর খবরদারি শুরু করেছিলেন। দেখতে পাচ্ছেন তো এখন তিনি

আর মন্ত্রী নন, কিন্তু ডাম্বলডোর এখনো হেডমাস্টার। আমি যদি আপনার স্থানে থাকতাম তাহলে ডাম্বলডোরের কাজে বাধা সৃষ্টি করতাম না।

আবার অনেকটা সময় দুজনেই নীরব।

বেশ তাহলে বুঝলাম তিনি তোমার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছেন, স্ক্রিমগৌর বললেন। তার চশমার কাঁচের পেছনে চোখ দুটো ঠান্ডা, কঠিন হয়ে গেছে। তুমি সর্বান্তকরণে ডাম্বলডোরের, তাই না পটার?

হ্যাঁ, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, তিনি যা বলেন তাই মানি, তাই করি। আপনাকে কথাটা জানিয়ে নিজেকে অনেক হালকা মনে করছি, হ্যারি বললো।

কথাটা বলেই মিনিস্টার অফ ম্যাজিকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হ্যারি সোজা বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলো।

এ স্লাগিশ মেমোরি

নববর্ষ শেষ হয়েছে। এবার হোগার্টসে ফেরার পালা। সন্ধের দিকে রন, জিনি কিচেনের আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্টেশনে যাবার প্রতীক্ষায়। ওদের জিনিসপত্র সব ট্রাঙ্কে ভরা হয়ে গেছে। ফুঁ নেটওয়ার্কের সাহায্যে মিনিস্ট্রি সব ছাত্রছাত্রীদের হোগার্টসে ফেরার ব্যবস্থা করেছে, যাতে তারা দ্রুত আর নিরাপদে স্কুলে পৌঁছতে পারে। একমাত্র মিসেস উইসলি ওদের বিদায় জানাবার জন্য উপস্থিত রয়েছেন। মি. উইসলি, বিল, ফ্রেড-জর্জ, ফ্লেউর যে যার কাজে ব্যস্ত। মিসেস উইসলি সেই যে পার্সি আসার পর কাঁদতে শুরু করেছেন তা আর কিছুতেই থামছে না। ক্রিসমাস ডে-তে ওর হঠাৎ চলে আসা আর গাজর সেদ্ধ খাওয়া কাঁচের বাসন ভাঙ্গার কথা বার বার বড় বেশি মনে পড়ছে। (ভাঙ্গার পেছনে ফ্রেড, জর্জ, আর জিনির হাত ছিলো)।

জিনি মিসেস উইসলির পিঠে হাত বুলিয়ে বললো, কেঁদো না মা, সবকিছু তো ঠিক আছে।

ওহ্ মা! কেন আমাদের জন্য অযথা ভাবছো, রন মায়ের গালে বড় দেখে একটা চুম্বন করে বললো। পার্সি তো ভালই আছে, ওর জন্য দুঃখ করছো কেন।

হ্যারিকে জড়িয়ে ধরে মিসেস উইসলি আরো ফোপাতে লাগলেন। মিসেস উইসলি বললেন, আমাকে স্পর্শ করে বলো–তোমরা সবাই ভালো ছেলেমেয়ে হয়ে পড়াশোনা করবে, বাজে কাজে মন দেবে না, নিজেদের প্রতি যত্ন নেবে।

তাই আমি করি মিসেস উইসলি, হ্যারি বললো। আপনি তো জানেন আমি শান্ত জীবন চাই।

মিসেস উইসলি আবার সকলকে আদর করে বললেন, কথা দিচ্ছো, আমি যেভাবে তোমাদের বলেছি তোমরা সেভাবে চলবে।

হ্যারি পান্না রঙের আগুনে প্রবেশ করে খুব জোরে বললো, হোগার্টস! ও শেষবারের মতো উইসলিদের কিচেনের কিছু অংশ দেখতে পেল আর, মিসেস উইসলির ক্রন্দনরত মুখ, আগুন ওকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে নেবার আগে, প্রবলভাবে লাটুর মতো বনবন কর ঘুরতে ঘুরতে ও অন্যান্য উইজার্ডিং রুম ঝাপসা দেখতে পেলো, ঘরগুলো ওর দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তারপর ও সবকিছু স্বচ্ছভাবে দেখতে পেল, তারপর নিচে নামতে লাগলো। শেষে ম্যাকগোনাগলের অফিসের ফায়ারপ্লেসে পৌঁছলো। হ্যারি গ্রেট ফায়ার প্লেসের থেকে বাইরে আসার আগে দেখলো মিসেস ম্যাকগোনাগল কাজ করতে করতে ফায়ার প্লেসের দিকে অল্প-একটু তাকালেন।

শুভ সন্ধ্যা পটার, ঘরের মধ্যে কার্পেটে যেন ছাই না পড়ে।

অবশ্যই না প্রফেসর। হ্যারি চশমাটা ঠিক করে বললো মাথার চুলগুলো আঙ্গুল দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে দেখলো রন লাটুর মতো ঘুরতে ঘুরতে আসছে। জিনিও তেমনিভাবে ম্যাকগোনাগলের অফিস ঘরে পৌঁছলো। তারপর ওরা অফিস ঘর থেকে এক সঙ্গে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের দিকে চললো। করিডর দিয়ে যেতে যেতে হ্যারি জানালার দিকে তাকালো। অস্তমিত সূর্যের লাল আভা বাইরের মাঠের ওপর পড়েছে। মাঠ, কার্পেটের মতো জমাট বরফে ঢাকা রয়েছে। ওর উইসলিদের বাগানের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অদূরে দেখতে পেল হ্যাগ্রিড ওর কেবিনের সামনে বাকবিককে খাওয়াচ্ছেন।

ফ্যাট লেডির সামনে গিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে রন বললো, বউব্লেস। ফ্যাট লেডি সামান্য রোগা হয়েছেন, একটু যেন ফ্যাকাশে। ছুটিতে যাবার আগে যেমনটি দেখেছিলো তেমন আর নেই।

না, ফ্যাট লেডি বললেন।

না! তার মানে?

এখন নতুন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে, ফ্যাটলেডি একটু উচ্চস্বরে বললেন।

অনুগ্রহ করে উচ্চস্বরে কথা বলবে না।

আমরা তো হোগার্টসে ছিলাম না, ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলাম। নতুন পাসওয়ার্ড জানবো কেমন করে?

হ্যারি-জিনি!

ওরা পেছন ফিরে দেখলে হারমিওন ওদের দেখতে পেয়ে, ওদের দিকে আসছে।

ওর পরনে হালকা লাল রঙের ক্লোক, মাথায় হ্যাট আর হাতে দস্তানা।

আমি মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এসেছি, এসেই হ্যাগ্রিড আর বাক, মানে উইদার উইংগসের সঙ্গে দেখা করে এলাম, হারমিওন হাঁফাতে হাঁফাতে বললো। তা তোমাদের ক্রিসমাস ভালোই কেটেছে, তাই না?

খু-উ-ব ভালো, রন তৎক্ষণাৎ বললো। অনেক সুন্দর সুন্দর বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাপার, রুফাস ক্রিম।

হারমিওন রনের কথার উত্তর বা ওর দিকে একবারও তাকালো না, ওর কথায় কান না দিয়ে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। নতুন পাসওয়ার্ড হচ্ছে অ্যাবস্টিনেন্স।

ফ্যাট লেডি দুর্বল কণ্ঠে বললো, ঠিক বলেছো, কথাটা বলে পোর্ট্রেটের দিকে এগিয়ে গেল।

হ্যারি হারমিওনকে বললো, কি হয়েছে ওনার?

মনে হয় ক্রিসমাসে খুব খাওয়া-দাওয়া-মদ্যপান করেছেন। লাকভর্তি কমনরুমে যেতে যেতে বললো। বন্ধু ভায়োলেটের সঙ্গে চার্মর্স করিডরের ড্রাংক মংকসের ছবির কাছে প্রচুর ওয়াইন খেয়েছেন, যাকগে।

কথাটা বলে হারমিওন ওর পকেটে হাত পুরে ডাম্বলডোরের লেখা পাকানো একটা পার্চমেন্ট বার করলো। তোমার।

হ্যারি বললো, চমৎকার, দেখি কি লিখেছেন। ডাম্বলডোর লিখেছেন, পরবর্তী লেসন পরের দিন রাতে হবে।

হ্যারি বললো, ওনাকে অনেক অনেক খবর দেবার আছে, তোমাকেও। চলো কোথাও নিরিবিলিতে বসি।

ঠিক সেই সময় ওদের কানে এলো ওন...ওন। ওরা দেখলো ল্যাভেন্ডার ব্রাউন দৌড়াতে দৌড়াতে এসে রনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো। ল্যাভেণ্ডার রনকে আদর করে ওন বলেই ডাকে।

অনেকেই ওই দৃশ্য দেখে নাক সিঁটকোলো। হারমিওন মুখ বেঁকিয়ে হাসলো। অদূরে একটি খালি টেবিল দেখিয়ে বললো, চলো ওইখানে বসা যাক। জিনিকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললো, জিনি জিনি।

ধন্যবাদ, তোমরা বসো, আমি ডিনের জন্য অপেক্ষা করছি, জিনি বললো।

হ্যারি লক্ষ্য করলো, হারমিওনের গলার স্বর ঠিক স্বাভাবিক নয়। রন আর ল্যাভেন্ডার এখন বেপরোয়া হয়ে জড়াজড়ি করছে। হ্যারি সেদিকে আর না তাকিয়ে হারমিওনকে বললো, হ্যাঁ চলো ওইখানে বসি।

নাও এবার তোমার ক্রিসমাসের গল্প বলো।

না, আমার কিছু বলতে ভালো লাগছে না, হারমিওন খুবই সহজভাবে বললো। আমায় কিছু জিজ্ঞেস করো না হ্যারি।

আমি ভাবছিলাম যদি তোমার কাছে কিছু খবর-টবর পাওয়া যায়।

খবর? ফ্যাট লেডি, পাঁচশ বছরের পুরনো ভ্যাট পান করেছেন। হ্যারি, এই খবরটা তুমি আবার শুনতে চাও?

হারমিওন কথাটা বলে এমনভাবে হ্যারির দিকে তাকালো যে হ্যারির আর কোনো প্রশ্ন করতে মন চাইলো না। রনের প্রসঙ্গও না। তখন ম্যালফয় আর স্নেইপের যেসব কথাবার্তা শুনেছিলো, হারমিওনকে সবিস্তারে বললো।

ওর কথা শেষ হলে দুএক সেকেন্ড কিছু ভাবলো, তারপরে বললো, তোমার কি মনে হয় না?

স্নেইপের সাহায্য করার প্রস্তাব ভান ছাড়া কিছু নয়, আসলে জানতে চান ম্যালফয় কি করতে চাইছে? হ্যারি হারমিওনের কথার বাকি অংশ নিজেই বললো।

ও হ্যাঁ সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। হারমিওন বললো।

রনের বাবা ও লুপিন তো ওই রকমই ভাবছেন, হ্যারি গজগজ করতে করতে বললো। যে যাই বলুক ম্যালফয় যে সাংঘাতিক কিছু একটা মতলব আটছে। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

আমি তোমার কথা মানতে পারছি না, হরমিওন খুব ধীরে ধীরে বললো। যা কিছু করছে সবই ভোল্টেমর্টের কথাতে, এই সহজ সরল কথাটা আমি তোমাকে বোঝাতে চাইছি।

কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যে সত্যি কেউ কি ভোল্টেমর্টের নাম উচ্চারণ করেছে?

হ্যারি কথাটা শুনে মনে করার চেষ্টা করলো।

আমি এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে স্নেইপ বলেছিলো, তোমার প্রভু, এই কথাটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাহলে ওর প্রভু, কে হবে?

আমি বলতে পারছিনে, হারমিওন ঠোঁট কামড়ে বললো। ওর বাবাও হতে পারে। কথাটা বলে হারমিওন ঘরের চারদিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর রন আর ল্যাভেন্ডারের দিকে তাকিয়ে বললো, ও হ্যাঁ, লুপিন কেমন আছেন?

হ্যারি বললো, দেখে খুব একটা ভালো আছেন বলে মনে হলো না। ওয়েরউলফদের সাথে আছেন তবে তেমন সুবিধা করতে পারছেন না। তারপরে বললো, আচ্ছা তুমি ফেনীর গ্রেব্যাকের নাম শুনেছো?

হ্যাঁ শুনেছি, হারমিওন সামান্য হকচকিয়ে বললো। তা তুমি শুনলে কোথা থেকে?

কবে, হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক থেকে? তুমি তো ভালো করেই জানো, আমি কখনো ভালো করে শুনিনি।

আরে না না হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক নয়, ম্যালয়ের বোয়জিনকে ধমক কথা মনে আছে, হারমিওন বললো, নকটার্ন এ্যালির কথা মনে নেই? ও বলেছিলে গ্রেব্যাক ওদের পারিবারিক বন্ধু। ও বোয়জিনের কাজের অগ্রগতি মাঝেমধ্যে এসে দেখে যাবে।

হ্যারির দিকে হা করে তাকালো, মনে করার চেষ্টা করলো, ওই একদম ভুলে গেছি! তাহলে তো ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে ম্যালফয় একজন ডেথ ইটার, তা না হলে গ্রেব্যাককে কি করতে হবে, না করতে হবে বলতে পারবে কেন?

হারমিওন বড় দেখে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, খুবই সন্দেহজনক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, অবশ্য যদি না...।

আরে আমার কথা শোনো, হ্যারি একটু রেগে বললো। ব্যাপারটায় তুমি আর যদি খুঁজতে যেওনা।

কোথাও ভুল হয়ে থাকতে পারে।

ঠিক আছে, তোমার তাহলে বিশ্বাস হচ্ছে না, হ্যারি মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো। দেখা যাক কার কথাটা সত্যি, শেষ পর্যন্ত কিন্তু তোমায় স্বীকার করতেই হবে, নিজের উক্তি প্রত্যাহার করতে হবে, মিনিস্ট্রির মতোই জেনে রেখো হারমিওন। ও হ্যাঁ তোমায় বলা হয়নি, আমার সঙ্গে কিন্তু মিনিস্টার অফ ম্যাজিক রুফাস স্ক্রিমগৌরের বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছে।

বাকি সন্ধেটা দুজনে মিনিস্টার অফ ম্যাজিককে গালমন্দ করে কাটলো। রনের মতো হারমিওন বুঝতে পারলো গত বছর মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিক ওকে একটুও স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। এখন কোন মুখে ওকে সাহায্য করতে বলছে।

ষষ্ঠ বছরের ছেলেমেয়েদের নতুন টার্ম দারুণ এক শুভ সূচনায় শুরু হলো। সকাল বেলা কমন রুমের সাইন বোর্ডে বিরাট একটা নোটিশ দেখতে পেলো।

অ্যাপারিসন লেনসন
তোমার বয়স যদি সতের বছর বা ৩১ অগাস্টের মধ্যে সতের হয় তাহলে
মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকের বার সপ্তাহের অ্যাপারিসন লেসন কোর্সের জন্য তুমি নির্বাচিত হবার উপযুক্ত।
নিম্নে দস্তখত করো যদি তুমি যোগদান করতে ইচ্ছুক হও।
ফিস, মাত্র ১২ গেলিয়ন।

হ্যারি আর রন কমনরুমের নোটিশবোর্ডের কাছে এসে দাঁড়ালো। ছেলেমেয়েরা ভিড় করে রয়েছে, নোটিশের তলায় নাম দস্তখত করার জন্য ব্যস্ত। হারমিওন দস্তখত করার পর তার তলায় রন দস্তখত বা নাম দেবার জন্য কুইল (পালকের কলম) বার করতে যাবে ঠিক সেই সময় ওর পেছনে ল্যাভেন্ডার এসে দাঁড়ালো। হাত দুটো বাড়িয়ে রনের দুচোখ চেপে খিল খিলিয়ে হেসে বললো, বলতো আমি কে উন উন? হ্যারি পেছন ফিরে হারমিওনকে দেখলো। ওর মোটেই ইচ্ছে নেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ল্যাভেন্ডারের ন্যাকামি দেখা। ও সঙ্গে সঙ্গে হারমিওনকে ধরার জন্য পেছন ফিরলো। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেল

রনকে ওদের কাছে আসতে দেখে। ওরা তখন পোর্ট্রেট হোলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। ওর কানদুটো অসম্ভব লাল আর হাবভাব বিরক্তি মাখা। হরমিওন ওকে দেখেই নেভিলের দিকে এগিয়ে গেল।

তাহলে অ্যাপারেসন, রন খুব স্বাভাবিকভাবে কথাটা বললো। একটুও বুঝতে দিলো না কিছুক্ষণ আগের দৃশ্যটা, হ্যারির একটুও ভালো লাগেনি। অ্যাপারেসন, হাসির ব্যাপার হবে না তো?

আমি তোমার ব্যাপার বলতে পারবো না। ভালো হবে, তুমি যখন হাতে কলমে ওটা করবে। ডাম্বলডোর অ্যাপারেট করার সময় একবার আমাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন, সত্যি কথা বলতে কি আমার কিন্তু তেমন সুখকর মনে হয়নি।

ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি আগেই ওটা করেছো, আমার তো প্রথমবার, রন সামান্য উদ্বেগচিত্তে বললো। ফ্রেড আর জর্জও তো করেছে।

চার্লিতো পাস করতে পারেনি, তাই না।

রন ওর একটা হাত উঁচু করে বললো, হ্যাঁ, কিন্তু চার্লি তো আমার চেয়েও লম্বা চওড়া। তো ফ্রেড আর জর্জ পারেনি, তাই ভাবছি।

নাম তো দিলাম, আমাদের পরীক্ষা করে নেবে জানো? সতের বছর হলেই শুধু হবে না। আমার তো মার্চ মাসে সতের হবে।

হা, কিন্তু মনে রেখো ক্যাসেল থেকে বা এখান থেকে অ্যাপারেট করতে পারবে না।

আসল ব্যাপারটা তা নয়, তাই না? শিখলে সকলে বিষয়টি জানতে পারবে, আমার যখন ইচ্ছে হবে তখন অ্যাপারেট করতে পারবো।

রন একমাত্র নয় যে অ্যাপারেট করার শিক্ষা পেতে উত্তেজনায় উদ্বেলিত। সব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ ও উত্তেজনা, নানা আলোচনা, সামনের লেসন নিয়েও, নিজের ইচ্ছেয় অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, আর ফিরে আসা।

বলো, সত্যি যখন আমরা করতে পারবো তখন দারুণ হবে, সিমাস কথাটা বলে অদৃশ্য হওয়ার আনন্দ প্রকাশের জন্য ক্লিক শব্দ মুখ দিয়ে বার করলো। আমার চাচাতো ভাই ফেরগাস মাঝে মাঝে আমাকে ভয় পাওয়ানোর জন্য অ্যাপারেট করতো। দাঁড়াও না আমি ওটা শিখে নিয়ে ওর মজা দেখাচ্ছি। একটুও ওকে শান্তিতে থাকতে দেব না দেখে নিও।

আনন্দের জন্য সিমাস ওর হাতের জাদুদণ্ডটা নিয়ে খুব শব্দ করে ক্লিক করলো। দণ্ডের মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে মিঠে জল বেরোনোর পরিবর্তে প্রবল বেগে জল বেরিয়ে ঘর, শুধু ঘর নয় ঘরের সিলিং পর্যন্ত ভিজিয়ে দিল। প্রবল স্রোতের মতো জল সহসা প্রফেসর ফ্লিটউইকের মুখে সজোরে ধাক্কা দিতেই ঘরের মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন।

প্রফেসর হ্যারিকে আগেই অ্যাপারেশন করেছে, রন সামান্য অপ্রতিভ সিমাসকে বললো। ভেজা মুখটা হাত দিয়ে মুছে ফ্লিটউইক হাত দিয়ে মুছে সিমাসের দিকে কটমট চোখে তাকিয়ে জাদুদণ্ড ঘুরিয়ে ওকে লাইনে দাঁড় করিয়ে বললেন, আমি একজন জাদুকর, তোমার মতো বেবুন নই বুঝেছো? এই তোমরা, ওকে, সাইড লং অ্যাপারেশনের জন্য দাঁড় করাও তো। এইবার বুঝতে পারবে মজাটা।

ওয়াও! সিমাস ফিস ফিস করে কথাটা বলে ডিন আর নেভিলের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়ালো। ওদিকে ওদের ক্লাসের সবাই জেনে গেছে হ্যারি, ডাম্বলডোরের সঙ্গে অ্যাপারেশন করেছে। ওরা সকলে মিলে হ্যারির কাছে ওর অভিজ্ঞতা জানার জন্য নানা প্রশ্ন করে দিনটা কাটিয়ে দিল। হ্যারি কিন্তু ওদের একটুও ভয় পাইয়ে দেয়নি। বললো, একটু অস্বস্তিকর তো মনে হবেই। রাতেও ছেলেমেয়েরা ওকে ছাড়ল না। রাত্রি নটা পর্যন্ত ওকে ক্লাসের বন্ধুদের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হলো। ওদিকে ডাম্বলডোরের কাছে যেতে হবে, তাই ওদের বললো, ওকে লাইব্রেরিতে একটা বই ফেরত দিতে হবে। ওদের হাত থেকে বাঁচার ওই একটা পথ। ওরা সবাই চলে গেল।

হ্যারি ডাম্বলডোরের অফিস ঘরে গিয়ে দেখলো সেখানে ঢিমে আলো জ্বলছে আগের সব হেডমাস্টারেরা পোর্ট্রেটের ফ্রেমের ভেতরে বসে বসে নাক ডাকছেন। ডাম্বলডোর তার ডেস্কে আগের মতোই পেনসিভ সাজিয়ে রেখেছেন। ডাম্বলডোর তার দুটো হাত পেনসিভের দুপাশে প্রসারিত করে পেনসিভের দিকে মুখ নামিয়ে বসে রয়েছেন। ডান হাতের ক্ষতটা তখনো শুকোয়নি, দগদগ করছে। শুকোতে এতো সময় নিচ্ছে কেন হ্যারি

বুঝতে পারলো না। কম করে একই প্রশ্ন ওর মন থেকে কিছুতেই সরছে না। কেন এমন হলো? কে আঘাত দিলো? ও এই প্রশ্ন ডাম্বলডোরকে কখনো করেনি। সাধারণভাবে ও দুএকবার প্রশ্ন করাতে ডাম্বলডোর ওকে বলেছিলেন, সময়ের ব্যাপার, একটু একটু করে সবই জানতে পারবে। সে যাক, আর একটি ব্যাপার ও ডাম্বলডোরের সঙ্গে আলোচনা করতে চায়। আলোচনাটা ম্যালফয় আর স্নেইপকে ও কিছু বলতে যাবে সেই সময়ে ডাম্বলডোর বললেন, শুনলাম ক্রিসমাসে তোমার সঙ্গে মিনিস্টার অফ ম্যাজিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো।

হ্যাঁ স্যার, হ্যারি বললো। মনে হলো আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটুও খুশি হননি।

জানি, ডাম্বলডোর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন। উনি আমার ওপর একটুও খুশি নন। আমরা ওইসব কথা ভেবে দুঃখের সাগরে ডুবতে চাই না, চেষ্টা চালাতে হবে। হ্যারি মনে রেখো ওইসব তুচ্ছ কথা ভেবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। লড়াই চলছে, ও চালিয়ে যেতে হবে।

কথাটা শুনে হ্যারি দাঁত বের করে হাসলো।

উনি আমাকে দিয়ে জাদুকর সম্প্রদায়কে বোঝাতে চেয়েছিলেন, উনি মিনিস্টার অফ ম্যাজিক হবার পর তাদের জন্য দারুণ সব কাজকর্ম করছেন।

হ্যারির কথা শুনে ডাম্বলডোর হাসলেন।

বললেন, আসলে আইডিয়াটা ছিলো ফাজের। যখন ফাজ মিনিস্টার অফ ম্যাজিক ছিলো তখন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো যাতে ওকে ওই পদ থেকে সরানো না হয়। তোমার সঙ্গে একটা বৈঠক করতে চেয়েছিলেন, ভেবেছিলেন তুমি ওকে সাহায্য করবে।

কী বলছেন স্যার, ফাজ গত বছরে যেসব কাণ্ডকারখানা করেছিলেন তারপরেও? হ্যারি উত্তেজিত হয়ে বললো। আমব্রিজের কাণ্ডকারখানাও আমার মনে আছে।

আমি কর্নেলিয়সকে যা বোঝানোর প্রয়োজন তা সবই তাকে বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার সহযোগিতার বিষয়টি ফাজ মিনিস্ট্রি ছেড়ে চলে যাবার পরও রয়ে গেল। স্ক্রিমগৌর চার্জ নেবার পরই আমার সঙ্গে দেখা করে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার প্রসঙ্গটা তোলেন, বলেছিলেন আমি যেন একটা ব্যবস্থা করে দিই।

সেই ব্যাপারে আপনার মন্ত্রীর সঙ্গে বাদানুবাদ হয়েছিলো। খবরটা ডেইলি প্রফেটে বেরিয়েছিলো।

ডেইলি প্রফেট মাঝে মধ্যে সত্যি খবর প্রকাশ করে। ডাম্বলডোর বললেন। অবশ্য সেটা বলতে পারো একটা দুর্ঘটনা। হ্যাঁ আমরা বাদানুবাদ বা তর্কাতর্কি করেছিলাম। তবে পাত্তা না পেয়ে রুফাস মনে হয় শেষ পর্যন্ত তোমাকে ধাওয়া করে নিজের ইচ্ছেটা সফল করতে চেয়েছিলো।

কথাবার্তা বলার সময় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে বলেন, তুমি ডাম্বলডোরের অনুগামী।

খুবই অমার্জিত কথা বলেছেন। আমি কিন্তু বলেছিলাম, হ্যাঁ আমি ডাম্বলডোরের অনুগামী ও কাছের মানুষ।

ডাম্বলডোর কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু বললেন না। হ্যারির পেছনে দাঁড়ের। ওপর বসেছিলো ফকস ফিনিক্স পাখি, সে সুন্দর মিষ্টি সুরে ডাক দিলো। হ্যারি ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে দারুণ লজ্জা বোধ করতে লাগলো। দেখলো ডাম্বলডোরের উজ্জ্বল দুটি নীল চোখ জলে ভরে গেছে। ও তখনই মুখ নিচু করে নিজের হাঁটুর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ডাম্বলডোর যখন কথা বললেন, তখন তার কথা খুবই শান্ত স্বাভাবিক। অকস্মাৎ ভাবাবেগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

হ্যারি, হঠাৎ আমি স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছিলাম।

স্ক্রিমগৌর জানতে চেয়েছিলেন মাঝেমধ্যে যখন আপনি হোগার্টসে থাকেন না তখন কোথায় যান, হ্যারি মুখ না তুলে হাঁটুর দিকে তাকিয়ে থেকে কথাটা বললো।

আমি জানি, ওই নিয়ে ও খুবই হৈচৈ করে বেড়াচ্ছে, ডাম্বলডোর বললেন। এমন কথার মধ্যে কোনো দুঃখের ভাব নেই। হ্যারি ভাবলো আর মাথা নিচু করে বসে থাকার প্রয়োজন নেই। আমি জানি, এমনকি রুফাস কোথায় যাই জানতে আমার পেছনে ধাওয়া

করেছিলো। সত্যি খুব হাসির ব্যাপার। আমি কোথায় যাচ্ছি জানতে ডালিশকে নিযুক্ত করেছিলো। খুবই দুঃখজনক ব্যাপার সন্দেহ নেই; কিন্তু আমি ডালিশকে জিক্স করতে বাধ্য হয়েছিলাম, একবার নয়, কয়েকবার। আমার সেটা করতে খুবই, খুবই দুঃখ হয়েছিলো।

তাহলে ওরা জানে না আপনি কোথায় যান? হ্যারি আশা করেছিলো ওই কৌতুহল জাগানো প্রশ্নের হয়তো একটা জবাব পাবে। কিন্তু হ্যারি দেখলো ডাম্বলডোরের অর্ধচন্দ্রের মতো চশমার কাঁচের আড়ালে চোখ দুটো হেসে উঠলো।

তারা জানে না, তাছাড়া তোমারও জানার সময় আসেনি। বেশ এখন বলো তুমি কি বলতে চাইছিলে, বিশেষ কিছু বলার থাকলে।

আসলে স্যার আমি ম্যালফয় আর স্নেইপ সম্বন্ধে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। প্রফেসর স্নেইপ, হ্যারি।

হা স্যার, আমি স্লাগহর্নের পার্টি চলাকালীন ওদের কিছু কথাবার্তা শুনেছিলাম। আমি গোপনে ওদের পিছু নিয়ে কথাবার্তা শুনেছিলাম।

ডাম্বলডোর শুনলেন হ্যারির মুখে সেই কথাবার্তা; কিন্তু মুখে তার কোন তাপ উত্তাপ নেই শোনার সময়ে। হ্যারির কথা শেষ হবার পর ডাম্বলডোর কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে বললেন, কথাগুলো আমাকে জানানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ হ্যারি। তবে আমি বলছি

তুমি মন থেকে ওই ব্যাপারটা মুছে ফেললো। আমার তো মনে হয় না ওদের কথাবার্তার মধ্যে কোনো গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

কি বলছেন স্যার কোনো গুরুত্ব নেই? হ্যারি বললো। প্রফেসর আপনি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছেন না?

হ্যারি, ঈশ্বর আমাকে খুব বেশি বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। তুমি যা যা বললে তার প্রতিটি শব্দ আমি বুঝতে পেরেছি। ডাম্বলডোর একটু তীক্ষ্ণভাবে বললেন। আমার মনে হয়, তুমি এই কথাটা ভাবতে পারো, তোমার চেয়ে আমার বোঝার ক্ষমতা বেশি। তাহলেও আমি অত্যন্ত খুশি যে আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে, নির্ভরতা আছে। তাহলেও আমি তোমাকে বলছি, তুমি এমন কোনো কথা আমাকে বলোনি যাতে আমার চিন্তা বাড়ে।

হ্যারি ডাম্বলডোরের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে রইলো। ও কোন কিছুই একগ্রন্থিতে বাঁধতে পারছে না। তবে কী তিনি নিজেই স্নেইপকে বলেছেন ম্যালফয় কি করছে না করছে তা জানাতে? তাহলে তো ডাম্বলডোরের সবকিছুই ইতোমধ্যে জেনেছেন? অথবা ওর মুখ থেকে সব শোনার পর চিন্তিত হয়েও ভান করছেন যা শুনলেন তার কোনো গুরুত্ব নেই? সবকিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

হ্যারি কিছু সময় নীরব থাকার পর শান্ত স্বরে বললো, তাহলে স্যার এখনো স্নেইপের ওপর আপনার আস্থা আছে।

আমি এতোক্ষণ তোমার প্রশ্নের জবাব অনেক ধৈর্যের সঙ্গে দিয়েছি হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন। কিন্তু খুব বেশি ধৈর্য যে নেই সেটা বেশ বোঝা গেল। আমার জবাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আমি কিন্তু মোটেই তা মনে করি না, অবজ্ঞার এক কণ্ঠস্বর হ্যারি শুনতে পেলো। পোর্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে দেখলো নিগেলাস মোটেই ঘুমিয়ে নেই, ঘুমুচ্ছেন এমন এক ভাব করেছিলেন। খুব ভালো করেই হ্যারি আর ডাম্বলডোরের কথা বার্তা শুনেছেন।

ডাম্বলডোর নিগেলাসের কথায় কোনো কান দিলেন না। বললেন, হ্যারি অন্য কথা বলে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। তোমার সঙ্গে আমার কতগুলো জরুরি আলোচনা আছে।

হ্যারি বিদ্রোহীর মতো মনোভাব নিয়ে বসে রইলো। ও যদি স্নেইপ প্রসঙ্গ থেকে সরে না আসে তাহলে কেমন হবে, ও যদি ম্যালয়ের বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন করতে চায় তাহলে কেমন হবে? ডাম্বলডোর যেন হ্যারির মনের আক্ষেপ ধরতে পেরেছেন, তাই সেই রকম মনে করে মাথা নাড়লেন। বললেন, হ্যারি এটা নতুন কিছু নয়, এমনকি বন্ধুদের মধ্যেও হয়। সকলেই ভাবে, আমি যা বলছি তা ঠিক, অন্যেরা ভুল বলছে। সকলেই নিজের চিন্তা-ভাবনার ওপর গুরুত্ব দিতে চায়। অন্যের চিন্তাটা ভাবে না!

হ্যারি বললো, স্যার আমি সেই রকম ভাবি না, আমি মনে করি না আপনি যা বলবেন তা জরুরি নয়।

হা তুমি ঠিক বলেছো ডাম্বলডোর বললেন। আজ আমি তোমাকে দুটো স্মৃতির দৃশ্য দেখাতে চাই। দুটোই আমাকে খুবই পরিশ্রম ও কষ্টে পেতে হয়েছে। আমার মনে হয় দ্বিতীয়টি সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

হ্যারির মনের অবস্থা তখনো শান্ত হয়নি। ভীষণ রেগে আছে ডাম্বলডোর হ্যারির আশঙ্কার কোনো গুরুত্ব না দেয়াতে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো তর্ক করে কোনো লাভ হবে না।

তাহলে হ্যারি আমরা আজ টম রিডিলের কাহিনী শেষ করি, কি বলো? ডাম্বলডোর মধুর স্বরে বললেন। আমরা ওর হোগার্টসে প্রবেশের মুখে এসে থেমে গিয়েছিলাম। আশা করি তোমার মনে আছে আমি যে একজন জাদুকর কথাটা শোনার পর ও কতোটা উত্তেজিত হয়েছিলো? আমার সঙ্গে ডায়াগন এ্যালিতে যেতে চায়নি তাও বোধহয় ভুলোনি? তখন আমি ওকে স্কুলে আসার পর চৌর্যবৃত্তি থেকে নিরত থাকার জন্য সাবধান করে দিয়েছিলাম তাও বোধহয় মনে আছে?

যাহোক স্কুলের প্রথম টার্ম শুরু হলো। টম রিডিল সেকেন্ড হ্যান্ড রোবস পরে অন্যান্য ছেলেদের মতো শান্তশিষ্ট হয়ে লাইন লাগিয়ে দাঁড়ালো। শর্টিং শুরু হলো, টম রিডিল স্লিদারিন হাউজে গেল। হ্যাট ওর মাথা স্পর্শ করলো। ও খুব শিঘ্র জানতে পারলো ওর হাউজের প্রতিষ্ঠাতা স্লিদারিন সাপের ভাষা জানতেন, তাদের সঙ্গে কথাও বলতে পারতেন। টম রিডিলও সাপের সঙ্গে কথা বলতে জানতো। তাই ওর আত্মগরিমা আরো বেড়ে গেল।

যাহোক, ও যদি কমনরুমে ওর দিারিন হাউজের বন্ধুদের সাপের সঙ্গে কথা বলা (পার্সেল টাং) নিয়ে ভয় দেখাতো বা শোনাতো তাহলে তার কোনো খবরা খবর স্কুল স্টাফের কানে আসতো। ও কিন্তু একগুঁয়েমি বা ঔদ্ধত্য মোটেই জাহির করতো না। একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সুশ্রী অনাথ হিসেবে অতি স্বাভাবিকভাবে স্কুল স্টাফের কাছ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ ও সহানুভূতি, স্কুলে আসার সঙ্গে সঙ্গে আদায় করতে পেরেছিলো। তাই সকলের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলো।

আপনি কি স্যার তাদের অনাথ আশ্রমে থাকাকালীন ও যেসব কাণ্ডকারখানা করতো সেসব স্কুলে বলেননি?

না, আমি তেমন কিছু বলিনি। স্কুলে এসে কোনোকম কিছু করার আভাসও দেয়নি কারণ এওতো হতে পারতো সে তার অতীতের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুতপ্ত ও নতুনভাবে জীবনযাত্রা করতে চায়। আমিও ওকে ভালোভাবে থাকার সব রকমের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলাম।

হ্যারি কিছু বলতে চায় বুঝতে পেরে ডাম্বলডোর ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন। এখানে আবার ডাম্বলডোর কাউকে কিছু না বলে মানুষের প্রতি তার বিশ্বাস, ভালোবাসা, আস্থার প্রমাণ দিলেন, যদিও তারা ডাম্বলডোরের কাছ থেকে তেমন ভালোবাসা, ব্যবহার আশা করতে পারে না। তখন হ্যারির কিছু কথা মনে পড়ে গেল...।

একটা কথা স্যার, মনেপ্রাণে কিন্তু আপনি টম রিডিলের ওপর কোনো রকম আস্থা রাখেননি। আপনি বলেছিলেন টম রিডিল ওর ডায়রিতে লিখেছিলো, অন্যান্য শিক্ষকরা আমাকে পছন্দ করলেও ডাম্বলডোর মনে হয় আমাকে মোটেই পছন্দ করতেন না।

বলা যেতে পারে টম রিডিল যে বিশ্বাসযোগ্য এমনভাব আমি কোনো দিন প্রকাশ করিনি, ডাম্বলডোর বললেন। তোমাকে আগেই বলেছি আমি ঠিক করেছিলাম সবসময়ে ওকে চোখে চোখে রাখবো। সেইরকম করেও ছিলাম। আমি কোনো কথা গোপন করতে চাই না বা ভান করতে চাই না যে আমার প্রথম প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ থেকে ওর সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি জানতে পেরেছিলাম। আমি অনুভব করেছিলাম আমার সামনে ও খুব সংযত হয়ে চলতো, ওর আসল পরিচয় জানার জন্য প্রথম প্রথম ও আমার সাথে একটু যেন বেশি কথাবার্তা বলেছিলো। পরে অবশ্য বেশি কিছু না বলার ব্যাপারে সাবধান হয়ে গিয়েছিলো। তাহলেও উত্তেজনার বশে প্রথম প্রথম যা যা বলেছিলো সেগুলোতে আর ফিরিয়ে নিতে পারে না! বা মিসেস কোল অনাথ আশ্রমে ওর সম্পর্কে আমাকে যা বলেছিলেন। বন্ধু বান্ধব, সতীর্থদের নিজেকে জাহির করার জন্য যা যা করতো সেগুলো আমার কাছে করতো না।

স্কুলে থাকাকালীন ওর অনেক বন্ধু-বান্ধব হয়ে গেল, বলতে পারো একনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব। কিন্তু তারা একনিষ্ঠ হলেও তাদের ওপর নিডিলের তেমন কোনো ভালোবাসা ছিলো না। ওর সেইসব বন্ধু-বান্ধবের দল ক্যাসেলের মধ্যে বলতে পারো এক ধরনের কালো জাদুর বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলো। তারা প্রতিদিন সকলের সঙ্গে খুবই অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করতো, তা থেকে বলতে পারো স্কুলের শিক্ষকরাও বাদ যেতেন না। সেই দলের নেতা

হয়ে গেল টম রিডিল। অবশ্য ওর ব্যবহার ওর দলের ছেলেদের মতো ততোটা অসৌজন্যমূলক ছিলো না। বলতে পারো রিফাইন্ড ফর্ম অফ ক্রুয়েলটি। তারাই ছিলো ডেথ ইটারদের অগ্রগামী দল। প্রকৃতপক্ষে ওদের মধ্যে বেশ কয়েকজন যোগার্টস ছাড়ার পর প্রথম ডেথ ইটার হয়েছিলো।

টম রিডিল কিন্তু ওর দলকে প্রকাশ্যে কোনো রকম দুষ্কর্ম করার সুযোগ দেয়নি যাতে ওরা ধরা পড়ে যায়। বলতে পারো ওরা দশটা বছর হোগার্টসে থাকাকালীন অনেক বিশ্রি কাজ-কর্ম করেছিলো; কিন্তু সে ওসব দুষ্কর্মে সরাসরিভাবে যুক্ত ছিলো এমন কোনো প্রমাণ রাখেনি। সব চাইতে গুরুতর ছিলো চেম্বার অফ সিক্রেটস খোলা, যার ফলে একটি মেয়ের মৃত্যু হয়েছিলো। তুমি হয়তো জানো সেই অপরাধের জন্য হ্যাগ্রিডকে ভুলবশত দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিলো।

আমি রিডিলের হোগার্টসে থাকাকালীন অনেক খবর জানতে পারিনি, ডাম্বলডোর বললেন পেনসিভের ওপর একটা হাত ঠেকিয়ে। অনেকেই যারা ওকে জানতে বা পরিচিত ছিলো তারা নিশ্চয়ই ওর অপকর্ম জানতো; কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারেনি ভীত হওয়ার জন্য। ও হোগার্টস থেকে চলে যাবার পর অনেকের সঙ্গে কথা বলে, অনেক তথ্য সংগ্রহ করে, অনেক পরিশ্রম করে, অনেক পুরনো রেকর্ডের পাতা উল্টে-পাল্টে, মাগলদের প্রশ্ন করে আমি ওর সম্পর্কে কিছুটা জানতে পেরেছিলাম। তার মধ্যে অনেক জাদুকরদের সাক্ষ্যও নিয়েছিলাম।

যাদের সঙ্গে কথা বলে, অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে জানতে পেরেছিলাম ওর ওইসব বিকৃত কার্যকলাপের জন্য দায়ী ওর জন্ম, ওর বাবার ওর মায়ের প্রতি অবিচার। অবশ্য সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এতে সন্দেহ নেই। তারপর ও অনাথ আশ্রমে আসে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর কে বাবা, কে মা সেই প্রশ্নটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো অথবা কেনই বা অনাথ আশ্রমে আসতে হয়েছিলো। শিশু মনের নানা জটিল প্রশ্ন। ও হোগার্টসে থাকার সময় ওর বাবা সিনিয়র টম রিডিল সম্পর্কে ট্রফিরুমের অনেক কিছু ঘেঁটে জানার চেষ্টা করেছিলো; কিন্তু ওর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিলো। তাছাড়া অনেক প্রিফেক্টদের লিস্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলো, স্কুল রেকর্ড সার্চ করেছিলো, উইজার্ডিং হিস্ট্রির বইপত্রও বাদ দেয়নি... তাও ওর বাবা সম্পর্কে কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ও জানতে। পেরেছিলো ওর বাবা কোনো দিনই হোগার্টসে পা রাখেনি। আমার মনে হয় সেই কারণে ও হোগার্টস থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নেয়। মনে হয় তারপর ওর নাম টম রিডিল বদলে লর্ড ভোল্ডেমর্ট নেয়... ওর মায়ের খবরাখবর সংগ্রহ করে ওর মামার বাড়িতে ঢু মারে। সেই মহিলা যার সম্পর্কে তুমি অবশ্যই জানো যাকে ভোল্ডেমর্ট একজন ডাইনি ভাবেনি, অন্তত তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে যেটুকু খবর সংগ্রহ করতে পেরেছিলো।

অনাথ আশ্রম থেকে এটা জানতে পেরেছিলো ওর মায়ের বাবার নাম ছিলো মারভোলো। তারপর ও কঠোর পরিশ্রম করে জাদুকর পরিবারদের পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে জানতে পেরেছিলো স্লিদারিনদের অস্তিত্ব। তারপর অনাথ আশ্রম থেকে চলে আসার পর প্রতি বছর ওখানে নিয়ম করে গিয়ে ওর মামার বাড়ি ও বাবার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছিলো, এখন তুমি পরবর্তী ঘটনা মন দিয়ে খেয়াল রেখো।

ডাম্বলডোর কথাগুলো শেষ করে দাঁড়ালেন। হাতে একটা কাঁচের বোতল নিলেন তার মধ্যে রয়েছে রূপোর মত উজ্জ্বল তরল পদার্থ, যেগুলো স্থির নেই।

যাকে ডাম্বলডোর বলেন, পালি মেমরি।

পেনসিভে সেই চকমকে তরল পদার্থ ঢালতে ঢালতে ডাম্বলডোর বললেন, আমি যা দেখতে পাবো সেগুলো সংগ্রহ করতে পেরে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি। একটু পরই আমার কথার যথার্থতা ধরতে পারবে আমার অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে। কি বলল, তাহলে আমরা শুরু করি?

হ্যারি পেনসিভের কাছে গিয়ে তরল পদার্থপূর্ণ পেনসিভের উপর ভাগে সারফেস অফ মেমরিতে মুখটা ডোবালো। তারপর ও আগের মতো একই শূন্যতা, গভীর অন্ধকার অনুভব করার পর একটা নোংরা পাথরের মেঝেতে পা রাখলো। সেখানেও প্রায় গভীর অন্ধকার।

জায়গাটার সঙ্গে পরিচিত হতে ওর কয়েক সেকেন্ড সময় লাগলো। তারপরই দেখলো ডাম্বলডোর ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

দ্যা গনট পরিবারের বাড়ি আগে যা দেখেছিলো তার চাইতে আরো অনেক বেশি নোংরা-অপরিচ্ছন্ন। জীবনে ওইরকম কদর্য নোংরা বাড়ি দেখেনি। সমস্ত ঘরগুলো শুধু নয় সিলিং

পর্যন্ত ঘন মাকড়সার জাল। টেবিলে পড়ে রয়েছে পরিত্যক্ত খাবার দাবার, যা থেকে পঁচা গন্ধ বেরোচ্ছে। চারদিকে ভাঙাচোরা জিনিসপত্র, সব মিলিয়ে দারুণ এক দুর্গন্ধময় পরিবেশ।

হ্যারি দেখলো সেই ঘরে সামনে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে একজন বসে রয়েছে। সারা মুখে গোঁফ দাড়ি, মাথায় বড় বড় চুল। অন্ধকারে ওইটুকু হ্যারি দেখতে পেলো, লোকটার চোখ-মুখ দেখতে পেলো না। লোকটি যে আর্ম চেয়ারে বসে রয়েছে তার পাশে একটা ফায়ার প্লেস, সেখানে মৃদুমন্দ কাঠের আগুন জ্বলছে। অনেকটা সময় ওকে দেখে হ্যারি আন্দাজ করতে পারলো না পায়ের কাছে ছোট মোমবাতি জ্বেলে আর্ম চেয়ারে বসে থাকা লোকটি মৃত না জীবিত। তারপরই কেউ দরজাটাতে দমাদম ধাক্কা দিতেই চেয়ারে বসে থাকা লোকটি নড়েচড়ে বসলো। ডান হাতে ধরে থাকা জাদুদণ্ডটা তুলে ধরলো। বাঁ হাতে দেখলো একটা চাকু রয়েছে।

দরজাটা শব্দ করে খুলে গেলো। দেখলো দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি অল্প বয়সের ছেলে, হাতে একটা পুরনো দিনের বাতি। হ্যারির সেই লম্বা, মলিন চেহারা মাথাভর্তি কালো চুলের সুশ্রী ছেলেটিকে চিনতে একটুও অসুবিধে হলো না, ছেলেটি আর কেউ নয় ভোল্ডেমর্ট, কিশোর ভোল্ডেমর্ট! ছেলেটি সেই প্রায় অন্ধকার জীর্ণ ঘরটার চারদিকে ধীরে ধীরে তাকালো, তারপর ওর দৃষ্টি থেমে গেলো চেয়ারে বসে থাকা লোকটির ওপর। কয়েক মুহূর্ত দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর চেয়ারে বসে থাকা লোকটি টলতে টলতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, পায়ের কাছে পড়ে থাকা

অনেকগুলো শূন্য বোতল ওর পায়ের ধাক্কায় শব্দ করতে করতে ঘরের একধারে গড়িয়ে পড়লো।

তুমি! তুমি এখানে? লোকটি উচ্চকণ্ঠে বললো। তারপর মত্ত অবস্থায় হাতের জাদুদণ্ডটা রিডিলের দিকে প্রসারিত করলো।

থামো

কথাটা রিডিল বিশেষ এক ভাষায় বললো (পার্সেল টাং-এ)। কথাটা শুনে মত্ত লোকটি টেবিলের দিকে চলে গেলো। পায়ের কাছে পড়ে থাকা ভাঙা বাসন-পত্র পায়ের চাপে আরো ভেঙে গেলো। ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিডিলের দিকে তাকিয়ে রইলো। অনেকটা সময় কেউ কোনো কথা বললো না। মত্ত লোকটি নীরবতা প্রথমে ভঙ্গ করলো।

তুমিই পার্সেলটাং-এ কথা বললে?

হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো আমিই বললাম। কথাটা বলে রিডিল দরজা বন্ধ করে ভেতর ঢুকলো। দরজার কপাট বন্ধ না হয়ে হাওয়াতে নড়তে লাগলো। আর কিছু

হোক ভোল্ডেমর্টের কোনরকম ভয় না দেখে হ্যারি মনে মনে তারিফ না করে থাকতে পারলো না। ভোল্টেমর্টের মুখে হতাশা আর অত্যাধিক ঘেন্নার ছাপ।

মারভোলো কোথায়? ও প্রশ্ন করলো।

ও বেঁচে নেই, লোকটি জবাব দিলো। অনেকদিন আগে মারা গেছে... তাই না?

কথাটা শুনে রিডিল ভুরু কুঁচকালো।

তাহলে তুমি কে?

আমাকে চেনো না? আমি মরফিন।

তুমি মারভোলোর ছেলে? ঠিকই ধরেছো, আমি তারই ছেলে। কি দরকার জানতে পারি?

মরফিন ওর মুখের ওপর থেকে নোংরা চুলগুলো সরিয়ে দিলো ভালো করে রিডিলকে দেখার জন্য। হ্যারি দেখলো মরফিনের ডানহাতের আঙ্গুলে রয়েছে মারভোলোর কালো পাথরের আংটি।

আমি ভেবেছিলাম তুমি সেই মাগল, মরফিন জড়িয়ে জড়িয়ে কথাটা বললো। তোমাকে ঐ মাগলটার মতো শক্তিশালী মনে হয়।

কী বললেন মাগল? রিডিল তীক্ষ্ণ স্বরে বললো।

আরে মাগল... যার জন্য আমার বোন পাগল হয়ে গিয়েছিলো... যে লোকটা রাস্তার ওধারে বড় বাড়িটায় থাকতো, মরফিন বললো। কথাটা বলে ও ঘরের মধ্যে একগাদা থুতু ফেললো। হ্যারির ওর ঘরের মধ্যে থুতু ফেলা দেখে গা ঘিন ঘিন করে উঠলো।

তুমি দেখি ওই মাগলটার মতো দেখতে। রিডিলের এখন তো অনেক বয়স হয়ে গেছে তাই না? তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়?

মরফিন টলতে টলতে কথাগুলো বললো। পাশের চেয়ারটার হাতলটা না ধরলে হয়তো পড়েই যেতো।

ও আবার ফিরে এসেছে, আমায় দেখে বুঝতে পারছো না? রিডিল বোকার মতো বললো।

ভোল্ডেমর্ট (রিডিল) মরফিনের দিকে তাকালো। মনে হয় ও আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজছে। কথাটা বলে মরফিনের আরো একটু কাছে এসে আবার বললো, রিডিল ফিরে এসেছে দেখতে পাচ্ছে না?

এ্যা! ওই লোকটা আমার বোনকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে অন্য একটি নোংরা মেয়েকে বিয়ে করেছিলো। মরফিন আবার মেঝেতে একগাদা থুতু ফেলে বললো। আমাদের ছেড়ে যাবার আগে আমার বোন আমাদের সব জিনিস নিয়ে পালিয়েছিলো। সেই লকেটটা কোথায়? বলি, স্লিদারিনের লকেটটা কোথায়?

ভোল্ডেমর্ট সে কথার কোনো জবাব দিলো না। মরফিন আবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। হাতের চাকুটা ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করে বললো, আমাদেরও অসম্মান করেছে সেই মেয়েটা! তুমি কে এখানে এসে আবোল তাবোল প্রশ্ন করছো? যাও যাও কেটে পড়ো, এখন সব শেষ হয়ে গেছে।

মরফিন কথাটা বলে আগের মতোই টলতে টলতে চারদিকে তাকালো। সামান্য এগিয়ে এলো। তারপরই ঘরটা অস্বাভাবিকভাবে অন্ধকার হয়ে গেলো। ভোল্ডেমর্টের হাতের বাতি আর মরফিনের মোমবাতি সবকিছুই নিভে গেলো।

ডাম্বলডোর হ্যারির হাতটা আঙ্গুল দিয়ে সজোরে চেপে ধরলেন। তারপরই হ্যারি দেখলো ও ডাম্বলডোরের অফিস ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হ্যারি বললো, তাহলে আর কিছু জানার নেই। সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো কেন?

মরফিন তারপর আর কিছু মনে করতে পারেনি, ডাম্বলডোর বললেন। তারপর ইশারা করে হ্যারিকে বসতে নির্দেশ দিলেন। পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখলেন সেই নির্জন বাড়িতে একাই আগের মতো বসে রয়েছেন, হাতের আংটিটা নেই।

সেই ঘটনার কয়েকদিন পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো লিটিল হ্যাংগেলটন গ্রামে। একটি কাজের মেয়ে হাইস্ট্রিটে ছুটতে ছুটতে ভয়ার্ত স্বরে বলতে লাগলো, বড় বাড়ির ড্রইংরুমে তিনজন খুন হয়েছে, টম রিডিল (বড়), ওর মা আর বাবা।

গ্রামের মাগল কর্তৃপক্ষ হতভম্ব হয়ে গেলো সেই তিন খুনের খবর পেয়ে। যতোদূর আমি জানি, আজ পর্যন্ত সেই গ্রামের মানুষেরা জানে না কেমন করে রিডিলরা খুন হলো। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ওদের দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিলো না। ওদের আভাদা কেভাদা কার্স করে হত্যা করার ফলে ওদের দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন সাধারণত থাকে না। একমাত্র ব্যতিক্রম যে আমার সামনে বসে রয়েছে, ডাম্বলডোর বললেন। হ্যারির কপালে কাটা দাগের দিকে তাকালেন। অন্যদিকে মিনিস্ট্রি তৎক্ষণাৎ জানতে পারলো কোনো জাদুকর এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। ওরা আরো জানতে পারলো একজন দাগী মাগল হেটার রিডিল হাউজের অদূরে বসবাস করছে। সেই মাগল হেটার বহু মানুষকে হত্যা ও আক্রমণের জন্য ধরা পড়ার পর জেলেও গেছে।

তাই মিনিস্ট্রি স্বাভাবিক কারণে মরফিনের ভাঙা বাড়িতে গেলো। ভেরিটাসিরাস অথবা লেগিলিসেনসি প্রয়োগ করে ওকে জেরা করবার প্রয়োজন হলো না, কারণ মরফিন স্বীকার করলো সেই হত্যা করেছে। এমনভাবে হত্যার বর্ণনা দিলো যা একমাত্র আসল খুনির দেওয়া সম্ভব। ও বললো, মাগলদের খুন করে ও কোনো রকম দুঃখিত নয় বরং গর্বিত। ওদের খুন করার জন্য অনেক বছর অপেক্ষা করেছিলো। ও কর্তৃপক্ষের হাতে ওর জাদুদণ্ড দিলো। জাদুদণ্ডেই প্রমাণিত হলো মরফিন হচ্ছে আসল খুনি। ওই রিডিল পরিবারের তিনজনকে একই সঙ্গে খুন করেছে। কোনোরকম ঝুট-ঝামেলা করলো না

আজকাবানে পাঠানোর সময়ে। তবে একটা ব্যাপারে ও খুব রেগেছিলো, ওর বাবার দেওয়া কালোপাথর বসানো আংটিটা চুরি হয়ে যাওয়ার জন্য। বললো, আংটি চুরি হওয়ার জন্য বাবা আমাকে খুন করবেন, এই একই কথা ও বার বার বলতে লাগলো আজকাবানে পাঠানোর আগে। বাকি জীবনটা ওর আজকাবানে কেটেছিলো। সেখানে যতোদিন বেঁচেছিলো আংটি চুরি হওয়ার জন্য আক্ষেপ করতো, আংটিটা ছিলো মারভোলো পরিবারের চিহ্ন। ওর মৃত্যুর পর আজকাবানে অন্যান্য দুর্ভাগাদের কবরের পাশে ওকে কবর দেওয়া হয়েছিলো।

হ্যারি কাহিনী শোনার পর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললো, তাহলে ভান্ডেমর্ট মরফিনের জাদুদণ্ড চুরি করে সেটা ব্যবহার করেছিলেন।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো, ডাম্বলডোর বললেন। এখন যা বললাম তার মেমরি আমার কাছে নেই। তাহলেও আমি নিশ্চিত যে এভাবেই ঘটেছে। ভোল্ডেমর্ট ওর মামা মরফিনকে স্টুপিফাইড করে ওর হাত থেকে জাদুদণ্ডটা চুরি করেছিলো। তারপর সে রিডিলের বাড়িতে যায় বাবা-মা ছেলেকে হত্যা করতে। যে ওর মাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করেছিলো। বাবার প্রতি ওর কোনো মায়া দয়া ছিলো না, কারণ ওর বাবা ও জন্মাবার আগেই ওর মাকে পরিত্যাগ করে এক মাগল কন্যাকে বিয়ে করেছিলো। তারপর তিনজনকে খুন করে মামার কাছে ফিরে এসে তার মনে ফলস মেমোরি প্রয়োগ করে আংটিটা হাতিয়ে মামার জাদুদণ্ড মামার পাশে রেখে পালিয়ে গিয়েছিলো।

তাই মরফিন ভেবেছিলো খুন সেই করেছিলো।

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো। সেই জন্য কার্সের প্রভাবে গর্ব করে বলেছিলো, আমিই খুনি।

আসলে মরফিনতো খুন করেনি; কিন্তু বার বার আমিই খুনি বলার জন্য। মিনিস্ট্রি আর এগোয়নি সত্যি ঘটনা জানার জন্য। আমি মরফিনের মৃত্যুর কিছুদিন আগে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, ভোল্টেমর্টের অতীত সম্পর্কে তার কাছ থেকে কিছু জানার চেষ্টা করেছিলাম। অনেক চেষ্টা করে ঘটনাটি জানতে পারি, এর পর মরফিনের মুক্তির জন্য চেষ্টা করেছিলাম। দুঃখের ব্যাপার মিনিস্ট্রি তাদের সিদ্ধান্ত দেবার আগেই মরফিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়।

হ্যারি বললো, মিনিস্ট্রি কেন আগে ধরতে পারেনি যে ভোল্ডেমর্টই হচ্ছে আসল খুনি? সেই সময় ভোল্ডেমর্ট আন্ডার এজ ছিলো। আন্ডারএজরা ম্যাজিক প্রয়োগ করলে ধরতে পারা খুব অসম্ভব ছিলো না।

ঠিকই বলেছো, অবশ্যই মিনিস্ট্রি পারতো; কিন্তু আসল অপরাধীকে ধরা সম্ভব ছিলো না। তোমার হুভার চার্ম ব্যবহার করার বিষয়টি নিশ্চয়ই মনে আছে? আসলে সেটা প্রয়োগ করেছিলো।

দুর্ভাগ্য! এখনো সেই অন্যায়টা রয়ে গেছে হ্যারি বিড়বিড় করে বললো। তাহলে বয়স কম হলে সে যদি কোনো বড় বয়সের জাদুকরের বাড়ি থেকে সেটা প্রয়োগ করে তাহলে মিনিস্ট্রি জানতে পারবে না আসল দোষী কে! ডাম্বলডোর বললেন, অবশ্যই তাই এ

বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তারপর হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, মিনিস্ট্রি জাদুকর এবং ডাইনী বাবা-মায়ের ওপর এ বিষয়ে নির্ভর করে যে তাদের ছেলে-মেয়েরা যাতে তাদের বাড়ি থেকে জাদু প্রয়োগ না করে।

সম্পূর্ণ বাজে বিষয়, হ্যারি বললো। দেখুন তাহলে এখানে কি হয়েছে, মরফিনের ব্যাপারটা!

আমি তোমার সঙ্গে একমত, ডাম্বলডোর বললেন। বেচারীকে অন্যায় না করেও শাস্তি পেতে হয়েছে, তার মৃত্যুটা অতি দুঃখের ব্যাপার। খুন না করেও খুনি হতে হয়েছে। যাকগে অনেক রাত হয়েছে, এখন আমি চাই তুমি বাকি মেমরিটা দেখো।

ডাম্বলডোর পকেট থেকে আরো একটা কাঁচের শিশি বের করলেন। হ্যারি চুপ করে বসে রইলো। ডাম্বলডোর ওকে আগেই বলেছেন, এটাই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ... তিনি সংগ্রহ করেছেন।

হ্যারি লক্ষ্য করলো তরল পদার্থটা পেনসিভে ঢালা খুব কঠিন হয়ে গেছে। তাহলে কি মেমরিটা উবে গেছে? নষ্ট হয়ে গেছে?

অনেক সাধ্য সাধনা করে পেনসিভে সেই তরল পদার্থটা ঢেলে ডাম্বলডোর বললেন, তুমি জানবার আগেই আমরা ফিরে আসবো, তাহলে আরো একবার পেনসিভের ভেতরে যাই।

পেনসিভে মুখ ঢোকানোর পর হ্যারি যেখানে পৌঁছালো সেটা তার খুবই পরিচিত জায়গা। চিনতে বিন্দু মাত্র অসুবিধে হলো না। যে লোকটি ওর সামনে দাঁড়িয়ে তাকেও চিনতে পারলো।

তিনি আর কেউ নন, হোরেস স্লাগহর্ন! হ্যারি স্লাগহর্নের চকচকে টাক দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু দেখলো তার মাথার চাঁদিতে সামান্য চুল উঠে গেলেও মাথায় বেশ ঘন চুল। মাথায় খড় রঙের হ্যাট। গোঁফ জোড়াও এখনকার মতো বড় নয়। স্লাগহর্ন একটা আরাম কেদারায় হাত ছড়িয়ে বসে রয়েছেন। একহাতে ওয়াইন ভর্তি কাঁচের গ্লাস অন্যহাতে এক বাক্স ভর্তি আনারসের টুকরো।

হ্যারি এধার ওধার তাকাতেই দেখলো ডাম্বলডোর ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। জায়গাটা স্লাগহর্নের অফিস ঘর। প্রায় আধডজন ছেলে ওকে ঘিরে বসে রয়েছে। তারা যেসব চেয়ারে বসে রয়েছে সেগুলোর আকার এক নয়, কোনোটা ছোট, কোনটা বড়। তাদের মধ্যে রিডিল বসে রয়েছে। ছেলেদের মধ্যে ওকেই প্রথমে চোখে পড়ে ওর সুন্দর চেহারার জন্য। অন্যান্য ছেলেদের মতো ওর মুখোভাব নয়... সম্পূর্ণ ভাবনা-চিন্তাহীন। ও একটা হাত চেয়ারের হাতলে রেখেছে। সেই হাতের আঙ্গুলের দিকে চোখ পড়তেই হ্যারি চমকে উঠলো! ওর আঙ্গুলে রয়েছে মারভোলোর কালোপাথর বসানো আংটি! ওতো অনেক আগেই মারভোলোর ছেলেকে খুন করে ওই আংটিটা নিয়ে নিয়েছে।

স্যার, প্রফেসর মেরিট কি অবসর নিচ্ছেন? রিডিল প্রশ্ন করলো।

টম, তা জানলেও কিন্তু তোমাকে আমি বলতে পারছিনে, স্লাগহর্ন একটা আঙ্গুল তুলে রিডিলের দিকে তাকিয়ে বললেন। বলতো ছেলে, তুমি কোথায় বা কোথা থেকে এই সংবাদটি সংগ্রহ করেছো? তুমি তো দেখছি আমাদের স্টাফদের চাইতে বেশি খবর রাখো।

কথাটা শুনে রিডিল হাসলো, বাকি ছেলেরাও হেসে উঠলো, রিডিলের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো!

তোমার সংবাদ জানার অস্বাভাবিক ক্ষমতা থাকলেও তুমি ওইরকম প্রশ্ন করবে না, তোষামোদ থেকে সতর্ক থাকবে...। আনারস দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিলাম। আনারস আমার প্রিয় ফল, স্লাগহর্ন বললেন।

স্লাগহর্নের কথা শুনে কিছু ছেলে মুখটিপে হেসে উঠতেই হঠাৎ ঘরের মধ্যে অদ্ভুত এক বাতাবরণ সৃষ্টি হলো। সমস্ত ঘরটা সাদা ঘন কুয়াশায় ভরে গেলো, হ্যারি ডাম্বলডোরের মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না। ডাম্বলডোর ওর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর কুয়াশার ভেতর থেকে স্লাগহর্নের গলা শোনা গেলো, ছেলেরা তোমরা সবাই ভুল করছো, আমার এই কথাটা মনে রাখবে।

কুয়াশা যেমন সহসা ছেয়ে গিয়েছিলো তেমনই সহসা অন্তর্হিত হয়ে গেলো, ঘরটা জ্বল জ্বল করে উঠলো। হতবাক হ্যারি স্লাগহর্নের ডেস্কের উপর সাজিয়ে রাখা সুন্দর ছোট সোনার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলো। দেখলো এগারটা বেজেছে।

স্লাগহর্ন বললেন, ও ঈশ্বর সময় তাহলে অনেক হয়ে গেছে? তোমরা এখন সবাই যাও আমার প্রিয় ছেলেরা, তা না হলে আমরা সবাই বিপদে পড়বো। লেস্ট্রেঞ্জ আমি তোমার লেখা কাল অবশ্যই চাই, না হলে ডিটেনসন। আভেরি একই কথা তোমাকেও বললাম।

ছেলেরা ঘর থেকে এক এক করে বেরিয়ে যাবার সময় স্লাগহর্ন চেয়ার থেকে উঠে শূন্য গ্লাসটা টেবিলে রাখলেন। রিডিল কিন্তু তখনো ঘরের মধ্যে রইলো। হ্যারি বুঝতে পারলো রিডিল ইচ্ছে করেই ঘর থেকে বাইরে গেলো না, সবার শেষে স্লাগহর্নের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়...।

টম দেরি করো না তাড়াতাড়ি যাও, স্লাগহর্ন পিছন ফিরে টম রিডিলকে বসে থাকতে দেখে বললেন। ঠিক সময়ে ঘরে না গেলে তোমার অসুবিধে হবে, তাছাড়া তুমি প্রিফেক্ট হয়ে নিয়ম ভঙ্গ করতে পারো না।

স্যার আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। বেশ তাড়াতাড়ি করো... মাই বয়। স্যার, আপনি কি জানেন, হরক্রাকসেস সম্পর্কে?

আবার ঘরটা কুয়াশায় ভরে গেলো। হ্যারি স্লাগহর্ন বা রিডিলকে দেখতে পেলো না। পাশে দেখলো ডাম্বলডোর দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্মিত মুখে। তারপর শুনতে পেলো স্লাগহর্নের কণ্ঠস্বর... ঠিক আগের মতো।

আমি হরক্রাকসেস সম্পর্কে কিছুই জানি না, জানলেও আমি তোমাকে বলবো। তুমি একটুও দেরি না করে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও... ভবিষ্যতে তুমি আমাকে ওইরকম প্রশ্ন করে বিব্রত করবে না!

বেশ, সব শুনলে তো? ডাম্বলডোর বললেন, ধীর শান্তভাবে। চলো তোমার ফেরার সময় হয়ে গেছে।

হ্যারি একটু পরে দেখলো ও ডাম্বলডোরের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যারি আনমনাভাবে বললো, স্যার অনেক কিছু জানতে পারলাম।

ডাম্বলডোর হ্যারিকে বলেছিলেন, আজকের মেমরিটা সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হ্যারি বুঝতে পারলো না অন্যান্য মেমরি যা ও দেখেছে তার সঙ্গে তফাৎ কোথায়। হঠাৎ ঘন কুয়াশায় ঘর ভরে যাওয়া, তারপর আবার সেই কুয়াশা হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়া রোমাঞ্চকর, অস্বাভাবিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তাছাড়া অন্য কিছুতে নেই বা ঘটেনি। একমাত্র প্রভেদ রিডিল একটি প্রশ্ন করেছিলো এবং তার জবাব ও পায়নি।

তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে, মেমরিতে বিঘ্ন ঘটানো হয়েছে তার ডেস্কের পেছনে রাখা চেয়ারে বসতে বসতে, ডাম্বলডোর বললেন,।

কেউ হস্তক্ষেপ করেছে? হ্যারি বসতে বসতে বললো।

অবশ্যই কোনো সন্দেহ নেই, ডাম্বলডোর বললেন। প্রফেসর স্লাগহর্ন নিজের স্মরণশক্তির ওপর নিজেই হস্তক্ষেপ করেছেন।

কিন্তু কেন করলেন?

কারণ আমার ধারণা উনি যা মনে রেখেছেন তা ওনার কাছে লজ্জাজনক, ডাম্বলডোর বললেন। উনি নিজের মেমরি নতুনভাবে করতে চেয়েছেন যাতে তাকে একটু ভালোভাবে দেখা যায়, যেসব বিষয় তিনি চান না যে মেমরিতে থাকুক সেগুলো বাদ দিতে চেয়েছেন। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো শেষের অংশটুকু খাপ ছাড়া হয়েছে।

আজ আমি তোমাকে এই প্রথম একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, হ্যারি। তোমার কাজ হবে প্রফেসর স্লাগহর্নকে আসল মেমরিটা প্রকাশ করতে রাজি করানো, সেটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকারি তথ্য।

অবশ্যই করবো স্যার, গলার স্বর যতোটা সম্ভব নামিয়ে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে হ্যারি বললো। তবে আপনি লেজিলিমেনসি অথবা ভেরিটামেরাম ব্যবহার করতে পারেন।

সবই পারি, আবার সবই উনি বাধা দিতে পারেন, কোনো কিছুই তার কাছ থেকে জোর করে আদায় করা সম্ভব নয়, তাতে ভালো না হয়ে খারাপ হবার সম্ভাবনা বেশি। আমি চাই না আমাদের এই কাজের জন্য উনি হোগার্টস ছেড়ে চলে যান।

যাকগে, তিনি তোমার আমার মতোই মানুষ, তারও দুর্বলতা থাকবেই। আমার মনে হয় তুমি তার প্রতিরোধের পথে প্রবেশ করতে পারবে। আমাদের সবচেয়ে এখন প্রয়োজন আসল মেমরি পাওয়া, হ্যারি আমরা যখন আসলটা দেখতে পাবো তখন বুঝতে পারবে সেটা কতো গুরুত্বপূর্ণ। অতএব গুডলাক এবং শুভ রাত্রি।

হঠাৎ আলোচনা বন্ধ করে ডাম্বলডোর শুভরাত্রি বলার জন্য হ্যারি একটু অবাক হয়ে গেলো। ও তাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

শুভরাত্রি, স্যার।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে ও নিগেলাসের কথা শুনতে পেলো। ডাম্বলডোর আমি ভাবছি ছেলেটি তোমার চেয়ে বেশি করতে পারবে কেমন করে।

ডাম্বলডোর বললেন, মনে হয় আপনিও পারবেন না। ফকেস মিষ্টি সুরে ডাক দিয়ে উঠলো।

বার্থডে সারপ্রাইজেস

ডাম্বলডোর যে বিশেষ কাজ হ্যারিকে দিয়েছেন পরদিনই সে রন আর হারমিওনকে বিস্তারিত বললো। তবে দুজনকে এক সাথে নয় পৃথকভাবে, কারণ হারমিওন তখনো রনের সামনে দীর্ঘ সময় থাকতে চায় না।

ব্রেকফাস্টের সময় রন বললো, তোমাকে স্লাগহর্ন খুব ভালোবাসেন। হয়তো তোমাকে না করবেন না, করবেন কি? তার ছোট্ট পোশান প্রিন্সকে তো নয়ই। লেগে থাকো, ক্লাশ শেষ হবার পর জিজ্ঞেস করতে পারো।

হারমিওন অবশ্য একটু ভিন্নমত পোষণ করলো। আসল ঘটনা হয়তো তোমাকে বলবে না, ডাম্বলডোর যতোই চেষ্টা করুন না কেন, হারমিওন চাপা গলায় বললো। ওরা তখন বরফে ঢাকা উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো। হরক্রাকসেস আমিতো আগে কখনো শুনিনি।

তুমি শোননি? হারমিওনের কথা শুনে হ্যারি নিরাশ হলো। ও ভেবেছিলো হয়তো হারমিওন হরক্রাকসেস সম্পর্কে সামান্য কিছু সূত্র দিতে পারবে।

ওটা নিশ্চয়ই অ্যাডভান্সড ডার্ক ম্যাজিকের কিছু হবে, না হলে ভোল্ডেমর্ট সেটা সম্পর্কে জানতে চাবেন কেন? আমার মনে হয় এ বিষয়ে খবর পাওয়া কঠিন হ্যারি। তোমাকে

কিন্তু স্লাগহর্নের কাছ থেকে জানতে হলে খুব সাবধানে এগোতে হবে, চিন্তা করো কেমন করে সম্ভব হবে।

রন বলছিলো পোশান ক্লাসের পর জানার জন্য লেগে থাকতে হবে।

হ্যাঁ, অবশ্য ওন-ওন যদি সে রকম কিছু মনে করেন তাহলে তুমি তাই করবে, রনের নাম শুনে, রনকে, ওন উচ্চারণ করে হারমিওন ক্রুদ্ধ হয়ে বললো। ওন ওনের তো ভুল হতে পারে না কোনভাবেই।

হারমিওন তুমি কি ওকে ক্ষমা করে দিতে পারো না?

না, কখনই না, বলেই হারমিওন রেগেমেগে চলে গেলো। হ্যারি বরফের ওপর একা দাঁড়িয়ে রইলো।

পোশান ক্লাস এখন ওদের জন্য অস্বস্তিকর।

পোশান ক্লাসে হ্যারি, রন, হারমিওন একই ডেস্কে কাজ করে। হারমিওন ওর কলড্রন একটু সরিয়ে টেবিলের এরনির কাছেই যেয়ে বসলো যাতে এরনির কাছেই থাকে। বসার সময় হ্যারিও রনের দিকে তাকালো না।

হারমিওন ওদের পাশাপাশি না বসে অন্যদিকে সরে বসাতে রন হ্যারিকে ফিসফিস করে বললো, ঘটনা কি? কথাটা বলে আড়চোখে হারমিওনের দিকে তাকালো।

হ্যারি কিছু বলতে যাবার আগেই স্লাগহর্ন ক্লাসরুমের দরজার গোড়ায় দাঁড়ালেন। সাইলেন্স। বসো, বসো, সকলে বসো। আজ আমাদের অনেক কাজ করতে হবে, গলপালটসের-থার্ড-ল... কে আমাকে বলতে পারে? মিস গ্রেঞ্জার অবশ্যই পারবে।

হারমিওন গরগর করে বলে গেলো, গলপালটসের-থার্ড-ল-স্টেটস-দ্যাট-দ্যা এন্টিডট-ফর-অ্যা-ব্লেন্ডেড-পয়জন-উইল-বি-ইকোয়েল-টু-মোর-দ্যান-দ্যা-সাম অফ-দ্যা-এন্টিডটস-ফর-ইচ-অফ-দ্যা-সেপারেট-কম্পোনেন্টস।

একেবারে ঠিক, স্লাগহর্ন উৎফুল্ল হয়ে বললেন। দশ পয়েন্ট গ্রিফিরদের। এখন যদি আমরা গলপালটসের থার্ড ল সত্য বলে ধরে নিই...।

হ্যারি গলপালটসের থার্ড ল সম্পর্কে কিছুই বোঝেনি তাই স্লাগহর্নের বক্তব্য বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিলো। পরে স্লাগহর্ন যা বলে গেলেন তা হারমিওন ছাড়া কারো বোধগম্য হলো না।

রন, হ্যারির পাশে বসেছিলো অর্ধেক হাঁ করে। হাতে ওর অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং-এর নতুন কপি। রন একেবারেই ভুলে গিয়েছিলো যে এখন থেকে অসুবিধে হলে হারমিওনের সাহায্য পাবে না।

স্লাগহর্ন ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি চাই তোমরা এক এক করে এসে আমার ডেস্কের ওপরে রাখা একটা করে শিশি নিয়ে যাও। আজকের ক্লাস শেষ হবার আগে এর মধ্যে যে পয়জন রয়েছে তা দিয়ে এন্টিডট বানাবে। গুডলাক, হাতে প্রোটেকটিভ দস্তানা পরতে কিন্তু ভুলবে না।

হারমিওন ওর শিশির মধ্যে রাখা পয়জনটা কলড্রনে ঢেলে আগুনের উপর রাখল। তখনো হ্যারি, রন, এরনি ওদের টেবিলে ফিরে যায়নি শিশি হাতে নিয়ে।

হারমিওন হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, হ্যারি লজ্জার বিষয় হলো, এবার বোধহয় তোমার প্রিন্স তোমাকে এন্টিডট বানাতে সাহায্য করতে পারবে না। তোমাকে এবার নিজেকেই বানাবার পদ্ধতি জানতে হবে।

হ্যারি, হারমিওনের ব্যাঙ্গ শুনে খুব রেগে গিয়ে কলড্রনে চটকদার গোলাপি রং এর তরল পদার্থটা ঢেলে তার তলায় আগুন জ্বালিয়ে দিলো। ও কিন্তু জানে না তারপর ওকে কি করতে হবে। ও রনের দিকে তাকালো। রনও কিছু জানে না। ওর ভরসা হ্যারি, তাই হ্যারি কি করছে দেখে ও তাই করলো।

রন, হ্যারিকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো, সত্যি তোমাকে প্রিন্স এটা বানাবার কোনো টিপস দেয়নি?

কথাটা শোনার পর হ্যারি ওর সেই পুরনো অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং-এর কপিটা বের করে এন্টিডটসের (প্রতিষেধকের) অধ্যায়টা বের করলো। দেখলো হারমিওন গলপালটসের থার্ড ল সম্পর্কে যেমন বলেছিলো তা হুবহু লেখা রয়েছে। কিন্তু প্রিন্স সে সম্পর্কে নোট লেখেনি। মনে হয় প্রিন্সের বুঝতে হারমিওনের মতো কিছু অসুবিধে হয়নি।

ধ্যাৎ কিছু নেই দেখছি, হ্যারি বিষণ্ন মুখে বললো। দেখলো হারমিওন ওর। দণ্ডটা খুব উৎসাহের সঙ্গে কলড্রনের উপর ঘোরাচ্ছে। ও বিড়বিড় করে কি স্পেল। বলছে তাও বুঝতে পারলো না দুজনেই। ও শুনতে পেলো এরনি ম্যাকমিলান ওর কলড্রনের উপর মুখ নামিয়ে বলছে স্পেশালিস রিভেলিও। কিছু শব্দ তরঙ্গ হলো স্পেলটা বলার পর। রন, হ্যারি ঠিক সেই রকম করলো।

হ্যারির বুঝতে পাঁচ মিনিটও সময় লাগলো না, সবচাইতে উত্তম পোশান মেকার হিসেবে ওর যে নাম হয়েছিলো তা ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাবে। সেই ভাঙার শব্দ যেনো ওর কানে ঝন ঝন করতে লাগলো। স্লাগহর্ন যেমন সবাইকে উৎসাহদানের জন্য প্রত্যেকের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ান, তেমনি দাঁড়ালেন। দেখতে লাগলেন কে কি রকম বানাচ্ছে। বলতে লাগলেন সুন্দর, সুন্দর। হ্যারির কলড্রনের। কাছে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে কেমন বানাচ্ছে দেখতে গিয়ে পঁচা ডিমের গন্ধ নাকে লাগতেই কাশতে শুরু করলেন। নাকে হাতচাপা দিয়ে মুখটা কলড্রন থেকে সরিয়ে নিলেন। হারমিওনের মুখ হাসিতে ভরা–প্রতিটি পোশান ক্লাসে ও সকলকে হারিয়ে দেয়... ও তখন পোশান তৈরি করে দশটা কাঁচের

শিশিতে ভরতে শুরু করেছে। হ্যারি সেদিকে না তাকিয়ে হাফব্লাড প্রিন্সের বইতে ঝুঁকে পড়ে কয়েকটা পৃষ্ঠা শব্দ করে ওল্টাতে লাগলো।

পাতা উল্টাতে উল্টাতে হিজিবিজি করে লেখা এন্টিডটের বিরাট লিস্ট দেখতে পেলো। গলার নিচের দিকে বেজোয়ার দিয়ে প্রবলভাবে চেপে ধর।

হ্যারি সেই লেখাটার দিকে কয়েক মুহূর্ত আপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। বেশ কিছুদিন আগে বেজোয়ার শব্দটা শুনেছে সে। স্নেইপ তার পোশান ক্লাসে অদ্ভুত এই শব্দটা উল্লেখ করেছিলেন। ছাগলের পাকস্থলী থেকে একটা পাথর বার করে নাও, সেই পাথর তোমার অনেক বিষের হাত থেকে বাঁচাবে। গলপালটস সমস্যার সেটা জবাব নয়। স্নেইপ, যদি এখনো তাদের এই বিষয়ের শিক্ষক থাকতেন তা হলেও হ্যারি সাহস করে সেটা করতো না। কিন্তু ভয়ে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। বিষের প্রতিষেধক যা করেই হোক বানাতেই হবে। হ্যারি স্টোরের আলমারির দিকে গেলো, ভেতরে অনেক জিনিস– ইউনিকর্নের শিং, শুকনো জড়িবুটি ইত্যাদি রয়েছে। ও এলোপাতাড়ি হাতড়াতে হাতড়াতে একটা ছোট বাক্স পেয়ে গেলো। বাক্সের ওপর দেখলো লেখা রয়েছে বেজোয়ারস।

হ্যারি বাক্সের ঢাকনাটা খুললো। ঠিক সেই সময় স্লাগহর্ন বললেন, আর মাত্র দুমিনিট বাকি আছে।

হ্যারি দেখলো বাক্সের মধ্যে ব্রাউন রং-এর কোঁচকানো কোঁচকানো ছটা জিনিস রয়েছে। অনেকটা শুকিয়ে যাওয়া কিডনির মতো অথচ পাথরের মতো নয়। হ্যারি তার মধ্যে

থেকে একটা তুলে নিয়ে কালো বাক্সটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে দ্রুতপায়ে নিজের কলড্রনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

সময় শেষ হয়ে গেছে, স্লাগহর্ন মিষ্টভাবে বললেন।

দেখি তোমরা আমার জন্য কে কি বানিয়েছে। অনেকেই কিছুই করতে পারেনি। হারমিওন তখন আরো কিছু উপাদান ওর শিশিতে ঢোকাবার চেষ্টা করে চলেছে। স্লাগহর্ন ওর কাছে এসে দাঁড়ালেন। রন হাল ছেড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কলড্রনের পদার্থের গন্ধ যাতে নাকে না আসে তার জন্য নাকে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যারি ভেজা তার মুঠোর মধ্যে বেজোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্লাগহর্ন চারজনের টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। এরনির বানানো পোশানের গন্ধ শুকে রনের টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। রনের কলড্রনের সামনে বেশি সময় দাঁড়াতে পারলেন না বমি-বমি ভাব আসতেই সেখান থেকে সরে গেলেন।

হ্যারি, হ্যারির পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন। দেখি তুমি কি করেছো? কথাটা শুনে হ্যারি বেজোয়ার রাখা হাতের মুঠোটা এগিয়ে দিলো।

স্লাগহর্ন প্রায় দশ সেকেন্ড মুখ নামিয়ে হ্যারির মুঠোতে রাখা জিনিসটা দেখলেন। হ্যারির আশঙ্কা হলো ওটা দেখে স্লাগহর্ন তো রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠবেন না! কিন্তু স্লাগহর্ন মাথাটা সরিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

হ্যারির হাত থেকে বেজোয়ারটা নিয়ে ক্লাসের ছেলেদের দেখাবার জন্য তুলে ধরে বললেন, সত্যি তোমার নার্ভ আছে, সাহস আছে! সত্যি তুমি তোমার মায়ের মতো হয়েছে, তুমি একটুও ভুল করোনি, সকল পোশানের বিরুদ্ধে... এই বেজোয়ার অবশ্যই এন্টিডটের কাজ করবে।

হারমিওনের মুখ ঘর্মাক্ত... নাকে ময়লা জমে গেছে... বিবর্ণ মুখ। ওর অর্ধসমাপ্ত এন্টিডট... বায়ান্নটা ইনগ্রেডিয়েন্টস শুধু নয় ওর কিছু চুলও পড়েছে সেখানে, কলড্রনে টগবগ করে ফুটছে। পিছনেই স্লাগহর্ন দাঁড়িয়ে, কিন্তু তার দৃষ্টি শুধু হ্যারির দিকে। হারমিওন বিস্ময়ে হ্যারিকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো, বেজোয়ার যে এন্টিডটের কাজ করবে এটা কি তুমি নিজে নিজেই ভেবেছো।

স্লাগহর্ন বললেন, হ্যারি অনেকটা ওর মায়ের মতো। তারও ঠিক হ্যারির মতোই পোশান বানানোর ক্ষমতা ছিলো, মনে হয় গুণটা মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে।

হারমিওন ছাড়া ঘরে আর কেউ যদি কুব্ধ হয়ে থাকে সে হলো ম্যালফয়। ম্যালফয় এন্টিডট বানাতে বানাতে বেড়ালের বমির মতো একটা কিছু করেছে দেখে হ্যারি খুব খুশি হলো। আশ্চর্য! হ্যারি কোন পরিশ্রম না করেই এ্যান্টিডট বানিয়ে ক্লাশের মধ্যে সেরা হয়ে গেলো? ওদের উত্মা কমার আগেই ঘণ্টা বেজে গেলো।

এখন তোমাদের ক্লাশ শেষ, যে যার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, স্নস্লাগহর্ন বললেন। আরো দশ পয়েন্ট গ্রিফিন্ডরদের।

হ্যারি খুব ধীরে ধীরে ওর জিনিসপত্র গোছাতে লাগলো। না হারমিওন, না রন ক্লাসরুম থেকে যাবার সময় ওর সঙ্গে কথা বললো। দুজনের মুখে বিরক্তির ছাপ। সকলেই চলে গেলে ঘরে রয়ে গেলেন স্লাগহর্ন আর হ্যারি।

স্লাগহর্ন হ্যারিকে তাড়া দিয়ে বললেন, দেরি করো না, তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র ব্যাগে ভরে নাও, পরের লেসনের জন্য তোমার লেট হয়ে যাবে। কথাটা শেষ করে ড্রাগন চামড়ার ব্রিফকেসটা সোনা রঙের ক্লিপ দুটো দিয়ে বন্ধ করলেন।

স্যার, আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। করো, করো... তাড়াতাড়ি। স্যার... আপনি হরক্রাকসেস সম্পর্কে কিছু জানেন?

কথাটা শুনে স্লাগহর্ন স্থির হয়ে গেলেন। ওর গোল মুখটা চুপসে গেলো। ঠোঁট দুটো চেটে কর্কশ স্বরে বললেন, কী বললে তুমি?

স্যার আমার প্রশ্নটা ছিল, আপনি হরক্রাকস সম্পর্কে কিছু জানেন?

স্লাগহর্ন ফিস ফিস করে বললেন, ডাম্বলডোর তোমাকে এই প্রশ্ন করতে বলেছেন?

স্লাগহর্ন যেনো অন্য মানুষ। গলার স্বর, ভিন্ন শান্ত চেহারারও পরিবর্তন হয়েছে মনে হলো তিনি ভীষণ উত্তেজিত। দুএকবার চেষ্টা করে বুক পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছলেন।

ডাম্বলডোর তোমাকে মেমরিতে সেই দৃশ্য দেখিয়েছেন তাই না? স্লাগহর্ন বললেন। সত্যি বলো, দেখান নি?

মিথ্যে বলা ঠিক হবে না ভেবে হ্যারি বললো, হ্যাঁ স্যার।

হা হা ঠিক আছে, স্লাগহর্ন শান্ত স্বরে বললেন। তুমি যদি সেই মেমরিটা দেখে থাকো হ্যারি, তুমি এই কথাটি জানবে যে আমি কিছুই জানি না, কিছুই না। কথাটা খুব জোর দিয়ে বললেন।

আমি হরক্রাকস সম্পর্কে কিছুই জানি না।

কথাটা বলে স্লাগহর্ন তার ড্রাগনের চামড়ার ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে রুমালটা পকেটে গুঁজে ডানজিওনের দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

স্যার, হ্যারি শেষ চেষ্টা করল, আমার মনে হয়েছে মেমরিতে সব কিছু আসেনি।

তাই? স্লাগহর্ন বললেন, মনে হয় তুমি ভুল করছো–তাই না? ভুল!

হ্যারি সেই কথা শুনে কিছু বলার অপেক্ষা না করে স্লাগহর্নের ঘরের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন। রন বা হারমিওন দুজনের কেউই স্লাগহর্নের সঙ্গে ওর সর্বনাশা সাক্ষাৎকার শুনে একটুও সমব্যাথি হলো না। হারমিওনের মাথায় তখনো দুশ্চিন্তা, হ্যারি কোনো কিছু না করে ক্লাসে বাজিমাতের বিষয়ে। রন দুঃখিত, হ্যারি ওকে বেজোয়ার না দেওয়াতে।

কথাটা রন বলতেই হ্যারি রেগে গিয়ে বললো, দুজনেরই একই রকম কাজ... তা হয় নাকি? শোনো আমি ভান্ডেমর্ট সম্পর্কে কিছু জানার জন্য তার মনকে নরম করেছি, বলতে পারবে না যে আমি করিনি! রন ভোল্ডেমর্টের নাম শুনে পিছিয়ে গেলো।

তারপর বেশ কয়েকদিন রন আর হারমিওনের ওপর হ্যারি রুষ্ট হয়ে থাকলো। ভাবতে লাগলো স্লাগহর্নের সঙ্গে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কেমনভাবে কথা বলবে। তারপর ঠিক করলো বেশ কিছুদিন হরক্রাকসেসের প্রসঙ্গ তুলবে না, তাহলে তিনি সব ভুলে যাবেন সেই সম্পর্কে। তাকে মোক্ষমভাবে আঘাত করার আগে সময় দিতে হবে।

হ্যারি ওই প্রসঙ্গ না খোলাতে স্লাগহর্ন আবার হ্যারির সঙ্গে স্বাভাবিক স্নেহের দৃষ্টিতে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। মনে হলো স্লাগহর্নও সব ভুলে গেছেন। হ্যারি তাই অপেক্ষা করতে লাগলো স্লাগহর্নের ছোটখাটো পার্টির প্রয়োজন হলে কিডিচ খেলা বাদ দিয়েও স্লাগহর্নের সন্ধ্যাকালীন পার্টিতে যাবে সে। প্রয়োজনে কিডিচ প্র্যাকটিসের দিন পরিবর্তন

করবে। দুঃখের বিষয় স্লাগহর্নের তরফ থেকে নিমন্ত্রণ এলো না। হারমিওন খোজ নিয়ে জানতে পারলো স্লাগহর্ন আপাতত কোন সন্ধ্যাকালীন পার্টি দিচ্ছেন না।

পার্টি দিলেই হ্যারি আসবে, সেখানে হ্যারি হয়তো আবার সেই প্রশ্ন করবে। এই কথাটা ভেবে হয়তো পার্টির ব্যবস্থা করছেন না, হ্যারি ভাবলো।

ইতোমধ্যে হারমিওন হোগার্টসের লাইব্রেরিতে লিভিং মেমরিতে এই প্রথমবারের মতো ব্যর্থ হলো। এতো বেশি আঘাত পেলো যে ভুলেই গেলো হ্যারির বেজোয়ার বিষয়টি।

হারমিওন, হ্যারিকে বললো, আমি আঁতিপাঁতি করে খুঁজে লাইব্রেরিতে হরক্রাকসের বিষয়ে কোনো বই পেলাম না। রেস্ট্রিকটেড সেকশনে আতিপাতি করে খুঁজেও পেলাম না, এমনকি সেসব বইগুলোতেও না যেখানে ভয়ঙ্কর ধরনের পোশানের বিষয়ও আছে। শেষ পর্যন্ত একটা বই পেলাম ম্যাজিক মোস্ট ইভিল হরক্রাকস, সবচাইতে খারাপ ম্যাজিক্যাল ইনভেনসানসের, আমরা বলবো না অথবা পরিচালনাও করবো না।

ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হতেই স্কুলের চারধার থেকে বরফ গলতে শুরু করলো। তারপরই তার জায়গায় এলো কনকনে শীত আর বিষণ্ণ শ্যাতশেতে পরিবেশ। বেগুনী-ধূসর মেঘ ক্যাসেলের ওপর ঝুলে রইলো আর অবিরাম কনকনে ঠাণ্ডা বৃষ্টি স্কুলের লনকে কর্দমাক্ত আর পিচ্ছিল করেছে। বাইরের আবহাওয়া খুবই খারাপ। ঠিক ছিলো শনিবার সকালে অ্যাপারেসন লেসন বাইরের মাঠে হবে যাতে নিয়মিত ক্লাসের ব্যাঘাত না ঘটে। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য বাইরের মাঠে না হয়ে সিদ্ধান্ত হলো গ্রেট হলে হবে।

হ্যারি আর হারমিওন হলে (রন অবশ্য ল্যাভেন্ডারের সঙ্গে এসেছে) এসে দেখলো সেখানে একটাও টেবিল নেই। বাইরে থেকে ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হলের ওপরের কাঁচের জানালায় চাবুকের মতো কশাঘাত করছে, মন্ত্র করা হলের সিলিং-এর ওপর গভীর কালো মেঘ ভেসে চলছে। হলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, স্নেইপ, ফ্লিটউইক আর স্প্রাউট-হাউজের হেডেরা–আর রয়েছেন ছোটখাটো শরীরের একজন যাদুকর। হ্যারি বুঝতে পারলো জাদুকরটি মিনিস্ট্রি। থেকে এসেছেন–ওদের অ্যাপারেসন শেখাবেন। চেহারাটি তার অদ্ভুত। স্বচ্ছ চেহারা হালকা পাতলা গড়ন। হ্যারির মনে হলো, যে কোনো সময় দমকা হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। হ্যারি অনুমান করলো অবিরত অন্তর্ধান আর পুনঃ আগমনের ফলে তার ওইরকম দেহের অবস্থা হয়েছে। তবে ছোটখাটো হালকা পাতলা চেহারা অ্যাপারেসনের জন্য উপযুক্ত।

ছেলে-মেয়েদের উপস্থিতির পর মিনিস্ট্রির জাদুকর ভাবে বললেন, সুপ্রভাত। বিভিন্ন হাউজের প্রধানেরা সকলকে কথাবার্তা বন্ধ করতে নির্দেশ করলেন।

জাদুকর বললেন, আমার নাম উইলকি টুইক্রশ। আমি মিনিস্ট্রি থেকে তোমাদের অ্যাপারেসনের শিক্ষক হিসেবে এসেছি, আগামী বারো সপ্তাহ শিক্ষা চলবে। আমি আশা করছি তোমরা এই সময়ের মধ্যে শিখবে ও পরীক্ষা দিতে সক্ষম হবে।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল গর্জে উঠলেন ম্যালফয়। কথা বন্ধ করে ইন্ট্রাকটর যা বলছেন মনোযোগ দিয়ে শোনো। কথাটা শুনে ম্যালয়ের মুখ লাল হয়ে গেলো, ক্রাবের সঙ্গে কথা

বন্ধ করে ওর পাশ থেকে সরে দাঁড়ালো। হ্যারির মনে হলো ম্যাকগোনাগল ওকে ধমক দিয়ে ভালই করেছেন।

আশা করছি তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সে সময়ে পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হবে, টুইক্রশ বলে চলেছেন কোনো বাধাগ্রস্থহীনভাবে।

তোমরা হয়তো সকলেই জানো হোগার্টস থেকে অ্যাপারেট ও ডিসঅ্যাপারেট করা সম্ভব নয়। গ্রেট হলের বাইরে থেকে তোমরা কেউ করতে চাইলে কিন্তু সক্ষম হবে না। চেষ্টা করা বৃথা হবে। এখন তোমরা সকলে এমনভাবে দাঁড়াও যাতে কম করে সামনে পাঁচ ফিট জায়গা খালি থাকে।

ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের সেইরকম দাঁড়ানোর জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। ধাক্কাধাক্কি চললো। সকলেই চেষ্টা করছে সামনে পাঁচ ফিট খালি জায়গা রাখতে। হাউজের প্রধানগণ তাদের হাউজের ছেলেমেয়েদের কথা থামিয়ে সঠিকভাবে দাঁড়াবার জন্য নির্দেশ করতে লাগলেন।

হ্যারি তুমি কোথায় যাচ্ছো? হারমিওন জানতে চাইলো। হ্যারি হারমিওনের কথার কোনো জবাব না দিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগলো। সেখানে প্রফেসর ফ্লিটউইক কিছু র‍্যাভেনক্লদের নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করছিলেন, সকলেই পেছনে

দাঁড়িয়ে প্রথম সারিতে দাঁড়াতে চাইছে। ওদিকে প্রফেসর স্প্রাউট হালপাফদের ঠিকমতো লাইনে দাঁড় করাবার জন্য হিমশিম খাচ্ছেন। হ্যারি শেষ পর্যন্ত এরনি ম্যাকমিলানকে ঠেলে ঠিক ম্যালফয়ের পেছনে দাঁড়ালো। ম্যালফয় তখনো ক্রাবের সঙ্গে বিতর্ক করে চলেছে হ্যারির থেকে পাঁচ ফিট দূরে দাঁড়িয়ে।

কে জানে আরো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, ঠিক আছে? ম্যালফয়, ক্রাবের দিকে তাকিয়ে বললো, যদিও ওর পেছনেই ছিল হ্যারি। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি সময় নেবে মনে হয়।

ক্রাবে কিছু বলতে যাচ্ছিলো... ম্যালফয় ওকে থামিয়ে দিলো।

দেখো, আমি কি করছি না করছি তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না ক্রাবে। তোমাকে আর গোয়েলকে যা বলেছি তাই করো। চারদিকে নজর রাখো!

হ্যারি ম্যালফয়কে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, আমি যদি আমার বন্ধুদের সাহায্য চাই তাহলে কি করতে যাচ্ছি তাদের তা বলি। কথাটা কানে যেতে ম্যালফয় পেছনে তাকালো, ওর জাদুদণ্ডের ওপর হাত রাখলো; কিন্তু হাতটা সরিয়ে নিলো চার হাউজ প্রধানের চিৎকার শুনে, সবাই চুপ করো! সঙ্গে সঙ্গে সকলে কথা বন্ধ করলো, ম্যালফয় ধীরে ধীরে সামনের দিকে তাকালো।

ধন্যবাদ তোমাদের, টুইক্রশ বললো। এখন তাহলে...।

হাত দোলাতেই প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামনে পুরনো স্টাইলের কাঠের গোল চাকা (সার্কাসের যে বৃত্ত চক্রের মধ্যে দিয়ে অশ্বারোহীরা লাফ দেয়) এসে পড়লো।

এপারেটিং করবার সময় তোমাদের অবশ্যই তিনটে ডি মনে রাখতে হবে। টুইক্রশ বললো, ডেস্টিনেসন (দূরত্ব), ডিটারমিনেসন (সংকল্পের দৃঢ়তা), ডেলিবারেসন (বিচক্ষণতা)!

প্রথম স্টেপ কোথায় যাবে সেটা মনস্থির করো, টুইক্রশ বললো। এবার চক্রের মধ্যে দাঁড়াও।

সকলেই ভেতরে না দাঁড়িয়ে আড়চোখে বন্ধুদের দিকে তাকালো। দেখে নিলো সকলে চক্রের মধ্যে দাঁড়াচ্ছে কিনা। তারপরই যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তেমনই করলো। হ্যারিও চেষ্টা করলো কোনো কিছু না ভাবার। কিন্তু তা সম্ভবও নয়, কারণ ওর মন পড়ে রয়েছে ম্যালফয়ের দিকে।

স্টেপ দুই : টুইক্রশ বললো। দৃঢ়ভাবে সংকল্পের কথা ভাবো, হ্যাঁ এবার তোমার মনের ইচ্ছে, তোমার শরীরের প্রতিটি অণু থেকে স্রোতের মতো সেই জায়গায় যাওয়া পূর্ণ করতে থাকো!

হ্যারি লুকিয়ে চারদিকে তাকালো। ওর বাঁ দিকে সামান্য দূরে এরনি ম্যাকমিলানকে দেখলো শক্ত করে বৃত্তটাকে চেপে ধরে রয়েছে। মুখ লাল, মনে হয় ও একটা পর্বত প্রমাণ ডিম দেবার চেষ্টা করছে। হ্যারি সেই দৃশ্য দেখে হেসে ফেলে ওর নিজের বৃত্তের দিকে তাকালো।

স্টেপ তিন : টুইক্রশ সকলকে বললো, আমি আদেশ দিলেই সামনে তাকাবে, শূন্যতার পথে মন দেবে, সুচিন্তিত পথ ধরবে! হ্যাঁ, মন দাও আমার নির্দেশে, এখন... এক...।

হ্যারি আবার চারদিকে তাকালো। মনে হলো অনেকেই ঘাবড়ে গেছে এতো তাড়াতাড়ি এপারেট করতে বলায়।

দুই...

হ্যারি ওর বৃত্তের দিকে মনোসংযোগ করার চেষ্টা করলো। ও বেমালুম তিন ডির কথা ভুলে গেছে।

তিন!

কেউ ধপাস করে পড়ে গেলো, কেউ কাত হয়ে পড়লো। হ্যারির অবস্থা অন্যদের মতোই। সমস্ত হলটায় শিক্ষার্থীদের টলটলানিতে পূর্ণ হয়ে গেলো।

নেভিলে চিৎপটাং, এরনি ম্যাকমিলান অন্যদিকে হুপের মধ্যে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে লাফ-ঝাফ করছে। মুখ দেখে মনে হয় খুব রোমাঞ্চিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ডিন থমাসকে ওর দিকে তাকিয়ে খিলখিলিয়ে হাসতে দেখে থেমে গেলো।

টুইক্রশ বললো, ঠিক আছে... সব ঠিক আছে... প্রথম প্রচেষ্টা এরকমই হবে। আবার তোমরা যে যার বৃত্তের মধ্যে দাঁড়াও।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা প্রথম প্রচেষ্টার মতোই হলো, ভালো কিছু বলা যায় না। তৃতীয়টাও তাই। চতুর্থটাও এমন কিছু নয়। ভীষণ যন্ত্রণাকাতর চিৎকার শুনে সকলেই দেখলো হাফপাফের সুসান তার হুপের মধ্যে টলমল করছে। বাম পা টা ও যেখান থেকে শুরু করেছিল (পাঁচফিট দূরে) সেখানে পড়ে আছে।

হাউজের প্রধান দৌড়ে এসে সুসানকে উদ্ধার করলেন। সুসানের চারদিকে তখন বেগুনি ধোঁয়াতে ভরে গেছে, সেই সঙ্গে শব্দ। ধোয়া পরিষ্কার হয়ে গেলে সকলে দেখলো সুসান ভয়ে থর থর করে কাঁপছে আর হাউমাউ করে কাঁদছে। পা দুটো তো ঠিক হলো, কিন্তু ওর কান্না থামলো না।

শিক্ষক টুইক্রশ বললেন, শরীরের বিভিন্ন অংশ খণ্ডিত হয়ে যায় যদি মনের দৃঢ়তা কম হয়। তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে যাবার জন্য লাগাতার মনোসংযোগ করবে, এবং কোনো তাড়াহুড়ো না করে মুভ করবে; কিন্তু বিচক্ষণতার (ডেলিবারেসনের) সঙ্গে, অতএব...।

কথাটা বলে টুইক্রশ দুহাত মেলে এগিয়ে গিয়ে রোবটাকে দোলাতে দোলাতে অদৃশ্য হয়ে আবার হলে ফিরে এলো।

মনে রাখবে তিন ডির কথা, টুইক্রশ বললেন, হ্যাঁ আবার তোমরা চেষ্টা করো। স্টার্ট এক... দুই... তিন।

এক ঘণ্টা ধরে চললো সুসানের শরীর থেকে পা ছিন্ন হবার ব্যাপারটা। টুইক্রশ তার জন্য একটুও হতাশ হয়েছেন বলে মনে হলো না। হল ছেড়ে যাবার আগে বললেন, তাহলে আবার আসছে শনিবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। তবে তিনটে ডির কথা মনে রাখবে... ডেস্টিনেসন, ডিটারমিনেসন, ডেলিবারেসন।

তারপর হাতের জাদুদণ্ড দোলাতেই সব হুপগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলে প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের সঙ্গে হল ছেড়ে চলে গেলো।

আবার কথাবার্তা শুরু হয়ে গেলো। হলের সকলে এনট্রেন্স হলের দিকে চললো।

হ্যারির দিকে এগিয়ে গিয়ে রন জিজ্ঞেস করলো, তুমি কেমন করেছো?

আর আমি শেষবার যখন চেষ্টা করেছিলাম... পায়ের তলায় অসম্ভব ব্যাথা লেগেছিল।

আমার মনে হয়েছিলো তোমার প্রশিক্ষক আরো ছোট হবে, ওন... ওন!

হারমিওন বলে ভেংচি কেটে চলে গেল।

হ্যারি বললো, আমার তো তেমন অনুভব হয়নি। কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না।

তুমি কী বলছো, যায় আসে না? তুমি এপারেট করা শিখতে চাও না? রন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললো। হতেই পারে না।

আমি ফাজলামো করছি না, আসলে আমি উড়তে চাই, হ্যারি বললো। পেছন ফিরে দেখলো ম্যালফয় কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। কথাটা বলে রনকে বললো, তাড়াতাড়ি চলো ম্যালফয়কে ধরতে হবে। একটা কিছু করার আমার ইচ্ছে আছে।

রন ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে হ্যারির সঙ্গে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগলো। মাঝপথে পিভস ওদের আটকে দিলো। পাঁচতলার দরজা আটকে রাখলো। বললো, প্যান্টে আগুন না লাগালে দরজা খুলবো না। হ্যারি, রন সেখান থেকে সরে গিয়ে তাদের পরিচিত শর্টকার্ট পথ ধরলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওরা পোর্ট্রেট হোলে চলে এলো।

আমরা কি করতে যাচ্ছি? রন হাঁফাতে হাঁফাতে বললো।

হ্যারি রনকে নিয়ে ওদের কমন রুমে ঢুকলো। সেখান থেকে ছেলেদের সিঁড়ি দিয়ে ওদের ডরমেটরিতে গেলো। ডরমেটরি ফাঁকা... হ্যারি ট্রাঙ্কটা টেনে নিয়ে ডালা খুলে জিনিসপত্র ঘাঁটতে লাগলো। রন ওর কাণ্ডকারখানা অধৈর্য হয়ে দেখতে লাগলো।

ম্যালফয় আমার বিরুদ্ধে ক্রাবে আর গোয়েলকে লাগিয়েছে। একটু আগে ও ক্রাবের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছিলো, ওরা কি করবে জানার দরকার... আহ...।

হ্যারি একটা কিছু না লেখা পার্চমেন্ট হাতে নিয়ে ওর দণ্ড ছোঁয়ালো। আমি ম্যালফয়কে দেখে নেবো, আর ওকে ছাড়ছি না।

মুহূর্তের মধ্যে ওর হাতের পার্চমেন্টের ওপর মারাওডার্স ম্যাপটা এসে পড়লো। ওই ম্যাপে ক্যাসেলের মধ্যে যা যা রয়েছে তারা কোথায় ঘুরছে ফিরছে কালো একটি বিন্দু সেটা জানিয়ে দেয়। ছোট অথচ স্পষ্ট কালো বিন্দু।

এই এদিকে এসো... ভালো করে দেখো ম্যালফয় এখন কোথায় রয়েছে, হ্যারি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললো।

ম্যাপটা ওরা বিছানার ওপর পেতে ঝুঁকে পড়ে ম্যালফয় কোথায় রয়েছে খুঁজতে লাগলো।

এইতো ওরা! সে তো স্লিদারিনদের কমনরুমে, দেখ... পার্কিনসন ও জাবিনি এবং ক্রাবে ও গোয়েলকেও দেখছি.... রন বললো।

এখন থেকে আমি ওর ওপর চোখ রাখবো, হ্যারি দৃঢ় স্বরে বললো। যখনই আমি ওকে ক্রাবে আর গোয়েলের সঙ্গে ঘুরতে দেখবো তখন অদৃশ্য হবার রোব পরে ওর পিছু নেবো, দেখবো ও কি বলছে, কি করছে। আমাকে জানতেই হবে!

নেভিল ঘরে ঢুকতেই হ্যারি ম্যাপটা গুটিয়ে রাখলো। দেখলো ওর প্যান্টটা পুড়ে গেছে। ও ট্রাঙ্ক থেকে নতুন প্যান্ট বের করে পরলো।

ম্যালফয়কে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেও হ্যারি ওকে পরবর্তী দুসপ্তাহের মধ্যে ধরতে পারলো না। যখনই সময় পেলো তখনই ম্যাপটা খুলে কোথায় রয়েছে বের করার চেষ্টা করতে লাগলো। মাঝে মাঝে লেসন ছেড়ে বাথরুমেও ঢু মারতে লাগলো ওকে খোজার জন্য। কিন্তু কোথাও ম্যালফয়কে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে ফিরতে দেখতে পেলো না। ম্যালফয়কে না পেলেও ক্রাবে আর গোয়েলকে ক্যাসেলে একটু যেনো বেশি মাত্রায় ঘুর ঘুর করতে দেখলো, কখনো জনমানব শূন্য করিডরে দেখলো চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কিন্তু ম্যালফয় ওদের ধারে কাছে নেই, ম্যাপেও ওর হদিস পাওয়া গেলো না। খুবই রহস্যজনক ব্যাপার সন্দেহ নেই। হ্যারির মনে হলো ম্যালফয় নিশ্চয়ই স্কুলের মাঠে কোথায় লুকিয়ে আছে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব; ক্যাসেলের ভেতর তো কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা। আবার ভাবলো, ম্যাপে অনেক অনেক কালোবিন্দুর মধ্যে হয়তো ম্যালফয়কে দেখতে পাচ্ছে না। আবার এমনও হতে পারে ওরা যে যার তালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোট বেলায় একসঙ্গে চলাফেরা করতো। এখন বড়ো হয়েছে তাই নিজেদের খুশিমতো থাকে। যেমন রন আর হারমিওন ওরাও তো এখন বিচ্ছিন্ন।

দেখতে দেখতে মার্চ মাস এসে গেলো। আবহাওয়ার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। একটাই পরিবর্তন ঘন কুয়াশা আর তুষারপাতের বদলে দিনরাত ঘূর্ণিঝড়ের মতো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া আর বাতাসে আর্দ্রতা।

তবে একটা পরিবর্তনে ছাত্রছাত্রীরা অসম্ভব ক্ষিপ্ত হলো। প্রত্যেকটি কমনরুমের নোটিশবোর্ডে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আগামী হগসমিডের ট্রিপ বাতিল করা হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত হলো রন।

ওই দিন আমার জন্মদিন, ও বললো। কতোদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি এই দিনটির জন্য, ধ্যাৎ সব ভণ্ডুল হয়ে গেলো।

এটা রাগ করার ব্যাপার নয়, কোনো বিস্ময়ের বিষয়ও নয়, কেটির ব্যাপারটা মনে আছে তো? হ্যারি বললো।

কেটি তখনো সেন্ট মাংগোস হাসপাতালে পড়ে আছে। এছাড়া ডেইলি প্রফেটে হোগার্টসের ছাত্রছাত্রীদের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের অন্তর্ধানের খবর ছাড়াও অন্যদের অন্তর্ধানের খবর ছাপা হচ্ছে প্রায়ই।

এখন তো আমাদের সে-ই ফালতু এপারেসনের প্রশিক্ষণ নিতে হবে, এছাড়া আর কি আছে! রন মুখ ভার করে বললো। আমার জন্মদিনের বিরাট ভোজ।

তিন তিনটে লেসন হয়ে যাবার পরও একই রকম সমস্যা প্রায় সকলের, তবে এর মধ্যে দুএকজন ছেলে মেয়ে, কিছুটা আয়ত্ত করেছে। হতাশ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক... তাছাড়া টুইক্রশের তিন-তিনটে ডির ব্যাপারতো আছেই। সেই ডি নিয়ে অনেক কৌতুক হচ্ছে তার মধ্যে পরিশিলীত হলো–ডি মানে ডগ ব্রিথ (কুকুরের নিঃশ্বাস) এবং ডাংগ হেড। ওই দুটি লেখা যায়, বাকি সব অশ্রাব্য।

শুভ জন্মদিন রন, মার্চের পয়লা তারিখে হ্যারি ঘুম থেকে উঠেই বললো। তখন সিমাস ও ডিন ভিষণ শব্দ করে ব্রেকফাস্ট খেতে গেল। নাও তোমার জন্মদিনের উপহার। বলেই হ্যারি একটা প্যাকেট রনের বিছানায় ছুঁড়ে দিলো। তার আগেই অনেক উপহার রন পেয়েছে, সেগুলো দেখলো ওর খাটের ওপর ছড়ানো। খুব সম্ভব রাতের বেলায় গৃহ ডাইনীরা দিয়ে গেছে। রন ঝিমুতে ঝিমুতে বললো, চিয়ার্স। রন প্যাকেটটা খুলছে তখন হ্যারি ট্রাঙ্ক থেকে ম্যাপটা গোটানো মোজার ভেতর থেকে টেনে বার করলো। প্রতিবার ব্যবহারের পর হ্যারি ম্যাপটা ট্রাঙ্কে সযত্নে রেখে দেয়। তবুও সেটা অনেক জিনিসের তলায় লুকিয়ে রাখার জন্য খুঁজে পেতে সময় লাগে। ট্রাঙ্কের মধ্যে তখনো ও লাকি পোশান ফিলিক্স ফিলিসিস রেখে দিয়েছে।

ঠিক আছে, হ্যারি রনের বিছানায় বসে ম্যাপটা খুলতে খুলতে খুব চাপা গলায় বললো। বিশ্বাস করো, অনেক চেষ্টা করেও কিছু এগোতে পারছি না। ও কথাটা এতো আস্তে বললো যে নেভিল ওর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থেকেও শুনতে পেলো না।

হ্যারি ওকে একজোড়া কিডিচ কীপার্স দস্তানা উপহার দিয়েছে। রন দস্তানা দুটো দোলাতে দোলাতে বললো, দারুণ হ্যারি!

ঠিক হবে তো... সমস্যা নেই, হ্যারি অন্যমনস্ক হয়ে বললো। ওর চোখ তখন ম্যাপের স্নিদারিন ডরমেটরির দিকে। ম্যালফয় ওখানে থাকতে পারে। আমার মনে হয় এখনো ও আর ঘরে শুয়ে নেই।

রনের ওদিকে হ্যারির কথা শোনার সময় নেই। বিছানায় বসে একের পর একটা প্যাকেট খুলে জন্মদিনে পাঠানো উপহার দেখে আনন্দে আত্মহারা।

এইবার দারুণ দারুণ অনেক উপহার পেলাম। এই দেখ, বাবা-মা এই সুন্দর ঘড়িটা পাঠিয়েছেন। সোনার ঘড়ি... চারধারে ছোট ছোট তারা, কিম্ভুতকিমাকার সব দৃশ্যমান চিহ্ন... কাটা নেই। মনে হয় আগামী বছর আর পাবো না।

শান্ত হও, হ্যারি ম্যাপের দিকে চোখ রেখে বললো। দেখছি গ্রেট হলের টেবিলের আশপাশে নেই, তাহলে কোথায় আছে ম্যালফয়? তাহলে কি ব্রেকফাস্টে গেছে...

স্নেইপের কাছেও তো নেই। উনি তো দেখছি স্টাডিতে বসে রয়েছেন। হাসপাতালে, বাথরুমেও নেই, গেলো কোথায়?

রন এক বাক্স কলড্রন চকলেট হ্যারির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও।

ধন্যবাদ, হ্যারি চকলেট নিলো না। ম্যাপের দিকে চোখ রেখে বললো, আবার কোথায় গেলো?

পাবে না বন্ধু, রন একটা চকোলেট মুখে পুরে বললো। তারপর বিছানা থেকে উঠে বাইরে যাবার জন্য জামাকাপড় পরলো। চলো, তাড়াতাড়ি চলো। ব্রেকফাস্ট মিস করলে খালি পেটেই অ্যাপারেট করতে হবে... হয়তো খালিপেট থাকলে সহজ হবে, কি বলো?

রন চকোলেটের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে আরো একটা চকোলেট তুলে নিয়ে মুখে পুরলো। এই নিয়ে ও তিনটে চকোলেট খেলো।

হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা ম্যাপে দেখিয়ে বললো, মহা চালাক, ধূর্ততার সঙ্গে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। আবার তা নাও হতে পারে। অনেক সম্ভাবনার কথা ভাবতে ভাবতে ও বাইরে যাবার জন্য ড্রেস পরে নিলো। ম্যালয়ের মাঝে মাঝে অন্তর্ধানের একটা অজুহাত বা সম্ভাবনা থাকতে পারে; কিন্তু সেটাই কেন এবং কোথায় যেতে পারে ওর মাথায় ঢুকছে না। সবচাইতে ভালো হবে ওকে দেখতে পেলে ওর পেছনে পেছনে যাওয়া, কিন্তু অদৃশ্য হবার ক্লোক না পরলে সেটা সম্ভব নয়। সেটাও এখন সম্ভব নয়... একটু পরই

অ্যাপারেট ক্লাস শুরু হবে... তাছাড়া কিডিচ প্র্যাকটিস, হোমওয়ার্ক তো আছেই। সময় কোথায়? তাছাড়া ক্লাশের পড়া ছেড়ে ওর পিছু পিছু ঘুরাও সম্ভব নয়। খাতায় অনুপস্থিত মার্ক হবে!

রেডি চল, চল? ও রনকে বললো।

কপা এগোবার পর দেখলো রন তার খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভেজা জানালার দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

রন, ব্রেকফাস্ট খাবে না? আমার ক্ষিদে নেই। হ্যারি ওর দিকে আবার তাকালো। আরে, এই না তুমি ব্রেকফাস্ট খাওয়ার কথা বললে? ঠিক আছে, চলো যাই, তবে আমার কিছু খাবার ইচ্ছে নেই।

হ্যারি রনকে ভাল করে দেখলো।

এই মাত্র তো তুমি আধ-বাক্স চকোলেট গলায় পুরেছো, ক্ষিধে না থাকাই স্বাভাবিক।

রন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, তা নয়... তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।

পারছি, হ্যারি বললো। না বোঝার কোনো কারণ নেই, হ্যারি ঘরের দরজাটা খোলার জন্য হাত বাড়ালো।

হ্যারি! রন একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বললো।

কী হলো?

হ্যারি, আমি সহ্য করতে পারছি না? হ্যারি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। রনের মুখ চোখ ফ্যাকাশে, দেখে মনে হলো হঠাৎ ও খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

আমি ওর কথা না ভেবে থাকতে পারছি না, রন ধরাধরা গলায় বললো। হ্যারি রনের মুখের দিকে তাকালো। ও রনের মুখ থেকে ওইরকম কথা শোনার আশা করেনি। ওরা বন্ধু হতে পারে, কিন্তু রনের মুখে সবসময়ে ল্যাভেন্ডারকে ল্যাভ ল্যাভ বলে ডাকা ও একটুও পছন্দ করে না।

তার জন্য তুমি ব্রেকফাস্ট খাবে না কেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো। ওর মাথার মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি গোজবার চেষ্টা করলো।

আমার মনে হয় ও আমার অস্তিত্বের কথা ভুলে গেছে, রন উন্মত্ত ভঙ্গিতে বললো।

ও খুব ভালো করেই জানে তুমি আছো, হ্যারি বললো। ও তোমার সঙ্গে ছলনা করতে আরম্ভ করেছে তাই না?

রন চোখ পিট পিট করলো। তুমি কার কথা বলছো? কার কথা বলছি মানে? আলোচনা বন্ধ করার জন্য বললো ও।

রোমিলদা ভানে, রন নরম সুরে বললো। নামটা বলতে ওর সমস্ত চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, যেনো ওর মুখে ভোরের সূর্যালোক আনন্দে উপচে পড়েছে।

ওরা পরস্পরের মুখের দিকে প্রায় মিনিট খানেক তাকিয়ে রইলো। হ্যারি নীরবতা ভঙ্গ করে বললো, ঠাট্টা... তুমি ঠাট্টা করছো?

হ্যারি, আমার মনে হয় আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছি, রন জড়িত কণ্ঠে বললো।

খুব ভালো, হ্যারি রনের উদ্ভাসিত চোখ মুখ আরো ভালো করে দেখার জন্য এগিয়ে গেল। ঠিক আছে, কথাটা মুখ নিচু করে নয় মুখ উঁচু করে বলো।

রন আবার বললো, হ্যাঁ, আমি ওকে ভালোবাসি। তুমি কী ওর চুলগুলো দেখেছো? কালো চকচকে রেশমের মতো চুল... আর ওর চোখ? ওর গভীর বড়ো বড়ো চোখ দুটো? আর ওর...।

সত্যি তুমি এখন হাস্যকর কথা বলছো, হ্যারি অধৈর্য হয়ে বললো। ওসব তামাশার কথা এখন বাদ দাও, ঠিক আছে?

হ্যারি ঘর ছেড়ে যাবার জন্য এগিয়ে গেলো, তখন ওর ডান কানের কাছে কেউ সজোরে আঘাত করলো। দেখলো রন দ্বিতীয় ঘুষিটা মারার জন্য মুঠো বন্ধ করে রয়েছে।

হ্যারি তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে ওর জাদুদণ্ডটা বের করলো। একটুও দ্বিধা না করে বললো, লেভিকরাপস।

রনের পা দুটো ওপরে আর মাথা নিম্নমুখী হয়ে গেল। ওর রোবস নিচে ঢলে পড়লো। ও অসহায়ভাবে দুলতে লাগলো।

হ্যারি বললো, আমাকে তুমি হঠাৎ কানের পাশে ঘুষি মারলে কেন?

তুমি, ওকে অপমান করেছো হ্যারি। তুমি বললে তামাশা! রন ঝুলতে ঝুলতে চিৎকার করে বললো। ওর শরীরের সব রক্ত মুখে নেমে এসেছে। মুখটা লাল হয়ে গেছে।

তুমি পাগলামী করছো! হ্যারি বললো।

হ্যারি তারপর রনের বিছানার ওপর ছড়ানো খোলা বাক্সগুলো দেখলো। এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো।

তুমি কোথা থেকে কলড্রন চকোলেট পেয়েছো?

রন খুব জোরে জোরে বললো, আমার জন্মদিনের উপহার! শূন্য থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি তো তোমাকে দিতে চেয়েছিলাম... চাইনি?

তুমিতো ওগুলো মেঝে থেকে তুলেছিলে, তোলনি?

না, আমার বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছিলো, আমাকে এবারে নামিয়ে দাও।

ওগুলো অবশ্যই তোমার বিছানা থেকে পড়ে যায়নি, তুমি মিথ্যে বলছো ভালো করেই জানো। ওগুলো ছিলো আমার, আমি ম্যাপটা বার করার সময়ে ট্রাঙ্ক থেকে ফেলে দিয়েছিলাম। ওগুলো চকোলেট কলড্রন। রোমিলদা আমাকে ক্রিসমাসের আগে দিয়েছিলো, সবগুলোই লাভ পোশানে মাখানো...।

একটি মাত্র শব্দ রনের মাথায় ঢুকলো।

রোমিলদা? ও বললো। তুমি রোমিলদা বললে না? হ্যারি তুমি কি ওকে চেনো? আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবে?

হ্যারি ঝুলন্ত রনকে দেখলো। ওর মুখে দারুণ আশার ছাপ, ভীষণ জোরে হাসতে চেষ্টা করলো। ওকে নামিয়ে আনার কথা ভাবলো। কিন্তু পোশানের প্রতিক্রিয়া এখনো রয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেলে ওকে নামিয়ে আনা ঠিক হবে। হ্যারি তো ইচ্ছে করে ওকে

মারেনি। হ্যারি জানে রনকে নামিয়ে আনলে আবার ও রোমিলদা ভানের প্রতি ওর ভালোবাসার কথা বলবে।

হা হা ঠিক, তোমার সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দেবো, হ্যারি বললো। বেশ এখন তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছি।

ও রনকে নামিয়ে দিলো, হ্যারির কানটা তখনো দপদপ করছে। রন আবার হাসতে লাগলো।

সম্ভবত ও স্লাগহর্নের অফিসে আছে, হ্যারি দরজার কাছে যেতে যেতে বললো।

ওখানে কেন ও থাকবে? রন সন্দিহান হয়ে জানতে চাইলো।

খুব সম্ভব ওখানে ও এক্সট্রা পোশানের লেসন নিচ্ছে, হ্যারি বানিয়ে বললো। আমি কি ওকে আমার সঙ্গে আসতে বলতে পারি? রন বললো। দারুণ বলেছে, হ্যারি বললো।

ল্যাভেন্ডার যে পোর্ট্রেট হোলের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা হ্যারি দেখেনি। তুমি দেরি করে ফেলেছে ওন-ওন! ল্যাভেন্ডার রনকে দেখে বললো। আমি তোমার জাদিনে...।

তুমি এখন এখান থেকে যাও, রন বললো। হ্যারি আমাকে রোমিলদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছে।

কথাটা বলে রন ল্যাভেন্ডারকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল।

রনের খারাপ আচরণের জন্য ল্যাভেন্ডারকে দুঃখ প্রকাশ করতে পারলো না। হ্যারি। তার আগেই ল্যাভেন্ডার বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে চলে গেলো।

হ্যারি আশঙ্কায় ছিলো হয়তো প্রফেসর স্লাগহর্নকে তার ঘরে পাবে না... সম্ভবত ব্রেকফাস্ট করতে গেছেন; কিন্তু ঘরের দরজায় নক করতেই সাড়া দিলেন।

বললেন, হ্যারি এতো সকালে? আমি তো শনিবার সকালে অনেকটা সময় শুয়ে থাকি।

প্রফেসর আপনাকে সকালে এসে বিরক্ত করার জন্য খুবই লজ্জিত, হ্যারি একদমে কথাগুলো বললো। ওদিকে রন পায়ের আঙ্গুলের তলায় ভর দিয়ে স্লাগহর্নের ঘর দেখতে চেষ্টা করতে লাগলো। স্যার আমার বন্ধু রন ভুল করে লাভ পোশান খেয়ে ফেলেছে। আপনি কি স্যার ওকে এন্টিডট দিতে পারবেন? আমি অবশ্য ওকে মাদাম পমফ্রের কাছে নিয়ে যেতে পারতাম... ভাবলাম সেখানে হয়তো সেরকম কিছু পাওয়া যাবে না। ওর অবস্থা খুবই খারাপ স্যার।

আমি তো মনে করি তুমিই ওকে ওইরকম কিছু একটা দিতে পারবে হ্যারি, তুমি তো একজন দক্ষ পোশানিয়র? স্লাগহর্ন বললেন।

হা স্যার, হ্যারি বললো। কিন্তু পেছন থেকে স্লাগহর্নের ঘরে ঢোকার জন্য রন ক্রমাগত কনুইয়ের ধাক্কা দিতে লাগলো হ্যারিকে। ও হ্যাঁ আমি তো লাভ পোশানের এন্টিডট বানাই না... বলতে পারেন কখনো বানাইনি, চেষ্টা করে বানাতে বানাতে রনের অবস্থা হাতের বাইরে চলে যেতে পারে।

রন মাঝখান থেকে বলে উঠলো, আমি ওকে আর দেখতে পাচ্ছি না হ্যারি... নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে?

প্রফেসর স্লাগহর্ন বনের দিকে পেশাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হ্যারিকে বললেন, যে পোশানটা ও খেয়েছে সেটা কি নতুন না পুরনো? পুরনো হলে ভুগতে হবে ওকে। যতো পুরনো হবে পোশানের শক্তি ততো বাড়বে।

আপনাকে সব কথা বলতে অনেক সময় নেবে স্যার, হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বললো। রন যাতে ঘরে না ঢুকতে পারে তার জন্য প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতে লাগলো। আজ ওর জন্মদিন প্রফেসর, হ্যারি অনুনয়ের সুরে বললো।

ঠিক আছে, ঠিক আছে ওকে ভেতরে আসতে দাও, স্লাগহর্ন বললেন। আমার ব্যাগে আছে, খুব অসুবিধাজনক অ্যান্টিডট নয়।

রন ঘরে ঢুকে যা-ইচ্ছে তাই কাণ্ডকারখানা করতে লাগলো। ঘরের সব জিনিসপত্র টেনে টেনে দেখতে লাগলো, টুলের ওপর দাঁড়ালো, হ্যারিকে পড়তে পড়তে জড়িয়ে ধরলো, বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, ওকেতো দেখিনি দেখেছি

কি?

ও এখন এখানে নেই, হ্যারি বললো। আড়চোখে দেখলো প্রফেসর শ্লাগহর্ন তার পোশান তৈরির কিট বার করে, এটা ওটা মিশিয়ে, ছোট একটা কাঁচের শিশিতে মিশ্রিত পদার্থ রাখলেন।

খুব ভালো, রন ব্যগ্রতার সঙ্গে বললো। আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

দারুণ সুন্দর, স্লাগহর্ন সাধারণভাবে কথাটা বলে রনকে একটা গ্লাসে জলের সঙ্গে মিশিয়ে পোশানটা দিলেন। এখন এটা চট করে খেয়ে নাও। এটা টনিক, তোমার নার্ভ শক্ত করবে, ও যখন তোমার কাছে আসবে, এই পোশানটা তোমাকে শান্ত করে রাখবে... বুঝলে?

দারুণ, রন অ্যান্টিডটটা চুক চুক শব্দ করে এক চুমুকে শেষ করে দিলো।

হ্যারি আর স্লাগহর্ন রনকে দেখতে লাগলেন। রন ক্ষণিক ওদের দিকে তাকালো, তারপর খুব ধীরে ধীরে। ওর হাসি থেমে গেলো। চোখ মুখের চেহারা স্বাভাবিক হয়ে এলো।

মনে হয়, স্বাভাবিক হয়ে আসছে, হ্যারি হাসতে হাসতে বললো। স্লাগহর্ন মৃদু চাপা হাসলেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর।

ওসব বলো না, আমার প্রিয় পুত্র, স্লাগহর্ন বললেন। রন একটা চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়লো। ওকে দেখে মনে হয় সবকিছু ওর ধ্বংস হয়ে গেছে। স্লাগহর্ন রনকে দেখে বললেন, এখন ওর দরকার কিছু উত্তেজক জিনিস। তারপর ব্যস্ত হয়ে একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। টেবিলে সাজানো রয়েছে নানারকমের ড্রিঙ্কস। আমার কাছে আছে বাটার বিয়র, ওয়াইন, ওক ম্যাচিওর্ড মীড (মধু দিয়ে তৈরি মদ)।

ওটা অবশ্য ডাম্বলডোরকে ক্রিসমাসে দেবো ভেবেছিলাম। তা দেওয়া হয়নি, স্লাগহর্ন শ্রাগ করলেন। যা তিনি পাননি সেটা হারাবার কথা না। তাহলে দেওয়া যখন হয়নি তখন ওটা খুলে মি. উইসলির জন্মদিন পালন করা যাক। ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা নিরাময়ে এর চাইতে বড় ওষুধ কি থাকতে পারে বলো?

স্লাগহর্ন হাসলেন, হ্যারিও হাসলো।

স্লাগহর্নের কাছ থেকে সত্য মেমরি বের করার জন্য যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিল, তারপর বলতে গেলে এই প্রথম সে একা স্লাগহর্নের মুখোমুখি হলো।

হ্যারি ভাবলো, দ্বিতীয়বার সেই চেষ্টাটা করলে কেমন হয়। বিশেষ করে যখন মীড পান করার পর দারুণ সুন্দর মেজাজে থাকবেন।

স্লাগহর্ন, হ্যারি ও রনকে মীডের গ্লাস দিয়ে হাত তুলে বললেন, চিয়ার্স... হ্যাপি বার্থ ডেরালফ।

রন, হ্যারি ফিসফিস করে শুধরে দিয়ে বললো।

কিন্তু রন, মনে হয় না ওর কানে কিছু যাচ্ছে। হ্যারি ও স্লাগহর্নের শুভ কামনার টোস্ট শেষ হবার আগেই ও মীড মুখের মধ্যে নিয়ে গিলে ফেললো। এক সেকেন্ড... বা তারও কম, একটা হার্ট বিটের চেয়েও কম। হ্যারির মনে হলো দারুণ একটা ভুল হয়েছে... স্লাগহর্ন নিশ্চয়ই জানতেন না।

এই দিনটা তোমার জীবনে বার বার ফিরে আসুক...। রন!

রনের হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে গেছে... চেয়ার থেকে সামান্য একটু উঠেই ও পড়ে গেলো, প্রবলভাবে কাঁপতে লাগলো, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে লাগলো। দুটো চোখ কোটর থেকে ছিটকে যেনো বেরিয়ে আসতে চাইছে।

হ্যারি আর্তনাদ করে উঠলো, প্রফেসর একটা কিছু করুন।

কিন্তু আচমকা রনের ওই অবস্থা দেখে স্লাগহর্ন যেনো অবশ হয়ে গেছেন। রন হেঁচকাতে লাগলো, দম যেনো ওর বন্ধ হয়ে আসছে, গায়ের চামড়ার রঙ নীল হয়ে গেছে।

স্লাগহর্ন অস্পষ্টভাবে বললেন, কেন... কি হয়েছে... কিন্তু...।

হ্যারি একটা নিচু টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে স্লাগহর্নের পোশানের কিট হাতে নিয়ে তার ভেতর থেকে জার, পাউচ টেনে বার করলো, রন তখন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর... গলা দিয়ে ঘর ঘর শব্দ বেরিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত হ্যারি যেটা চেয়েছিলো সেটা খুঁজে পেলো। সেই শুষ্ক কিডনির মতো পাথরটা যেটা স্লাগহর্ন পোশানের জন্য ওর কাছ থেকে নিয়েছিলেন।

ওটা হাতে নিয়ে ও রনের কাছে গিয়ে বন্ধ মুখটা জোর করে খুলে বেজোয়ারটা মুখে ঢুকিয়ে দিলো। তারপরই রন প্রবল ঝটকা দিয়ে কেঁপে উঠলো... ওর দেহটা অসার হয়ে গেলো।

এলফ টেইলস

তাহলে আগের মত ভাল হয়নি এবার রনের জন্মদিন? ফ্রেড বললো।

সন্ধে হয়ে গেছে, হাসপাতালের বেডে রন শুধু একা। হ্যারি, হারমিওন আর জিনি ওর বেডের চারপাশে বসে আছে। সারাদিন ওরা বাইরে অপেক্ষা করেছে রনের অবস্থা জানার জন্য। ঘরে ডবলডোর লাগানো, ভেতরে কেউ গেলে বা ফিরে আসলে দরজার ফাঁক দিয়ে রনকে দেখা গেছে। আটটার আগে ভেতরে ঢোকার নিয়ম নেই। মাদাম পমফ্রের কড়া নির্দেশ। ফ্রেড আর জর্জ দশটার পর এসেছে।

জর্জ রনের জন্মদিনের উপহারটা ওর বেডের পাশে ছোট্ট টেবিলে রাখতে রাখতে বললো, উপহারটা এমন অবস্থায় দিতে হবে কল্পনাও করিনি। ওর পাশে জিনি বসে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তখনো রনের জ্ঞান ফেরেনি।

জর্জ বললো, আমরা তো হগসমিডে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ভেবেছিলাম সারপ্রাইজ দেবো।

তোমরা হাসমিডে ছিলে? জিনি আশ্চর্য হয়ে বললো।

সেখানকার গাছ-গাছড়া জোঙ্কা কিনতে গিয়েছিলাম, বিষাদ কণ্ঠে কথাটা বলে ও রনের বেডের পাশে একটা চেয়ার টেনে এনে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, কেমন করে ওর এই অবস্থা হলো বলতো, হ্যারি?

হ্যারি যা যা ঘটেছিলো তা অন্তত একবার বলেছে–ডাম্বলডোর, ম্যাকগোনাগল, মাদাম পমফ্রে তো আছেনই, তারপর হারমিওন, জিনিকেও।

...তারপর আমি বেজোয়ারটা খুঁজে পেয়ে জোর করে ওর মুখে ঢুকিয়ে দেবার পর ওর অবস্থা একটু ভালো হলো, স্লাগহর্ন ছুটে আসলেন সাহায্য করতে। ম্যাকগোনাগল, পমফ্রে এসে গেলেন। রনকে হসপিটাল উইং-এ নিয়ে এলেন, পরীক্ষা করে বললেন, ঠিক হতে সপ্তাহখানেক লাগবে। এসেন্স অফ রুয়ে,.. খেতে হবে।

ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন, ভাগ্যিস তোমার বেজোয়ারের কথাটা মাথায় এসেছিলো, জর্জ খুব চাপা গলায় হ্যারিকে বললো।

হ্যারি বললো, ভাগ্য ভালো, ওখানে ওটা ছিল। হ্যারি হীম হয়ে গেল যদি সেটা থাকতো তা ভেবে। হারমিওন দীর্ঘশ্বাস নিল সব শুনে, কিন্তু কোন কথা বললো না। সে প্রথম থেকেই নিরব। খবরটা শুনে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে শুধুমাত্র ঘটনা সম্পর্কে হ্যারিকে জিজ্ঞেস করেছিলো। রনকে পয়জন দেওয়ার বিষয়ে হ্যারি ও জিনির আলোচনায় হারমিওন অংশগ্রহণ করেনি। দাঁত চেপে, ভয়ার্ত মুখে নিরবে দাঁড়িয়ে আলোচনা শুনছিলো।

মা-বাবা খবর পেয়েছেন? ফ্রেড জিনিকে জিজ্ঞেস করলো।

খবর পেয়েই ছুটে এসে রনকে দেখে গেছেন, ঘন্টাখানেক আগে। এখন ডাম্বলডোরের অফিসে গেছেন, মনে হয় একটু পরেই ফিরবেন।

ওরা রনের দিকে তাকালো। রন ঘুমের ঘোরে অস্পষ্ট স্বরে যেনো কিছু বলতে চাইছে।

তো বিষটা ড্রিঙ্কের সঙ্গে মেশানো ছিলো? ফ্রেড শান্ত কণ্ঠে বললো।

হ্যাঁ, কথাটা শুনে হ্যারি তৎক্ষণাৎ বললো, এছাড়া অন্য কি ভাবে হতে পারে। ব্যাপারটা আলোচনার সুযোগ পেয়ে স্বস্তি পেলো।

স্লাগহর্ন ড্রিঙ্ক ঢেলেছিলেন? তোমার দৃষ্টির আড়ালে গ্লাসে তিনি কি ধরনের পয়জন দিয়ে থাকতে পারেন? হতে পারে, হ্যারি বললো। কিন্তু উনি রনের ড্রিঙ্কে বিষ মেশাবেন কেন?

বুঝতে পারছি না, ফ্রেড বললো। এমনওতো হতে পারে, তোমার গ্লাসে না দিয়ে ভুল করে রনের গ্লাসে দিয়েছিলেন? তার লক্ষ্য ছিলো তুমি।

কেন স্লাগহর্ন হ্যারির গ্লাসে বিষ মেশাতে যাবেন? জিনি প্রশ্ন করলো।

বলতে পারছি না। তবে অনেকেই থাকতে পারে, যারা হ্যারিকে বিষ খাইয়ে মারতে চাবে, ফ্রেড বললো। দ্যা চুজেন ওয়ান... হ্যারি।

তাহলে তুমি বলতে চাইছো স্লাগহর্ন একজন ডেথ ইটার? জিনি বললো। সবকিছুই সম্ভব, ফ্রেড বললো। এমনও তো হতে পারে ওকে ইমপেরিয়াস কার্স করা হয়েছে! জর্জ বললো।

এমনও তো হতে পারে, উনি কিছুই জানেন না। ওটা তার জন্যই কেউ রেখেছিলো?

স্লাগহর্নকে কে মারতে চাইবে?

ডাম্বলডোর একবার বলেছিলেন স্লাগহর্নকে ভোল্ডেমর্ট তার দলে চেয়েছিলেন, হ্যারি বললো। হোগার্টসে জয়েন করার আগে স্লাগহর্ন প্রায় বছর খানেক আত্মগোপন করেছিলেন। ডাম্বলডোর স্লাগহর্নের সম্পূর্ণ মেমরি বের করে আনতে পারেননি, হ্যারির সে কথা মনে পড়ায় বললো, হতে পারে স্লাগহর্ন ডাম্বলডোরের দলে যোগ দিক এটাই ভোল্ডেমর্ট চেয়েছিল। ভেবেছিলেন, ডাম্বলডোর তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবেন।

কিন্তু তুমিতো বলেছে, মীডের বোতলটা স্লাগহর্ন ডাম্বলডোরকে ক্রিসমাসের উপহার দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। জিনি হ্যারিকে কথাটা মনে করিয়ে দিলো।

আমার মনে হয় বোতলে পয়জনটা যে রেখেছিলো সে স্নাগহর্নকে ভালো করে চেনে না, হারমিওন বললো। এই প্রথম ও মুখ খুললো, এমন এক সুরে কথাটা বললো যেন ঠাণ্ডা লেগে ওর মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। যারা স্নাগহর্নকে ভালো করে চেনে, তারা জানে ভালো জিনিসটা তিনি নিজে ব্যবহারের জন্য রাখেন।

সেই সময় রন অস্পষ্ট স্বরে আবার কিছু বলে উঠলো।

ঘরের সকলেই রনের দিকে তাকালো। কি বলতে চায় শুনতে চাইলো। কিন্তু পরক্ষণেই রন নাক ডেকে ঘুমোতে লাগলো।

হাসপাতালের ডরমেটরির দরজা হঠাৎ খুলে গেলো, হ্যাগ্রিডকে দেখে ঘরের সকলে একরকম লাফিয়ে উঠলো। হ্যাগ্রিডের উসখো খুসকো চুল, জামা-কাপড়ও ঠিকমতো নয়, কোট জলে ভেজা, হাতে আড় ধনুক, কর্দমাক্ত বিরাট জুতো পায়ে। তার হাঁটার পথে ডলফিন সাইজের পায়ের দাগ রেখে গেলেন।

হ্যাগ্রিড তার নিজস্ব ইংরেজিতে বললেন, সারাদিন জঙ্গলে ছিলাম। অ্যারাগগ ভালো নেই... খুবই খারাপ অবস্থা। আমি ওকে কিছু পড়ে শোনাচ্ছিলাম... তা এখন রন কেমন আছে?

হ্যারি বললো, মোটামুটি একরকম। তারা বলছে, ঠিক হয়ে যাবে।

পমফ্রে তার অফিস থেকে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, ছ জনের বেশি একসঙ্গে ভিজিটর থাকা যাবে না।

হ্যাগ্রিডকে নিয়ে ছজন, জর্জ পমফ্রেকে বললো।

মাদাম পমফ্রে হ্যাগ্রিডের বিরাট দেহ দেখে সম্ভবত ভেবেছিলেন–একজন নয় দুজন। নিজের ভুল আড়াল করার জন্য তাড়াতাড়ি তার ওয়ান্ড দিয়ে হ্যাগ্রিডের পায়ের কাদার ছাপ মুছতে লাগলেন।

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, হ্যাগ্রিড বিরাট ঝাকড়া চুলওয়ালা মাথাটা দুলিয়ে বললেন। রনের তো কোনো শত্রু নেই কে ওকে বিষ দেবে!

এটাই তো আমরা আলোচনা করছি, হ্যারি বললো। এর বেশি তো আমরা জানি না।

কারো হয়তো তোমাদের কিডিচ টিমের ওপর আক্রোশ আছে। তাদের কাজও তো হতে পারে! হ্যাগ্রিড বললেন। গ্রিফিন্ডরের ওপর রাগ। প্রথমে কেটি তারপর রন!

আমার তো মনে হয় না ব্যাপারটা কিডিচ টিমের ওপর, জর্জ বললো।

ফ্রেড মোটামুটি হ্যাগ্রিডকে সমর্থন করে বললো, হতে পারে স্লিদারিনের কাজ। ওরা একটা প্লেয়ারকে আউট করতে চেয়েছে হয়তো?

আমারও কিডিচের ব্যাপার বলে মনে হয় না। তবে আমার মনে হয় এসব আক্রমণের পেছনে কোন একটা সংযোগ আছে, হারমিওন খুব ধীরে ধীরে বললো।

তুমি কেন এটা মনে করছো ফ্রেড ওর দিকে তাকিয়ে বললো।

ওয়েল, এটা একটা ভাবার বিষয়, দুজনেই মারা যেতে পারতো, তাই না? তা হয়নি,.. বলতে পারো সেটা ভাগ্যের ব্যাপার। চিন্তার বিষয় হবে, নেকলেস বা বিষ–যে দুজনকে হত্যা করার কথা, তাদের কাছে যে করেই হোক পৌঁছতে পারেনি। আরেকটা বিষয় যারা এই কাজ করছে সে বা তারা নিশ্চয়ই সাংঘাতিক ধরনের, তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে অন্য লোকও যে মারা যেতে পারে সে বিষয়ে তারা মোটেই উদ্বিগ্ন নন।

হারমিওনের বক্তব্য আলোচিত হবার আগেই মি. এবং মিসেস উইসলি ওয়ার্ডে ঢুকলেন। তারা চান যতো শিগগির রন সেরে উঠুক। অন্তত বাড়ি ফেরার আগে সেটা দেখে যেতে চান।

মিসেস উইসলি হ্যারিকে দেখে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন।

ডাম্বলডোর আমাদের বলেছেন, কেমন করে তুমি রনকে বেজোয়ারের সাহায্যে বাঁচিয়েছো, মিসেস উইসলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন। ও হ্যারি তুমি জিনিকে বাঁচিয়েছিলে, আর্থারকেও, এখন তুমি রনকে বাঁচালে!

না, না আমি তেমন কিছু করিনি, হ্যারি বিনয় করে বললো।

আমাদের পরিবারের অর্ধেক লোক তোমার কারণে জীবন ফিরে পেয়েছে, মি. উইসলি সংযত গলায় বললেন। এখন, এখন আমি ভাবছি ও বলছি যে আমাদের পরিবারের জন্যে সেই দিনটি শুভ দিন ছিলো যেদিন রন হোগার্টস এক্সপ্রেসে তোমার পাশে বসেছিলো।

হ্যারি মি. উইসলির কথার কি জবাব দেবে জানে না, তবে মাদাম পমফ্রে যখন পুনরায় জানিয়ে দিলেন ছজনের বেশি কেউ এক সঙ্গে রনের কাছে কাছে থাকতে পারবে না, তখন সে আর হারমিওন ঘর ছেড়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো আর ওদের সঙ্গে হ্যাগ্রিডও যাবার জন্য মনস্থির করলেন।

হারমিওন, হ্যারি ও হ্যাগ্রিড ডরমেটরি ছেড়ে চলে গেলে রয়ে গেলে উইসলির পরিবারের লোকেরা।

হসপিটালের পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হ্যাগ্রিড দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, সাংঘাতিক ব্যাপার। কতো রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা, তবু বাচ্চারা রেহাই পাচ্ছে না। ডাম্বলডোর ভাবতে ভাবতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বেশি কথা বলতে চাইছেন না, কিন্তু আমি বলতে পারি...।

হারমিওন বললো, এ প্রসঙ্গে কোনো বক্তব্য নেই তার? কে করছে বলে তার ধারণা?

তার মতো বুদ্ধিমান মানুষের একটা নয় অনেক ধারণা থাকতে পারে, হ্যাগ্রিড অবিচলিত স্বরে বললেন। কিন্তু আমার মনে হয়, কে নেকলেসটা পাঠিয়েছিলো, ওয়াইনে কে বিষ মিশিয়েছিল তিনি তা জানেন না। জানতে পারলে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যেতো, তাই না? আমাকে এখন সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন করছে, হ্যাগ্রিড বললেন খুব আস্তে, হ্যারি কথা শোনার দূরত্বে আছে কিনা দেখে নিলেন, আর পিভস লুকিয়ে ওপরে বসে আড়িপেতে কথা শুনছে কিনা দেখে নিয়ে আবার বললেন, বাচ্চাদের এরকমভাবে ক্ষতি হতে থাকলে তাদের অভিভাবকরা চিন্তিত হয়ে তাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন আর ছাত্র শূন্য হোগার্টকে কতদিন চালু রাখা যাবে। তাছাড়া এখানে রয়েছে চেম্বার অফ সিক্রেটস।

কথা বলতে বলতে হ্যাগ্রিড থেমে গেলেন। সেখান দিয়ে লম্বা চুলওয়ালা মেয়ে ভূত ভাসতে ভাসতে চলে গেলো। তারপর হ্যাগ্রিড বললেন, বোর্ড অফ গভর্নরস হয়তো স্কুলটা চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারে।

হতেই পারে না, হারমিওন উদ্বিগ্ন হয়ে বললো।

তারা তাদের ভাবনা-চিন্তার ওপর সিদ্ধান্ত নেবে, হ্যাগ্রিড গম্ভীর স্বরে বললেন। তোমরা বলো কোন বাবা-মা তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে। চাইবে? একদল ছোট ছোট জাদুকর ছেলেমেয়েদের এক স্থানে রাখা আর খুন করতে চাওয়া, এক কথা নয়। আমার তো মনে হয় ডাম্বলডোর ও স্নেইপের ওপর ক্রুদ্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

হ্যাগ্রিড স্নেইপের নামটা সম্পূর্ণ বললেন না। থেমে গেলেন–মুখে তার অপরাধী ভাব ফুটে উঠলো। কালো দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন।

কী বললেন? হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বললো। ডাম্বলডোর স্নেইপের ওপর ক্রুদ্ধ? তাতে আমি বলিনি, হ্যাগ্রিড বললেন। যদিও তার মুখ থেকে ভীত ভাব গেলো। ঘড়িতে দেখো কটা বেজেছে, মধ্যরাত্রি হয়ে গেছে আমাকে এখন যেতে হবে। হ্যাগ্রিড, ডাম্বলডোর কেন স্নেইপের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন? হ্যারি খুব উচ্চকণ্ঠে জানতে চাইলো।

চু... চু... চুপ! হ্যাগ্রিড খুব উত্তেজিত স্বরে বললেন। শোনো জোরে জোরে এমন কথা বলবে না হ্যারি, তুমি কি চাও আমার চাকরিটা যাক? তুমি কি তোমার ম্যাজিকের কাজকর্ম বাদ দিতে চাও?

আমাকে অপরাধি করার চেষ্টা করবেন না, করলেও কিছু লাভ হবে না, হ্যারি জোর গলায় বললো। জানেন স্নেইপ কি করেছেন?

আমি জানি না হ্যারি, আমি কিছু শুনিনি, আমি সেদিন সন্ধেবেলা জঙ্গল থেকে আসবার সময় কিছু লোক বলাবলি করছিলো শুনেছি, তারা তর্ক করছিলো। আমি ওদের কথার মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাইনি, তাই কান বন্ধ করে চলে এসেছিলাম। তা হলেও উত্তপ্ত কিছু কথা কানে এসেছিল।

যা শুনেছেন তাই বলুন, হ্যারি হ্যাগ্রিডকে চাপ দিলো। হ্যারি দেখলো হ্যাগ্রিডের বিরাট পা দুটো কাঁপছে। ঠিক মতো হাঁটতে পারছে না।

শুনছিলাম স্নেইপ নাকি বলেছেন ডাম্বলডোর খুব বাড়াবাড়ি করছেন, তাই এখানে ও আর কাজ করবেন না।

কি বাড়াবাড়ি করছেন?

আমি ঠিক বলতে পারবো না হ্যারি। স্নেইপ মনে করছেন তার ওপর অনেক বেশি কাজ চাপিয়েছেন, তাছাড়া স্লিদারিনদের ঘর সার্চ করিয়েছেন। অবশ্য সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। শুধু সেই হাউজে নয় সকল হেড অফ হাউজদের বলেছেন, নেকলেসটা খোজ করার জন্য।

হারমিওন আর হ্যারি দৃষ্টি বিনিময় করলো।

তাইতো কিন্তু তা নিয়ে তো কারো সঙ্গে ডাম্বলডোরের গোলমাল হয়নি। হ্যারি বললো।

হ্যাগ্রিড নার্ভাস হয়ে তার হাতের আড় ধনুক পাকাতে পাকাতে বললেন, একটা কথা শোনো, তখনই ওরা শুনতে পেলো ঝন ঝন্ শব্দ, খুব বেশি করে পাকানোর ফলে হাতের ধনুকটা দুটুকরো হয়ে গেলো। আমি জানি স্নেইপ সম্পর্কে তোমার মনোভাব, হ্যারি। আমি চাই না তুমি ওই ব্যাপারে নিজেকে জড়াও।

এই যে দেখ, হারমিওন খুব জোরে বললো।

ঠিক সেই সময় ওরা আরগাস ফিলচকে দেওয়ালে দেওয়ালে ঘুরে বেড়াতে দেখলো। ফিলচ বললো, এতো রাতে তোমরা ঘুরে বেড়াচেছা? তোমাদের ডিটেনসন হবে।

তা হবে না ফিলচ, হ্যাগ্রিড সংক্ষেপে বললেন। ওরা আমার সঙ্গে আছে। তাতে হয়েছেটা কি? ফিলচ বাজে ভাবে বললো।

আমি ওদের টিচার, তাই না? ধানি পটকা, ত্যাগ্রিড ওর দিকে চোখ লাল করে বললেন।

হ্যাগ্রিড বললেন, এবার তোমরা যাও। বলার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি ও হারমিওন সেখান থেকে বিদায় নিলো।

ওরা গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের কাছে গিয়ে দেখলো পিভস বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে... আনন্দে আটখানা হয়ে দুলে দুলে গান গাইছে

যখন হবে ঝগড়া বিবাদ যখন হবে গণ্ডগোল
পিভসকে যদি ডাকো তখন
বানাবে তা ডবল!

ফ্যাট লেডি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, জাগিয়ে দেওয়াতে মোটেই খুশি হলেন না। গজগজ করতে করতে ওদের ফাঁকা কমনরুমে ঢুকতে দিলেন। রনের ব্যাপারটা খুব চাউর হয়নি বলে ওরা বুঝতে পারলো। অনেক রাত হয়ে গেছে, হারমিওন ওর শোবার ঘরে চলে গেলো।

হ্যারি ওর ঘরে না গিয়ে ফায়ার প্লেসের কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে জ্বলন্ত কাঠগুলো দেখতে লাগলো।

বেশ বুঝতে পারা গেলো, ডাম্বলডোর স্নেইপের সঙ্গে বচসা করেছেন। যতোই উনি হ্যারির কাছে তার সাফাই গান, স্নেইপের ওপর যথেষ্ট আস্থা রাখেন বলেন, তা হলেও স্নেইপের সঙ্গে তার মেজাজ ঠিক রাখেননি। স্নেইপ যে স্লিদারিনদের তদন্ত করেননি, এমন কি একজন স্লিদারিনকে বা ম্যালফয় কারো সম্পর্কে কোনো তদন্ত করেনি সেটা হ্যারি সুনিশ্চিত।

এমনও কি হতে পারে ডাম্বলডোর চাননি হ্যারি নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় মূখের মতো কাজ করুক, তাই হ্যারি স্নেইপের ওপর সন্দেহের ব্যাপারে কোনো সায় দিতে চাননি, ভান করে স্নেইপ আড়াল করেছিলেন। আবার এমনও তো হতে পারে ডাম্বলডোর চাননি এইসব ঝামেলাতে জড়িয়ে পড়ে হ্যারি ওর পড়াশুনার ক্ষতি করুক। অথবা চেয়েছেন স্লাগহর্নের কাছ থেকে সঠিক মেমরি সংগ্রহ করতে বেশি মনোযোগ দিক, বা ষোল বছরের একটি ছাত্র শিক্ষকদের সঙ্গে অবিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করুক এটা চাননি।

ও হো পটার, তুমি এখানে? আচমকা ওর নাম শুনে হ্যারি হাতে জাদুদণ্ড নিয়ে চমকে লাফিয়ে উঠলো।

কমনরুমে ঢোকার সময় ওর মনে হয়েছিলো কেউ নেই। তাই চমকে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। অদূরে একটা চেয়ারে যে করম্যাক ম্যাকলেগেন বসে রয়েছে তা হ্যারির চোখে পড়েনি।

হ্যারি যে হাতে জাদুদণ্ড নিয়েছে ও সেদিকে তাকালেই না। বললো, আমি তোমার অপেক্ষায় বসেছিলাম, তুমি কি ঘুমুচ্ছিলে? উইসলিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেখলাম, মনে হচ্ছে এর পরের ম্যাচে ও খেলতে পারবে না। সারতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে... তাই না।

ম্যাকলেগেনের কথাটা হ্যারির কানে ঢুকেও ঢুকলো না, তবে একটু পরে বুঝতে পারলো। ও তুমি কিডিচ খেলার কথা বলছো? হ্যারি কথাটা বলে হাত থেকে দণ্ডটা জিনসের বেল্টে গুঁজে রাখলো। তারপর উসখো খুসকো চুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে নিলো। ও হ্যাঁ তাই মনে হয়।

তাহলে তো তুমি ওর জায়গায় আমাকে কীপার হিসেবে নিতে পারো। ম্যাকলেগেন বললো।

হ্যাঁ তাই মনে হয়।

হ্যারির বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো না। তবে ভেবে দেখলো রনের পরেই ওর স্থান।

দারুণ! ম্যাকলেগেন লাফিয়ে উঠে বললো। তাহলে কবে আমাদের প্র্যাকটিস ম্যাচ হবে?

কি বললে? প্র্যাকটিস ম্যাচ? আগামীকালইতো হবার কথা।

তোমার কথা শুনে খুব খুশি হলাম পটার। খেলার আগে আমি তোমার সঙ্গে দুএকটা কথা বলতে চাই। এই স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে শুনলে তোমার উপকার হবে।

আজ আমার শরীরটা ভালো নেই, কাল শুনবো... গুডনাইট।

রনের খবরটা পরেরদিন হোগার্টসে সকলে জেনে গেলো, তবে কেটির মতো হৈ চৈ পড়ে গেলো না। সকলেই ধরে নিলো বিষক্রিয়া হয়েছে, হাসপাতালে আছে, অ্যান্টিডট খেয়েছে, নিছক একটা দুর্ঘটনা, দুচারদিনের মধ্যে সুস্থ্য হয়ে যাবে। পরের খেলা হাফপাফের সঙ্গে। গ্রিফিন্ডররা খুবই ব্যাগ্র জেতার জন্য। জ্যাকেরিয়া হাফপাফের চেজার। আগের খেলায় ও ধারাভাষ্য করেছিলো ধারাভাষ্যে খুবই নাজেহাল করে ছেড়েছিলো গ্রিফিন্ডারকে।

হ্যারির কিডিচ খেলা প্রাণ। কিন্তু ইদানিং খেলাতে আগ্রহ কমে গিয়ে সেটা পড়েছে ড্রেকো ম্যালফয়ের ওপর। যখনই সময় পায় ম্যাপ খুলে ওকে ধরবার চেষ্টা করে। সোজা পথে

না গিয়ে ঘুর পথে ও দৃষ্টিবদ্ধ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাও পায় না। অনেক কষ্টে নজরবন্দি করে কিন্তু তারপরই অদৃশ্য হয়ে যায় ম্যাপ থেকে।

হ্যারি ম্যালফয়ের ব্যাপারে মন দিয়ে কিছু করার বা সমস্যা সমাধানের একদম সময় পাচ্ছে না। কিডিচ খেলা, রেগুলার ক্লাস, হোমওয়ার্ক তো আছেই, তার ওপর ম্যাকলেগেন আর ল্যাভেন্ডার ব্রাউন ওর পেছনে ফেউ-এর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ওই সবের মধ্যে কোনটা যে বিরক্তিকর তাও ঠিক করতে পারছে না। ম্যাকলেগেন প্রায় ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছে টিমে পার্মানেন্ট খেলার জন্য বলছে, তেমন সুযোগ দিলে ও যে রনের চাইতে অনেক ভালো কিপার সেটা হাতে কলমে দেখিয়ে দেবে। তাছাড়া টিমের বিভিন্ন খেলেয়োড়দের বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই কথা বলে। টিমের প্লেয়ারদের সমালোচনা ছাড়া বক বক করে ওর নানা ট্রেনিং স্কিম-এর পরিকল্পনা নিয়ে। বিরক্ত হয়ে হ্যারি ওকে বলতে বাধ্য হয়, আমি টিমের ক্যাপ্টেন, যা করার আমি করবো, তুমি মাথা ঘামাবে না।

ওদিকে ল্যাভেন্ডারের রনকে নিয়ে ঘ্যানঘ্যানানি ম্যাকলেগেনের কিডিচ লেকচারের চাইতেও বিরক্তিকর মনে হয়। ল্যাভেন্ডার রেগে আছে, রনের অসুস্থতা ও হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বিষয়ে আগে ওকে কেউ জানায়নি বলে। প্রথমে রেগে গিয়ে বলেছিলো আমি ওর বান্ধবী... তারপর সুবিধে হলো না দেখে খবর জানার জন্য হ্যারির পিছু পিছু ঘুরতে লাগলো। রন ওর বিষয়ে কি ভাবছে না ভাবছে তা জানারও তীব্র আগ্রহ। হ্যারি হয়তো ওর মনের দুঃখ, মনের কথা বুঝতে পারবে।

হ্যারি ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বললো, এসব কথা আমাকে বলে লাভ কি। তুমি সরাসরি রনকে বলো।

ল্যাভেন্ডার বললো, আমি তাকেই বলবো, কিন্তু যখনই আমি হাসপাতালে যাই দেখি ও ঘুমে অচেতন।

তাই নাকি? হ্যারি আশ্চর্য হয়ে বললো। হ্যারি কিন্তু যখনই রনের সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে যায় ওকে ঘুমোতে দেখে না। দিব্যি ওর সঙ্গে কথা বলে, খবরা খবর নেয়। ডাম্বলডোর ও স্নেইপের বিষয়ে জানতে চায় রন। রন ম্যাকলেগেনকে যতোটা পারে গালাগাল দেয়।

ল্যাভেন্ডার হঠাৎ একদিন জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা হারমিওন কি রনের কাছে নিয়মিত যায়?

হ্যারির কথাটা শুনে অস্বস্তি হলো, বললো, তা যাবে না কেন? আমরা তো পরস্পরের ছেলেবেলাকার বন্ধু।

ল্যাভেন্ডার বিরক্তিমাখা মুখে বললো, বন্ধু? তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। যখন থেকে রনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তখন থেকে হারমিওন তো ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ

করেছে। মনে হয় এখন আবার সে নতুন করে সম্পর্ক করার চেষ্টা করছে, এখন তো রন খুবই আকর্ষণীয়।

ল্যাভেন্ডার তোমার কি মনে হয় রনকে বিষ খাইয়ে দেওয়াটা খুব আকর্ষণীয় ব্যাপার? হ্যারি ওকে বললো, যাকগে চলি, ওদিকে ম্যাকলেগেন দেখছি কিডিচ প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসছে। কথাটা বলে হ্যারি সংক্ষিপ্ত পথ ধরে পোশানের ঘরের দিকে চললো... সেখানে ল্যাভেন্ডার বা ম্যাকলেগেন তো থাকবে না।

হাফপাফের সঙ্গে যেদিন খেলা সেদিন সকালে হ্যারি হাসপাতালে রনের সঙ্গে দেখা করতে গেলো, সেখান থেকে ও সরাসরি পিচে চলে যাবে। ম্যাডাম পমফ্রে ওকে মাঠে গিয়ে খেলা দেখতে অনুমতি দিচ্ছেন না, তাই ও অসম্ভব রেগে আছে। পমফ্রে বলেছেন, ওর এখন উত্তেজিত হওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। খেলা দেখলেই উত্তেজনা বাড়বে।

রনের জায়গায় ম্যাকলেগেন খেলছে ভেবে রনের মন ভালো নেই। একই প্রশ্ন হ্যারিকে দুদুবার করলো ম্যাকলেগেন কেমন খেলবে? পারবে তো?

হ্যারি বললো, আমি তোমায় আগেই বলেছি মন দিয়ে খেললে, মাথা থেকে অন্যসব চিন্তা, অন্যের সমালোচনা বন্ধ করলে ও একজন ওয়ার্ল্ডক্লাস প্লেয়ার হতে পারবে। ওর ধারণা ও যেকোনো পজিশনে খেললে সকলের চেয়ে ভাল খেলবে। এইটাই ওর সবচাইতে বড় দোষ। তুমি নেই তাই বাধ্য হয়ে ওকে রাখতে হচ্ছে।

কথাটা বলে হ্যারি ওর ফায়ারবোল্ট তুলে নিলো। তারপর বললো, একটা কথা শোনো, ল্যাভেন্ডার যখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তুমি কিন্তু ঘুমিয়ে থাকার ভান করবে না। ও কিন্তু আমাকে প্রায় পাগল করে দিয়েছে।

তাই? রন ঘুমিয়ে পড়বে এমন ভাব করে বললো। আচ্ছা তাই হবে।

শোনো, তুমি যদি ওর সঙ্গে আর বন্ধুত্ব রাখতে না চাও তাহলে বলে দেবে, অযথা ঝুলিয়ে রাখবে না। হ্যারি বললো।

বুঝেছি, তবে বলাটা খুবই সহজ নয়, কথাটা বলে ও হাসলো। হারমিওন নিশ্চয়ই খেলা দেখতে যাচ্ছে? রন সাধারণভাবে বললো।

ও জিনির সঙ্গে অনেক আগেই মাঠে চলে গেছে।

তাই, রন গম্ভীর হয়ে বললো। ঠিক আছে, ম্যাচ জিতে ফিরে এসো। ম্যাকলেগেন স্মিথ, ওকে একটু চাপের মধ্যে রাখবে।

চেষ্টা করবো, হ্যারি ঝাড়ুটা হাতে নিলো। খেলার পর দেখা হবে।

হ্যারি জনশূন্য করিডর দিয়ে দ্রুত খেলার মাঠের দিকে চললো। স্কুলের সব ছেলে-মেয়েরা খেলা দেখতে গেছে মাঠে। স্টেডিয়ামে বসার স্থান দখল করে বসে আছে

ইতোমধ্যে, নয়তো মাঠের দিকে চলেছে। হ্যারি যাবার সময় খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে খেলার কথা আর হু হু করে বয়ে যাওয়া হাওয়ার কথাও ভাবছিলো। হঠাৎ কারো পায়ের শব্দ শুনে চকিতে সামনে তাকালো। দেখলো ম্যালফয় ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ওর পাশে দুটি মেয়ে, ওদের দুজনকেই গোমড়া আর অপ্রসন্ন দেখাচ্ছে।

ম্যালফয় হ্যারিকে দেখে থামলো। তারপর তীর্যকভাবে হ্যারির দিকে তাকিয়ে হেসে মেয়ে দুটিকে নিয়ে চলে গেলো।

হ্যারি ওর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলো, কোথায় চললে? ও হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার সঙ্গেই তো কথা বলতে দাঁড়ালাম, কারণটা সম্পূর্ণ তোমার ম্যালফয় কাটাকাটাভাবে, বললো। ও দাঁড়িয়ে থেকো না, যাও যাও সকলে চুজেন ক্যাপ্টেনের জন্য অপেক্ষা করছে। চুজেন ক্যাপ্টেন–দ্যা বয় হু স্কোরড–যে নামেই তোমাকে ওরা ডাকুক আজকাল।

দুটি মেয়ের মধ্যে একজন যেনো অনিচ্ছাকৃতভাবে হাসলো। হ্যারি ওর দিকে তাকাতেই ওর মুখটা লাল হয়ে গেলো। ম্যালফয় মেয়েটিকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে করিডরে বাঁকের দিকে গেলো তারপর হ্যারির দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো।

হ্যারি যেখানে ছিলো সেখানেই খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে রইলো। সুযোগ হারাবার জন্য মন ভারাক্রান্ত। দাঁড়াবার সময় নেই, খেলা শিগগির আরম্ভ হবে। আশ্চর্য! সমস্ত স্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন মাঠে গিয়ে ম্যাচ দেখার জন্য পাগল তখন ম্যালফয় মেয়ে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় চললো? হ্যারি ম্যালফয়ের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সর্বোচ্চ সুযোগ

হারালো। পাথরের মতো যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো হ্যারি।

হ্যারি হন্তদন্ত হয়ে ড্রেসিং রুমে ঢুকলে জিনি চোখ বড় বড় করে বললো, কোথায় ছিলে, এতো দেরি?

হ্যারি দেখলো ও ছাড়া টিমের সকলেই খেলার জন্য পিচে যাবার জন্য প্রস্তুত। কুটি আর পিকস, দুজনেই বিটারস, দুজনেই নার্ভাস, বল মারার ব্যট দিয়ে পাএ ঠুকছে।

হ্যারি ওর সবুজ রঙের রোবসটা হাত উঁচু করে খুলতে খুলতে বললো, আসার সময়ে আমার ম্যালয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো।

তার জন্য দেরি হয়েছে? তোমার আজকের খেলার চেয়েও...।

আমি ওর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম, স্কুলের সমস্ত ছেলেমেয়েরা মাঠে ভিড় করেছে তখন তুমি দুটি মেয়েকে নিয়ে করিডরে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন?

এখন ওসব প্রশ্নের কোনো মানে আছে?

হ্যাঁ, তুমি তো জানো ওকে অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাচ্ছি না, ফায়ারবোল্ট আর চশমা ঠিক করে চোখে লাগাতে লাগাতে বললো হ্যারি। চলো এবার যাওয়া যাক।

তারপর কোনো কথা না বলে পিচের দিকে চললো। ওকে দেখে দর্শকরা চিয়ার্স করলো আবার বিরোধীপক্ষরা টিটকারি দিতে লাগলো, বিশ্রিভাবে গলার আওয়াজ করতে লাগলো। হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, আকাশে খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ উড়ে চলেছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য উঁকি মারছে, তখন মাঠ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে সূর্যের প্রখর কিরণে।

আবহাওয়া খুবই ঘোলাটে। ম্যাকলেগেন হ্যারিকে উপেক্ষা করে কুট আর পিকসকে বললো, তোমরা কিন্তু সূর্যকে আড়াল না করে উড়বে তাহলে ওরা তোমাদের দেখতে পাবে না।

ম্যাকলেগেন আমি টিমের ক্যাপ্টেন, প্রয়োজন মতো আমি প্লেয়ারদের নির্দেশ দেবো, তুমি চুপ থাকবে। হ্যারি নির্দেশের স্বরে ম্যাকলেগেনকে বললো। যাও গোলপোস্টের কাছে যেয়ে দাঁড়াও।

ম্যাকলেগেন চলে গেলে হ্যারি কুট আর পিকসের দিকে তাকালো।

মনে থাকে যেন তোমরা কিন্তু সূর্যের আলোতে উড়বে না, হ্যারি গজগজ করতে করতে ওদের বললো।

ও হাফপাফের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে করমর্দন করে ম্যাডাম হুচের হুইসেলের অপেক্ষা করতে লাগলো। হুইসেল শোনার সাথে সাথে মাটিতে কিক করে আকাশে উড়ে গেলো। ওর

টিমের প্লেয়ারদের অনেক ওপরে ভাসতে লাগলো। ও ক্যাসেলের ওপর দিকে উড়ে গিয়ে মারাওডার্স ম্যাপটা নিয়ে এসে ম্যালফয় কোথায় আছে দেখবে। সমস্যাটা হচ্ছে স্নিচটা ধরার।

শুনতে পেলো ধারাভাষ্য চলছে, হাফপাফের স্মিথ কোয়াফিল ধরেছে। জিনি উইসলি ওর কাছে উড়ে এসেছে, স্মিথের হাত থেকে কোয়াফিল চলে গেছে, জিনি ধরে ফেলেছে, জিনি অসাধারণ খেলছে, আমি ওর খেলা খুবই পছন্দ করি।

হ্যারি ওপর থেকে ধারা ভাষ্যের মঞ্চ দেখলো, দেখতে পেলো লুনা লাভগড় আর প্রফেসর ম্যাকগোনগালকে।

ওহো এখন হাফপাফের লম্বা প্লেয়ারটি মেয়েটির কাছ থেকে কোয়াফিল ছিনিয়ে নিয়েছে, মেয়েটির নাম আমার মনে নেই বিবিল না, বাগিনস।

লুনার পাশ থেকে খুব জোরে জোরে বললেন, ক্যাডওয়ালডার। দর্শকরা হেসে উঠলো।

হ্যারি নিচে তাকিয়ে স্নিচের খোঁজ করলো স্নিচের কোনো পাত্তা নেই। পরমুহূর্তে ক্যাডওয়ালডার গোল করে দিলো। গোল খেয়ে ম্যাকলেগেন চিৎকার করে গোলের জন্য জিনিকে দায়ি করলো।

হ্যারি পটার ওপর থেকে নিচে নেমে এসে ম্যাকলেগেনকে ধমকে বললো, তুমি অপরকে দোষ দিচ্ছো কেন? লাল বলটা তোমার পাশ দিয়ে গোলে ঢুকে গেলো তুমি ধরতে পারলে না? অন্যের দিকে না তাকিয়ে তুমি গোল আটকাও। আবার পটার ওপরের দিকে উড়ে গিয়ে ছোট ডানাওয়ালা সোনার বলটা খোঁজ করতে লাগলো।

লুনা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, দেখুন দেখুন গ্রিফিন্ডরের কীপার একজন বিটারের ব্যাট কেড়ে নিয়েছে।

হ্যারি ওপর থেকে দেখলে ম্যাকলেগেন পিকসের ব্যাটটা কেড়ে নিয়েছে। দেখাচ্ছে কেমন করে ব্লাজার মারতে হয়।

হ্যারি ওপর থেকে ম্যাকলেগেনকে বললো, ওর ব্যাট ওকে দিয়ে তুমি গোলপোস্টে যাও। ততক্ষণে ম্যাকলেগেন ব্যাটটা ব্লাজারে অসম্ভব জোরে মারলো। সেটা ব্লাজারে না লেগে হ্যারির মাথায় লাগলো। তারপর দৃষ্টি আচ্ছন্নকারী যন্ত্রনাদায়ক তীব্র একটা আলোর রশ্মি, কারো বহুদূর থেকে আর্তনাদ, বিরাট এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমে আসছে।

জ্ঞান ফিরলে দেখলো এক আরামদায়ক শয্যায় শুয়ে আছে। উপরে তাকালো, দেখলো সিলিং-এ সোনালি রঙ-এর আলো জ্বলছে। আলোকে ঘিরে রয়েছে একটা

সই বৃত্ত থেকেও সোনালী আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ওর পাশের বিছানায় অতি পরিচিত এক মানুষ তামাটে তার গায়ের রঙ, মাথার চুল লাল।

খুব ভালো হয়েছে তুমি এখানে এসেছে, রন পাশ ফিরে হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো।

হ্যারি চোখ পিটপিট করে এধার ওধার তাকালো। বুঝতে পারলো হাসপাতালে শুয়ে রয়েছে। জানালা দিয়ে দেখলো নীল আকাশ, মাঝে মাঝে গোলাপি দাগ। তাহলে তো ওদের খেলা ঘণ্টাখানেক আগে শেষ হয়ে গেছে। তাহলে ম্যালফয়কে ধরার কোনো আশা নেই। ওর মাথাটা মনে হলো অদ্ভুত রকমের ভার। হাত দিয়ে অনুভব করলো ব্যান্ডেজ বাঁধা।

কি হয়েছে আমার মাথার খুলি কী ফেটে গেছে, হ্যারি জিজ্ঞেস করে। ওকে ধরে বালিশে মাথাটা রাখতে রাখতে, মাদাম পমফ্রে বললেন, চিন্তা করার কিছু নেই। দ্রুত ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছি, কিন্তু আজ রাতটা তোমাকে এখানে থাকতে হবে। কয়েক ঘণ্টা চুপটি করে শুয়ে থাকতে হবে বেশি নড়াচড়া করা চলবে না।

আমি সারারাত এমনিভাবে এখানে শুয়ে থাকতে পারবো না, হ্যারি রেগে বললো। বিছানা ছেড়ে উঠে গায়ে জড়ানো চাঁদরটা টান মেরে সরিয়ে দিলো, ম্যাকলেগেন কোথায়? আমি ওকে খুন করবো।

তাই যদি করো তাহলে বেশি নড়াচড়া হবে, মাদাম পমফ্রে ওকে জোর করে শুইয়ে দিলেন। তারপর জাদুদণ্ড তুলে ভয় দেখানোর ছলে বললেন, আমি যতোক্ষণ

তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি এখানে তোমাকে শুয়ে থাকতে হবে পটার, কথা যদি না শোনো তাহলে হেডমাস্টারকে খবর দিতে হবে।

পমফ্রে হ্যারিকে মৃদু বকেঝকে অফিসে চলে গেলেন। হ্যারি বালিশে মুখ গুঁজে রাগে ফুসতে লাগলো।

খেলার খবর জানার জন্য হ্যারি রনকে জিজ্ঞেস করলো, আমরা কতো গোলে হারলাম তুমি জানো?

জানি, রন মুখ কাঁচুমাচু করে বললো, ফাইনাল স্কোর তিনশো কুড়ি আর ষাট।

হ্যারি দারুণ রেগে গিয়ে বললো, ব্রিলিয়েন্ট, সত্যি ব্রিলিয়েন্ট! যখন আমি ম্যাকলেগেনকে ধরবো

ওকে তুমি ধরতে যেও না, ওর দেহের মাপ তো জানো, রন বললো।

থাকগে তুমি কিছু ভেবো না। তুমি এখানে চালান হবার পর আমাদের টিমের সবাই ওকে উচিৎ শিক্ষা দিয়েছে। ওরা ম্যাকলেগেনের ওপর অসম্ভব রেগে আছে।

রনের মুখে চাপা হাসি দেখে হ্যারির মনে হলো, ম্যাকলেগেন খেলাটা বরবাদ করার জন্য ও খুব খুশি। হ্যারি ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর মাথার খুলি ভাঙার জন্য খুব একটা ব্যথা পাচ্ছিলো না, কিন্তু ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্য একটু অস্বস্তি লাগছিলো।

রন বললো, এখানে বসে বসে আমি খেলার ধারাবিবরণী শুনেছি। ওর গলার সুর হাসিতে কাপছে। শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে লুনার গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম।

হ্যারি এতোটা ক্রুদ্ধ যে রনের তামাশা একটুও ভাল লাগলো না।

তুমি যখন অজ্ঞান ছিলে জিনি এসেছিলো, রন অনেকটা সময় চুপ করে বসে থাকার পর বললো। হ্যারি কথাটা শুনে হঠাৎ ভাব জগতে চলে গেলো। ভাবতে লাগলো ও মৃত আর জিনি ওর মৃতদেহ দেখে কাঁদছে।

হ্যারির প্রতি গভীর আকর্ষণের স্বীকারোক্তি! রন কাছে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে, ওর কথায় সম্বিত ফিরে পেল হ্যারি। তুমি ঠিক খেলা শুরুর আগে মাত্র পৌঁছেছিলে, এতোক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি তো অনেক আগেই এখান থেকে খেলার জন্য বেরিয়ে গিয়েছিলে।

কি বললে? ওর চোখ থেকে সেই কম্পিত দৃশ্য তখনো উধাও হয়নি, ভাসছে। ও হ্যাঁ, মাঠে যাওয়ার আগে দেখলাম ম্যালফয় দুটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়ে দুটির মুখ দেখে মনে হলো না ওরা ম্যালয়ের সঙ্গে যেতে চায়। এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার দেখলাম স্কুলের সবাই যখন কিডিচ খেলা দেখতে গেছে তখন ও মাঠে যায়নি। গতবারের

খেলাতেও ছিলো না, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে? কথাটা বলে হ্যারি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ম্যাচটা ওই রকম হবে জানলে আমি খেলা ছেড়ে ওকে ফলো করতাম।

ধ্যাৎ, বোকার মতো কথা বলবে না। টিমের ক্যাপ্টেন হয়ে তুমি খেলা ফেলে ম্যালয়ের পেছন পেছন ছুটতে? রন রেগে গিয়ে বললো।

আমি জানতে চাই ওর মতলবটা কি! হ্যারি বললো। ওর সঙ্গে স্নেইপের যেসব কথা শুনেছি, তাতে চুপ করে থাকতে পারি না, তুমি ভাববে না যে আমি অযথা ওকে নিয়ে ভাবছি।

রন ভুরু কুঁচকে কনুইয়ে ভর দিয়ে বসে বললো, আমি তা মোটেই বলছি না, তবে সে যে একাই সকল ষড়যন্ত্র করছে তা কি করে ভাবো, অন্যরাও করতে পারে। তুমি ম্যালয়ের ব্যাপারে বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, হ্যারি। ও একটা ম্যাচ মিস করেছে বলে ওর পিছু নিতে হবে?

তুমি যাই বলল রন, আমি ওকে হাতেনাতে ধরতে চাই। হ্যারি হতাশার সুরে বললো। আমি জানতে চাই ম্যাপ থেকে উধাও হবার পর ও কোথায় যায়?

আমি কেমন করে জানবো, হগসমিডেও যেতে পারে। রন হাই তুলতে তুলতে বললো।

আমি কখনো ম্যাপে দেখিনি হয়তো ও কোনো গোপন পথ দিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি সেই পথগুলো ওয়াচ করা হচ্ছে এখন দেখা যাক কি হয়।

একই উত্তর দিচ্ছি, আমার জানা নেই, রন বললো। দুজনেই চুপ করে গেলো। হ্যারি চিন্তিত মুখে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইলো।

ও যদি স্ক্রিমগৌর হতো তাহলে তো কোনো কথাই ছিলো না। ম্যালফয় কি করে, কোথায় যায় সবই জানতে পারতো, আর হ্যারির তো অফিস নেই এবং ওর কাজ করার জন্য অফিস ভর্তি অরর নেই। ওর কোনো ক্ষমতা নেই, ওর কথা কে শুনবে? ও অবশ্য ওর ডিএর (ডিফেন্স এগেন্ট ডার্ক আর্টস) বন্ধুদের নিয়ে খোঁজ খবর করতে পারে, তারা ওর কথা শুনবে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়–ওদের পড়াশুনা আছে প্রতিদিনের ক্লাশ আছে। ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে তো সম্ভব নয়।

হ্যারি রনের মৃদু নাকডাকার শব্দ শুনতে পেলো। একটু পরে মাদাম পমফ্রে মোটা একটা ড্রেসিং গাউন পরে ঘরে এসে চারদিকে তাকিয়ে জাদুদণ্ড দিয়ে জানালার সব পর্দা ফেলে দিলেন। হ্যারি ঘুমোবার ভান করে পাশ ফিরে শুয়ে থাকলো। পর্দা ফেলে দেবার পর ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে চলে গেলেন। ওর ঘরের দরজা বন্ধের ক্লিক শব্দ শুনে হ্যারি বুঝতে পারলো এবার দ্রিা যাবেন।

হ্যারি এবার নিয়ে তিনবার কিডিচ খেলায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে এসেছে। গতবারে পিচের চারধারে ডিমেন্টররা থাকার জন্য হাত থেকে ঝাড়ু পড়ে গেলে মাটিতে পড়ে

গিয়েছিলো। তার আগেরবার প্রফেসর লকহার্টের অকর্মন্যতার জন্য হাতের সব হাড় বদলাতে হয়েছিলো। সেই সময় তার আঘাতটা মারাত্মক হয়েছিলো। অসম্ভব যন্ত্রণাদায়ক আঘাত, ওর মনে আছে এক রাতের মধ্যে হাতে নতুন হাড় গজানোর দুঃসহ যন্ত্রণা। তাছাড়া চেনা-অচেনা একগাদা ভিজিটর সেই যন্ত্রণার মধ্যে এসে...।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে হ্যারি বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসলো। বুকের ভেতরটা থর থর করতে লাগলো। মাথার ব্যান্ডেজটা কিছুটা স্থানচ্যুত হয়ে গেলো। হ্যাঁ সমস্যার সমাধান শেষ পর্যন্ত হয়ে গেলো। ম্যালফয়ের পিছু নেবার একটা পথ আছে। সেই সহজ সরল কথাটা আগে ওর মনে পড়েনি কেন?

কিন্তু প্রশ্ন, ওকে কেমন করে বলবে?

খুব শান্ত নিঃস্তব্ধভাবে হ্যারি অন্ধকারে বললো–ক্রেচার?

বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের শান্ত আবহাওয়া উবে গেলো। মারাত্মক সব দুমদুম ফটফট শব্দে তীব্র চিৎকার, ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে রন চিৎকার করে বিছানায় উঠে বসলো।

কী হয়েছে এতো গোলমাল কিসের?

হ্যারি এক মুহূর্ত দেরি না করে ওর ম্যাজিক দণ্ডটা মাদাম পমফ্রের অফিসের দিকে প্রসারিত করে বললো, মাফলিয়াটো যাতে পমফ্রে দৌড়ে আসতে না পারেন। তারপর ও হামাগুড়ি দিয়ে বিছানার একপ্রান্তে এসে দেখলো কি ঘটল।

দুজন হাউজ এলফস ডরমেটরির ফ্লোরের মাঝখানে গড়াগড়ি দিচ্ছে, একজনের পরনে কুঁচকানো মেরুণ রঙের জাম্পার আর একগাছা উলের টুপি, অন্য একজন নোংরা পুরনো কম্বল কোমরে জড়ানো। তারপরই আবার শব্দ, পিভস কোথা থেকে এসে ওই দুই এলফের উপর পড়লো।

আমি ওদের কাণ্ড দেখছিলাম, পন্টি পিভস বললো।

ক্রেচার কখনোই ডব্বির সামনে হ্যারি পটারকে অপমান করবে না, ঝগড়া থামিয়ে ডব্বি খুব জোরে জোরে বললো।

হ্যারি আর রন অনেক কষ্টে ডব্বি আর ক্রেচারের ঝগড়া থামালো।

ক্রেচার বললো, মাস্টার যা চাইবেন ক্রেচার তাই করবে–ক্রেচারের তো ইচ্ছে–অনিচ্ছে নেই, তাহলেও ক্রেচারের এমন মাস্টার পছন্দ নয়।

ডব্বি তাহলে কাজ করবে হ্যারিপটারের! ডব্বি বললো, ওর বড় বড় টেনিস বলের মতো চোখ জলে ভর্তি। হ্যারি পটারের কাজ করতে পারলে ডব্বি নিজেকে সম্মানিত মনে করবে।

তোমরা দুজনে আমার কাজ করলে আমি খুশি হবো, হ্যারি বললো। ঠিক আছে, তোমরা দুজনেই যখন আমার কাজ করছে তখন আমি চাই তোমরা ড্রেকো ম্যালফয় কোথায় আছে খুঁজে বের করো। ওর পিছু নাও। হ্যারি বলে চললো, আমি জানতে চাই ও কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেলামেশা করছে, কি করছে। আমি চাই সারাদিন রাত ওকে ধাওয়া করো।

হা হ্যারি পটার ডব্বি তাই করবে, ডব্বির বড়ো বড়ো চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠলো। ডব্বি যদি ভুল করে তাহলে ডব্বি টাওয়ারের উঁচু তলা থেকে নিচে পড়বে, হ্যারি পটার।

হ্যারি তখনই বললো, না না তার দরকার হবে না?

মাস্টার তাহলে আমাকে সবচেয়ে ছোট ম্যালফয়ের ওপর গোয়েন্দাগিরির আদেশ দিচ্ছেন, আমার পুরনো পিওর ব্লাডের মালকিনের ভাইপো।

কথাটা কিন্তু গোপন রাখবে তোমরা।

ক্রেচার মাথা নত করে বললো, মাস্টার যা আদেশ করবেন, যদিও ওই ম্যালফয় ছেলেটার কাজ করতেই আমার ইচ্ছা...।

তাহলে তোমাদের সাথে এই কথা রইলো, হ্যারি বললো। আমি কিন্তু তোমাদের কাছে প্রতিদিন কাজের রিপোর্ট চাই। তবে রিপোর্ট করার সময় লক্ষ্য রাখবে অন্য লোকজনের সামনে কিন্তু করবে না, শুধু রন আর হারমিওন ছাড়া। ম্যালয়ের পেছনে শরীরে আচিলের মতো আটকে থাকবে মনে থাকবে তো?

লর্ড ভোল্ডেমর্টস রিকোয়েস্ট

হ্যারি আর রন মাদাম পমফ্রের সুচিকিৎসায় সোমবার সকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলো। এখন ওরা পুরোপুরি সুস্থ। সেটাতো একটা সুখবর, সন্দেহ নেই। তার চেয়ে বড় সুখবর হারমিওনের রনের সঙ্গে পুনরায় বন্ধুত্ব। হারমিওন ওদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতে শুরু করলো। জিনির সঙ্গে ডিনের বচসার। খবরও দিলো। হ্যারি তার নিরানন্দ ও ম্রিয়মান মনের অবস্থা কাটিয়ে বুকের মধ্যে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে সুখি বোধ করলো।

ওরা কি বিষয়ে কথা কাটাকাটি করেছে? আটতলার প্রায় শূন্য করিডরের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গুরুত্ব না দিয়ে বললো। সেখানে ছোট একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে দানবদের পর্দা দেখছিলো। ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের আসতে দেখে ও ভয় পেয়ে গেলো। ওর হাত থেকে পিতলের ভারি স্কেলটা পড়ে গেলো।

হারমিওন ছোট মেয়েটাকে আদর করে বললো, ভয় নেই, ভয় নেই আমি ওটা জুড়ে দিচ্ছি। দেখো ঠিক হয়ে গেলো, হারমিওন ভাঙা স্কেলটায় জাদুদণ্ড ছুঁইয়ে বললো, রিপ্যারো।

মেয়েটি কিন্তু একবারও ওদের ধন্যবাদও জানালো না, যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দেখতে লাগলো। যখন মেয়েটির দৃষ্টি প্রায় বাইরে চলে গেছে তখন রন পেছন ফিরে তাকালো মেয়েটির দিকে।

দেখো ওকে আরো কতো ছোটো দেখাচ্ছে, রন বললো।

ও নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, হ্যারি বললো। জিনি আর ডিনের ঝগড়ার কারণ জানো হারমিওন?

তোমার মাথায় ম্যাকলেগেন ব্লাজারটা মারার পর ডিন হেসেছিলো, হারমিওন বললো।

খুব হাসির ব্যাপার হয়েছিলো তাই না? রন দৃশ্যটা ভেবে বললো।

মোটেই না, হারমিওন রেগে গিয়ে বললো। খুবই বাজে দৃশ্য ছিল সেটা, কুট আর পিকেস হ্যারিকে সেই সময়ে ধরে না ফেললে ও আরো আঘাত পেতো!

ঠিক আছে, তার সঙ্গে জিনি আর ডিনের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কি আছে? হ্যারি ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় এমনভাবে বললো। এখনো ওরা একসঙ্গে ঘোরাফেরা করে?

হ্যাঁ, করে–কিন্তু তোমার মাথা ব্যথা কেন? হ্যারির দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে হারমিওন বললো।

আমি আবার আমার কিডিচ টিম জগাখিচুড়ি বানাতে চাই না, হ্যারি বললো, কিন্তু হারমিওন হ্যারির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। ওইরকমভাবে তাকিয়ে থাকা হ্যারির খুব অস্বস্তি লাগছিলো। বাঁচিয়ে দিলো লুনা।

হ্যারি!

লুনা? হ্যারি বললো।

লুনা ওর ব্যাগটা ঘাটতে ঘাটতে সবুজ পেঁয়াজের মতো একটা জিনিস, বড় দেখে একটা ব্যাঙের ছাতা আর বেড়ালের ময়লার মতো একগুচ্ছ জঞ্জাল বের করে রনের হাতে রেখে, শেষে একটা ছোট পাকানো পার্চমেন্ট হ্যারির হাতে দিয়ে বললো, এটা তোমার।

সেটা দেখেই হ্যারি বুঝতে পারলো ডাম্বলডোরের লেসনে যাবার চিঠি! পার্চমেন্টটা খুলে চোখ বুলিয়ে বললো, আজ রাতে ডাম্বলডোর আমাকে লেসনে যেতে লিখেছেন।

রন লুনাকে বললো, তোমার কিডিচ কমেন্ট্রি দারুণ হয়েছিলো! লুনা রনের হাত থেকে সবুজ পেঁয়াজ, ব্যাঙের ছাতা আর বেড়ালের ময়লাগুলো ফেরত নেবার সময় ভাসা ভাসা ভাবে হাসলো।

তুমি আমাকে নিয়ে মজা করছো তাই না? লুনা বললো, সকলেই বলে আমি নাকি সাংঘাতিক মেয়ে!

মোটেই আমি তোমাকে নিয়ে মজা করছি না, রন বললো। আমার স্মরণকালে তোমার চেয়ে ভাল কমেন্ট্রি শুনিনি। কথাটা বলে ওর হাত থেকে সবুজ ব্যাঙের ছাতাগুলো তুলে দিয়ে বললো, এগুলো কী?

এগুলো হচ্ছে গার্ডি রুট, লুনা বললো জিনিসগুলো ওর হ্যান্ড ব্যাগে ভরতে ভরতে। তোমার ইচ্ছে হলে এগুলো তোমার কাছে রাখতে পারো, আমার কাছে আরো কিছু আছে। এগুলো গাল্পিং ব্রণের জন্য খুব কাজ দেয়।

লুনা গার্ডি রুট চটকাতে চটকাতে চলে গেলো।

ওরা গ্রেট হলের দিকে চললো। আমি জানি ওর মাথায় সমস্যা আছে, কিন্তু মেয়েটা ভালো।

কথাটা বলতে বলতে হ্যারি মাঝপথে থেমে গেলো। দেখলো ল্যাভেন্ডার ব্রাউন পাথরের সিঁড়ির মুখে বজ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাই রন, ওকে দেখে আমতা আমতা করে বললো।

হ্যারি হারমিওনের হাতে মৃদু টান দিয়ে বললো, চলো, ওরা দ্রুত হাঁটলো। কানে এলো ল্যাভেন্ডারের ঝাঁঝালো গলা, তুমি আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে আমাকে বলোনি কেন? আর হারমিওন তোমার সঙ্গে কেন?

আধঘণ্টা পরে রন ব্রেকফাস্ট টেবিলে এলে, হ্যারি রনকে দেখলো ও খুবই মুখভার, বিরক্তভাব যদিও ওর সঙ্গে রয়েছে ল্যাভেন্ডার। ওরা দুজনে এক সঙ্গে বসে থাকলেও হ্যারি লক্ষ্য করলো ওরা কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। হারমিওন এমন এক ভাব করে বসে আছে যেনো ওর কিছুই অজানা নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে লক্ষ্য করলো ওর মুখে কপট হাসি। সারাদিন ও খুব ভালো মুডেই রয়েছে, সন্ধে বেলা কমনরুমে ও হ্যারির হারবোলজির প্রবন্ধ দেখে দিতে রাজি হলো। আগে ও দেখতে চাইতো না, কারণ ও জানে রনকে হ্যারি ওর লেখা দেখাবে আর রন কপি করে নেবে হারমিওনের শুদ্ধ করা হ্যারির প্রবন্ধ।

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, হ্যারি বললো, তারপর ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজে দেখে বললো, ডাম্বলডোরের কাছে আমাকে এখন যেতে হবে।

হারমিওন কথার জবাব না দিয়ে দ্রুত কিছু শব্দ ঠিক করে দিল। হ্যারি পোর্ট্রেটের গর্ত দিয়ে ডাম্বলডোরের অফিসের দিকে চললো। গারগোয়েল পার্সওয়ার্ড টফি একলির্স বলাতে পাশে সরে গেলে হ্যারি ঘোরানোনা সিঁড়ির দিকে লাফাতে লাফাতে ঠিক আটটার সময় ডাম্বলডোরের ঘরের দরজা নক করলো।

এসো, ভেতরে এসো, ডাম্বলডোর বললেন, কিন্তু দরজার নবটা ঘুরিয়ে বন্ধ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখলো প্রফেসর ট্রিলনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মিস ট্রিলনি তার চশমার মোটা কাঁচের ভেতর দিয়ে হ্যারিকে দেখে পিট পিট করে বললেন, ও এর জন্যই আমাকে আপনার ঘর থেকে তাড়াচ্ছেন ডাম্বলডোর।

ডাম্বলডোর সামান্য উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, মাইডিয়ার সিবিল, তোমাকে কেন তাড়িয়ে দিতে যাবো, কিন্তু হ্যারির সঙ্গে আগেই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছি, আর তাছাড়া তোমার সাথে কথা তত শেষ হয়েছে।

খুব ভালো, প্রফেসর ট্রিলনি আহত স্বরে বললেন। আপনি যদি খুতখুতে জবরদখল করা মহিলাকে বাদ না দিতে পারেন, তাহলেও আমি অন্য কোথাও চলে যাবো। যেখানে আমি উপযুক্ত সম্মান পাবো। যারা আমার কাজের দাম দেবে।

একরকম হ্যারিকে ধাক্কা দিয়ে ট্রিলনি ঘর ছেড়ে প্যাচানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে গেলেন। হ্যারি লক্ষ্য করলো ট্রিলনি যেনো ইচ্ছে করেই তার গায়ের শালটা তাল গোল পাকিয়ে রেখে গেলেন।

ডাম্বলডোর খুব ক্লান্ত স্বরে বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এখানে এসে বসো।

হ্যারি সাধারণত যে জায়গায় বসে সেখানে বসে লক্ষ্য করলো ডাম্বলডোর আগেই ওখানে পেনসিভটা রেখেছেন। পাশে রয়েছে আরো দুটি ক্রিস্টাল বোতল, তার মধ্যে মেমরি ঘুরপাক খাচ্ছে।

ফিরেঞ্জে এখনো শিক্ষকতা করছেন বলে কি ট্রিলনি অসুখী? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

না তা নয়, ডাম্বলডোর বললেন। আমি যেরকম মনে করেছিলাম ডিভিনেসন তার চেয়ে বেশি জটিল মনে হচ্ছে। আমি তো আগে এ সাবজেক্ট পড়াশোনা করিনি। তাই ফিরেঞ্জকে জঙ্গলে চলে যেতে বলতে পারছি না। সেখানে তো ওকে একঘরে করেছে, আবার এদিকে ট্রিলনিকেও চলে যেতে বলতে পারছি না। কথাটা তোমার আমার মধ্যেই বলছি ক্যাসেলের বাইরে গেলে যে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে সে বিষয়ে ওর কোনো ধারণাই নেই। ও কিছুই জানে না। আমার মনে হয় এখন আর তাকে নতুন করে কিছু জ্ঞান দেওয়া ঠিক হবে না–তোমার আর ভোল্ডেমর্ট সম্পর্কে প্রফেসি সে করেছিলো।

কথাটা বলে ডাম্বলডোর গভীর নিঃশ্বাস নিলেন। তারপর বললেন, যাকগে তোমার আমার স্টাফ বিষয়ক সমস্যার কথা চিন্তা করতে হবে না। আমাদের তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর সমস্যার ব্যাপার আলোচনা করার আছে। তোমাকে যে কাজটা করতে বলেছিলাম তুমি কি সেটা কিছু করতে পেরেছো?

ডাম্বলডোর ওকে প্রফেসর স্লাগহর্নের কাছ থেকে মেমরি বের করার যে কাজ দিয়েছিলেন, তার কিছুই করাতে পারেনি একের পর এক দুর্ঘটনার জন্য। রনের

বিষক্রিয়া, কিডিচ খেলার সময় ওর মাথায় আঘাত ও খুলি ভাঙ্গা, ড্রেকো ম্যালফয়ের পিছু নেয়া ইত্যাদি ব্যস্ততায় স্লাগহর্নের বিষয়ে কাজটি আর হয়নি।

আমি প্রফেসর স্লাগহর্নকে ওই বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু স্যার উনি কিছুই জবাব দেননি।

দুজনেই চুপচাপ।

ডাম্বলডোর অর্ধচন্দ্র চশমার কাঁচের ওপর দিয়ে খানিকক্ষণ হ্যারির দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, ও তাই! হ্যারির মনে হলো ডাম্বলডোর ওকে এক্সরে করছেন। তা তুমি কি নিশ্চিত যে, ওই বিষয়ে তুমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছে? তোমার যতো কৌশল জানা আছে তা প্রয়োগ করেছে?

হ্যারি কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে বললো, স্যার রন যেদিন ভুল করে লাভ পোশান খেলো, সেদিন আমি তাকে প্রফেসর স্লাগহর্নের কাছে নিয়ে গেছিলাম।

ভেবেছিলাম, স্লাগহর্নকে ভাল মুডে পাবো

তো কিছু করতে পেরেছিলে, ডাম্বলডোর বললেন। ...না স্যার... রনের বিষক্রিয়া হওয়ায়, আর সম্ভব হয়নি।

সঙ্গত কারণেই তুমি মেমরি রিট্রাইভ করার ব্যাপারটা বাদ দিয়েছিলে। তা তোমার প্রিয় বন্ধুর যখন ওই অবস্থা হয়েছিলো সেক্ষেত্রে আমি তোমার কাছ থেকে সে কাজটি আশা করতে পারি না। কিন্তু তোমার বন্ধুর যখন বিপদ কেটে গেলো তারপর কি করলে? আমি ভেবেছিলাম মেমরিটা যে কতো গুরুত্বপূর্ণ তা তোমাকে আমি বোঝাতে পেরেছি। সেটা না সংগ্রহ করলে সবই আমাদের বৃথা পরিশ্রম। হ্যারি।

কথাটা শুনে হ্যারির মাথা থেকে পা পর্যন্ত লজ্জায় শিরশির করে উঠল। ডাম্বলডোর কথাগুলো বলার সময় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, একটুও রাগ দেখালেন না। কিন্তু হ্যারি চাইছিলো ডাম্বলডোর রাগ করুন, চিৎকার করে ওকে তিরস্কার করুন, তাহলে ওর যথোচিত নিরাশ মনে আশার সঞ্চার হতো। শান্ত মনে থাকাটাই বড় বেশি আঘাত যেনো।

স্যার ওটাই একমাত্র কারণ নয়, আরো কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াতে আমি... এমন নয় যে আমি আপনার দেওয়া কাজ করতে চাইনি!

অন্যান্য কিছু তোমাকে আমার কাজ করতে বাধা দিয়েছিলো? ও তাই দেখছি। আবার দুজনেই নীরব।

ডাম্বলডোরের সামনে নীরবে বসে থাকার যন্ত্রণা অস্বস্তিকর, জীবনে ও এই প্রথম নীরবতা অনুভব করলো। সেই নীরবতা যেনো শেষ হতে চায় না। মাঝে মাঝে কানে

আসতে লাগলো প্রোট্রেট থেকে আরমান্ডো ডীপারের নাক ডাকা। হ্যারির মনে হলো ও অতল তলে তলিয়ে চলেছে তো চলেছেই।

কতক্ষণ আর ও ওই নীরবতার যন্ত্রণা ভোগ করবে? আর থাকতে না পেরে বললো, প্রফেসর ডাম্বলডোর সত্যই আমি দুঃখিত। কাজটা করা উচিত ছিলো। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিলেন।

কথাটা বলার জন্য তোমায় অশেষ ধন্যবাদ হ্যারি। ডাম্বলডোর বললেন। তাহলে তুমি এই কাজটার ওপর আজ থেকে বেশি গুরুত্ব দেবে আশা করতে পারি?

ওই মেমরিটা না পাওয়ার জন্য আমাদের আজকের মিটিং-এর মনে হয় কিছু কাজ এগোবে না। ডাম্বলডোর সস্নেহে বললেন, তাহলে গতবার যেখানে আমাদের গল্প শেষ হয়েছিলো সেখান থেকে শুরু করি কী বলো? কোথায় শেষ করেছিলাম তোমার মনে আছে তো?

মনে আছে। ভোল্ডেমর্ট ওর বাবা আর তার বাবা-মাকে হত্যা করে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো, সকলে যেনো বোঝে ওর মামা মরফিনই ওদের হত্যা করেছে। তারপর ও হোগার্টসে ফিরে গিয়ে প্রফেসর সুস্লাগহর্ন-এর কাছে হরক্রাকসের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। হ্যারি লজ্জা অবনত হয়ে বললো।

খুব ভালো, ডাম্বলডোর বললেন। তুমি কিন্তু এখন মনে রাখবে। আমি আশাকরি, গল্পের শুরুতেই আমি তোমাকে বলেছিলাম যে আমরা এরপর ধারণা ও অনুমানের মধ্য দিয়ে যাবো।

তাহলে আশা করছি তুমি একমত হবে আমি তোমাকে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে দেখিয়েছি যে ভোল্ডেমর্ট ওর সতের বছর বয়স পর্যন্ত কি সব করেছিলো।

হ্যারি মাথা নাড়লো।

কিন্তু হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন এখন যা ঘটবে সবই হবে অস্পষ্ট ও অদ্ভুত ঘটনা। যেখানে আমরা সেই রিডিল নামের ছেলেটার তথ্য সংগ্রহ করতে অসুবিধায় পড়ি সেখানে ভোল্টেমর্টের অতীত ঘটনা বলার মতো কাউকে পাওয়া সম্ভব নয়। আমার সন্দেহ এমন একজন কেউ বেঁচে নেই ও ছাড়া, যে তার অতীত জীবন, হোগার্টস ছেড়ে যাবার পরের বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণভাবে জানাতে পারবে। যাই হোক, আমার কাছে দুটি মেমোরি আছে যা আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারি। কথাটা বলে ডাম্বলডোর পেনসিভের পাশে রাখা দুটি ক্রিস্টাল বোতল দেখালেন। তাহলে সম্ভাব্য যে সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছবো সে ক্ষেত্রে তোমার মতামত পেলে খুশি হবো।

হ্যারি ডাম্বলডোরের সুচিন্তিত মূল্যবান কথা শুনে আরো বেশি লজ্জিত হয়ে গেলো ইরাকস মেমরি সম্পর্কে যে কাজটা দিয়েছিলেন তা না করতে পারার জন্য। তারপর ডাম্বলডোর যখন ক্রিস্টাল বোতল দুটো পরীক্ষা করার জন্য আলোর কাছে তুললেন

তখন ও ধীরে ধীরে যেয়ে পেনসিভের পাশে দাঁড়ালো। এই যে দুটো বোতল দেখছো, এতে আমরা অনেকের মেমরি জানতে পারবো, যেগুলো অত্যন্ত কৌতূহলপূর্ণ স্মৃতিচারণ। প্রথমটি পেয়েছি অতি পুরনো গৃহ ডাইনীর কাছ থেকে তার নাম হোকে। হোকে কী দেখেছিলো আমরা তা দেখবার আগে জেনে নেবো কেন ভোল্ডেমর্ট হোগার্টস ছেড়ে ছিলো।

ভোল্ডেমর্ট ওর স্কুল জীবনের সপ্তম বর্ষে পৌঁছবার আগে প্রতিটি পরীক্ষায় সেরা গ্রেড পেয়েছিলো, সে বিষয়ে আশাকরি তুমি জানো! ওর সতীর্থরা তখন ভাবতে বসেছে স্কুল ছাড়ার পর কি কাজ করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সকলেই টম রিডিলের কাছ থেকে অভূতপূর্ব কিছু করার আশা করেছিলো, প্রিফেক্ট হেডবয়, স্পেশাল স্কুল এওয়ার্ড, স্কুলের নানাবিধ কাজের জন্য। আমি জানি কিছু শিক্ষক, তার মধ্যে একজন প্রফেসর স্লাগহর্ন চেয়েছিলেন সে মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে যোগ দিক। সে কারণে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের সাথে তার যোগাযোগও করিয়ে দিয়েছিলেন। ও সেসব প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তারপর স্কুলের স্টাফেরা জানতে পারলো ও বোরজিন অ্যান্ড বার্কসে কাজ নিয়েছে।

আশ্চর্য হয়ে হ্যারি বললো বোরজিন বার্কস!

আমরা যখন হোকের মেমরিতে যাবো তখন দেখবে সেই দোকানটায় ওর কি আকর্ষণ ছিলো। কিন্তু ভোল্ডেমর্টের ওটা প্রথম পছন্দ ছিলো না। তার প্রথম পছন্দ ছিলো হোগার্টসে শিক্ষক হিসেবে থেকে যাওয়া... আমি সেই সময় কয়েকজনের মধ্যে একজন, যারা হেডমাস্টারের ঘনিষ্ঠভাজন ছিলাম। ও তখন প্রফেসর ডিপেটের কাছে আর্জি করে,

ও হোগার্টসে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারবে কি না। তিনি হোগার্টসে শিক্ষকতা করতে চেয়েছিলেন কেন? হ্যারি প্রশ্ন করে। প্রথমতঃ সে হোগার্টসকে নিজের বাড়ির মতো মনে করতো।

হ্যারি কথাটা শুনে একটু অস্বস্তি বোধ করলো কারণ সেও তো হোগার্টসকে নিজের বাড়ির মতো মনে করে।

দ্বিতীয়ত ও ক্যাসেল হচ্ছে পুরনো দিনের ম্যাজিকের একটি শক্তিস্থল।

একটা কথা মানতেই হবে ভোল্ডেমর্ট স্কুলের অনেক ছাত্রের চেয়ে স্কুলের গোপন বিষয় বেশি জানতো। ওর মনে এটা বেশ ভালোভাবেই গেঁথেছিলো যে অনেক ম্যাজিক আছে যা অনেকেরই অজানা। সেগুলো সে উদঘাটন ও জানতে চেয়েছিলো।

য়ত যদি শিক্ষক হতে পারে তাহলে সে সমস্ত তরুণ জাদুকর ও ডাইনিদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। খুব সম্ভব এই ধারণাটা ও স্লাগহর্নের কাছ থেকে পেয়েছিলো। ওর সঙ্গে ভোল্টেমর্টের বেশ ভালো সম্পর্কই ছিলো। কিন্তু ভোল্টেমর্টের আকাঙ্ক্ষা ছিলো আরো বেশি, সে তার ভবিষ্যৎ সংগঠনের জনবল সংগ্রহের একটা ক্ষেত্র বানাতে চেয়েছিলো হোগার্টসকে।

কিন্তু ওতো তখনো চাকরি পায়নি স্যার।

না, প্রফেসর ডিপেট ওকে বলেছিলেন, তার বয়স খুব কম মাত্র আঠারো বছর। কিন্তু কয়েক বছর পর নতুন করে দরখাস্ত করতে পারবে যদি সে তখন টিচার হতে চায়।

আপনি সে বিষয়ে কি অভিমত দিয়েছিলেন স্যার, সময় ব্যায় না করে জিজ্ঞেস করলো হ্যারি।

ডাম্বলডোর বললেন, আমি আরমান্ডোকে পরামর্শ দিয়েছিলাম ওকে শিক্ষক হিসেবে যেন নিযুক্ত করা না হয়। তার কারণ আমি তাকে ব্যাখ্যা করিনি যা তোমাকে বলেছি, ভোল্ডেমর্ট প্রফেসর ডিপেটের খুব প্রিয় ছিলেন। তার সততা প্রশ্নে তার কোনো সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু লর্ড ভোল্ডেমর্ট স্কুলে ফিরে আসুক এবং বিশেষ করে কোনো ক্ষমতায় তা আমি চাইনি।

উনি কোন চাকরি বা কোন সাবজেক্ট পড়াতে চেয়েছিলেন স্যার। ডাম্বলডোর কি জবাব দেবেন হ্যারি আগেই জানতো।

ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্টস। সেই সময় প্রবীন প্রফেসর গ্যালেটি মেরিথট সেই সাবজেক্টটা পড়াতেন। হোগার্টসে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর অধ্যাপনা করেছিলেন।

ভোল্ডেমর্ট শেষ পর্যন্ত কলেজে পড়ানোর সুযোগ না পেয়ে বোরজিন অ্যান্ড বার্কসে চলে গেলো। স্কুলের যেসব স্টাফেরা ওকে পছন্দ করতো, তারা বললেন, ওর মতো একজন ব্রিলিয়েন্ট যুবক জাদুকরের শিক্ষকতার সুযোগ না পেয়ে একটা দোকানে কাজ করা খুবই

দুঃখজনক ব্যাপার! বোরজিন বার্কসে ভোল্ডেমর্ট কেরানীর কাজে বহাল হলো। ওর মতো সুশ্রী দ্র চালাক ছেলে পেয়ে ওরা খুবই খুশি হয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিলো। তোমার তো অজানা নেই হ্যারি, ওরা অস্বাভাবিক এবং শক্তিশালী জিনিসের বিশেষজ্ঞ। ভোল্ডেমর্টকে ওরা বললো, যারা সব পুরনো নানা রকমের ট্রেজারস বিক্রি করতে চায় তুমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিনে আনার ব্যবস্থা করো। ভোল্ডেমর্ট খুবই যোগ্যতার সঙ্গে সেইসব কাজকর্ম করতে লাগলো।

আমি নিশ্চিত যে ভোল্ডেমর্ট সেই কাজে তার দক্ষতা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন, হ্যারি নিজেকে সংবরণ না করতে পেরে বললো।

ঠিক ধরেছো, ডাম্বলডোর মৃদু হেসে বললেন। এখন শোনা যাক গৃহ ডাইনি। হোকের কথা। হেপজিবা স্মিথ নামে একজন বৃদ্ধা ধনী ডাইনির কাছে হেকে কাজ করতো।

ডাম্বলডোর তার জাদুদণ্ড একটা বোতলের ছিপির ওপর রাখতেই বোতলের মুখ থেকে ছিপিটা উড়ে গেলো। তারপর বোতলের তরল পদার্থটা ডাম্বলডোর পেনসিভে ঢেলে দিয়ে বললেন, এবার তুমি যাও, আমিও তোমার পিছু পিছু আসছি।

হ্যারি পেনসিভে শূন্যতার মধ্য দিয়ে অসম্ভব মোটা এক বৃদ্ধার বসার ঘরে এসে নামলো। মহিলার মাথায় দেখলো জমকালো জিঞ্জার পরচুলা, পরনে গোলাপি রঙের ঝাড়ু দেওয়া রোবস। মহিলাকে দেখে হ্যারির মনে হলো একটা প্রকাণ্ড আইসড কেক। মহিলার হাতে একটা ছোট জুয়েলের আয়না। তিনি আয়নাতে বার বার নিজের মুখটা দেখছেন আর

তার লাল আভা যুক্ত পাউডারের পাফ দিয়ে গালে রুজ মেখে চলেছেন। একজন বেঁটে ছোটখাটো গৃহ ডাইনি ওর পায়ের কাছে বসে তার সাটিনের স্লিপারের ফিতে বাধছে। ওইরকম চেহারার গৃহ ডাইনী জীবনে খুবই কম দেখেছে হ্যারি!

হোকে তাড়াতাড়ি করো, হেপজিভা অধৈর্য হয়ে বললেন। ও বলেছে চারটের সময় আসবে, চারটে বাজতে দুএক মিনিট বাকি। তুমি তো জানো ও যে সময়ে আসবো বলে ঠিক সেই সময়ে আসে, এক সেকেন্ডও দেরি করে না।

হাউজ এলফ দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে হেপজিভা হাতের পাউডার পাফটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। এলফ এতো বেঁটে যে ওর মাথাটা হেপজিভার চেয়ারের মাথা পর্যন্ত পৌঁছলো না। হেপজিভার ঝুলঝুলে গায়ের চামড়া প্রাচীন রোমানদের ঢিলে পোশাকের মতো ছড়িয়ে পড়লো।

বলতো আমায় কেমন দেখাচ্ছে? হেপজিভা হাতের আয়নায় ঘুরে ঘুরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে বললেন। হেপজিভার ধারণা বৃদ্ধা হলেও এখনো তিনি খুবই সুন্দরী!

দরজার ঘন্টিতে টিং টিং শব্দ হতেই মালকিন ও তার এলফ বলতে গেলে একরকম লাফিয়ে উঠলেন।

হোকে দাঁড়িয়ে থেকো না, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দাও, ব্যস্ত হয়ে হেপজিভা। কথাটা বলতেই হোকে দরজা খোলার জন্য দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। হেপজিভার ঘরে

রাশিরাশি জিনিসপত্র ছড়ানো, কি আছে আর কি নেই... টেবিল, চেয়ার, সোফা, লেকারে পালিশ করা অনেক তাকওয়ালা আলমারি, বাক্স, সিলেস্টিয়ল গ্লোবস, পিতলের হরেক রকমের ফুলের টব, বইয়ের তাকে থরে থরে সাজানো সোনার জলে বাঁধানো নতুন পুরনো বই। ঘরের ভেতরে হাঁটা দুঃসাধ্য। বলতে গেলে তার ঘরটা প্রাচীনকালের দুপ্রাপ্য ম্যাজিক সামগ্রির দোকান সংরক্ষণ করার ঘরের মতো।

মিনিট খানেকের মধ্যে এলফ ঘরে ঢুকলো, সঙ্গে এক লম্বা ছিপ ছিপে যুবক, খুবই সুশ্রী। হ্যারির লোকটিকে দেখে চিনতে একটুও অসুবিধে হলো না, ভোল্ডেমর্ট। ভোল্টেমর্টের পরনে সাধারণ কালো রঙের স্যুট, স্কুলের ছেলেদের চাইতেও লম্বা চুল, গাল দুটো সামান্য বসা। তাহলেও ওকে বেমানান দেখাচ্ছে না, দেখতে খুবই সুন্দর। ঘরের জিনিসপত্রের পাশ কাটিয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে হেপজিভার একটা মোটা হাত ধরে চুম্বন করে মাথা নোয়ালো। দেখে মনে হয় আগেও ও অনেকবার ঘরটিতে এসেছে, হেপজিভার খুবই পরিচিত।

আপনার জন্য ফুল এনেছি, ও খুব ধীরে ধীরে কথাটা বলে হেপজিভার হাতে গোলাপ ফুলের একটা তোড়া দিলো।

বৃদ্ধা হেপজিভা বললেন, দুষ্টু ছেলে আমার জন্য কে তোমাকে ফুল আনতে বলেছে শুনি! হ্যারি দেখলো ভোল্টেমর্টের চোখ কিন্তু একটা খালি ফুলদানির ওপর। ফুলদানিটা হেপজিভা ওনার সামনেই রেখেছেন। টম ফুল এনে এই বুড়িটাকে গোল-য় দিচ্ছো। যাকগে বসো দেখি। হোকে, এই হোকে, তুমি কোন চুলোয় গেলে?

হোকে ঘরে ঢুকলো, হাতে একটা ট্রে তাতে কেক রাখা। ট্রে-টা হেপজিভার সামনে রেখে দিয়ে মালকিনের কনুইয়ের পাশে বসলো।

নাও, কেকটা খাও দেখি টম, হেপজিভা বললেন। আমি খুব ভালো করেই জানি আমার তৈরি কেক তুমি খেতে খুব ভালোবাসো। এখন বলো তুমি আছো কেমন? তোমাকে এতো রোগা দেখাচ্ছে কেন হে? মনে হয় দোকানের মালিক তোমাকে খুব খাটাচ্ছে? আমি কথাটা ওদের একশোবার বলেছি।

ভোল্ডেমর্ট হাসতে হবে বলেই হাসলো, আর ওর সামনে বসে থাকা বুড়ি হেপজিভা বোকার মতো ফিক ফিক করে হাসলেন।

এবার তুমি কি মনে করে এসেছো বলতো? হেপজিভা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন।

মি. বার্ক আপনার সেই গবলিনের বানানো বর্মের নতুন দর বাড়িয়েছেন...! ভোল্ডেমর্ট বললো। পাঁচশো গেলিয়ন, বার্ক মনে করেন দামটা ঠিকই বলেছেন।

শোনো, হড়হড় করে কোনো কথা নয়। তাহলে আমি তো ভাবতে পারি তুমি আমার কাছে খুব সাধারণ ছোট কিছু একটা কিনতে এসেছো। হেপজিভা গুরুগম্ভীরভাবে বললেন।

আমাকে আসতে বলেছেন বলেই এসেছি, ভোল্ডেমর্ট শান্তভাবে বললো। আমি একজন দোকানের অতি সাধারণ কর্মচারী, ম্যাডাম, আমাকে মালিক যা আদেশ করবেন আমাকে তা করতে হয়। মি. বার্ক আমাকে খোজ নিতে বললেন।

ওহো বার্কের কথা ছাড়াতো! হেপজিভা হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আজকে আমি তোমাকে এমন একটা জিনিস দেখাবো যা তুমি বাপের জনমেও দেখোনি! কথাটা কিন্তু তোমাকে গোপন রাখতে হবে টম! প্রতিজ্ঞা করো তুমি মি. বার্ককে বলবে না জিনিসটা আমার কাছে আছে? যদি উনি জানতে পারেন ওটা আমার কাছে, আর তোমাকে দেখিয়েছি, তাহলে তিনি আমাকে পাগল করে দেবেন, বুঝলে টম এটা আমি বেঁচবো না, কাউকেও দেবো না। কিন্তু টম তোমাকে যদি জিনিসটার ইতিহাস বলি তাহলে তুমি সেটার মূল্য বুঝবে। সেটা দেখার পর আমাকে বলবে কতো গেলিয়ন আমাকে দিতে পারবে।

মিস হেপজিভা আমাকে বিনা দ্বিধায় সেটা দেখাতে পারেন, ভোল্ডেমর্ট বললো। কথাটা শুনে হেপজিভা বাচ্চা মেয়ের মতো হাসলেন। হোকে নিয়ে আসবে। হোকে তুমি কোথায় গেলে? আমাদের সেই অমূল্য সম্পদটা মি. রিডিলকে একবার দেখাতে চাই। হা আনছো যখন, তখন দুটোই নিয়ে এসো কেমন।

এনেছি ম্যাডাম হোকে খসখসে গলায় বললো। হ্যারি দেখলো দুটো চামড়ার বাক্স হাওয়াতে ভেসে গিয়ে মিস হেপজিভার কাছে এলো। ভালো করে দেখলো

ওগুলো হাওয়াতে ভেসে আসেনি। আসলে বেটে হোকে ওর মাথায় চাপিয়ে এনেছে। ঘরের টেবিল চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্রের জন্য ওকে চোখে পড়েনি।

হ্যাঁ হেপজিভা দুটো বাক্স কোলের ওপর রেখে প্রথম বাক্সের ঢাকনা খুলতে খুলতে বললেন, আমার মনে হয় এটা তোমার খুবই পছন্দসই হবে। আমার পরিবারের লোকেরা যদি জানে আমি তোমাকে এটা দেখিয়েছি তাহলে হৈ চৈ করে উঠবে... বুঝলে টম।

মিস হেপজিভা পুরো ঢাকনাটা খুললেন, হ্যারি বাক্সের ভেতরে কি রয়েছে। দেখার জন্য চেয়ারটা সামনে টেনে আনলো। ছোট একটা সোনার কাপ, তার দুপাশে দুটো হাতল।

আমার মনে হয় এটা তুমি জানো না টম। এটা তুলে নিয়ে ভালো করে দেখো। হেপজিভা খুব আস্তে বললেন। ভোল্ডেমর্ট ওর সরু হাতের আঙ্গুল দিয়ে তুলে নিলো। হ্যারি লক্ষ্য করলো ভোল্টেমর্টের লোভাতুর দৃষ্টি হেপজিভার চেহারায় প্রতিবিম্বিত হলো। শুধু তার কুতকুতে চোখে ভোল্ডেমর্টের সুন্দর মুখের দিকে তাকালেন।

কাপের বাইরের কারুকার্য পরীক্ষা করতে করতে ভোল্ডেমর্ট বললো, বেজির মতো দেখতে। তাহলে এটা ছিলো...?

দুষ্টু ছেলে, চালাক ছেলে, তুমি ভালো করেই জানো, এটা হলো হাপলপাফের। কথাটা বলে তার খোবড়ানো গালের গর্তে জিব লাগিয়ে একটা শব্দ করে বললেন, তোমাকে কি বলিনি আমি ওর দূর সম্পর্কের একজন বংশধর? বছরের পর বছর এটা আমাদের

পরিবারে রয়েছে। বলল হে খুব সুন্দর নয় দেখতে? বুঝলে এর অসীম ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। তবে সত্যি কথা বলতে কি আজ পর্যন্ত আমি এগুলো খুব ভালো করে কখনোই পরীক্ষা করিনি। আমি খুব যত্ন করে আমার কাছে। রেখেছি।

হেপজিভা খপ করে ভোল্টেমর্টের হাত থেকে কাপটা নিয়ে সযত্নে বাক্সের মধ্যে রেখে দিলেন! কাপটা রাখার সময়ে ভোল্ডেমর্টের লোলুপ মুখ চোখের চেহারার ছায়া কাপের ওপর এসে পড়েছে দেখলেন হেপজিভা।

দেখলে তো, হেপজিভা খুশি হয়ে বললেন। হোকে এই সময়ে তুমি আবার কোথায় গেলে বলতো? ও হ্যাঁ ওইতো তুমি–এখন তুমি এটা নিয়ে যেখানে ছিলো ঠিক সেখানে রেখে দাও।

হেপজিভার কথা শুনে হোকে তার কোলের ওপর থেকে ছোট বাক্সটা নিয়ে চলে গেলো। ও ছোট বাক্সটা নিয়ে গেলে কোলের ওপর রাখা বড়ো বাক্সটার দিকে তাকালেন।

এটা দেখলে তুমি চমকে উঠবে, টম, খুব ফিসফিস করে বললেন। মাথাটা ঝুঁকিয়ে এটা ভালো করে দেখো। বার্ক জানে এটা আমার কাছে আছে। ওর কাছ থেকেই তো আমি কিনেছি। আমি চলে গেলে এটা আবার ফেরত পেয়ে ও খুব খুশি হবে।

হেপজিভা রূপোর তার দিয়ে কারুকার্য করা বাক্সটার আংটাটা তুলে ঢাকনা খুললেন। হ্যারি দেখলো গোলাপি ভেলভেটের ওপর সাজানো রয়েছে একটা বেশ বড়ো সোনার লকেট।

মিস হেপজিভা ভোল্টেমর্টকে কিছু বলার আগেই ভোল্ডেমর্ট লকেটটা তুলে নিয়ে আলোর সামনে রেখে নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগলো।

স্লিদারিনের ছাপ রয়েছে দেখছি, ভোল্ডেমর্ট বললো। আলো পড়ে লকেটের ওপর সর্পিল অলংকৃত এস অক্ষরটা ঝকমক করে উঠলো।

ভোল্ডেমর্ট মনোযোগ দিয়ে লকেটটা দেখছে দেখে হেপজিভা খুব খুশি হয়েছেন তার মুখ দেখে হ্যারির মনে হলো। আমি এটাকে একটা গলার চেন বানিয়ে সাজিয়ে রেখে দেবো ভেবেছিলাম, তা আর হয়ে ওঠেনি। এটা আমার অতি প্রিয় সংগ্রহ, কাউকে দিতে চাই না। বার্ক এই লকেটটা এক দরিদ্র মহিলার কাছ থেকে খুবই সামান্য গেলিয়নে কিনেছিলো, মনে হয় ও এটা চুরি টুরি করেছিলো তাই এটার মূল্য বুঝতে পারেনি।

হ্যারি দেখলো লকেটটা কেমন করে পেয়েছেন বলার পর ভোল্ডেমর্টের চোখ ভীষণভাবে ঝলসে উঠলো, আঙ্গুলগুলো লকেটের স্পর্শে সাদা হয়ে গেলো।

আমি হলফ করে বলতে পারি বার্ক সেই মেয়েটিকে ঠকিয়েছিলো, কিন্তু আপনি কম দামে বেঁচবেন কেন? তাছাড়া এই লকেটের মধ্যে রয়েছে অসীম শক্তি, আমাকে যদি এটা দেন তাহলে খুব সযত্নে রেখে দেবো।

হেপজিভা ভোল্টেমর্টের হাত থেকে ওটা নিয়ে নেবার জন্য হাত বাড়ালেন। হ্যারির মনে হলো যেনো ভোল্ডেমর্ট লকেটটা ফেরত দেবে না, কিন্তু লকেটটা ওর আঙ্গুল থেকে পিছলে বাক্সের লাল ভেলভেটের ওপর আগে যেমন ছিলো তেমনই ঝলমলাতে লাগলো।

না, টম এটা বেচার কোনো প্রশ্ন আসে না। হেপজিভা, ভোল্ডেমর্টের মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। হ্যারি দেখলো তার মুখে আর সেই বোকাবোকা হাসি নেই।

তোমার মুখ দেখে মনে হয়, তোমার শরীর ঠিক নেই।

না না, বেশ ভালো আছি, ভোল্ডেমর্ট শান্তভাবে বললো।

হ্যারির মিস হেপজিভার মুখ দেখে মনে হলো তিনিও হয়তো ভোল্টেমর্টের চোখে লাল আলো ঝলসাতে দেখেছেন। হোকে তুমি এদিকে এসো, এটা যেখানে ছিলো সেখানে মন্ত্র পড়ে তালা দিয়ে রেখে দাও।

ডাম্বলডোর বললো, এবারে তাহলে যেতে হবে হ্যারি। হোকে নিঃশব্দে বাক্সটা নিয়ে চলে গেলো।

তারপর আবার দেখলো ডাম্বলডোর অফিসে ফিরে এসেছে।

হ্যারি চেয়ারে বসার পর ডাম্বলডোর বললেন, যা দেখলে তার দুদিন পরে হেপজিভা মারা গেলেন, মিনিস্ট্রি হোকেকে ম্যাডাম হেপজিভাকে বিষ খাইয়ে হত্যার জন্য গ্রেফতার করলো। ও হেপাজিভার সন্ধ্যাকালীন কোকোর কাপে বিষ মিশিয়ে ছিল, অবশ্য ইচ্ছে করে নয়, ভুল করে। দুর্ঘটনা বলতে পারো।

হ্যারি বললো, আমার স্থির বিশ্বাস ভোল্ডেমর্ট...!

আমিও তোমার সঙ্গে একমত। ডাম্বলডোর বললেন। হেপজিভার হত্যার সঙ্গে অবশ্যই রিডিলদের হত্যার সাদৃশ্য আছে। দুটো হত্যাকাণ্ডেই আসল হত্যাকারীর পরিবর্তে অন্য কেউ নিজেকে হত্যাকারী বলে স্বীকার করে নিয়েছিলো।

হোকেও স্বীকার করেছিলো?

হ্যাঁ হোকে বলেছিলো, মালকিনের কোকোতে চিনির বদলে বিষ মিশিয়ে ছিলো, ইচ্ছে করে নয় ভুল করে। বয়স হয়েছে তাই ঠিক বুঝতে পারেনি।

ভোল্ডেমর্ট মরফিনের ব্যাপারে যা করেছিলো হোকের ব্যাপারেও স্মৃতির পরিবর্তন করেছিলো।

ঠিক তাই, ডাম্বলডোর বললেন। মরফিনের মত হোকেকেও মিনিস্ট্রি গ্রেফতার করে।

হোকে দোষী সাব্যস্ত হবার পর হেপজিভার আত্মীয়রা জানতে পারলো সেই অমূল্য দুটি সম্পদ, সেই কাপটি আর লকেট চুরি হয়ে গেছে। তবে জেনেছে হেপজিভার মৃত্যুর অনেক পরে। হেপজিভার স্বভাব ছিলো জিনিসপত্র সুরক্ষিত রাখার নানা স্থানে লুকিয়ে রাখতেন। তিনি কোথায় কি রেখেছেন ওর বাড়ির লোকেরা অনেক তল্লাশির পর জানতে পেরেছিলো। তাহলেও ওই দুটি জিনিস চুরি যাওয়াতে ওরা খুবই আশ্চর্য হয়েছিলো। তারপর আত্মীয়রা জানতে পারে বোর্গিন এন্ড বার্কসের যে তরুণ ছেলেটি হেপজিভার কাছে প্রায়ই আসতো, সে নিখোজ। টম রিডিল নামে এরপরে আর কাউকে পাওয়া যায়নি। তার মালিকরাও কোন খোঁজ পায়নি।

তারপর ডাম্বলডোর বললেন, তুমি যদি কিছু মনে না করো হ্যারি, তাহলে আমাদের গল্পের ব্যাপারে তোমাকে আরো কিছু বলতে চাই। ভোল্ডেমর্ট আরো একটা হত্যা করলো, সেই হত্যা রিডিলদের হত্যার পর প্রথম কিনা আমি সঠিক বলতে পারবো না। তবে আমার মনে হয় তাই। দুটো হত্যার মধ্যে একটা ছিলো প্রতিশোধের, অন্যটা ছিলো লাভের জন্য। ও সেই হতবুদ্ধি বৃদ্ধাকে খুন করেছিলো ওই দুটো ট্রফি দেখার পর চুরির জন্য, যেমন ও অনাথ আশ্রমে বাচ্চাদের ভালো জিনিস দেখলে চুরি করতো, যেমন ও ওর মামা মরফিনের হাতের কালো পাথর সেট করা আংটি চুরি করেছিলো... তো হেপজিভার সোনার কাপ আর লকেট চুরি করে পালিয়ে গেলো।

কিন্তু হ্যারি ভুরু কুঁচকে বললো, মনে হয় পাগল, এমন করে চাকরি বাকরি ছেড়ে চুরি করে কয়েকটা জিনিসের জন্য।

তোমার কাছে পাগলের কাজ মনে হতে পারে, কিন্তু ভোল্টেমর্টের কাছে নয়, ডাম্বলডোর বললেন। আশাকরি তুমি একটু একটু করে জানতে পারবে ওর কাছে ওই জিনিসগুলোর কি মূল্য, তবে তুমি আমার কথা অবশ্যই মানবে ও নিজেকে ওই লকেটের আসল মালিক মনে করেছিলো। লকেটটা না হয় সে কারণে নিলো, কিন্তু কাপটা নিয়ে গেলো কেন, হ্যারি বললো?

কারণ কাপটা একজন হোগার্টস স্কুলের ফাউন্ডারের ছিলো, ডাম্বলডোর বললেন। আমার মনে হয় আজও হোগার্টস স্কুলের প্রতি আকর্ষণ মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। ও চায়নি হোগার্টস স্কুলের সম্পত্তি অন্য কারো কাছে থাকুক। ওটা তো হোগার্টসের ইতিহাসের স্মৃতি চিহ্ন। তাছাড়া আরো অনেক কারণ আছে বলে আমার মনে হয়। আশা করছি কারণগুলো তোমাকে একটু একটু করে দেখাতে পারবো।

তবে, এখন তোমাকে শেষ বিকালেকশন দেখাতে পারবো যদি তুমি কোনো উপায় অবলম্বন করে প্রফেসর স্লাগহর্নের স্মৃতি সংগ্রহ করে আমাকে এনে দিতে পারো। হোকের মেমরি, এবং এই মেমোরির পার্থক্য দশ বছরের ওই দশটা বছর লর্ড ভোল্ডেমর্ট কি করছে তা শুধু মাত্র আমরা অনুমান করতে পারি।

হ্যারিকে পেনসিভে শেষ মেমরি দেখবার জন্য ডাকলেন। এটা কার মেমরি... হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

আমার, ডাম্বলডোর বললেন।

ডাম্বলডোরের মুখ দেখে হ্যারির মনে হলো তিনি কারো আসার অপেক্ষা করছেন। ডাম্বলডোর ও হ্যারি সামান্য সময় সেই ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকার পর অফিস ঘরের দরজায় বাইরে থেকে নক করলো। ডাম্বলডোর দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, আসতে পারো।

হ্যারি রুদ্ধশ্বাস ফেলে দেখলো ভোল্ডেমর্ট ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। বছর দুই আগে পাথরের কলড্রন থেকে যে ভোল্ডেমর্ট বেরিয়ে এসে ওর। প্রিয় বন্ধু সেড্রিককে নির্মমভাবে হত্যা করে ছিলো সেই চেহারার সঙ্গে আজকের চেহারা অনেক তফাৎ। এখন তার চেহারাটা সাপের মতো নয়, অস্বাভাবিক লাল নয় তার দুটি চোখ, মুখটা মুখোশধারীর মতো নয়। আবার টম রিডিলের মতো সুশ্রী নয়। চোখের সাদা অংশে লালচে আভা, চোখের মণি দুটোতে নৃশংসতার ছাপ নেই। সুশ্রী চেহারাটার রঙ কালো, ঝাপসা ঝাপসা, মনে হয় রোদে পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে। এখনো অনেকটা স্বাভাবিক। পরনে ওর কালো আলখেল্লা, বাইরে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে তাই বাইরে থেকে আসার জন্য কাঁধে অনেক তুষার জমে রয়েছে। ওর মুখটা মলিন।

ডাম্বলডোর ওকে দেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, শুভসন্ধ্যা টম। ওই চেয়ারটায় বসো।

ধন্যবাদ জানিয়ে ভোল্ডেমর্ট যে চেয়ারটায় বসলো সেই চেয়ারটায় পেনসিভে মুখ রাখার আগে হ্যারি বসেছিলো।

শুনলাম আপনি এখন হোগার্টস স্কুলের হেডমাস্টার হয়েছেন? ওর কণ্ঠস্বর চড়া চিরচিরে। যথাযোগ্য নির্বাচন।

তোমার সমর্থন পেয়ে খুশি হলাম, টম। কথাটা বলে ডাম্বলডোর হাসলেন। ড্রিঙ্ক চলবে?

খুবই সুখপ্রদ নিমন্ত্রণ। ঠাণ্ডায় অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি মন্দ হবে না।

বর্তমানে যেখানে ডাম্বলডোর পেনসিভ রাখেন হ্যারি দেখলো সেখানে আলমারি রয়েছে। সেই আলমারির তাকে সাজানো রয়েছে ছোটো বড়ো নানা রকমের বোতল ভর্তি ওয়াইন। ডাম্বলডোর চেয়ার ছেড়ে উঠে দুটো পানপাত্রে ওয়াইন ঢাললেন। একটা ওয়াইন ভর্তি পানপাত্র ভোল্ডেমর্টকে দিয়ে বললেন, বলো, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি? তুমি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তার জন্য খুব খুশি হয়েছি, টম। ভোল্ডেমর্ট অস্থির দৃষ্টিতে হাস্যমুখী ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে কোনো জবাব না দিয়ে পানপাত্র ঠোঁটে ঠেকিয়ে একটা চুমুক দিলো।

আমাকে আজকাল কেউ টম বলে না। আমি এখন ভোল্ডেমর্ট নামে পরিচিত। ভোল্ডেমর্ট বলবেন।

ডাম্বলডোর খুব সুন্দরভাবে হেসে বললেন, কিন্তু তুমি তো আমার কাছে টম রিডিল, ওই নামেই পরিচিত থাকবে। আমাদের শিক্ষকদের জীবনে এই এক বড় সমস্যা! ছাত্ররা যতোই বড় হোক, আমরা শিক্ষকরা তাদের শিক্ষা জীবনের নামটা মনে রাখি, সেই নামে ডাকতে পারলে ভালোই লাগে। কথাটা বলে ডাম্বলডোর নিজের হাতে ধরা পান পাত্রটা সামান্য তুলে বললেন, চিয়ার্স টম।

হ্যারি লক্ষ্য করলো কথাটা শুনে ডাম্বলডোর গম্ভীর হয়ে গেলো। ঘরের আবহাওয়া হঠাৎ যেনো বদলাতে শুরু করলো। হ্যারির ভাল লাগলো যে ডাম্বলডোর-ভোল্ডেমর্ট বলতে রাজি হলেন না, তার মানে দাঁড়ায় যে তিনি ভোল্টেমর্টের কথামত কথাবার্তা বলতে রাজি নন, হ্যারি নিশ্চিত যে ডাম্বলডোর সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন।

ধন্যবাদ, আজও আপনি আমাকে মনে রেখেছেন। আপনার মতো এক প্রখ্যাত জাদুকর এখনো এই স্কুলের সঙ্গে জড়িত থাকাতে খুবই আশ্চর্য হচ্ছি। এই স্কুল ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে আপনার মন চায়নি?

তোমার কথা শুনে সুখী হলাম টম। মুখে তখনো লেগে রয়েছে মৃদুমন্দ মিষ্টি হাসি। আমার মতো জাদুকরদের, বিশেষ করে আমার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, ছাত্রদের পুরাতন জাদুবিদ্যা শেখানো নতুন জ্ঞান অন্যদেরকে দেওয়া। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর হতে পারে না।

ডাম্বলডোর ভোল্ডেমর্টকে টম বলে সম্বোধন করে যাওয়ায় হ্যারির মনে হলো, ডাম্বলডোর এই সাক্ষাৎ সেভাবেই দেখতে চান। ভোল্টেমর্টের মত করে নয়।

একটা জিনিস বোধগম্য হয় না, কেন সময়ে অসময়ে মিনিস্ট্রি আপনার উপদেশ চেয়ে পাঠান। শুধু তাই নয় মিনিস্ট্রিতে আপনাকে মন্ত্রী হবার জন্য দুবার আমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

দুবার নয়, সর্বশেষটা নিয়ে তিনবার। ক্যারিয়ার হিসেবে মিনিস্টিতে যোগ দেওয়ার আমার আগ্রহ নাই। এখানে আমাদের দুজনের মধ্যে মিল আছে।

ভোল্ডেমর্ট মাথা নেড়ে কথাটার সম্মতি জানালো। কিন্তু ওর মুখে হাসি নেই। কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরছে।

ভোল্ডেমর্ট, ডাম্বলডোরের আরো কিছু কথা যেনো শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন।

যতদূর আমার মনে আছে তুমি বোধহয় হোগার্টস থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে স্কুলেই শিক্ষকতা করতে চেয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলে তুমি, তাই না?

সেই ইচ্ছে আজও আমার আছে।

আপনি নিশ্চই জানেন, সেই সুযোগ আমাকে দেওয়া হয়নি। শুনেছি প্রফেসর ডিপেট আমাকে শিক্ষকতার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। বয়স কম ছিলো তাই হয়নি। আপনার এখানে আসার আমার প্রধান উদ্দেশ্য আপনি আমাকে ক্যাসেলে আসতে দিন ও শিক্ষকতা করার সুযোগ দিন। আপনি বোধকরি জানেন এই স্কুল থেকে যাবার পর আমি অনেক কিছু দেখেছি, অনেক শিখেছিও। আমার অভিজ্ঞতা আপনার স্কুলের ছাত্রদের প্রচুর জ্ঞান দিতে পারবে, ওরা লাভবান হবে। এই সুযোগ আপনার স্কুলের ছাত্ররা অন্য কোনো জাদুকর শিক্ষকের কাছ থেকে পাবে না।

টম, সেকথা আমি শুনেছি। আমি জানি স্কুল ছেড়ে যাবার পর তুমি অনেক কিছু দেখেছো ও শিখেছো, ডাম্বলডোর শান্তভাবে বললেন। তোমার কাজ নিয়ে অনেক গুজবও এই স্কুলে পৌঁছেছে টম, আমি তার অর্ধেক বিশ্বাস করি বলে খুবই। দুঃখিত।

ভোল্ডেমর্টের মুখোভাবের কোনো পরিবর্তন হলো না, আগের মতোই উদাসীন। মানুষের মহান হওয়া ঈর্ষাকে জন্ম দেয়, আর ঈর্ষা জন্ম দেয় আক্রোশের, আক্রোশ রাশি রাশি মিথ্যার সৃষ্টি করে। এই প্রবাদ বাক্য আশাকরি আপনি জানেন ডাম্বলডোর।

তুমি বলতে চাইছে, মহান কাজকর্ম করছে, সেই মহান কাজটা কি আমাকে জানাবে? ডাম্বলডোর সরলভাবে বললেন।

অবশ্যই, ভোল্ডেমর্ট বললো। ওর চোখ দুটো লাল হয়ে গেলো, আমি প্রচুর। গবেষণা ও এক্সপেরিমেন্ট করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, আমি ম্যাজিকের গণ্ডি বাড়িয়ে দিয়েছি, একটু বেশি মনে হতে পারে, তবে এটা সত্যি আমার মতো আগে কেউ এমন করেনি।

কিছু ম্যাজিক, ডাম্বলডোর ওকে শুধরে দিলেন। কিছু লোকের জন্য, সকলের জন্য নয়, আমার মনে হয় ম্যাজিক বিষয়ে তোমার... ক্ষমা করবে... বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি অনভিজ্ঞ!

এই প্রথম ভোল্ডেমর্ট হাসলো। হাসিটা জোর করে বাঁকা হাসি, শয়তানিতে ভরা, উষ্মার চাইতে অনেক বেশি ভয় প্রদর্শনের।

সেই পুরানো যুক্তি, ও নরমভাবেই বললো। কিন্তু আমি পৃথিবীর কোথাও দেখিনি আপনার বিখ্যাত উক্তিকে ভালোবাসা, আমার ম্যাজিকের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।

মনে হয়, তুমি ভুল পথে তার সন্ধান করেছো, ডাম্বলডোর বললেন।

আমার রিসার্চ হোগার্টস থেকে অন্য কোন স্থান ভাল হতে পারে না? ভোল্ডেমর্ট বললো। আপনি কি আমাকে কাজ করতে দেবেন এখানে? আপনি কি আপনার ছাত্রদের আমার জ্ঞানের অংশীদার হতে সাহায্য করবেন? আমি আমাকে ও আমার বিশেষ প্রতিভাকে আপনার সম্পূর্ণ অধিকারে সমর্পিত করছি, আপনার আজ্ঞার অধীনে আমি থাকতে চাই।

ডাম্বলডোর তার দুই ভুরু কুচকালেন।

যারা তোমার কথা মতো চলে, তোমার অনুগামী তাদের কি হবে তাহলে? যারা তাদের বলে, গুজব যা বলে, মানে সেই ডেথ ইটারদের?

হ্যারি ভোল্টেমর্টের মুখ দেখে বুঝতে পারলো ডাম্বলডোর ওই নামের সঙ্গে পরিচিত সে এটা আশা করেনি, দেখলো ভোল্ডেমর্টের চোখ দুটো আবার জ্বলে উঠলো আবার ওর ছোট ছোট গর্তওয়ালা নাকটা ফুলে উঠলো।

মনে হয় তখন আমার বন্ধুরা... আমাকে ছাড়াই তাদের কাজ কর্ম করে যাবে, এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

তুমি ওদের বন্ধু বলে মনে করছে বলে সুখী হলাম, ডাম্বলডোর বললেন। আমারতো এই ধারণা ছিলো তারা তোমার আজ্ঞা ভৃত্যের মতো বহন করে।

আপনি ভুল করছেন, ভোল্ডেমর্ট বললো।

সেই কথা যদি বলল, আমি যদি আজ রাতে হগসহেডে যাই তাহলে দেখতে পাবো না যে নট, রোজিয়র, মালকিবার, ডলোহড তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। সত্যই পরম বন্ধু তারা। এই শীতল বরফ পড়া রাতে বহুদূর থেকে তোমার সঙ্গে এসেছে, শুধুমাত্র তোমার শিক্ষকতার চাকরি যেন হয়, তার শুভ কামনা করতে।

ভোল্ডেমর্ট চকিতে বুঝতে পারলো ডাম্বলডোর জানেন কাদের সঙ্গে ও এখানে এসেছে। তাদের বিস্তারিত খবর তিনি রাখেন।

আপনি আগের মতোই সব খবর রাখেন দেখছি ডাম্বলডোর।

না তা ঠিক নয়। তোমার বন্ধুরা সেখানে জটলা করছে। ডাম্বলডোর হালকাভাবে বললেন।

এখন বলো আর কি বলবে টম? কথাটা বলে ডাম্বলডোর চেয়ারে বসে শূন্য গ্লাসটা টেবিল থেকে কাছে টানলেন। গ্লাসে আঙ্গুল রাখা তার একটা বৈশিষ্ট। শোনো টম, আমাদের খোলাখুলিভাবেই কথা বলা ভালো, আমিও জানি তুমিও জানো, আজ রাতে তুমি তোমার অনুচরদের কেন নিয়ে এসেছে। তুমি যে শিক্ষকতার জন্য আসোনি তা আমি জানি।

ভোল্ডেমর্ট আশ্চর্য হওয়ার দৃষ্টিতে তাকালো। আমি স্কুলের চাকরি চাই না? আপনি ভুল বুঝছেন ডাম্বলডোর, চাকরি আমার খুব দরকার।

হ্যাঁ, আমি জানি তুমি হোগার্টসে আসতে চাও, কিন্তু তোমার আঠারো বছর বয়সে তুমি শিক্ষকতা করতে এখানে আসতে চেয়েছিলে, এখন সে কারণে নয়। তারপর তুমি কি করেছে। এরপর আর চেষ্টা কেন করনি টম!

ভোল্ডেমর্ট নাক টানলো। তাহলে আপনি আমাকে চাকরি দেবেন না?

অবশ্যই, আমি চাই না, ডাম্বলডোর বললেন। তাছাড়া তুমি যে আসলে চাকরি চাও এটা সত্যি নয়। কি চাও তুমি খুলে বললো।

ভোল্ডেমর্ট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। চেহারা মুখের ভাব অন্যরূপ নিলো। টম রিডল ও আর নয়। রাগে ওর দেহ আরো যেনো কঠিন হয়ে গেলো।

এটাই তাহলে আপনার শেষ কথা? তাই, ডাম্বলডোরও উঠে দাঁড়ালেন। তাহলে তো আর আমাদের কোনো কথা থাকতে পারে না।

না, আমার তো মনে হয় না, ডাম্বলডোর বললেন। বলার পর তার মনটা দুঃখ ভরাক্রান্ত হয়ে গেলো। সেই দিন আর নেই টম, যেদিন তোমাকে ভয় দেখাতে পারতাম, আলমারিতে আগুন জ্বালিয়ে তোমার অপরাধের শাস্তি দিতে পারতাম; কিন্তু এখনো মনের মধ্যে সেই ভাব জাগ্রত রয়েছে টম, আমি যদি পারতাম।

তখনই হ্যারি চাইলো ডাম্বলডোরকে সাবধান করে দিতে। ও দেখলো ভোল্ডেমর্ট পকেটে হাত দিয়েছে ম্যাজিক ওয়ান্ড বার করার জন্য। কিন্তু পর মুহূর্তে মেমরিতে দেখলো ভোল্ডেমর্ট নেই, দরজাটা বন্ধ।

তারপরই ও দেখলো ডাম্বলডোর ওর হাতটা চেপে ধরে রয়েছেন, আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেই একই জায়গায়; কিন্তু জানালার কাঁচে তুষারের করাঘাত নেই, ডাম্বলডোরের হাতে কালো হয়ে যাওয়া ক্ষতটা দগদগ করছে।

কেন? ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো। কেন এসেছিলো, কি উদ্দেশ্যে এসেছিলো, আপনি কী কখনন, কোনো দিন তা জানতে চেষ্টা করেননি?

আমার কিছু ধারণা আছে, ডাম্বলডোর বললেন, তার বেশি কিছু নয়। কী ধারণা স্যার?

পরে তোমাকে বলবো হ্যারি, বলবো যখন তুমি প্রফেসর স্লাগহর্নের মেমরি এনে দিতে পারবে, ডাম্বলডোর বললেন। যখন তুমি প্রথম দশ ও শেষের দশের মাঝে দশ বছরের মেমোরিটা আনতে পারবে। তখন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হ্যারি তখনো কৌতূহলের জ্বালায় ছটফট করছে। ডাম্বলডোর উঠে গিয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলেও এগিয়ে গেলো না নিজের ঘরে ফিরে যেতে।

তিনি কি ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্টস শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন, স্যার! তাই কী ও বলেনি...।

অবশ্যই, অবশ্যই। ডাম্বলডোর বললেন। আমাদের ছোট সাক্ষাৎকারে সেটাই তো প্রমাণিত হয়। তুমি তো দেখেছো আমরা আজ পর্যন্ত ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্টসের

কোনো শিক্ষককে এক বছরের বেশি রাখতে পারিনি, ভোল্টেমর্টকে সেই চাকরিটার জন্য প্রত্যাখ্যান করার পর।

দ্য অ্যানোয়েবল রুম

তারি পরের সপ্তাহে স্লাগহর্নের কাছ থেকে মেমরিটা সংগ্রহ করতে নানা চিন্তা

ভাবনা করেও কোনো পথ পেল না। ব্যর্থ হয়ে ও প্রিন্সের পোশান বুকের মার্জিনে লেখা থেকে যদি কিছু উপায় পায়, সে চেষ্টা করতে লাগলো। এর আগেও যে অনেকবার চেষ্টা করেনি তা নয়। এখন কি করা যায়, অনেক ভেবেও কোন সুরাহা করতে পারলো না।

রোববার সন্ধ্যার পর হারমিওন হ্যারিকে বললো, বৃথা চেষ্টা করছে... আসলে তুমি ওই বইতে এ বিষয়ে কিছুই পাবে না।

হ্যারি হারমিওনের কথায় কান না দিয়ে বইটার মার্জিনের লেখাগুলো বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলো। একটু আগে বইটাতে কৌতূহল জাগানো শব্দ শত্রুদের জন্য লেখার পাশে খুবই হিজিবিজি করে লেখা একটি জাদুমন্ত্র সেকটাম সেমল পেয়েছে। হারমিওনকে কিছু না বলে সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য সেই পাতাটার একটা কোণা মুড়ে রাখলো।

ওরা কমনরুমের আগুনের ধারে বসেছিলো, ওদের কাছাকাছি ওদের ক্লাসের ছেলেমেয়েরাও ছিলো। একটু আগে ডিনার শেষ করে নোটিশ বোর্ডে অ্যাপারেসন টেস্টের দিনক্ষণ দেখে ওরা বেশ উত্তেজিত। নোটিশে যাদের বয়স প্রথম টেস্টের দিন

২১ এপ্রিল অথবা তারপরে সতের বছর হবে, তাদের অতিরিক্ত প্র্যাকটিস সেশনের জন্য দরখাস্ত করার অপসন দেওয়া হয়েছে। তার মানে, অতিরিক্ত অ্যাপারেসন টেস্টে তারা ইচ্ছে করলে অংশ নিতে পারে। সেই টেস্ট হবে। (অতিমাত্রায় সুপারভাইজে) হগসমিডে।

রন নোটিশটা পড়ার পর খুবই আতঙ্কিত। কারণ এখনো পর্যন্ত ও অ্যাপারেট করা আয়ত্বে আনতে পারেনি। ওদিকে হারমিওন দুবার অ্যাপারেসন করে মোটামুটি সফল হয়েছে, তাই আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। হ্যারির তখনো সতের বছর বয়স হতে চারমাস বাকি, তাই টেস্ট দিতে চাইলেও দিতে পারবে না।

রনের মনে চাপা উত্তেজনা। ও হ্যারিকে বললো, তোমার ইতোমধ্যে অ্যাপারেট করার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আগামী জুলাই মাসে যখন তোমার অ্যাপারেট করার বয়স হবে তখন আবার তুমি করতে পারবে।

আমিতো একবার মাত্র করেছি, হ্যারি ওকে মনে করিয়ে দিলো গত লেসনে ও অদৃশ্য হতে আর হুপের ভেতর ঠিক মতো যেতে সক্ষম হয়েছিলো।

অ্যাপারেশন নিয়ে অনেক দুর্ভাবনা করে সময় নষ্ট করার পর স্নেইপের দেওয়া কঠিন হোমওয়ার্ক শেষ করতে উঠে-পড়ে লেগে গেলো হ্যারি। হারমিওনের সেই কাজ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। হ্যারি জানে স্নেইপ ওকে কম মার্ক দেবেন কারণ ডিমেন্টরদের কেমনভাবে সামলাবে সেই ব্যাপারে ও স্নেইপের সঙ্গে একমত নয়। তার জন্য হ্যারি

মোটেই চিন্তিত নয়। ওর কাছে এখন স্লাগহর্নের মেমরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ডাম্বলডোরের প্রদত্ত কাজ ও ফেলে রাখতে পারছে না, যেমন করেই হোক স্লাগহর্নের কাছ থেকে পেতে হবেই হবে।

আমি বলছি শোনো, তোমার ওই স্টুপিড প্রিন্সের বইতে তুমি কিছুই পাবে না হ্যারি, অরণ্যে রোদন করছো, হারমিওন বললো। তুমি কাউকে যদি কিছু জানাতে, বলাতে বাধ্য করো, সেটা সম্পূর্ণ বেআইনী ইমপেরিয়স কার্সের সমতুল্য হবে বুঝলে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি খুব ভালো করেই সেটা জানি, ধন্যবাদ, হ্যারি বই থেকে মুখ না তুলে হারমিওনকে বললো। সেই জন্যই তো আমি অন্য কিছু খোজ করছি। ভেরিটাসেরাস কাজ করবে না, ডাম্বলডোর খুব স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন। তার বদলে অন্য কিছু, পোশান অথবা স্পেল!

তুমি কিন্তু ভুলপথে চলছে হ্যারি, হারমিওন বললো। মনে রেখো ডাম্বলডোর বলেছেন, মেমরিটা পেতে পারো একমাত্র স্লাগহর্নের কাছ থেকে, অন্য কারো কাছ থেকে পাওয়া অসম্ভব। একটা পোশান প্রয়োগ করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে যদি পাওয়া সম্ভব হতো, তাহলে যে কেউ সেটা করতে পারে।

আচ্ছা তুমি কেমন করে বেলি-জারেন্ট বানান লেখো? রন ওর পার্চমেন্টের ওপর লেখার কুইলটা চেপে ধরে বললো। কিছুতেই BU-M হতে পারে না।

হারমিওন রনের খাতাটা টেনে নিয়ে বললো, না নয়। এবং অগুরি কখনো 0-R-G হতে পারে না। তুমি কি ধরনের কুইল ব্যবহার করছো বলতো?

কুইল? ফ্রেড আর জর্জের স্পেল চেকিংর কুইলের জাদু শক্তি নিশ্চয়ই একটু একটু করে কমে আসছে।

অবশ্যই কমে আসবে, হারমিওন ওর প্রবন্ধের শিরোনামে হাত দেখিয়ে বললো। কারণ আমাদের লিখতে বলা হয়েছে ডিমেন্টরদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবো। ডাগবমস নয়। আমার জানা ছিল না তুমি তোমার নাম বদলে রুনীল ওয়াজলিব বা ওইরকম কিছু একটা লিখেছো।

আরে না না! রন বললো, পার্চমেন্টের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে।

বলো না, আমাকে তাহলে পুরো জিনিসটা আগাগোড়া নতুন করে লিখতে হবে।

ঠিক আছে, আমরা এখনি ঠিক করতে পারি, হারমিওন বললো প্রবন্ধটা ওর দিকে টেনে নিয়ে, তারপর জাদুদণ্ড বার করলো।

আমি তোমাকে ভালোবাসি হারমিওন, রন বললো ওর চেয়ারে ক্লান্তভাবে বসে চোখ রগড়াতে রগড়াতে।

হারমিওনের রনের কথাটা শুনে গালটা সামান্য গোলাপি হয়ে গেলো, শুধু বললো, বলো না, ল্যাভেন্ডার শুনতে পেলে...!

বলবো না, রন চোখ রগড়াতে রগড়াতে দুই হাতের মধ্যখান থেকে কথাটা বললো। বা আমি বলবো শুনতে পেলে আমাকে ছেড়ে যাবে।

তুমি যদি সত্যি সত্যিই সম্পর্ক শেষ করতে চাও, তো ওকে ছাড়ো না কেন? হ্যারি রনকে বললো।

তুমি কি কখনো কাউকে ধোঁকা দিয়েছো? রন বললো। যেমন ধরো চো আর তুমি?

মানে, ছেড়ে দেওয়া, ওই রকম কিছু, হ্যারি বললো।

কামনা করি এই রকম যেনো আমার আর ল্যাভেন্ডারের মধ্যে হয়। রন বললো, হারমিওনকে লক্ষ্য করে। হারমিওন কোনো কথা না বলে তার দণ্ডের গোড়া দিয়ে রনের লেখায় বানান সংশোধন করছিলো। যতোই আমি যতই ওকে ছাড়তে চাই, ততোই ও আমাকে জোরে চেপে ধরে, অনেক প্রকাণ্ড সমুদ্রের মাছের মতো।

রনের প্রবন্ধটা আগাগোড়া দেখে যা কিছু শুদ্ধ করার করে ওর হাতে ফেরত দিয়ে বললো, এই নাও তোমার লেখা।

অসংখ্য ধন্যবাদ, রন বললো। উপসংহারটা লেখার জন্য তোমার কুইলটা দেবে?

রন আর হারমিওনের কথাবার্তা কিছুই এখন হ্যারির কানে ঢুকছে না। ওর মাথায় শুধু স্লাগহর্নের মেমরি আর হাফরাড প্রিন্সের বইয়ের মার্জিনে হিজিবিজি নোটের মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা। হঠাৎ কমনরুমে কারো কোনোও কথা কানে না আসাতে তাকিয়ে দেখলো কমনরুমে ওরা তিনজন বসে রয়েছে। সিমাস কখন যে ঘর ছেড়ে চলে গেছে জানে না। নিস্তব্ধ ঘর... শব্দ শুধু ফায়ার প্রেসের কাঠ পোড়ার সময়, ফট ফট শব্দ! রন হারমিওনের কুইল দিয়ে ডিমেন্টরদের বিষয়ে ওর উপসংহারের শেষ প্যারাগ্রাফ নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছে। হ্যারি চারদিকে তাকিয়ে হাফ ব্লাড প্রিন্সের বইটা বন্ধ করে বড় করে একটা হাই তুললো তখন শব্দটা শুনতে পেলো

ক্রাক!

হারমিওন হঠাৎ সেই শব্দটা শুনে সামান্য আঁতকে উঠলো, রনের হাত লেগে কালির দোয়াত উল্টে প্রবন্ধের ওপর পড়লো। হ্যারি মুখ তুলে বললো, ক্রেচার।

হাউজ এলফ ক্রেচার নত হয়ে ওর মালিক হ্যারিকে বিনয়ের সঙ্গে জানালো, মাস্টার আপনি বলেছিলেন ম্যালফয় প্রতিদিন কোথায় যায় না যায় জানাতে, ক্রেচার সে খবর দিতে এসেছে।

ক্রাক।

ডব্বি ক্রেচারের পাশে এসে দাঁড়ালো। ওর টিকেজির মতো মাথার টুপি তেরছাভাবে ঢলে পড়েছে।

ডব্বিও ওকে সব-সময় সাহায্য করেছে, হ্যারি পটার! কথাটা বলে রাগতঃ দৃষ্টিতে ক্রেচারের দিকে তাকালো। ক্রেচারের কিন্তু ডব্বিকে বলা উচিত ছিলো কখন সে হ্যারিপটারের সঙ্গে দেখা করতে আসছে। তাহলে দুজনে মিলে রিপোর্টটা দেওয়া যেতো!

ব্যাপারটা কি বলতো? হারমিওন বললো। ওর মুখে আচমকা ক্রাক শব্দ শুনে আর ওই দুই গৃহ ডাইনির আগমন মুখে আতঙ্কের ছাপ। কিসব কাণ্ড কারখানা চলছে হ্যারি?

হ্যারি জবাব দেবার আগে একটু থামলো। ও আগে হারমিওনকে ডব্বি আর ক্রেচারের ম্যালফয়ের পিছু নেবার বিষয়টি বলেনি। হারমিওনের কাছে ব্যাপারটা খুবই অপছন্দের গোড়া থেকেই।

এমন কিছু নয়, ওদের ম্যালফয় সম্পর্কে খবরাখবর নিতে বলেছিলাম, হ্যারি বললো।

ক্রেচার কাঁক কাঁক করে বললো, সারা দিন রাত।

ডব্বি সাতদিন ঘুমোয়নি হ্যারি পটার! ডব্বি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানে দুলতে দুলতে গর্বের সঙ্গে জানালো।

হারমিওন বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, ডব্বি তুমি সাতদিন সাতরাত ঘুমোওনি? হ্যারি তুমি ওদের এইরকম বলেছিলে?

না না তাই বলতে যাবো কেন, হ্যারি লজ্জা পেলো। ডব্বি তুমি ঘুমোতে যাও, আমি তো তোমায় না ঘুমিয়ে কাজ করতে বলিনি। যাকগে তোমরা কি কিছু খবর সংগ্রহ করতে পেরেছো? হারমিওন কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলো, তার আগেই হ্যারি ওদের জিজ্ঞেস করলো।

মাস্টার ম্যালফয় এমনভাবে তাকায়, এমনভাবে কথা বলে যেনো তিনি ছাড়া সকলেই হেয়, তার চেয়ে বড় আর কেউ নেই, ক্রেচার দুঃখ ভরা গলায় বললো। দেখতে ওর মায়ের মতো হলেও চালচলন কথাবার্তা...।

ড্র্যাকো ম্যালফয় খুব খারাপ ছেলে! ডব্বি রেগে মেগে বললো। ভীষণ, ভীষণ দুষ্ট... ও... ও...।

ডব্বি কাঁপতে কাঁপতে কথাগুলো বলতে বলতে থেমে গেলো। রাগে ওর মাথার টুপি থেকে পায়ের মোজা পর্যন্ত কাঁপতে লাগলো। এমন সময় দৌড়াতে দৌড়াতে ফায়ার প্লেসের কাছে দাঁড়ালো, যেনো আগুনে ঝাঁপ দেবে।

হ্যারি ওকে আগে থেকেই জানে, দারুণ অভিমান ওর, তাই ওকে শক্ত করে ধরে ফেললো। ডব্বি হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে শান্ত হয়ে গেলো।

ধন্যবাদ, হ্যারিপটার, ডব্বি ও ঝুলে পড়া টিকুজির মতো টুপি ঠিক করতে করতে উত্তেজিত হয়ে ক্রেচারকে বললো ক্রেচার কেনো জানে না যে ড্রেকো ম্যালফয় ভালো মাস্টার নয়, সে আমাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে।

হ্যারি ক্রেচারকে বললো, শোনো ক্রেচার, তুমি ম্যালফয়কে কতখানি ভালবাসো এসব তো জানতে চাইনি আমি। আমি যে কাজ তোমাকে করতে বলেছি সেটা করেছে কি না?

ক্রেচার হ্যারির কথা শুনে মাথাটা নিচু করে থাকলেও খুব রেগে গেলো। বললো, মাস্টার ম্যালফয় গ্রেট হলে খাওয়া দাওয়া করে, ডরমেটরির অন্ধকার ঘরে ঘুমোয়, মাঝে মাঝে স্কুলের ক্লাসে যায়।

ডব্বি এবারে তুমি বলো, ক্রেচারকে থামিয়ে দিয়ে ডব্বিকে বললো হ্যারি। ও কি যেখানে যাওয়া উচিত নয় সেখানে যায়?

হ্যারি পটার স্যার, ডব্বি বলতে বলতে ওর বড় বড় গোলাকার চোখ দুটো আগুনের গোলার মতো জ্বলতে লাগলো। ওই ম্যালফয় ছেলেটি কোনো অন্যায় বেআইনী কাজ করছে বলে ডব্বি দেখেনি, তবে লক্ষ্য করেছে যে সে সব সময় যাতে ধরা না পড়ে

সেইভাবে চলাফেরা করছে। রোজ একদল নানা রকমের ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে আটতলায় যায়, ও যখন ঘরে ঢোকে তখন ওরা পাহারা দেয়।

হ্যারি অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং বইটা কপালে সজোরে ঠুকে বললো, দ্য রুম অব রিকোয়ারমেন্ট। হারমিওন আর রন হতভম্ব হয়ে হ্যারির দিকে তাকালো। ওই ঘরেই গিয়ে কাজকর্ম করে। ও সেখানে কি কাজ করে। তাই তো আমি ওকে দেখতে পাই না। রুম অফ রিকোয়ারমেন্ট আমি আজ পর্যন্ত ম্যাপে দেখিনি।

রন বললো, তুমি ঠিকই বলেছো ম্যাপ জানে না। আমার মনে হয় এটা ম্যাজিক রুমের একটা অংশ, হারমিওন বললো।

ডব্বি, তুমি ওই ঘরটার মধ্যে ঢুকে দেখেছো ম্যালফয় ওখানে কি করে? হ্যারি ব্যাগ্র হয়ে ডব্বিকে জিজ্ঞেস করলো।

না, হ্যারি পটার। ওখানে ঢোকা একেবারেই সম্ভব নয়, ডব্বি বললো।

আমি জানি সম্ভব নয়, হ্যারি তৎক্ষণাৎ বললো। গত বছর কিন্তু ম্যালফয় আমাদের হেড কোয়ার্টারে ঢুকেছিলো ঠিক আছে? আমিও ম্যাজিক রুমের সেই ঘরটায় যাবোই যাবো... জানতে হবে ওখানে ও কি করে। কোনো অসুবিধে নেই।

আমার মনে হয় তুমি পারবে না হ্যারি, হারমিওন চাপা গলায় বললো। ম্যালফয় কিন্তু জানতে পেরেছিলো ওই ঘরে আমরা কি করি–তাই না?

গদর্ভ মেরিয়েটা আমাদের সব গোপন ব্যাপার ফাস করে দিয়েছিলো। ডিএর হেডকোয়ার্টার করার জন্য ঘরটার তার দরকার পড়েছিলো–ও তাই করেছিলো। কিন্তু তুমি তো জানো না ম্যালফয় সেই ঘরে গিয়ে কি করে, তাহলে সেই ঘরটা নিয়ে তুমি কি হিসেবে ব্যবহার করবে তাতো তুমি জানো না।

ঠিক আছে একটা পথ বের করতে হবে, হ্যারি আর বেশি কিছু বলতে চাইলো। যাকগে, ডব্বি তুমি কিন্তু আমার অনেক কাজ করেছে।

বাহ বেশ বলেছে, ক্রেচারও তো তোমার অনেক কাজ করেছে, হারমিওন দরদভরা কণ্ঠে বললো। কিন্তু ক্রেচার হারমিওনের দিকে একবারও তাকালো না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে গলায় অদ্ভুত এক শব্দ করে ঘরের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইলো। বললো, মাড-ব্লাড ক্রেচারের সঙ্গে কথা বলছে, ক্রেচার ভাব দেখাবে ওর কথা না শোনার...,

বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে, হ্যারি ক্রেচারকে ধমকে বললো। ক্রেচার ওর মাথাটা সামান্য নামিয়ে উধাও হয়ে গেলো। ডব্বি সাতদিন তুমি ঘুমোওনি, এবারে তুমি যাও, ঘরে গিয়ে ঘুমোও কেমন।

ধন্যবাদ আপনাকে হ্যারি পটার, স্যার। ডব্বি চি চি করে কথাটা বলে মনের আনন্দে চলে গেলো ক্রেচারের মতো।

ক্রেচার আর ডব্বি চলে গেলে হ্যারি খুশিতে ডগমগ হয়ে বললো, যাকগে অনেক কিছু জানা গেলো। তারপর রন আর হারমিওনের দিকে ফিরে বললো, ম্যালফয় কোথায় যায় জানতে পারলাম, এখন ওকে আমাদের পাকড়াও করতে হবে!

রন তখন খুব ব্যস্ত। ওর লেখা প্রবন্ধের ওপর কালি পড়ে গিয়ে প্রায় সবটাই নষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলো কেমন করে ঠিক করা যায় ভাবছে। হারমিওন ওর কাছে গিয়ে ম্যাজিক ওয়ান্ড দিয়ে কালি শুষে নিলো। হ্যারির কথা শুনে রন বললো, হু সত্যি ওরা দারুণ কাজ করেছে।

হারমিওন বললো, নানা রকম ছাত্ররা ওর ওখানে যাচ্ছে, তাদের নিয়ে সে কি গোপনীয় কিছু করতে পারে? গোপনীয় কাজ করতে গেলে এত লোক নিয়ে নিশ্চয়ই করা যায় না, সকলে তার বিশ্বাসের পাত্র হতে পারে না।

হ্যাঁ তাই হবে, হ্যারি বললো ভুরু কুঁচকে। ক্রাবেকে সেদিন ম্যালফয় বলেছিলো ও কি করছে, কি না করছে ক্রাবের জানার প্রয়োজন নেই... এসব অনেক কথা।

হ্যারি কথা বলতে বলতে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলো। ঈশ্বর, আমাকে মুখ করে পাঠিয়েছেন, হ্যারি শান্ত স্বরে বললো। সত্যি না মিথ্যে বলছি? অন্ধকার পাতাল ঘরের

পাশে বিরাট একটা রাসায়নিক দ্রব্যের আধার রাখার ঘর আছে, সেখানে ও ক্লাস লেসনের ফাঁকে ফাঁকে যেতে পারে, সেখানে গিয়ে কিছু করতে পারে।

কি করতে পারে? রন বললো।

কি আবার পলিজুস পোশান। স্লাগহর্ন প্রথমদিন আমাদের ক্লাসে এসে যে পলিজুস পোশান দেখিয়েছিলেন, তখন ও চুরি করেছিলো। অন্যান্যরা তো ম্যালফয়কে সে কাজে সাহায্য করেনি, সকল সময়ের মত সে সময়েও ক্রাবে আর গোয়েল ওকে সাহায্য করে, হ্যারি বললো। বলেই লাফিয়ে উঠে আস্তে আস্তে হেঁটে আগুনের সামনে দাঁড়ালো। এ সকল বোকারা ম্যালফয় যা বলে তা-ই করে, যদিও তারা জানে না, তারা কেন করছে... আর ও চায়না তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা রুম অব রিকোয়ারমেন্টের আশে-পাশে আছে এটা অন্যরা দেখুক, তাই পলিজুস খাইয়ে ওদের অন্যের চেহারায় রূপান্তর করা হয়। ওই সেদিন যে দুই মেয়ে ওর সাথে ঘুর ঘুর করছিলো... ক্রাবে আর গোয়েল। হা... হা হা।

তাহলে তুমি বলতে চাও, হারমিওন চাপা গলায় বললো, যে মেয়েটির... যার স্কেল আমি সারিয়ে দিয়েছিলাম?

অবশ্যই! হ্যারি জোরে জোরে বললো, কোনো সন্দেহ নেই যে সে সময় ম্যালফয় ঘরের মধ্যেই ছিলো, তো সেই মেয়েটি ওর হাতের স্কেল ফেলে দিয়ে ম্যালফয়কে সতর্ক করে দিয়েছিলো, ওকে তখন ঘর থেকে বাইরে না আসতে এবং বাইরে কেউ রয়েছে সেই সংকেত দিয়েছিলো। আর সেই মেয়েটি হাত থেকে ব্যাঙ-এর ছাতা ফেলে দিয়েছিলো,

সেটাও ছিলো ম্যালফয়কে ঘরের বাইরে না আসার সংকেত। আমরা সব সময় ওর কাছাকাছি ঘুরছি, অথচ ও যে এত কাজ করে যাচ্ছে, এর কিছুই জানতে পারিনি।

দারুণ মজাতো ও ক্রাবে আর গোয়েলকে মেয়েতে রূপান্তরিত করেছিলো, রন অট্টহাস্য করে বললো। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন... তাই ওদের আজকাল খুব বিমর্ষ দেখায়। প্রতিবাদও তো করে না।

না, তা করবে না... করলে, যদি ওর হাতের ডার্কমার্ক দেখায় ওদের, হ্যারি বললো।

হুম... কিন্তু আমরা জানি না ডাকমার্ক এখন আছে কি নেই, হারমিওন সন্দেহযুক্ত গলায় বললো, রনের কালি পড়ে শুকিয়ে যাওয়া প্রবন্ধের কাগজগুলো গোটাতে গোটাতে।

জানতে পারবো, হ্যারি নিশ্চিতভাবে বললো।

হ্যাঁ, আমাদের খবর তো নিতে হবেই, ও আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বললো। কিন্তু হ্যারি, আমার মনে হয় তুমি যত উপায়েই চেষ্টা করো না কেন, আমি এখনো কিন্তু মনে করি না ওখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে ভালভাবে না জেনে রুম অফ রিকোয়ারমেন্টে তুমি ঢুকতে পারবে। তাছাড়া তুমি কিন্তু এখন স্লাগহর্নের মেমরি জোগাড়ে ব্যস্ত থাকবে। শুভরাত্রি।

হ্যারি হারমিওনের দিকে তাকিয়ে দেখল ও ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সামান্য অসন্তোষ মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো। মেয়েদের ডরমেটরি বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনে হ্যারি রনকে নিয়ে পড়লো।

হ্যাঁ, তোমার কি মনে হচ্ছে রন?

মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে তোমার ওই দুই গৃহ-ডাইনীর মতো আমি যদি উধাও হতে পারতাম। রন যেখান থেকে ডব্বি আর ক্রেচার ডিসঅ্যাপারেট করেছে সেদিক তাকিয়ে বললো।

হ্যারির সে রাতে ভালো করে ঘুম হলো না। মনের মধ্যে একই চিন্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওকে জাগিয়ে রাখলো, ম্যালফয় রুম অফ রিকোয়ারমেন্ট কি কারণে ব্যবহার করছে, আর হ্যারি যদি কোনো উপায়ে সকালের দিকে সেই ঘরে ঢোকে সেখানে কি দেখতে পারে! হারমিওন যাই বলুক না কেন, ম্যালফয় যদি ডিএর হেডকোয়ার্টার্সে হ্যারি কী করছে দেখতে পাবে, তাহলে ওখানে ম্যালফয় কি করে তা হ্যারি কেনো দেখতে পাবে না...! সেখানে কি আছে, কি হয়? মিটিং-এর জায়গা? লুকিয়ে থাকার জায়গা? একটা গুদামঘর, একটা ওয়ার্কশপ? হ্যারি সে সফল সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নেও সেসব দেখতে লাগলো, স্বপ্ন দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়... ম্যালয়ের মুখটা মাঝে মাঝে স্লাগহর্ন নয়তো স্নেইপ হয়ে যায়।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে ভাবলো–ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্টসের ক্লাসের আগে একঘণ্টা ফ্রি পিরিয়ড আছে, তখন রুম অফ রিকোয়ারমেন্টে ঢোকার চেষ্টা করলে কেমন হয়! হারমিওন অবশ্য সে বিষয়ে তেমন উৎসাহ দেখালো না। স্বভাবতই হ্যারি হারমিওনের আগ্রহ না দেখে ক্ষুব্ধ হলো। ওর ধারণা ছিলো আর কেউ না হোক, হারমিওন ওকে সাহায্য করবেই করবে।

হারমিওন সবেমাত্র পেঁচার নিয়ে আসা ডেইলি প্রফেট পড়ার জন্য পাতাটা চোখের সামনে ধরেছে তখন পেছনে দাঁড়ালো হ্যারি। ওকে কাগজ পড়তে বাধা দিয়ে বললো, শোনো, আমি স্লাগহর্নের মেমরির বিষয়টি ভুলে গেছি তা নয়, যতক্ষণ না ওনার মেমরিটা পাচ্ছি, যতক্ষণ না আমি ব্রেন ওয়েভে সেটা পাচ্ছি। ততক্ষণ সেই সময়টা কেন আমি ম্যালয়ের ব্যাপারে খোঁজখবর করবো না?

হারমিওন বললো, এক কথা তুমি আগেও বলছো হ্যারি। তোমাকে বলেছি, ওসব ছেড়ে সুস্লাগহর্নের পেছনে লেগে থাকো। তাকে বিশেষ নৈপুণ্য দেখানো (ট্রিকিং) অথবা মন্ত্রমুগ্ধ (বিউইচিং) করার ব্যাপার নয়। ওটা ডাম্বলডোর এক সেকেন্ডের মধ্যে করতে পারবেন। হারমিওন হ্যারির হাত থেকে কাগজটা এক ঝটকায় কেড়ে নিয়ে, পত্রিকা খুলে প্রথম পাতায় চোখ বুলোতে বুলোতে বললো, ওই রুম অফ রেকোয়ারমেন্টের আশেপাশে ঘুরে সময় নষ্ট না করে স্লাগহর্নের কাছে গিয়ে কাজ উদ্ধার করোগে।

যা কিছু করবে সাবধানে করবে। জানো তো মাভানগাস চুরির অপরাধে আজকাবান জেলে রয়েছে, হারমিওন কাগজ দেখতে দেখতে বললো। অকটাভিয়সকে পাওয়া যাচ্ছে

না, ও হো হো কি সাংঘাতিক ব্যাপার! একটা নবছরের ছেলে তার পিতামহ-পিতামহিকে হত্যা চেষ্টার অপরাধে গ্রেফতার হয়েছে, সকলে মনে করে ওকে ইমপেরিয়াস কার্স করা হয়েছে।

ওরা নিঃশব্দে ওদের ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ করলো। হারমিওন চলে গেল অ্যানসিয়েন্ট রুইনসে, রন কমনরুমে, হ্যারির তখনো বাকি আছে স্নেইপের ডিমেন্টরস বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার। হ্যারি সোজা চলে গেলো একটা শূন্য প্যাসেজে ও চটপট অদৃশ্য হবার ক্লোকটা গায়ে চড়িয়ে নিলো। যখন ও ওর গন্তব্যে পৌঁছলো সেখানে কোনো জনপ্রাণী দেখতে পেলো না। হ্যারি ঠিক বুঝতে পারলো না ম্যালফয় সেই ঘরের মধ্যে থাকলে যাবে, নাকি না থাকলে যাবে। কিন্তু ক্রাবে আর গোয়েল যদি সেখানে ছোটো মেয়ের রূপ ধারণ করে থাকে তাহলে না যাওয়াই ভালো।

ও চোখ বন্ধ করলো যেখানে রুম অফ রিকোয়ারমেন্টস-এর দরজা লুকোনো আছে। ও জানে ওকে কি করতে হবে। গত বছর থেকেই এই ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ। মনের সব শক্তি সঞ্চয় করে ও চিন্তা করলো আমি জানতে চাই, দেখতে চাই ম্যালফয় বন্ধ ঘরের মধ্যে কি করছে, আমি জানতে চাই, দেখতে চাই ম্যালফয় কি করছে... আমার প্রয়োজন আছে জানার ম্যালফয় এখানে কি করছে!

তিনবার ও সেই ঘরের সামনে হাঁটলো তারপর ওর বুকটা উত্তেজনায় ধড়ফড় করতে লাগলো, ও চোখ খুললো, সামনে তাকালো, কিন্তু দেখলো দরজাবিহীন লম্বা দেওয়াল। ও

দেওয়ালের সামনে গিয়ে নড়ে কিনা দেখার জন্য মদু ধাক্কা দিলো। কিন্তু শক্ত পাথরের দেওয়াল যেমন ছিলো তেমনই রইলো, বিন্দুমাত্র সরলো না।

ঠিক আছে, হ্যারি জোরে জোরে বললো। ঠিক আছে... আমি বোধহয় ভুল করছি।

তারপর ও সামান্য সময় চিন্তা করে আবার চোখ বন্ধ করে মনে একাগ্রতা আনার চেষ্টা করলো, যতোটা সম্ভব। আকুল হৃদয়ে মনে মনে বললো, আমার প্রয়োজন আছে সেই জায়গাটা দেখার যেখানে ম্যালফয় গোপনে আসা-যাওয়া করে...।

তিনবার দেওয়ালের সামনে ও ঘোরাফেরা করলো, তারপর মনে আশা নিয়ে চোখ খুললো।

না, কোনো দরজা দেখতে পেলো না।

ওহ, দরজা খুলে যাও, হ্যারি একটু বিরক্ত হয়ে বললো। এমনই তো পরিষ্কার নির্দেশ ছিলো সুন্দর...! সেখান থেকে ফিরে আসার আগে আবারও গভীরভাবে কয়েক মিনিট মনঃসংযোগ করলো।

আমি চাই তুমি ড্রেকো ম্যালফয়কে যেমন জায়গা দিয়েছো তেমন আমার জন্য দাও।

কথাটা বলার পর ও সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুললো না, যেমন হাঁটছিলো তেমনইভাবে হাঁটতে লাগলো। তারপর ও যেন শুনতে পেলো ও খুব জোরে শুনতে পেলো দরজা খোলার ঘড় ঘড় শব্দ। কিন্তু একটু পরে আর কিছুই শুনতে পেলো না, শুনতে পেলো বাইরে পাখিদের কুঞ্জন। ও ধীরে ধীরে চোখ খুললো।

তখনো কোনো দরজা চোখে পড়লো না।

হ্যারি ঈশ্বরকে স্মরণ করলো। কখনো চেঁচালো। তারপর দেখতে পেলো হাঁসের মতো প্যাক প্যাক করতে করতে প্রথম বর্ষের কিছু ছেলে এককোণ থেকে ছুটে আসছে, ওদের মুখ দেখে মনে হয় একটা বীভৎস মুখের ভূত দেখেছে।

হ্যারি নানা সুরে নানা ভঙ্গিতে বলতে চেষ্টা করলো, আমি দেখতে চাই তোমার ঘরের ভেতরে ড্র্যাকো ম্যালফয় কি করছে... পুরো একটি ঘণ্টা ও কথাগুলো চিন্তা করলো। সবশেষে ও এই কথাটা মেনে নিলো যে ঘরটা সে চাইলেই খুলবে না। হতাশ ও বিরক্ত হয়ে ও ডিএ ক্লাসের দিকে চললো, অদৃশ্য হবার ক্লোকটা খুলে নিয়ে ব্যাগে ভরে নিলো।

আবার তুমি ক্লাসে দেরি করে এসেছে, স্নেইপ বললেন, বিরক্ত মেশানো কণ্ঠে। হ্যারি মোমবাতি জ্বালানো ক্লাসরুমে ঢুকলো। দশ পয়েন্ট কাটা গেলো গ্রিফিরদের।

হ্যারি রনের পাশে বসে স্নেইপের দিকে বিষাদপূর্ণ মুখভঙ্গি করে তাকালো। তখন ক্লাসের প্রায় অর্ধেক ছাত্ররা তাদের ব্যাগ থেকে খাতাপত্র বের করছে ও ক্লাসে ছাত্র ঠিকঠাক হয়ে বসছে। ক্লাসে সে যে খুব বেশি দেরিতে ঢুকেছে তা মনে হলো না।

ক্লাশ শুরু হবার আগে তোমাদের যে ডিমেন্টরদের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে দিয়েছিলাম সেগুলো আমাকে দাও! স্নেইপ বললেন। স্নেইপ তারপর হাতের দণ্ডটা দোলাতেই প্রায় পঁচিশটা পাকানো পার্চমেন্ট হাওয়াতে ভাসতে ভাসতে ওর টেবিলের উপর জমা হলো। আমি আশা করছি লেখাগুলো অবশ্যই আজেবাজে হবে না। এখন তোমাদের সাথে যেনো ইমপেরিয়স কার্স প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা করি। এখন তোমরা তোমাদের বইয়ের পাতা–কী ব্যাপার মি. ফিনিগেন?

স্যার, সিমাস বললো, আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না ইনফেরিয়স আর ঘোস্টের তফাৎ, কারণ প্রফেটে ইনফেরিয়স নিয়ে কিছু লিখেছে।

না, সেরকম কিছু নয়। স্নেইপ গম্ভীর গলায় বললেন। কিন্তু স্যার সকলেই বলাবলি করছে

তুমি যদি সত্যই সেই প্রবন্ধ ভালো করে পড়ে থাকো যার কথা তুমি বলছো মি. ফিনিগেন তাহলে তুমি জানবে তথাকথিত ইনফেরিয়স একটি ছিচকে চোর... তার নাম মাভানগাস ফ্লেচার।

আমি ভাবছি তাহলে যে স্নেইপ আর মাভানগাস একই পথের পথিক। তাই? চাপা গলায় হ্যারি, হারমিওন আর রনকে কথাটা বললো। মান্ডানগাস ধরা পড়েছে বলে সত্যি কি তিনি দুঃখিত?

আমার মনে হয় পটার এই ব্যাপারে আমাদের কিছু বলতে পারবে, স্নেইপ ক্লাসরুমের পেছনের সারিতে তাকালেন। তার কালো চোখ হ্যারির ওপর পড়লো। আমরা তাহলে পটারের কাছে জানি ইনফেরিয়স আর ঘোস্টের মধ্যে তফাৎ কি?

স্নেইপের কথা শুনে ক্লাসের সবাই পিছন ফিরে হ্যারির দিকে তাকালো। হ্যারির মনে পড়ে গেলো ডাম্বলডোরের সেদিন স্লাগহর্নের বাড়ি যাওয়ার কথা।

ঘোস্টেরা ট্রান্সপারেন্ট, স্বচ্ছ, স্যার।

চমৎকার, চমৎকার, স্নেইপ বললেন, ওর ঠোঁটের একটা ধার বেঁকে গেলো। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ছছটা বছর তোমার ম্যাজিক শিক্ষা একেবারে বৃথা যায়নি পটার। ঘোস্টরা সত্যিই ট্রান্সপারেন্ট!

প্যানসি পার্কিনসন জোরে হেসে উঠলো, কেউ কেউ মুচকি হাসলো। হ্যারি লম্বা শ্বাস নিয়ে বললো, ঘোস্টরা ট্রান্সপারেন্ট, কিন্তু ইনফেরিরা মৃত, তাই তারা শক্ত। স্নেইপ বললেন, এটা পাঁচ বছরের শিশুও বলতে পারবে। ইনফেরিয়স হলো শবদেহ যা এক

কালো যাদুকর যাদুর দ্বারা পুনরুদ্দীপ্ত করা হয়েছে, কিন্তু জীবিত নয়। আর ঘোস্ট তোমরা জানো, মৃত আত্মার পৃথিবীতে ফেলে যাওয়া প্রতিবিম্ব।

হ্যারি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে... যদি আমরা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করি। রন বললো। যখন কোনো এক অন্ধকার গলিতে আমাদের চকিত দৃষ্টি পড়ে কোনো শক্ত জিনিসে তাহলে কি তাদের বলবো, এক্সকিউজ মি, তুমি কি কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মা?

রনের কথা শুনে সমস্ত ক্লাসরুম কল-কাকলিতে ভরে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে স্নেইপ তাদের দিকে তাকাতেই সকলেই চুপ হয়ে গেলো।

গ্রিফিরদের আরো দশ পয়েন্ট, স্নেইপ বললেন। রোনাল্ড উইসলি এর চেয়ে বেশি মার্জিত কিছু তোমার কাছে আশা করি না..., ও এতোই সলিড যে অ্যাপারেট করার সময় আধইঞ্চিও নড়তে পারে না।

না, হারমিওন ফিস ফিস করে বললো, হ্যারি তখন জোর দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলো– বলো না, বললেই অযথা ডিটেনসন হবে, ছাড়ো।

আচ্ছা, এবারে তোমরা বইয়ের দুশ তেরো পাতা খোলো, স্নেইপ বললেন, সামান্য কপট হাসিতে। ক্রসিয়েটাস কার্সের প্রথম দুই পরিচ্ছেদ পড়ো।

স্নেইপের ব্যঙ্গ শোনার পর থেকেই পুরো ক্লাসটায় রন খুবই মর্মাহত ছিলো।

ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা বাজার পর ল্যাভেন্ডার এসে হ্যারি আর রনের সামনে দাঁড়ালো (হারমিওন ল্যাভেন্ডারকে আসতে দেখে কোন ফাঁকে চলে গেছে)। স্নেইপের, রনকে অ্যাপারেসন নিয়ে ব্যঙ্গ করার জন্য যা মুখে আসলো তাই বললেও রনের খুব বিরক্তি লাগলো, একটুও ভালো লাগলো না। ওকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে হ্যারিকে টেনে নিয়ে ছেলেদের বাথরুমে ঢুকে গেলো।

স্নেইপ সত্যি কথা বলেছেন, তাই না? বাথরুমের চিড় খাওয়া আয়নার দিকে প্রায় মিনিট খানেক নিজের প্রতিবিম্ব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে রন বললো। আমার তো মনে হয় না আমি টেস্ট দেওয়ার উপযুক্ত। আমি অ্যাপারেশনের ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছি না।

তুমি হগসমিডে যে বিশেষ অনুশীলন সেশন হবে সেটা করবে, তখন ঠিক বুঝবে, পারবে কি পারবে না, হ্যারি ওকে বুঝিয়ে বললো। হুপের মধ্যে দাঁড়ানোর চাইতে আরো ভাল হবে, যদি দেখো পারছে না তাহলে তুমি টেস্ট পিছিয়ে দিতে পারো। আমার সঙ্গে গরমের ছুটিতে... মার্টিল এটা ছেলেদের বাথরুম।

একটি মেয়ে ঘোস্ট ওদের পেছনের ছোট ঘুমোবার ঘর থেকে এসে ভাসতে লাগলো, ওদের দিকে গোলাকার সাদা পুরু কাঁচ দিয়ে তাকিয়ে রইলো।

ওহো বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বললো। তোমরা দুজনে।

তুমি কার জন্য অপেক্ষা করছো? রন বললো, আয়নার দিকে তাকিয়ে।

কাউকে না তো, মার্টিল ওর গালের একটা দাগ খোচাতে খোচাতে আনমনে বললো। ও বলেছিলো। ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে; কিন্তু তুমি বলেছিলে দুম করে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে, মেয়েটি রাগতঃ দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকালো। কতো মাস যে পার হয়ে গেলো তোমাকে দেখতে পাইনি, যাকগে আমি বুঝেছি ছেলেদের কাছ থেকে কিছু বেশি আশা করা ঠিক নয়।

আমার মনে হয় তুমি মেয়েদের বড় বাথরুমে থাকো। হ্যারি বললো। কয়েকবছর থেকে ওই বড় বাথরুমটা বেছে নিয়েছ। হ্যাঁ থাকি, মার্টিল বললো ছোট করে কাঁধ নাচিয়ে। তাহলে কি আমার অন্য জায়গায় যেতে মানা আছে। মনে আছে, আমি তোমায় বাথে দেখেছিলাম?

খুব মনে আছে, হ্যারি বললো।

আমি ভেবেছিলাম ও আমাকে আজও ভালোবাসে, খুবই সহজভাবে বললো সে। ভাবছি, তোমরা দুজনে এখান থেকে চলে গেলে ও আবার আসতে পারে, আমাদের মধ্যে খুব মিল আছে, আমি জানি ও আমার মনের কথা জানে বললো মাটিল।

কথাটা বলে মার্টিল দুচোখে আশা নিয়ে দরজার দিকে তাকালো।

এই তো তুমি বললে, তোমাদের মধ্যে খুব মনের মিল আছে, রন মজা করে বললো, তাহলে কি ও রাসায়নিক পদার্থের গামলা গড়ে থাকে।

না, মার্টিল দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করলো। ওর গলার স্বর ভাঙা টাইলের বাথরুমে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। ও খুব ভাবপ্রবণ, লোকে ওকে ব্যঙ্গ করে, দেখলে ঠাট্টা করে, ও বড় একা, কেউ ওর সঙ্গে কথা বলেনা, ও তাই মাঝে মাঝে রেগে যায়, কাঁদে।

এখানে একটা ছেলে ছিলো সে কাঁদতো? হ্যারি জিজ্ঞাসু নেত্রে বললো। এক তরুন ছেলে?

ও নিয়ে তুমি ভেবো না! মার্টিল বললো, ওর জলে ভরা দুচোখ রনের দিকে স্থির হয়ে রইলো। মার্টিলের কথায় রনের মুখে হাসি। ভেবো না, গোপন কথা আমি কাউকে বলবো না, ওর গোপন কথাও না।

আমৃত্যু নিশ্চয়ই না? রন ঠাট্টা করে বললো। অনেক সময় যারা প্রতিজ্ঞা করে।

কথাটা শুনে মার্টিল রাগের মাথায় চিৎকার করে উঠে বাথটাবে লাফিয়ে পড়লো, বাথটাবের চারধার থেকে জল বাথরুমের মেঝেতে পড়ে থৈ থৈ করতে লাগলো। মনে হলো ঘ্যানঘ্যানে মার্টিল রনের কথায় খুশি হয়েছে।

তুমি ঠিক বলেছো, রন ওর স্কুল ব্যাগটা পিঠে বাঁধলো। ঠিক আছে আমি হগসমিডে প্র্যাকটিস করার পর টেস্টে অংশ নেবো।

পরের সপ্তাহ শেষে রন, হারমিওন ও ষষ্ঠ বর্ষের অন্য ছাত্ররা যাদের বয়স সতেরো হবে, তারা পনের দিন পরের টেস্টের জন্য তৈরি হতে লাগলো। ওদের গ্রামে যেতে দেখে হ্যারির ভেতরে ভেতরে একটু হিংসে হলো বৈকি। বহুদিন বাদে বসন্তকালের নির্মল আকাশের তলায় সুন্দর একটি টিপ থেকে বঞ্চিত হলো। দেখলো ওরা সবাই দল বেঁধে হগসমিডে যাচ্ছে। দুঃখ হলেও সেই ফাঁকে রুম অফ রিকোয়ারমেন্টে আরো একবার হানা দেবার পরিকল্পনা করতে লাগলো।

হ্যারি, রন আর হারমিওনকে ওর পরিকল্পনার কথা এনট্রেন্স হলে বসেই বললো, হারমিওন বললো যে হানাটা তোমার আগে করার দরকার সেটাই এখন কর। এখন বরং তুমি স্লাগহর্নের কাছে যাও, ওর কাছ থেকে মেমরি আদায় করে নাও। কিন্তু স্লাগহর্নকে হ্যারি ধরবে কি করে? এতো জোরে হেঁটে ডানজিওন ছেড়ে নিজের অফিস ঘরে চলে যান হ্যারি পথের মধ্যে তাকে ধরতে পারে না। দুদুবার হ্যারি স্লাগহর্নের অফিস ঘরে গেছে, দরজায় নক করেছে, ঘরের ভেতর থেকে কোনো জবাব পায়নি। প্রথম দিন না পেলেও দ্বিতীয় দিন হ্যারি তার ঘর থেকে পুরনো দিনের গান গ্রামোফোন থেকে গান শুনেছে।

মনে হয় আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না হারমিওন! ভাবছেন আমি মেমরি পাওয়ার জন্য ওকে ধাওয়া করছি... তাই...!

কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না, লেগে থাকতে হবে। তাই না?

কেয়ারটেকার ফিলচ সিক্রেসী সেনসর করছে, ছেলে-মেয়েরা লাইন দিয়ে রয়েছে, পাছে কেয়ারটেকার ওর কথা শুনতে পায় সেই ভয়ে ও হারমিওনের কথার কোনো জবাব দিলো না। হারমিওন ও রনকে গুড লাক জানিয়ে হ্যারি আবার পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে রুম অফ রিকোয়ারমেন্টের ঘরের সামনে দাঁড়ালো। অন্তত কম করে হলেও দুঘণ্টা ওখানে দাঁড়াতে হবে হারমিওন বলেছে।

এনট্রেন্স হলের দৃষ্টির সীমানার বাইরে এসে হ্যারি অদৃশ্য হবার ক্লোক আর ম্যাপটা ওর ব্যাগ থেকে বের করলো। তারপর অদৃশ্য হয়ে ও ম্যাপে আঙ্গুল লাগিয়ে বললো, আমি স্বীকার করছি আমি এখনো পর্যন্ত কিছুই পাইনি, কথাটা ও খুব সাবধানতার সঙ্গে বলে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো।

রোববার স্কুল ছুটি, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী তাদের কমনরুমে বসে আড্ডা দিচ্ছে। যে যার নিজের টাওয়ারে। হাফলপাফরা বেসমেন্টে, কিচেনের কাছে। মাঝে মাঝে দুএকজন লাইব্রেরি অথবা করিডরে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরাফেরা করছে। কিছু ছেলে মেয়ে বাইরের মাঠে। আটতলার করিডরে দেখা গেলো গ্রেগরি গোয়েলকে। সেই রুম অফ রিকোয়ারমেন্টের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেলো না, কিন্তু হ্যারি তার জন্য একটুও চিন্তিত নয়; ম্যাপে কোনো নির্দেশ পাওয়া যাক আর না পাওয়া যাক, গোয়েল যখন বাইরে পাহারা দিচ্ছে, তাহলে অবশ্যই ঘরটা খোলা আছে। ও একটুও সময় ব্যয় না করে পা

টিপে টিপে করিডরের এক কোণে দাঁড়ালো। এধার ওধার তাকাতে সেই ছোটো মেয়েটাকে আবার দেখতে পেলো। হাতে তার বড়ো একটা পিতলের স্কেল, সেটা হারমিওন পনের দিন আগে মেরামত করে দিয়েছিলো। হ্যারি মেয়েটিকে ওর দিকে আসার অপেক্ষায় এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলো। কাছে আসতেই ফিসফিস করে বললো, হ্যালো... তুমি খুব সুন্দর দেখতে... তাই না?

গোয়েল ভয় পেয়ে ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠলো, হাত থেকে সেই ভারি পিতলের স্কেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই ওর দৃষ্টির বাইরে পালিয়ে গেলো। স্কেলটা মেঝেতে আছড়ে পড়ার শব্দটায় নির্জন করিডরটা ঝন ঝন করে উঠলো, প্রতিধ্বনি হতে লাগলো। তারপর প্রতিধ্বনি থেমে গেলে হ্যারি হেসে উঠলো! হ্যারি শূন্য দেওয়ালের দিকে তাকালো... হ্যারি জানে দেয়ালের আড়ালে ড্রেকো ম্যালফয় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে... আর সে জানে একজন অনাহূত এখানে এসেছে, কিন্তু সাহস করে... সামনে আসছে না। হ্যারির ভেতরে অসামান্য শক্তির সঞ্চার হলো... ও মনে করতে চেষ্টা করলো কি শব্দ ব্যবহার করবে... যা এখনো পর্যন্ত করেনি।

কিন্তু ওর মনে আশার আনন্দ বেশিক্ষণ রইলো না। আধঘণ্টা ধরে ম্যালফয় কি করতে চায় জানার জন্য যেখানে লুকিয়েছিলো সেখানেই লুকিয়ে রইলো। অনেকভাবে মনে মনে অনেক অনুরোধ করেও ম্যালফয় কি করতে চায় জানতে পারলো না... দেওয়ালটা দরজাশূন্য অবস্থায় বিরাজ করতে লাগলো। হ্যারি অবিশ্বাস্যভাবে হতাশ হলো, ম্যালফয় মাত্র কয়েক ফিট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে... কিন্তু ও কি কি করছে বিন্দু মাত্র জানতে

পারলো না। ধৈর্য্য হারিয়ে... হ্যারি দেওয়ালের দিকে এগিয়ে দেওয়ালে সজোরে লাথি মারলো।

আউচ!

হ্যারির মনে হলো প্রচণ্ডভাবে সামনের দেওয়ালে লাথি মারার জন্য ওর হয়তো পায়ের পাতা ভেঙে গেছে। ও ব্যথা পাওয়া পাটা এক হাতে ধরে একপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে গিয়ে গা থেকে অদৃশ্য হবার ক্লোকটা খুলে পড়ে গেলো।

হ্যারি? হ্যারি এক পায়ে ভর দিয়ে কে ডাকলো শোনার জন্য পিছন ফিরলো। হ্যারি তাকিয়ে দেখলো টোংকস! এমনভাবে ওর দিকে এগিয়ে এলো যেন করিডরটা দিয়ে নিত্য ওর যাতায়াত।

এখানে তুমি কি করছো? হ্যারি পায়ের পাতাটা মেঝেয় চেপে ধরে বললো। কেন ও এই নির্জন করিডরে ঘুরে বেড়াচ্ছে? কাকে খুঁজছে টোংকস?

আমি ডাম্বলডোরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। টোংকস বললো। হ্যারির টোংকসের দিকে তাকিয়ে মনে হলো ও যেনো খুব বেশি রোগা হয়ে গেছে, ওর ধূসর বর্ণের মাথার চুলগুলো সোজা হয়ে ঝুলে পড়েছে।

ডাম্বলডোরের অফিস তো এখানে নয়, হ্যারি বললো। ওর অফিস ক্যাসেলের পেছন দিকে, গারগয়েলের ঠিক পেছনে।

আমি জানি, টোংকস বললো। ওখানে তাকে পেলাম না। খুব সম্ভব আবার কোনো কাজে বাইরে বেরিয়েছেন।

বের হয়েছেন নাকি! হ্যারি বললো, ব্যথা পাওয়া পাটা ফ্লোরে ধীরে ধীরে রাখলো। আশ্চর্য! তুমি জানো না উনি কোথায় যান?

না, টোংকস বললো। ওনার সঙ্গে তুমি কেন দেখা করতে এসেছিলে?

তেমন কোনো ব্যাপার নয়, অজান্তে গায়ের রোবসটা টানতে টানতে বললো টোংকস। আমি ভাবলাম যা সব কাণ্ডকারখানা নিত্য হচ্ছে উনি হয়তো জানেন, চারদিকের খবর, লোকজনদের মারধোর করা হচ্ছে।

সবই জানি, রোজইতো কাগজে বেরোচ্ছে, হ্যারি বললো। একটা ছোট বাচ্চা হত্যা করতে চেষ্টা করেছে...।

প্রফেট অবশ্য এসব খবর টবর ছাপছে। টোংকস বললো। হ্যারির মনে হলো, টোংকস খুবই অন্যমনস্ক, ওর কথা কানে যাচ্ছে না। আচ্ছা তুমি কি অর্ডারের কারো কাছ থেকে ইদানীং কোনো চিঠি পেয়েছো?

অর্ডার থেকে আজকাল আমাকে কেউ চিঠি লেখে না, হ্যারি বললো, সিরিয়স মারা যাবার পর...। হ্যারি দেখলো ওর চোখে জল। আমি দুঃখিত, হ্যারি খুব আস্তে আস্তে বললো। আমিও সিরিয়সকে খুব মিস করছি...।

কি বললে? টোংকস এমনভাবে বললো যেনো হ্যারির কথা ওর কানে যায়নি। আচ্ছা চলি, পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে হ্যারি, টোংকস হন হন করে করিডর ছেড়ে চলে গেলে হ্যারি তাকিয়ে রইলো টোংকসের যাওয়ার পথে।

দুএক মিনিট পরে হ্যারি আবার অদৃশ্য হবার ক্লোকটা জড়িয়ে আবার সেই ঘরটা খোজার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু খোঁজার দিকে তেমন মনযোগ ছিল না। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেলো রন আর হারমিওনের ফেরার তো সময় হয়ে গেছে! একটু পরই লাঞ্চ শুরু হবে। তখন ও আর ম্যালফয়ের সন্ধান না করে করিডর ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিল। ওদিকে ম্যালফয়ও হয়তো লুকিয়ে বসে রইলো হ্যারির চলে যাবার অপেক্ষায়।

হ্যারি দেখলো রন আর হারমিওন গ্রেট হলের দিকে লাঞ্চ সারবার জন্য তাড়াতাড়ি আসছে।

রনকে দেখে মনে হলো ও খুব উচ্ছ্বসিত। হ্যারিকে দেখে রন একগাল হেসে বললো, পেরেছি, এবার খুব ভালোভাবেই পেরেছি। আমাকে ম্যাডাম পুডিফুটের চায়ের

দোকানের কাছে অ্যাপারেট করতে বলা হয়েছিলো, আমি অবশ্য তার দোকান ছাড়িয়ে ক্রিভেনশ্যাফটের কাছে শেষ করেছি... যাই হোক আমি তো মুভ করতে পেরেছি।

খুব ভালো, হ্যারি বললো। তোমার কেমন হলো হারমিওন?

ওর তো ভাল হবেই, হারমিওন জবাব দেবার আগেই রন বললো। যাকে বলে নিখুঁত তিনটে ডি যাই বলো না কেন। তারপর আমরা গেলাম থ্রি মস্টিকে কুইক ড্রিঙ্ক করতে। তারপর... তারপর তুমিতো টুইক্রশের নাম শুনেছো, আমার ধারণা

ও ঠিক ধরতে পারছে না।

রনের কথায় পাত্তা না দিয়ে হারমিওন হ্যারিকে বললো, তারপর তোমার খবর, কতদূর এগুলো? সেই ঘরটা খুঁজে পেয়েছো?

ঠিক না, হ্যারি বললো। বলতে পারো সেখানে কার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল? টোংকস!

টোংকস? রন হারমিওন একই সঙ্গে নামটা আশ্চর্য হয়ে উচ্চারণ করলো। হ্যাঁ-অ্যা, ও বললো ডাম্বলডোরের সাথে দেখা করতে এসেছে।

তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো, টোংকস বিষয়ে হ্যারির কথা শেষ হবার সাথে সাথে রন বললো, ওর মাথায় গোলমাল আছে। মিনিস্ট্রির সেই ঘটনার পর ও খুব নার্ভাস হয়ে রয়েছে।

ব্যাপারটা আমার কাছেও কেমন কেমন লাগছে। ওর তো স্কুলে পাহারা দেবার কথা, ডাম্বলডোরের সঙ্গে দেখা করার কথা তো নয়। হঠাৎ নিজের কাজ ছেড়ে..., হারমিওন বললো।

আমার কি মনে হয় জানো... হ্যারি বললো। তোমাদের কি মনে হয় যে ও সিরিয়সকে ভালবাসতো?

কথাটা শুনে হারমিওন হ্যারির দিকে সোজা তাকালো। তোমার আবার হঠাৎ করে এ ভাবনাটা কোথা থেকে এলো।

বলতে পারি না, হ্যারি স্রাগ করলো। সত্যি বলছি, আমি সিরিয়সের নাম করতেই ও কেঁদে ফেললো।

ভাববার কথা, হারমিওন খুব আস্তে আস্তে বললো। ও কথা থাক। আমার কিন্তু কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না ও কেন ডাম্বলডোরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো।

আরে আমি তো তোমাকে বললাম, ভালো করে শোননি? রন বললো মুখে একগাদা চটকানো আলু সেদ্ধ পুরে। এখন ওর মাথায় ছিট, মনে হয় ভারসাম্যও হারিয়েছে। জ্ঞানির মতো হ্যারিকে বললো। মেয়েরা সহজেই বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে ফেলে।

তাহলেও জেনো, হারমিওন বললো। আমি আশাকরি এমন একটি মেয়ে তুমি পাবে না, যে আধঘণ্টা ধরে হাসি চেপে রেখেছিলো। কারণ মাদাম রসমার্তা তাদের কৌতুক কুরুপা ডাইনি দ্যা হিলার অ্যান্ড দ্যা মিমবুলাস মিমরেটোনিয়া শুনে হাসেননি।

রন মুখভঙ্গি করলো।

আফটার দ্য বেরিয়্যাল

কাসেলের গম্বুজের উপরে উজ্জ্বল নীল আকাশ উঁকি দিতে শুরু করল। গ্রীষ্মকাল আসছে; কিন্তু এমন ভাল আবহাওয়ায়ও হ্যারির মনের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না। একদিকে ম্যালফয় কী করছে না জানতে পারা অন্যদিকে স্লাগহর্নের কাছ থেকে তার বছরের পর বছর চেপে রাখা মেমরিটা না জানতে পারা।

হারমিওন হ্যারির মানসিক অবস্থা দেখে কঠিনভাবে বললো, এই শেষবারের মতো তোমায় বলছি হ্যারি, ম্যালফয়ের ভূত মাথা থেকে বিদায় করো।

ওরা লাঞ্চ সেরে মাঠের এককোণে রোদে বসেছিলো। রন আর হারমিওনের হাতে মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকের ছোট প্রচারপত্র কমন অ্যাপারেশন মিসটেকস অ্যান্ড হাউ টু অ্যাভয়েড দেম (অ্যাপারেসন করার সময় সাধারণ ভুল ত্রুটি ও কেমন করে তা পরিহার করা যায়)। সেদিন বিকেলে তাদের পরীক্ষা দিতে হবে; কিন্তু ওই প্রচারপত্রটি ওদের কাছে তেমন কাজের মনে হলো না। রন দাঁড়াতে গিয়ে ওধার থেকে একটি মেয়েকে ওদের দিকে আসতে দেখে টুক করে হারমিওনের আড়ালে দাঁড়ালো।

ল্যাভেন্ডর না? হারমিওন মেয়েটিকে দেখে ক্লান্ত সুরে বললো। রন হতাশ হয়ে বললো, হ্যাঁ ঈশ্বর! হ্যারিপটার? মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো। এই নাও... তোমাকে এটা দিতে বলা হয়েছে।

ধন্যবাদ...।

ছোট পাকানো পার্চমেন্টটা ওর হাত থেকে নিয়ে মেয়েটি বেশ দূরে চলে গেলে হ্যারি বললো, ডাম্বলডোর নিশ্চয়ই লিখেছেন স্লাগহর্নের কাছ থেকে মেমরি না পাওয়া পর্যন্ত আমি আর কোনো লেসন পাবো না!

হ্যারি চিঠি খেলার সময় হারমিওন বললো, উনি হয়তো জানতে চান তোমার প্রোগ্রেস! কত দূর এগোলে।

ডাম্বলডোরের লম্বা, সরু ও গোটাগোটা হাতের লেখার পরিবর্তে, এবড়ো থেবড়ো লেখা ও চিঠির ওপর বেশি করে কালি পড়ার জন্য পুরো চিঠিটা ভালো করে পড়তে হ্যারির খুবই অসুবিধে হলো।

চিঠিটা এই রকম

প্রিয় হ্যারি,
রন ও হারমিওন, গতরাতে অ্যারাগগ মারা গেছে। হ্যারি, রন তোমরা তো ওকে জানতে ও আমার কাছে কতো প্রিয় ছিলো। হারমিওন আমি জানি তুমি ওকে খুবই পছন্দ করতে। আজ সন্ধের পর ওকে কবর দেওয়া হবে, তোমরা যদি সেই সময়ে ওখানে আসতে পারো তাহলে আমার খুবই ভালো লাগবে। আমি ঠিক করেছি সন্ধ্যায় ওকে

চিরদ্রিায় শায়িত করবো, কারণ এই সময়টাই ওর সবচেয়ে প্রিয় ছিলো। আমি জানি ওই সময়টা তোমাদের স্কুলের বাইরে যাওয়ার কথা নয়, তাই তোমরা ক্লোক ব্যবহার করতে পারো। আমি তোমাদের আসতে বলতাম না; কিন্তু আমি তো একা এটা সহ্য করতে পারবো না।

হ্যাগ্রিড

এই চিঠিটা পড়ো, হ্যারি পার্চমেন্টটা হারমিওনের হাতে দিয়ে বললো।

হায় ঈশ্বর, চিঠিটা আদ্যপ্রান্ত পড়ে হারমিন রুদ্ধ কণ্ঠে বললো। তারপর ওটা রনের হাতে দিলো।

পাগল হয়ে গেছেন! রন রেগেমেগে বললো। আমাদের লেখা মানে হ্যারি আর আমাকে ব্রিত করা! আমাদের ডাকা মানে... হ্যাগ্রিড ভাবছেন আমরা গিয়ে সেই বীভৎস চুলওয়ালা শরীরটার ওপর উপুর হয়ে শুয়ে কেঁদে আকুল হবো!

ব্যাপারটা তা নয়, হারমিওন বললো। উনি একা তাই আমাদের সাহায্য চাইছেন। তাছাড়া উনি জানেন সিকিউরিটি এখন মিলিয়ন টাইম দৃঢ়... আমরা যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে বিপদের অন্ত থাকবে না, তাই ক্লোক পরে যেতে বলেছেন।

আমরা তো বিকেল বিকেল হাগ্রিডের কাছে যেতে পারি, হ্যারি বললো। হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম তাই না? হারমিওন বললো। আমরা হ্যাগ্রিডকে আজকাবান থেকে

আনতে অনেক বিপদ মাথায় নিয়েছি, কিন্তু অ্যারাগগ তো আর নেই–ও মরে গেছে– প্রশ্নটা তাকে রক্ষা করার নয়।

আমার যাবার মোটেই ইচ্ছে নেই, রন বললো জোর দিয়ে। ওর কাছে না যাওয়াই ভালো, হারমিওন। বিশ্বাস করো অ্যারাগগ মরে গিয়ে হ্যাগ্রিডের জন্য ভাল হয়েছে।

হ্যারি হ্যাগ্রিডের চিঠিটা মুখের সামনে ধরলো। বুঝতে পারলো চোখের জল পড়ে অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে।

হ্যারি তুমি ওখানে যাবার চেষ্টা করো না, হারমিওন বললো। ওখানে গিয়ে আবার ডিটেনশনের শাস্তি পাওয়ার কোনো মানে হয় না।

কথাটা শুনে হ্যারি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

হ্যাঁ, তোমরা যা বলতে চাও আমি বুঝতে পেরেছি, হ্যারি বললো। তার মানে যদি আমরা না যাই, তাহলে হ্যাগ্রিডকে একাই ওকে কবর দিতে হবে। হ্যাঁ তাতে করতেই হবে, হারমিওন বললো। হ্যারির কথা শুনে ও খানিকটা আশ্বস্ত হলো। শোনো আজ বিকেলের মধ্যে তোমার পোশান খতম হয়ে যাবে। সকালেতো ওটা নিয়ে আমরা কাজ করছি... চেষ্টা করো স্লাগহর্নের মন নরম করতে!

তুমি মনে করছে সাতান্ন বারে সফল হবো? হ্যারি তিক্ত সুরে বললো। সফল, রন আচমকা বললো। হ্যারি, ঠিক আছে, সফল হও! মানে তুমি কি বলতে চাও? তোমার লাকি পোশান ব্যবহার করতে পারো।

রন ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো। হারমিওন বললো। অনেক আগে কথাটা ভাবা উচিত ছিলো।

হ্যারি স্থিরভাবে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ফিলিক্স ফিলিসিস? হ্যারি বললো। আমি বলতে পারছি না খুবই সামান্য মনে হয় আমার কাছে এখন আছে, আমি এটুকু রেখে দিতে চাই।

কেন এতো কম থাকবে? রন আশ্চর্য হয়ে বললো। তোমার ওই মেমরি সংগ্রহের চাইতেও প্রয়োজনীয়? হারমিওন বললো।

হ্যারি ওর কথার কোনো জবাব দিলো না। ওর চোখের সামনে ছোট্ট সোনালী বোতলটা ভেসে বেড়াতে লাগলো... বেশ খানিকটা সময়। অদ্ভুত সব কল্পনার কথা... জিনির সঙ্গে ডিনের ছাড়াছাড়ি, রন, জিনির নতুন বয়ফ্রেন্ডের জন্য খুশি... সব অদ্ভুত চিন্তা... স্বপ্নের মতো। বুঝতে পারছে না কেন ও স্বপ্নের জগতে চলে গেছে।

হ্যারি? তুমি কি এখন এই জগতে আছো? হারমিওন জিজ্ঞেস করলো। কি বললে? আছি নিশ্চয়ই আছি, হ্যারি বললো। সোজা হয়ে বসলো। ঠিক আছে, আজ বিকেলে যদি আমি

স্লাগহর্নের সঙ্গে কথা বলতে না পারি, আমি সামান্য ফেলিক্স খাবো, তারপর সন্ধেবেলা যাবো।

তাহলে পাকা কথা রইলো। হারমিওন সংক্ষেপে কথাটা বলে বললো, ডেস্টিনেসন ডিটারমিনেসন ডেলিবারেসন।

উঃ থামাও, রন বললো। সত্যি ওই কথাগুলো শুনে শুনে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, ওহো হো তাড়াতাড়ি, আমার সামনে দাঁড়াও, আমাকে যেনো দেখতে না পায়।

আরে ভয় পেও না, ল্যাভেন্ডার নয়, হারমিওন কপট রাগ দেখিয়ে বললো। দুটি মেয়েকে ওদের দিকে আসতে দেখে রন হারমিওনের পেছনে নিজেকে আড়াল করে দাঁড়ালো।

বাচলাম... কিন্তু ওদের মুখ এতো বিষণ্ণ কেন?

হারমিওন বললো, মন্টোগোমারিরা... ওরা দুবোন। তুমি জানো না ওদের ছোটো ভাইয়ের কি হয়েছে?

সত্যি... রোজ একটা না, এতো ঘটনা ঘটছে যে... মনে রাখাই কঠিন রন বললো।

ওদের ভাইকে একটা ওয়েরউলফ হত্যা করেছে। লোকে বলছে ও নাকি ডেথ ইটারদের সাহায্য করতে চায়নি তাই...। ভাইটার বয়স খুব বেশি হলে পাঁচ বছর। বেচারি সেন্ট মাংগোস হাসপাতালে মারা গেছে। অনেক চেষ্টা করেও বাঁচানো যায়নি।

মারা গেছে? হ্যারি বললো। শুনেছি ওয়েরউলফরা মেরেফেলে না।

সব সময় মেরেফেলে না, রন ব্যথিত মনে বললো। শুনেছি একটা ওয়েরউলফ ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো।

সেই ওয়েরউলফের নামটা জানা গেছে? হ্যারি বললো।

ঠিক জানি না, তবে সবাই বলছে ওর নাম ফেনরির গ্রে ব্যাক, হারমিওন বললো।

আমি জানি, ও বেছে বেছে বাচ্চা ছেলেদের ধরে নিয়ে যায়, লুপিন আমাকে বলেছেন, হ্যারির চোখ রাগে লাল হয়ে গেলো।

হারমিওন হ্যারির দিকে বিবর্ণ মুখে তাকালো।

হ্যারি তোমার স্লাগহর্নের মেমরির কথা মনে আছে তো? হারমিওন বললো। ওটা পেলে ভোল্টেমর্টের শয়তানী বন্ধ করা যাবে... তাই তো আমার মনে হয়। যেসব পৈশাচিক বীভৎস ঘটনা ঘটছে তার উৎস ভোল্টেমর্টের শয়তানী।

হঠাৎ ক্যাসেলের উপরের ঘণ্টা বেজে উঠতেই রন হারমিওন লাফিয়ে উঠলো। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেলো।

ভয় পাচ্ছো কেন, তোমরা ভালোই করবে, ওরা একদল ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে অ্যাপারিসন টেস্টের জন্য এনট্রেন্স হলের দিকে চললো। গুড লাক হ্যারি বললো।

তোমাকেও, হ্যারি ডানজিওনের দিকে চললো হারমিওনের শুভেচ্ছা শোনার পর।

সেদিন পোশানের ক্লাসে মাত্র তিনজন ছিল হ্যারি, এরনি আর ড্রেকো ম্যালফয়।

তোমাদের তাহলে অ্যাপারেট করার বয়স হয়নি, স্লাগহর্ন হাসতে হাসতে বললেন। সতের হয়নি?

ওরা তিনজনেই তাদের মাথা নাড়লো।

খুব ভালো, স্লাগহর্ন আনন্দে বললেন। আজ আমরা সংখ্যায় কম... এসো একটু মজার কিছু করা যাক। তোমরা আমাকে চোলাই করে মজার পানীয় দেবে।

খুব ভালো হবে স্যার, এরনি ওর দুহাত ঘষতে ঘষতে মোসাহেবী সুরে বললো। ম্যালফয় গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। স্লাগহর্নের কথা শুনে হাসলো না,

মজার মানে স্যার, ম্যালফয় বিকৃত স্বরে বললো। ওহো, আমাকে চমকে দিলে, স্লাগহর্ন ওর কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বললেন।

ম্যালফয় নাখোশ মুখে অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং বইটা বের করলো। ও মোটেই ভাবেনি আজকের লেসনটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ হবে না।

হ্যারির বইয়ের ফাঁক থেকে ওর মুখ দেখে মনে হলো, স্লাগহর্নের ঘরে সময় অপচয় না করে ওর সেই রিকোয়ারমেন্টের ঘরে যাওয়া যেনো অনেক কাজের হতো।

ম্যালফয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হ্যারির মনে হলো, সত্যি কি ওর মুখ ফ্যাকাশে, অনেক রোগা হয়ে গেছে, গায়ের রং সামান্য ধূসর হয়ে গেছে। যা দেখছে, যা ভাবছে তার মধ্যে সত্য নেই... হয়তো টোংকসকে দেখে যা মনে হয়েছিলো তেমনই কল্পনা। এমনও হয়তো হতে পারে দিনের বেলায় ওকে দেখতে পায় না বলে এমন মনে হচ্ছে। তবে হোগার্টস এক্সপ্রেসে যেমন উদ্ধত চেহারা ছিলো, ভাবভঙ্গি ছিলো তেমন যেনো আর ওর মধ্যে নেই। মনে আছে হ্যারির, ম্যালফয় কড়া ও উদ্ধত স্বরে বলেছিলো ভোল্ডেমর্ট আমাকে যে বিশেষ কাজ করতে বলেছেন তা আমি যথার্থভাবে পালন করবো। তবে হ্যারির মনে কোনো সংশয় নেই ও যে কাজটা করতে চলেছে তা সে ভালভাবে করতে পারছে না।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে হ্যারি মনে মনে খুব খুশি হলো। ওর অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং বইটা খুলে হাফব্লাড প্রিন্সের বইতে অনেক কাটাকুটি করা অ্যান এলিকসার টু ইনডিউস ইউফোরিয়ার (ধাতুকে অন্যভাবে ইউফোরিয়াতে পরিণত করা) বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি খুব মন দিয়ে পড়তে পড়তে ওর মনে হলো, স্লাগহর্নের নির্দেশ ঠিক মতো পালন করতে (কথাটা ভাবতেই হ্যারির মন আনন্দে ভরে উঠলো) পারলে সেটা হাতে পেয়ে হয়তো খুশি হবেন যে হ্যারি যদি সেই সময়ে তার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে তাহলে হয়তো সেই মেমরির কিছুটা পেয়ে যেতে পারে।

বাঃ বাঃ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, হ্যারির বানানো কলড্রনে সূর্যালোকের মতো হলুদ পদার্থটা ঘণ্টা দেড়েক পরে দেখে ঘ্রাণ নিয়ে স্লাগহর্ন হাত ঘষতে ঘষতে বললেন। ইউফোরিয়া সন্দেহ নেই? গন্ধটা কি পাচ্ছি? হুম... মনে হয় তুমি সামান্য পিপারমেন্ট মিশিয়েছে... তাই কি? অপ্রচলিত, কিন্তু কি দারুণ অনুপ্রেরণা... হ্যারি। অবশ্যই এটা ব্যবহারে সামান্য প্রতিক্রিয়া হবে, বেশি গান গাওয়া, নাকে হেঁচকা টান... আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারছি না কোথা থেকে তোমার মাথায় এসব উদ্ভব হলো মাই বয়, যদি না...।

হ্যারি স্লাগহর্নের কথা শুনে হাফব্লাড প্রিন্সের বইটা ব্যাগের ভেতরে ভালোভাবে লুকিয়ে রাখলো।

আ... হাঃ হাঃ মনে হয় তোমার মায়ের গুণ তোমার মধ্যে ফুটে উঠছে। হ্যারি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, ও হ্যাঁ তাই হয়তো! এরনি আর ম্যালফয়ের বানানো পোশান দেখে স্লাগহর্ন একটুও খুশি হলেন।

ক্লাস শেষের ঘণ্টা বাজতেই ওরা একটুও দেরি না করে ক্লাসরুম ছেড়ে চলে গেলো।

স্যার, হ্যারি শুরু করতে যাবে; কিন্তু হ্যারির মনের স্বপ্ন পূর্ণ হলো না। স্লাগহর্ন ওর দিকে একবার তাকিয়ে, ঘরে একমাত্র হ্যারিকে দেখে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন।

হ্যারি বেপরোয়া হয়ে বলে উঠলো, প্রফেসর, প্রফেসর... আমার বানানো পোশান আপনি একটুও খাবেন না?

কিন্তু সেখানে আর স্লাগহর্ন নেই... চলে গেছেন। হ্যারি নিরাশ হয়ে কলড্রনটা খালি করে দিয়ে বইপত্র গুছিয়ে ডানজিওন ছেড়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে কমনরুমে চলে এলো।

বিকেলের দিকে রন, হারমিওন ফিরে এলো।

হ্যারি! প্রোর্টেট হোল দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে হারমিওন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, হ্যারি, আমি পাস করেছি।

বাঃ বাঃ চমৎকার, হ্যারি বললো। আর রন? রন–রন যথারীতি ফেল করেছে, হারমিওন চাপা গলায় বললো। রন পরাজিত সৈনিকের মতো ঘরে ঢুকলো। দারুণ হতাশ, বিষণ্ণও। অল্পের জন্য পরীক্ষক ওকে ফেল করিয়ে দিয়েছে। দারুণ খারাপ ভাগ্য ওর। তারপর বললো, স্লাগহর্নের ব্যাপার, কিছু হলো-টলো?

আনন্দের খবর নেই, হ্যারি বললো।

রন ওর পাশে বসলে বললো, দুর্ভাগ্য বন্ধু... যাকগে আসছে বার পাস করবে, তখন তুমি আর আমি একই সাথে পরীক্ষা দেবো।

রন মুখটা কালো করে বললো, দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে... মাত্র অল্পের জন্য পাস করতে পারলাম না।

আমি জানি, হারমিওন সান্ত্বনা দিলো। সত্যি খুবই কটু ব্যবহার করেছে।

ওরা তিনজনে ডিনার খেতে খেতে অ্যাপারিসন পরীক্ষকের মুণ্ডুপাত করলো। পরীক্ষকের মুণ্ডুপাত রনের ভালো লাগলো। তারপর ওরা স্লাগহর্নের সঙ্গে মেমরি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে খানিকটা সময় আলাপ আলোচনা করে কমনরুমে চলে এলো।

তো হ্যারি তুমি ফিলিক্স ফিলিসিস না আর কিছু ব্যবহার করবে ঠিক করলে? রন হ্যারির কাছে জানতে চাইলো।

হ্যারি বললো, মনে হয় সবটা খরচ না করে একটুখানি করা ভালো হবে। দুতিন ঘণ্টা কাজ করলেই চলবে, অ্যথা বারো ঘণ্টা করে লাভ নেই।

রন বললো, দারুণ জিনিস খাবার পর বুঝতে পারবে। খেলে মনে হবে তুমি কোনো অন্যায় কাজ করছে না, করতে পারো না।

হারমিওন হাসতে হাসতে বললো, এমনভাবে তুমি বললে যেনো ওটা তুমি আগে কখনো খেয়েছো।

খেয়েছি, কে বললে, খাইনি? এমনভাবে রন বললো যেন আগে ও খেয়েছে।

একটু পরে স্লাগহর্ন গ্রেট হলে ঢুকলেন। ওরা জানে স্লাগহর্ন অনেকটা সময় বসে খাবার খাবেন। ওরা জানে স্লাগহর্ন খাওয়া শেষ করে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত ওর অফিস ঘরে থাকবে যখন নিষিদ্ধ অরণ্যের বড় বড় গাছের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে তখন ওরা ঠিক করলো সময় হয়েছে। অফিস ঘরে যাবার আগে নেভিল, ডিন আর সিমাস কমনরুমে চলে গেলে ওরা ছেলেদের ডরমেটরিতে গেলো।

হ্যারি ট্রাঙ্ক খুলে চটপট মোজার মধ্যে লুকিয়ে রাখা ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে ওঠা ছোট বোতলটা বের করলো।

ব্যস, কাজ শুরু। কথাটা বলে খানিকটা তরল পদার্থ খুব সাবধানে মুখের ভেতর ঢেলে গিলে ফেললো।

হারমিওন হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, খেতে কেমন লাগলো?

হ্যারি প্রথমে কোনো জবাব দিলো না, চুপ করে বসে রইলো। একটু পরেই ওর মনে হলো, অভূতপূর্ব আত্মশক্তিতে চমৎকৃত হলো... সেই শক্তিতে জগৎ সংসারে হেন কোনো কঠিন কাজ নেই যা ও করতে পারবে না। স্লাগহর্নের কাছ থেকে মেমরি সংগ্রহ করা অতি তুচ্ছ ব্যাপার, যা ওর পক্ষে করা অসম্ভব নয়।

হ্যারি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো, মুখে হাসি, অদম্য আত্মবিশ্বাস!

দারুণ, ও বললো। সত্যি দারুণ... ঠিক আছে আমি হ্যাগ্রিডের কাছে চললাম।

হারমিওন বললো, না হ্যারি, না... তোমার স্লাগহর্নের কাছে যাওয়ার কথা মনে নেই?

না, হ্যারি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জোর দিয়ে বললো। আমার মন চাইছে। হ্যাগ্রিডের কাছে যেতে।

তোমার বিরাট এক মাকড়সার মৃতদেহের কাছে যেতে মন চাইছে? রন। হ্যারির দিকে তাকিয়ে বিহ্বল হয়ে বললো।

ঠিক ধরেছো, হ্যারি বললো ওর অদৃশ্য হবার ক্লোকটা টেনে নিয়ে। আমার মন বলছে আজ রাতে হ্যাগ্রিডের কাছে থাকা ঠিক হবে, আমি কি বলছি নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো?

রন, হারমিওন একসঙ্গে বললো, হ্যারি, না তুমি যেও না। ওদের মুখে চিন্তার ছাপ!

আমার মনে হয় ওর ওপর ফিলিক্স ফিলিসিসের প্রভাব পড়েছে। হারমিওন চিন্তিত হয়ে বললো বোতলটা হাতে নিয়ে। তুমি বোধহয় বেশি খেয়ে ফেলেছে। তোমার কাছে আরো একটা বোতল থাকার কথা... আমি ঠিক জানি না তুমি কি করেছো...।

পাগলামীর পূর্ব লক্ষণ! হ্যারি গায়ে অদৃশ্য হবার ক্লোকটা পরবার সময় রন বললো।

কথাটা শুনে হ্যারি হো হো করে হেসে উঠতেই ওরা ঘাবড়ে গেলো।

তোমরা আমার ওপর আস্থা রাখো, আমি জানি, আমি কি করছি। ও দৃঢ় পদক্ষেপে দরজার কাছে গেলো। ফিলিক্স খেলে এমন হয়।

হ্যারি অদৃশ্য হবার ক্লোকটা পরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলো। রন, হারমিওন দ্রুত পায়ে ওর পিছু পিছু গেলো। ওরা হ্যারিকে কেমন করে দেখবে?

অদৃশ্য ক্লোক পরে ওতো অদৃশ্য।

যেখানে অদৃশ্যমান হ্যারি, রন আর হারমিওন দাঁড়িয়েছিলো সেদিকে তাকিয়ে ল্যাভেন্ডার ব্রাউন রনকে বললো, ওর (হারমিওন) সঙ্গে তুমি কি করছো শুনি!

হ্যারি যেতে যেতে রনের পালিয়ে যাবার পদশব্দ শুনতে পেলো। হ্যারি দীর্ঘ পদক্ষেপে ক্যাসেলের সিঁড়ি ধরে নিচে নামতে লাগলো।

বাধাবিঘ্নহীন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওর মনে হলো হোগার্টসে ওর মতো সুখী আর ভাগ্যবান কেউ নেই।

হাগ্রিডের কাছে ও কেন যাচ্ছে, যাওয়াটা সঠিক কিনা তা ও জানে না। প্রতিটি সিঁড়ির ধাপেতে পদক্ষেপের সাথে সাথে সামনের তিনটে ধাপে আলো জ্বলে উঠে অন্ধকার কাটিয়ে দিচ্ছে, সবকিছুই যেনো পোশান নিয়ন্ত্রিত করছে। বুঝতে পারছে

ও শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে... জানে না স্লাগহর্ন কোথায় এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাহলেও তিনি থাকুন বা নাই থাকুন মেমরি পেতে ও সঠিক পথে চলেছে এইটুকু জানে। ও এনট্রেন্স হলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলো দরজায় তালা নেই। খুব সম্ভব ফিলচ তালা দিতে ভুলে গেছে। আনন্দে অধীর হয়ে হ্যারি বন্ধ দরজাটা খুলতেই নাকে এলো তাজা সবুজ ঘাসের গন্ধ মিশ্রিত হাওয়া। ও প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলো। সূর্যের শেষ আলো পড়া মাঠে পা দেবার আগে এক মুহূর্ত দাঁড়ালো।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দেবার আগে ওর মনে হয়েছিলো হ্যাগ্রিডের বাড়িতে যাবার পথে সবুজ ঘাস আর শস্য ক্ষেত্র পদদলিত করে যাবার আনন্দ। ও জানে সেই পথে হাঁটা সঠিক নয়, অন্য পথ আছে; কিন্তু মেঠো পথেই ও যাবে। কিন্তু একটু এগিয়ে গিয়ে

প্রফেসর সুস্লাগহর্নকে স্প্রাউটের সঙ্গে কথা বলতে দেখে একটুও আশ্চর্য হলো না। হ্যারি চট করে একটা পাথরের দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগলো।

আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম, সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ, পমোনা, স্লাগহর্ন বিনীতভাবে বললেন। অনেক বড়ো বড়ো বিজ্ঞজন আছেন তারা আমার সঙ্গে অবশ্যই একমত হবেন যে সন্ধ্যায় প্ল্যান্টস তুললে খুব কার্যকরী হয়।

অবশ্যই, অবশ্যই আপনার সঙ্গে আমার দ্বিমত নেই, প্রফেসর স্প্রাউট বললেন, আপনার প্রয়োজন মতো আপনি নিন।

যথেষ্ট, যথেষ্ট, প্রফেসর স্লাগহর্ন বললেন। হ্যারি দেয়ালের আড়াল থেকে দেখলো স্লাগহর্ন একহাতে যতোটা নেয়া সম্ভব ততোটা লতা নিয়েছেন। এগুলো বর্ষের ছাত্রদের প্রয়োজন হবে, একটু বেশি নিলাম–কাজ করার সময় অনেক ছেলে-মেয়ে অপচয় করে ফেলে তখন দরকার হয়। আপনার উপকারের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। চলি... শুভসন্ধ্যা।

প্রফেসর স্প্রাউট অন্ধকার রাস্তা ধরে গ্রীন হাউজের দিকে হাঁটতে লাগলেন। স্লাগহর্ন যেখানে হ্যারি দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল সেইদিকে চললেন।

হ্যারি আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইলো না। গা থেকে অদৃশ্য হবার ক্লোকটা খুলে স্লাগহর্নের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, শুভসন্ধ্যা প্রফেসর।

প্রফেসর স্লাগহর্ন চিন্তিত মুখে ক্যাসেলের দিকে যাচ্ছিলেন, আচমকা হ্যারির কথা শুনে থমকে দাঁড়ালেন। হ্যারিকে দেখে বললেন, হ্যারি? আরে তুমিতো আমার পিলে চমকে দিয়েছো হে! তা অসময়ে তুমি ক্যাসেলের বাইরে এলে কেমন করে?

হ্যারি হাসতে হাসতে বললো, ফিলচ দরজায় তালা দিতে ভুলে গেছে। হ্যারি স্লাগহর্নের গোমড়া মুখ দেখে খুব খুশি হলো।

প্রফেসর স্লাগহর্ন বললেন, তাই? ইদানিং লক্ষ্য করছি ফিলচ দরজায় তালা লাগানোর চাইতে জঞ্জাল কুড়োতে বেশি মনোযোগ দিয়েছে... রিপোর্ট করতে হবে দেখছি। কিন্তু কিছু মনে করো না... তা তুমি এখানে?

ওয়েল স্যার, হ্যাগ্রিডের জন্য। হ্যারির মনে হলো যা সত্য সেটাই বলা উচিত। ও খুবই বিচলিত স্যার, আশাকরি আপনি কথাটা কাউকে বলবেন না, প্রফেসর? আমি তাকে বিপদে ফেলতে চাই না।

হ্যারির কথা শুনে স্লাগহর্নের কৌতুহল বাড়লো বই কমলো না।

আমি তোমাকে কথা দিতে পারি না, স্লাগহর্ন শুষ্কভাবে বললেন। তবে আমি শুনেছি, ডাম্বলডোর হ্যাগ্রিডকে খুবই বিশ্বাসের পাত্র মনে করেন, তাই মনে হয় ও কোনো মারাত্মক কিছু কাজ করতে পারে না।

স্যার ওর সেই বিরাট দৈত্যের মতো মাকড়সাটা জঙ্গলে থাকতো অনেক বছর... ও কথাটথা বলতে পারতো।

আমি শুনেছি জঙ্গলের মধ্যে অনেক অ্যাক্রোমেলা থাকে, স্লাগহর্ন নরমসুরে জঙ্গলের কালো কালো গাছের দিকে তাকিয়ে বললেন। তাহলে কথাটা সত্যি?

হ্যাঁ স্যার, হ্যারি বললো। তবে স্যার ওটা অ্যারাগগ... হ্যাগ্রিডই ওকে প্রথম পেয়েছিলেন। গত রাতে মারা গেছে, খুবই ভেঙে পড়েছেন হ্যাগ্রিড। ওকে কবর দেবার সময় আমি যেন উনার পাশে থাকি সে অনরোধ উনি আমাকে করেছেন... আমি বলেছি যে, আমি যাবো।

খুবই বেদনাদায়ক, অশ্রুভরা বড়ো বড়ো চোখে জঙ্গলে হ্যাগ্রিডের কেবিনের দিকে তাকিয়ে থেকে স্লাগহর্ন বললেন। ওদের ভেনস গেরলা খুবই মূল্যবান। যদি ওই বন্যপ্রাণীটা সবেমাত্র মারা যায় তো ওর গরল এখনো শুকিয়ে যায়নি মনে হয়। যদি হ্যাগ্রিড রাজি হয় এবং কিছু মনে না করে ও ব্যথিত না হয় তাহলে আমরা অ্যারাগগের গরলটা সংগ্রহ করতে পারি। বনের মধ্যে থাকা জীবন্ত অ্যাক্রোমেলার গরল সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার।

স্লাগহর্নের দৃষ্টি আর কথা শুনে হ্যারির মনে হলো কথাগুলো উনি হ্যারিকে বলছেন না নিজেকে বলছেন।

মৃত অ্যাক্রোমেলার কাছ থেকে ওটা সংগ্রহ না করা আমার মতে নিদারুণ এক অপচয়, এক পাইটের (কুড়ি আউন্স) দাম একশ গ্যালিয়ন... সত্যি কথা বলতে কি আমার বেতনও অতোটা নয়।

হ্যারি কথাটা শুনে বুঝতে পেরে বললো কি করার আছে?

হ্যারি অনেক ভেবে চিন্তে ইতস্তত করে বললো, প্রফেসর আপনি যদি ওখানে আমার সঙ্গে যান তাহলে হ্যাগ্রিড খুব খুশি হবেন, অ্যারাগগকে খুব ভালোভাবে শেষ বিদায় দেবেন, বুঝতেই পারছেন একা মানুষ।

হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই যাবো। কথাটা বলতে বলতে স্লাগহর্নের দুচোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করে উঠলো। তুমি যাও, আমি একটা বা দুটো বোতল নিয়ে ওখানে যাচ্ছি, বেচারা অ্যারাগগের স্বাস্থ্যের জন্য নয়, ওকে ভালোভাবে বিদায় জানাবার জন্য...। ওখানে যেয়ে আমার দৈনন্দিন প্রচলিত জীবন থেকে কিছুটা ভিন্নতা আনতে চাই।

কথাটা বলে স্লাগহর্ন হন হন করে ক্যাসেলে চলে গেলেন! হ্যারি মনে মনে খুব খুশি হয়ে হ্যাগ্রিডের কেবিনের দিকে এগোতে লাগলো।

তুমি এসে গেছো? হ্যাগ্রিড ওকে দেখে খুশি হয়ে বললো। হ্যারি ওর কেবিনে ঢুকেই অদৃশ্য হবার ক্লোক খুলে ফেলেছে বলে হ্যাগ্রিডের ওকে দেখতে অসুবিধে হলো না।

রন আর হারমিওন আসতে পারলো না, তার জন্য ওদের খুব খারাপ লেগেছে। হ্যারি বললো।

তাতে কি হয়েছে হ্যারি, তুমি এসেছো, আমার খুব ভালো লাগছে। হ্যারি দেখলো হ্যাগ্রিড শোক প্রকাশের জন্য হাতে একটা কালো ফিতা বেঁধেছেন। দেখে মনে হয় একটা ছেঁড়া কাপড় কারো জুতোর কালি দিয়ে কালো করেছেন। কথা বলতে বলতে ফেঁপাচ্ছেন, মাঝে মাঝে চোখ মুছছেন। হ্যারি সান্ত্বনা দেবার জন্য হ্যাগ্রিডের কনুইতে হাত বুলালো। এর বেশি ওর হাত পৌঁছোলো না।

আমরা কোথায় ওকে কবর দেবো? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো। জঙ্গলে?

না, তাতো করতে পারবো না, জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছলেন হ্যাগ্রিড। অরণ্যের মাকড়সারা বাধা দেবে। জানোইতো ওকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি ওর মৃতদেহ অরণ্যে কবর দিতে গেলে ওরা আমাকেও খেয়ে ফেলবে। বলো হ্যারি কতো দুঃখের ব্যাপার!

হ্যারির অতীতের দুঃখজনক ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো। ওর আর রনের অ্যাক্রোমেন্টুলাদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই। সেই ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে অ্যারাগগ ওদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলো, হ্যাগ্রিডেরও। অ্যারাগগ না থাকলে ওরা হ্যাগ্রিডকে খেয়ে ফেলতো।

তোমরা বিশ্বাস করবে না কতো কষ্ট করে আমি অ্যারাগগের মৃতদেহ অরণ্য থেকে নিয়ে এসেছি। তুমিতো জানো ওরা তাদের কেউ মারা গেলে তার মৃতদেহ খায়। আমি ওকে ভালোভাবে সুন্দর করে কবর দিতে চাই।

কথাগুলো বলতে বলতে হ্যাগ্রিড আবার হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলেন। হ্যারি আবার কনুইয়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। (ওর মনে হলো পোশান ঠিকমতো কাজ করছে, যা কিছু করার দেরি না করে করা দরকার।

একটু আগে আপনার কাছে আসার সময় আমার প্রফেসর স্লাগহর্নের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো হ্যাগ্রিড।

ওহহ... ক্যাসেলের বাইরে আসার জন্যে তুমি তো বিপদে পড়বে না হ্যারি? ওহো হো... আমার দোষে তুমি হয়তো শাস্তি পাবে।

না না কোনো চিন্তার ব্যাপার নয়। স্লাগহর্ন যখন শুনলেন আমি আপনার কাছে অ্যারাগগের কবর দেবার ব্যাপারে যাচ্ছি, তখন নিজে থেকেই বললেন, তুমি যাও, আমি যাচ্ছি ওখানে। অ্যারাগগের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটু ড্রিঙ্ক করার জন্য উনি দুএকটা ড্রিঙ্কের বোতল সঙ্গে আনতে পারেন।

স্লাগহর্ন বলেছেন এই কথা? হ্যাগ্রিড শুধু আশ্চর্য নয় স্পর্শকাতর হয়ে পড়লেন।

আমি ভাবতেই পারছি না স্লাগহর্ন এতো উদার হতে পারেন। তোমায় শাস্তি দিয়ে আমার দুঃখে সহানুভূতি জানাতে আসছেন... মনে হয় উনি আমার অ্যারাগগকে খুব ভালোবাসতেন।

হ্যারি জানে স্লাগহর্নের মনের কথা। অ্যারাগগের মৃতদেহ দেখার জন্য ও হ্যাগ্রিডের পিছনের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শিউরে উঠলো। দেখলো অ্যারাগগের বীভৎস মৃতদেহ! মাকড়সা চিৎপটাং হয়ে শুয়ে রয়েছে... ওর সবকটা পা কুঁকড়ে জড়িয়ে গেছে।

ও বললো, হ্যাগ্রিড ওকে কি আমরা আপনার বাগানে কবর দেবো?

ভাবছিলাম পামকিন গাছের তলায়, হ্যাগ্রিড বললেন কাদো কাঁদো গলায়, আমি আগেই ওর কবর খুঁড়ে রেখেছি, কবর দেবার পর ওর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কিছু ভালো ভালো কথা বলবো।

বলতে বলতে হ্যাগ্রিড আবার ফুঁপিয়ে উঠলেন, ঠিক সেই সময় তার দরজায় কেউ নক করলো। হ্যাগ্রিড দরজাটা খুলতেই হ্যারি দেখলো স্লাগহর্ন এসেছেন। হাতে তার কয়েকটা বোতল। পরনে পুরনো আমলের কালো গলাবন্ধ কোট।

হ্যাগ্রিড, গভীর দুঃখভরা কণ্ঠে বললেন, স্লাগহর্ন। তোমার অ্যারাগগের মৃত্যুর জন্য আমি খুবই দুঃখিত।

আপনি অতি মহানুভব, হ্যাগ্রিড বললেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। তাছাড়া নিয়ম ভেঙে এখানে আসার জন্য হ্যারি কোনো ডিটেনসন দিচ্ছেন না তার জন্যও ধন্যবাদ।

এ কথা আমার মনেও আসেনি স্বপ্নেও ভাবিনি, স্লাগহর্ন বললেন। বড়ই দুঃখের রাত্রি, দুঃখের রাত্রি, সেই হতভাগ্য জটি কোথায়?

ওদিকে রয়েছে, হ্যাগ্রিড কম্পিত গলায় বললো। তাহলে... তাহলে আমরা ওর শেষকৃত্য শুরু করতে পারি?

তিনজনে একই সঙ্গে হ্যাগ্রিডের কেবিনের পেছনের বাগানে গেলেন। গাছের ফাঁক থেকে হালকা চাঁদের আলো বাগানে পড়ছে। চাঁদের আলোর সঙ্গে হ্যাগ্রিডের জানালা দিয়ে আলো এসে অ্যারাগগের মৃতদেহের ওপর পড়েছে। ওর মৃতদেহের পাশে সদ্য কবর খোঁড়ার মাটি প্রায় দশ ফিট উঁচু হয়ে জমে রয়েছে।

মাকড়সার মাথার কাছে স্লাগহর্ন গিয়ে বললেন, অতি উৎকৃষ্ট! ওর আটটি দুধের মতো সাদা চোখ আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ভাসাভাসাভাবে। দুটি বিরাট আঁকাবাঁকা সাঁড়াশি সদৃশ হাত চাঁদের আলোতে স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে।

স্লাগহর্ন নিচু হয়ে বসার সময় এমনভাবে বসেছেন যেন ওর লোমশ হাতটা পরীক্ষা করছেন।

স্লাগহর্নের পিছনে দাঁড়িয়েছিলো হ্যাগ্রিড। ও কাঁদতে কাঁদতে বললো, ওর সুন্দর দুটি হাত অনেকেই প্রশংসা না করে পারবে না। আমি আগে বুঝিনি অ্যারাগগের মতো মাকড়সাকে আপনি এতো পছন্দ করেন।

অবশ্যই, অবশ্যই... আমি খুবই পছন্দ করি। স্লাগহর্ন মৃতদেহ থেকে সামান্য সরে এসে বললেন। হ্যারি সেই সময় দেখতে পেলো স্লাগহর্নের হাতের বোতলটা তার ক্লোকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। স্লাগহর্ন কি করছেন হ্যাগ্রিডেরও চোখে পড়লো না। ও তখন হাপুস নয়নে কেঁদে চলেছে। তাহলে এখন ওকে কবর দেওয়া যাক।

হ্যাগ্রিড একাই সেই বিরাট দেহটা দশ ফিট গর্তের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিতেই প্রচণ্ড এক পতনের শব্দ হলো। হ্যাগ্রিড আবার কাঁদতে শুরু করলেন।

তুমি ওকে খুবই ভালোবাসতে তাই ওর মৃত্যু তোমার সহ্য করা খুবই কঠিন, স্লাগহর্ন হ্যাগ্রিডকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন। স্লাগহর্নের হাতও হ্যাগ্রিডের কনুই পর্যন্ত পৌঁছলো।

হ্যাগ্রিড তখনো কেঁদে চলেছে। স্লাগহর্ন বললেন, তাহলে... কি বলো আমি, জি একটা কথা বললে কেমন হয়?

হ্যারির বুঝতে বাকি রইলো না স্লাগহর্ন, অ্যারাগগের বেশ ভালো রকমের গরল সংগ্রহ করতে পেরেছেন...। স্লাগহর্নের মুখে কপট হাসি। হ্যাগ্রিডের মুখের দিকে তাকিয়ে কবরের ধারে গিয়ে খুব ধীরে এবং মর্মস্পর্শী গলায় বললেন, অ্যারাগগ তুমি আমার বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ করো, আর্কনিডসদের রাজা, তোমার বিস্তৃত জীবনের ভালোবাসা, যারা তোমাকে জানতো তারা কোনদিনই ভুলবে না! তোমার দেহ একদিন মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, তোমার আশা, তোমার ওই অরণ্যের মধ্যে হাজার হাজার বুনট জালের (মাকড়সার) গৃহে চির জাগরুক হয়ে থাকবে।

তোমার বহু চোখবিশিষ্ট বংশধরেরা এবং মানুষ বন্ধুরা তোমাকে চিরতরে হারানোর ক্ষতি যেনো বহন করার শক্তি অর্জন করে।

হ্যাগ্রিড অ্যারাগগের কবরের ওপর শুয়ে পড়ে আকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে বললো, সুন্দর... সুন্দর...!

স্লাগহর্ন হাত তুলে বললেন, আর নয়, আর নয় হ্যাগ্রিড! হ্যাগ্রিডের বিরাট দেহের চাপে সদ্য মাটি দেওয়া কবর খানিকটা বসে গেলো, আর চারপাশ থেকে মাটি বাইরে ছড়িয়ে পড়লো। স্লাগহর্ন, হ্যাগ্রিডের পিঠে হাত দিয়ে বললো, চলো, তোমার কেবিনে, সামান্য পান করা যাক। হ্যারি তুমিও এসো।

ওরা হ্যাগ্রিডকে টেবিলের কাছে একটা চেয়ারে বসালো। ফ্যাংগ কবর দেবার সময় ওর খাঁচাতে বন্দি ছিলো, বাইরে বেরোবার জন্য ছটফট করছিলো। ছাড়া পেয়ে লাফাতে

লাফাতে হ্যাগ্রিডের কাছে এসে ওর ভারি মাথাটা হ্যাগ্রিডের কোলে চাপিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। স্লাগহর্ন একটা বোতলের ছিপি খুললেন।

বোতল থেকে প্রায় সবটা মদ হ্যাগ্রিডের বালতির মতো মগে ঢেলে হ্যারিকে বললেন, এতে বিষ নেই, পরীক্ষা করে নিয়ে এসেছি হ্যারি, মগটা হ্যাগ্রিডের হাতে দিলেন। তোমার বন্ধু রূপার্টের মতো অবস্থা হবে না হ্যারি। প্রতিটি বোতল আমি এলফদের দিয়ে পরীক্ষা করে নিয়ে এসেছি।

মদে বিষ আছে কি নেই এলফদের খাইয়ে পরীক্ষা করে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন স্লাগহর্ন! হারমিওন জানতে পারলে রক্ষে নেই।

স্লাগহর্ন তারপর অন্য একটা বোতল তুলে তার অর্ধেকটা হ্যারির একটা মগে, বাকিটা অন্য মগে রেখে বললেন, এটা হ্যারির... অন্যটা আমার। তারপর নিজের মগটা তুলে বললেন, অ্যারাগগের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

হ্যারি আর হ্যাগ্রিড এক সঙ্গে বললো, অ্যারাগগ।

স্লাগহর্ন আর হ্যাগ্রিড বড়ো দেখে একটা চুমুক দিলেন। হ্যারি আসার আগে ফিলিক্স ফিলিসিস খেয়ে এসেছে, তাই জানে স্লাগহর্নের দেওয়া ড্রিঙ্ক খাওয়া ঠিক হবে না। তাই এক চুমুক দিয়েও সেইরকম ভান করে বাকি মদটা টেবিলের আড়ালে চুপিসারে রেখে দিলো।

হ্যাগ্রিড মদ খেতে খেতে অ্যারাগগের জন্মবৃত্তান্ত গরগর করে বলে যেতে লাগলো, স্লাগহর্নও শুনতে লাগলেন। শুনতে শুনতে বললেন, খুবই মিষ্টি কাহিনী।

স্কুলের একটা আলমারির তাকে ওকে রাখতাম... শেষে...। বলতে বলতে হ্যাগ্রিডের মুখটা কালো হয়ে গেলো। হ্যারি জানে পরবর্তী ঘটনা, টম রিডিল মতলব করে হ্যাগ্রিডকে স্কুল থেকে বার করে দিয়েছিলো। বলেছিলো, চেম্বার অফ সিক্রেটস খোলার জন্য একমাত্র হ্যাগ্রিড দোষী! স্লাগহর্নকে দেখে হ্যারির মনে হলো তিনি হ্যাগ্রিডের কথা শুনছেন না। তার মনোযোগ তখন সিলিং থেকে ঝুলিয়ে রাখা কয়েকটি পিতলের গামলার দিকে। গামলা থেকে একগুচ্ছ লম্বা লম্বা সাদা চুল বেরিয়ে রয়েছে।

স্লাগহর্ন দেখতে দেখতে বললেন, ইউনিকর্নের চুল–তাই না?

হ্যাগ্রিড উদাসীনভাবে বললো, ও হা, ওদের ল্যাজ থেকে টেনে আনা হয়েছে... অরণ্য থেকে ওদের ধরে সংগ্রহ করে আনা... আপনিতো বুঝতেই পারছেন।

কিন্তু তুমি কি ওগুলোর মূল্য জানো?

কোনো জন্তু আঘাত পেলে ওগুলো আমি ব্যান্ডেজ হিসেবে ব্যবহার করি, হ্যাগ্রিড বললেন। খুবই শক্ত... কাজের জিনিস।

স্লাগহর্নের চতুর চোখ হ্যাগ্রিডের কেবিনের চারদিকে ঘুরতে লাগলো। হ্যারি। পরিষ্কার বুঝতে পারলো স্লাগহর্ন, হ্যাগ্রিডকে ক্রিস্টাল আনারসের টুকরো, ভেলভেট স্মোকিং জ্যাকেট আর ওক-ম্যাচিয়োর্ড মিড দিয়ে বিনিময়ে তার মনমতো জিনিস সংগ্রহ করতে চান।

স্লাগহর্ন নিজের আর হ্যাগ্রিডের মদের মগ ভর্তি করলেন তারপর অরন্যের জন্তু-জানোয়ারদের আর হ্যাগ্রিড তাদের কেমন করে দেখভাল করেন সে বিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন। হ্যাগ্রিডও দামী মদের নেশায় ও স্লাগহর্নের দরদী কথাবার্তায় সব প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন।

দ্য ফিলিক্স ফিলিসিস সেই সময় হ্যারিকে সামান্য ধাক্কা দিয়ে সচকিত করে দিলো। ও দেখলো স্লাগহর্ন যে পরিমাণ ড্রিঙ্কস এনেছিলেন তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হ্যারি তখনো পর্যন্ত জাদুমন্ত্র জোরে জোরে বলে, রিফিলিং চার্ম আনতে পারেনি; কিন্তু সেই রাতে সেটা করতে পারবে না, ভাবনাটা হাস্যকর মনে হলো। হ্যারি নিজের অক্ষমতার জন্য মনে মনে হাসলো, স্লাগহর্ন বা হ্যাগ্রিড দুজনের মধ্যে একজনও সেটা লক্ষ্য করলেন না। (ওরা তখন ড্রাগনের ডিম বেআইনীভাবে ক্রয় বিক্রয় নিয়ে আলোচনায় মশগুল)। ও তখন টেবিলের তলায় রাখা শূন্য বোতলের দিকে ওর ম্যাজিক ওয়ান্ড দিয়ে স্পর্শ করলো তখনই শূন্য বোতলগুলো, ভর্তি হতে শুরু হলো। তারপর ওরা ডাম্বলডোর, হোগার্টস আর এলফদের প্রতি মদ্যপানের স্বাস্থ্য কামনা শুরু করলেন।

প্রায় চৌদ্দ বালতি ওয়াইন গলাধকরণের পর হ্যাগ্রিড বললেন, হ্যারি পটার।

হ্যাঁ, যথার্থ, স্লাগহর্ন উচ্চস্বরে বললেন। প্যারি পটার (হ্যারি পটার) দ্য চুজেন বস হ্যাঁ, ওইরকম গোছের নাম, স্লাগহর্ন তোতলালেন, তারপর হাতে ধরা মগটা নিঃশেষ করলেন।

তার কিছুক্ষণ পর, হ্যাগ্রিড আবার অশ্রুনয়নে সমস্ত ইউনিকর্নের ল্যাজটা স্লাগহর্নকে দেন। স্লাগহর্ন সেগুলো পকেটস্থ করে বললেন, বন্ধুত্বের প্রতি, মহানুভবতার প্রতি! একটি চুলের জন্য দশ গ্যালিয়ন!

পরক্ষণেই হ্যারি দেখলো হ্যাগ্রিড আর স্লাগহর্ন পাশাপাশি বসে পরস্পরের গলা জড়িয়ে বসে গুণ গুণ করে গান গাইছেন, এতো মৃদুস্বরে যে শোনাই যায় না। অতি দুঃখের গান ওডো নামে এক মৃত্যুপথযাত্রী জাদুকরের।

আহা, অল্প বয়সে ও চলে গেলো, হ্যাগ্রিড গাইলেন সামনের টেবিলটায় টোকা মারতে মারতে, চোখ দুটো তার টেরা হয়ে গেছে। ওদিকে স্লাগহর্ন গলা কাঁপিয়ে গাইতে শুরু করেছেন

আমার বাবার তো যাবার সময় হয়নি, সময় হয়নি,

তোমার বাবা-মায়ের, হ্যারি...। হ্যাগ্রিডের কোঁচকানো দুচোখের কোণা থেকে বেরিয়ে আসছে মোটা মোটা চোখের জল, হঠাৎ তিনি হ্যারির একটা হাত চেপে ধরে করমর্দন করলেন। কতো ছোট বয়সে জাদুকর জাদুকরী এতো মর্মান্তিক... মর্মান্তিক...।

স্লাগহর্ন তারই সঙ্গে বিলাপ করতে লাগলেন।

অতি মর্মান্তিক, হ্যাগ্রিড ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কথাটা বলেই স্লাগহর্নের কাঁধে তার বিরাট মাথাটা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন... নাক ডাকতে লাগলেন।

দুঃখিত, স্লাগহর্ন বললেন, হেঁচকি তুলতে তুলতে। আমি যে ওর বিরাট মাথার চাপে দমবন্ধ হয়ে শেষ হয়ে যাবো।

হ্যারি ধীর স্থিরভাবে বললো, হ্যাগ্রিড কিন্তু আপনার গান নিয়ে কিছু বলেননি... বলছিলেন, আমার বাবা-মা প্রসঙ্গে।

ও হো হো স্লাগহর্ন খুব বড়ো দেখে একটা সেঁকুর তুলতে গিয়ে চেপে রাখলেন।

হা হা ঠিকই বলেছো, সত্যি... সত্যি বড়োই মর্মান্তিক! কথাটা হঠাৎ শেষ করলেন, পরে কি বলবেন যেনো ভেবে পেলেন না। আবার বোতল থেকে দুটো মগে মদ ঢাললেন।

তারপরই আচমকা বললেন, আমি বলতে পারছি না। মনে হয় তুমিও ঘটনাটা জানো না হ্যারি?

না, জানবো কেমন করে, আমার বয়স তো তখন সবে এক বছর, হ্যারি বললো। তখন হ্যাগ্রিডের প্রবল নাসিকা গর্জনের ঠেলায় ঘরের মোমবাতি নিভু নিভু। তবে আমি অনেকের কাছে শুনেছি, শুনেছি... আমার বাবা প্রথমে মারা যান, তারপরে কি হয়েছিলো আপনি জানেন?

না আমি কেমন করে জানবো... কিছুই জানি না, স্লাগহর্ন চাপা গলায় বললেন।

আমি শুনেছি... ভোল্ডেমর্ট প্রথমে আমার বাবাকে হত্যা করে, তারপর বাবার মৃতদেহটা মার দিকে ফেলে দেয়, হ্যারি বললো।

কথাটা শুনে স্লাগহর্ন ভীষণ জোরে কেঁপে উঠলেন; কিন্তু তার দৃষ্টি রইলো হ্যারির মুখের দিকে।

তারপর ও আমার মাকে পথ থেকে সরে যেতে বলেছিলো, হ্যারি ব্যাথিত চিত্তে বললো। ও আমাকে বলেছিলো মাকে হত্যা করার ওর ইচ্ছে ছিলো না, আমাকে হত্যা করতে চায়, মা ইচ্ছে করলে পালিয়ে যেতে পারতেন।

স্লাগহর্ন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সত্যি বড়ো মর্মান্তিক, লিলি হয়তো নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য পালাতে পারতো, উঃ কি নির্মম হত্যা।

হ্যাঁ, নির্মম হত্যাকাণ্ড! হ্যারি এতো আস্তে বললো যে শুনতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মা আমাকে ছেড়ে তো নিজের প্রাণের জন্য পালাতে পারেন না। মা নড়লেন

না, একদিকে বাবার মৃতদেহ, অন্যদিকে আমার প্রাণ। ভোল্ডেমর্টের কাছে আমার প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলেন, কথাটা শুনে ভোল্ডেমর্ট শুধু হেসেছিলো।

আর বলো না, হ্যারি! একটা কাঁপা কাঁপা হাত তুলে হ্যারিকে বলতে নিষেধ করলেন। অনেক অনেক নৃশংস হত্যা, নিষ্ঠুর নির্মম কাহিনী শুনলাম আমার প্রিয় হ্যারি, আমি অতি বৃদ্ধ মানুষ, আমি আর শুনতে চাই না, আমায় আর তুমি শুনিওনা।

আমার এখন এসব বলা ঠিক হয়নি, হ্যারি মিথ্যে বললো। ফিলিক্স ফিলিসিস ওকে আরো সাহস দিলো, আপনি তো আমার মাকে খুব পছন্দ করতেন, স্নেহ করতেন।

কি বললে পছন্দ করতাম? স্লাগহর্ন বললেন, ওর দুচোখ জলে ভরে গেলো! তোমার মার সঙ্গে যে মিশেছে, যারা চিনতো তারা সকলেই ওকে পছন্দ করতো।

অত্যন্ত সাহসী, সদা হাস্যময়ী। নৃশংস ঘটনা ছিল সেটি।

আপনি তার পুত্রকে সাহায্য করবেন না? হ্যারি বললো। মা আমার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন আর আপনি আমাকে মেমরি দেবেন না

হ্যাগ্রিডের নাসিকা গর্জন সমস্ত কেবিনটা কাঁপিয়ে তুলেছে। হ্যারি স্লাগহর্নের অশ্রুভরা দুচোখের দিকে অবিচল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। পোশান, মাস্টার তখন আর যেনো তাকাতে পারছেন না!

অমন কথা আর বলল না হ্যারি, চাপা গলায় স্লাগহর্ন বললেন। না দেওয়ার প্রশ্ন নয়, যদি তাতে তোমার উপকার হয় তাহলে অবশ্যই দেবো, কিন্তু এখন সেটা নিয়ে তোমার কি সুবিধে হবে, কি করবে সেটা নিয়ে?

হ্যাঁ, আমার সাহায্য হবে, হ্যারি পরিস্কার কণ্ঠে বললো। ডাম্বলডোর তথ্য চান, আমিও চাই।

হ্যারি জানে ওর কোনো ক্ষতির আশংকা নেই। ফিলিক্স ওকে ভেতর থেকে জানিয়ে দিচ্ছে তার আগামীকাল সকালে কিছুতেই আজ রাতের কথা মনে থাকবে না। আবার ও স্লাগহর্নের মুখের দিকে তাকিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে মাথাটা নোয়ালো।

আমি চুজেন ওয়ান, আমি তাকে হত্যা করবো, করতেই হবে, আমার ওকে হত্যা করার জন্য সেই মেমরিটা দরকার।

কথাটা শুনে স্লাগহর্নের মুখটা আরো বেশি ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। চকমকে কপালটা ঘামে ভিজে আরো চকচক করতে লাগলো।

তুমি তাহলে চুজেন ওয়ান? অবশ্যই আমি, হ্যারি শান্তভাবে বললো।

কিন্তু তাহলে, আমার অতি স্নেহের পাত্র, আমার কাছ থেকে তুমি যে অনেক চাইছো, তুমি ধ্বংস করার জন্য নয়, আসলে তুমি সেই কাজের সাহায্যকারী হিসেবে চাইছো।

আপনি কী সেই শয়তান জাদুকর যে লিলি ইভান্সকে হত্যা করেছিলো তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চান না?

হ্যারি, হ্যারি অবশ্যই আমি চাই, কিন্তু...।

আপনি তাহলে ভয় পাচ্ছেন? ও আপনাকে আমাকে শায়েস্তা করার জন্য আপনাকে খুঁজে বেড়াবে... তার ভয়?

স্লাগহর্ন নীরব রইলেন। চোখে মুখে তার অব্যক্ত আতঙ্ক! আমার মায়ের মতো আপনি সাহসী হোন, প্রফেসর।

হ্যারির কথাটা শুনে স্লাগহর্ন তার কুঞ্চিত, ঝুলেপড়া চামড়ায় মোড়া কম্পিত হাতের আঙ্গুলগুলো মুখে চাপা দিলেন। তার মুখ দেখে মনে হয় হঠাৎ এক শিশু যেনো, শুধু বড় আকার ধারণ করেছে।

আমি গর্বিত নই, স্লাগহর্ন আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে, ফিস ফিস করে বললেন, আমি একটু লজ্জিত নই, যা মেমরি দেখাবে... আ... আ... আমার মনে হয় সেদিন আমি অনেক ক্ষতি করেছিলাম।

হ্যারি বললো, মেমরিটা যদি আপনি আমাকে দেন তাহলে সে পাপ মোচন করতে পারবেন। শুধু তাই নয় জাদুকরদের ইতিহাসে আপনার নাম অতি সাহসী ও মহৎ জাদুকর হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

হ্যাগ্রিড ঘুমের মধ্য থেকে নড়ে চড়ে উঠে প্রবলভাবে নাক ডেকে চললেন। দপ দপ করে মোমবাতি জ্বলছে সেই আলোতে স্লাগহর্ন আর হ্যারি পরস্পরের মুখের দিকে অবিচল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। দীর্ঘ সময় কেটে গেলো, দুজনেই নীরব। হ্যারির অন্তর থেকে ফেলিক্স ফেলিসিস বার্তা পাঠালো–অধৈর্য হবে না, অপেক্ষা করো।

তারপর স্লাগহর্ন তার পকেটে একটা হাত পুরে জাদুদণ্ডটা টেনে বের করলেন এবং অন্য হাত দিয়ে ক্লোক থেকে একটা ছোট শূন্য বোতল বার করলেন।

হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে জাদুদণ্ডের মুখটা কপালে ঠেকাতেই রূপালি সুতোর মতো মেমরি কপাল থেকে বেরিয়ে এসে জাদুদণ্ডের মুখটা দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরলো। তারপর সেখান থেকে পাকানো পাকানো মেমরি বেরিয়ে আসতে লাগলো, উজ্জ্বল রূপালী সুতোর মতো মেমরি। বেরিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। স্লাগহর্ন তখন জাদুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকা মেমরি বোতলের মুখে ধরতেই মেমরি গ্যাসে পরিণত হয়ে বোতলে পূর্ণ হয়ে গেলো। স্লাগহর্ন তখন বোতলের মুখটায় ছিপি বন্ধ করে দিলেন।

বোতলটা স্লাগহর্ন হ্যারির সামনে কাঁপা কাঁপা হাতে ধরলেন। হ্যারি বোতলটা নিয়ে বললো, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রফেসর। স্লাগহর্ন হ্যারির পিঠে হাত দিয়ে বললেন, তুমি খুব ভালো ছেলে হ্যারি।

হ্যারি স্লাগহর্নের দিকে তাকিয়ে দেখলো তার দুচোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। চোখের জল ভিজিয়ে দিচ্ছে তার গোঁফ জোড়া।

হরক্রাক্সেস

ক্যাসেলে ফেরার সময়ে হ্যারি বুঝতে পারলো ফেলিক্স ফেলিসিসের প্রভাব তার ওপর তখনো আছে। ক্যাসেলের সদর দরজাটা ওর জন্য বন্ধ হয়নি, কিন্তু থার্ড ফ্লোরে গিয়ে চোখে পড়লো পীভসকে, পীভস প্রায় ওকে দেখেই ফেলেছিলো, কোনো রকমে পাশ কাটিয়ে ফ্যাট লেডির পোট্রট হোলের সামনে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে থাকার ক্লোকটা খুললো। ওকে দেখে ফ্যাট লেডি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এতো রাতে তোমার ফেরার সময় হলো?

অন্যায় হয়ে গেছে–খুব একটা জরুরি কাজে যেতে হয়েছিলো।

তুমি ভাল করেই জানো পাসওয়ার্ড রাতের বেলায় চেঞ্জ হয়ে যায়, এখন তো... তোমাকে বাকি রাতটুকু করিডরে শুতে হবে, কি?

ঠাট্টা করছেন! হ্যারি বললো। বারে রাত্রি বেলায় পরিবর্তন হবে কেন?

এটাই তো নিয়ম, ফ্যাট লেডি বললেন। তোমার যদি এ বিষয়ে ক্ষোভ থাকে হেডমাস্টারকে যেয়ে অভিযোগ করো, তিনিই নিরাপত্তার জন্য এই নতুন নিয়ম চালু করেছেন।

আশ্চর্য ঘটনা তো, হ্যারি তিক্ত স্বরে বললো। কেমন করে ভেতরে ঢুকবে ভাবতে লাগলো। সত্যি বিপদ দেখছি, যাকগে যাই হেডমাস্টারের সঙ্গে কথা বলে দেখি, মনে হয় এখনও তিনি তার ঘরে আছেন। আমি তো নিজের কাজে দেরি করে ফিরছি না, উনিই তো আমাকে একটা কাজে পাঠিয়েছিলেন। কাজ শেষ হবে তবে তো ফিরবো।

হেড মাস্টার এখানেই আছেন, কে যেন হ্যারির পেছন থেকে বললো। প্রফেসর ডাম্বলডোর ঘণ্টাখানেক আগে স্কুলে ফিরেছেন।

হ্যারি পেছন ফিরে দেখলো হেডলেস নিক হ্যারির দিকে ভেসে ভেসে আসছেন। গলা থেকে ঝুলে পড়া মুণ্ডুটা কাঁধের ওপর লৎপৎ করছে।

হেঃ হেঃ, ব্লাডি ব্যারন আমাকে সংবাদটা দিয়েছে। ব্যারন বললো, দারুণ ভাল মেজাজে আছেন, তবে চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ...।

তিনি এখন কোথায় রয়েছেন? দুরু দুরু বুকে হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

কোথায় আবার, তার অতি প্রিয় অ্যাস্ট্রোনমি টাওয়ারে তারা-টারা দেখছেন... সময় পেলে তাই দেখেন, তুমি জানো না?

ব্লাডি ব্যারন আপনাকে ভুল খবর দিয়েছে!

তাহলে তিনি অফিস ঘরে আছেন, নিক বললো। ব্যারন আমাকে যা বলেছে তাই তোমাকে বললাম। কোনো একটা বিশেষ কাজে হয়তো বাইরে গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ তাই। মেমরি সংগ্রহ করতে পেরেছে খবরটা ডাম্বলডোরকে দেবার জন্য ও ছটফট করছে তা ওরা বুঝবে কেমন করে? হ্যারি ফ্যাট লেডিকে তোয়াক্কা না করে ঘুরে দাঁড়ালো। তর তর করে ওপরে উঠতে লাগলো।

আরে আরে রাগ করো না হ্যারি, আমি তোমায় গুল মারছিলাম। তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছো তাই রেগে গিয়েছি! যাও, ভেতরে যাও, পাসওয়ার্ড একই আছে টেপ ওয়ার্ম!

হ্যারি এতক্ষণে ডাম্বলডোরের অফিস ঘরে ঢোকার মুখে গারগয়েলে পৌঁছে গেছে। মাত্র এক মিনিট সময় লেগেছে। ও বললো, টফি এক ক্লেয়ার। ও তৎক্ষণাৎ ডাম্বলডোরের ঘরে যাবার জন্য ঘোরানো সিঁড়িতে পা দিলো।

ভেতরে এসো, হ্যারি বন্ধ দরজায় টোকা মারতেই ভেতর থেকে ডাম্বলডোর বললেন। হ্যারির ডাম্বলডোরের গলা শুনে মনে হলো খুবই ক্লান্ত স্বর।

হ্যারি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। ডাম্বলডোরের অফিস ঘর আগে যেমন দেখেছিলো ঠিক তেমনই রয়েছে। ঘরের জানালা খোলা। হ্যারি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো, ঘন কালো আকাশে অজস্র তারা ঝিকমিক করছে।

ঈশ্বর সত্যই বড় দয়ালু, এসো হ্যারি, ডাম্বলডোরের গলায় একটু আশ্চর্য হওয়ার আভাস। তা এতো রাতে কি মনে করে...?

স্যর, আমি স্লাগহর্নের কাছ থেকে মেমরি পেয়েছি।

কথাটা বলে হ্যারি ওর পকেট থেকে ছোট কাঁচের বোতলটা বের করে ডাম্বলডোরকে দেখালো। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, হেড মাস্টার হতভম্ব হয়ে হ্যারির দিকে তাকালেন। তারপর ডাম্বলডোরের মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

হ্যারি, সত্যি তুমি অভাবনীয় একটা খবর নিয়ে এসেছো, দারুণ, দারুণ কাজ করেছে, তোমাকে কারও সঙ্গে তুলনা করা যায় না... আমি জানতাম, জানতাম তুমি ছাড়া কাজটা আর কারও পক্ষে সম্ভব হতো না।

ডাম্বলডোর যেনো ভুলেই গেছেন রাত গভীর হয়েছে, ক্যাসেলে এত রাতে কেউ জেগে নেই। এত রাত হয়েছে সে কথা একদম ভুলে গিয়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে, আঘাত প্রাপ্ত হাতটা বাড়িয়ে হ্যারির হাত থেকে স্লাগহর্নের মেমরির বোতলটা নিয়ে পেনসিভ রাখার ক্যাবিনেটের দিকে ছুটে গেলেন।

তাহলে এখন, পাথরের বেসিনটা ডেস্কের ওপর রেখে বোতলের মধ্যে যা ছিলো তাতে ঢেলে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত... আমি যা দেখতে চেয়েছিলাম হ্যারি তুমিও তা দেখতে পাবে। তাড়াতাড়ি... তাড়াতাড়ি এখানে এসো হ্যারি।

হ্যারি, ডাম্বলডোরের নির্দেশ মতো পেনসিভের মুখে ওর মাথাটা নোয়াতেই পায়ের তলার মেঝে নেই মনে হলো... আবার গভীর এক অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ভেসে যেতে যেতে সাল্লাগহর্নের অতীত দিনের অফিস ঘরে পা রাখলো।

দেখতে পেলো যুবক স্লাগহর্নকে, তিনি তার অফিস ঘরে হাতাওয়ালা আরাম কেদারায় বসে রয়েছেন। মাথায় তার চকচকে খড়ের রং-এর চুল, পাকানো গোফ। পা দুটো ভেলভেটের পাদানে ছড়ানো। এক হাতে গ্লাসভর্তি ওয়াইন, অন্য হাত ক্রিস্টাল আনারসের বাক্সে। ওর সামনে বসে ছসাতজন অল্পবয়সী ছেলে মেয়ে, তাদের মধ্যে টম রিডিলও রয়েছে। ওর আঙ্গুলে মারভোলোর কালো পাথর বসানো সোনার আংটিতে আলো পড়ে ঝিকমিক করছে।

রিডিল যখন প্রশ্ন করছে–স্যার প্রফেসর মেরিথই কি অবসর নিচ্ছেন? ঠিক সেই সময়ে ডাম্বলডোর হ্যারির পাশে দাঁড়ালেন।

টম, আমি জানলেও কিন্তু তোমায় বলতে পারবো না, স্লাগহর্ন বললেন, বলার সময় রিডিলের দিকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে একটা আঙ্গুল তুললেন। তাহলেও চোখ দুটো আধো বুজে বললেন, বেশ, শুনি কোথা থেকে সংবাদটি পেলে, তুমি মনে হয় তোমার বন্ধুদের চাইতেও বেশি খবর রাখো।

রিডিল কথাটা শুনে মৃদু হাসলো। বাকি সব ছেলেরা হো : হো : হো : করে হেসে উঠলো।

খবর সংগ্রহের শক্তি তোমার আছে, প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের কীভাবে খোশামদ করতে হয় তুমি তা জানো–আনারস আমার অতিপ্রিয়... আনারসের জন্য ধন্যবাদ।

স্লাগহর্নকে ঘিরে বসে থাকা দুচারজন ছেলে আবার হেসে উঠলো।

আমি কিন্তু দৃঢ়ভাবে আশা করছি আগামী কুড়ি বছর পর তুমি মিনিস্ট্রিতে ম্যাজিক মন্ত্রী হবেই হবে। অবশ্য তুমি যদি আমাকে আনারস দিতে থাকো।

আমার কিন্তু মিনিস্ট্রিতে ভাল যোগাযোগ আছে।

কথাটা শুনে টম রিডিল মুচকি হাসলো, অন্যান্য ছেলেরা আবার আগের মতো হাসলো। হ্যারি দেখলো ছেলেগুলোর মধ্যে টম বয়সে বড়ই হবে; ওদের মুখ দেখে

মনে হলো টম রিডিল যেনো ওদের লিডার।

স্যার আমার মনে হয় রাজনীতি আমার জন্যে নয়, যথাযোগ্য বা মানানসই হবে না, ছেলেরা হাসি থামালে টম গম্ভীর মুখে বললো। রাজনৈতিক নেতা হবার মতো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড নেই।

ওর পাশে যে দুএকটা ছেলে বসেছিলো তারা বোকার মতো হাসলো। হ্যারি কিন্তু ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারলো, ছেলেগুলো ওদের নেতার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ মজা উপভোগ করছে। ওরা খুব ভাল করেই জানে তাদের দলনেতা টম রিডিলের বংশ পরিচয়।

বোকার মতো কথা বলবে না, স্লাগহর্ন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন। মনে রাখবে তুমি এলেবেলে পরিবারের নয়। তুমি নাম করা এক জাদুকর পরিবারের। তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, দক্ষতা আছে যা অনেকেরই নেই। না না আমি বলছি তুমি অনেক ওপরে উঠবে টম। আমি আজ পর্যন্ত কোনো ছাত্র সম্পর্কে ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করিনি।

স্লাগহর্নের পেছনে টেবিলে রাখা ছোট সোনার ঘড়িটায় এগারটা বাজার টিং টিং সুরেলা শব্দ হলো, শব্দটা শুনে স্লাগহর্ন পেছনে ঘুরলেন।

গুড গ্রেসাস (বিস্ময়ের সঙ্গে), এগারটা বেজে গেছে? তাহলে তোমরা এখন যেতে পারো, তা না হলে আমাদের বিপদে পড়তে হতে পারে, লেস্টরেঞ্জ–তোমার লেখা প্রবন্ধ কাল কিন্তু আমার চাই, তা না হলে আটক থাকতে হবে। এভেরি কথাটা কিন্তু তুমিও মনে রেখো।

এক এক করে ছেলেরা ঘর থেকে চলে গেলো। স্লাগহর্ন বেশ হাত-পা ছড়িয়ে আরাম কেদারায় বসে গ্লাসের বাকি মদটা গলায় ঢাললেন, শূন্য গ্লাসটা পাশের ডেস্কে রাখলেন। রিডিল কিন্তু তখনো ঘর ছেড়ে যায়নি। ওর নড়াচড়ার শব্দে স্লাগহর্ন মুখ-তুলে তাকালেন।

টম, মনে রেখো, তুমি কিন্তু একজন প্রিফেক্ট। তাই রাতের বেলায় তোমাকে যদি বিছানায় পাওয়া না যায় তাহলে...।

স্যার, আমার আপনার কাছে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আছে। তাহলে বলে ফেলো, দেরি করো না। স্যার আপনি কি, হরক্রাকস বিষয়ে কিছু জানেন...?

কথাটা শুনে স্লাগহর্ন ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে–প্রায় অন্যমনস্ক হয়ে মদের গ্লাসের কানায় মোটা মোটা আঙ্গুলগুলো বোলাতে লাগলেন।

ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার কিছু একটা?

হ্যারি জানে, স্লাগহর্ন খুব ভালো করেই জানেন যে ওটা ওদের স্কুলের পড়া নয়।

স্যার, ওই শব্দটা আমি একটা বইতে পেয়েছি। শব্দটার সঠিক মানে বুঝতে পারিনি...

না, মানে... হোগার্টসের লাইব্রেরিতে শব্দটার মানে বা তার বিস্তারিত বিবরণ নাও পেতে পারো। খুবই কালো বিষয়, সত্যই খুব কালো বিষয়, স্লাগহর্ন বললেন।

কিন্তু স্যার, আমার মন বলছে, বিষয়টি আপনিই জানেন। মানে আপনার মতো একজন খ্যাতনামা জাদুকরের না জানার তো কথা নয়। আপনি জানেন, আর আপনার না জানা থাকলে অন্য কারো জানার কথা নয়, তাই ভাবলাম আপনাকে জিজ্ঞেস করি।

হ্যারি বুঝতে পারলো টম রিডিল খুবই চতুর ও চাটুকার। কেমন করে কাজ আদায় করতে হয় সে বিষয়ে তার জ্ঞান টনটনে। টম রিডিল হরক্রাকস নিয়ে কাজকর্ম করছে, গবেষণা করছে, সে বিষয়ে ও নিঃসন্দেহ হলো।

হ্যাঁ কি বলছিলে, স্লাগহর্ন রিডিলের দিকে না তাকিয়ে বললেন। ক্রিস্টালের মত স্বচ্ছ আনারসের বাক্সের ফিতায় হাত বুলাতে লাগলেন। তবে তুমি যখন জানতে চেয়েছো তখন তোমাকে দুঃখ না দিয়ে, তোমার বোঝার মতো বলতে পারি। হরক্রাকস শব্দটির অর্থ–যা একজন মানুষের লুকিয়ে রাখা আত্মার একটি অংশ মাত্র।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কেমন করে সেটা কাজ করে, যদিও স্যার... রিডিল বললো।

টম কথাগুলো খুবই সংযতভাবে বললেও, টমের মনের মধ্যে যে দারুণ এক উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে হ্যারি তা বুঝতে পারলো।

হ্যাঁ সেক্ষেত্রে, তোমার আত্মাকে টুকরো করো, স্লাগহর্ন বললেন। তারপর একটা অংশকে নিজ শরীরের বাইরে কোনো বস্তুতে লুকিয়ে রাখো। তারপর সেই মানুষটির দেহ আক্রান্ত বা ধ্বংস হলে তার কিন্তু মৃত্যু হবে না, তার সেই বিভক্ত করা আত্মার অংশ পৃথিবীতে কোনো রকম ক্ষতি ছাড়া থেকে যাবে। কিন্তু অবশ্যই ভিন্ন অস্তিত্বে থাকবে...

কথাগুলো বলার পর স্লাগহর্নের মুখটা কুঁচকে গেলো। হ্যারির মনে পড়ে গেলো কথাগুলো নতুন নয়, প্রায় দুবছর আগে হরক্রাকস সম্বন্ধে ও শুনেছে।

আমার দেহ থেকে আমি ছিটকে বেরিয়ে এসেছি, আমি আমার আত্মার চেয়েও ক্ষুদ্র, একটি হীনজাত ঘোস্টের চেয়েও হীন... কিন্তু তাহলেও এখনও আমি জীবিত।

কিন্তু টম খুব কম লোক এই রকম বাঁচতে চায়, মৃত্যু তার চাইতে অনেক

হ্যারি রিডিলের মুখের দিকে তাকলো। ও যেনো আরো বেশি কিছু জানতে চায়, জানার লালসা চেপে রাখতে পারছে না।

আপনি কেমন করে আপনার আত্মাকে টুকরো টুকরো করবেন?

হ্যাঁ, স্লাগহর্ন অস্বস্তিতে বললেন। তুমি অবশ্যই জানবে মানুষের আত্মা এমন একটি বস্তু যাকে বিভক্ত করা ঠিক নয়। সেই অবিভক্ত আত্মাকে বিভক্ত করলে প্রকৃতির নিয়ম অমান্য করা হবে।

তা হয়তো হবে, কিন্তু কেমন করে টুকরো টুকরো করা যায়?

অশুভ কাজ দ্বারা চরম অশুভভাবে। হত্যা করে, হত্যা করার পর তার দেহ থেকে আত্মাকে টেনে এনে বিভক্ত করে...। জাদুকর হরক্রাকস করে তার নিজের ক্ষতি পূরণ করে। তিনি আত্মার বিচ্ছিন্ন অংশ খাচায় আবদ্ধ করে রাখেন।

খাচায় আবদ্ধ...? কিন্তু কেমন করে...?

জাদুমন্ত্রের বলে, সেটা আমার কাছে জানতে চেও না, আমি সেই স্পেল জানি, বৃদ্ধ হাতিকে মশারা যেমন কামড়ে কামড়ে বিরক্ত করে, হাতি মশা তাড়াবার জন্য যেমন মাথা নাড়ায়, স্লাগহর্ন বৃদ্ধ হাতির মতো মাথা দোলাতে দোলাতে কথাটা বললেন। আমাকে কি তোমার খুনি বলে মনে হয়, সেই রকম কিছু করেছি মনে হয়?

না স্যার, অবশ্যই না স্যার, রিডিল এক সেকেন্ড সময় নষ্ট না করে বললো। আমি অত্যন্ত দুঃখিত... আপনাকে আমি মর্মাহত করতে চাইনি।

জানি, জানি তুমি আদপেই করতে চাওনি, স্লাগহর্ন বললেন। হা হা কৌতুহলী হওয়া স্বাভাবিক। এক শ্রেণীর নির্দিষ্ট মেধার জাদুকররা এসব করে থাকে...

হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার ঠিক বলেছেন, রিডিল বললো। আসলে আপনার কি মনে হয়–হরক্রাকস সত্যই কাজে লাগে, সেটা জানার জন্যই জিজ্ঞেস করছি। আত্মাকে কি শুধু একবারই বিভক্ত করা যায়? নিজেকে শক্তিশালী করে, আত্মাকে বেশি খণ্ডে বিভক্ত করা কি যায় না? যেমন সাত ভাগে... ধরুন জাদুকরদের বিবেচনায় সাত নম্বর সবচেয়ে শক্তিশালী ম্যাজিক্যাল নাম্বার। তো সেটাকে সাত ভাগে টুকরো করা যাবে...?

বাজপাখির দাড়ি, টম স্লাগহর্ন গর্জন করে উঠলেন। যা বলেছে সাত! একটা মানুষকে হত্যা করবো ভাবাটাই অন্যায়! আত্মাকে টুকরো করাই অশুভ কাজ, তা

আবার সেটাকে সাতটা টুকরো করা...।

স্লাগহর্নের মুখ দেখে হ্যারির মনে হলো টমের কথা শুনে খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছেন। মনে করছেন, টমের সঙ্গে যেনো হরক্রাকস নিয়ে আলোচনা না করা ভালো ছিল।

বিষয়টা বলতে পারো একটা কাল্পনিক আলোচনা। বলতে পারো একাডেমিক আলোচনা।

রিডিল কথাটা শোনা মাত্রই বললো–ঠিক বলেছেন স্যার।

যাহোক টম কারও সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করবে না; না করাই ভালো। আমরা হরক্রাকস নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি জানতে পারলে লোকেরা পছন্দ করবে না।

তুমি জেনে রেখো হোগার্টসে হরক্রাকস নিয়ে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ। বিশেষ করে ডাম্বলডোর হরক্রাকস নিয়ে কথাবার্তা বলা মোটেই পছন্দ করেন না।

কাউকে বিন্দু বিসর্গ বলবো না। কথাটা বলে টম চলে গেলো। হ্যারি লক্ষ্য করলো টমের চোখে মুখে আনন্দের উল্লাস যাদুকর হওয়ার এক নবউপলব্ধির আনন্দ–যে আনন্দ তার সুন্দর মুখশ্রীকে আরো লাবণ্যময় করেনি বরং কম মানবিক ও মলিন করেছে।

ধন্যবাদ হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন। চলো, এবার আমরা যাই।

হ্যারি ডাম্বলডোরের অফিসে ফিরে দেখলো ডাম্বলডোর ওর আগেই এসে ডেস্কের সামনে বসে রয়েছেন। ডাম্বলডোর কিছু বলবেন সেই প্রতীক্ষায় হ্যারি তার সামনে চুপ করে বসে রইলো।

বেশ কিছুটা সময় চুপ করে থাকার পর ডাম্বলডোর বললেন–অনেকদিন থেকে এই ঘটনাগুলো জানার অপেক্ষায় ছিলাম। আমি যা ধারণা করেছিলাম, তার সাথে অবিকল মিল এই ঘটনাগুলোর এবং ভবিষ্যতে কতদূর যেতে হবে...।

হ্যারি দেখলো, অতীতের প্রতিটি হেডমাস্টার ও হেডমিস্ট্রেস তাদের পোর্ট্রেটের ভেতর চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, ওদের কথাবার্তা কান খাড়া করে শুনছেন। একজন লাল নাকওয়ালা জাদুকর বোধকরি কানে কম শোনেন তাই কানে ইয়ারট্রামপেট লাগিয়েছেন কথা শোনার জন্য।

হ্যারি, তাহলে তুমি যা দেখলে ও শুনলে তার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছো, ডাম্বলডোর বললেন। এখন তোমার যা বয়স, সেই সময় টম রিডিলের একই বয়স ছিলো। তখন থেকেই ও নিজেকে অমর করে রাখতে চাইছিলো।

আপনি কি মনে করেন ও কৃতকার্য হতে পেরেছে? হ্যারি বললো। ও বুঝেছি সেই জন্যই আমাকে যখন আক্রমণ করেছিলো তখন ও মরে যাবার পরও বেঁচেছিলো। নিশ্চয়ই কোথাও তার হরক্রাকস গোপন করে রেখেছিলো? ওর আত্মার একাংশ বেঁচেছিলো?

সামান্য... অথবা বেশি, ডাম্বলডোর বললেন। তুমি শুনেছো ভোল্ডেমর্ট হোরেসের কাছ থেকে বিশেষ করে সেটা জানতে চেয়েছিলো–একজন জাদুকর যদি একটার বেশি হরক্রাকস বানায়, তাহলে সেই জাদুকরের কি হবে। সে নিজের মৃত্যুকে পরোয়া না করে আরো অনেককে হত্যা করতে সাহসী হবে এবং নিজের আত্মা থেকে অনেক অনেক হরক্রাকস বানাবে। নিজের আত্মাকে টুকরো টুকরো করে অনেক হরক্রাকস বানিয়ে গোপন করে রেখে দেবে। অবশ্য কোনোও বইতে সেইরকম কোনো তথ্য দেয়া নেই। আমি যতদূর জানি... বলতে পারো আমি এক রকম নিশ্চিত, ভোল্ডেমর্টও জানতো হরক্রাকস বানাতে সক্ষম কোনো জাদুকর তার আত্মাকে দুটুকরোর বেশি করতে পারেনি।

ডাম্বলডোর কয়েক সেকেন্ড নীরব রইলেন, তার চিন্তাগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ করার পর বললেন–চার বছর আগে, আমি এমন একটা কিছু পেয়েছিলাম, যা থেকে প্রমাণিত হয় ভোল্ডেমর্ট তার আত্মাকে খণ্ডিত করেছে।

কোথায়, হ্যারি জিজ্ঞেস করলো। কেমন করে?

তুমিই তো সেটা আমার হাতে দিয়েছিলে হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন। ডায়রি, রিডিলের ডায়রি, তাতে নির্দেশিত ছিলো কেমন করে চেম্বার অফ সিক্রেটস খোলা যায়।

আমি বিষয়টি ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার, হ্যারি বললো।

ওয়েল, যদিও আমি রিডিলের ডায়রি দেখিনি, তুমি যা বর্ণনা দিয়েছিলে তা ছিলো একটা প্রপঞ্চ। আমি এর আগে কখনো দেখিনি যে, মেমরি নিজ থেকেই কাজ শুরু করে, নিজেই চিন্তা করে। যে মেয়েটির হাতে মেমরিটি পড়েছিলো সেই মেয়েটির সকল কিছু বদলে গিয়ে মেমরির মত হয়ে গেল, সে তো স্বাভাবিক বিষয় নয়। না, সেই বই এর ভেতরে অন্য কিছু–কোন ক্ষতিকর উপাদান ছিল... খণ্ডিত আত্মা, আমি সে সম্বন্ধে সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত। ডায়রিটা ছিল একটি হরক্রাকস। কিন্তু বিষয়টি অনেক প্রশ্নের অবতারণা করেছিল এবং তার জবাবও ছিলো। কি ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও বিপদ সঙ্কেত দিয়েছিলো আমাকে... সেই ডায়রিতে যেমন অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের অভিসম্পাত ছিলো তেমনি নিরাপদে রক্ষার কৌশলও ছিলো।

আমি এখনও পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারিনি, হ্যারি বললো।

সেটা হরক্রাকস হিসেবে কাজ করেছিল। অন্যভাবে বলা যায়, তার মধ্যে যে খণ্ডিত আত্মা লুকিয়ে রাখা ছিলো, তা ছিলো সুরক্ষিত... এবং এভাবেই সেই খণ্ডিত আত্মার মালিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। তবে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে রিডিল চেয়েছিলো তাঁর সেই ডায়রি পড়া হোক, তার আত্মার খণ্ডিত অংশ তাতে বাসা বেধে থাকুক অথবা সেটা অন্য কেউ গ্রহণ করুক, যাতে সিন্দারিন দানবটি পু য়ি জীবিত হয়ে বেপরোয়া হোক।

কিন্তু রিডিল তার কঠোর পরিশ্রম পণ্ড হোক, নিশ্চয়ই তা চাননি, হ্যারি বললো। ও চেয়েছিলো সকলে জানুক ও শ্রিদারিনের একমাত্র উত্তরাধিকারি। কিন্তু তাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেয়া হয়নি।

ঠিক বলছো, ডাম্বলডোর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন। তুমি তো বুঝতে পারছো হ্যারি, যদি ও চাইতো ওই ডায়রিটা অন্যদেরও দিতে পারতো, হোগার্টসের ছেলে মেয়েদেরও দিতে পারতো; কিন্তু ও তার খণ্ডিত আত্মা কাউকে দিতে চায়নি, ডায়রিতে নিজের জন্য লুকিয়ে রেখেছিলো। ওর কাছে সেই খণ্ডিত আত্মা খুবই মূল্যবান ছিলো। একটু আগে দেখা স্লাগহর্নের ব্যাপারটা অবশ্যই তোমার মনে আছে। স্লাগহর্ন বলেছিলেন, কেউ তার খণ্ডিত আত্মা ধ্বংস হবার ভয়ে কাউকে দিতে চায় না, তাই লোক চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু এখন সেই আত্মার টুকরোর আর অস্তিত্ব নেই তা তুমি দেখেছো। ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা খুবই অশুভ, অন্তত আমার কাছে। মনে হয়, ভোল্ডেমর্ট আরো

অনেক হরক্রাকস বানিয়েছে বা বানাবার পরিকল্পনা করছে–যাতে তার প্রথমটির বিনাশ তার ক্ষতির কারণ না হয়। আমি চাই না, ওইসব অশুভ জিনিস তৈরি হোক তবে সব কিছু তো আমার চাওয়ার ওপর নির্ভর করে না।

তারপর, দুবছর পরে তুমি আমাকে বলেছিলে... একদিন রাতে ভোল্ডেমর্ট তার মৃতদেহে ফিরে এসেছে, ও ডেথইটারদের কাছে অতি উদ্দীপ্ত ও ভয় উদ্রেককারী বক্তব্য দিয়েছিলো অন্যের চাইতে আমি অনেক বেশি অগ্রসর হতে পেরেছি... এমন একটি পথে যাতে আমি অবিনশ্বর হবো। তুমি বলেছিলে ও বলেছে অন্যদের চাইতে বেশি অগ্রসর।

আমি জানি ও কি বলতে চেয়েছিলো, কিন্তু ডেথইটাররা সেই কথার মানে বুঝতে পারেনি। ও নিজের হরক্রাকসের বিষয়ে ইঙ্গিত করেছিলো, একের বেশি হরক্রাকস-এর। হ্যারি, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি অন্য কোনো জাদুকর আজ পর্যন্ত তা বানাতে সক্ষম হয়নি। যত দিন যাচ্ছে লর্ড ভোল্ডেমর্ট ততই অমানুষ হয়ে উঠছে...।

নিজেকে হত্যার ঊর্ধ্বে রেখে মৃত্যুঞ্জয় হয়ে অবাধে অন্যদের হত্যা করে চলেছে? হ্যারি বললো। তাহলে ও কেন ফিলোসফার স্টোন বানাতে পারলো না, অথবা একটা চুরি করতে... যদি ও অমর, অবিনশ্বর হতে আগ্রহী?

হ্যাঁ আমরা জানি, পাঁচ বছর আগে সে তার চেষ্টা করেছিলো, ডাম্বলডোর বললেন। কিন্তু কেন পারেনি তার কিছু কারণ ছিলো। আমি মনে করি ভোল্টেমর্টের কাছে হরক্রাকসের

প্রয়োজন ফিলোসফার স্টোনের চেয়ে বেশি। তাই এখন লর্ড ভোল্ডেমর্ট হরক্রাকস বানাতে বেশি আগ্রহী।

এটা সত্যি যে এলিজার অফ লাইফ জীবন বাড়িয়ে দেয়, তবে নিয়মিত সেবন করতে হয়, অবিনশ্বরতার জন্য। সুতরাং ভোল্ডেমর্ট জানে এটার ওপর তাকে সব সময়ই নির্ভর করেই থাকতে হবে। কিন্তু ভোল্ডেমর্ট জানে সেটা একদিন ফুরিয়ে যেতে পারে, নষ্ট হয়ে যেতে পারে, স্টোন চুরি যেতে পারে... ফলে অন্যদের মতোই স্বাভাবিকভাবে একদিন ওর মৃত্যু হবে। ভোল্ডেমর্ট অন্যের ওপর আস্থা রাখতে চায়

না, যা কিছু করার তা ও নিজেই করতে চায়। এমনকি সে এলিজারের ওপর নির্ভর করতে চায়নি। অবশ্য তোমাকে হত্যা করার চেষ্টার সময় সে যখন ধ্বংস হয়েছিলো, সে সময় তার শরীর ফিরে পেতে তাকে এটা সেবন করতে হয়েছিলো। তারপর, আমি নিশ্চিত ও একমাত্র ভরসা রাখে হরক্রাকসের ওপর, দেহ ফিরে পেতে ও অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করতে চায় না। এখন ও প্রায় সিদ্ধিলাভ করে ফেলেছে।

কিন্তু এখন, হ্যারি তুমি যে অমূল্য মেমরি আমাকে দিতে সমর্থ হয়েছে, আমরা এমন অস্ত্র পেয়েছি যাতে ভোল্ডেমর্টকে নিধন করা সম্ভব। আগে কারো পক্ষে যা সম্ভব ছিলো না। হ্যারি, তুমি কি ওকে বলতে শোননি, তুমি যদি তোমার আত্মাকে অনেক টুকরো করতে পারো... অন্তত পক্ষে ম্যাজিক্যাল নম্বরে তাহলে তুমি অনেক শক্তিশালী হবে, তুমি তো জানো, ম্যাজিক্যাল নম্বর সাত সবচেয়ে শক্তিশালী। তাই নিজ আত্মা সাত-সাতটা খণ্ডে ভোল্ডেমর্ট করতে চেয়েছে।

ও তাহলে সাতটা হরক্রাকস করতে পেরেছে? হ্যারি ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো। ঘরে যেসব পোর্ট্রেট ছিলো তারাও একইভাবে আঁতকে উঠলো। তাহলে বলুন হরক্রাকসগুলো এখন কি অবস্থায় আছে পৃথিবীতে, লুকোনো, মাটিতে পোঁতা অথবা অদৃশ্য।

আমি অত্যন্ত খুশি, সত্যি খুশি, তুমি এই সমস্যার বিরাট এক পর্যায় বুঝতে পেরেছো, ডাম্বলডোর শান্তভাবে বললেন। কিন্তু প্রথমত না, হ্যারি, সাতটা হরক্রাকস নয়, ছটা। সাত নম্বর অংশটা (ওর আত্মার খণ্ডিত অংশ) ঠিকই সংরক্ষিত আছে, ভোল্টেমর্টের পুনঃসৃষ্ট দেহের মধ্যে। ওটাই ছিলো ওর একটি অংশ, বহুবছর ধরে তার নির্বাসনের সময় বিশেষভাবে বেঁচে ছিলো। সেটা ছাড়া, তার নিজস্বতা কিছু ছিলো না। সাত নম্বর আত্মার টুকরোটিকে খতম করতে হবে যদি কেউ ভোল্ডেমর্টকে হত্যা করতে চায়–যেই আত্মার টুকরোটি এখন তার পুনরায় সৃষ্ট দেহের মধ্যে অবস্থান করছে।

কিন্তু বাকি ছটি হরক্রাকস; তাহলে, হ্যারি একটু মরিয়া হয়ে বললো–তাহলে ওই ছটা হরক্রাকস আমরা কোথায় পাবো?

ভুলে যাচ্ছে তার মধ্যে তুমি একটি আর আমি একটি বিনাশ করেছি। আপনি করেছেন? হ্যারি ব্যার্থ হয়ে বললো।

অবশ্যই হ্যাঁ, ডাম্বলডোর বললেন। তারপর পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া হাতটা তুলে দেখালেন। আংটি, হ্যারি, মারভেলোর আংটি। তার ওপর প্রচণ্ড কার্স করা হয়েছে। সেই

আংটি হরক্রাকস... আমি সেটা ধ্বংস করেছি। তখন আমার হাত জখম হয়েছিলো। স্নেইপ না থাকলে কি হতো জানি না। ওর সাহায্যে আমি হোগার্টসে ফিরতে পেরেছি। তা না হলে আমি এ সকল কথা আর বলতে পারতাম না। আমার এই দগ্ধ হাত আর ভোল্ডেমর্টের সাত নম্বর আত্মার বিনিময় হতে পারে ... যাহোক সেই আংটি এখন আর হরক্রাকস নয়।

কিন্তু সেটা কেমন করে পেলেন?

হ্যাঁ, এখন তো তুমি জেনেছো, বহু বছর ধরে ভোল্টেমর্টের অতীত জীবন জানার চেষ্টা করেছি, ও যেসব জায়গায় থাকতো সেইসব জায়গায় আমি গিয়েছি। আংটিটা গন্টসের জন্য বাড়িতে লুকোনো ছিলো। ভোল্ডের্ট মনে হয় নানা কৌশলে তার আত্মার এক অংশ সেই আংটিতে রেখেছিলো, তারপর সেই আংটি ও আর তার আঙ্গুলে রাখেনি। আগেই বলেছি, আমি সেই জীর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি থেকে লুকিয়ে রাখা সেই আংটি খুঁজে বার করেছিলাম। ভোল্ডেমর্ট ঘুণাক্ষরেই ভাবতেই পারেনি আমি সেখানে যাবো। সে অনেক শক্তিশালী যাদুমন্ত্র দ্বারা স্থানটি সুরক্ষিত করেছিলো।

সে কথা থাক... তুমি ডায়রিতে লুকিয়ে রাখা হরক্রাকস ধ্বংস করেছে আর আমি ওর পূর্বপুরুষের আংটি থেকে। তাহলে এখনও চারটে হরক্রাকস রয়েছে।

ওই চারটে হরক্রাকস তাহলে যেকোনও জিনিস হতে পারে? হ্যারি বললো। পুরনো টিনের কৌটো অথবা শূন্য পোশানের বোতল?

তুমি পোর্টকীর কথা ভাবছো হ্যারি, যা হয়, খুবই সাধারণ সব বস্তু, আমাদের নজরে পড়ার মতো নয়। কিন্তু লর্ড ভোল্ডেমর্ট তার মূল্যবান আত্মার একটি অংশ রাখার জন্য পুরনো টিনের কৌটো, শূন্য পোশানের বোতল ইত্যাদি ব্যবহার করবে? কখনোই না, তুমি বোধহয় ভুলে গেছো, আমি তোমাকে দেখিয়েছিলাম, ভোল্ডেমর্ট ট্রফি জমাতে পছন্দ করে, আর শক্তিশালী ম্যাজিক্যাল হিস্ট্রির জিনিসপত্র। ওই সব দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভোল্ডেমর্ট আজেবাজে কিছুতে তার নিজস্ব হরক্রাকস লুকিয়ে রাখতে পারে না। তার মত উন্নাসিক লোক কোনো মূল্যবান কিছু ছাড়া হরক্রাকস রাখতে পারে না। সে রাখবে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থানে।

ডায়রিটা তো তেমন কিছু মূল্যবান ছিলো না।

অবশ্যই, অবশ্যই ডায়রিটা তার কাছে খুবই মূল্যবান ছিল। ডায়রিতে লেখা ছিলো ও সিদারিনের বংশধর।

তাহলে অন্যান্য হরক্রাকসগুলো? হ্যারি বললো। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন স্যার?

আমি মোটামুটি একটা অনুমান করতে পারি, ডাম্বলডোর বললেন। তার কারণগুলো তোমাকে আগেই বলেছি, আমার স্থির বিশ্বাস লর্ড ভোল্ডেমর্ট সাধারণ কোনো জিনিস পছন্দ করে না, ওর পছন্দ একটি ভিন্ন রকমের... যার একটা বিশেষত্ব আছে। তাই

আমি বারে বারে ওর অতীত নানাভাবে খোঁজ করেছি, খোঁজ করে চলেছি। যদি আমি কোনো শিল্পকর্মের সন্ধান পাই, মানে সেই সমস্ত জিনিস যা ওর কাছে এখন আর নেই, হারিয়ে ফেলেছে।

লকেটটা! হ্যারি বেশ জোরে জোরে বললো–হাফপাফের কাপ!

ঠিক বলেছো, ডাম্বলডোর সহাস্যে বললেন। আমি প্রস্তুত, যে হাতটা আমার দুর্বল তা দিয়ে নয়, শক্ত হাতের যে কটা আঙ্গুল আছে তার সাহায্যে, আরো দুটো তিন ও চার নম্বরটি ধ্বংস করতে পারবো। তিন হচ্ছে লকেট, আর চার হাফপাফের কাপে রাখা হরক্রাকস। বাকি রইলো পাঁচ ও ছয়... ও তো সর্বমোট ছটা হরক্রাকস বানিয়েছে। ও দুটো ধ্বংস করা কঠিন হবে। আবার অনুমান করছি... চারজন ফাউন্ডার যেমন হাফলপাফ, স্লিদারিন, রেভেন ও গ্রিফিরে কোনো জিনিসে রেখেছে। সে হাফলপাফ ও স্লিদারিন থেকে দুটো জিনিস পাওয়ার পর চেষ্টা করতে থাকে গ্রিফির ও র‍্যাভেন থেকে কিছু পাওয়ার। আমি জানি না র‍্যাভেনকু থেকে সে কিছু পেয়েছে কি না, তবে আমি নিশ্চিত গ্রিফিন্ডর থেকে নয়। কথাগুলো বলে ডাম্বলডোর তার পেছনের দেয়ালে ঝোলানো রুবি পাথর খচিত তলোয়ারটা দেখিয়ে বললেন, নিরাপদ স্থান।

আপনার কি মনে হয় স্যার এই কারণে হোগার্টসে কাজের জন্য আপনার কাছে এসেছিলেন? হ্যারি বললো। প্রতিষ্ঠাতার স্মারক সংগ্রহ করার জন্য।

আমার তো তাই স্থির বিশ্বাস, ডাম্বলডোর বললেন। দুঃখের বিষয় ওই ধারণা বা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আমরা এগোতে পারি না। কাজ না দেয়ার ফলে সে স্কুলে কিছু খোঁজ করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাকে স্কুলে চাকরি না দিয়ে সেই অবাধ সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছিলাম। আমার স্থির সিদ্ধান্ত ভোল্ডেমর্ট... চার ফাউন্ডারসে সকলের জিনিস সংগ্রহ করতে এখনও সক্ষম হয়নি। দুটো আগে হয়েছিল অথবা এখন তিনটে হয়ে থাকতে পারে, এখন পর্যন্ত এটাই আমরা ভাবতে পারি।

তা হলেও, র‍্যাভেল ক্লু অথবা গ্রিফিণ্ডরের কিছু যদি পেয়েও থাকে তা হলেও ছ বাকি থাকে, হ্যারি বললো আঙ্গুল গুনতে গুনতে।

ডাম্বলডোর বললেন–আমার তো তা মনে হয় না। আমার মন বলছে ছনম্বরটা কি? আমি যদি নাগিন সাপের কথা বলি তো তুমি কি বলবে জানি না।

সেই সাপটা, হ্যারি চমকে উঠে বললো। তিনি কি জম্ভকে হরক্রাকস হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন?

না, সে রকম না করাই ঠিক, ডাম্বলডোর বললেন। ওরা তো নিজের মতো চিন্তা করতে পারে, চলতে পারে। ওদের মধ্যে আত্মার টুকরো রাখা বুদ্ধিমানের মতো কাজ নয়, রিস্কি ব্যাপার। যাকগে আমার গণনা যদি নির্ভুল হয় তাহলে ভোল্টেমর্টের ছয়টি হতে যখন একটা বাকি রয়েছে, সেই জন্যই তোমার বাবা-মার বাড়িতে গিয়ে তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো।

মনে হয় কোনো এক বিশেষকে হত্যা করে ওর শেষ হরক্রাকস পূর্ণ রিজার্ভ করে রাখতে চেয়েছিলো। সেটা ছিলো তোমার মৃত্যু।

আমরা জানি, ও সফল হয়নি। বেশ কিছুকাল চুপচাপ বসে থাকার পর ও তার নাগিনিকে দিয়ে একজন মাগলকে হত্যা করেছিলো। সেই হত্যার পর ওর মনে হয়েছিলো ও ষষ্ঠটি পেয়েছে যার মধ্যে ওর আত্মার টুকরো গোপন করে রাখতে পারে। তার মধ্যে ছিলো স্লিদারিনের রক্ত, সে ওর খুব প্রিয়জন ছিলো। তার ওপর ওর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ছিলো মনে হয়। তাকে সে খুবই পছন্দ করতো এবং সাপ হলেও তাকে তার কাছাকাছি রাখতে চেয়েছিলো।

হ্যারি বললো–তাহলে ডায়রি ধ্বংস হয়েছে, আংটিও। কাপ, লকেট আর সাপ এখনও অটুট আছে... এরপর আপনি মনে করছেন র‍্যাভেন অথবা গ্রিফিন্ডরের বিশেষ কোনো জিনিসে তিনি হরক্রাকস লুকিয়ে রেখেছেন?

ডাম্বলডোর মাথা নত করে বললেন–তাইতো মনে করছি, সুন্দর সার সংক্ষেপ করেছে।

তাহলে স্যার আপনি সেগুলো খুঁজে বার করার চেষ্টা চালাচ্ছেন? এই যে স্কুল ছেড়ে যান মাঝে-মধ্যেই তখন কি তার খোঁজে...?

ঠিক বলেছো, ডাম্বলডোর বললেন। বহুদিন ধরে আমি খুঁজে চলেছি। আমার মনে হয়... হয়তো... আমি আরো একটি পেয়ে যাওয়ার খুব কাছাকাছি এসেছি। আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

স্যার, এবার কিন্তু আমি আপনার অভিযানের সঙ্গী হতে চাই। আমি আপনার সঙ্গে সেটা ধ্বংস করতে চাই।

ডাম্বলডোর ক্ষণিক সময় হ্যারির তেজদীপ্ত মুখের দিকে, গভীর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। বললেন–আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে মনে হয়।

আমি পারবো স্যার? হ্যারি অভিভূত হয়ে ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো।

অবশ্যই, ডাম্বলডোর বললেন। তুমি আমাকে সাহায্য করার যোগ্যতা অর্জন করেছো হ্যারি।

হ্যারির বুকের ভেতরটা হাপরের মতো ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। সংযত হয়ে বললো–স্যার ভোল্ডেমর্ট কি জানেন যে তার লুকিয়ে রাখা হরক্রাকসের আমরা এক একটা করে বিনাশ করছি? হ্যারির চোখ তখন পোর্ট্রেটের দিকে ছিলো না। ও এখন কাউকে পরোয়া করে না।

হ্যারি তুমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে। আসলে ও নানা রকম অশুভ কাজকর্ম করে চলেছে এখন ওর ধ্যানজ্ঞান হরক্রাকসের ওপর নেই। মনে হয় ছটি বিনাশ করার পর সাত নম্বর... যা ওর জীর্ণ শরীরের মধ্যে রয়েছে সেটা যখন আমরা বিনাশ করতে যাবো তখন ওর হুশ হবে। যেমন ধরো ডায়রি ধ্বংস... লুসিয়াস ম্যালফয় না বললে ও জানতেই পারতো না। ভোল্ডেমর্ট ডায়রি ধ্বংস ও তার একটি আত্মার টুকরো বিনাশের খবর শুনে অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়েছিলো...।

কিন্তু স্যার ভোল্ডেমর্ট নিজেই তো ম্যালফয়কে সেটা হোগার্টসে গোপনে নিয়ে আসতে বলেছিলেন অবশ্যই। তবে ভোর্টে তখন নিশ্চিত ছিলো যে সে আরো অনেক হরক্রাকস তৈরি করতে সমর্থ হবে। তাছাড়া লুসিয়াসকে নিয়ে আসা ছাড়া ডায়রিটা কি করবে কিছুই বলেনি। শুধু ডায়রিটা ওর কাছে সযত্নে রাখার আদেশ দিয়ে ভোল্ডেমর্ট উধাও হয়ে গিয়েছিলো। ভেবেছিলো লুসিয়াস ডায়রিটা তার প্রহরায় রাখবে কারণ সে তাকে ভীষণভাবে ভয় করে। ওদিকে লুসিয়াস মনে করেছিলো ভোল্ডেমর্ট বেঁচে নেই। অবশ্যই লুসিয়াস জানতো না ডায়রির মধ্যে কি গোপন করা আছে। আমার ধারণা ভোল্ডেমর্ট, লুসিয়াসকে বলেছিলো, ডায়রিটাতে চেম্বার অফ সিক্রেটসের দরজা খোলার যাদু আছে। লুসিয়াস যদি জানতে ওটার মধ্যে তার প্রভুর আত্মার একটি টুকরো রাখা আছে, তাহলে অবশ্যই সেটাকে খুবই ভালোভাবে রাখতো। দুঃখের বিষয় ও আর্থার উইসলির মেয়ের ওপর ডায়রির দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজের পরিকল্পনা সফল করতে চেয়েছিলে–ও আশা করেছিলো আর্থারকে লাঞ্ছিত করতে সফল হবে এবং আমাকেও হোগার্টস থেকে তাড়াতে পারবে। হায়রে, লুসিয়াস তুমি তোমার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ডায়রিটার কোনো গুরুত্ব দাওনি? ঘটনাটি ভোল্ডেমর্ট জানার পর, তুমি অবশ্যই জানো গত বছর মিনিস্ট্রিতে

কলঙ্কময় ঘটনার বিষয়ে। বেচারা হয়তো এখন আজকাবানে থাকতেই নিজেকে নিরাপদ মনে করবে।

হ্যারি তন্ময় হয়ে কিছু চিন্তা করে বললো, তাহলে সমস্ত হরক্রাকসের বিনাশের পর ভোল্ডেমর্টকে হত্যা করা যাবে?

হ্যাঁ, তবে ওর দেহের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটাও বিনাশ করতে হবে। ওটা না করলে ভোল্ডেমর্ট বেঁচে থাকবে, তবে মাত্র একটি আত্মার টুকরো নিয়ে। যদিও সে অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত আত্মার টুকরো নিয়ে বেঁচে আছে, তারপরও তার মগজ এবং যাদুশক্তি অটুট রয়েছে। ভোল্টমর্টের মত যাদুকরকে ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজন, অসাধারণ দক্ষতার, এমনকি তার হরক্রাকসের কথা বাদ দিলেও।

হ্যারি বললো–আমার মধ্যে তো সার অসাধারণ নেই।

কে বলে নেই, তোমার আছে। তোমার মধ্যে যে প্রবল শক্তি অন্তর্নিহিত আছে তা ভোমের্টের নেই। একমাত্র তুমি ওর বিনাশ করতে সক্ষম।

আমি জানি সেই ক্ষমতা মানুষকে ঘৃণা করা নয়...।

ভালোবাসা। আমি সকলের শুভ কামনা করি, সকলকে ভালোবাসতে পারি...।

জানি হ্যারি, তুমি ভালোবাসতে পারো। ডাম্বলডোর আরো বললেন, হ্যারি তোমায় ঈশ্বর সর্বশক্তি দিয়ে অশুভকে বিনাশ করতে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তুমি এখন অনেক ছোটো তাই হয়তো বুঝবে না যে তুমি কত অসাধারণ।

তাহলে প্রফিসি যখন বলে, আমার ভেতর যে শক্তি আছে তা ডার্কলর্ডের ধারণার বাইরে, তার মানে ভালোবাসা? হ্যারি অস্ফুট স্বরে জানতে চাইলো।

হা প্রকৃত ভালোবাসা, ডাম্বলডোর বললেন। কিন্তু হ্যারি, প্রফিসি যা বলেছে। তা ভোল্টেমর্টের কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। গত বছরের শেষ দিকে তোমাকে বলেছিলাম, ভোল্ডেমর্ট তোমাকে একজন ভয়ঙ্কর মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এটা করে, সে তোমাকে সেই ব্যক্তিতে পরিণত করে, একমাত্র যে তার বিপদ ডেকে আনতে পারে।

একই কথা দাঁড়ায়।

তা নয়, ডাম্বলডোর অস্থিরভাবে বললেন। হ্যারির দিকে তার পোড়া কালো হাতটা প্রসারিত করে বললেন, প্রফিসিকে তুমি খুব বেশি মূল্যবান করে তুলছে।

কিন্তু, হ্যারি তোতলাতে তোতলাতে বললো। কিন্তু আপনিই তো প্রফিসি বিষয়ে বলেছিলেন...।

যদি ভোল্ডেমর্ট কখনো প্রফিসি সম্বন্ধে কিছু জানতে না পারতো... তাহলে কি এটার কোন উদ্দেশ্য সাধিত হতো? বা এটার কোনো অর্থ দাঁড়াতো? নিশ্চয়ই নয়। তুমি কি মনে করো হল অফ প্রফিসিতে প্রতিটি প্রফিসির ভবিষ্যদ্বাণীই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। নিশ্চয়ই নয়!

কিন্তু! হ্যারি ভ্যাবাচাকা হয়ে বললো। কিন্তু গত বছরেই তো আপনি বলেছিলেন, আমরা যে কেউ একজন আরেকজনকে হত্যা করবো।

হ্যারি, হ্যারি, কারণ প্রফেসর ট্রিলনীর কথা শুনে ভোল্ডেমর্ট দারুণ একটা ভুল করেছিলো... যদি তোমার বাবাকে হত্যা না করতো তাহলে তোমার মধ্যে প্রতিশোধ নেবার তীব্র ইচ্ছা ও সঞ্চারিত করতে পারতো? অবশ্যই না! সে যদি তোমার জন্য তোমার মাকে নিহত হতে বাধ্য না করতো, তাহলে তোমার মাকি তোমাকে এমন যাদু নিরাপত্তা দিতেন যা ভোল্ডেমর্ট ভাঙ্গতে পারেননা। নিশ্চয়ই নয়, হ্যারি। দেখ কিভাবে সকল অত্যাচারী শাসকদের মতো নিজেই শত্রু তৈরি করেছে ভোল্ডেমর্ট। তুমি তো জানো প্রতিটি অত্যাচারী শাসক যাদের তারা অত্যাচার করে তাদের কতোটা ভয় পায়? তারা জানে এমন একদিন আসবে যখন তাদের মধ্যে এমন কেউ মাথা তুলে দাঁড়াবে, যে অত্যাচারীকে পাল্টা আঘাত হানবে। ভোল্ডেমর্টও তার বাইরে নয়। তাই সব সময় খুঁজে বেড়াচ্ছে তার দ্বারা নির্যাতিতদের মধ্যে কে তাকে প্রতিরোধ করার শক্তি রাখে। সে প্রফিসির ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিলো, এবং সাথে সাথেই কাজে নেমে পড়েছে। ফলে, কে তাকে খতম করতে পারে সে শুধু চিহ্নিতই করেনি, বরং একটি মারাত্মক অস্ত্র সেই লোকটির হাতে তুলে দিয়েছে।

কিন্তু!

তোমাকে যা বলছি তা বোঝার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ডাম্বলডোর বললেন। কথাটা বলে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন, তার লম্বা আলখেল্লাটা হাঁটার সময় মাটিতে লুটোতে লাগলো ঝাড়ু দেবার মতো। হ্যারি এর আগে তার প্রিয় হেডমাস্টারকে এতোটা উত্তেজিত হতে দেখেনি। তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা করে, ভোল্ডেমর্ট নিজেই সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানুষটিকে চিহ্নিত করেছিলো এখন সে মানুষটি আমার সামনে বসে রয়েছে এবং কর্তব্য সাধনের জন্য তার হাতে মারাত্মক অস্ত্রটি দিয়েছে। ভোল্ডেমর্ট নিজেই এ বিষয়ে দায়ী যে তারই কারণে তুমি তার চিন্তা বুঝতে পারো–তার লক্ষ্য এমন কি তার সাপের ভাষা। তুমি ভোল্টেমর্টের অন্তর্জগত জানার সুযোগের কারণে ডার্ক আর্টস তোমাকে কোনো আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। কখনো না, ভোমের্টের দলে যোগ দেওয়ার আগ্রহও তোমার কখনো হয়নি।

নিশ্চয়ই নয়, হ্যারি বললো। ও আমার শত্রু, ও আমার বাবা-মাকে হত্যা করেছে।

ভালবাসার শক্তি ও ক্ষমতার প্রভাবে তুমি সুরক্ষিত। ভোল্টেমর্টের মতো ক্ষমতালোভী মানুষের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার রক্ষা কবচ হচ্ছে ভালোবাসা। শত প্রলোভনেও তুমি বিচ্যুত হওনি এবং তা জয় করেছে, শত দুঃখ, মর্মবেদনার মধ্যেও–তুমি শিশু অবস্থায় যেমন নির্মল হৃদয়ের ছিলে আজও তেমনটি রয়েছে। তুমি আয়নার সামনে দাঁড়ালে তোমার অন্তরের ইচ্ছা প্রতিবিম্বিত হবে এবং সেটাই ভোল্ডেমর্টকে ব্যর্থ করবে,

এবং সে পথ ধনীদের অমরত্বের নয়। হ্যারি, তুমি কি বলতে পারো কজন জাদুকর আয়নার দিকে তাকিয়ে যা তুমি অবলোকন করছে তা পায়? মূর্খ ভোল্ডেমর্ট জানে না কার সঙ্গে ও মোকাবিলা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছে।

ভোল্ডেমর্ট খুব ভালো করেই উপলব্ধি করতে পেরেছে, তুমি ভোল্টেমর্টের মনের মধ্যে গেঁথে আছো নিজের কোনো ক্ষতি না করে, ও তোমাকে প্রাণঘাতী নিদারুণ যন্ত্রণা দেয়া ছাড়া জয় করতে পারবে না। মিনিস্ট্রি থেকে সেটা ভালোভাবেই সে জেনেছে। হ্যারি একটা কথা আমি বুঝতে পারি না তার নিজ আত্মাকে খণ্ডিত করতে কেন এতো অস্থির হয়েছিলো সে। কেন সে বোঝার চেষ্টা করেনি কলুষিত নয় এবং সম্পূর্ণ আত্মারই আছে অতুলনীয় শক্তি।

কিন্তু স্যার, হ্যারি বললো। তাহলে বিষয়টি একই দাঁড়ালো। ওকে হত্যা করতে হবে আমাকে, বা হত্যা করতে হবে। ডাম্বলডোর বললেন, অবশ্যই ওকে তোমার বিনাশ করতে হবে, কিন্তু প্রফিসির ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে নয়। কারণ একটাই, তাকে বিনাশ করতে পারলে তুমি কখনই কোনো দিনও শান্ত থাকতে পারবে না। ধরে নাও, তুমি প্রফিসির বাণী শোননি, তাহলে এখন তোমার ভোল্ডেমর্ট সম্পর্কে কি রকম অনুভূতি হবে? হ্যারি মাথা থেকে প্রফিসি নির্বাসিত করে ভেবে দেখ।

হ্যারি দেখলো ডাম্বলডোর উত্তেজিত হয়ে সারাঘরে পায়চারি করছেন, চিন্তা করতে লাগলো ওর মা-বাবা সিরিয়াস আর ডিগরির কথা। ভোল্ডেমর্ট আজ পর্যন্ত যে সমস্ত ঘৃণ্য

অপরাধ করেছে তারই কথা। দারুণ এক অগ্নিশিখা ওর বুকের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে গলা উত্তপ্ত করতে লাগলো।

আমি ওর বিনাশ চাই। হ্যারি ধীর স্থির শান্তভাবে বললো। আমি ওকে বিনাশ করা পর্যন্ত বসে থাকবো না, করবই করবো।

অবশ্যই, অবশ্যই তুমি পারবে, ডাম্বলডোর উচ্চকণ্ঠে বললেন। তুমি মনে রাখবে প্রফিসি তোমাকে কি করতে হবে বলে দেয়নি। কিন্তু অপরদিকে প্রফিসি ভোল্ডেমর্টকে তোমার বিরুদ্ধে যাওয়ার চিন্তা করার কারণ ঘটিয়েছে। তুমি তোমার পথ স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পারো, প্রফিসির কথা নাও মানতে পারো। কিন্তু তোমাকে ভোল্ডেমর্ট সর্বদা তাড়া করে বেড়াবে এবং সেটাই হবে স্বাভাবিক ও সত্য, যা...।

হ্যাঁ... আমাদের দুজনেরই লক্ষ্য একে অপরের বিনাশ করা, হ্যারি বললো।

এতোদিনে ডাম্বলডোর সত্যি কি চান হ্যারি পরিষ্কার বুঝতে পারলো। এটা হলো, মৃত্যু থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য লড়াইয়ের মাঠে নামতে বাধ্য হওয়া

মাথা উঁচু করে লড়াইয়ের মাঠে শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য যাওয়ার পার্থক্য। কেউ কেউ বলবে হয়তো, এই দুটোর মধ্যে কোনটাই গ্রহণীয় নয়, কিন্তু ডাম্বলডোর জানে, আমিও জানি প্রচণ্ড গর্বে ভাবলো হ্যারি, আমার মা-বাবাও জানতেন এরকম নানা মতকে নিয়েই পৃথিবী।

সেবস্টামসেম্প্রা

হেডমাস্টার ডাম্বলডোরের অফিস ঘরে সারারাত ভোল্টেমর্টের ছটি হরক্রাকস প্রসঙ্গে আলোচনা করার পর খুব ক্লান্ত হলেও প্রসন্ন চিত্তে হ্যারি, রন আর হারমিওনকে পরের দিন সকালে চার্মস লেসন ক্লাসে (মাফলিয়াটো স্পেল সম্বন্ধে) গত রাতের অভিজ্ঞতা বিস্তারিত বললো। স্লাগহর্নের কাছ থেকে মেমরি সংগ্রহ করার খবরটি শুনে ওরা দুজন দারুণ খুশি, তারপর ভোল্টেমর্টের হরক্রাকসের কথা আর ডাম্বলডোরের হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে আর একটি খুঁজতে যাওয়ার ইচ্ছার কথা শুনে খুবই ভয় পেয়ে গেল।

বাঃ, হ্যারির সব কথা শেষ হলে রন বললো। রন অনাবশ্যকভাবে হাতের জাদুদণ্ডটা ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাক করে দোলাতে লাগলো। কেন দোলাচ্ছে ও জানে না। ও হ্যারির দিকে না তাকিয়ে বললো, ওয়াও, সত্যিই তুমি ডাম্বলডোরের সঙ্গে যাচেছা, ...খুঁজে বের করে ধ্বংস করার চেষ্টা চালাবে, ওয়াও, ...দারুণ ব্যাপার।

রন, তুমি সিলিংয়ে স্নো জমাচ্ছো কেন? কথাটা বলে হারমিওন রনের কব্জি চেপে ধরে ম্যাজিক ওয়ান্ডটা ঘুরিয়ে দিলো। ততক্ষণে গাদাগাদা সাদা গো ল্যাভেন্ডার ব্রাউনের মাথায় গায়ে ছড়িয়ে পড়লো, হ্যারির চোখে পড়তেই লাল চোখে হারমিওনের দিকে তাকালো, হারমিওন তখনি রনের হাতটা ছেড়ে দিলো।

ওহো, রন ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে ল্যাভেন্ডারের দিকে তাকিয়ে বললো, কিছু মনে করো না, সত্যি দুঃখিত, তোমার মাথায় মনে হচ্ছে দারুণ খুসকি। কথাটা বলে রন, হারমিওনের কাঁধের ওপর জমে থাকা স্নো সরিয়ে দেয়ার ভান করতে লাগলো। ল্যাভেন্ডার চোখে তখন অশ্রু। রন জানে দোষ করে ফেলেছে, তাই ল্যাভেন্ডারের কান্না দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

আমি আর হারমিওন যখন ডরমেটরি থেকে আসছিলাম তখনো আমাদের দেখতে পেয়েছিলো, আমরা তখন দুজনে দুধারে চলে গেলাম। তোমাকে নিশ্চয়ই সে দেখেনি, তাই ল্যাভেন্ডার মনে করেছে আমি আর হারমিওন, রন হ্যারিকে বললো।

অ্যা, তাই নাকি, হ্যারি বললো। যাকগে, ওসব কথা বাদ দাও, যা হয়েগেছে তা নিয়ে ভাবার কিছু নেই।

মোটেই না, রন বললো। ওর ওই ফাঁচ ফ্যাচ করে কাঁদা আমার বিশ্রি লাগে, তাছাড়া আমি তো কোনো অন্যায় করিনি।

ভীতুর ডিম কোথাকার, হারমিওন রনকে বললো, তবে হাসতে হাসতে। যা বলেছো, প্রেম করার পক্ষে রাতটা সুবিধের ছিলো না; হ্যারি জানো তো জিনি আর ডিনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?

হ্যারি, হারমিওনের চোখের দিকে তাকালো। মনে হলো ও অনেক কিছু খবর রাখে। খবরটা পেয়ে ওর মনের ভেতরটা আনন্দে নৃত্য করে উঠলো। যেন ব্যাপারটা কিছুই নয় এমন একটা আকর্ষণ শূন্য গলায় বললো, কেমন করে?

ধ্যাৎ একেবারে ছেলে মানুষী ব্যাপার, জিনি বলেছে, ডিন নাকি সব সময়ে ওকে পোট্রেট হোলের ভেতর দিয়ে যেতে সাহায্য করতে চায়, ভাবটা এমন যে জিনি একেবারেই ছেলেমানুষ, নিজে উঠতে পারে না, কিন্তু এটা সত্য যে, অনেক কালের পুরনো গর্তটা এবড়ো থেবড়ো হয়ে গেছে।

হ্যারি ক্লাসরুমে এক ধারে বসে থাকা ডিনের দিকে তাকালো। মুখটা দেখে হ্যারির মনে হলো খুবই ভারাক্রান্ত।

হারমিওন, হ্যারিকে চুপ করে থাকতে দেখে বললো, তুমি উভয় সঙ্কটে পড়েছে, তাই না?

কি বলছো? হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বললো।

কিডিচ টিম, হারমিওন বললো। যদি খেলার মাঠে ওরা দুজনে কেউ কারও সঙ্গে কথা না বলে।

ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলেছো, হ্যারি বললো।

ফ্লিটউইক, রনের গলায় সতর্ক সংকেতের সুর। ছোটোখাটো চার্মসের শিক্ষক ফ্লিটউইককে মাথা দোলাতে দোলাতে হেলে দুলে আসতে দেখলো ওদের দিকে। হারমিওন তখন সবেমাত্র ওয়াইনের পাত্রে ভিনিগার ঢেলেছে। ওর কাঁচের ফ্লাক্সটা টকটকে লাল তরল পদার্থে ভর্তি। ওদিকে হ্যারি আর রনের পদার্থ তখনো ঝাপসা ঝাপসা বাদামি রঙের।

ছেলেমেয়েরা আর দেরি করবে না, অনেক সময় নিয়ে ফেলেছে, ফ্লিটউইক একটু ঝাঁঝিয়ে বললেন। কথা কম, কাজ বেশি করো, দেখি দেখি তোমরা সব কে কি রকম বানালে। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা ফ্লিটউইকের কথা শুনে তটস্থ হয়ে ওদের দণ্ডটা তুলে ফ্লাক্সের মুখে রাখলো। হ্যারির ভিনিগার এখন আর তরল নেই, বরফ হয়ে গেছে। রনের ফ্লাক্স ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

হ্যাঁ, হোমওয়ার্ক, প্রফেসর ফ্লিটউইক টেবিলের তলা থেকে মাথা তুলে কাঁচের টুকরোগুলো তার টুপির ওপর থেকে ঝাড়ুতে ঝাড়ুতে বললেন–প্র্যাকটিস।

চার্মস ক্লাসের পর কোনো ক্লাস নেই, একটা পিরিয়ড ফাঁকা। ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে কমনরুমের দিকে চললল। ল্যাভেন্ডারের সঙ্গে বন্ধুত্বে ভাঁটা পড়ার জন্য রনের মন হালকা ও প্রশান্তি লাগছে এবং হারমিওনও এতে খুশি। ওকে হাসতে দেখে একজন বললো, এতো হাসির কি আছে? হারমিওন বললো, খুব সুন্দর দিন, তাই। ওরা কেউ লক্ষ্য করেনি হ্যারির মাথায় তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে।

ও রনের বোন,..
ডিনকে কিন্তু ও ধোকা দিয়েছে।
এখনো ও রনের বোন
আমি ওর সবচেয়ে প্রিয় সখা!
হ্যাঁ সেই সম্পর্ক গুবলেট করবে
যদি আমি ওর সঙ্গে প্রথমে কথা বলি
ও তোমাকে আঘাত করতে পারে
আমি যদি পরোয়া না করি তো কি করতে পারে?
ও যে তোমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু!

হ্যারি খেয়ালই করেনি কখন সে পোট্রেট হোলের কাছে পৌঁছে রৌদ্রকরোজ্জ্বল কমনরুমে এসেছে। ভাসা ভাসাভাবে দেখলো সপ্তম ক্লাসের কয়েকটা ছেলে ঘরের এক কোনায় জটলা করছে, হঠাৎ ওর ধ্যান ভগ্ন হলো হারমিওনের উচ্চকণ্ঠের ডাক শুনে, কেটি! আরে তুমি এসেছো! তুমি ভালো আছো তো?

হ্যারি স্বচ্ছদৃষ্টিতে তাকালো। হ্যাঁ, কেটি বেল দাঁড়িয়ে রয়েছে অদূরে। শরীর স্বাস্থ্য ফিরেছে, ওর সব বন্ধুরা খুশিতে উপচে পড়ে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সত্যি খুব ভাল আছি, কেটিবেল হাসতে হাসতে বললো। সোমবার সেন্ট মাংগোস আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। হাসপাতাল থেকে দুদিনের জন্য বাড়িতে কাটিয়ে এলাম, বাবা

আমাকে হাসপাতাল থেকে আনতে গিয়েছিলেন। আজকে সকালে স্কুলে এসেছি। লীনে এইমাত্র আমাকে ম্যাকলোগেন ও শেষ ম্যাচটার কথা বলেছিলো।

ভাল, সব তাহলে জেনেছো? হ্যারি বললো। যাকগে তুমি ফিরে এসেছে, রনও ঠিক আছে। হা শোনো তোমরা টিমে ফিরে আসার ফলে র‍্যাভেন কু-কে হারাবার দারুণ সুযোগ হয়েছে। তার মানে আমরা এখনো ঝাপের জন্য প্রতিযোগিতায় থাকবো।

এখন ওর মাথা থেকে জিনি চলে গেছে। কেটির কাছ থেকে এখনই কিছু খবর নিতে হবে। কেটির বন্ধু-বান্ধবরা ব্যাগ, বই, খাতাপত্র নিয়ে চলে এসেছে। হ্যারি বললো, ও সেই নেকলেস, মনে করে বলতে পারো কে তোমাকে ওটা দিয়েছিলো?

না, কিছুতেই মনে করতে পারছিনে, সকলেই আমাকে এক প্রশ্ন করছে। হ্যাঁ এইটুকু মনে আছে থ্রি মস্টিকের লেডিস বাথরুমে যাচ্ছিলাম।

ঠিক মনে আছে বাথরুমে যাচ্ছিলে, হারমিওন বললো।

হ্যাঁ মনে আছে, কেন মনে থাকবে না, আমি দরজা ঠেলে খুলে বাথরুমে গেলাম, তারপর... কেটি বললো। তাহলে মনে হয় যে আমাকে কাবু করেছিলো, খুব সম্ভব সে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিলো। তারপর কিছু মনে নেই। দুসপ্তাহ পরে আমার জ্ঞান ফেরে, তখন আমি সেন্ট মাংগোস হাসপাতালে শুয়ে রয়েছি। যাকগে এখন আমি ম্যাকগোনাগলের ক্লাসে চলি। আজ থেকেই মনে হয় আমাকে হোমওয়ার্ক দেবেন।

কথাগুলো কেটি এক নিঃশ্বাসে বলে বইখাতা ব্যাগ নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কমনরুম থেকে চলে গেল।

না, কোনো পুরুষের কাজ নয়। বাথরুমে ঢোকার পথে মেয়ে ছাড়া কে দাঁড়াবে, হারমিওন বললো। লেডিজ বাথরুম!

এমনও হতে পরে তার চেহারাটা মেয়েদের বা মহিলাদের মতে, হ্যারি বললো। মনে থাকে যেন হোগার্টসে কলড্রন ভর্তি পলি জুস পোশানের কোনো অভাব নেই। আমরা তো জানি ওর থেকে বেশ খানিকটা চুরি গেছে।

কথা বললেও ও মানস চোখে দেখলো। ক্রাবে আর গোয়েলে মেয়েতে রূপান্ত রিত হয়ে ঘোড়াদের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

মনে হচ্ছে আর এক ডোজ ফেলিক্স আমাকে খেতে হবে, হ্যারি বললো। রুম অফ রিকোয়ারমেন্টে যাওয়া দরকার মনে হয়।

তার মানে পোশানটা নষ্ট করবে, হারমিওন স্পেলম্যান সিলেবেরি বইটা ব্যাগ থেকে বের করে টেবিলে রেখে বললো। হ্যারি ভাগ্য ভালো হলে তুমি অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারো। স্লাগহর্নের ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, তার কাছ থেকে তোমার জানার সুযোগ ছিল, শুধু তোমাকে সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়েছে মাত্র।

শোনো বাকি পোশানটা অযথা নষ্ট করবে না! ডাম্বলডোর তোমাকে সঙ্গে নিয়ে হরক্রাকসের খোজে বেরোবার সময় তোমার ওটা কাজে লাগবে, কথাগুলো হারমিওন ফিস ফিস করে বললো।

আমরা কি আর একটু বেশি বানাতে পারি না? রন হ্যারিকে বললো। বলার সময় একবারও হারমিওনের দিকে তাকালো না। আমাদের কিছু স্টক করে রাখা দরকার, বইটা আর একবার পড়ে নাও।

হ্যারি, রনের কথাটা শুনে ব্যাগ থেকে অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং-এর কপিটা বার করে ফেলিক্স ফেলিসিস পড়তে লাগলো।

রিমে, দারুণ গোলমেলে, ইনগ্রেডিয়েন্টসের লিস্ট দেখতে দেখতে বললো। ছমাস লাগবে ভিজিয়ে রাখার পর।

সব একই রকম, রন বললো।

হ্যারি বইটা রেখে দেবার সময় চোখে পড়লো বইটার শেষের দিকে একটা পৃষ্ঠার কোনা সামান্য দোমড়ানো। পৃষ্ঠাটায় ঝুঁকে পড়ে দেখলো, শত্রুদের জন্য, ক্যাপশন দিয়ে তার তলায় রয়েছে সেট্রামসে স্পেল, কয়েক সপ্তাহ আগে ওর স্পেলটা হঠাৎ চোখে পড়েছিলো, কিন্তু পড়া হয়ে উঠেনি। এখনো জানে না স্পেলটা কি, তার কারণ ও

হারমিওনকে আর এ বিষয়ে কিছু জানাতে চায় না। মন দিয়ে পড়লেই হারমিওনের চোখে পড়বে এবং সে নানা প্রশ্ন করে নিরুৎসাহিত করবে। মাঝে একবার পড়তে গিয়েছিলো, তখন আবার ম্যাকলেগেন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো বলে পড়তে পারেনি।

কেটি বেল মাংগোস থেকে ফেরার পর একটি মাত্র ছেলে খুশি হয়নি, সেটি ডিন থমাস! খুশি না হওয়ার কারণ, কেটি বেল এসে গেছে, তাহলে ও আর কিচি খেলায় চেজার হতে পারবে না। কথাটা হ্যারি যে ম্যাকলেগেনকে বলেনি যে তা নয়, বলেছিলো। ও শ্রাগ করে চলে গিয়েছিলো। ও চলে যাবার পর হ্যারি ডিন আর সিমাসকে ওর সম্বন্ধে বিড়বিড় করে কিছু বলতে শুনেছিলো।

দিন পনের পরে, কিডিচ ম্যাচের প্র্যাকটিস দেখে ক্যাপ্টেন হ্যারি দারুণ খুশি। ম্যাকলেগেন বাদ পড়াতে ওর টিমের সকলেই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, কেটি এসে গেছে আর ওদের ভাবনা নেই। সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে ফ্লাই করতে লাগলো। ডিন ওর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করায় জিনি একটুও ব্যথিত নয়।

হ্যারির মাথায় তখন জিনি না রন? ল্যাভেন্ডারের সাথে সম্পর্কের অবনতির পর রন হয়তো কিছু মনে করবে না হ্যারি যদি জিনির সাথে সম্পর্ক করে। কিন্তু ওর মনে পড়লো জিনিকে একদিন ডিনকে চুমু খেতে দেখে রন খুব্ধ হয়েছিলো। জিনি একটু একটু করে হ্যারির জীবনে ছায়া ফেলতে শুরু করেছে। ওদিকে রন? রনের ছোট বোন জিনি, জিনির হাত ধরলে রন হয়তো অন্য কিছু ভাবতে পারে। তা হলেও হ্যারি জিনির সঙ্গে কথা বলা থামালো না। মাঝেমধ্যে তাদের মধ্যে কথা বার্তা হতো। প্র্যাকটিসের পর

এক সাথে ফেরা, অবশ্য সকলের সামনে। জিনিকে ও বলতে গেলে কখনো একলাটি পায় না। হঠাৎ মনে হলো স্লাগহর্ন অনেকদিন পার্টি দেননি। স্লাগহর্নের পার্টিতে রন নিমন্ত্রিত হয় না। সেই সময়ে ও জিনিকে রনের চোখের আড়ালে পেতে পারবে। মাঝে মাঝে ও হারমিওনের সাহায্য নেওয়ার কথা মাথায় আসে; কিন্তু তক্ষুণি আবার মনে ভেসে ওঠে হারমিওনের কটু দৃষ্টি। সে জানে হারমিওন জিনির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা পছন্দ করে না। কথাবার্তায় পরিষ্কার সে তা বুঝতে পারে।

দেখতে দেখতে কিডিচ ফাইনালের দিন এসে পড়লো। গ্রিফিন্ডর আর র‍্যাভেন কু-র খেলা। রন সব সময় খেলাতে কি রকম কৌশল নিতে হবে সে সম্বন্ধে সুযোগ পেলেই হ্যারির সঙ্গে আলোচনা করে। অতএব রন বিহীন জিনিকে একা পাওয়া যায় না। স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীদের একই আলোচনা–র্যাভেন কু না গ্রিফিন্ডর চ্যাম্পিয়ন। হ্যারি জানে র‍্যাভেন কু-কে অন্তত ৩০০ পয়েন্টে না হারাতে পারলে চ্যাম্পিয়ন হবার আশা নেই। তার কম পেলে র‍্যাভেন কু-র পরে স্থান হবে। একশ পয়েন্টে হারলে হাফলপাফ হবে দ্বিতীয়, একশ পয়েন্টের কম পেলে গ্রিফিন্ডর হবে চতুর্থ। তার অধিনায়কত্বে গ্রিফিন্ডরের অধঃপতন সকলের মনে বহুদিন মনে থাকবে। কম করে হলেও দুশ বছর তো নিশ্চয়ই।

যা অতীতে হতো তাই হতে লাগলো। প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের ছেলেমেয়েদের করিডরে মুখোমুখি হলেই ব্যাঙ্গ, টিটকিরি, গান, অপ্রিয় সব কথাবার্তা। কখনো উচ্চ গ্রামে কখনো বা চাপা গলায়। বাথরুমে যাবার সময়ও রেহাই নেই। খেলার জেতা হারায় জিনির সঙ্গে সম্পর্ক জড়িত বলে মনে হয় হ্যারির। হ্যারি ভাবে ওরা যদি তিনশ পয়েন্টের বেশি

জেতে তাহলে সকলেই আনন্দে লাফালাফি করবে, অনেকটা ফেলিক্স ফেলিসিস খাবার পরের অবস্থা।

ওইসব কাণ্ডকারখানার মধ্যে হ্যারির মধ্যে একটা কথা বারবার সামনে এসে দাঁড়ায় ম্যালফয় কেন রুম অফ রিকোয়ারমেন্টে এসেছিলো। মারাইডার্স মানচিত্রে বারবার ভাল করে দেখেও ম্যালফয়কে কোথাও পায়নি। কিন্তু ম্যালফয় বারবার সেই ঘরে ঢুকে সময় ব্যায় করছে কেন?

র‍্যাভেনক্লর বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে হ্যারি একাই কমনরুম থেকে ডিনার খেতে যাচ্ছিলো। রন গেছে বাথরুমে আর হারমিওন গেছে প্রফেসর ভিক্টরের কাছে অ্যারিথমেসির একটা প্রবন্ধে ভুল সংশোধন করতে। হ্যারি রোজকার মতো সেভেনথ ফ্লোরে গিয়ে করিডরে দাঁড়িয়ে মানচিত্র খুলে ম্যালফয়কে খুঁজেছে, ওকে দেখতে পেল না। তাহলেও ওর মনে হলো ম্যালফয় ওই ঘরের মধ্যে নিশ্চয়ই ঘোরাফেরা করছে। তারপর হঠাৎ সেই মানচিত্রে ম্যালফয়ের ছোট মূর্তি দেখতে পেলো। ও নিচের ফ্লোরের ছেলেদের বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার ওর সঙ্গে ক্রাবে অথবা গোয়েলে নেই। পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোনিং মার্টল।

হ্যারি মানচিত্রে ম্যালফয়কে দেখা বন্ধ করে দিয়ে করিডর থেকে মার্বেলের সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালো নিচে যাবার জন্য। তারপর যে বাথরুমে ম্যালফয়কে ঢুকতে দেখেছিলো সেই বাথরুমের বন্ধ করা দরজায় কানটা চেপে রইলো ভেতর থেকে কিছু শোনার আশায়। ভেতরের কোনো শব্দও শুনতে না পেয়ে ও খুব সন্তর্পণে দরজাটা খুললো। ড্র্যাকো

ম্যালফয়কে দেখলো দরজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে, ঘরের মধ্যে যে সিংকটা রয়েছে তার দুধারে ওর হাত দুটো, সাদা চুলে ভর্তি মাথাটা সিংকের মুখে নামানো।

চুপ করো, মোনিং মার্টলের গাঁ গাঁ গলা একটা কিউবিকল থেকে ভেসে এলো। বলছি চুপ করো, বলো কি অসুবিধে, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না, ম্যালফয় বললো। হ্যারি দেখলো ম্যালফয় থরথর করে কাঁপছে। আমি করতে পারবো না..., আমি পারবো না, ওটাতে কোনো কাজ হবে না..., আর আমি যদি কাজটা খুব তাড়াতাড়ি না করি, তাহলে বলেছেন, আমাকে হত্যা করবেন...।

হ্যারি যেন প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো, ম্যালফয় কাঁদছে, সত্যি কাঁদছে, ওর ফ্যাকাশে ম্লান মুখের দুগাল বেয়ে চোখের জল অতি নোংরা বেসিনে টসটস করে পড়ছে। কাঁদতে কাঁদতে বেশ বড় রকম এক ঝাঁকুনি দিয়ে মুখটা তুলে ভাঙ্গা চিড় খাওয়া আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো পেছনে হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ম্যালফয় হ্যারিকে দেখে ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো, পকেট থেকে জাদুদণ্ডটা তুললো। হ্যারি এক সেকেন্ড দেরি না করে নিজের দণ্ডটা বার করলো। ম্যালয়ের জাদুমন্ত্র হ্যারির কান ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে দেয়ালের বাতিতে লাগতেই সেটা কাঁপতে লাগলো। হ্যারি সামান্য পাশে সরে গিয়ে ভেবেচিন্তে লেভি করপাস ছুঁড়লো। তার আগেই ম্যালফয় সেই জিংকসটাকে ওর জাদুদণ্ড দিয়ে আটকে দিলো। নতুন একটা ছুঁড়তে যাবে

তখন মোনিং মার্টল বাধা দিয়ে খুব জোরে জোরে বললো, না, না থামাও। ওর কণ্ঠস্বর টালি লাগানো সমস্ত ঘরটায় প্রতিধ্বনিত হলো, থামো, থামো।

হ্যারির অদূরে একটা আবর্জনা ফেলার পাত্র ভীষণ এক শব্দ করে ফেটে চৌচির হয়ে গেলো। হ্যারি এক সেকেন্ড দেরি না করে লেগ-লকার-কার্স ম্যালয়ের দিকে ছুঁড়লো। কার্সটা ম্যালফয়কে আঘাত না করে মোনিং মার্টলের জল রাখার গামলায় লাগতেই ওটা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। মোনিং মার্টল ভীষণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলো। সমস্ত ঘরটায় জলে ভরে গেলো। হ্যারি ম্যালয়ের মতোই পিছলে পড়ে গেলো। ম্যালয়ের মুখটা কুঁচকে গেল, ভীষণ জোরে বললো, কুসিও।

হ্যারি জলসিক্ত মেঝেতে পড়ে থাকা অবস্থাতে জাদুদণ্ডটা প্রবলভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে বললো, সেকটামসে।

ম্যালয়ের সারা শরীর থেকে গল গল করে রক্ত ঝরতে লাগলো, এমনভাবে যেন কেউ ওকে একটা ধারালো তলোয়ার দিয়ে কুপিয়েছে। ও জলসিক্ত মেঝে থেকে ওঠবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো; উঠতে গিয়ে আবার ধপাস করে পড়ে গেল, চতুর্দিকে জল ছিটকে পড়লো। ওর ডান হাতে ধরে থাকা জাদুদণ্ডটা ছিটকে পড়লো।

না, হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বললো। হ্যারি কোনো রকমে উঠে দাঁড়ালো, ম্যালফয়ের দিকে হাতড়াতে হাতড়াতে গিয়ে বললো, না, আমি করিনি।

ম্যালয়ের মুখ রক্তবর্ণ, ওর ফ্যাকাশে সাদা হাত দুটো দিয়ে বুকের রক্তস্রোতকে চেপে ধরেছে।

হ্যারি জানে না ও কি বললো, ও ম্যালয়ের পাশে হাঁটুগেড়ে বসলো। ম্যালফয় তখনো থরথর করে কাঁপছে, ওর রক্ত ঝরে চলেছে, মোনিং মার্টল সেই দৃশ্য দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো।

খুন, খুন, বাথরুমে খুন হয়েছে!

ঠিক সেই সময়ে হ্যারি তার পেছনে দরজা খোলার শব্দ হওয়ায় ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালো। স্নেইপ দ্রুত ভেতরে ঢুকলেন। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে এক ধাক্কায় হ্যারিকে এক ধারে ঠেলে দিয়ে ম্যালফয়ের দিকে হাঁটুগেড়ে বসে জাদুদণ্ডটা বার করে ম্যালয়ের রক্তাক্ত শরীরে বোলাতে লাগলেন। ওর সারা দেহে হ্যারির ভয়াল, ভয়ঙ্কর কার্সে গভীর ক্ষত হয়ে গেছে। স্নেইপ সেই কার্স নির্বাপিত করার জন্য বিড় বিড় করে কিছু বলতে লাগলেন। হ্যারির মনে হলো স্নেইপ যেন মিষ্টি এক সুরে গান গাইছেন। রক্তপড়া একটু একটু করে বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। ম্যালয়ের রক্ত স্নেইপ হাত। দিয়ে মুছে দিতে দিতে মিষ্টি সুরে গান গেয়ে চললেন। গায়ের কাটা জায়গাগুলো।

কোন এক অদশ্য হত সেলাই করে দিতে লাগলো।

হ্যারি ভয়ার্ত মুখে ম্যালফয়ের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, বুঝতেই পারছে না কেমন করে দুর্ঘটনাটা হলো। ম্যালয়ের মতো ওর শরীরও রক্ত আর জলে, লালরঙে সিক্ত হয়ে গেছে। মোনিং মার্টল তখনো একঘেয়ে বিলাপ করে চলেছে। স্নেইপ তৃতীয়বার বিপরীত কার্স করে ম্যালফয়কে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে এনে, ওকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

তোমার হসপিট্যাল উইং-এ যাওয়া দরকার, তবে তুমি যদি এখুনি ডিটানি খাও তাহলে হয়তো হসপিট্যালে নাও যেতে হতে পারে, তাহলেও কোনো চান্স নিতে চাই না, এসো।

স্নেইপ, ম্যালয়কে যত্নের সঙ্গে হাত ধরে বাথরুমের বাইরে যেতে যেতে হ্যারির দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, পটার আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি কোথায়ও যাবে না। এখানেই অপেক্ষা করবে।

স্নেইপের আদেশ অমান্য করার ইচ্ছে হ্যারির হলো না। জলের ওপর ভেসে বেড়ানো রক্তের ডেলাগুলোকে দেখে হ্যারির মনে হলো জলের ওপর ছোট ছোট লাল রঙের ফুল, ওদিকে মোনিং মার্টলের বিলাপ যেন শেষ হয় না, বেড়েই চললো তার উচ্চ কণ্ঠের বিলাপ।

প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে স্নেইপ ফিরে এলেন। ঘরে ঢুকে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

তুমি যাও, স্নেইপ কড়া স্বরে মোনিং মার্টলকে বললেন। মার্টল ঘর ছেড়ে চলে গেল। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হয়ে গেল ঘরটা।

আমি চাইনি ওকে ওইরকমভাবে আঘাত করতে, হ্যারি বিন্দুমাত্র দেরি না করে বললো। ওর কথাগুলো নিস্তব্ধ জলমগ্ন ঘরে প্রতিধ্বনিত হলো।

আমি জানি না ওই স্পেলটা কি, হ্যারি বললো। কিন্তু স্নেইপ ওর কথায় বিন্দুমাত্র কান দিলেন না।

মনে হয় তোমাকে আমি বুঝতে পেরেছি, পটার, স্নেইপ খুব আস্তে বললেন। কে জানে কোথা থেকে তুমি ওই ডার্ক ম্যাজিক শিখলে? কে তোমাকে ওই মারাত্মক স্পেল শিখিয়েছে হ্যারি পটার?

আমি একটা বই পড়ে শিখেছি।

কোথায়, কোন বই?

লাইব্রেরিতে বইটা আছে, হ্যারি বানিয়ে বললো। আমি মনে করতে পারছি না বইটার নাম।

মিথ্যাবাদী, স্নেইপ ধমকে উঠলেন। হ্যারির গলাটা শুকিয়ে গেল। ও জানে স্নেইপ কি করতে চান, কোনোদিন সেগুলো বাধা দিতে পারেনি।

বাথরুমটা ওর চোখে অন্ধকার হয়ে আসছে, ও সকল চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চাইলো, কিন্তু ব্যর্থ হলো। ওর মনের আয়নাতে হাফ-ব্লাড-প্রিন্সের বই অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং ভেসে উঠলো।

জলে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে বাথরুমে বসেও আবার স্নেইপের কঠোর মুখের দিকে তাকালো। নিরাশার মধ্যে আশা করলো স্নেইপ হয়তো বুঝতে পারেননি ও ভয় পেয়েছে।

তোমার স্কুল ব্যাগটা নিয়ে এসে আমাকে দাও, স্নেইপ একটু নরম সুরে বললেন। স্কুলের সব বই যেন ব্যাগে থাকে। যাও, এখুনি নিয়ে এসো তোমার স্কুল ব্যাগ।

তর্ক করে কিছু লাভ হবে না হ্যারি ভালো করেই জানে। হ্যারি বাথরুম থেকে বেরিয়ে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের দিকে এক রকম ছুটতে লাগলো। ওর সর্বাঙ্গে রক্ত, আলখেল্লা সিক্ত, সকলেই ওর দিকে তাকিয়ে রইলো অবাক হয়ে। অনেকেই প্রশ্ন করতে লাগলো, হ্যারি সেই প্রশ্নগুলোর একটারও জবাব দিলো না।

ও এমনিভাবে ছুটছে যেন একটা অতি আদরের পালিত কুকুর পাগল হয়ে গেছে। কেন যে প্রিন্স ওই বইতে এই স্পেলটা লিখেছিলেন? স্নেইপ সেটা দেখতে পেলে কি করবেন? তাহলে কি স্লাগহর্নকে নালিশ করবেন, হ্যারি সেইসব কথা ভেবে ক্লান্ত হয়ে গেল,

পেটের ভেতরটা অসম্ভব ব্যথা করতে লাগলো। হ্যারি কেমন করে সারা বছর ধরে পোশানে ভালো রেজাল্ট করেছে সে তথ্য স্লাগহর্ন পেয়ে যাবেন। যে বইটা পড়ে হ্যারি অনেক কিছু শিখতে পেরেছে, তাহলে কী সেই বইটা পুড়িয়ে ফেলা হবে, বাজেয়াপ্ত করা হবে! বইটিতো ওর পরম বন্ধু, গাইড। হ্যারি কিছুতেই সেই বইটা হাত ছাড়া করবে না, কিছুতেই দেবে না।

রন সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়েছিলো, হ্যারির দিকে অদ্ভুত আতঙ্কের দৃষ্টিতে তাকালো। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমার গায়ে লাল দাগ, জলে ভেজা রক্ত!

তোমার পোশান, তোমার পোশান বইটা দিতে পারবে, আমার ওটা দরকার, হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে রনের দিকে তাকিয়ে বললো। দাও, দাও, প্লিজ তাড়াতাড়ি দাও।

হাফ-ব্লাড...? পরে তোমাকে সব বলবো।

রন ব্যাগ থেকে ওর অ্যাডভান্সড পোশান মেকিং-এর কপিটা বার করে হ্যারির হাতে দিলো। বইটা হাতে নিয়ে প্রায় আগের মতো দৌড়াতে দৌড়াতে কমনরুমে এসে স্কুল ব্যাগটা কাঁধে তুলে পোর্ট্রেট হোল দিয়ে বেরিয়ে সেভেন্থ ফ্লোরের করিডরে চলে এলো। ওর দিকে যে স্কুলের সব ছেলেমেয়েরা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো সেদিকে খেয়াল নেই।

ও মনে মনে বললো,

আমার বইটা লুকিয়ে রাখার একটা জায়গা দরকার, বইটা লুকিয়ে রাখবার একটা জায়গা দরকার। আমার একটা জায়গার দরকার...

ও রুম অফ রিকোয়ারমেন্টের সামনে পায়চারি করতে লাগলো। শুধু লম্বা দেয়াল ভেতরে যাবার দরজা নেই। ও চোখ বন্ধ করে রেখেছিলো, চোখ খুলতেই দরজা। এই তো রুম অব রিকোয়ারমেন্টের দরজা সে সামান্য খুলে দ্রুত ভেতরে ঢুকে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

হ্যারি হাঁপাতে লাগলো। ওর মনের মধ্যে ভয় উৎকণ্ঠা, কে জানে বাথরুমে স্নেইপ কি মুর্তিতে অপেক্ষা করছেন, ও আতঙ্কপীড়িত হয়ে সামনে তাকাতেই থোমতো খেয়ে গেল। কি দেখছে, এখন কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে? বিরাট আকারের ক্যাথিড্রালের মতো বা বড় বড় জানালাগুলো দিয়ে বাইরে থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে বিরাট ঘরটায়। ঘরটা যেন একটা অতি পুরনো দিনের শহর। অতীতের স্থাপত্যে তৈরি ঘর। জানালা, দরজা, দেয়াল, ক্যালপি সবকিছুই অতীত কালের। ঘরটায় পড়ে রয়েছে অনেক জীর্ণ-ভগ্ন ফার্নিচার। ঘরের মধ্যে তাকে সাজানো রয়েছে হাজার হাজার বই। কে বা কারা বইগুলো রেখে গেছে হ্যারি জানে না। দেয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে পাথরের তীর আর অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র, চারদিকে দাঁতওয়ালা খেলার জন্য গোলাকার ফ্রিসবীস। তাছাড়া পর্বতপ্রমাণ অতীত কালের নানা রকম জিনিসপত্র, বোতল, টুপি, জুয়েলস, ঘড়ি, ড্রাগনের চামড়া, ডিম, বোতল ভর্তি পোশান, ছিপ আঁটা নানা সাইজের বোতল, ভোতা বা ধারালো অস্ত্রশস্ত্র, রক্তমাখা কুঠার! নিশ্চয়ই এসব নিষিদ্ধ বস্তু। বংশানুক্রমে যুগের পর যুগ এখানে লুকিয়ে

রাখা হয়েছে। হয়তো নিষিদ্ধ ম্যাজিক বস্তু ধরা পড়ার ভয়ে লুকিয়েছে এখানে বা হোগার্টসের হাউজ এলফরা এখানে এনে রেখেছে।

হ্যারি অনেক কানাগলির মধ্যে একটাতে পা রাখলো। কে জানে আরো হয়তো অনেক লুকোনো ধনসম্পত্তি দেখতে পাবে সেই গলির দুপাশে। অনেক গলির মধ্য দিয়ে হ্যারি হাঁটতে লাগলো। যেখানে তার ইচ্ছে, ডাইনে-বাঁয়ে, খানিকটা এগিয়ে ও অ্যাসিডে দগ্ধ একটা কাবার্ডের সামনে দাঁড়ালো। সেটা ছাড়া আরো অনেক ছোট বড় কাবার্ড রয়েছে। ও একটা ভাঙ্গা পাল্লার কাবার্ড খুললো। দেখে মনে হলো তার মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছে; লুকিয়ে রাখার উপযুক্ত কাবার্ড সন্দেহ নেই। তার মধ্যে ও একটা খাঁচা দেখতে পেল। খাঁচার মধ্যে রয়েছে বহু বছরের মৃত একটি পাঁচ-পা-ওয়ালা পাখি বা জন্তুর কঙ্কাল। ও হাফ-রাড-প্রিন্সের বইটা খাঁচার মধ্যে চালান করে পাল্লাটা বন্ধ করে দিলো। ওর বুকটা তখন ধড়াম ধড়াম করছে। বিশৃঙ্খল অবস্থায় রাখা জিনিসপত্রগুলো বেশ কয়েকবার দেখে নিলো যাতে বইটা খুঁজে পায়। কে জানে খুঁজে পাবে কি না। না, ওই রকমভাবে রাখলে চলবে, খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। তারপর সময় নষ্ট না করে দরজা খুলে বাইরে এসে করিডরে দাঁড়ালো।

হ্যারি, রনের বইটা স্কুলব্যাগের মধ্যে রেখে বাথরুমের সামনে দাঁড়ালো। তারপর দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে স্নেইপের সামনে দাঁড়ালো। স্নেইপের হাতে ব্যাগটা দিলে স্নেইপ একটার পর একটা বই টেনে বার করতে লাগলেন। সবশেষে বার করলেন রনের দেয়া কপিটা। বইটা হাতে নিয়ে স্নেইপ হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে এই বইটাতে আছে? এটাই অ্যাডভান্স পোশান মেকিংয়ের কপি?

হ্যাঁ, হ্যারি বললো বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে। এটাই তুমি ফুরিয়ে অ্যান্ড বুটস থেকে কিনেছো? হ্যাঁ, হ্যারি জোর দিয়ে বললো। তাই যদি হয়, তাহলে বইতে মালিকের নাম রুনিল ওয়াজলিব কেন? হ্যারির বুকের স্পন্দন প্রায় থেমে গেলো। আমার ডাক নাম স্যার, হ্যারি বললো। তোমার ডাকনাম, স্নেইপ বললেন। হ্যাঁ, আমার বন্ধুরা আমাকে ওই নামে ডাকে, হ্যারি বললো। আমি জানি ডাকনাম কি হয়, স্নেইপ বললেন।

হ্যারি স্নেইপের ঠান্ডা কালো চোখ থেকে তার চোখ ফিরিয়ে এনে, মনে মনে উচ্চারণ করলো, ক্লোজ ইওর মাইন্ড... ক্লোজ ইওর মাইন্ড, কিন্তু কখনো সে সম্পূর্ণ সফল হয়নি।

হ্যারি তোমার সম্বন্ধে আমার কি ধারণা জানো? স্নেইপ বললেন। আমি মনে করি তুমি একটি ডাহা মিথ্যাবাদী, ও চিট। তোমার একমাত্র শাস্তি হচ্ছে কয়েদ হয়ে থাকা। প্রতিটি শনিবার, তোমার টার্ম শেষ হওয়া পর্যন্ত। কি মনে করছে, পটার? এছাড়া অন্য কি শাস্তি দেয়া যেতে পারে?

আ... আ... আমি আপনার সঙ্গে একমত নই স্যার, হ্যারি বললো। তখন হ্যারি স্নেইপের কালো ঠান্ডা চোখের দিকে তাকানো এড়িয়ে বললো।

বেশ, তোমার ডিটেনসনের পর মনের অবস্থাটা বোঝা যাবে, কেমন? মনে থাকে যেন প্রতি শনিবার সকাল দশটায় আমার অফিসে, পটার। স্যার, হ্যারি বললো। কিডিচের শেষ ম্যাচ। হ্যারির গলার স্বর আটকে গেল।

বললাম, সকাল দশটায় স্নেইপের হলুদ বর্ণের দাঁত বেরিয়ে এলো হাসির সঙ্গে। বেচারা গ্রিফিন্ডর, এই বছর তাদের পজিশন হবে চার, তাইতো আমার মনে হয়।

আর একটিও কথা না বলে স্নেইপ বাথরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হ্যারি চিড় খাওয়া ভাঙা আয়নার দিকে তাকিয়ে রইলো। ভাবলো রনের জীবনে এই রকম অবস্থা কখনো কি হয়েছে।

বলেছি তো আমি কিছু বলতে চাই না, ঘণ্টাখানেক পরে কমনরুমে বসে হারমিওন বললো।

ছাড়োতো হারমিওন, রন রেগে গিয়ে বললো। বাথরুমে যা যা ঘটেছিলো রন, হারমিওন আর জিনিকে বললো হ্যারি। ডিনার খাবার ওর কণামাত্র ইচ্ছে নেই। ওদিকে মোনিং মার্টল প্রতিটি বাথরুমে ঢুকে সবিস্তারের যা যা দেখেছে বলে বেড়াতে লাগলো। ম্যালফয় প্যানসি পারকিনসনকে সঙ্গে নিয়ে হসপিটাল উইং-এ যেতে বাধ্য হলো।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ওকে কমনরুম থেকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোমার ভাগ্য ভালো হ্যারি। তুমি যা করেছে তার জন্য স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবার সম্ভাবনা ছিলো। ম্যাকগোনাগল আগাগোড়া স্নেইপকে সমর্থন করে যাওয়ায়। হ্যারি ব্যাথিত হলো শাস্তির ব্যাপারে প্রতিবাদও করলেন না।

হারমিওন বলেছিলো ম্যালয়ের সঙ্গে যা ঘটেছে ওই প্রসঙ্গে একটি কথাও বলবে না সে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকতে পারলো না।

হ্যারি, তোমাকে আমি সবসময়ই বলেছি, প্রিন্সের ওই বইটা না পড়ার জন্য। বলো আমি কথাটা বলেছিলাম কি না?

না, তুমি ঠিক বলোনি, হ্যারি একগুঁয়ের মতো বললো।

খুব খারাপ সময় চলছে। একদিকে হারমিওনের সঙ্গে কথা বন্ধ, অন্যদিকে কিডিচ খেলতে পারবে না। টিমের প্লেয়াররা ক্যাপ্টেনের কাহিনী শুনে চুপসে গেল। হ্যারি না খেললে ওরা নির্ঘাত হারবে।

হ্যারি, জিনিকে ডেকে বললো, শনিবার তুমি সিকার হয়ে খেলবে, আর ডিন হবে চেজার তোমার জায়গায়।

ব্যবস্থাটা বাধ্য হয়ে হ্যারিকে করতে হলো। কিন্তু মনের মধ্যে একটা ঠান্ডা ধারালো ছুরির ফলা শরীরে প্রবেশ করানোর মতো যন্ত্রণা বোধ করতে লাগলো। যদি গ্রিফিন্ডর খেলায় জেতে তাহলে তো জিনির সঙ্গে ডিনের আবার ভাব হয়ে যেতে পারে। আবার হয়তো ডিন জিনিকে একলা পেয়ে জয়ের আনন্দে চুমু খাবে!

হ্যারি, এতবার বলেছি না পড়ার জন্য, তারপরও, কেন তুমি বইটা পড়ো বলতো, হারমিওন আবার ওকে মাস্টারি ভঙ্গিতে বললো। তুমি যখন জানতে স্পেলটা মারাত্মক!

কথাটা শুনে হ্যারি দারুণ চটে গেল। বললো, বার বার তুমি এক কথা বলবে না হারমিওন। ওটা প্রিন্সের কপি রাইট নয়। প্রিন্স ওটা অন্য কোনো বই থেকে ওর বইতে নোট করেছে মাত্র। থোরাই ও কাউকে ওটা ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছে। কেউ হয়তো ওই সেকটামসে ওর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলো।

আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি না, হারমিওন বললো। তুমি অযথা নিজেকে ডিফেন্ড করতে চাইছো, হ্যারি।

না, মোটেই না। তোমার ধারণা ভুল, হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বললো। আমি অনিচ্ছার সঙ্গে করেছিলাম, এমন নয় যে বারোটা ডিটেনসন পাবার কারণে কথাটা বলছি। তুমি ভালো করেই জানো, আমি কখনই ওই রকম মারাত্মক স্পেল ম্যালফয়ের ওপর প্রয়োগ করতে চাইনি। অযথা তুমি প্রিন্সকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে না। ও বইতে লেখেনি, এই স্পেল তুমি ব্যবহার করতে পারো, সত্যই এটা অতি উত্তম স্পেল। ও শুধুমাত্র নিজের বইতে নোট করেছে, তাই না? একমাত্র নিজের জন্য, অন্য কারও জন্য নয় বুঝলে।

তাহলে বইটা তুমি নিয়ে আসবে, হারমিওন ঝেঝে উঠে বললো।

হা যাচ্ছি সেটা নিয়ে আসতে। ঠিক ধরেছো, হ্যারি একগুয়ে মুখের ভাব করে জোরে জোরে বললো। শোনো প্রিন্সের লেখা বই পড়েছি বলেই ফেলিক্স ফেলিসিস করতে পেরেছি, রন যখন বিষে আক্রান্ত হয়েছিলো তখন জানতাম না কেমন করে ওকে বাঁচানো যায়, কোনো দিনই সেটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব হতো না।

পোশান তৈরির উৎকর্ষতার যে সুনাম তুমি পেয়েছে সেটা পেতে না, হারমিওন ওর স্বভাব বিরুদ্ধ বিশ্রীভাবে কথাটা বললো।

হারমিওন, তুমি একটু থামবে, অনেক তো বলেছে, জিনি বললো। কথাটা শুনে হ্যারি কৃতজ্ঞচিত্তে জিনির মুখের দিকে তাকালো। বুঝলে ম্যালফয় এখন আনফরগিভেবল কার্স প্রয়োগের চেষ্টায় রয়েছে, হ্যারি ওকে উচিৎ শিক্ষা দিয়েছে।

হ্যাঁ, ওয়েল, আমি অবশ্যই খুশি হয়েছি, হ্যারিকে ও কার্স করতে পারেনি, হারমিওন মনে কোনো দ্বিধা না রেখে বললো। তাহলেও তোমাদের মনে রাখা উচিত সেকটামসে খুব ভালো স্পেল। জিনি তুমি তো দেখছো সেটা ব্যবহার করার পর ওর অবস্থা, তাছাড়া বুঝতেই পারছো ওকে ছাড়া এখন তোমাদের ম্যাচের অবস্থা কি হবে।

থামোতো, এমনভাবে তুমি কথাটা বললে যেন কিডিচ খেলার সবকিছু তুমি জেনে বসে আছো, জিনি হারমিওনকে কটকট স্বরে বললো। এসব কথা বলে তুমি নিজেকে নিজেই ব্রিত করছে।

হ্যারি আর রন ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। দেখলো, দুজনেই বুকে দুহাত চেপে অন্যদিকে তাকিয়ে রয়েছে। অথচ তারা খুবই ঘনিষ্ঠ। রন হ্যারির মুখের দিকে বিচলিত হয়ে তাকিয়ে এলোপাতাড়ি বই ঘাটতে লাগলো, একটা বই নিয়ে পিছনে হাত ঘুরিয়ে রেখে দিলো। যদিও জানে না এতটা তারপ্রাপ্য কিনা, হ্যারি খুশি আর আনন্দে ফেটে পড়লো। যদিও সন্ধ্যায় এরপর আর কথাবার্তা হয়নি।

হ্যারির আনন্দে ফুরফুরে মন খুব সংক্ষেপ হয়েছিলো কারণ পরের দিন স্লিদারিনদের হাসি ঠাট্টা ব্যাঙ্গাত্মক গানে ও মিইয়ে গেল। তাছাড়া ওর টিমের প্লেয়ারদের ক্ষোভ না উল্লেখ করলেই ভাল। ফাইনাল ম্যাচেও ওর খেলা নিষিদ্ধ করেছেন প্রকারান্তরে স্নেইপ। ও শনিবারের সকাল পর্যন্ত হারমিওনকে যাই বলে থাকুক না কেন ও চাইলো পৃথিবীর সকলকে খুশি মনে ফেলিসিস বিলিয়ে দিতে

যদি সে রন-জিনি আর অন্যদের সঙ্গে কিডিচ পিচে যেতে পারে। হাজার হাজার দর্শকদের আড়ালে থাকা কতোটা মর্মান্তিক সে ছাড়া আর কে বুঝবে। ওরা চেঁচাবে, হৈহৈ করবে, হাততালি দেবে, সমবেত কণ্ঠে গান গাইবে আর ও স্নেইপের ঘরে কয়েদ হয়ে থাকবে? কথাগুলো ভাবতে ভাবতে হ্যারি ডানজিওনের দিকে এগোতে লাগলো। একটু একটু করে কিডিচ খেলার মাঠের হৈ চৈ ও আর শুনতে পেল না।

হ্যারি দুঃখ ভরাক্রান্ত মনে স্নেইপের ঘরের দরজায় টোকা মারলো। কানে এলো স্নেইপের হালকা কণ্ঠস্বর, আহ পটার, এসো ভেতরে এসো।

হ্যারি অস্বস্তিকর ঘরে গোমড়া মুখে ঢুকলো। ঘরের পরিবেশটা মোটেই ভাল লাগার মতো নয়। ঘরে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। দেয়ালের র‍্যাকে রঙিন পোশানের মধ্যে কিলবিল করা মৃত পোকামাকড় ডোবানো রয়েছে। টেবিলের ওপর রয়েছে ছোটো ছোটো কাঁচের কৌটোতে মাকড়সা আর মাকড়সার জাল। সেই গা ঘিন ঘিন করা টেবিলের সামনে হ্যারিকে বসতে হলো।

স্নেইপ বহু বছরের পুরনো, ধূলি ধূসরিত-জীর্ণ অনেকগুলো ফাইল দেখিয়ে বললেন, ফিলিচ ওই ফাইলগুলো ক্লিয়ার করার জন্য একজন সাহায্যকারীর কথা বলছিলেন। হোগার্টস স্কুলে যারা অন্যায় কাজকর্ম করেছিলো ফাইলগুলো তাদের রেকর্ড। অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ করার জন্য কি ধরনের শাস্তি পেতে হয়েছিলো তা এতে লেখা আছে। রেকর্ডে কোনো কোনো জায়গায় কালি ঝাপসা হয়ে গেছে, ইঁদুরে ও পোকায় কেটেছে। এখন ওই রেকর্ডগুলো বর্ণমালা অনুযায়ী সাজিয়ে বাক্সের মধ্যে রেখে দিতে হবে। রাখার সময় কিন্তু ম্যাজিকের আশ্রয় নিতে পারবে না।

ঠিক আছে প্রফেসর, হ্যারি, প্রফেসর কথাটায় বেশ জোর দিয়ে বললো।

তাহলে কাজ শুরু করো, স্নেইপ বললেন। তার মুখে বিদ্বেষপূর্ণ হাসি। যে বাক্সে ১২০০ থেকে ১২৫৬ লেখা আছে, তার মধ্যে তুমি অনেক পরিচিত নাম দেখতে পাবে, দেখলে তোমার কাজের প্রতি ইন্টারেস্ট বাড়বে, এই দেখো।

যে বাক্সটা সবচেয়ে ওপরে ছিল তার মধ্য থেকে একটা কার্ড বার করে গদগদ হয়ে পড়তে লাগলেন, জেমস পটার ও সিরিয়াস ব্ল্যাক। বেরটাস অন্ত্রের ওপর বেআইনি হেক্স ব্যবহার করার জন্য শাস্তি। অন্ত্রের মাথার আকার দ্বিগুণ হয়েছিলো। ডবল ডিটেনসন। কথাটা বলে স্নেইপ অবজ্ঞা করার মতো মুখভঙ্গি করলেন। ওরা দুজন এই পৃথিবীতে আর নেই, কিন্তু তাদের মহান কর্মের রেকর্ড রয়ে গেছে।

বিক্ষুব্ধ হ্যারির পেট মোচড় দিয়ে উঠলো। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সংবরণ করলো।

হ্যারিকে ওই রকমই একটা আজেবাজে বিরক্তিকর, বেকার কাজ দেবেন স্নেইপ ধরে নিয়েছিলো (স্নেইপও ওইরকম পরিকল্পনা করেছিলেন) তাহলে তো ওকে ওর বাবার ও সিরিয়সের বিভিন্ন রকম তথ্য পড়তে হবে। সাধারণত ও দেখেছে সব ব্যাপারে দুজনের নাম এক সঙ্গে জড়িত। মাঝে মাঝে রেমাস লুপিন আর পিটার পেটির নামও আছে। ও তাদের বিভিন্ন অন্যায় কাজ ও শাস্তির তথ্য কপি করতে লাগলো কিন্তু মন পড়ে রইলো কিডিচ খেলার মাঠে। খেলা তো শুরু হয়েছে, কে জানে ওখানে কি করছে ওর দলের প্লেয়াররা। জিনি তাহলে সিকার।

হ্যারি কপি করতে করতে মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে তাকায়। বিরাট দেয়াল ঘড়িটা টিক টিক শব্দ করে চলছে। মনে হয় স্বাভাবিক যেমন চলে এখন যেন তার অর্ধেক চলছে। সময় যেন শেষ হতে চায় না। কে জানে স্নেইপতো ওকে বেশি সময় আটকে রাখার জন্য ঘড়িটাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেননি। না করলে এতো কম গতিতে চলছে কেন? ওর

মনে হয় স্নেইপের ঘরে এসেছে এক ঘণ্টা তো হবেই; কিন্তু ঘড়িতে দেখছে মাত্র আধঘন্টা।

ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বাজলে হ্যারির পেটের ভেতর গুড় গুড় করে উঠলো। হ্যারি ঘরে আসার পর কি কাজ করতে হবে নির্দেশ দিয়ে স্নেইপ একবারও ঘড়ির দিকে বা হ্যারির দিকে তাকাননি। মুখ তুললেন ঘড়ি কাঁটা যখন একটা বেজে দশ মিনিটে পৌঁছেছে।

বেশ আজ এই পর্যন্ত থাক, স্নেইপ শীতল কণ্ঠে বললেন। যতোটা কপি করেছে সেখানে একটা মার্কিং করে রাখো। তাহলে আবার আগামী শনিবার সকাল দশটার সময় আসছো?

ইয়েস স্যার।

হ্যারি বাক্সের মধ্যে একটা দোমড়ানো কার্ড ইচ্ছেমতো গুঁজে দিয়ে বলতে গেলে ঘর থেকে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। স্নেইপকে আর একটা কথা বলার সুযোগ দিলো না। ওর কান পড়ে রইলো কিডিচ মাঠে। আশ্চর্য! সব চুপচাপ, সেখান থেকে কোনো কলরব হ্যারির কানে এলো না। তাহলে কি ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে?

ও গ্রেট হলের সামনে দাঁড়ালো। হলে ঢোকা যায় না এতো ভিড়। সেখান থেকে পাথরের সিঁড়ির দিকে দৌড়ালো। ওখানে গেলে জানতে পারবে গ্রিফিন্ডর হেরেছে না জিতেছে। যারা জেতে তারা তাদের কমনরুমে সাধারণত বিজয় উৎসব করে।

কুইড এগিস? ফ্যাটলেডির কাছ থেকে ও হলের ভেতরের খবর জানতে চাইলো। ভাবলেশহীন কণ্ঠে ফ্যাটলেডি বললো, গিয়েই নিজের চোখে দেখো। হ্যারি গর্ত দিয়ে দেখতে পেল ভেতরে দারুন হই-হুঁল্লোড় হচ্ছে। হ্যারি ভেতরে ঢুকলে ছেলেমেয়েরা ওকে ঘিরে ধরলো। অনেকেই ওর হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো। চেহারায় তাদের আনন্দ উপচে পড়ছে।

জিতেছি, আমরা জিতেছি, রন চিৎকার করে বললো। হাতে ওর রূপোর কাপ। কাপটা হ্যারির সামনে দোলাতে লাগলো। জানো আমরা চারশ পঞ্চাশ আর ওরা মাত্র একশ চল্লিশ পেয়েছে। জিতেছি, আমরা জিতেছি। হ্যারি আনন্দে অধীর হয়ে এধার ওধার তাকাতেই দেখলো জিনি ওকে দেখে একরকম ছুটতে ছুটতে ওর দিকে আসছে। জিনি দারুণ এক উত্তেজনায় দুহাত প্রসারিত করে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরলো। কে ওকে দেখছে না দেখছে কোনো রকম ধার না ধেরে সকলের সামনে হ্যারিকে চুম্বন করলো। হ্যারিও ওকে চুম্বন করলো।

ওরা দুজনে দুজনকে কতোটা সময় চেপে ধরেছিলো খেয়াল নেই, অনেকটা সময়, অথবা আধঘণ্টা, অথবা সম্ভবত রৌদ্র উজ্জ্বল কয়েকটা দিন, তারপর ওরা আলাদা হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে নীরবতা। তারপর কয়েকজন চ্যাংড়াদের মতো শিস দিলো, অনেকেই দাঁত বার করে হাসতে লাগলো। হ্যারি জিনির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের দিকে তাকালো। দেখলো ডিনের হাতে একটা ভাঙ্গা গ্লাস আর রোমিল্ট ভানের মুখ দেখে মনে হলো একটা কিছু হাতে আছে সেটা ছুঁড়ে ওকে মারবে। হারমিওন হাসিতে উপচে

পড়ছে। হ্যারি রনকে খুঁজতে লাগলো। রন কাপটা দেখিয়ে অন্যদিকে গেছে। শেষ পর্যন্ত রনকে দেখতে পেলো। রন তখনো কাপটা মাথায় তুলে ছুটোছুটি করছে।

হ্যারি রনকে দেখে মুচকি হেসে জিনিকে নিয়ে পোর্ট্রেট হোল দিয়ে ঘরের বাইরে এলো। সেখান থেকে উন্মুক্ত মাঠে। এখন ওরা মাঠে বসে বসে...।

দ্য সিয়ার স্টর্ভারহার্ড

হ্যারি পটার জিনি উইসলির সঙ্গে ইদানিং ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করছে, এই বিষয়ে সকলের দারুণ আগ্রহ ও কৌতূহল। ছেলেদের চাইতে মেয়েদের কৌতূহলটা বেশি। ওকে নিয়ে নানা কথা আলোচনা ও গল্প হ্যারির কানে আসতে লাগলো। হ্যারির শুনতে খারাপ লাগে না। ডার্ক ম্যাজিকের ভয়ার্ত সব দৃশ্য দেখার পর কিছুটা পরিবর্তন তো বটেই।

জিনি আমাদের নিয়ে কথাবার্তা-আলোচনা ছাড়া ওদের কি আর কিছু নেই। কমনরুমে বসে হ্যারির পায়ে পিঠ ঠেকিয়ে ডেইলি প্রফেট পড়তে পড়তে বললো। এক সপ্তাহে তিনটে ডিমেন্টরের আক্রমণ, রমিলদাভান আমাকে জিজ্ঞেস করে একদিন, তুমি কী হিপপোগ্রাফের উল্কি তোমার বুকে আঁকিয়েছে।

কথাটা শুনে রন আর হারমিওন হো হো করে হেসে উঠলো। হ্যারি ওদের দিকে তাকালো না।

তুমি ওকে কি বলছো?

ওকে বলছি না, একটা হাঙ্গেরিয়ন হর্নটেলের উল্কি, খবরের কাগজের পাতা উল্টে বললো জিনি। তাইতো আরো অনেক বেশি পৌরুষ প্রদর্শন হয়।

ধন্যবাদ, হ্যারি হাসতে হাসতে বললো। তাহলে ওকে রনের উক্তি সম্বন্ধে কি বললে?

কি আবার পিগমীপাফ, কিন্তু সেটা শরীরের কোথায় তা আমি বলিনি।

হারমিওন হাসিতে ফেটে পড়লে রন কুটি করলো।

হ্যারি আর জিনির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে রন বললো, আমি অনুমতি দিয়েছি বলে তার মানে এই নয় যে আমি অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবো না।

তোমার অনুমতি? জিনি উপহাসের সুরে বললো। কবে থেকে তুমি আমায় অনুমতি দেবার অধিকারী হলে? যাকগে, তুমি বলেছিলে মাইকেল অথবা ডিনের চেয়ে হ্যারি অনেক ভাল।

হ্যাঁ, বলেছিলাম, রন ঘোৎ ঘোঁৎ করে বললো। মানে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দুজন সকলের সামনে জড়াজড়ি করবে না।

হিপোক্র্যাট! তুমি আর ল্যাভেন্ডার কি করেছিলে? এক জোড়া পাকাল মাছের মতো সব জায়গা ঘুরে বেড়াওনি? জিনি সদর্পে বললো।

জিনি ও হ্যারিকে নিয়ে রনের আর বেশি মাথা ঘামাবার সুযোগ হয়নি কারণ জুন মাস থেকেই ওরা সকলেই সামনের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। জিনির OWL পরীক্ষা, তার মাথায় দিনরাত শুধু পড়া ও রিভাইসিং। তাও হ্যারি ও জিনি সময় পেলে লাইব্রেরিতে বসে গল্প গুজব করে।

হ্যারি একদিন হারবোলজির হোমওয়ার্ক শেষ করে কমনরুমের খোলা জানালার ধারে বসেছিল, জিনির সঙ্গে লাঞ্চের পরে লেকের ধারে বসে গল্প করার কথা ভাবছে ঠিক সেই সময় হারমিওন রন আর হ্যারির মাঝে এসে বসলো। ওর মুখে অসন্তোষের ছাপ।

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে হ্যারি।

কী কথা? হ্যারি ভুরু কুঁচকে তাকালো। এই গত রাতেই হারমিওন ওকে জিনির সঙ্গে আড্ডা দিয়ে পরীক্ষার পড়ায় ক্ষতি না করতে পরামর্শ দিয়েছে।

বলছিলাম তথাকথিত হাফ-ব্লাড-প্রিন্স সম্বন্ধে। আর না, আর না। ও প্রসঙ্গ বাদ দাও প্লিজ।

হ্যারি তখনো পর্যন্ত রিকোয়ারমেন্ট রুমে গিয়ে ওর সেই রেখে আসা বইটা আনতে সাহস করেনি। সেই কারণে ওর পোশান সম্বন্ধে পারফরমেন্স ঠিক মতো হচ্ছে না (স্লাগহর্ন কিন্তু জিনি আর হ্যারির ভালবাসার সম্পর্ক হয়েছে শুনে বেশ মজা পান)।

হ্যারি জানে স্নেইপ প্রিন্সের সেই বইটা হাতাবার চেষ্টায় আছেন। তাই বইটা ও যেখানে লুকিয়ে রেখেছে সেখান থেকে আনতে চায় না অন্তত স্নেইপ যতোদিন হাতাবার আশা না ছাড়ছে।

না, তোমাকে বইটা না আনার কথা বলছি না হ্যারি, আমার কথাটা আগে ভালো করে শোনো। আমি জানতে চেষ্টা করছি কে ওই ডার্ক স্পেল আবিষ্কার অভ্যাসে পরিণত করেছিলো।

ছেলেটি সেটা তার অভ্যাসে পরিণত করেনি। মজার বিষয় হলো, সে কিন্তু ছেলে নয় একটি মেয়ে। নাঃ তা নয় হারমিওন। প্রিন্স, হারমিওন তার নাম প্রিন্স।

আমি যা বলছি সেটাই ঠিক! কথাটা বলার পর ওর মুখের লাল দাগটা আরো জ্বল জ্বল করে উঠলো। ও পকেট থেকে একটা দোমড়ানো মোচড়ানো খবরের কাগজ বার করে হ্যারি আর রনের সামনে রাখলো। এই হচ্ছে আসল প্রিন্স।

হ্যারি কাগজটা তুলে নিলো। দেখলো একটা মেয়ের ফটো, বহু পুরনো প্রায় হলুদবর্ণের হয়ে গেছে। ফটোটাতে একটা ক্যাপশন, এলিন প্রিন্স, ক্যাপ্টেন, হোগার্টস গবস্টোন টিম। মেয়েটির বয়স খুব বেশি হবে তত পনের-ষোল। শীর্ণ দেহ, মোটা মোটা ভুরু, লম্বা ফ্যাকাশে মুখ।

তো, যার বই আমি লুকিয়ে রেখেছি তার সঙ্গে এলিনের কি সম্পর্ক? এটা তো ইন্টারস্কুল প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত একটি খবর।

হ্যারি, কেন তুমি দেখছে না, ওর নাম এলিন প্রিন্স।

হ্যারি, হারমিওনের মুখের দিকে তাকালো। বুঝতে বাকি রইলো না ও কি বলতে চাইছে। ও হো হো করে হেসে ফেটে পড়লো।

তা হতেই পারে না।

মানে?

তুমি বলতে চাও এই মেয়েটি হচ্ছে হাফ-ব্লাড? কোনো মতেই না।

কেন নয় হ্যারি? জাদুকর জগতে আসলে প্রিন্স বলে কেউ নেই। ডাকনাম, অথবা স্কুলে ভর্তি করার সময় ওর বাবা-মায়ের পদবী লেখা। অথবা আসল নাম, হতে পারে না। ভাল করে আমার কথা শোনো। ওর বাবা একজন জাদুকর, যার পদবী হচ্ছে প্রিন্স। মা একজন মাগল, তাই ও হাফ-ব্লাড প্রিন্স।

সত্যি দারুণ তোমার উদ্ভাবনী শক্তি হারমিওন। এমনও হতে পারে ও নিজেকে হাফ-ব্লাড প্রিন্স জাহির করে খুব গর্বিত হতো!

হারমিওন শোনো, আমি যে হাফ-ব্লাড প্রিন্সের কথা বলছি সে আদপেই মেয়ে নয়।

তুমি ভাবো মেয়েরা কিছু করতে পারে না, হারমিওন রেগে গিয়ে বললো।

আমি যদি মনে করি মেয়েরা বুদ্ধিমান হয় না তাহলে কি করে পাঁচটা বছর তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব? আমি তা কখনো বলতে পারি না, আর কখনই মেয়েদের বোকাসোকা মনে করি না, হ্যারি বললো। বইটিতে যে হাতের লেখা আছে তা দেখে মনে হয় না কোনো মেয়ের হাতে লেখা। ওটা একেবারেই ছেলেদের মতো হাতের লেখা। আমি বাজি ধরে বলতে তুমি কাগজে যে মেয়েটির ফটো দেখাচ্ছে, তার সঙ্গে বইয়ের হাফ-ব্লাড প্রিন্সের কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি কোথা থেকে কাগজটা পেলে বলতো?

কোথায় আবার লাইব্রেরি থেকে; হারমিওন ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো করে বললো। ঠিক আছে, তোমার বিশ্বাসের জন্য আমি এলিন প্রিন্স সম্বন্ধে আরো অনেক খবর নিচ্ছি। ওখানে অনেক পুরনো প্রফেটস-এর কপি আছে। হ্যারি বিরক্তিমাখা মুখে বললো, কষ্ট করে ওসব খবর সংগ্রহ না করে ওই সময়টা আনন্দ করে কাটাও না কেন।

সে তোমাকে বলতে হবে না, হারমিওন বললো। আমি যা করার তা করবো, কথাটা বলতে বলতে ও পোর্ট্রেট হোলের কাছে চলে যেতে যেতে বললো, পোশান পুরস্কারের পুরনো অনেক তথ্যও পাওয়া যাবে!

হ্যারি ওর দিকে হতাশ হয়ে তাকিয়ে রইলো, তারপর ও চলে গেলে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তুমি যে পোশান-এ ভাল করছে, মনে হয় ও তা সহ্য করতে পারছে না, ওয়ান থাউজেন্ড ম্যাজিক্যাল হার্বস অ্যান্ড ফাংগসের বইটায় আবার মনোযোগ দিয়ে রন বললো।

তোমার কি মনে হয়, আমি ওই বইটার জন্য পাগল হয়ে গেছি?

অবশ্যই না, রন বুক ফুলিয়ে বললো। প্রিন্স সত্যি সত্যি জিনিয়াস আর যাই হোক, ও ওইরকম টিপস ছাড়ে, ও ঠোঁটে দুটো আঙ্গুল রাখলো। আমি তো তোমার। কাছে এলেবেলে, তবে যে মারাত্মক স্পেলটা, যেটা তুমি ম্যালফয়কে প্রয়োগ করেছিলে সেটা না করলেই পারতে, খুবই মারাত্মক।

আমিও তাই মনে করি, হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বললো।

যাকগে, মনে হয় ও সেরে উঠেছে। শিগগিরি চলাফেরা করতে পারবে, তাই না?

হ্যাঁ, হ্যারি বললো। সত্যি সেরে গেছে, যদিও অন্তরে অন্তরে ম্যালফয়কে ঘেন্না করে ওর ভালোমন্দতে একটুও কিছু যায় আসে না। স্নেইপকে ধন্যবাদ।

এই শনিবারও কি তোমাকে স্নেইপের ঘরে ডিটেড থাকতে হবে? রন প্রতি সপ্তাহের মত এবারও বললো।

তাই, এই শনিবার, তার পরের শনিবার, তার পরের শনিবার শেষ হবে না চলতেই থাকবে, হ্যারি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। একটা যেন আভাস দিয়েছেন টার্ম শেষ হবার আগ পর্যন্ত মনে হয়, আমাকে ডিটেন্ড থাকতে হতে পারে। যদি আমি টার্ম শেষ হবার আগে বাক্সে থাকা পুরো কাজ শেষ না করতে পারি, তাহলে পরের টার্মেও কাজটি করতে হবে।

হ্যারির কাছে ডিটেনসন বড়ই বিরক্তিকর মনে হয়। এখন একটু বেশি বিরক্তিকর ডিটেনশনে থাকার ফলে। জিনির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার খুব কম সময় পায়।

হ্যারি অনেক কথা ভাবছিলো। হঠাৎ পেছনে কেউ একজন দাঁড়াতে ওর ভাবনা সূত্র ছিঁড়ে গেলো, পেছন ফিরে দেখলো জিম্মি পিকস। ওর হাতে একটা পাকানো পার্চমেন্ট।

ধন্যবাদ জিম্মি, এটা কি ডাম্বলডোর পাঠিয়েছেন, হ্যারি আনন্দ আর উত্তেজনার সঙ্গে পার্চমেন্টে কি লেখা আছে পড়ার জন্য খুললো। লিখেছেন, এখনই যেন ওর অফিসে গিয়ে দেখা করি।

ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ঈশ্বর, রন ফিস ফিস করে বললো, কিসের জন্য ডেকেছেন বলতো? সেখানে কি বাকিটা ছিলো না?

গেলেই জানতে পারবো, চলি, হ্যারি লাফিয়ে উঠে বললো।

হ্যারি কমনরুম থেকে বলতে গেলে এক রকম দৌড়তে দৌড়তে সেভেন্থ ফ্লোরে পৌঁছলো। পথে পিভসের সঙ্গে দেখা। হ্যারিকে দেখে ও চক ছুঁড়তে লাগলো। বেশি সময় নষ্ট করা চলবে না। আর পনের মিনিট পরে কারফিউ শুরু হয়ে যাবে। অনেকেই চলেও গেছে তাদের কমন রুমে। করিডরটা প্রায় ফাঁকা।

ঠিক সেই সময়ে হ্যারির কানে এলো একটা চিৎকার আর কিছু একটা ভাঙ্গার শব্দ। ও ডাম্বলডোরের ঘরের দিকে না গিয়ে চেঁচামেচি, চিৎকারের শব্দ কোথা থেকে আসছে জানার জন্য থমকে দাঁড়ালো।

হ্যারি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল করিডরে প্রফেসর ট্রিলনি চিৎপাত হয়ে পড়ে রয়েছেন। তার হাতে একটা শেরীর বোতল। পাশেই একটা বোতল ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। ট্রিলনি তার গায়ের শালটা দিয়ে নিজেকে ঢাকার চেষ্টা করে চলেছেন। চিৎকারটা ট্রিলনি করেছেন সন্দেহ নেই। ভাঙ্গার শব্দ বোতলের।

হ্যারি প্রফেসর ট্রিলনিকে ফ্লোর থেকে ওঠার জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, কি হয়েছে প্রফেসর?

হা হা ভয় পাবার একটা কারণ হয়েছে। করিডর ধরে হাঁটছি এমন সময় দেখলাম দুএকটা কালো ছায়া, অমঙ্গলের পূর্ব লক্ষণ!

ট্রিলনির অমঙ্গলের বার্তা শোনার সময় নেই এখন হ্যারির করিডরের যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে দেয়ালে ঝোলানো পর্দাগুলো কাপছে মনে হলো হ্যারি অনেকটা যেন নাচছে। পর্দার পেছনে শক্ত কালো পাথরের দেয়াল।

প্রফেসর, আপনি কি রিকোয়ারমেন্ট রুমে ঢোকার জন্য দরজা খুঁজছিলেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো ট্রিলনিকে।

আমি তো দরজা কোথায় জানি না, ছাত্রছাত্রীরা জানে। সবাই জানে না, দুএকজন জানে, হ্যারি বললো। কিন্তু কি হয়েছে? এতো জোরে চেঁচালেন কেন? মনে হলো আপনার খুব লেগেছে।

আমি, ও হ্যাঁ, প্রফেসর ট্রিলনি তখনো মৃদু মৃদু কাঁপছেন। গায়ের শালটা ভাল করে গায়ে জড়ালেন। তার বড় বড় চোখে হ্যারির মুখের দিকে তাকালেন। হ্যাঁ এখন ভালই আছি। ওই ঘরে আমি কিছু ব্যক্তিগত জিনিস রাখতে গিয়েছিলাম।

ঠিক আছে, ট্রিলনির হাতের শেরীর বোতল দেখে হ্যারি বললো। কিন্তু তাতে জানি; কিন্তু ঘরের ভেতর যাবেন কেমন করে? ভেতরে ঢুকতে পারলে তো ব্যক্তিগত জিনিস গোপন

করে রাখবেন। নিজের কথাটা হ্যারির খুব বেখাপ্পা মনে হলো। হাফ-ব্লাড-প্রিন্সের বইটা লুকিয়ে রাখার সময়তো ঘরের দরজা দেখতে পেয়েছিলো সে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি এখন যেতে পারবো, কথাটা বলে ট্রিলনি কালো সলিড পাথরের দেয়ালের দিকে তাকালেন। কিন্তু হ্যারি আমি যখন ভেতরে গিয়েছিলাম তখন কেউ ভেতরে ছিলো, কেউ ছিলো?

কে? হ্যারি প্রশ্ন করলো। কে আবার ওখানে থাকতে যাবে?

আমার কোনো ধারণা নেই, ট্রিলনি হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন। হ্যারির কেউ রয়েছে কথার মধ্যে হয়তো সত্য খুঁজে বের করতে চাইছেন ট্রিলনি। আমি একবার নয়, অনেকবার ঘরের মধ্যে জিনিস রাখতে গিয়েছিলাম

এমন ওই রকম... মানে... মানে... একটা অদ্ভুত গলার আওয়াজ শুনেছি।

গলার আওয়াজ? কি বলছিলো? কিছু একটা বলতে শুনেছি, বুঝতে পারিনি কি বলছে, ট্রিলনি বললেন। বিজয় উল্লাস চিৎকারের মতো। বিজয় উল্লাস? হ্যারি বললো। কেমন যেন উলু-সিতভাবে, মাদাম ট্রিলনি মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন। ছেলে না মেয়ের গলা? মনে হয় ছেলে, ট্রিলনি বললেন। উল্লসিত হয়ে বলছিলো? হা হা দারুণ উল্লসিত, প্রফেসর ট্রিলনি কোঁকাতে কোঁকাতে বললেন। কোনো কিছু সেলিব্রেট করার মতো? তাই

তো মনে হলো। তারপর? তখন আমি বললাম, কে কে কে তুমি? কে কথা বলছিলো দেখতে পেলেন না? হ্যারি নিরাশ হয়ে বললো।

আমার অন্তর্দৃষ্টি বলছে, প্রফেসর ট্রিলনি তার ঝকমকে শালটা গায়ে ভালো করে জড়তে জড়াতে জপের মালা ঠিক করতে করতে বললেন। উল্লসিত কণ্ঠস্বরগুলো।

কোনো জাগতিক অধিকৃত অঞ্চলের বাইরে কোনো কাজে নিয়োজিত ছিলো।

ঠিক আছে, হ্যারি প্রফেসর ট্রিলনির অন্তদৃষ্টি প্রসঙ্গ অনেক শুনেছে। সেই গলার আওয়াজ আপনাকে হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিলো। ভেবে দেখুন তো ও হয়তো জানতে চাইছিলো আপনি কে।

না, সে রকম কিছু নয় তো, ট্রিলনি বললেন। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে সব ডুবে গেলো, তারপরই বাইরে নিক্ষিপ্ত হলাম।

আপনার সাথে সাথে কাউকে বেরিয়ে আসতে দেখেননি? হ্যারি প্রশ্নটা না করে থাকতে পারলো না।

বললাম তো গলার আওয়াজ শুনেছি, অন্ধকারের মধ্যে কিছু দেখা যায়? এক ভীষণ ঘন কালো অন্ধকার, তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না হ্যারি, কথাটা বলেই ট্রিলনি হ্যারির দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকালেন।

আমার মনে হয় প্রফেসর ট্রিলনি ঘটনাটা আপনার ডাম্বলডোরকে জানানো দরকার, হ্যারি বললো। ম্যালফয় ঘরের মধ্যে আনন্দ উৎসব করছে, তার দৃষ্টিতে আনা উচিত মনে হয়, ওদেরই মধ্যে কেউ ঘরের বাতি নিভিয়ে ঘরের ভেতর থেকে করিডরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে আপনাকে।

হ্যারি দেখলো ওর কথা শুনে ট্রিলনি রেগে গেলেন। রাগতচোখে হ্যারির দিকে তাকালেন।

প্রফেসর ডাম্বলডোরের প্রয়োজন না হলে আমাকে তার ঘরে যেতে মানা করেছেন, ট্রিলনি অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন। যারা আমাকে পছন্দ করে না তাদের সঙ্গে মিশতে বা কথা বলতে আমার পছন্দ হয় না হ্যারি। ডাম্বলডোর যদি আমার ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস না করেন তো আমার কিছু বলার নেই।

সাবধান কার্ড তাচ্ছিল্য করা উচিত হয়নি তার, ট্রিলনি ল্যাকপ্যাকে প্রায় মাংসবিহীন একটা হাত দিয়ে হ্যারির কব্জিটা চেপে ধরলেন। তাকে আমার এই কার্ড দেখিয়ে সাবধান করে দিয়েছি, ট্রিলনি নাটকীয়ভাবে তার শালের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা কার্ড বার করলেন। টাওয়ারে বজ্রপাত, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ধেয়ে আসছে।

হতে পারে, হ্যারি বললো, আমার মনে হয় ব্যাপারটা আপনার প্রফেসর ডাম্বলডোরকে জানানো খুবই দরকার। গলার স্বর, হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়া, ঘর থেকে ঠেলে বার করে দেয়া।

হু, তোমার তাই মনে হয়? ট্রিলনি খুব সম্ভব হ্যারির কথা ক্ষণিক চিন্তা করলেন, কিন্তু হ্যারি বুঝতে পারলো ট্রিলনি, ডাম্বলডোরকে কি বলবেন সে সম্বন্ধে গল্প ফাঁদছেন।

আমার এখন হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে হবে, খুব জরুরি একটা কাজে ডেকে পাঠিয়েছেন, হ্যারি বললো। আপনি চাইলে আমার সঙ্গেও যেতে পারেন।

ও তাহলে তো খুব ভালো, প্রফেসর ট্রিলনি বললেন।

তারপর ট্রিলনি হেঁট হয়ে শেরীর বোতলের ভাঙ্গা কাঁচগুলো একত্র করে কাছে পিঠের একটা সাদা ফুলদানে রাখলেন।

আমি তোমাকে আজকাল আমার ক্লাশে দেখতে পাই না হ্যারি, কি ব্যাপার বলতো, ট্রিলনি যেতে যেতে দুঃখ ভরা কণ্ঠে বললেন। আমি জানি তুমি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নও, বিশ্বাস-টিশ্বাসও করো না, তাহলেও ছাত্র হিসেবে তুমি একটি রত্ন।

হ্যারি ট্রিলনির কথা শুনে চুপ করে রইলো। সে প্রফেসর ট্রিলনি যেসব কথা টথা বলেন, তা মোটেই বিশ্বাস করে না। সব সময় তার মুখে সর্বনাশ হবার ভবিষ্যদ্বাণী!

ওই যে ঘোড়াটা, দুঃখিত সেনট্যার, কিছু জানে না কাটোমেনসি (তাস দিয়ে ভবিষ্যৎ দর্শন) বিষয়ে একেবারে ফোক্কা। দুর্যোগ হবে কি হবে না বলতে পারে।

আমাকে শুনেছি ভঁড় বলে, হা ...হ্যাঁ আড়ালে আবডালে আমাকে বলে ভাড়। শোনো কথা।

হ্যারি ফেলে আসা আধা বোতল শেরী থেকে তখনো ভোতকা গন্ধ পেলো।

ওই ঘোড়াটা লোকের কাছে বলে বেড়ায়, আমি নাকি আমার গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড মাদারের কাছ থেকে কিছুই পাইনি। যারা আমাকে ঈর্ষা করে তারা ওইসব আজেবাজে কথা রটিয়ে বেড়ায়। হ্যারি, ওদের আমার কি বলতে ইচ্ছে করে জানো? থাকগে তাই যদি হবে, তাহলে ডাম্বলডোর আমাকে দীর্ঘকাল হোগার্টসে শিক্ষকতা করতে দিতেন? ট্রিলনি আর্দ্র গলায় ক্ষোভ জানালেন। আমার ওপর কি আস্থা রাখতেন যদি না আমি আমার যোগ্যতা না দেখাতে পারতাম?

হ্যারি বিড় বিড় করে কিছু বললো, ট্রিলনির কানে একটি শব্দও প্রবেশ করলো।

ট্রিলনি ঘড়ঘড়ে গলায় তার জীবনের নানা কথা বলতে শুরু করলেন। আমার আজও ডাম্বলডোরের অফিসে সেদিনের ইন্টারভিউয়ের কথা মনে আছে। আমি তখন হগসহেডে থাকতাম। বিশ্রী নোংরা ঘর, ছেঁড়া তোষক ও বালিশ। খাটে তোষকে অগণিত ছারপোকা।

কামড়ে কামড়ে শেষ করে দেয়, কাউকে সেখানে থাকতে আমি পরামর্শ দিই না। কি করি বলো, হাতে তেমন অর্থ ছিলো না। আমি সেখানে খুবই কষ্টে রয়েছি জেনে ডাম্বলডোর দেখা করতে এসেছিলেন। আমাকে চাকুরি দেওয়ার ইন্টারভিউতে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। ওর কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিলো ডিভিনেশন সম্বন্ধে তার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমার কাছে ভালো লাগেনি বিষয়টি। আমি সেদিন না খেয়ে ছিলাম। আমি তখন খুবই অর্থকষ্টে ভুগতাম, উপযুক্ত কিছু খেতে পেতাম না। রক্তের অভাবে সর্বদাই শীত শীত করতো।

তারপর...।

হ্যারি তারপরের কথা জানে। ট্রিলনি এমন এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যাতে তার জীবনের অনেক কিছু বদলে গিয়েছিলো। তার প্রফেসি ছিলো ভোমের্টের সম্বন্ধে। হ্যারি তার কথায় মনোযোগ দেয়।

....অযাচিতভাবে আমার কথা থামাতে হলো।

কী বললেন?

হ্যাঁ, দরজার বাইরে কিছু একটা শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি দরজা খোলা, দরজায় প্রহরী স্নেইপকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে–তখন সে বলছিলো ভুল করে এই সিঁড়িতে উঠে এসেছে। আমার সন্দেহ হয়েছিলো, সে আমার ইন্টারভিউ শুনছিলো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আসলে

সেও চাকরির প্রার্থী ছিলো এবং নিশ্চয়ই ইন্টারভিউয়ের বিষয় সম্পর্কে ধারণা নিতে এসেছিলো। ঘটনাটির পর, ডাম্বলডোর নিজেই চাকরিটা আমাকে দিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এই কথাটা না ভেবে পারি না, হ্যারি। আমার অপ্রগলভ আচরণ এবং না জাহির করা মেধা আর অন্যদিকে নিজের জন্য ধাবমান তরুণ এবং নিজ প্রয়োজনে দরজায় কান পেতে অন্যের ইন্টারভিউ শোনে–এই দুজনের মধ্যে আমাকেই ডাম্বলডোর বেছে নিয়েছিলেন।

স্নেইপ। ও চায়নি আমি হোগার্টসে শিক্ষকতা করি। ডাম্বলডোরকে অযাচিত পরামর্শ দিয়েছিল আমাকে তার স্কুলে শিক্ষকের কাজ না দেয়ার জন্য। কারণ ও তখন বেকার, স্কুলে একটা কাজ চাইছিলো। কিন্তু ও চাইলে কি হবে? ডাম্বলডোর আমাকে এপয়েন্টমেন্ট দিতে চান তো ও কি করবে। হ্যারি ডিয়ার, ওই লোকটা আমার মর্ম কি বুঝবে!

কথাটা বলে ট্রিলনি পাশে তাকালেন। দেখলেন হ্যারি পাশে নেই। হ্যারি তখন ওকে ছেড়ে আরো দশ ফিট এগিয়ে।

হ্যারি শোনো, ট্রিলনি হ্যারিকে ডাকলেন।

হ্যারির মুখের বর্ণ সাদা, ওর মুখে চিন্তা ও উদ্বেগের ছাপ। হ্যারি স্থানুর মত দাঁড়িয়ে, প্রচণ্ড আঘাতের ঢেউ ওর ওপর একের পর এক আছড়ে পড়ছে, সকল কিছু ধুয়ে-মুছে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওর মনে যে তথ্যটুকু গেথে আছে যা তাকে এতদিন জানানো হয়নি।

ট্রিলনির প্রফিসি স্নেইপ শুনেছিলেন। স্নেইপ সেই প্রফিসির কথা ভোল্ডেমর্টকে জানিয়েছিলেন। স্নেইপ আর পিটার পেটি দুজনে মিলে ভোল্ডেমর্টকে পাঠিয়েছিলেন লিলি আর জেমসকে হত্যা করার জন্য, সঙ্গে তাদের একমাত্র পুত্রকেও। হ্যারি তুমি হয়তো জানো না ওই স্নেইপ ডাম্বলডোরের কাছে চাকরি চাইতে এসে দরজার বাইরে থেকে চাবির গর্তে কান চেপে আমাদের সব কথা শুনেছিল, আমার প্রফিসিও শুনেছিলো।

হ্যারির এখন এর চেয়ে বেশি কিছু শোনার নেই।

হ্যারি? প্রফেসর ট্রিলনি আবার বললেন। হ্যারি, তুমি বলছিলে না আমরা ডাম্বলডোরের কাছে যাবো?

হ্যারি খুব নিচু গলায় বললো, আপনার যাবার দরকার নেই, এখানে দাঁড়িয়ে থাকুন।

কিন্তু তুমি যে বললে ওই ঘরে যা শুনেছি, তা ডাম্বলডোরকে বলতে। হ্যারি আবার বললো, আপনার যাবার দরকার নেই, এখানে দাঁড়িয়ে থাকুন।

হ্যারি, ট্রিলনিকে ছেড়ে তৃতীয় গারগয়েলের সামনে দাঁড়ালো। হ্যারি পাসওয়ার্ড বলেই চলন্ত সিঁড়িতে পা দিয়ে এক সঙ্গে তিনটে স্টেপ লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠলো। ডাম্বলডোরের বন্ধ দরজায় নক করার বদলে দুম দুম করে করাঘাত করতে লাগলো। ভেতর থেকে ডাম্বলডোরের গলা শুনতে পেলো, এসো। হ্যারি এক মুহূর্ত দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে না থেকে সটান ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলো।

ফকেস দাড়ে বসে হ্যারিকে বড় বড় উজ্জ্বল চোখে দেখতে লাগলো। জানালা দিয়ে সূর্যের কিরণ ওর দুচোখে পড়াতে উজ্জ্বল চোখ দুটিতে মনে হলো যেনো সোনার রশ্মি ঠিকরে পড়ছে। ডাম্বলডোর খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। তার হাতে রয়েছে বিরাট কালো রং এর ট্রাভেলিং ক্লোক।

এসো এদিকে এসো হ্যারি, তুমি নিশ্চয়ই আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমার সঙ্গে যাবে।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত হ্যারি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, এমনভাবে যেন ডাম্বলডোরের কথা ওর কানে যায়নি। ট্রিলনির সঙ্গে ওর কথাবার্তা সম্পূর্ণভাবে ও মাথার ভেতর থেকে বার করে দিলো। একটু একটু করে মস্তিষ্ক কাজ করতে লাগলো।

আপনার সঙ্গে আমায় যেতে হবে স্যার?

হ্যাঁ, অবশ্য তুমি যদি চাও।

যদি আপনি বলেন।

কথাটা বলার পর হ্যারির মনে পড়ে গেল কেন সে ডাম্বলডোরের অফিসে আসতে উদগ্রীব হয়েছিলো।

আপনি একটা পেয়েছেন? আপনি একটা হরক্রাকস পেয়েছেন?

আমার তাই মনে হয়।

দারুণ ক্রোধ ও অভিমান হরক্রাকস পাওয়ার উত্তেজনাকে ছাপিয়ে গেলো, হ্যারি আর কিছু বলতে পারলো না।

ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক, ডাম্বলডোর বললেন।

আমি বিন্দুমাত্র ভীত নই! এক সেকেন্ড দেরি না করে হ্যারি বললো। ভয় একটা ভাবাবেগ, ওর কাছে এটা এখন কিছুই না। কত নম্বরের হরক্রাকস?

আমি ঠিক বলতে পারছি না কোনটি এটি, তবে সাপটাকে আমি বাদ দিয়েছি, আমার মনে হয় সেটা বহু দূরে, এখান থেকে বহুদূরে একটা সমুদ্রতটের গুহায় লুকিয়ে আছে। অনেকদিন ধরে আমি সেই গুহাটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করে চলেছি, যে গুহাটার মধ্যে টম রিডিল অনাথ আশ্রমের দুটি শিশুকে ভয় দেখিয়েছিলো, মনে আছে তোমার সেই কথা। ওদের অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েরা প্রতিবছর সেই গুহাতে বেড়াতে যেতো।

মনে আছে, হ্যারি বললো। সেই গুহাটা এখনো আছে?

আমি ঠিক বলতে পারছি না, আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুলও হতে পারে। ডাম্বলডোর ইতস্তত করে বললেন। তারপর বললেন, হ্যারি তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই সেই অভিযানে তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো কথা দিয়েছিলাম? আমি এখনো সেই সিদ্ধান্তে আছি। তবে, যাবার আগে আমি যদি তোমাকে সেই অভিযানে যাওয়া খুবই বিপদসঙ্কুল ও মারাত্মক তা আগেভাগে সাবধান না করে দিই তাহলে ঠিক হবে না।

ডাম্বলডোর তার কথা শেষ করার আগেই হ্যারি বললো, আমি প্রস্তুত। স্নেইপের কথা মনে হতেই ওর প্রচণ্ড ক্রোধে চোখ মুখ আবার লাল হয়ে গেল, কয়েক মিনিটের মধ্যে ওর রাগ দশগুণ হলো–ও এখন যে কোন কাজ, যে কোন বিপজ্জনক কিছু করতে পারে। ডাম্বলডোর জানালার ধার থেকে সরে এসে হ্যারির মুখোমুখি দাঁড়ালেন। ডাম্বলডোরের রূপালী ভুরু যুগল সামান্য কুঞ্চিত হলো।

তোমাকে খুব উত্তেজিত আর ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছে? কি হয়েছে? হ্যারি মিথ্যে কথা বললো, কই না তো, কিছুই হয়নি।

বললে চলবে না, কোনো একটা ব্যাপারে তুমি বিচলিত তাই না? একটুও বিচলিত নই। হ্যারি, তুমি কখনই ভালো অকলামেন্স হতে পারবে না। ডাম্বলডোরের ওই কথা শুনে হ্যারির ঘৃতাহুতি হলো। জ্বলে উঠলো দ্বিগুণ।

হ্যারি দাঁত কিড়মিড় করে খুব জোরে বললো, স্নেইপ! ওর কথা শুনে ফকেস খুব আস্তে মধুর স্বরে গান গেয়ে উঠলো। স্নেইপ... স্নেইপ কি করেছে!

ট্রিলনি স্নেইপের অফিসি সম্বন্ধে ডাম্বলডোরের অফিসে আড়িপাতার কথা যা যা বলেছিলো সব বললো।

ও আড়ি পেতে ট্রিলনীর প্রফিসির কথা শুনেছিলো।

হ্যারির কথা শুনে ডাম্বলডোরের মুখোভাব একটুও বদলালো না। ডাম্বলডোরের শুভ্রমুখ, সূর্যাস্তের লাল আভা পড়েও তেমনই শুভ্র দেখালো, স্থির।

অচঞ্চল ডাম্বলডোর। হয়তো, তার মন পড়ে রয়েছে বহুদূরে বিরাট এক লেকের সংলগ্ন বা সমুদ্রের তীরে একটি পাহাড়ের অন্ধকার গুহাতে।

হ্যারির অস্বস্তি লাগে ডাম্বলডোরের নীরবতায়। নীরবতা সহসা ভঙ্গ করলেন ডাম্বলডোর। এসব কথা তোমায় কে বলেছে? কবে বলেছে?

আপনার ঘরে আসার সময়, হ্যারির কথা আটকে যাচ্ছে, এরপর বাঁধ ভাঙ্গা জলস্রোতের মতো কথা।

আপনি ওকে এখানে শিক্ষকতা করতে দিয়েছেন, যে ভোল্ডেমর্টকে আমার বাবা-মাকে হত্যা করতে প্ররোচিত করেছিলো।

কথাগুলো বলে হ্যারি অসম্ভব জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো। মুখ সরিয়ে নিলো ডাম্বলডোরের সামনে থেকে। ডাম্বলডোর আবার নীরব। হাঁটতে লাগলেন তার ঘরে। হাঁটার সময় মাঝে মাঝে দু হাঁটুতে চাপ দিতে লাগলেন। মুখ দেখে বোঝা যায় না তার মনের অবস্থা। অসহ্য রাগে, অভিমানে হ্যারি ডাম্বলডোরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো, আবার একই সঙ্গে হরক্রাকসের খোঁজ জলতটে পাহাড়ের গুহায় যাবার জন্য ছটফট করতে লাগলো। ও ডাম্বলডোরকে ধরে বলতে চাইলো, আপনি মূর্খ। এতে মূর্খ যে স্নেইপের মতো একজন শয়তানকে বিশ্বাস করে চলেছেন। কিন্তু বললো না, যদি, এরপর ডাম্বলডোর ওকে সঙ্গে মানিয়ে যান।

হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন। আমি যা বলি তুমি কি তা শুনবে শান্ত হয়ে? প্রফেসর স্নেইপ, অসম্ভব...। আমি ওকে স্কুলে রেখে ভুল করেছি এমন কথা আমাকে বলো না।

ভুল করেছেন, হ্যাঁ তাই করেছেন। স্যার, আড়ি পেতে আপনাদের সব কথা শুনেছিলেন।

হ্যারি, আমাকে সব কথা বলতে দাও। হ্যারি চুপ করে রইলো।

প্রফেসর স্নেইপ অসম্ভব এক ভুল করেছিলেন। সেই রাতে যখন প্রফেসর ট্রিলনির প্রফিসি শুনেছিলেন তখন তিনি ভোল্টেমর্টের পক্ষে কাজ করতেন। অতএব যা শুনেছিলেন তা তার প্রভুকে জানিয়েছিলেন, কারণ সেই ব্যাপারে তার প্রভু প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না, জানার কোনো সুযোগ ছিল না, কেন ছেলেটিকে

ভোল্ডেমর্ট হত্যা করার জন্য খুঁজে বেড়াবে, অথবা তার বাবা-মাকে হত্যা করবে বা প্রফেসর স্নেইপ জানতেন না তারা তোমার বাবা-মা।

এসবের কোনো ধারণা তার ছিলো না। হ্যারি বেদনাসিক্ত উচ্চহাস্য করলো।

স্নেইপ আমার বাবা ও সিরিয়স দুজনকেই ঘৃণা করতো। আপনি তো জানেন প্রফেসর যাদের ওপর স্নেইপের ঘৃণা-আক্রোশ ছিলো তারা সকলেই অকালে প্রাণ হারিয়েছেন।

হ্যারি তোমার কোনো ধারণা নেই লর্ড ভোল্টেমর্টের প্রফিসি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা স্নেইপের মনে কতোটা তীব্র ব্যথা দিয়েছিলো, অনুতাপের কারণ হয়েছিলো। ওর জীবনে বলতে পারো সবচেয়ে বড় অনুতাপ, আর ভোর্স্টেমর্টের ফিরে আসাটা।

কিন্তু আপনি তো বলেছেন স্নেইপ একজন প্রতিভাশালী অকলামেন্স তাই না স্যার? হ্যারি বললো, ওর গলার স্বর স্থির নয় কাঁপা কাঁপা। অনেক চেষ্টা করে হ্যারি সংযত কণ্ঠে বললো, ভোল্ডেমর্ট কী এখনো মনে করেন না যে স্নেইপ তার দলে রয়েছেন। প্রফেসর আপনি কিভাবে ভাবছেন, স্নেইপ আপনার সাথে রয়েছেন?

ডাম্বলডোর চুপ করে রইলেন। মুখ দেখে মনে হয়, চেষ্টা করে চলেছেন কোনো একটা বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে।

বললেন, স্নেইপকে বিশ্বাস করে আমার মনে হয় কোনো ভুল করিনি হ্যারি।

কথাটা বলতে হ্যারি এক মুহূর্তের জন্য গভীরভাবে শ্বাস ফেললো, কিন্তু ডাম্বলডোরের স্নেইপের প্রতি আস্থার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল, নিজেকে সামলে রাখা কঠিন হয়ে পড়লো।

ও আগের মতোই উচ্চস্বরে বললো, না, আমি বিশ্বাস করি না। এই একটু আগে ও আপনার নাকের ডগায় ড্র্যাকো ম্যালফয়ের সঙ্গে কিছু একটা মতলব আঁটছিলো, তারপরেও আপনি...

আমরা এ বিষয়ে ইতোমধ্যে অনেক কথাবার্তা বলেছি হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন। তার গলার স্বর বেশ কঠিন। আমি তো তোমাকে আমার মতামত জানিয়েছি।

আপনি তো এখন স্কুলের বাইরে যাচ্ছেন, আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, আপনি জানেন না আপনি না থাকলে স্নেইপ আর ম্যালফয় কি করতে পারে।

কি করতে পারে? ডাম্বলডোর জিজ্ঞেস করলেন। ভুরু যুগল ওপরে তুললেন। বলো কি কারণে, ভেবেচিন্তে বলল, কেন তাকে সন্দেহ করছো?

হ্যারি হাতের মুঠো শক্ত করে বললো, আমি জানি, ওদের মতলব খারাপ, কিছু একটা করার তালে আছে। প্রফেসর ট্রিলনি কিছুক্ষণ আগে রিকোয়ারমেন্ট রুমে গিয়েছিলেন, সেখানে তার শেরীর বোতল লুকিয়ে রাখতে, উনি ম্যালয়ের অদ্ভুত উল্লসিত কণ্ঠ

শুনেছেন, কিছু একটা নিয়ে উল্লাস আনন্দ করছিলো। এই অবস্থায় এখন আপনি স্কুল ছেড়ে বাইরে যেতে চাইছেন?

অনেক বলেছো, ডাম্বলডোর খুব ধীর স্থির শান্তভাবে বললেন। হ্যারির মনে হলো ও সীমা লংঘন করে গেছে। তাই মুখ নিচু করে রইলো।

তুমি কী মনে করো আমি স্কুলকে কোনো রকম প্রোটেকশন না দিয়ে বাইরে যাচ্ছি, না কখনো গেছি! আজ রাতে আমি যখন স্কুলের গণ্ডির বাইরে যাবো, অতিরিক্ত প্রোটেকশন থাকবে। হ্যারি ভবিষ্যতে এমন উদ্ভট চিন্তা মাথায় আনবে না। কখনই আমি ছেলেমেয়েদের অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে যাবো না।

হ্যারি লজ্জিত স্বরে বললো, এমন কিছু ভাবিনি।

ডাম্বলডোর বললেন, এই ব্যাপারে আর তুমি কোনো কথা বলবে না, আমিও আলোচনা করতে চাই না।

হ্যারি বেশ বুঝতে পারলো সীমা লংঘন করে কথা বলার জন্য ডাম্বলডোর খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। হয়তো এখন আর ডাম্বলডোর পর্বতের গুহায় হরক্রাকস খুঁজতে তাকে সঙ্গে নেবেন না।

কিন্তু ডাম্বলডোর ওইখানেই তার কথার সমাপ্তি করলেন না। বললেন, তাহলে আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছো?

হুঁ স্যার, হ্যারি এক সেকেন্ড দেরি না করে বললো।

চমৎকার, তাহলে শোনো। ডাম্বলডোর ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন। আমি তোমাকে একটি শর্তে নিয়ে যাবো, আমি তোমাকে যখনই যা আদেশ করবো, বিনা বাক্য ব্যয়ে তুমি তা পালন করবে, কোনো প্রশ্ন না করে!

হ্যাঁ স্যার।

সত্যি করে আমাকে বোঝার চেষ্টা করবে, হ্যারি। তুমি আমার তিনটে নির্দেশ, বাক্য ব্যয় না করে পালন করবে, যেমন দৌড়াও, লুকিয়ে পড়ো, আর চলে যাও।

এই ব্যাপারে তুমি প্রতিজ্ঞা করছে আমাকে।

আমি? ও হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমি যদি তোমাকে লুকিয়ে যেতে বলি, তুমি তাই করবে? হ্যাঁ। যদি বলি পালিয়ে যাও, তাহলে আমার আদেশ পালন করবে? হ্যাঁ। যদি বলি আমার জন্য ভেবো না, নিজেকে বাঁচাও, তুমি তাহলে তাই করবে? আমি...। হ্যারি? ডাম্বলডোর আর হ্যারি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হ্যাঁ, স্যার।

খুব ভালো। তাহলে তুমি এখন এখান থেকে গিয়ে তোমার ক্লোক নিয়ে এসে এনট্রেন্স হলের সামনে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দাঁড়াবে।

কথাটা বলে ডাম্বলডোর খোলা জানালা দিয়ে মুক্ত আকাশের দিকে তাকালেন।

সূর্য তখন প্রায় অস্তমিত। ফিকে লাল রঙে আকাশ ছেয়ে গেছে।

হ্যারি এক সেকেন্ড দেরি না করে ডাম্বলডোরের ঘর ছেড়ে স্পাইরাল সিঁড়ির ধাপে পা দিলো। ওর মন থেকে দ্বিধা অন্তর্হিত হয়ে গেলো সহসা। ওকে কি করতে হবে, ও জানে।

রন-হারমিওন কমনরুমে বসেছিলো। ওরা দুজনেই ডাম্বলডোর হঠাৎ কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন জানতে খুবই উৎসুক। হ্যারিকে ঘরে আসতে দেখে হারমিওন বললো, ডাম্বলডোর কি বললেন? হ্যারি উনি ভালো আছেন তো?

খুব ভালো আছে।

ওদের সঙ্গে আর একটিও কথা না বলে হ্যারি ডরমেটরিতে গিয়ে ওর ট্রাঙ্কটা খুলে প্রথমেই মারডাউরস মানচিত্রটা আর গোলা পাকানো এক জোড়া মোজা নিলো, তারপর আবার কমনরুমে ঢুকলো। রন ও হারমিওন ওর দিকে তাকালো।

দুজনেই আশ্চর্য হয়ে গেছে হ্যারির আকস্মিক তাড়াহুড়ো দেখে।

আমার হাতে কিন্তু আর সময় নেই বন্ধু, হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বললো। ডাম্বলডোর আমাকে অদৃশ্য হবার ক্লোকটা সঙ্গে নিতে বলেছেন।

হ্যারি এক নিঃশ্বাসে ডাম্বলডোরের সাথে তার কথাবার্তা সংক্ষেপে বললো ওদের কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, সময় একেবারেই নেই। ডাম্বলডোর হয়তো এনট্রেন্স হলের মুখে ওর জন্য অপেক্ষা করছেন।

তো তোমরা বুঝেছো আমি কোথায় যাচ্ছি। হ্যারি হাঁফাতে হাফাতে বললো। ডাম্বলডোর আজ রাতে এখানে থাকবেন না, ম্যালফয় এর সুযোগ নিতে পারে। শোনো আমার কথা, ভালো করে শোনো, হ্যারি একটু রাগতস্বরে বললো। হ্যারির কথা বলার সময় রন ও হারমিওন ওকে বাধা দিয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলো, আমি খুব ভালো করেই জানি ডাম্বলডোর থাকছেন না জেনে ওই ঘরে উৎসব করছে ম্যালফয়। হ্যারি, হারমিওনের হাতে মানচিত্রটা গুঁজে দিলো। তোমরা কিন্তু সজাগ থাকবে, ওকে নজরে রাখবে, স্নেইপকেও বাদ দেবে না। ডাম্বলডোর বলেছেন, বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে স্কুলের বাইরে যাচ্ছেন, তবে স্নেইপ যদি ওই নিরাপত্তার সাথে যুক্ত হন, তাহলে তিনি সেটা বানচাল করতে পারেন।

তবে তিনি নিশ্চয়ই ধারণা করবেন না যে তোমরা তার প্রতি নজর রাখছে। রন ও হারমিওনের ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

আমার কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তর্ক করার সময় নেই, হ্যারি কাটাকাটাভাবে বললো। এইটে নাও রন, হ্যারি রনের দিকে মোজার মধ্যে রাখা ফেলিক্স ফেলিসিস ছুঁড়ে দিলো।

ধন্যবাদ, রন বললো। আরে আমি মোজা নিয়ে কি করবো? ওর মধ্যে যেটা আছে সেটা তোমাদের দরকার হতে পারে, হ্যারি বললো।

তোমার, হারমিওন আর জিনির। জিনিকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিও। চলি, ডাম্বলডোর আমার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। না, হারমিওন বললো–রন যখন পোশানটা ভাজ খুলে বের করলো

আরে ওটা আমাদের দরকার নেই, তুমি কাছে রেখে দাও, তোমার হয়তো দরকার হবে। নানা রকম বিপদ-আপদ হতে পারে।

ডাম্বলডোর সঙ্গে আছেন আমার ভয় কিসের। হারমিওন ভয় পেয়ো না। সশরীরে তোমাদের মাঝে ফিরে আসবো।

হ্যারি আর সময় নষ্ট না করে এনট্রেন্স হলের দিকে গেল।

ডাম্বলডোর হ্যারির জন্য গেটের সামনে অপেক্ষা করছিলেন। হ্যারিকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামার জন্য এখনো হাঁফাচ্ছেন।

তুমি ক্লোকটা পরে নাও হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন। হ্যারি ঝটপট ক্লোকটা গায়ে চাপালে ডাম্বলডোর বললেন, বাঃ চমৎকার। তাহলে এবার আমরা যাবো?

ডাম্বলডোর অদৃশ্য হ্যারির পাশে দাঁড়ালেন। তারও গায়ে ট্রাভেলিং ক্লোক দূরন্ত হাওয়াতে লৎপং করছে। হ্যারি অদৃশ্য হয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে পরবর্তী আদেশের প্রতীক্ষায়।

আপনি বেরুচ্ছেন দেখে অন্যরা কি ভাবতে পারে যে কোথায় যাচ্ছেন প্রফেসর? হ্যারি প্রশ্নটা করলেও মাথার মধ্যে কিলবিল করছে ম্যালফয় আর স্নেইপ।

ভাববে? ভাববে আমি হাসমিডে পান-টান করতে চলেছি, ডাম্বলডোর হালকাভাবে বললেন। কখনো যাই রোজমেট্রার অথবা হগসহেড অথবা যেখানে মন চায়। তোমাকে তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না, তোমার চিন্তা কিসের।

ডাম্বলডোরের সঙ্গে হ্যারি লোজনের জটলা পার হলো। নাকে আসছে কচি কচি ভেজা ঘাসের গন্ধ। হ্যাগ্রিডের লেকের ধারে কেবিন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, লেকের জলের গন্ধও মাঝে মাঝে নাকে ভেসে আসছে ঘাসের গন্ধের সঙ্গে। ওদের দেখলে কেউ বলবে না ওরা এক দুর্গম অভিযানে যাচ্ছে। মৃত্যু ভয় ওদের বিচলিত করছে না।

গেটের কাছে এসে হ্যারি বললো মৃদু স্বরে, প্রফেসর আমরা কি অ্যাপারেটিং করবো?

হ্যাঁ, ডাম্বলডোর বললেন। তুমি তো এখন অ্যাপারেট করতে পারো। তাই না? পারি, কিন্তু আমার তো লাইসেন্স নেই, হ্যারি বললো। যাত্রার আগে প্রফেসর ডাম্বলডোরকে হ্যারি মিথ্যে কথা বলতে চায় না। ঠিক আছে, ডাম্বলডোর বললেন। আমি তো তোমার পাশে থাকবো। গেট ছেড়ে ওরা হগসমিডের জনশূন্য রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। হাই স্ট্রিটে যখন পৌঁছলো তখন চারদিকে আঁধার নেমে এসেছে। থ্রি ব্রুমস্টিকের কাছে দেখলো আশপাশের দোকানে আলো জ্বলছে, দোকানের ভেতর থেকে মানুষজনের কোলাহল ভেসে আসছে।

বেরিয়ে যাও! উচ্চকণ্ঠে রোজট্রো বললো।

হ্যারি দেখলো রোজমেট্রা তার দোকান থেকে এক বৃদ্ধা জাদুকরকে টেনেহিঁচড়ে বার করে দিচ্ছেন। ডাম্বলডোরকে দেখতে পেয়ে বললেন, হ্যালো আলবাস–খুব দেরি করে বেরিয়েছেন।

শুভ সন্ধ্যা রোজমেট্রা, শুভ সন্ধ্যা, আমি হগসহেডে যাবো ভাবছি, কিছু মনে করবে না, আজ আমি পছন্দ করছি এক শান্ত পরিবেশ।

হাঁটতে হাঁটতে এক মিনিটের মধ্যে ওরা হগসহেডের সামনে দাঁড়ালো। হ্যারি দেখলো হগসহেডের দোকানের বোর্ডটা ঝুলে রয়েছে, বাতাস না বইলেও দোকানের বোর্ডটা

দুলছে নিত্যকার মতো। হগসহেড পাবে ব্রুমস্টিকের মতো তেমন খদ্দের টদ্দের নেই, মনে হলো মোটামুটি ফাঁকা।

ভেতরে যাবার আমাদের দরকার নেই, ডাম্বলডোর চাপা গলায় বললেন চারদিকে তাকিয়ে। লোকেরা আমাদের দেখতে পাবার আগেই, হ্যাঁ এবার তুমি আমার হাতে তোমার হাত রাখো, হ্যারি। এক-দুই-তিন গুণবো।

হ্যারি, ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে হাতটা চেপে ধরলো। পরমুহূর্তেই দারুণ এক অনুভূতি, ও যেন একটা মোটা রবারের টিউবের মধ্যে বন্দি, ও নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, দেহের প্রতিটি অঙ্গ কে যেন প্রবল শক্তিতে চেপে ধরছে, ওর কি চিরকালের মতো দম বন্ধ হয়ে যাবে, তারপর যে অদৃশ্য হাত ওকে চেপে ধরেছিলো সহসা ওকে মুক্ত করলো, ও দেখলো এক ঠান্ডা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রাণভরে তাজা, নোনা বাতাস নিঃশ্বাস নিতে পারছে।

দ্য কেভ

হ্যারি সেই ঠান্ডা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নোনা হাওয়ার গন্ধ পেলো, সমুদ্রের ঢেউ, সামান্য আলো, ঠান্ডা হাওয়া ওর চুলগুলো এলোমেলো করে দিতে লাগলো। দেখতে পেলো, সামনে রয়েছে চন্দ্রালোকিত সমুদ্র, আর মাথার ওপর তারকাখচিত আকাশ। সমুদ্রের কোলে ও একটা শ্যাওলা ধরা বড় পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার তলায় সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে, ফ্যানার সৃষ্টি করছে। ও পিছনে তাকালো, দেখলো একটা বিরাট লম্বা খাড়া ঋজু পাহাড়, তার চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে গভীর কালো অন্ধকার, একটুও আলো নেই, শুধু অন্ধকার। ডাম্বলডোর আর হ্যারি যে বড় পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে তার চারপাশে নানা আকারের ছোট বড় পাথর। মনে হয় সেগুলো কোনো পাহাড় থেকে ভেঙ্গে পড়েছে সমুদ্রতটে। ঝাপসা ঝাপসা সবকিছু, শুধু ঢেউ তোলা গর্জিত সমুদ্র। আশপাশে একটাও গাছপালা নেই, বালুকণাও নেই।

এখানকার পরিবেশ তোমার কেমন মনে হচ্ছে হ্যারি? ডাম্বলডোর জিজ্ঞেস করলেন। হয়তো হ্যারির কাছে জানতে চাইছেন পিকনিক করার উপযুক্ত জায়গা কি না। এই স্থানেই টম ও অনাথ আশ্রমের অন্যান্য বাচ্চারা এসেছিলো পিকনিক করতে।

এই দুর্গম জায়গায় অনাথ আশ্রম থেকে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের এখানে নিয়ে আশা হয়েছিলো? হ্যারি বললো। আমি ভাবতে পারি না এমনকি দিনের বেলায়ও বেড়াবার জায়গা হিসেবে এটা হতে পারে?

ঠিক এখানে নয়, সামান্য দূরে একটা ছোট গ্রামের মতো আছে। মনে হয় বাচ্চাদের এখানে সমুদ্রের হাওয়া খাওয়াতে আর সমুদ্রের ঢেউ দেখাতে নিয়ে আসতো। না, আমার মনে হয় ওই একবারই টম রিডিল আর ওর শিকার ছোট ছেলে-মেয়েরা এখানে এসেছিলো। কোনো মাগলদের পক্ষে এখানে ঢু মারা সম্ভব নয়, যদি তারা দুর্ধর্ষ পর্বতারোহী না হয়।

লুমাস, ডাম্বলডোর বলতেই হাজার হাজার আলোর কিরণ পাহাড়টাকে ঝলসে দিলো।

হ্যারি দেখলো সেই গগণচুম্বি কালো পাথরের মধ্য দিয়ে একটা শীর্ণ নদীর মতো জল বয়ে যাচ্ছে।

তুমি নিশ্চয় জলে ভিজতে অরাজি হবে না, ডাম্বলডোর বললেন।

না।

বেশ তাহলে তোমার অদৃশ্য হবার ক্লোক খুলে ফেলো। এসো আমরা নদীতে ঝাঁপ দেই।

বরফের মতো ঠান্ডা জল। জলে ওর সর্বাঙ্গ, বেশ ভুষা ভিজে সপসপ করতে লাগলো। ডাম্বলডোর জলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন। ডাম্বলডোরেরও সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। দাড়িগুলো ভিজে বুকের ওপর পড়েছে, বললেন, ও হ্যাঁ এই সেই জায়গা। আমার দৃঢ়

ধারণা এই পাহাড়টায় ও এসেছিলো, এখানে এসে ওর কালো হাতের ছাপ রেখে গেছে। বিড় বিড় করে কিছু বললেন ডাম্বলডোর। কথাগুলোর মর্মার্থ হ্যারি এক বর্ণও বুঝতে পারলো না। তারপর ডাম্বলডোর এধার ওধার তাকিয়ে পিছন ফিরে জলস্রোতের দিকে তাকালেন। হ্যারি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

দু দুবার ডাম্বলডোর কালো পাহাড়টার কাছে গিয়ে যতোটা হাত যায় ততোটা উঁচুতে তার হাত ছোঁয়ালেন। মাঝে মাঝে সেই এবড়ো থেবড়ো কালো পাথরের একই জায়গায় হাতের কয়েকটি আঙ্গুল ছোঁয়াতে লাগলেন। অনেকটা সময় একইভাবে পাহাড়ের পাথরে আঙ্গুলগুলো চালাচালি করার পর হঠাৎ এক জায়গায় স্থির হয়ে ছুঁইয়ে রাখলেন। এধার ওধার করলেন না বা হাতটা টেনে নিলেন না।

এখানে, ডাম্বলডোর বললেন, এখান থেকেই আমাদের ভেতরে যেতে হবে। মনে হয় ভেতরে ঢোকার পথও লুকিয়ে রেখেছে।

হ্যারির মনে একটুও প্রশ্নের উদয় হলো না, প্রফেসর কেমন করে জানলেন। শুধুমাত্র স্পর্শ করেই কি বুঝতে পারলেন? হ্যারি বোকার মতো তাকিয়ে রইলো।

ডাম্বলডোর তার ম্যাজিক ওয়ান্ডটা দেয়ালে ছোঁয়াতেই পাথরের গায়ে একটা ধনুর মতো রেখা ফুটে উঠলো। সেদিকে তাকিয়ে হ্যারির মনে হলো পাথরের পেছনে তীব্র আলো জ্বলছে। পাহাড়ের যেসব অঞ্চলে ফাটল ধরেছে জাদুদণ্ড স্পর্শ করার পর সেখান থেকেও তীব্র আলোর রশ্মি ঠিকরে বেরোচ্ছে।

তীব্র ঠান্ডায় হ্যারির দাঁতগুলো ঠকঠক করছিলো। ও সেই অবস্থাতেই বললো, কোথা থেকে এতো আলো আসছে, আপনি কি করেছেন?

হ্যারির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের গায়ে যা কিছু দেখছে সব মিলিয়ে গেল। আগের মতো ঘন অন্ধকার। ও ডাম্বলডোরের দিকে তাকালো, আগের মতোই তীব্র ঠান্ডা হাওয়াতে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো।

হ্যারি আমি খুব দুঃখিত, তুমি যে ভিজে গিয়ে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে, খেয়াল করিনি। কথাটা বলার পর ডাম্বলডোর হ্যারির গায়ে সিক্ত বসন দণ্ডটা স্পর্শ করাতেই সেগুলো শুকিয়ে গিয়ে গরম হয়ে গেলো। মনে হলো যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখার সামনে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ধন্যবাদ আপনাকে, হ্যারি কৃতজ্ঞচিত্তে বললো। ডাম্বলডোরের দৃষ্টি সেই পাহাড়ের শক্ত পাথরের ওপর। ডাম্বলডোর সেই পাথরের গায়ে আর কোনো রকম ম্যাজিক প্রয়োগ না করে সেইদিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তাকানো দেখে মনে হয় পাথরের দেয়ালে এমন একটা লেখা আছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হ্যারি সেইদিকে তাকিয়ে রইলো, কোনো প্রশ্ন করে ডাম্বলডোরের একাগ্রতা ভঙ্গ করতে চাইলো না।

দুমিনিট ওইরকমভাবে তাকিয়ে থাকার পর ডাম্বলডোর খুব আস্তে বললেন, না হতে পারে না, এতো নোংরা মনোবৃত্তি!

কি বলছেন প্রফেসর?

আমার মনে হয়, ডাম্বলডোর তার অক্ষত হাতটা রোবসের পকেটে ঢুকিয়ে ছোট একটা রূপোর ছুরি বার করলেন, ছুরি অনেকটা হ্যারির পোশানের জন্য জড়ি বটি টুকরো টুকরো করার ছুরির মতো। আমাদের ভেতরে যাবার জন্য কিছু দক্ষিণা দিতে হবে।

দক্ষিণা দিতে হবে? হ্যারি বললো। দরজা খোলার জন্য কিছু দিতে হবে আপনাকে?

হ্যাঁ হ্যারি, ডাম্বলডোর অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ হ্যারি রক্ত, দরজাকে রক্ত দিতে হবে।

রক্ত?

তাইতো বলছিলাম, বড়ই স্কুল, ডাম্বলডোর বললেন। তার কথা শুনে মনে হলো নিদারুণ হতাশ আর মনে ঘৃণার সঞ্চার হয়েছে। ভোর্স্টেমর্টের মান এতটা নিচু ডাম্বলডোর আশা করেননি। তার ইচ্ছা শত্রুরা ভেতরে ঢোকার আগে শক্তিক্ষয় করে যাবে। আবার লর্ড ভোল্ডেমর্ট বুঝতে পারছে না যে দৈহিক ক্ষত বা আঘাতের বেশি আরো কিছু থাকতে পারে।

হতে পারে, কিন্তু আপনি তো সেটা অবজ্ঞা করতে পারেন, হ্যারি বললো। ও আজ পর্যন্ত অনেক ব্যথা বহন করে চলেছে, আরো নতুন করে কোনো ব্যথা চায় না।

কখনো কখনো সেটা এড়ানো যায় না হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন। কথাটা বলার পর যে হাতটায় দগ দগ করছে, সেই হাতটা রোবসের হাত থেকে বার করে ছুরিটা ধরলেন।

প্রফেসর, প্রফেসর ছুরিটা ফেলে দিন, হ্যারি ডাম্বলডোরকে বাধা দেবার জন্য এগিয়ে গেল। আমি, আমি রক্ত দেব।

ও জানে না এর উত্তরে ডাম্বলডোর কি বলবেন। ক্ষুদ্র বালক, খুবই ক্ষুদ্র! ডাম্বলডোর কিছু না বলে হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু হাসলেন। হ্যারি দেখলো রূপালী এক ঝলক আলো, চতুর্দিক টকটকে লাল হয়ে গেছে, পাহাড়ের গা ঘন, চকচকে লাল বিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

হ্যারি তুমি খুব ভাল ছেলে, ডাম্বলডোর বললেন। বলার পর তার দণ্ডের মুখটা তার ক্ষত থেকে লাভার মতো বেরিয়ে আসা রক্তস্রোতের মুখে ধরলেন, যাতে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যায় যেমন করে স্নেইপ ম্যালয়ের রক্ত পড়া বন্ধ করেছিলেন।

তোমার দেহের রক্ত আমার রক্তের চাইতে মূল্যবান হ্যারি। আহ এখন ওর ট্রিক সফল হয়েছে, তাই না?

আবার রূপালী আলো পাহাড়ের দেয়ালে তোরণের মতো রূপ নিলো, এবার সেই ধনুকাকৃতি রূপালী রেখা পাহাড়ের গা থেকে অন্তর্হিত হলো না। রক্ত মাখা পাহাড়ের অংশ আবার যেমন কালো বর্ণের ছিলো তেমনই হয়ে গেল, চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেল। ডাম্বলডোর ভেতরে ঢুকলেন।

এসো আমার পিছু পিছু, ডাম্বলডোর বললেন। নিজের দণ্ড দিয়ে আলো জ্বালিয়ে সেই রূপালী ধনুকাকৃতির ভেতরে ঢুকে হাঁটতে লাগলেন হ্যারির হাত ধরে। খুব দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। খানিকটা হাঁটার পর...

হ্যারি দেখলো ও ডাম্বলডোরের হাত ধরে একটা কালো রঙের জল ভর্তি হ্রদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতো চওড়া সেই কালো হ্রদ অপর পার দেখা যায় না। হ্রদের বহু দূরে মাঝখান থেকে অদ্ভুত এক সবুজ আলো জ্বলছে। তারই এক প্রতিবিম্ব পড়েছে হ্রদের জলে।

ডাম্বলডোর বললেন, চলো এগোনো যাক। খুব সাবধানে চলবে, অন্ধকার পথ, হ্রদের জলে পড়ে না যাও। আমার হাত ধরে চলো।

হ্যারি ডাম্বলডোরের হাত না ধরে হ্রদের পাশ দিয়ে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ডাম্বলডোরের পিছু পিছু চললো। চুতর্দিক এতো নিস্তব্ধ যে ওদের প্রতিটি পদক্ষেপের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। পথের ধারে হ্রদ থেকে উপচে পড়ে যে জল জমেছিলো তাতে পা পড়ে শপ শপ শব্দ হতে লাগলো।হ্রদের এক পাশে সারি সারি পাহাড়

অন্যদিকে কালো কালো ঘাস আর গাছপালা। সেই নিঃস্তব্ধতা আর অন্ধকার হ্যারির খুবই অস্বস্তিকর মনে হতে লাগলো।

প্রফেসর, হ্যারি নীরবতা ভঙ্গ করে বললো। হরক্রাকস কি এখানে পাওয়া যাবে মনে করেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, ডাম্বলডোর বললেন। আমি নিশ্চিত পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রশ্ন। হলো কেমন করে আমরা পাবো।

বোধহয় পাবো না, একটা সামোনিং চার্ম করলে কেমন হয়? হ্যারি বললো।

মতো প্রশ্ন করেছে, বোকার মতো সাজেশন দিয়েছে। আসলে ওই পরিবেশ ছেড়ে দ্রুত বের হয়ে আসার তাগিদ থেকে ওই কথা বলেছে। কেন পাবো না, নিশ্চয়ই পাবো, ডাম্বলডোর চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে অন্ধকারে হ্যারির মুখের দিকে তাকালেন। কেন তুমি এই প্রশ্ন করলে?

আমি... আমি... ঠিক আছে, ঠিক আছে চলুন।

হঠাৎ হ্যারি একটু কেসে গলা পরিষ্কার করে দণ্ডটা তুলে খুব জোরে বললো, একিও হরক্রাকস!

হ্যারির থেকে প্রায় কুড়ি ফিট দূরে হ্রদের কালো জলে বিরাট এক বিস্ফোরণ হলো, গগণভেদী সেই বিস্ফোরণের শব্দে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলো যেন। হ্রদের শান্ত জল দারুণ অশান্ত হয়ে বড় বড় ঢেউ তুলে তীরে আছড়ে পড়তে লাগলো। হ্যারি আচমকা সেই বিস্ফোরণের শব্দে হতভম্ব হয়ে পেছনে তাকাতেই পাহাড়ে ধাক্কা খেলো। তখনো সেই শব্দের বিভীষিকায় থরথর কাঁপছে। তারই সঙ্গে পাহাড়ের দেয়ালে সজোরে ধাক্কা খাওয়ার যন্ত্রণা সামলে নিয়ে ও ডাম্বলডোরের দিকে তাকালো।

কিসের শব্দ প্রফেসর?

কিছু একটা, মনে হয় আমরা হরক্রাকসের কাছে চলে এসেছি এবং উত্তর দিচ্ছে।

হ্যারি কথাটা শুনে পিছন ফিরে হ্রদের দিকে তাকালো। দেখলো গভীর কালো জল শান্ত হয়ে গেছে। স্থির অচঞ্চল, কালো কাঁচের মতো চকচক করছে। হ্যারির বুকের ভেতরটা তখনো দুরু দুরু করছে।

এমন একটা কিছু হবে বুঝতে পেরেছিলেন, স্যার?

হরক্রাকস আমাদের হাতের মুঠোতে আনতে গেলে এমনই হবার কথা। আমার মনে হয় তোমার প্রচেষ্টাই সঠিক ছিলো এবং এটাই সহজ পথ।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, লেকের জলে সমুদ্রের মতো ঢেউ! হ্যারিদের কালো জলের দিকে তাকিয়ে বললো।

কেন এমন হলো, জানতে চাইছো হ্যারি? ডাম্বলডোর অবিচল কণ্ঠে বললেন। আমার মনে হয় একটা নয়, আরো অনেক হরক্রাকস এখানে লুকোনো আছে। চলো, আরেকটু এগোই।

প্রফেসর? হ্যাঁ, বলো হ্যারি। আপনার কি মনে হয় লেকের তলদেশে আমাদের যতে হতে পারে?

ভেতরে? যদি দুর্ভাগ্যবশত না পাই।

হরক্রাকস তাহলে...।

না একেবারে জলের তলায় নয়, মাঝামাঝি কোথাও থাকতে পারে। আমাদের তো তাহলে জলে নামতে হবে। ডাম্বলডোর হ্যারিকেহ্রদের জলের মাঝখানে সবুজ আলোটা আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন।

আমারও তাই মনে হয়, জলে নামতে হবে, ডাম্বলডোর বললেন।

হ্যারি চুপ করে রইলো। ও ভাবতে লাগলো জল-দানব, বড় বড় সাপ, দৈত্য, সামুদ্রিক গাছ গাছড়া আর প্রেতাত্মার কথা।

আহ, ডাম্বলডোর কথাটা বলে আচমকা থামলেন। হ্যারি ডাম্বলডোরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে লেকের জলে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলো। ডাম্বলডোর ওকে ধরে ফেললেন। দুঃখিত হ্যারি, থামার আগে তোমাকে বলা উচিত ছিলো তাহলে ধাক্কা লাগতো না। মনে হয় আসল জায়গাটা পেয়ে গেছি।

ডাম্বলডোর কি বলতে চাইলেন হ্যারি ঠিক ধরতে পারলো না। হ্রদের কালো জলে কোথায় লুকোনো রয়েছে হরক্রাকস? পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর দক্ষিণ যেখানে তাকায় সেখানেই তো আলকাতরার মতো হ্রদের কালোজল। তার মধ্যে কোথায় হরক্রাকসের সন্ধান পেলেন ডাম্বলডোর।

হ্যারি দেখলো ডাম্বলডোর এবার পাহাড়ের কালো পাথরের দেয়ালের মতো হাত বোলাচ্ছেন না, হাতটা বাড়িয়ে হাওয়া থেকে কিছু ধরবার চেষ্টা করে চলেছেন। মনে হয় সে অদৃশ্য বস্তুটা ধরার চেষ্টা করছেন সেটা তার সামনে হাওয়াতে ভাসছে। সেভাবেই ধরার চেষ্টা করতে করতে জলের খুব কাছে চলে এলেন; হ্যারির বুকটা ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। ডাম্বলডোর এগোতে এগোতে হ্রদের জলে পা রেখেছেন। আরো একটু এগোলে জলের মধ্যে ডুবে যাবেন। ডাম্বলডোরের কোনো কিছুতে খেয়াল নেই। একটা হাত মুঠো করে আকাশের দিকে তুললেন, অন্য হাতে তুললেন তার দণ্ডটা, দণ্ডের মুখটা চেপে ধরে রেখেছেন হাতের

সহসা হ্রদের জলের ভেতর থেকে পেতল রঙের একটা মোটা শিকল উঠে এলো। ডাম্বলডোর সেই শিকলটা শক্ত করে ধরলেন। সেই শিকলটা এমনভাবে হেলতে দুলতে লাগলো যেন ডাম্বলডোর একটা মোটা সাপকে ধরে রেখেছেন। মাটিতে পড়ে সেই শিকলটা সাপের মতো ছটফট করতে লাগলো এবং অদ্ভুত এক শব্দ করতে লাগলো, সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো হ্রদের এক ধারের গগণচুম্বি কালোপাহাড়ের গায়ে লেগে। তারপর সেই শিকলটাদের কালো জলের ভেতর থেকে ছোট একটা নৌকো টেনে তুলে জলের কিনারায় নিয়ে এলো। নৌকোটা শিকলের রঙের মতোই পেতল-সবুজ মেশানো। হ্যারি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই ছোট নৌকোটার দিকে তাকিয়ে রইলো। নৌকোটা কিনারায় ভাসছে, কিনারার এতো কাছে যে হাত বাড়ালেই ধরা যাবে।

হ্যারি বিস্ফোরিত চোখে নৌকোটার দিকে তাকিয়ে বললো, ওটা জলের ভেতরে রয়েছে কেমন করে জানেন প্রফেসর?

ম্যাজিক, ম্যাজিক দিয়ে সবকিছু ধরা যায়, জানা যায়, ডাম্বলডোর বললেন।

নৌকোটা হ্রদের কিনারায় এসে জলেতে দুলতে লাগলো। মনে রেখো টম রিডিল আমার ছাত্র ছিলো। ম্যাজিক ওকে আমি শিখিয়েছি। আমি ওর ম্যাজিকের স্টাইল জানি হ্যারি।

নৌকোটা, ওটাতে ওঠা নিরাপদ প্রফেসর?

ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই।হ্রদ পারাপারের জন্য ভোল্টেমর্টের এটা দরকার। জলের ভেতর আরো অনেক হরক্রাকস লুকোনো আছে। তারা ওকে যে আক্রমণ করবে না তা ও বলতে পারে না। তবু মাঝে মাঝে নিজের হরক্রাকসটা দেখতে আসে। তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য নৌকোটা ব্যবহার করে। হয়তো, চেষ্টা করে নিজের হরক্রকিসটা এখান থেকে সরিয়ে। ফেলতে।

তো ওরা আমাদের ভোল্টেমর্টের নৌকোতে চাপতে দেখলে কিছু করবে না তো? আমাদের তাড়া করবে না তো?

আমার মনে হয়, ওরা করবে কি করবে না সে সম্বন্ধে চিন্তা করার এখন কোনো প্রয়োজন নেই। মনে করো নৌকোটা ভোল্ডেমর্টের নয়। নৌকোটা জলের ভেতর থেকে তোলার সময় ওরা আমাদের তুলতে বাধা দেয়নি। যাহোক। মোটামুটি আমরা ঠিক পথে চলছি।

আমাদের কেন ওরা নৌকো বাধা দেয়নি? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো। ওর চোখের সামনে জলের ভেতর থেকে সাপের মতো বেরিয়ে আসা শিকল আর নৌকো টেনে তোলার দৃশ্য ভাসছে।

ভোল্ডেমর্ট মোটামুটি জানে একজন বড় মাপের জাদুকর ছাড়া আর এই নৌকোটা খুঁজে পাওয়া অসাধ্য, ডাম্বলডোর বললেন। তাহলেও সেই বিপদাশঙ্কার সম্মুখীন হতে ও নানা

রকমের বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে, যেন একমাত্র ও সেই বাধাগুলো অপসারণ করতে পারে, দেখা যাক ও কতোটা কতকার্য হয়েছে।

হ্যারি আবার নৌকোটার দিকে তাকালো। নৌকোটা খুবই ছোট একজনের বেশি বসা সম্ভব নয়। বললো, আমরা দুজনে কী ওটাতে বসতে পারবো? ভারি হয়ে যাবে না?

ডাম্বলডোর মুখ টিপে হাসলেন।

ভোল্ডের্ট কতোটা ওজোন হলো বা না হলে সেটা নিয়ে ভাবে না। ও ভাবে কতোটা ম্যাজিক শক্তির সাহায্যে লেকটা পার হতে পারবে। আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক। নৌকোতে এমন এক ম্যাজিক প্রয়োগ করে রেখেছে যাতে একজনের বেশি দুজনে চাপতে পারবে না।

তা হলে কি হবে?

আমার মনে হয় না তুমি তার হিসেবের মধ্যে আসো না। তুমি ছেলে মানুষ ও অপরিণত। ভোল্ডেমর্ট কোনোদিন ভাবতে পারেনি মাত্র ষোল বছর বয়সের একটি ছেলে এখানে আসতে পারে। আমার মনে হয় আমার শক্তির চাইতে তোমার শক্তি বেশি হতে পারে।

ডাম্বলডোর জানেন ওই কথা বলে হ্যারির আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যাবে না, তবু তিনি বললেন, হ্যারি, ভুল ভুল ভোল্ডেমর্টের ভুল। যাকগে ওসব কথা, সাবধান, দেখো যেনো জল না লাগে।

হ্যারি ডাম্বলডোরের নির্দেশ মতো খুব সাবধানে নৌকোতে পা রাখলো। হ্যারি নৌকোতে ওঠার পর ডাম্বলডোর নৌকোতে উঠে শিকলটা গোটাতে গোটাতে নৌকোর মেঝেতে রাখলেন। তারপর গাদাগাদি করে হ্যারির পাশে বসলেন, অপরিসর জায়গাতে হ্যারির বসতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল, কুঁজো হয়ে হাঁটু মুড়ে বসলো। নৌকো ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, শুধু শান্ত জলের ওপর দিয়ে নৌকো ভেসে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলো হ্যারি। হাল ছাড়াই নৌকো কালো জলের ওপর দিয়ে তির তির করে ভেসে চললো। মনে হয় একটা অদৃশ্য দড়ি নৌকোটাকে টেনে নিয়ে চলেছে হ্রদের মধ্যস্থলে আলোর দিকে। একটু পর হ্যারি আর গুহার দেয়ালগুলো দেখতে পেলো না, ওরা এমন একটা অসিম জলে ভাসমান, যার কোনো ঢেউ নেই, একুল ওকুল নেই। নৌকো আপন গতিতে আলোর দিকে চলেছে। হ্যারির চোখ পড়ে গেলো কালো জলে। দেখলো ওর হাতের সোনালী দণ্ডটার প্রতিবিম্ব পড়েছে জলে, চকচক করছে। নৌকাটা চলার সময় তার দুপাশের জলের ওপর ছোটো ছোটো ঢেউ তুলছে।

সেই সময়ে হ্যারির চোখে পড়ে গেল, শ্বেত পাথরের মতো সাদা একটা কিছু জলের ওপরের স্তর দিয়ে ভেসে চলেছে।

প্রফেসর! হ্যারি বললো। ওর গলার স্বর শান্ত জলে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হলো।

হ্যারি? আমি, আমি জলের ওপর মানুষের একটা সাদা হাত ভাসতে দেখলাম। হা, জানি আমি দেখেছি হ্যারি, ডাম্বলডোর শান্ত স্বরে বললেন। হ্যারি জলের দিকে তাকালো। সেই সাদা হাতটাকে আর ও দেখতে পেলো, অদৃশ্য হয়ে গেছে। হ্যারির গলাটা জ্বালা করতে লাগলো।

হঠাৎ হাতটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল প্রফেসর?

প্রশ্নের জবাব হ্যারি পেয়ে গেল, ডাম্বলডোরের জন্য অপেক্ষা করতে হলো না। ও ওর দণ্ডের আলোতে দেখতে পেলো অদূরে জলস্তরের ইঞ্চি কয়েক তলায় একটা মৃতদেহ ভেসে চলেছে। মৃতদেহের চোখ দুটি খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর খোলা দুচোখের ওপর মাকড়সার সূক্ষ্ম জাল, ওর মাথার চুল ও আলখেল্লা ধোয়ার মতো ঘুরছে।

হ্যারি বলে উঠলো, এখানেও মৃতদেহ ভেসে চলেছে! ওর গলার তীব্র নির্জনতা ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিলো। অদ্ভুত ওর গলার স্বর, যেন অন্য কেউ ওর গলা দিয়ে বললো।

হ্যাঁ, এখানে অনেক মৃতদেহ দেখতে পাবে, ডাম্বলডোর বললেন। আপাতত এই মুহূর্তে মৃতদেহ নিয়ে মাথা ঘামিও না।

এই মুহূর্তে? হ্যারি ডাম্বলডোরের কথাটা বললো। মৃতদেহ থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকালো।

ওরা এখন শান্ত হয়ে জলের তলায় ভেসে চলেছে, ডাম্বলডোর বললেন। একটা প্রাণহীন দেহকে দেখে ভীত হবার কিছু নেই হ্যারি, এই অন্ধকারে কোনো কিছুতেই ভয়ের কারণ নেই। লর্ড ভোল্ডেমর্ট ও ভয় পায়, কিন্তু কাউকে জানাতে চায় না। তাতে ওর যে জ্ঞানের অভাব আছে তা প্রকাশ হয়। অজানাকে আমাদের ভয়, যখন মৃত্যু ও অন্ধকার দেখি তখন তা-ই, এছাড়া কিছু নয়।

হ্যারি তর্ক করতে চায় না, চুপ করে রইলো। কিন্তু এ কথা সত্য যে ওদের চারপাশের জলে মৃতদেহ ভেসে চলেছে, তাদের তলায় আরো বীভৎস কিছু থাকতে পারে, ডাম্বলডোর যাই বলুন না কেন ওই মৃতদেহগুলো মারাত্মক নয় এমন কথা ও বিশ্বাস করতে চায় না।

কিন্তু মৃত হলেও একজন তো নড়াচড়া করছিলো, ডাম্বলডোরের চাইতেও গলার স্বর আরো শান্ত ও নামিয়ে বললো। যখন আমি হরক্রাকস ডাকার চেষ্টা করে ছিলাম, লেকের জলের ভেতর থেকে একটা দেহ প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে উঠেছিলো।

ঠিক বলেছো, ডাম্বলডোর বললেন। হরক্রাকসরা সাধারণত কোনো উৎপাত করে না, চুপচাপ থাকে। যারা অতিশীতল আর অন্ধকারে বসবাস করে তারা উষ্ণতা আর উজ্জ্বলতাকে ভয় পায়। ডাম্বলডোর হাসলেন, প্রয়োজন হলে আমরাও তাদের কাজে লাগাতে পারি।

হ্যারি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলো। ওহ এখনই। ও মুখটা ঘুরিয়ে সেই লেকের মাঝখানে সবুজ উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে বললো। নৌকোটা সেইদিকে অবাধগতিতে ভেসে চলেছে। ও যে ভয় পাচ্ছে না তা গোপন করতে পারছে না। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আলোর দিকে ও তাকিয়ে রইলো। কালো লেকের জলে মাছের মতো মৃতদেহগুলো নৌকোর সাথে সাথে ভেসে চললল। ওর মনে হলো কিছুক্ষণ আগে নয়, অনেক অনেক দিন আগে ও ট্রিলনির সঙ্গে করিডরে কথা বলেছিলো, তারও আগে রন আর হারমিওনকে ফেলিক্স ফেলিসিস দিয়েছিলো, হঠাৎ মনে হলো ওদের সঙ্গে তো বিদায় জানিয়ে আসা হয়নি, অনেকদিন তো জিনির সঙ্গে দেখা হয়নি। নানা অসংলগ্ন চিন্তা আর কথা হ্যারির মনে। মাথার ভেতরটা যেনো শূন্য হয়ে গেছে।

আমরা প্রায় এসে গেছি, দারুণ উৎসাহে ভালভোর বললেন।

ওরা সেই প্রজ্জ্বলিত সবুজ আলোর অনেক কাছে এসে গেছে। সেই সবুজ আলো আর ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে না, সম্ভবত মিনিট খানেকের মধ্যে নৌকোটা পৌঁছে যাবে। হঠাৎ ওদের নৌকোটা কিছুতে ধাক্কা খেয়ে দুলতে লাগলো। হ্যারি ওর টর্চের মতো দণ্ডটার আলো দিয়ে দেখলো ওরা একটা পাহাড়ি দ্বীপের কাছে পৌঁছেছে। খুবই ছোট। নৌকোটা দ্বীপের একধারে মসৃণ চকচকে পাথরে খট খট ধাক্কা দিয়ে চলেছে।

আবার ডাম্বলডোর হ্যারিকে বললেন, নৌকো থেকে দ্বীপে নামার সময় সাবধানে নামবে, দেখো জল যেন না লাগে। হ্যারি সাবধানে সেই ছোট দ্বীপে পা দিলো। দ্বীপটা ডাম্বলডোরের অফিসের চাইতে ছোটো মনে হলো হ্যারির। দ্বীপের ওপরটা চেটালো এক

চকচকে কালো পাথরের, ওখান থেকেই উজ্জ্বল সবুজ আলোটা বেরোচ্ছে। হ্যারি সামান্য একটু এগোলে আলোটা আরো তীব্র মনে হলো। হ্যারি তীর্যক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকালো। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হলো এক রকমের ল্যাম্প; কিন্তু সেটা কোনো ল্যাম্প নয় কাঁচের পাত্র। অনেকটা পেনসিভের মতো একটা বেসিন থেকে আলোটা বেরোচ্ছে। বেসিনটা পেডেস্টাল পাখার মতো একটা স্ট্যান্ডে রয়েছে।

ডাম্বলডোর বেসিনটার দিকে এগোতে লাগলেন। হ্যারি তার পেছনে পেছনে চললো। ওরা দুজনে পাশাপাশি বেসিনটা দেখতে লাগলো। দেখতে পেলো বেসিনটা ভর্তি রয়েছে সবুজ রং-এর তরল পদার্থে। তার থেকে মৃদু আলোর সৃষ্টি করছে।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ডাম্বলডোর বললেন। রক্ত আর ওই মৃতদেহের চাইতে উপদ্রবকর মনে হচ্ছে, যাকগে। কথাটা বলে ডাম্বলডোর তার আলখেল্লার হাতাটা গুটিয়ে কনুইয়ের কাছে তুললেন। হ্যারি খোলা হাতের দিকে তাকালো। হাতটার কালো কুচকুচে ক্ষত এখনো শুকোয়নি। তারপর ডাম্বলডোর তার সেই হাতের আঙ্গুলের ডগাগুলো বেসিনের পোশানের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

স্যার, ওটা ছোঁবেন না, ছোঁবেন না।

ডাম্বলডোর হ্যারির আতঙ্কিত মুখ দেখে মৃদু হেসে বললেন, চেষ্টা করলেও আমি ওটা ছুঁতে পারবো না, হ্যারি। দেখো আমি একটুও এগোতে পারছি না। চেষ্টা করে দেখো তুমিও আর এগিয়ে পোশানটা ছুঁতে পারবে না।

সচকিত হয়ে হ্যারি বেসিনটায় হাত দিয়ে পোশানটা ছোবার চেষ্টা করলো। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি তার হাত বাড়িয়ে হ্যারিকে আটকে দিলো।

হ্যারি প্রাণপণে পোশানে হাত ছোঁয়াবার চেষ্টা করলো কিন্তু এক ইঞ্চিও এগোতে পারলো না। হ্যারি বার বার চেষ্টা করেও অসফল হলো। পোশান আর ওর মাঝে একটা অদৃশ্য পাথর রয়েছে।

থাক আর হাত দেবার চেষ্টা করো না হ্যারি, ডাম্বলডোর হাতের দণ্ডটার দিকে তাকিয়ে বললেন।

তারপর ডাম্বলডোর জাদুদণ্ডটা নিয়ে পোশানের সামান্য ওপরে আর ধারে ঘোরাতে ঘোরাতে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। হ্যারি সেই মন্ত্রের একটা অক্ষরও বুঝতে পারলো না। ডাম্বলডোরের দণ্ড ঘোরাবার পর সবুজ আলোটা আরো তীব্র হয়ে গেলো। হ্যারি এক পাশে দাঁড়িয়ে ডাম্বলডোরের প্রচেষ্টা দেখতে লাগলো। ডাম্বলডোর অনেক চেষ্টার পর যখন পোশানটা ছুঁতে পারলেন না তখন হাতটা সরিয়ে হ্যারির দিকে তাকালেন। হ্যারি নীরব হয়ে ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়েছিলো। ডাম্বলডোর হাতটা সরিয়ে নেবার পর হ্যারি কথা বললো।

স্যার আপনার কি মনে হয় হরক্রাকস ওই বেসিনটায় আছে? ডাম্বলডোর আবার পোশানের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। হ্যারি দেখতে পেলো

বেসিনের মধ্যে রাখা পোশানে ডাম্বলডোর মুখ নামিয়ে দেখার জন্য তার মুখের প্রতিবিম্ব পড়েছে, অনেকটা কাঁচের ওপর যেমন হয়। কিন্তু ভেতরে যাই কেমন করে বলতে হ্যারি, পোশানটাতে হাত দিয়ে সরানো যাচ্ছে না। আমার আর পোশানের মাঝে বাধার সৃষ্টি করেছে। কোনো ম্যাজিক প্রয়োগ করেও কাজ হচ্ছে না।

অন্যমনস্ক হয়ে ডাম্বলডোর মৃদুস্বরে জাদুমন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে আবার পোশানের ওপর হাত তুললেন, পোশানে হাত লাগাতে পারলেন না। তারপর খপ করে যেখান থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো সেই কাঁচের গবলেটটা ধরে ফেললেন। বললেন, আমার কি মনে হয় জানো, পোশানটাকে ডুবিয়ে রেখেছে।

কী, কী বললেন স্যার? তা কখনো হতে পারে? হতে পারে না।

হ্যাঁ ঠিকই বলছি। এখন একমাত্র উপায় আমি যদি বেসিনটা খালি করতে পারি তাহলে দেখতে পারি ভেতরে কি আছে।

স্যার অমন কাজ করবেন না, পান করলে আপনার যদি কিছু হয়। একমাত্র উপায়, আর তো কোনো পথ দেখছি না, ডাম্বলডোর স্বাভাবিকভাবে বললেন। এই দ্বীপে যারা পৌঁছতে পারে ভোল্ডেমর্ট তাদের হত্যা করতে চায় না।

হ্যারির মনে হয় ডাম্বলডোর কি পাগল হয়ে গেছেন! পৃথিবীর সকলের মঙ্গল চান তাই বলে শয়তান ভোল্ডেমর্টের।

স্যার, স্যার আপনি ভোল্ডেমর্টকে বিশ্বাস করেন? হাতের মুঠোতে আমাদের পেয়েও হত্যা করবে না?

দুঃখিত হ্যারি, আমার কথাটার মানেটা ঠিক ধরতে পারলে না। যারা এই দ্বীপে পা রাখবে তাদের তৎক্ষণাৎ ও হত্যা করতে চায় না। ডাম্বলডোর নিজের কথা সংশোধন করলেন। ও তাদের বাঁচিয়ে রেখে জানতে চাইবে কেমন করে তারা ওর প্রতিরোধ ম্যাজিক ভেদ করে এই দুর্ভেদ্য দ্বীপে এসেছে। তাছাড়া সবচেয়ে জরুরি, কেন তারা এখানে এসেছে, কেনোই বা বেসিনের পোশানটা নষ্ট করতে চায়। জেনে রেখো, ভোল্ডেমর্ট খুব সাবধানী, ও চায় না আর কেউ তার হরক্রাকসের সম্বন্ধে কিছু জানুক। তাই যারা জানতে আসে তাদের ও আটকে রেখে অত্যাচার করে জেনে নেয় জানার সূত্রটা।

হ্যারি কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলো ডাম্বলডোর হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন। নিশ্চুপ হয়ে সবুজ তরল পদার্থের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন কি করবেন।

আমার কোনো সন্দেহ নেই, ডাম্বলডোর নীরবতা ভাঙলেন। এই তরল পদার্থটা আমাকে হরক্রাকস নিয়ে যেতে বাধার সৃষ্টি করছে, কি কারণে এখানে এসেছি সেটাও ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছে অনবরত। শোনো হ্যারি এখন তোমার কাজ হচ্ছে আমি যাতে নির্বিঘ্নে পোশানটা পান করতে পারি তুমি সেটা দেখবে, দরকার হলে পোশানটা জোর

করে আমার গলায় ঢেলে দেবে, ঢেলে দেবার সময় আমার গলায় অসহ্য ব্যথা হতে পারে।

ভোল্ডেমর্ট আর হ্যারি দুজনেই সেই তরল পদার্থের দিকে তাকালেন। দুজনের মুখ সেই সবুজ আলো যেন ঝলসে দিলো। হ্যারি গম্ভীর, ওর মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরোলো না। ভাবলো এই কাজের জন্যই কি ডাম্বলডোর ওকে এই দুর্গম জায়গায় নিয়ে এসেছেন!

ডাম্বলডোর অন্য কিছু ভাবছিলেন, একটু থেমে বললেন, তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছো হ্যারি, আমি যা বলবো তুমি তাই করবে, মনে আছে?

হ্যারি, ডাম্বলডোরের দুই নীল চোখের দিকে তাকালো। দেখলো নীল চোখ দুটো বেসিনের আলো পড়ে সবুজ হয়ে জ্বল জ্বল করছে।

কিন্তু যদি?

তুমি তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমি যা বলবো তুমি তাই করবে? হ্যাঁ, কিন্তু। তোমায় তো আমি বলেছিলাম বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাই না? হ্যাঁ, বলেছিলেন, কিন্তু, হ্যারি বললো।

ওয়েল, রোসের হাতাটা গুটিয়ে কাঁচের পাত্রটা তুলতে তুলতে ডাম্বলডোর বললেন। তাহলে আমি তোমায় যা বলেছি তাই করো।

আপনার বদলে আমি কি পোশানটা খেতে পারি? হ্যারি বাধা দেবার শেষ চেষ্টা করলো।

কারণ আমি এখন বৃদ্ধ, যথেষ্ট বুদ্ধি আছে এবং এখন আমার জীবনের মূল্য কম, ডালডোর বললেন। আমি এই শেষবার বলছি হ্যারি তুমি তোমার যথাসাধ্য শক্তি দিয়ে আমাকে পোশানটা পান করতে সাহায্য করবে, কারণ তুমি কথা দিয়েছে।

আমি পারবো না।

যা বলছি তাই করো।

কিন্তু।

তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ হ্যারি।

কিন্তু।

হ্যারিকে আর কিছু বলার বা বাধা দেবার সুযোগ না দিয়ে ডাম্বলডোর কাঁচের পাত্রটা পোশানে ডোবালেন। ক্ষণিকের জন্য হ্যারির মনে হয়েছিলো ডাম্বলডোর হয়তো কাঁচের পাত্রটা পোশানে ডুবোতে পারবেন না। কিন্তু হ্যারি দেখলো বাধাবিঘ্ন অপসারিত করে ডাম্বলডোর সেই কাঁচের পাত্রে পোশান ভর্তি করে, মুখের সামনে ধরলেন।

তোমার স্বাস্থ্যের জন্য... উল্লাস হ্যারি। একটু একটু করে ডাম্বলডোর কাঁচের পাত্রের পোশান খেয়ে ফেললেন।

হ্যারি ভয়ার্ত দৃষ্টিতে কাঁচের পাত্রের কানাটা শক্ত করে ধরে রইলো। হ্যারি কাঁচের পাত্র শক্ত করে চেপে ধরে পোশানটা ডাম্বলডোরের মুখের মধ্যে ঢেলেছিলো।

হ্যারি শূন্য পাত্রটার দিকে তাকিয়ে বললো, প্রফেসর আপনার শরীর ভালো তো? এখন কেমন মনে হচ্ছে?

ডাম্বলডোর দুচোখ বন্ধ করে মাথা নাড়লেন। হ্যারি বুঝতে পারলো না ডাম্বলডোরের শরীরে কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা-ব্যথা বা কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না।

ডাম্বলডোর পাত্রটা আবার বেসিনে ডুবিয়ে পোশান ভর্তি করলেন। চোখ তখন বন্ধ। হ্যারির সাহায্যে সেটাও খেয়ে ফেললেন।

নিঃশব্দে ডাম্বলডোর কাঁচের পাত্র ভর্তি পোশান তিন বার খেয়ে চতুর্থবার খাবার আগেই কাঁপতে কাঁপতে বেসিনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। চোখ তখনো তার বন্ধ, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

হ্যারি কাঁপা কাঁপা গলায় ডাম্বলডোরকে ছুঁয়ে বললো, প্রফেসর, প্রফেসর ডাম্বলডোর, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?

ডাম্বলডোর ওর কথার কোনো জবাব দিলেন না। গভীর ঘুমে যেন তিনি আচ্ছন্ন। মনে হয় কোনো বীভৎস স্বপ্ন দেখে চমকে চমকে উঠছেন। ওর হাতে তখনো কাঁচের পাত্রটা শক্ত করে ধরা ছিলো। পাত্রটা কাঁপতে লাগলো। পাত্রের মধ্যে যেটুকু পোশান ছিলো প্রায় মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম। হ্যারি পাত্রটা ধরে রইলো।

হ্যারি আবার বললো, প্রফেসর আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যারির কথাগুলো গভীর গিরিগুহাতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

ডাম্বলডোর হাঁফাতে হাঁফাতে কিছু বললেন, ব্যারির মনে হলো গলাটা তার নয়। আজ পর্যন্ত কখনো ডাম্বলডোরকে ভীত গলায় কথা বলতে শোনেনি।

আমি চাই না, আমাকে বাধ্য করবে না।

হ্যারি তার চির পরিচিত ডাম্বলডোরের শুভ্র মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালো, হালকা উজ্জ্বল চোখ, নাক থেকে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি চশমা ঝুলে পড়েছে। হ্যারি কি করবে বুঝতে পারে না। এ যেনো নতুন এক ডাম্বলডোর।

আমি চাই না, আমি আর খেতে পারছি না, ডাম্বলডোর গোঁ গোঁ করে বললেন।

না প্রফেসর, আপনাকে সবটুকু খেতে হবে, হ্যারি বললো। আপনি তো আমাকে বলেছিলেন পোশানটা নিঃশেষ করতে হবে, মনে নেই?

হ্যারি এতো বেশি ঘাবড়ে গেছে সে কি বলছে, কি করছে জানে না। হ্যারি জোর করে পাত্রের বাকি পোশানটা ডাম্বলডোরের গলায় ঢেলে দিলো।

হ্যারি শূন্য পাত্রটা বেসিনে ডোবাতে গেলে ডাম্বলডোর গুঙিয়ে গুঙিয়ে বললেন,, না, আমি পারছি না, আমাকে আর দিও না, আমাকে ছেড়ে দাও।

ঠিক আছে, প্রফেসর, হ্যারি বললো। ওর হাতে তখন পাত্রটা কাঁপছে। আমি তো এখানে রয়েছি প্রফেসর, আমি তো আপনার পাশে রয়েছি।

বন্ধ করো, আর দিও না, ডাম্বলডোর কাতরাতে কাতরাতে বললেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই শেষবার, মিথ্যে বললো হ্যারি। হ্যারি পাত্র ভর্তি পোশান ডাম্বলডোরের গলায় ঢেলে দিলো।

ডাম্বলডোর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করলেন। কালো হ্রদের জল বেয়ে তার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করে আবার ফিরে এলো ক্ষুদ্র দ্বীপে।

না, না, না, আমি আর খেতে পারছি না, আমাকে আর এক বিন্দুও দিও না। আমাকে জোর করো না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, সব ঠিক আছে প্রফেসর, হ্যারি ভীষণ জোরে, গলা ফাটিয়ে বললো। ওর হাত এতো জোরে কাঁপছে যে পাঁচের শেষ ছনম্বর পোশান ভর্তি পাত্রটা ধরে রাখতে পারছে না। বেসিনের মধ্যের পোশান তখন অর্ধেকও শেষ হয়নি। আপনার কিছু হবে না প্রফেসর, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন, সত্যি কথা বলছি, এটা কোনো বিষয় নয়, বাকি পোশান খেয়ে ফেলুন।

ডাম্বলডোর যেন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রোধ করার জন্য ওষুধ খাচ্ছেন এমন এক ভাব করে বাকিটা খেয়ে ফেললেন।

হ্যারির পা ভীষণ কাঁপছে, পাত্রটা বেসিনে ডোবাতে গিয়ে হাঁটু বেকে গেল। থর থর করে হ্যারিও কাঁপতে লাগলো।

আমার দোষ, সম্পূর্ণ আমার দোষ হ্যারি, আর কখনো তোমাকে কিছু করতে বলবো না, ডাম্বলডোর শিশুর মতো ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন। বন্ধ করো হ্যারি, বন্ধ করো, আর আমাকে দিও না।

হ্যারি আটবার শেষ করে নবার পাত্রে পোশান ভর্তি করলো। ডাম্বলডোর তখন পড়ে গিয়ে সজোরো মাটিতে ঘুষি মারতে মারতে বললেন, দোহাই হ্যারি আর খেতে পারছি না, আর দিও না। ওটা ফেলে দাও, আর আমার মুখের কাছে এনো না। এবার যদি দাও...।

খেয়ে ফেলুন প্রফেসর, খেয়ে ফেলুন।

ছোট একটা বাচ্চা ছেলে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যেমন জল খায় তেমনি ভাবে নবার পোশান ভর্তি পাত্রটা গিলে ফেললেন ডাম্বলডোর। খাবার পর এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন যেন শরীরের ভেতর সবকিছু আগুনে জ্বলছে।

এটা দশ, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে প্রফেসর, খেয়ে নিন।

হ্যারি, ডাম্বলডোরের কাধ ধরে দাঁড়িয়ে পাত্রের পোশানটা তার গলায় ঢেলে দিলো।

প্রফেসর আপনি তো বলেছেন এটা বিষ নয়, তাহলে খাবেন না কেন?

আপনি তো এখনো জীবিত, আপনি তো মৃত নন। ঘুমোবেন না উঠে বসুন। তারপর হ্যারি সশব্দে বলে উঠলো, রেনারভেট, স্যার, প্লিজ।

ডাম্বলডোর চোখ পিট পিট করলেন : হ্যারির বুক দুরু দুরু করতে লাগলো। স্যার, আপনি?

আমাকে জল দাও, ডাম্বলডোর কোঁকাতে কোকাতে বললেন, হ্যারি, হা হা, আমাকে জল দাও।

হ্যারি অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালো। মাটি থেকে কাঁচের পাত্রটা তুলে নিয়ে বেসিনে রাখতে যাবে এমন সময় দেখতে পেলো একটা সোনার লকেট বেসিনের তলায় পড়ে রয়েছে।

এগুয়ামেন্টি, হ্যারি উচ্চস্বরে বলে উঠলো। এক সেকেন্ড দেরি না করে বেসিন থেকে সোনার লকেটটা তুলে নিলো।

একটা শূন্য কাঁচের গ্লাসে কানায় কানায় জল পূর্ণ হয়ে উঠলো। হ্যারি জলভর্তি গেলাসটা দুহাতে ধরে ডাম্বলডোরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। ডালডোর মুখটা তুললেন, কাঁচের গ্লাসটা ঠোঁটে ঠেকাতেই গেলাসের জল উবে গেল। ডাম্বলডোর তৃষ্ণায় ছটফট করতে লাগলেন।

ডাম্বলডোর শূন্য গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যারি আমাকে একটু জল। দাও।

হ্যারি গ্লাস ভর্তি জল আনার জন্য দণ্ডটা তুলে বললো, এগুয়ামেন্টি। আবার জলেভর্তি হয়ে গেল গ্লাস। হ্যারি এক সেকেন্ড দেরি না করে জলটা ডাম্বলডোরের মুখের কাছে ধরতেই গ্লাসের জল উবে গেল।

স্যার, আমি চেষ্টা করছি, আমি চেষ্টা করছি, হ্যারি বেপরোয়া হয়ে বললো। তবে ডাম্বলডোর ওর কথা শুনতে পেলেন কি না জানে না। হ্যারি মরিয়া হয়ে জাদুদণ্ড তুলে বললো, এগুয়ামেন্টি–এগুয়ামেন্টি!

কাঁচের পাত্র জল ভর্তি হলো, আবার সেটা উধাও হয়ে গেলো।

হ্যারি ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকালো। ডাম্বলডোর জলের জন্য তখনো ছটফট করছেন। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছেন, মনে হয় দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাবে যেকোনও মুহূর্তে। হ্যারি এধার ওধার তাকালো। সামনেই লেকের কালো জল, সেই জল ডাম্বলডোর ওকে ছুঁতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু ডাম্বলডোরকে বাঁচাতে গেলে কোনো এক উপায় অবলম্বন করে লেক থেকেই আনতে হবে। কিন্তু কেমন করে?

একটি মাত্র পথ, ও কালো জলে টইটুম্বুর বিশাল হ্রদের দিকে তাকালো। ভোল্টেমর্টের পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে হবে।

ও এক দৌড়ে জলের ধারে গিয়ে পাত্রটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো লেকের বরফশীতল জলে। কোথা থেকে ল্যাকপ্যাকে সাদা হাত ওর কব্জিটা শক্ত করে চেপে ধরে ওকে টেনে নিয়ে চললো পাহাড়ের দিকে। হ্যারি জলের দিকে তাকালো, জল আর আয়নার মতো চক চক করছে না। অশান্ত চরকির মতো ঘুরছে। হ্যারি দেখলো, অনেক অনেক সাদা মাথা, সাদা হাত হ্রদের জল থেকে উঠে আসছে, পুরুষ, মহিলা আর শিশুর দল। ওদের দৃষ্টিহীন চোখগুলো ঘুরছে। ওরা সকলেই মৃত; কিন্তু হাত তুলে নাচানাচি করছে।

হ্যারি চিৎকার করে বললো, পেট্রিফিকাস টোটালাস! পেট্রিফিকাস টোটালাস! জাদুদণ্ডটা বাড়িয়ে দিলো ইনফেরির দিকে (এক রকম পিশাচ মৃতদেহ)। ওরা সবাই অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো হ্রদের জলে ভাসছে, ওদের হাত খোলা।

সঙ্গে সঙ্গে যে পিশাচ মৃতদেহ (ইনফেরি) ওর কব্জিটা শক্ত করে ধরেছিলো সে ছেড়েদিলো এবং জলের ওপর ছিটকে পড়লো। ইনফেরিটা জলের ওপর দাঁড়াতে চেষ্টা করলো, হ্যারি দেখলো আরো অনেক ইনফেরি ছোট পাহাড়ি দ্বীপে জল থেকে উঠছে। ওদের বরফ শীতল কুয়াশার মতো চোখগুলো ওর দিকে নিবন্ধ, ওকে তাড়া করেছে।

হ্যারি আবার বললো, পেট্রিফিকাস টোটালাস! হাতের দণ্ডটা ছড়ির মতো ঘোরাতে লাগলো। ওদের মধ্যে সাত-আটজন ইনফেরি পড়ে গেলো; কিন্তু আরো অনেক ইনফেরি ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। হ্যারি তার স্বরে বললো ইমপেডিমেন্ট! ইনকারকেরাস! ওদের মধ্যে কয়েকজন হোঁচট খেলো, দুএকজনকে শূন্য থেকে মোটা দড়ি এসে বেধে ফেললো, বাকি যারা পাথর বেয়ে দ্বীপে উঠছিলো তারা যে সমস্ত ইনফেরি পড়ে গিয়েছিলো তাদের ওপর পড়লো। কিন্তু তখনো তারা হাত-পা ছুঁড়ছে। হ্যারিও তার জাদুদণ্ড ঘুরিয়ে চললো। তারপর বাধ্য হয়ে চিৎকার করে বললো, সেকটামসেমপ্রা! সেকটামসেমপ্রা!

ইনফেরিরা যেসব ছেঁড়া খোড়া জামা পরেছিলো, বরফের মতো তাদের চামড়ায় গ্যাস বেরোতে লাগলো, কিন্তু তাদের শরীরে কণামাত্র রক্ত নেই, তাই কোনো রক্ত বেরোলো

না। ওরা তাদের কঙ্কালসার সাদা হাত হ্যারির দিকে বাড়িয়ে এগোতে লাগলো। হ্যারি ওদের স্পর্শ এড়াতে পিছু হটতে লাগলো। ওদের অনেকেই মাটিতে পড়ে গেছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে, কারও কারও সর্বাঙ্গ দড়ি দিয়ে বাধা। হ্যারি খুব বেশি পিছু হটতে পারলো না, কেউ যেন পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো, হাতে তার মাংস নেই, মৃত্যুর মতো শীতল। একজন ওকে তুলে ধরে জলের ধারে চললো, আর একটু হলেই জলে ওকে ফেলে দেবে। হ্যারি বুঝতে পারলো ইনফেরিদের (ভোল্টেমর্টের পিশাচ সৈন্যদল) হাত থকে নিস্তার নেই, ঠান্ডা জলে ওকে ডুবিয়ে দেবে। তারপর মৃত্যু, মৃত্যুর পর ভোল্টেমর্টের খণ্ডিত আত্মার অন্যতম পাহারাদার হতে হবে।

তারপর, তারপর অন্ধকার থেকে আগুন জ্বলে উঠলো, আগুনের রং গাঢ় লাল আর সোনালী। সেই আগুন ছোট দ্বীপটাকে গোল করে ঘিরে ফেললো। যে ইনফেরিটা হ্যারিকে ধরে কালো শীতল জলের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল চতুর্দিকে আগুন দেখে সে থমকে দাঁড়ালো, ভয়ে আবার পিছনে ফিরে এলো, বহ্নিশিখার মধ্য দিয়ে যেতে পারলো না। হ্যারিকে ওরা মাটিতে ফেলে দিলো। কাছেই ছিলো শ্যাওলা ধরা পাথর, হ্যারি পা পিছলে পড়ে যেতে যেতে কোনমতে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে দণ্ডটা তুলে চতুর্দিক দেখতে লাগলো।

ডাম্বলডোর এখন অনেকটা সুস্থ, ধীরে ধীরে দাঁড়ালেন, মুখটা তার ফ্যাকাশে অনেকটা আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইনফেরিদের মতো। কিন্তু তাদের চেয়ে দীর্ঘ তার দেহ। বহ্নিশিখার মতো তার চোখে আগুন নৃত্য করছে, হাতে মশালের মতো দণ্ড ধরে রয়েছেন। সেই দণ্ডের মুখ থেকে অগ্নিশিখা স্রোতের মতো বেরিয়ে। আছে, অনেকটা

ল্যাফসোর মতো (বন্য জন্তুদের ধরার জন্য দড়ির ফাঁস)। সেই আগুনের ফাসগুলো ওদের জড়িয়ে ধরতে শুরু করলো।

ইনফেরিরা নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করতে লাগলো। আর ওদের ঘিরে ধরা বহ্নিশিখা থেকে পালাবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো।

ডাম্বলডোর বেসিনের কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে লকেটটা নিয়ে তার আলখেল্লার পকেটে রেখে দিলেন। তারপর কোনো কথা না বলে হ্যারিকে কাছে চলে আসার ইঙ্গিত করলেন। ইনফেরিদের তখন গোলাকৃতি আগুন ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলেছে। ডাম্বলডোর হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে কখন যে নৌকোতে উঠে পড়েছেন, ভয়বিহ্বল বিক্ষিপ্তচিত্ত ইনফেরিরা জানতে পারলো না। অগ্নিশিখা নৌকোটাকে ঘিরে ঢেকে রাখলো। হতভম্ব ইনফেরিরা ঝাঁপিয়ে পড়লো কালো জলের হ্রদে।

হ্যারি আসন্ন বিপদগুলো থেকে মুক্ত হয়ে তখনো বাশপাতার মতো থর থর করে কেঁপে চলেছে। ও ভেবেছিলো ডাম্বলডোর হয়তোবা নৌকোতে চাপতে পারবেন না। ডাম্বলডোর ব্যস্ত হয়ে রইলেন, ওদের ঘিরে ধরা প্রতিরোধ আগুন যেন নৌকোকে হ্রদের ওপারে ধীরে সুস্থে নিয়ে যায়। হ্যারি ডাম্বলডোরকে ধরে বসে রইলো। কালো জলের ওপর দিয়ে নৌকো তির তির করে ভেসে চললো। পেছনে পড়ে রইলো পাহাড়ি ছোট দ্বীপ। আগুন তখনো ওদের নৌকোকে ঘিরে রেখেছে। ইনফেরিরা নৌকোর চারপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে অগ্নিবলয়ের জন্য কাছে আসতে সাহস করছে না।

স্যার আমি আগুন দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বললো।

খুবই স্বাভাবিক, ডাম্বলডোর ক্ষীণ স্বরে বললেন।

হ্যারি ভাম্বলডোরের গলার স্বর শুনে আরো ভয় পেয়ে গেলো। ডাম্বলডোরের এত দুর্বল কণ্ঠস্বর হ্যারি আগে কখনো শোনেনি।

ধীরে ধীরে নৌকো তীরে পৌঁছলো। হ্যারি ডাম্বলডোরকে হাত ধরে নৌকো থেকে নামালো। ডাম্বলডোর নৌকো থেকে নেমে হাতের দণ্ডটা মাটিতে রাখতেই ওদের ঘিরে রাখা আগুন নিভে গেলো। কিন্তু ইনফেরিরা আর সাহস করে জল থেকে তীরে এলো না। ওরাও আগুনের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। যে নৌকোটায় চেপে ওরা পারাপার করেছেন সেটাও সে করে হ্রদের জলে ডুবে গেল। লোহার শিকলটাও টিং টিং শব্দ করতে করতে টলটলিয়ে হ্রদের জলে নৌকোর মতো ডুবে গেল।

ডাম্বলডোর গভীর নিঃশ্বাস ফেলে গিরিগুহার পাথরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলেন।

ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, হ্যারি আমি খুব দুর্বল, খুব কষ্ট হচ্ছে।

কিছু চিন্তা করবেন না স্যার, হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বললো। কিন্তু কথাটা বললেও ডাম্বলডোরের শরীরের অবস্থা দেখে ভেতরে ভেতরে খুবই ভয় পেয়ে গেল। আমার কাঁধে মাথা রাখুন, আমরা ঠিক ফিরে যেতে পারবো।

ডাম্বলডোরের যে হাতটায় পোড়া দাগ নেই সেটা নিজের কাঁধে রেখে, ওর প্রিয় হেডমাস্টারকে একরকম কাঁধের ওপর চাপিয়ে চললো।

যেতে যেতে ডাম্বলডোর আরো ক্ষীণ স্বরে বললেন, আমাদের নিরাপত্তা খুব ভালোভাবে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করেছে, কি বলো হ্যারি। আমি একা কাজটা করতে পারতাম না, তুমি আমাকে সবদিক থেকে খুবই সাহায্য করেছে।

এখন বেশি কথা বলবেন না স্যার, হ্যরি বললো।

ডাম্বলডোর হাঁটতে পারছেন না, শরীরের সব শক্তি যেন নিঃশেষিত হয়েছে, কোনো রকমে পা টেনে টেনে হ্যারির কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। স্যার, দুর্বল হবেন না, আমরা শিগগির হোগার্টসে ফিরে যাবো।

আর্চওয়েটা আবার বন্ধ হয়ে থাকতে পারে হ্যারি, আমার ছুরিটা কোথায়। দরকার নেই স্যার, আমি রক্ত দিয়ে খুলে দেবো। শুধু বলুন, কোথায়। এখানে...

হ্যারি পাথরের ওপর ওর হাতটা রাখলো। ওর হাতের রক্তের স্বাদ পেয়ে। আর্চওয়ে সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো। ওরা গুহা অতিক্রম করে আবার সেই বরফশীতল সমুদ্রে যেখানে উঁচু পাহাড়ের চিড় অংশ জলে ভরে দিচ্ছে, সেখানে দাঁড়ালো।

হ্যারি বার বার বলে যেতে লাগলো। ভাববেন না স্যার আপনি শিগগিরই সেরে উঠবেন, কিন্তু মনের মধ্যে দারুণ এক আতঙ্ক জমাট বেধে রইলো ডাম্বলডোরকে নীরব দেখে।

কোনো চিন্তা করবেন না স্যার আমি অ্যাপারেট করতে পারি, আমি আপনাকেও নিয়ে যেতে পারবো। আমি একটুও উদ্বিগ্ন নই হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন। হ্যারির মনে হলো ডাম্বলডোরের গলার স্বর একটু বলিষ্ঠ যদিও জল ছিল বরফ শীতল। আমি তো তোমার সঙ্গে রয়েছি হ্যারি।

দ্য লাইটনিং-স্ট্রাক টাওয়ার

নক্ষত্রখচিত মুক্ত আকাশের তলায় এসে একটা শিলাখণ্ডে হ্যারি ডাম্বলডোরকে বসিয়ে দিয়ে তার পা দুটো মাটিতে ঝুলিয়ে দিলো। হ্যারির জামা কাপড় ভিজে জবজব করছে; ঠাণ্ডা হাওয়াতে ও ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো। হ্যারিকে যেমন করেই হোক হগসমিডে পৌঁছতে হবে। ডাম্বলডোরও তাই চান। হ্যারি ডাম্বলডোরকে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে অ্যাপারেট করলো।

চোখ খুলে বুঝতে পারলো ও সফল হয়েছে। নোনা গন্ধ, সমুদ্রের হাওয়া আর নেই। একটু পর ও আর ডাম্বলডোর হগসমিডের অন্ধকার হাইস্ট্রিটে পা রাখলো। তখনো ভেজা কাপড়ে, ঠান্ডা হাওয়াতে কেঁপে চলেছে। রাস্তার ধারের দোকানগুলো দেখতে দেখতে হ্যারির মনে হলো তখনো শত শত ভোল্টেমর্টের পিশাচ সৈন্যদল ইনফেরিরা ওর দিকে ধেয়ে আসছে। চোখে পলক ফেলে দেখলো, না, ইনফেরিদের চিহ্ন মাত্র নেই। গভীর অন্ধকার পথ, রাস্তার কয়েকটি মাত্র বাতি, বিভিন্ন বাড়ির বন্ধ জানালার ওপর অংশে আলো দেখা যাচ্ছে। ওপরের জানালা দিয়ে সেই মৃদুমন্দ আলো দোকানের সামনের রাস্তায় পড়েছে।

আমরা হগসমিডে এসে গেছি প্রফেসর। হ্যারি চাপাক্ষীণ কণ্ঠে বললো। কথা বলতে তখনো ওর কষ্ট হচ্ছে। বুকের বেতরটা ওর শুষ্ক মনে হলো বুকের মাঝখানে যেন সেলাই করা। অনেক কষ্টে বললো, আমরা সফল হয়েছি! হরক্রাকসটা পেয়েছি!

৪৭৪

দ্য লাইটনিং-স্ট্রাক টাওয়ার

৪৭৫

ডাম্বলডোর টলতে টলতে হ্যারির ওপর পড়লেন। হ্যারির মনে হলো ওর অপটু অ্যাপারেসন হয়তো ডাম্বলডোরের শরীর আরো দুর্বল করার ফলে শরীরের নিয়ন্ত্রণ নেই। দূরের রাস্তার বাতিতে অস্পষ্ট আলোয় হ্যারির মনে হলো ডাম্বলডোর আগের চাইতেও বেশি নিস্তেজ। আরো ফ্যাকাশে তার মুখ, চোখ দুটো নিষ্প্রভ, ভেজা ভেজা।

স্যার আপনার কষ্ট হচ্ছে, ঠিক আছেন তো?

আগের চেয়ে একটু ভালো আছি, ডাম্বলডোর কোনো রকমে হ্যারির প্রশ্নের জবাব দিলেন। পোশানটা তো আর স্বাস্থ্যকর পানীয় ছিলো না...।

ডাম্বলডোর এর পর রাস্তায় শুয়ে পড়লে হ্যারি আরো আতঙ্কগ্রস্ত হলো। স্যার, স্যার, আপনি শিঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন স্যার, মোটেই চিন্তা করবেন না।

হ্যারি কারও সাহায্য পাবার জন্য মরিয়া হয়ে কাছে পিঠে ছোটাছুটি করতে লাগলো। ডাম্বলডোরকে যেমন করেই হোক হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু একটা মানুষকেও দেখতে পেলো না।

আপনাকে ম্যাডাম পমফ্রের কাছে নিয়ে যেতে হবে, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

না, ডাম্বলডোর বললেন। আমার দরকার প্রফেসর স্নেইপকে, কিন্তু আমি তো উঠতে পারছি না, হটি কেমন করে।

ঠিক আছে স্যার, আপনি কোনো একটা ঘরে বসুন, আপনাকে বসিয়ে আমি দৌড়ে স্কুলে গিয়ে মাদাম পমফ্রেকে ডেকে আনি।

না, বললাম তো, সেভেরাসকে খবর দাও, আমার ওকে দরকার। বেশ তাই ডেকে আনছি, আপনাকে কিন্তু একা থাকতে হবে।

হ্যারি যাবার জন্য এগোতে যাবে ঠিক সেই সময় পদশব্দ শুনতে পেলো। হ্যারির বুকটা আনন্দে নেচে উঠলো, তাহলে ওর কথা কেউ শুনতে পেয়েছে, হয়তো বুঝতে পেরেছে ওর সাহায্যের দরকার। এধার ওধার তাকাতেই দেখলো রোজমার্তাকে, অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ত্রস্তপদে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। পায়ে পালকের তৈরি হাই হিল স্যান্ডেল; শব্দটা তাহলে স্যান্ডেলের! রোজমার্তার পায়ে ড্রাগনের এমব্রয়ডারি করা সিল্কের ড্রেসিং গাউন।

ঘরের পর্দাটা সরাবার সময় আপনাদের অ্যাপারেট করে নামতে দেখলাম। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুণ, ধন্যবাদ মানুষের শুভবুদ্ধিকে, হঠাৎ অ্যাপারেট করে এতো সকালে, এখানে আলবাস?

রোমার্তা ভারি নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ডাম্বলডোরের দিকে তাকালেন।

উনি খুব অসুস্থ, আঘাত পেয়েছেন, হ্যারি বললো। আমি কি ডাম্বলডোরকে আপনার থ্রি ব্রুমস্টিকে একটু বসিয়ে রাখতে পারি? আমাকে এখুনি স্কুলে গিয়ে কাউকে ডেকে আনতে হবে।

তুমি তো ওখানে একা যেতে পারবে না হ্যারি! তুমি কি কিছু বুঝতে পারছে –কিছু দেখতে পাচ্ছো না?

সে কথায় কান না দিয়ে হ্যারি বললো, আপনি যদি স্যারকে তুলে ধরতে একটু সাহয্য করেন, আমরা তাহলে ভেতরে নিয়ে যেতে পারি।

কি হয়েছে রোজমার্তা? তুমি কি বলছো? ডাম্বলডোর বললেন।

ডার্ক, ডার্ক মার্ক, আলবাস। রোজমার্তা হোগার্টসের দিকে আঙ্গুল তুললো। ডার্কমার্ক শুনে হ্যারি আতঙ্কে শিউরে উঠলো, ও স্কুলের আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখলো।

ওইতো, স্কুলের ওপর আকাশে জ্বলন্ত সবুজ রঙের মাথার খুলি, খুলির মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে লকলকে সাপের মতো জিভ। ডেথ ইটাররা যেখানেই যায়, হত্যা করে, সেখানেই ওই চিহ্ন ওদের পেছনে পেছনে থাকে।

কখন ডাকমার্ক এসেছে? ডাম্বলডোর প্রশ্ন করলেন। তিনি হ্যারির কাঁধে রাখা হাতটি ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন সোজা হয়ে দাঁড়াবার জন্য।

কয়েক মিনিট হবে, আমি যখন বেড়ালটাকে বাইরে ছেড়ে এসেছিলাম তখন তো দেখতে পাইনি। কিন্তু দোতলায় গিয়ে জানালা খুলতেই...।

আমাদের আর একটুও দেরি না করে ক্যাসেলে ফিরতে হবে হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন। মুখ দেখে মনে হলো অবস্থাটা নিজের আয়ত্বে আনতে তিনি সক্ষম। রোজমার্তা, আমাদের স্কুলে যাবার জন্য ট্রান্সপোর্ট ঝাড়ু দরকার।

রোজমার্তা বললো, বারের পেছনে দুটো ঝাড়ু আছে। রোজমার্তার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে। নিয়ে আসি আলবাস?

তুমি থাকো, হ্যারি নিয়ে আসবে। হ্যারি তৎক্ষণাৎ ওর দণ্ডটা তুলে বললো, অ্যাকিও রোজমার্তার ব্রুমস।

এক সেকেন্ডের মধ্যে ভীষণ এক শব্দে রোজমার্তার পাবের সামনের দরজা খুলে গেলো, দুটো জাদু ঝাড়ু বন বন করে রাস্তায় এসে হ্যারির সামনে থেমে গেলে। হ্যারির কোমর পর্যন্ত লম্বা, মৃদু মৃদু কাঁপতে লাগলো।

রোজমার্তা, অনুগ্রহ করে মিনিস্ট্রিতে খবরটা পাঠাবে, ডাম্বলডোর একটা ঝাড়ুতে বসতে বসতে বললেন। আমার মনে হয় বিপদের বার্তা এখনো পর্যন্ত হোগার্টসের কেউ পায়নি, হ্যারি চটপট তোমার অদৃশ্য হবার ক্লোক গায়ে চড়িয়ে নাও।

রোজামার্তা ওর পাবের দিকে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি আর ডাম্বলডোর ঝাড়ুতে বসে মোটর সাইকেলের মতো কিক মেরে আকাশে উড়তে শুরু করলো। হোগার্টস স্কুলের দিকে যেতে যেতে হ্যারি ডাম্বলডোরের দিকে তাকালো। মাঝে মাঝে ডাম্বলডোর হ্যারির খুব কাছ ঘেঁষে উড়তে লাগলেন যদি পড়ে যান সেই ভয়ে। ডাম্বলডোরকে দেখে হ্যারির মনে হলো প্রাণপণে চেষ্টা করছেন যতশিঘ্ন পারেন অক্ষত অবস্থায় হোগার্টসে পৌঁছতে। কিন্তু আকাশে ডার্ক মার্ক দেখে ডাম্বলডোর যেন পুরনো শক্তি ফিরে পেয়েছেন

কে মুখ নামিয়ে ডার্ক মার্কের দিকে তাকিয়ে উড়তে লাগলেন। দূরন্ত বাতাসে বড় বড় শুভ্র চুল দাড়ি উড়তে লাগলো। তখনো সকাল হয়নি, চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। হ্যারি দূর থেকে ঝাড়ুতে বসে ডাকমার্কের খুলির দিকে তাকালো, ভয় তাকে অনেকটা কাবু করে ফেলেছে, ওর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। দেখলো খুলিটা ক্যাসেলের ওপর ঘুরছে, বিষাক্ত সাপের মতো জিভটা খুলি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

জিনি, হারমিওন, রন কী নিরাপদ আছে! ওদের মধ্যে একজনও কী ডাকর্মর্ককে প্রতিরোধ করতে পেরেছে! নেভিল, লুনা, বা ওর ডিএর অন্য সভ্যরা। ওদের যদি কারও কোনো ক্ষতি হয় তাহলে কী ও দায়ী হবে! অন্ধকার আকাশে উড়তে উড়তে নিচে ওরা পরিচিত অলিগলি রাস্তা দেখতে পেল। কানের পাশ দিয়ে হু হু করে ঠান্ডা বাতাস বইছে কু কু কু শব্দ করতে করতে। ঝাড়ুতে বসে ডাম্বলডোর বিড়বিড় করে কিছু বলে চলেছেন। কি বলছেন হ্যারি জানে না। খেলার মাঠের বাউন্ডারি দেয়ালের কাছে এসে গেছে, কাঁপতে লাগলো ডাম্বলডোর যাবার আগে ক্যাসেলের চারধার মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন, তা অপসারিত করতে লাগলেন, যাতে কোন বাধা না পেয়ে তীব্র গতিতে যথাস্থানে পৌঁছতে পারেন। ডাকমার্ক তখন অ্যাস্ট্রোনমি টাওয়ারের ঠিক উপরে ঘুরছে। টাওয়ারটা ক্যাসেলের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। তাহলে কি ওখানে কেউ নিহত হয়েছে! ডাম্বলডোর অতিক্রম করলো বাইরের আক্রমণ থেকে প্রতিরোধের জন্য নির্মিত ছিদ্রময় দুর্গ প্রাচীর। হ্যারির দিকে একবার তাকিয়ে নেমে পড়লেন ঝাড়ু থেকে। হ্যারিও নামলো, তারপর চারদিকে তাকালো।

দুর্গ-প্রাচীরের সমতল স্থান জনশূন্য। ওখান থেকে প্যাচানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার যে দরজাটা সেটা বন্ধ। সেখানে কোনো লড়াই, ধ্বস্তাধ্বস্তি বা মৃত্যুর কোন চিহ্ন দেখতে পেলো না।

কিছু বুঝতে পারছিনে স্যার। অকাশে সবুজ রঙের খুলি, জিভ বার করে বেড়াচ্ছে। এটা কি সত্যি মার্ক? না অন্য কোনো লোক?

মার্ক থেকে বিচ্ছুরিত হালকা সবুজ আলোর দিকে তাকিয়ে ডাম্বলডোর তার কালো হাতটা বুকে চেপে ধরলেন।

যাও, সেভেরাসকে ঘুম থেকে তোলো, ডাম্বলডোর ক্ষীণ কণ্ঠে কিন্তু স্পষ্ট করে বললেন। ওকে গিয়ে ঘটনাটি জানাও এবং আমার কাছে নিয়ে এসো। তার বেশি কিছু নয়, কাউকে ঘুণাক্ষরে একটি কথাও বলবে না। ও হ্যাঁ, অদৃশ্য হবার ক্লোকটা খুলবে না। আমি এখানে তোমাদের জন্য বসে রইলাম।

কিন্তু...।

হ্যারি, কোনো কিন্তু নয়। মনে আছে তো তোমার প্রতিজ্ঞার কথা? দেরি করবে, যাও!

হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার জন্য বন্ধ দরজার লোহার হাতলে খোলার জন্য হাত ছোঁয়াতেই ওধার থেকে কিছু পদশব্দ শুনতে পেলো। কেউ যেন দৌড়ে আসছে। ও ডাম্বলডোরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালো। ডাম্বলডোর, হ্যারিকে ইশারায় যেতে মানা করলেন। হ্যারি দরজার কাছ থেকে ফিরে এলো হাতের দণ্ডটা উঁচু করে।

দরজাটা সশব্দে খুলে একজন বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বললো, এক্সপেলিআর্মাস!

স্পেলের সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির শরীর শক্ত ও চলৎশক্তিহীন হয়ে গেল। একটা ভাঙ্গা মূর্তির মতো পেছনের দুর্গের দেয়ালে কাৎ হয়ে পড়লো, না পারছে নড়তে,

কথা বলতে। হঠাৎ কেন এমন হলো বুঝতে পারলো না হ্যারি, এক্সপেলিআর্মাস তো ফ্রিজিং চার্ম নয়, তবে কেন ওর সর্বাঙ্গ পাথরের মতো হয়ে গেলো?

তারপর মার্কের আলোতে দেখতে পেলো ডাম্বলডোরের দণ্ড দুর্গের এক কোণে উড়ে যেয়ে পড়লো এবং এখন সে বুঝলো ডাম্বলডোর ওকে সাংঘাতিকভাবে চলৎশক্তিহীন করেছেন। দ্বিতীয় স্পেল যখন করতে গেলেন, তখন তার প্রতিরোধ করার সকল সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল।

হ্যারি দেখলো ডাম্বলডোর নিরস্ত্র হয়ে দুর্গের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তার মুখে কোনো শঙ্কা বা বেদনা-মর্মপীড়ার ছাপ নেই। ডাম্বলডোরকে যে নিরস্ত্র করেছে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, শুভ সন্ধ্যা ড্র্যাকো।

ম্যালফয় দেখে নিলো সেখানে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি আছে কি নেই। (হ্যারি তো অদৃশ্য হবার ক্লোক পরে আছে)। দ্বিতীয় ঝাড়ুর দিকে ওর চোখ পড়ে গেলো।

এখানে মনে হয় আর কেউ আছে?

এই প্রশ্ন তো আমিও তোমাকে করতে পারি, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, একা একা সব করছো?

হ্যারি আকাশ থেকে মার্কের ফেলা সবুজ আলোয় ডাম্বলডোরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

না, ম্যালফয় বললো। আমি আপনাকে জানাতে এসেছি, আপনার স্কুলে অনেক ডেথইটার ঢুকে পড়েছে। আজকে, আজ রাতে।

বাঃ বাঃ, ডাম্বলডোর এমনভাবে কথাটা বললেন যেন ড্র্যাকোর হোমওয়ার্ক দেখে খুশি হয়েছেন। চমৎকার, চমৎকার বলতে হবে তুমি বোধহয় ওদের পথ দেখিয়ে স্কুলে নিয়ে এসেছে, তাই না?

নিশ্চয়ই, ম্যালফয় বললো। ম্যালফয়ও হাঁপাচ্ছে, এবং আপনার নাকের ডগায় কিন্তু কখনো টের পাননি। এখন আমার একটা কাজ বাকি আছে।

উদ্ভাবনে দারুণ দক্ষ দেখছি, তাহলে ...ওরা কোথায়... কোনো সাহায্যকারী ছাড়া তুমি যে একা? তারা আপনার রক্ষীদের সাথে নিচে লড়াই করছে। তারা এসে যাবে... আমি আগেই চলে এসেছি। আমার একটা কাজ করার আছে...

তা হলে অপেক্ষা না করে কাজটিই করো, মাই ডিয়ার বয়, ডাম্বলডোর বললেন।

দুজনেই নীরব। হ্যারি বন্দি, অদৃশ্য হবার রোবের ভেতরে চলৎশক্তিহীন দেহ নিয়ে। করার কিছু নেই শুধু ডাম্বলডোর আর ম্যালফয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া। অদূরে

ডেথইটারদের সঙ্গে সংঘর্ষের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ম্যালফয় কিছু না। করে আলবাস ডাম্বলডোরের দিকে এক পলক তাকালো আর তিনি অবিশ্বাস্যভাবে হাসলেন।

ড্র্যাকো, ড্র্যাকো তুমি তো খুনি নও।

আপনি জানবেন কি করে? ম্যালফয় ডাম্বলডোরের কথা শুনেই বললো। বাচ্চা ছেলেমেয়ের মতো কথাটা শোনালো। মার্কের উজ্জ্বল সবুজ আলোটা তার মুখের ওপর পড়তেই হ্যারি দেখতে পেলো।

আপনি জানেন না, আমার করার ক্ষমতা, ম্যালফয় জোর দিয়ে আরো বললো, আপনি জানেন না আমি কি করেছি না করেছি।

হ্যাঁ আমি জানি, ডাম্বলডোর শান্তভাবে বললেন। তুমি কেটি বেল আর রোনাল্ড উইসলিকে প্রায় হত্যা করতে বসেছিলে। আমাকে হত্যা করার ছক কষে চলেছে। ক্ষমা করবে ড্র্যাকো কোনোটাতেই তুমি সফল হওনি, খুবই দুর্বল ছিলো সেই আক্রমণগুলো। এক এক সময় আমার মনে হয় সত্যি কি তুমি মনেপ্রাণে হত্যা করতে চেয়েছিলে।

হ্যাঁ, মনে প্রাণে চেয়েছিলাম! ম্যালফয় জোর দিয়ে বললো। আমি গত এক বছর ধরে হত্যা করার পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছি, আজ রাতেও...।

ক্যাসেলের তলা থেকে হ্যারি বিকট এক চিৎকার শুনতে পেলো। চিৎকার শুনে চকিতে পিছনে ফিরে তাকালো।

মনে হয় কেউ ভালোভাবেই আক্রমণে বাধা দিচ্ছে, ডাম্বলডোর কথা প্রসঙ্গে কথাটা বললেন। কিন্তু তুমি বলছো, ও হ্যাঁ তুমি ডেথইটারদের আমাদের স্কুলের ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দিতে পেরেছে। আমি ভেবেছিলাম অসম্ভব ব্যাপার, বলতো, কেমন করে অসম্ভবকে সম্ভব করলে?

কিন্তু ম্যালফয় সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ক্যাসেলের নিচে ঘটনা শোনার জন্য কান খাড়া করে রইলো। এবং হ্যারির মনে হলো তার মতো ম্যালফয়ও অবশ হয়ে গেছে।

মনে হয় কাজটা তুমি একাই করতে পারতে, ডাম্বলডোর বললেন। কি হবে যদি আমার রক্ষীরা তোমার সাহায্যকারীদের এখানে আসা ব্যর্থ করে দেয়? তুমি নিশ্চয়ই জানো আমার অর্ডার অফ ফিনিক্সের লোকদের আজকেও এখানে মোতায়েন করা আছে। সে যাই হোক মনে হয় তোমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নাই, দুর্ভাগ্যবশত আমার হাতে এখন দণ্ডটা নেই, আমি তো তোমার আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবো না।

ম্যালফয় কথাটা শুনে শুধু ডাম্বলডোরের প্রশান্ত মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

ও আচ্ছা, ডাম্বলডোর করুণা মাখা স্বরে বললেন। ম্যালফয় কোনো কথা না বলে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। কাজটা তুমি একা করতে ভয় পাচ্ছো। ওরা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছে।

না, আমি ভয় পাচ্ছি না! ম্যালফয় সাহস সঞ্চার করে বললো, তাহলেও, ডাম্বলডোরকে আঘাত করতে এগোতে পারলো না। আপনিই, আপনি ভয় পাচ্ছেন।

কিন্তু কেন? আমি মনে করি না তুমি আমাকে হত্যা করবে, ড্র্যাকো। মনে রেখো হত্যা করাটা এত সহজ নয়, মোটাবুদ্ধির লোকেরা যা মনে করে, যে পর্যন্ত তোমার বন্ধুরা না আসে আমরা অপেক্ষা করতে পারি। নিশ্চয়ই তোমার কাজটি দীর্ঘদিন থেকেই চলেছে কিন্তু কিভাবে এতসব কাজ করলে?

ম্যালফয়কে দেখে হ্যারির মনে হলো হয় ভীষণভাবে চিৎকার করবে, নয়তো বমি করে ফেলবে। ও ঢোক গিললো, বড় বড় নিঃশ্বাস ফেললো। ডাম্বলডোরের বুকে সোজা দণ্ডটা ঠেকিয়ে তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো। তারপর আর চুপ থাকতে পারলো না, বললো, বহু বছরের পড়ে থাকা ভ্যানিশিং ক্যাবিনেটটা আমাকে সরাতে হয়েছে। গত বছর মন্টেগু ওটা হারিয়ে ফেলেছিলো।

আহাহা, ডাম্বলডোর সামান্য হাই তুলে চোখ দুটো বন্ধ করলেন। ওটা চালাকি ছিলো, সেখানে এক জোড়া ছিলো, আমি নিয়েছি।

অন্যটি বোরজিন অ্যান্ড বার্কস-এ আছে, ম্যালফয় বললো। মন্টেগু বলেছিলো ক্যাবিনেটটা কখনো দোকানে থাকে, আবার হোগার্টসেও থাকে। মোন্টেগু একবার আমাকে বলেছিলো একবার সে যখন হোগার্টসে আটকে গিয়েছিলো–কখনো সে স্কুলে কি হচ্ছে শুনতে পেতো আবার কখনো দোকানে কি ঘটছে তাও শুনতে পেতো। যেনো ক্যাবিনেটটা এই দুই স্থানে যাতায়াত করছিলো। তারপর সে অ্যাপারেট করে দোকানে নিয়ে গিয়েছিলো। যদিও সে অ্যাপারেট টেস্টে কখনো উত্তীর্ণ হয়নি। সে প্রায় মরতেই বসেছিলো। আসল ব্যাপারটা বোরজিনও জানে না। আমি জেনেছি ওই ক্যাবিনেটের সাহায্যে হোগার্টসে ঢোকা যায়, যদি সেটাকে মেরামত করে নিতে পারি।

খুব ভালো, চমৎকার, ডাম্বলডোর খুব আস্তে আস্তে বললেন। তাহলে ডেথইটাররা বোরজিন অ্যান্ড বার্কস থেকে স্কুলে ওই ক্যাবিনেটের সাহায্যে ঢুকতে পেরেছে। চমৎকার প্ল্যান, খুব চতুর প্ল্যান, এখন তুমি বলছো আমার নাকের ডগা দিয়ে সম্ভব হয়েছে।

হ্যাঁ, ম্যালফয় বললো। মনে হয় ডাম্বলডোরের প্রশংসা শুনে ওর মনে সাহসের সঞ্চার হলো, হ্যাঁ, সেই রকমই বলতে পারেন।

কিন্তু অনেক সময় তুমি নিশ্চিত ছিলে না ক্যাবিনেটটা ঠিক মতো সরাতে পারবে কি না। তাই তুমি আমাকে অভব্য পথ বেছে নিয়ে আমাকে একটা কার্ড নেকলেস পাঠিয়েছিলে, সেটা অবশ্য অন্যের হাতে পড়েছিলো, তারপরে বিষাক্ত মধু সুরা পাঠিয়েছিলে, ভেবেছিলে যদি আমি সেটা পান করি...।

হ্যাঁ, তবে নিশ্চয়ই জানতেন না ওই দুষ্কর্মের পাণ্ডাকে। জানতেন? ম্যালফয় জিজ্ঞেস করলো। ডাম্বলডোর একটু কাৎ হয়ে পড়লেন। জীবন শক্তি ওর একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে। পায়ে জোর নেই, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। তবু ম্যালফয়ের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। ওদিকে পটার যাদু-বাধন থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

সত্যি কথা বলতে কি আমি সব জানি; আমি জানি তুমি।

তাই যদি জানেন তো আমাকে বাধা দেননি কেন? ম্যালফয় অনেকটা কৈফিয়ৎ দাবির সুরে বললো।

ড্র্যাকো চেষ্টা যে করিনি তা নয়, তবে প্রফেসর স্নেইপ আমার আদেশে তোমাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতেন।

আপনার আদেশ তিনি প্রতিপালন করেননি, কারণ তিনি আমার মায়ের কাছে। প্রতিজ্ঞা করেছেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই সে কথা স্নেইপ তোমাকে বলেছে ড্র্যাকো, কিন্তু...।

স্নেইপ এক ডাবল-এজেন্ট আপনার জানা উচিত ছিলো মূর্ষ বৃদ্ধ। তিনি কোনোদিনই আপনার হয়ে কাজ করেননি, অথচ আপনি ভেবেছেন তিনি আপনার কথা মত কাজ করছেন।

তোমার কথার সঙ্গে আমি একমত নই; যে কোনও কারণেই হোক প্রফেসর স্নেইপের ওপর আমার বিশ্বাস আছে।

তাহলে আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন জানেন না! ম্যালফয় ব্যাঙ্গ করে বললো। আপনি বোধহয় জানেন না তিনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন, অবশ্য এই কাজের সকল গৌরব নিজে একাই নিতে চেয়েছিলেন, নিজেই একা কিছু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি চোখ কান খুঁজে বসে ছিলেন। আপনি করেছেনটা কি? নেকলেসটা তো সব কিছু উড়িয়ে দিতে পারতো–রিকোয়ারমেন্ট রুমে বসে বসে কি করেছি ঘুণাক্ষরেও স্নেইপকে জানতে দিইনি; কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবেন তার আর কিছু করার নেই, কোনদিনই আর ডাকলর্ডের কাছে প্রিয়ভাজন হতে পারবেন না। আমার তুলনায় তিনি একেবারে শূন্য।

বাঃ খুব সুসংবাদ, ডাম্বলডোর নরম সুরে বললেন। আমরা সকলেই আমাদের কঠিন পরিশ্রমের তারিফ চাই, অবশ্যই, কিন্তু তোমার এই গুণাবলী অর্জনের জন্য বা দুষ্কর্মের সহযোগী অবশ্যই একজন থাকবে। হগসমিডে কেউ একজন ছিলো যে কেটিকে আকস্মিকভাবে বিপদে ফেলেছিলো।

কথা বলতে বলতে ডাম্বলডোরের দুচোখ বন্ধ হয়ে গেল, মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছেন, ও হ্যাঁ কি বলছিলাম, বলতো কতোদিন ধরে ও ইমপেরিয়স কার্সে ছিলো?

ম্যালফয় উপহাস করে বললো, তাহলে শেষ পর্যন্ত আসল জায়গায় এসেছেন।

আবার ক্যাসেলের ভেতর থেকে চিৎকার, আর্তনাদ, আগের চেয়েও বেশি শোনা গেল। ম্যালফয় একটু নার্ভাস হয়ে গেল। ডাম্বলডোর ঘুমকাতর কণ্ঠে বলে। চললেন, তাহলে বেচারি রোজমার্তাকে বাধ্য করা হয়েছিলো তার বাথরুমে ওৎ পেতে নেকলেসটা হোগার্টসের কোনো এক ছেলেমেয়ের হাতে দেবার জন্য, অবশ্য সে যদি একা বাথরুমে ঢোকে, তাই না? তাছাড়া বিষাক্ত মধুর সুরা। সে-ও স্বাভাবিক, রোজমার্তা তোমার হয়ে, ওটা বিষে পরিণত করেছিলো স্লাগহর্নকে পাঠানোর আগে। কি বলো আমার জন্য ক্রিস্টমাসের উপহার হিসেবে ভালোই ছিলো, খুব সুন্দর প্যান, খুবই উৎকৃষ্ট তোমাদের কারসাজি। বেচারি ফিলচ ভাবেওনি রোজমার্তার পাঠানো বোতলটা পরীক্ষা করার কথা, বলো তাই কি না। তা তোমরা রোজমার্তার সঙ্গে কেমন করে যোগাযোগ করেছিলে? আমার ধারণা ছিলো আমাদের স্কুলের বাইরের ও ভেতরের সকল যোগাযোগ পর্যবেক্ষণ করার ভাল ব্যবস্থা আছে।

যাদু বশীভূত মুদ্রা, ম্যালফয় বললো। বলার সময় ওর হাতে ধরা দণ্ডটা কাঁপতে লাগলো। ওর কাছে ছিল একটা, আমার কাছে ছিল একটা এবং আমি তাকে সংবাদ পাঠাতে পারতাম। আমার ও রোজমার্তার যোগাযোগের ব্যাপারটায় কোনো খুঁত ছিলো না, নিরাপদে সব তথ্য আদান প্রদান করতে পারতাম।

গোপন তথ্যের আদান প্রদান পদ্ধতি গত বছর থেকেই যা একটা গ্রুপ করতো, যারা নিজেদের বলতো ডাম্বলডোরস আর্মি সে-ই একই পদ্ধতি?

হ্যারি দেখলো কথা বলতে বলতে ডাম্বলডোর ঠিকভাবে দাঁড়তে পারছেন না, ক্রমাগত সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন।

হ্যাঁ, আইডিয়াটা ওদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। আমি প্রথমে আইডিয়াটা পেয়েছি মিডকে পয়জনিং করে এবং মাডব্লাড গ্রেঞ্জারের কাছ থেকে, আমি তার কথা শুনেছিলাম লাইব্রেরিতে। বলছিলো কীভাবে ফিলচ থেকে পোশান লুকানো যায়।

ডাম্বলডোর, ম্যালফয়কে বাধা দিয়ে বললেন, ভদ্রভাবে কথা বলবে! আমার সামনে তোমাদের ওই নোংরা মাডরাড শব্দটা ব্যবহার করবে না।

কথাটা শুনে ম্যালফয় কুৎসিতভাবে হেসে উঠলো।

আপনি এখন মাডব্লাড নিয়ে দুঃখিত কিন্তু আর একটু পরে আপনি তো আমার হাতেই নিহত হবেন।

হ্যাঁ, জানি, ডাম্বলডোর বললেন। হ্যারি দেখলো ডাম্বলডোর সোজা হয়ে দাঁড়াবার ব্যর্থ প্রয়াস করছেন।

ড্র্যাকো, আমরা দুজন ছাড়া এখানে আর কেউ নেই, তুমি স্বপ্নেও ভাবোনি আমার প্রতিরোধ করার এখন ক্ষমতা থাকবে না, অনেকটা সময় নষ্ট করেছে, এখনো প্রতিরোধহীন বৃদ্ধ ডাম্বলডোরকে হত্যা করছে না কেন?

তেঁতো খেলে মুখটা যেমন বিকৃত হয়, ডাম্বলডোরের কথা শুনে ড্র্যাকোর মুখটা তেমনইভাবে বিকৃত হলো।

আজ রাতেই কেন এই ঘটনা ঘটলো। তুমি খুব সম্ভব জানতে আমি স্কুলের বাইরে যাচ্ছি? প্রশ্নের জবাব ডাম্বলডোর নিজেই দিলেন। অবশ্য রোজমার্তা দেখেছিলো, আমার মনে হয় ও তোমাকে, তোমার সেই মুদ্রার বিনিময়ে...।

ঠিক ধরেছেন, ম্যালফয় বললো। ও বলেছিল আপনি ড্রিঙ্ক করতে গেছেন, শিঘ্রই স্কুলে ফিরে আসবেন।

ঠিকই বলছো, আমি ড্রিঙ্ক করেছিলাম, ড্রিঙ্ক করে ফিরেও এসেছি ডাম্বলডোর বিড় বিড় করে বললেন। তা হলে তুমি ওই সময়ের মধ্যে ফাঁদ পেতেছিলে?

আমরা ঠিক করেছিলাম টাওয়ারের ওপর ডার্ক মার্ককে রাখবো, কারা খুন হয়েছে দেখার জন্যে আপনি যাতে দ্রুত ফিরে আসেন। ম্যালফয় বললো, এবং আমার এই পরিকল্পনায় কাজ হয়েছে।

ও হ্যাঁ যা বলেছো, ডাম্বলডোর বললেন। আশা করি আমাদের কেউ খুন হয়নি?

একজন খতম হয়েছে, ম্যালফয় বললো। একজন কথাটা বেশ উচ্চস্বরে ম্যালফয় বললো। আপনাদের একজন, এখানে আসার আগে তার গায়ে পা পড়েছিলো; কিন্তু কে সেই লোকটি তা জানি না। অন্ধকারে তাকে দেখতে পাইনি। আমি এখানে আপনার অপেক্ষায় ছিলাম, আপনার ফিনিক্স দলের লোকেরা নিচে বাধা সৃষ্টি করেছে।

হ্যাঁ, ওরা ওদের কর্তব্য করেছে, ডাম্বলডোর বললেন। হ্যারির কানে এলো বীভৎস চিৎকার, আর্তনাদ, বিকট শব্দ, শব্দটা টাওয়ারের নিচের তলা থেকে আসছে। সবকিছু কানে এলেও ডাম্বলডোর কোনো রকমে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তারপর স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে ওঠার দুম-দাম শব্দ শুনতে পেলো। ম্যালফয়ের কথা মনে করতেই বুকটা ধ্বক করে উঠলো। কার মৃত্যু হয়েছে? সেই মৃত ব্যক্তির গায়ে ম্যালয়ের পা লেগে গিয়েছিল।

সময় খুবই কম তবুও যেকোন কারণেই হোক, ডাম্বলডোর বললেন, তাহলে ড্র্যাকো শোনা যাক তুমি কি করতে চাও।

কি করতে চাই? ড্র্যাকো ভীষণ জোরে বললো। আপনার সামনে আমার দণ্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমি আপনাকে হত্যা করতে চাই।

বেশ তো, এই নিয়ে ভনিতা করে কি লাভ। শোনো, তুমি যদি আমাকে হত্যা করতে চাইতে তাহলে নানা আলোচনা করে সময় নষ্ট করতে না। আমাকে নিরস্ত্র করার সাথে সাথেই হত্যা করতে পারতে, এতোটা সময় আমার সঙ্গে নানা আলোচনা করতে না।

আমার এটাই করার কথা, দ্বিতীয় কোনো পথ নেই, ম্যালফয় বললো। কথা বলার সাথে সাথে ওর মুখটা ডাম্বলডোরের মতোই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আপনাকে যদি হত্যা না করি তাহলে তিনি আমাকে হত্যা করবেন, আমাদের পরিবারের সবাইকে হত্যা করবেন!

আমি তোমার অবস্থা খুব ভালোভাবেই জানি, ডাম্বলডোর বললেন। যদি জেনেই থাকি, তাহলে আমি কেন তোমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেইনি তোমার মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে। ভোল্ডেমর্ট যদি ঘুনাক্ষরেও জানতো আমি তোমাকে সন্দেহ করি তাহলে আজ বেঁচে থেকে আমার সামনে আসতে পারতে না, ভোল্ডেমর্ট তোমাকে সেই সময় হত্যা করতো।

ভোল্ডেমর্টের নাম শোনা মাত্র ড্র্যাকো শিউরে উঠলো। ভোমের্টের নাম মুখে আনতে ডাকমার্কের লোকেরা সাহস করে না।

আমি সব জানি ড্র্যাকো, তোমাকে কি কাজ দেয়া হয়েছে তাও জানি, তোমার ক্ষতি হবে জেনে আমি তোমায় কিছু জানতে দিইনি, ডাম্বলডোর বললেন। কি বলো, এখন তো আমরা খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারি? আমি জানি তুমি এখনো পর্যন্ত কাউকে কোনো আক্রমণ করোনি, হত্যা করোনি, যদিও যাকে তুমি এখন অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করতে

চাও সে তোমার সামনে নিরস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি ড্র্যাকো।

না, তা আপনি পারেন না, ম্যালফয় বললো–ওর হাতের দণ্ডটা প্রবলভাবে কাপতে লাগলো। আমাকে কাজটি করতে বলেছেন, আমাকেই করতে হবে। কারও এই কাজটা করার অধিকার নেই, যদি না করি তাহলে তিনি আমাকে হত্যা করবেন। আমার দ্বিতীয় পথ খোলা নেই।

বেশ তাহলে তুমি আমার ডান ধারে এসো, ড্র্যাকো, আমি তোমাকে তোমার কল্পনার বাইরে সম্পূর্ণ নিরাপদে লুকিয়ে রাখতে পারি, আর কি চাই বলো। আমি তোমার মাকেও অর্ডারের লোক পাঠিয়ে তোমার মতোই তাকে লুকিয়ে রাখতে পারি। তোমার বাবা আজকাবানে নিরাপদে আছে। সময় এলে আমরাও তাকে রক্ষা করবো, ড্র্যাকো আমার ডানধারে এসে দাঁড়াও, আমি জানি তুমি হত্যাকারী নও

ম্যালফয়, ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর ধীরে ধীরে বললো, ও কথা থাক। অনেকেই ভেবেছিলো এই লড়াইয়ে আমি মারা যাবো, কিন্তু আমি মরিনি, এখন আপনি সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছার অধীনে রয়েছেন, আমার হাতে দণ্ড রয়েছে, আমার দয়ার ওপর আপনার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

তা নয় ড্র্যাকো, ডাম্বলডোর শান্তভাবে বললেন, আমার দয়া তোমার নয়। ম্যালফয় চুপ করে রইলো। ওর মুখটা হা করা, হাতটা তখনো থর থর করে কেঁপে চলেছে।

কিন্তু হঠাৎ সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেলো। একজনের নয়, বেশ কয়েকজনের পদশব্দ। তারা তাড়াহুড়ো করে দুর্গ-প্রাচীরের সমতল স্থানের দিকে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে। তাদের দেহ কালো রোবসে ঢাকা। ওরা সিঁড়ির মুখের দরজা খুলে সমতল স্থানে এসে দাঁড়ালো। হ্যারি তখনো স্থবির, চোখের পাতা পড়ছে না, শঙ্কিত হয়ে চারজন আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর মনে হলো নিচের তলায় সংঘর্ষে ডেথইটাররা জয়লাভ করেছে। একজন মোটাসোটা চেহারার লোক অতি কুৎসিত তার বাঁকা চাহনি হি হি হি শব্দ করে হেসে উঠলো।

ডাম্বলডোর এখন পরাস্ত! লোকটা বললো। তারপর ও গাট্টা গোট্টা চেহারার একটি মেয়ের দিকে ফিরে তাকালো, মেয়েটিকে দেখে মনে হয় ওর বোন, মেয়েটা সুলাকায় লোকটার কথা শুনে দাঁত বের করে হেসে উঠলো, ডাম্বলডোরের হাতে দণ্ড নেই, ডাম্বলডোরের হাতে দণ্ড নেই, ডাম্বলডোর এখন একা। বাঃ বাঃ ড্র্যাকো তুমি দারুণ কাজ করেছে!

গুড ইভনিং, এমিকাস, ডাম্বলডোর বললেন ধীর স্থিরভাবে; এমনভাবে বললেন যেন দুজনকে চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ করলেন। তুমি দেখছি এলেক্টোকেও সঙ্গে এনেছো, চার্মিং।

মেয়েটি রাগত চোখে ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকালো আর চাপা হাসলো।

মনে করছেন এসব তামাশা আপনাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে, মেয়েটি উল্লাস ভরা কণ্ঠে বললো।

তামাশা? না আমার সামান্য ভব্যতা, ডাম্বলডোর বললেন।

হ্যারির কাছাকাছি দাঁড়ানো লোকটা বললো, এখনই কাজ শেষ করো, একজন কশ লোক মাথায় তার আধপাকা চুল, ঝাঁটার মতো গোঁফ আর বড় বড় জুলপি, গায়ে ডেথইটারদের কালো রঙের টাইট করে পরা আলখেল্লা, হ্যারি জীবনে ওই রকম ফাঁচ ফ্যাচে গলা শোনেনি। ধুলো, ময়লা, ঘাম মিশিয়ে গা থেকে দারুণ দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। মুখে রক্তের দাগ। ওর লম্বা লম্বা হাতের নখগুলোয় হলদেটে রঙের।

ফেনরির না? ডাম্বলডোর প্রশ্ন করলেন।

ফেনরির কর্কশ কণ্ঠে বললো, ঠিক ধরেছেন। ও হাসতেই ওর ধারালো দাঁতগুলো বেরিয়ে এলো, দাঁত থেকে রক্ত বেরিয়ে ওর থুতনিতে পড়লো। ও জিভ দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত চুষে নিলো।

আপনি তো জানেন বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের রক্তপান করতে আমি কতো ভালোবাসি, ডাম্বলডোর?

তাহলে তুমি পূর্ণিমা ছাড়াও মানুষদের আক্রমণ করছো? খুবই অস্বাভাবিক, আমি জানি মাসে একবার তুমি মানুষের মাংস খেতে ভালোবাসো, তাহলে...?

ঠিক বলেছেন, গ্রেব্যাক বললো। এর জন্য আপনি চমকে উঠছেন ডাম্বলডোর? ভয় পাচ্ছেন?

অবশ্যই তুমি মনে করতে পারো, আমি একটুও যে বিরক্তি বোধ করছি না, তা নয়, ডাম্বলডোর বললেন। তবে ড্র্যাকো তোমাকে নিয়ে এসেছে তার জন্য আশ্চর্য হচ্ছি বৈকি।

ম্যালফয় বললো, আমি গ্রেব্যাককে এখানে ডাকিনি। ম্যালফয় গ্রেব্যাকের দিকে একবারও না তাকিয়ে সরাসরি বললো। আমি জানতাম না যে এই সময়ে ও এখানে আসতে পারে।

আমি হোগার্টসে আসার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি, ডাম্বলডোর, গ্রেব্যাকও কর্কশভাবে বললো। আমার আজ খুব আনন্দ হচ্ছে, গলার নলি কেটে রক্তপান, আহাহা, কতো মধুর, কতো সুন্দর, সুস্বাদু। কথাটা বলে গ্রেব্যাক ওর হলুদবর্ণের তীক্ষ্ণ নখওয়ালা হাতদুলে ধারালো দাঁতগুলো বার করে ডাম্বলডোরের দিকে এগিয়ে এলো।

আবার ও কর্কশভাবে হেসে উঠলো।

না, তুমি কিছু করতে পারবে না, চতুর্থ ডেথইটার বাধা দিলো। ওর মুখটা অসম্ভব হিংস্র, আমাদের কাছে আদেশ আছে, একমাত্র ব্র্যাকে হত্যা করবে। ড্র্যাকো তুমি দেরি করছো কেন, এখনই ওকে হত্যা করো।

ম্যালফয় কথাটা শুনে কঠিন দৃষ্টিতে ডাম্বলডোরের বিবর্ণ, ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকালো। ডাম্বলডোর একটু একটু করে দেহের সমস্ত শক্তি হারিয়ে প্রায় মাটিতে পড়ে গেছেন। দুর্গের দেয়ালে আর তার পিঠ ঠেকানো নেই।

মোটাসোটা বাঁকা চোখের ডেথইটার ওর বোনের দিকে তাকিয়ে বললো, ওর দিকে তাকিয়ে দেখো, তোমার কি হয়েছে, ডাম্বি?

আমার দেহে আর কোনো শক্তি নেই, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে অ্যামিকাস, ডাম্বলডোর যেন বহুদূর থেকে কথাগুলো বললেন। বৃদ্ধ হয়েছি, একদিন তো এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে, তোমাকে, আমাকে আরো অনেককে।

তার মানে কী, তাহলে তার মানে কী? ডেথইটার সহসা হিংস্র হয়ে বললো। ডাষি সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়, আমরা মরবো না। তুমি অযথা কথা বলে চলেছো, কিছুই করছে না। আশ্চর্য, ডার্কলর্ড কেন এখনো তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, ড্র্যাকো তুমি আদেশ পালন করো, এক মুহূর্ত, আর দেরি করবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে টাওয়ারের তলা থেকে ধ্বস্তাধ্বস্তি, চেঁচামেচি, আর্তনাদের শব্দ শোনা গেল। একজন বিকট স্বরে বললো, ওরা সিঁড়ি ঘেরাও করে রেখেছে, রিডাক্টো রিডাক্টো!

স্পেলটা শোনামাত্র হ্যারির বুকটা দুর দুর করে উঠলো। তাহলে এই চারজন ডেথইটার অর্ডারের লোকদের প্রতিরোধ পর্যদুস্ত করতে না পেরে পাইরেল সিঁড়ি দিয়ে এই সমতল স্থানে চলে এসেছে। উপায় না দেখে সিঁড়ির মুখে ব্যারিকেড সৃষ্টি করছে।

হিংস্র মুখের ডেথইটার রাগে ফেটে পড়ে বললো, ড্র্যাকো আর দেরি করবে, শেষ করে দাও।

ম্যালফয়ের হাত তখনো কাঁপছে, কাঁপছে ভীষণভাবে, হাতের দণ্ডটা ধরে রাখতে পারছে না।

বেশ আমি তাহলে হত্যা করছি, গ্রেব্যাক বিশ্রিভাবে খনখনিয়ে হেসে বললো। দুহাত বাড়িয়ে ধারালো রক্তমাখা দাঁতগুলো বার করে ডাম্বলডোরের আরো কাছে এগিয়ে এলো।

আমি বলছি তুমি থামো গ্রেব্যাক, হিংস্রমুখের লোকটা চিৎকার করে বললো। তারপরই আলো ঝলসে উঠতেই গ্রেব্যাক পিছু হটে গেলো, তারপরই ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে পড়লো দুর্গের দেয়ালে। ওর মুখটা আরো বিভৎস হয়ে গেলো।

হ্যারির বুকের ভেতর কে যেনো হাতুড়ি পেটাতে লাগলো। বুকের শব্দ এতো বেশি যে কেউ ধারে কাছে এলে শুনতে পাবে। ডাম্বলডোরের স্পেলে বন্দি হয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই স্থানুর মতো এখনো দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি। অদৃশ্য হবার ক্লোক থেকে কার্সও করতে পারছে না।

সেই দাঁত বার করা মেয়েটি বিশ্রিভাবে বললো, ড্র্যাকো হয় তুমি সরে দাঁড়াও, তা না হলে এখনই লর্ডের আদেশ মতো ডাম্বলডোরকে হত্যা করো। ঠিক সেই সময়ে দুর্গের সমতল স্থানের দরজা ভেঙ্গে পড়লো, সকলেই দেখলো স্নেইপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হাতের দণ্ডটা তোলা। স্নেইপ তার কালো বরফশীতল চোখে ওদের দিকে তাকালেন।

আমাদের কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে স্নেইপ, এমিকাস বললো।

স্নেইপের মতো ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর হাতে উদ্যত দণ্ড। এই ছেলেটা পারছে, ওর হাত কাঁপছে।

কে যেনো স্বপ্নালু স্বরে বলে উঠলো, সেভেরাস।

সেই অদ্ভুত স্বর হ্যারিকে আরো ভয় পাইয়ে দিলো। এই প্রথম ডাম্বলডোরকে অনুনয় করতে শুনলো।

স্নেইপ ডাম্বলডোরের কথায় কর্ণপাত না করে সামান্য এগিয়ে এসে এক ধাক্কায় ম্যালফয়কে সরিয়ে দিলেন। তিনজন ডেথইটার একটি শব্দ উচ্চারণ না করে পেছনে সরে দাঁড়ালো। এমন কি ওয়েরউলফও ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলেন।

স্নেইপ ডাম্বলডোরের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন, ওর চোখে মুখে ঘৃণা আর কর্কশ কুঞ্চিত রেখা ফুটে উঠলো।

সেভেরাস... অনুগ্রহ করে...।

স্নেইপ হাতের জাদুদণ্ড তুলে ডাম্বলডোরের বুকে ঠেকিয়ে বললেন, আভাদা ডোভ্রা।

স্নেইপের দণ্ডের মুখ থেকে স্রোতের মতো সবুজ আলো বেরিয়ে এসে ডাম্বলডোরের বুকে লাগলো। হ্যারির ভয়ার্ত চিৎকার তার মুখ দিয়ে বের হলো না। নিশ্চুপ ও নড়াচড়াহীন। ও দেখলো ডাম্বলডোরের শীর্ণদেহ সোঁ শব্দে শূন্যে উড়ে গেল। সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য তার উজ্জ্বল টুপির নিচে ঝুলে থাকলেন, এবং বিরাট কম্বলের পুতুলের মতো পেছনে সরলেন, দুর্গের গুলি ছোঁড়ার খাজের ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ফ্লাইট অব দ্য প্রিন্স

হ্যারির মনে হলো ও যেন শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, কেউ ওকে ছুঁড়ে ফেলেছে। চলো, চলো, তাড়াতাড়ি, স্নেইপ ম্যালফয়কে দুর্গ থেকে পালিয়ে যেতে তাড়া দিলেন।

তারপর ম্যালফয়ের ঘাড়ে হাত দিয়ে বাকি লোকদের সামনে দিয়ে দ্রুত চলে গেলেন। গ্রেব্যাক, আর উবু হয়ে বসে থাকা ভাই-বোন স্নেইপের পিছু পিছু পালিয়ে গেলো। ওরা খোলা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে হ্যারির মনে হলো ও যেন সামান্য নড়তে চড়তে পারছে। স্থির স্তব্ধ হ্যারি দেয়ালের দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে যাদুর ফলে নয়, যে ঘটনাগুলো ওর সামনে হলো তারই বিভীষিকা ও মানসিক আঘাতে। ও একটানে অদৃশ্য হবার ক্লোকটা খুলে ফেললো যখন দেখলো হিংস্রমুখী ডেথ-ইটার টাওয়ারের ওপরের দরজা দিয়ে পালাচ্ছে।

পেট্রিফিকাস টোটালাস!

ডেথইটারটা থমকে দাঁড়ালো, যেন ওর পিঠে একটা শক্ত কিছু আঘাত করেছে এবং ও মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, তারপর লাফিয়ে উঠে অন্ধকার সিঁড়িতে উঠে পালিয়ে গেলো। হ্যারি ওকে ধরার জন্য লাফিয়ে লাফিয়ে পিছু নিলো।

এই নির্মম সন্ত্রাস হ্যারির হৃদয় বিদীর্ণ... ওকে এখন ডাম্বলডোরের কাছে যেতে হবে, স্নেইপকে ধরতে হবে... যে করেই হোক এই দুটো জিনিস যুক্ত...। ও যদি স্থানুবৎ না হয়ে থাকতো তাহলে সে ঘটনা বিপরীত করতে পারতো, ডাম্বলডোরের মৃত্যু হতো না।

ও সিঁড়ির দশ ধাপ উঠে থেমে গেলো। ও দণ্ডটা তুললো, স্বল্প আলোতে দেখলো করিডরটা ধুলি ধূসর। অর্ধেকটা ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে। তখনো দুদলের লড়াই চলেছে, চিনতে পারলো না পক্ষ ও বিপক্ষের যোদ্ধাদের। হ্যারি যখন চেনার চেষ্টা করছে ঠিক সেই সময় ওর কানে ভেসে এলো এক তীব্র বেদনার শব্দ সব শেষ এবার তুমি চলে যাও! হ্যারি স্তম্ভিত হয়ে দেখলো স্নেইপ ম্যালয়ের হাত ধরে দুদলের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছেন। হ্যারি দৌড়তে দৌড়তে দুজনকে ধরতে গেলো। সংঘর্ষরত শত্রুপক্ষের একজন দল ছেড়ে ওর দিকে ছুটে এলো–দেখলো ওয়েরউলফ গ্রেব্যাক। হ্যারি তার দণ্ডটি তোলার আগেই সে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। নাকে এলো গ্রেব্যাকের গায়ের আর রক্তমাখা দাঁতের নাক মুখের দুর্গন্ধ, মুখ থেকে অনবরত বেরিয়ে আসছে লালসাপূর্ণ নিঃশ্বাস...।

প্যাট্রিফিকাস টোটালাস!

হ্যারির সামনে গ্রেব্যাক উল্টে পড়লেন। তখনো তিনি আঁকড়ে রয়েছেন হ্যারিকে। গ্রেব্যাকের মুখে সবুজ আলো পড়তেই গ্রেব্যাক ডিগবাজি খেয়ে প্রবলবেগে দৌড়লেন, হ্যারি পিচ্ছিল ও দলিত কিছু পায়ে লেগে হোঁচট খেলো। দুটো মৃতদেহ পড়ে আছে আর অনেক রক্ত সেখানে। কিন্তু কাদের মৃতদেহ দেখার সময় নেই। হ্যারি সামনে তাকালো, দেখলো জিনি ওর দিকে দৌড়ে আসছে। ওর মাথার লাল চুলগুলো উড়ছে। কিন্তু জিনির

আসা বন্ধ হয়ে গেলো। মাথা মোটা ডেথইটার এমিকাস ওকে একটার পর একটা সমোহিত জাদুমন্ত্র ছুঁড়ে চলেছে আর সে গোত্তা মেরে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। বললো, ক্রসিও ক্রসিও... পুঁচকে মেয়ে আর কতো নাচবে? এইবার তোমার নাচ শেষ হবে। জিনি এখনো জাদুমন্ত্রে গোঁত্তা খেয়ে চলেছে।

হ্যারি অসম্ভব জোরে বললো, ইমপেডিমেন্ট!

হ্যারির জিনস সজোরে এমিকাসের বুকে লাগলো। ও শুয়োরের মতো ডেকে উঠলো, ব্যথা জর্জরিত দেহটা দেওয়ালে ধাক্কা খেলো। তারপরই রনের পেছনে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেলো। সেখানেও ম্যাকগোনাগল আর লুপিন প্রবল বিক্রমে একজন ডেথইটারের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। টোংকস লড়াই করে চলেছে একজন লম্বা চওড়া সোনালী চুলের এক জাদুকরের সঙ্গে। জাদুকর টোংকসকে কাবু করার জন্য একটার পর একটা কার্স ছুঁড়ছে। ওর কার্স পাগলের মতো ঘুরতে ঘুরতে কখনো দেওয়ালে, কখনো ছাদের সিলিং-এ ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। চতুর্দিকে আর্তনাদ, ফটফট শব্দ, জানালার কাঁচের শার্সি ভাঙ্গার ঝনঝন শব্দ, পাথর ভাঙ্গার শব্দে সমস্ত করিডর পূর্ণ হয়ে গেছে।

হ্যারি তুমি কোথায় ছিলে? জিনি চিৎকার করে বললো, কিন্তু হ্যারির জিনির প্রশ্নের জবাব দেবার সময় নেই। ওর মাথার কাছে একটা ছোট আগুনের গোলা এগিয়ে আসছিলো তীর বেগে। ও মাথাটা না নোয়ালে মাথাটা চূর্ণ হয়ে যেতো। ও বেঁচে যায় এক চুলের জন্যে। এবার আরো আগুনের গোলা ওর দিকে চারদিক থেকে আসতে লাগলো, ও

নিজেকে ক্ষীপ্রতার সঙ্গে বাচিয়ে চললল। হঠাৎ ওর মনে হলো স্নেইপ পালাতে পারেননি কাছে-পিঠে কোথায় আত্মগোপন করে রয়েছেন।

ধরো ধরো, হ্যারি ওদের ধরো, ম্যাকগোনাগলের কথা শুনে সামনে তাকালো, দেখলো এক মহিলা ডেথইটার, এলেকটো দুহাত উঁচু করে অস্ত্র হাতে করিডর ধরে দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে, ওর ডান দিকে ওর ভাই। হ্যারি দৌড়ে দুই ভাই বোনকে ধরতে গিয়ে ধপাস করে পা-পিছলে পড়ে গেলো একজনের গায়ে ধাক্কা লেগে। পায়ের কাছে দেখলো নেভিল পড়ে রয়েছে–ওর মুখটা বিবর্ণ, মেঝেতে শুয়ে কাতরাচ্ছে।

নেভিল তুমি...?

আ... আমি... ভালো আছি, নেভিল বিড়বিড় করে হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে পেটে হাত চেপে বললো। ওই যে স্নেইপ আর ম্যালফয়, দাঁড়িয়ে থেকো না ওদের ধরো, জোরে দৌড়ও।

হ্যাঁ, আমি ওদের ধরছি, হ্যারি বললো। ওর সামনেই একটা বিরাটকায়া সোনালী চুলের ডেথইটার দাঁড়িয়েছিলো। হ্যারি ওকে দেখে স্পেল ছুড়লো, ডেথইটারটা বিকট আর্তনাদ করে মেঝেতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো। স্পেলটা সরাসরি ওর মুখে লেগেছে। তারপর হ্যারি ভাই-বোনকে ধরতে ছুটলো।

হ্যারির পা পিছলে গেলো, তার জুতো রক্ত লেগে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। স্নেইপ তখন জোরে পালাচ্ছে। হ্যারি ইতোমধ্যে ক্যবিনেটে ঢুকেছে, ওখান দিয়ে ডেথ ইটাররা যেন পালিয়ে না যায় সেটা রোধ করার জন্য। হ্যারি এধার ওধার তাকালো, তারপর সোজা ছুটলো। ও কোনো কিছুতেই কান দিলো না... ওকে ধরতেই হবে, স্নেইপকে। হ্যারি দেখলো কিছু ডেথইটার সামনের দরজার দিকে এগোচ্ছে তাহলে বোধহয় রুম অফ রিকোয়ারমেন্টের দরজা।

ডেথইটার ভাই-বোন তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য পাথরের সিঁড়িতে উঠেছে। হ্যারি ওদের দিকে জিনস ছুঁড়লো। কিন্তু ওদের গায়ে না লেগে একটা পোর্ট্রেটে লাগলো। তারপরই কোলাহলের শব্দ চতুগুণ হয়ে গেলো। খুব সম্ভব সবার ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

হ্যারিকে দেখে এরনি ম্যাকমিলান ভয়ভয়ে বললো, ব্যাপার কি, কে যেন বললো ডার্কমার্ক ওপরে এবং ডেথইটার পাঠিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে?

হ্যারি দেখলো এন্ট্রেল হলের দরজার কাছে তিনজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা খুব সম্ভব লনে পালাবার চেষ্টা করছে। ও দেখলো একজন বিরাটকায় ডেথইটারের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যালফয় আর স্নেইপ।

তারপরই করিডরটা আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দেখলো সেখানে হ্যাগ্রিডকে। হ্যাগ্রিড সোনালী চুলের ডেথ ইটারের কার্স অগ্রাহ্য করে স্নেইপ আর ম্যালফয়কে পাকড়াও করতে ছুটছেন। একটার পর একটা স্পেল ওর গায়ে লাগছে। সেইসব স্পেল হ্যাগ্রিডকে

স্পর্শ করছে মাত্র। ম্যালফয় আর স্নেইপকে প্রাণপাত চেষ্টা করেও ধরতে পারছেন না হ্যাগ্রিড। হ্যারির মনে হলো এইবার ওরা দুজনে ডিসঅ্যাপারেট করবে।

তার আগেই হ্যারি স্নেইপকে পেছন থেকে ভীষণ জোরে বললো, স্টুপিফাই!

লাল রশ্মি স্নেইপের পাশ দিয়ে চলে গেলো। চিৎকার করে বললেন দৌড়াও ড্র্যাকো। বিশ গজ দুরতে যেয়ে হ্যারি ও সে দুজনই দণ্ড তুলে বললো ক্রাস। কিন্তু হ্যারি কার্স শেষ করার আগেই স্নেইপেরটা এসে ওর মাথায় লাগলো।

হ্যারি দুলে উঠে আবার কার্স ছুড়লো। স্নেইপ পালাতে পালাতে কার্স পাশ কাটিয়ে গেল। হ্যারি চিৎকার কর বললো, পালাচ্ছেন কেন লড়াই করুন ভীতু কোথাকার।

আমাকে তুমি ভীতু বলছো পটার? স্নেইপ গাড়স্বরে বললেন–বুঝলে তোমার বাবা অন্তত চারজন সঙ্গে করে না আনলে আমাকে হারাতে পারতো না। তাহলে

ওকে তুমি কি বলবে, সাহসী না ভীতু?

স্টুপিফাই

আবারো আটকে দিলো। কিছুই করতে পারবে না পটার। মুখ বন্ধ করো এবং মাথা ঠান্ডা রাখো, হ্যারির ছোঁড়া প্রতিটি কার্স রুখতে রুখতে স্নেইপ বললেন।

চলে আসো! হ্যারির পেছনে থাকা বিরাটাকার ডেথ ইটারকে বললেন, মিনিস্ট্রির লোকেরা আসার আগেই আমাদের যেতে হবে

ইমপেডি

জিনকস শেষ করার আগেই হ্যারি তীব্র ব্যথায় হাঁটু গেড়ে ঘাসের ওপর বসে পড়লো। একজন চিৎকার করে বলছে, স্নেইপ ওকে নির্যাতন করে মেরে ফেলুন বা পাগলের মত...

না! স্নেইপের কণ্ঠস্বর গর্জে ওঠার সাথে সাথে হ্যারির ব্যথা থেমে গেলো। দণ্ডটি আকড়ে ধরে ঘাসের ওপর একে বেকে পড়ে থেকে ঘন ঘন শ্বাস নিতে নিতে শুনলো। আমাদের ওপর অর্পিত নির্দেশ কি ভুলে গেছো? পটার হলো ডার্কলর্ডের আমাদের ওকে বাদ দিতে হবে! যাও! যাও!

হ্যারি অনুভব করলো তার মুখের তলায় মাটি থরথর করে কেঁপে উঠলো, যখন বোন ও ভাই এবং বিরাটাকায় ডেথ ইটার নির্দেশ মেনে ফটকের দিকে দৌড়াচ্ছে। হ্যারির যা মনে এলো, তা-ই উচ্চারণ করলো, ওর কিছু যায় আসে না।

মরবে কি বাঁচবে, আবার পার ওপর দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে স্নেইপের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে–এই লোকটিকে এখন সে ভোল্টেমর্টের মতোই ঘৃণা করে।

সেকটাম-

স্নেইপ তার দণ্ডটি দিয়ে কার্লকে ফিরিয়ে দিলো আবার।

হ্যারি তখন মরিয়া হয়ে উঠলো ডেথ ইটারস ভাই বোন আর স্নেইপ-ড্র্যাকোকে ধরার জন্য। ওদিকে হ্যাগ্রিডের কটেজ দাউদাউ করে পুড়ছে।

হ্যারি দেখলো স্নেইপ আর ম্যালফয় তখনো পালাবার জন্য দৌড় পরই তারা গেটের বাইরে চলে যাবে, তারপর সেখান থেকে ডিসঅ্যাপারেট করতে পারবে। হ্যারির হাত থেকে দণ্ডটা পড়ে গিয়েছিলো। ঘাসের মধ্যে সেটা খুঁজে পেয়ে গেটের দিকে তাকালো। হিপপোগ্রাফ গেটটা ঘিরে দাঁড়াবার আগেই স্নেইপ স্কুল বাউন্ডারির বাইরে গিয়ে ডিসঅ্যাপারেট করে পালিয়ে গেলেন।

হ্যাগ্রিড, হ্যাগ্রিড আপনি কোথায়? হ্যাগ্রিড! হ্যারি, চারদিকে তাকিয়ে হ্যাগ্রিডকে ডাকলো।

হ্যারি দেখলো হ্যাগ্রিড ফ্যাংগকে কাঁধে নিয়ে ওর দাউ দাউ করে জ্বলন্ত কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

হ্যারি বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললো। আপনার কথাই ভাবছি হ্যাগ্রিড।

হ্যাগ্রিড হ্যারিকে দুহাতে ওপরে তুলে ধরলেন। হ্যারি খুব কাছ থেকে দেখলো হ্যাগ্রিডের বিরাট মুখ নানা জায়গায় কেটে গিয়ে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরোচ্ছে।

হ্যাগ্রিড আপনার কটেজের আগুন আগে নেভানোর দরকার, হ্যারি বললো। দ্য চার্মস এগুয়ামেন্টি...।

চারদিক থেকে জল পড়ে হ্যাগ্রিডের কটেজের আগুন নিভে গেলো।

হ্যাগ্রিড বললেন, হঠাৎ এসব কাণ্ডকারখানা? কি ব্যাপার হ্যারি? আমি দেখলাম স্নেইপ ডেথইটারদের নিয়ে দৌড়চ্ছেন, কোথায় গেলো? ডাম্বলডোর, ডাম্বলডোর কোথায়? ওদের ধরার জন্য...?

ডাম্বলডোর, কথা বলতে পারছে না হ্যারি। গলার স্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে। চতুর্দিকে ধোঁয়া আর আর্তনাদ, প্রাণ ভয়ে ছোটাছুটি। হ্যাগ্রিড ডাম্বলডোর নেই, তাকে হত্যা করেছে স্নেইপ।

কথাটা হ্যাগ্রিড বিশ্বাস করতে পারলো না। এসব কি বলছে হ্যারি? স্নেইপ ডাম্বলডোরকে হত্যা করেছে!

কি বললে, ডাম্বলডোর...? তিনি মৃত, স্নেইপ তাকে হত্যা করেছেন।

না, তা হতে পারে না হ্যাগ্রিড বিরক্তির সাথে বললেন। স্নেইপ ডাম্বলডোরকে হত্যা করেছে, বোকার মতো কথা বলবে না। তা কি করে হয়?

আমি তাকে হত্যা করতে দেখেছি।

না, না তুমি হয়তো ভুল দেখেছো...!, হ্যাগ্রিড... আমি স্বচোখে দেখেছি। হ্যাগ্রিড ফ্যালফ্যাল করে হ্যারির ছলছলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ডাম্বলডোর নিশ্চয় স্নেইপকে বলেছিলেন ডেথইটারসদের সাথে থাকতে। তার পরিচয় আড়ালে রাখতে। ডাম্বলডোর নিশ্চয়ই স্কুলের ভেতর চলে গেছেন। চলো হ্যারি...।

হ্যারি চুপ করে রইলো। হ্যাগ্রিডকে কেমন করে বলবে সব কথা। ও তখনো থরথর করে কাঁপছে। যা জানার তা একটু পরই হ্যাগ্রিড জানতে পারবেন।

হ্যারি হ্যাগ্রিডের সঙ্গে ক্যাসেলের ভেতরে চললো। দেখলো অনেক ঘরে আলো জ্বলছে। হ্যারি ভেতরের অবস্থা কল্পনা করলেন, ক্যাসেলের সবাই ডেথইটার বিষয়ে কথা বলছে, ডার্ক মার্ককে হোগার্টসের ওপরে আকাশে দেখছে...। ডার্ক মার্ক যখন আকাশে তাহলে নিশ্চয়ই কেউ মারা গেছে।

ওক কাঠের দরজাটা খোলা ছিলো। ভেতরের আলো পথে আর মাঠে ঠিকরে পড়েছে। ড্রেসিং গাউন পরে অনেকেই আতঙ্কিত মুখে বেরিয়ে আসছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখছে ডেথইটাররা গত রাতে পালিয়ে যাওয়ার আগে কি করেছে তা দেখা যায় কি-না! হ্যারির

দৃষ্টি সবচেয়ে লম্বা টাওয়ারের তলায়, যদিও অনেক দূরে, এখান থেকে দেখা যায় না, তার কল্পনা সেখানে একটা কালো করা স্তূপ। যদিও সে কোনো কথা না বলে সেই স্থানটির দিকে অগ্রসর হলো, ওর ধারণা সেখানেই ডাম্বলডোরের মরদেহ পড়ে রয়েছে।

তারপর দেখলো দলে দলে সকলে সেদিকে চলেছে।

হ্যাগ্রিড বললেন, ওরা সবাই কি দেখতে চলেছে হ্যারি? ওরা ক্যাসেলের মুখে চলে এসেছে। ওদের সঙ্গে আহত ফ্যাংগও চলেছে।

ঘাসের ওপর কি পড়ে রয়েছে হ্যারি, হ্যাগ্রিড কৌতুহলী হয়ে বললেন।

ওরা তখন অ্যাস্ট্রোনমি টাওয়ারের পাদদেশে পৌঁছে গেছে। ওখানেও দেখলো কিছু লোকের জটলা। হ্যারি দেখতে পাচ্ছো? টাওয়ারের পাদদেশের ডানদিকে? যেখানে মার্ক... ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করে দাও... তোমার কি মনে হয় ওখানে কাউকে নিক্ষেপ করা হয়েছে?

হ্যারি আর হ্যাগ্রিড, সেইসব লোকদের ভিড় ঠেলে হাঁটতে লাগলো। হ্যারি যেনো স্বপ্নে হাঁটছে, বাস্তব জগতে নেই, হ্যাগ্রিড হাঁটতে পারছেন না। সর্বাঙ্গে ব্যথা...। মাঝে মাঝে ব্যথার জন্য চাপা গলায় গোঙাচ্ছেন... তবু হাঁটছেন, হাঁটতে হাঁটতে যেখানে ডাম্বলডোর চিরনিদ্রায় শুয়েছিলেন তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন।

হ্যারি জানে ডাম্বলডোরকে বডি-হাউন্ড কার্স করেছে সেই, যেখানে শুয়ে আছেন সেখানেই এখন শুয়ে থাকবেন, তাকে একটুও নড়াবার সম্ভাবনা নেই। একমাত্র সম্ভব যদি কার্স নিক্ষেপকারীর মৃত্যু হয়।

হ্যারি চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো, এখনো স্কুলের অনেকেই তার মৃতদেহের কাছে সমবেত হয়নি, হয়তো তারা জানে না আজ পৃথিবী থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকর চলে গেছেন, আর তাকে কেউ দেখতে পাবে না। হাত-পা ছড়িয়ে দুচোখ বন্ধ করে সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে রয়েছেন। ভোরের ঠান্ডা হাওয়াতে তার শুভ্র আলখেল্লা, বিস্তৃত দাড়ি পৎপৎ করছে।

মনে হয় তিনি ঘুমচ্ছেন। হ্যারি তার অর্ধচন্দ্রের মতো লম্বা নাকে ঝুলে পড়া চশমটা ঠিক করে পরিয়ে দিলো। মুখ থেকে সামান্য রক্ত বেরিয়ে থুতনিতে পড়েছিলো সেগুলো নিজে আলখেল্লার হাতা দিয়ে মুছে দিলো। জ্ঞান-তাপস এই বৃদ্ধের মুখের দিকে হ্যারি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে বোধাতীত সত্যটা উপলব্ধি করলো আর কখনো ডাম্বলডোর তার সঙ্গে কথা বলবেন না, কখনো কোনো বিপদে তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন না।

হ্যারির পেছনে জনতা কোলাহল করছিলো। হ্যারি অনেকটা সময় হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে থাকতে অনুভব করলো একটা শক্ত কিছু ওর হাঁটুর নিচে। ও সেটা কি দেখার জন্য মুখ নামালো।

হ্যারি দেখলো একটা লকেট। হ্যাঁ ওই লকেটটাই তো ও আর ডাম্বলডোর হ্রদের দ্বীপ থেকে চুরি করে এনেছিলো। লকেটটা ডাম্বলডোরের পকেট থেকে ঘাসের ওপর পড়ে গেছে। হ্যারি ধীরে ধীরে লকেটটা ঘাসের ওপর থেকে তুলে দেখতে দেখতে বুঝতে পারলো; কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে।

লকেটটা হ্যারি উল্টে পাল্টে অনেকটা সময় যাচাই করলো। বুঝতে পারলো পেনসিভে যে লকেটটা ও দেখেছিলো এটা সেটার মত বড় নয়। লকেটে কোনো মার্কিং নেই, অলংকৃত এসটাও নেই... এস স্লিদারিনদের চিহ্ন। তাছাড়া ভেতরে কিছু নেই; ছবির বদলে, সেই স্থানে দোমড়ানো মোচড়ানো একটা পার্চমেন্ট।

হ্যারি কোনো ভাবনা চিন্তা না করে সেই পার্চমেন্টটা টেনে বের করে খুলে পড়লো। জায়গটা তখন অন্ধকার নয়, অনেকেই সেখানে এসেছে হাতে তাদের টর্চের মতো দণ্ড, হ্যারির পড়তে অসুবিধে হলো না।

ডার্ক লর্ডকে
আমি জানি তুমি লেখাটা পড়ার অনেক আগেই আমি মারা যাবো
তবে এইটুকু জেনে রাখবে আমি তোমার গোপন জিনিস আবিষ্কার করেছি।
আমি আসল হরক্রাকস চুরি করেছি এবং যত শিঘ্র পারি ধ্বংস করবো,
আমি মৃত্যুবরণ করলাম এই ইচ্ছায় যে,
যখন তুমি তোমার সদৃশ মানুষটির সামনে দাঁড়াবে,
তুমি আবার মরণশীল হবে।

আর, এ, বি

হ্যারি জানে না, জানতেও চায় না ওই লেখার প্রকৃত অর্থ কি। শুধু একটি মাত্র জিনিস ও এখন জানে ওটা হরক্রাকস নয়। ডাম্বলডোর অযথা ভয়ংকর পোশান পান করেছিলেন। হ্যারি পার্চমেন্টটা হাতের মুঠোতে কচলাতে কচলাতে প্রায় ছিঁড়ে ফেলে দিলো। চোখ থেকে অশ্রুধারা বইছে, অসম্ভব জ্বালা করছে। পেছন ফিরে দেখলো ফ্যাংগ। ফ্যাংগ ওকে দেখে গর্জন করতে লাগলো।

দ্য ফিনিক্স ল্যামেন্ট

চলো হ্যারি...।

না, আমি যাবো না।

না, তুমি এখানে বসে থাকতে পারবে না, চলো, চলো... এখনই...।

বলছি তো যাবো না।

হ্যারি ডাম্বলডোরের মৃতদেহ ছেড়ে কিছুতেই যেতে চায় না, কোথায়ও না। হ্যাগ্রিডের হাতটা হ্যারির কাঁধে, ওর কাঁপুনি কিছুতেই কমছে না। তারপরই এক মেয়েলি কণ্ঠস্বর– হ্যারি আমাদের কথা শোনো, প্লিজ।

হ্যাগ্রিডের মতো শক্ত হাত নয়। অতি কোমল নরম হাতের স্পর্শ। বেশ শক্ত করে ধরে আছে ওর কাঁধ।

গলার স্বর হ্যারির খুবই পরিচিত। হ্যারি মুখ তুললো। জিনি ওকে ডাম্বলডোরের মৃতদেহ ছেড়ে চলে আসতে বলছে। হ্যারি ধীরে ধীরে উঠলো। হ্যারির নাকে এলো এক বহু পরিচিত মিষ্টি ফুলের গন্ধ, আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে সেই সুবাস। ভিড়ের মধ্য দিয়ে

হ্যারি জিনির হাত আলতোভাবে ধরে ক্যাসেলের দিকে চললো। চারদিক থেকে ভেসে আসছে কান্না, বিলাপ আর ফোঁপানির শব্দ, তারই সাথে চিৎকার অন্ধকারকে আরো ঘনীভূত করে দিচ্ছে। ডাম্বলডোর নেই, ওর আরদ্ধ, প্রিয় হেডমাস্টার আর নেই।

ওরা এনট্রেন্স হলের সিঁড়ির মুখে দাঁড়ালো। মার্বল সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে দেখলো... স্কুলের অনেক মানুষ সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর দিকে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে কানাকানি করছে। হাতে তাদের রক্তবর্ণের ফুল। ফুলের অনেক পাপড়ি মেঝেতে পড়ে চকচক করছে। দূর থেকে মনে হয় ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

আমরা এখন হসপিটালের দিকে যাবো হ্যারি, জিনি বললো। আমার তো কোনো আঘাত লাগেনি, হসপিটালে যাবো কেন? হ্যারি বললো।

যেতে হবে, ম্যাকগোনাগলের আদেশ, জিনি বললো। সবাই সেখানে গেছে, রন, হারমিওন, লুপিন আরো অনেকে।

অজানা এক আশঙ্কায় হ্যারির বুক কেঁপে উঠলো। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো যেসব অচেতন দেহ সে পেরিয়ে এসেছে।

জিনি, আমাদের সকলে ভালো আছে তো? সংঘর্ষে...? চিন্তা করো না, সবাই ভালো আছে। কিন্তু ডার্কমার্ক..., ম্যালফয় বলছিলো সে একটা শরীর পেরিয়ে এসেছে। বিল, বিলের কথা বলেছিলো। ও ভালো আছে, বেঁচে আছে।

ওর কথার মধ্যে কেমন যেনো বেদনার সুর। তুমি ঠিক বলছো?

ঠিকই বলছি, না জেনে বলবো কেন, ও একটু গোলমালের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলো। গ্রেব্যাক ওকে আক্রমণ করেছিলো। মাদাম পমফ্রে বলেছেন, আগের মতো ওর মুখের চেহারা থাকবে না, বলতে বলতে জিনির গলা একটু কেঁপে উঠলো। পরে কি হবে আমরা জানি না, মানে, গ্রে ব্যাক একজন ওয়েরউলফ, কিন্তু এখনো সে উলফের মতো হয়নি।

কিন্তু অন্যেরা... আমি যে মাঠেতে অনেক দেহ পড়ে থাকতে দেখেছি জিনি।

আরে না না, নেভিল এখন হাসপাতালে, মাদাম পমফ্রে বলেছেন, ও সেরে উঠবে। প্রফেসর ফ্লিটউইককে ওরা মারাত্মক আক্রমণ করেছিলো, একটু নার্ভাস, তবে ভালই আছেন। বলছেন, র‍্যাভেন ক্লরা কেমন আছে দেখে আসতে চান। একজন ডেথইটার নিহত, সে মারাত্মকভাবে কিলিং কার্সে আঘাত পায়, একজন বিরাট আকৃতির সোনালী চুলওয়ালা যত্রতত্র কার্স ছুঁড়ছিলো। হ্যারি, আমাদের কাছে যদি তোমার ফিলিক্স পোশান না থাকতো তাহলে আমরা সবাই মরতাম, ওদের ছোঁড়া কার্স আমাদের গায়ে একটাও লাগেনি।

ওরা হসপিটাল বিভাগে গিয়ে দরজা খুলে ওয়ার্ডে গিয়ে দেখলো নেভিল বেডে শুয়ে রয়েছে। মনে হয় ঘুমাচ্ছে। ওর বেডটা দরজার কাছে। ওয়ার্ডের প্রায় শেষ প্রান্তে

রয়েছে, রন, হারমিওন, টোংকস আর লুপিন। দরজা খোলার শব্দে ওরা সকলেই তাকালো কে ঢুকলো দেখার জন্য। হারমিওন একরকম দৌড়তে দৌড়তে এসে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরলো। লুপিন ওর দিকে তাকালেন। মুখ দেখে হ্যারির মনে হলো, লুপিন খুবই চিন্তিত।

হ্যারি তোমার তো কোনো আঘাত লাগেনি, ভালো তো? আমি ভালোই আছি, বিল, বিল কেমন আছে?

ওর প্রশ্নের কেউ জবাব দিলো না। বিলের বেডের কাছে দাঁড়ানো হারমিওনের কাধের ওপর দিয়ে দেখলো, বিছানায় এক অচেনা মুখ, এমনভাবে থেতলানো ও খোবলা খোবলা গর্ত যে দেখে মনে হয় এক বিকৃত প্রাণী। ম্যাডাম পমফ্রে ওর ক্ষতে কটু গন্ধের সবুজ রঙের মলম লাগাতে ব্যস্ত। হ্যারির মনে পড়ে গেলো স্নেইপ ম্যালফয়ের শরীরে মারাত্মক সেকটামসের ক্ষত কেমন করে ঠিক করে দিয়েছিলেন।

ও একজন মেট্রনকে বললো, আমরা কি ওর ক্ষতগুলো চার্ম প্রয়োগ করে ঠিক করতে পারি না?

কোন চার্ম কার্যকরী হবে না হ্যারি, বললেন মাদাম পমফ্রে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি; কিন্তু ওয়েরউলফের কামড়ের কোনো প্রতিকার নেই।

কিন্তু ওকে তো পূর্ণিমার রাতে কামড়ায়নি, রন বললো। রন একদৃষ্টে এমনভাবে ভাই বিলের মুখের দিকে তাকিয়েছিলো যেনো ওর দৃষ্টিতেই বিল ঠিক হয়ে যাবে। গ্রেব্যাক মনে হয় এখনো সভ্য হয়নি, বিল তো ওর দাঁতের বিষে উলফ হয়ে যাবে না? রন আতঙ্কিত হয়ে লুপিনের দিকে তাকালো।

না না আমার তো তা মনে হয় না, লুপিন বললেন। অবশ্য কন্টামিনেসন ছোঁয়াচে কিছু হবে না এমন কথা বলা যায় না। ক্ষতগুলো হয়েছে কার্সে, মনে হয় পুরোপুরি সেরে ওঠা সম্ভব হবে না।

হ্যারি হতাশ হয়ে লুপিনের মুখের দিকে তাকালো। মনে হয় বিল খানিকটা নেকড়ের মতো হিংস্র স্বভাবের হয়ে যেতে পারে।

রন বললো, একমাত্র ডাম্বলডোর উলফিশের স্বভাব আয়ত্বে আনার কৌশল জানেন, এখন ডাম্বলডোর অফিসে নেই?

বিল তো ডাম্বলডোরের আদেশে এই উন্মাদের বিরুদ্ধে লড়েছে, ডাম্বলডোরের তো ওর কাছে তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, বিলকে তিনি এভাবে ফেলে রাখতে পারেন না।

রন, ডাম্বলডোর আর আমাদের মধ্যে নেই, জিনি কাঁদো কাঁদো গলায় বললো।

হতে পারে না, লুপিন এমনভাবে বললেন যাতে সকলে মিলে জিনির কথার প্রতিবাদ করে; কিন্তু দেখলেন হ্যারি নীরব রয়েছে। লুপিন সঙ্গা হারিয়ে বিলের বেডের পাশে রাখা একটা চেয়ারে পড়ে গেলেন। হ্যারি আজ পর্যন্ত লুপিনকে নিয়ন্ত্রণ হারাতে দেখেনি, ওর মনে হলো যেন কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে, খুবই অসঙ্গত সন্দেহ নেই, ও বনের দিকে তাকালো। রন বুঝতে পারলো জিনি যা বলেছে তা সত্য, ডাম্বলডোর আর নেই।

কেমন করে ডাম্বলডোর মারা গেলেন? টোংকস চাপা গলায় বললো। কখন...?

স্নেইপ হত্যা করেছে, হ্যারি রুদ্ধ কণ্ঠে বললো। আমার সামনে, আমি তখন ওখানে ছিলাম। আমি অসুস্থ ডাম্বলডোরকে অ্যাস্ট্রোনমি টাওয়ারে নিয়ে গিয়েছিলাম, টাওয়ারের ওপর মার্ক ঘোরাফেরা করছিলো; তারপরই আমরা সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম, তার মুখ দেখে মনে হয়েছিলো কেউ ফাঁদ পেতেছে তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তখন তিনি আমাকে চার্ম করে স্থানু করে দিয়েছিলেন, আমি তাই কিছু করতে পারিনি, অদৃশ্য রোব পরা ছিলাম, আমাকে কেউ দেখতে পায়নি। তারপর হ্যারি ম্যালফয়ের আসার পর থেকে যা যা কথাবার্তা হয়েছিল, ঘটনা ঘটেছিলো সব এক এক করে বলে গেলো।

হারমিওন শোকে মূহ্যমান হয়ে হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলো, রন কুঁকিয়ে উঠলো, লুনার মুখটা কাঁপতে লাগলো।

সব শোনার পর মাদাম পমফ্রে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

কেউ মাদাম পমফ্রের দিকে তাকালো না। একমাত্র জিনি ঠোঁটে একটা আঙ্গুল রেখে শব্দ করলো; শু... শোনো, শুনতে পাচ্ছো।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মাদাম পমফ্রে মুখের ওপর তার পাঁচটা আঙ্গুল চেপে ধরলেন। বড় বড় চোখে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার অরণ্যের দিকে তাকালেন। সকলেই শুনতে পেলো একটা পাখি করুণ সুরে গান গেয়ে চলেছে। হ্যারি কখনই ওই রকম গান শোনেনি। ও গাইছে সুন্দর একটা ভগ্ন বাড়ির কার্নিশে বসে সুন্দরের অবলুপ্তির ব্যথায়। হ্যারি জানে, ডাম্বলডোরের প্রিয় ফিনিক্স অন্ধকারাচ্ছন্ন সবুজ ঘাসের ওপর তার প্রিয়, অতি প্রিয় মানুষটির দিকে তাকিয়ে শেষ বিদায় জানাচ্ছে। ফিনিক্সের গান একটু একটু করে গাছ-পালা-আকাশ বাতাস-ঘরবাড়ি তার দরজা-জানালা প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

ওরা কতোটা সময় ব্যথা বেদনার আঘাতে জর্জরিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো জানে না, দরজা খোলার শব্দে সম্বিৎ ফিরে এলো। ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। সকলেরই মতো তার দেহে সদ্যসমাপ্ত লড়াইয়ের আঘাতের চিহ্ন। চোখে মুখে বিষাদের ছায়া, ছিন্ন-ভিন্ন আলখেলা।

একটু পর মলি আর অর্থার এসে পড়বে, ম্যাকগোনাগল বললেন। হঠাৎ সেই করুণ সুরে ফিনিক্সের গান বন্ধ হয়ে গেলো। হলের (হাসপাতালের) সকলেই ম্যাকগোনাগলের দুঃখ ভারাক্রান্ত মুখের দিকে তাকালো।

হ্যারি, কিভাবে ঘটনাটি ঘটেছিলো? হ্যাগ্রিড বলছিলেন, তুমি তো ওখানেই ছিলে... উনি বললেন, প্রফেসর স্নেইপ ডাম্বলডোরের হত্যার ব্যাপারে জড়িত...।

হ্যাঁ, আমি স্নেইপকে ডাম্বলডোরকে হত্যা করতে দেখেছি।

স্নেইপ...! ম্যাকগোনাগল ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলেন না, একটা চেয়ারে কোনো রকমে বসে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত স্নেইপ, যাকে তিনি এতো বিশ্বাস করতেন, সে... আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

স্নেইপ একজন উঁচু দরের অকলামেন্স, লুপিন বললেন, লুপিনের গলার স্বর অস্বাভাবিক কর্কশ। আমরা সবাই জানতাম।

কিন্তু ডাম্বলডোর সব সময় বলতেন, বিশেষ কোনো কারণে স্নেইপের প্রতি তার বিশ্বাস, আস্থা ছিলো, ম্যাকগোনাগল বিড়বিড় করে বললেন। তারপর চোখের কোণা থেকে জল মুছে ধরা ধরা গলায় বললেন, আমার মনে হয় স্নেইপের অতীত ইতিহাস, ডাম্বলডোর আমাকে সব সময় বলতেন, অতীতের কার্যকলাপের জন্য স্নেইপ সর্বদাই দুঃখিত ছিলো, ওর অনুশোচনায় কোনো খাদ ছিলো না। তার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ শুনতে চাইতেন না।

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে স্নেইপের অনুতাপ সম্বন্ধে টোংকস বললেন।

আমি জানি, হ্যারি কথাটা বলতেই সকলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। স্নেইপ ভোল্ডেমর্টকে এমন একটা খবর দিয়েছিলো, যা জানার পর ও আমার বাবা-মাকে হত্যা করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলেন। স্নেইপ তারপর ডাম্বলডোরকে বলেছিলেন, ওই পরিস্থিতি যে হবে তিনি একেবারে না জেনে-বুঝে করেছেন। তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, তাদের মৃত্যুর জন্যও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

ওহো! ডাম্বলডোর ওর কথা বিশ্বাস করেছিলেন? লুপিন হ্যারির কথা খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে করলেন না। ডাম্বলডোর বিশ্বাস করেছিলেন, জেমস মারা যাওয়ার জন্য সত্যই স্নেইপ দুঃখিত হয়েছিলো? স্নেইপ জেমসকে মোটেই সহ্য করতে পারতো না।

আমার মায়ের কোনো গুণ আছে স্নেইপ তা মনে করতেন না, কারণ আমার মা ছিলেন মাগল, হরদম তাকে বলতেন মাড ব্লাড, হ্যারি বললো।

হ্যারি কেমন করে কথাগুলো জেনেছে কেউ জিজ্ঞেস করলো না। সকলেই তখন ডাম্বলডোরের মৃত্যুর ব্যাপারে মানসিক আঘাতে জর্জরিত, মর্মান্তিক সত্যটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে।

সবই আমার দোষ, ম্যাকগোনাগল সহসা বললেন। তাকে তখন খুবই বিচলিত দেখাচ্ছে। ঘন ঘন রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন, ভিজে রুমাল পাকাচ্ছেন। আমি ফিলিয়াসকে আজ রাতে স্নেইপকে ডেকে আনতে বলেছিলাম, আসলে আমি তাকে আমাদের সাহায্যের জন্য

ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি যদি স্নেইপকে ঘটনা সম্পর্কে না জানাতাম, তাহলে হয়তো ডেথ ইটারদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারতেন না। আমি মনে করি না ফিলিয়াস বলার আগে স্নেইপ জানতেন, যে ডেথইটাররা এসেছে।

না মিনার্ভা দোষটা আপনার নয়, লুপিন জোর দিয়ে বললেন, আমরা সকলেই অনেকের সাহায্য চেয়েছিলাম, স্নেইপ যোগ দিচ্ছে শুনে খুশি হয়েছিলাম।

তাহলে তিনি যখন আসলেন,.. একেই কি লড়াইয়ে ডেথ ইটারদের দলে যোগ দিলেন? হ্যারি বললো। হ্যারি জানতে চাইছিলো স্নেইপের বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা

এবং কলঙ্কপূর্ণ কাজ কর্ম। যেন সে ওকে আরো ঘৃণা করার জন্য আরো বেশি জানতে চাইছিলো। প্রতিশোধ ওকে নিতেই হবে।

আমি ঠিক জানি না কেমন করে কলঙ্কজনক কাজটা হলো। ম্যাকগোনাগল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বললেন, খুবই গোলমেলে, ডাম্বলডোর আমাকে বলেছিলেন, বিশেষ কাজে কয়েক ঘণ্টার জন্য স্কুলের বাইরে যাচ্ছেন, আমাদের করিডরটা ঘুরে ফিরে দেখতে বলেছিলেন। প্রয়োজন হলে, রেমাস, বিল আর নিমফাডোরা আমাদের সঙ্গে থাকবে, তো আমরা ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। কোথায় কোনো রকম গোলমাল লক্ষ্য করিনি। স্কুলের বাইরে প্রতিটি গোপনীয় যাতায়াত আমরা দেখে রেখেছিলাম। আমরা জানতাম একটি মাছি স্কুলের ভেতর ঢুকতে পারবে না। তাছাড়া, ক্যাসেলের প্রবেশ পথে খুবই

শক্তিশালী জাদু মন্ত্র করে রাখা হয়েছিলো। তাই আমার মাথায় ঢুকছে না ডেথইটাররা কেমন করে ঢুকতে পেরেছিলো...।

আমি জানি, হ্যারি ম্যালয়ের মুখে শোনা ভ্যানিশিং ক্যাবিনেট সম্বন্ধে সবিস্তর বলল। ওরা রুম অফ রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে ঢুকেছিলো।

ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে রন-হারমিওনের মুখের দিকে তাকালো। দেখলো দুজনেরই মুখ বিধ্বস্ত আকার ধারণ করেছে।

সবকিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছিলো হ্যারি। মারাউডার্স মানচিত্রে ম্যালফয়কে দেখতে না পেয়ে পরে আমরা ভেবেছিলাম ও রুম অফ রিকোয়ারমেন্টে থাকতে পারে। আমি, জিনি আর নেভিলে ওয়াচ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু কোন ফাঁকে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ম্যালফয় বের হয়ে যায় জানতে পারিনি। জিনি বললো, দেখলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ও ওর কোঁচকানো হাতটা ধরে বেরিয়ে গিয়েছিলো।

ওর বাহাদুরি দেখানোর হাত, রন বললো।

যা হোক, জিনি বলে চললো, ও একটা কিছু ছুঁড়েছিলো খুব সম্ভব ডেথইটারদের সতর্ক করে দেয়ার জন্য... তারপর সব গাঢ় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো।

পেরুভিয়ন ইনস্ট্যান্ট ডার্কেন পাউডার, রন বললো। ফ্রেড আর জর্জের কাছে গিয়ে জানতে হবে কারা ওই প্রোডাক্ট কিনেছিলো।

আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম–লুমাস, ইনসেন্ডিও, জিনি বললো। কোনো কিছুই সেই গাঢ় অন্ধকারকে ভেদ করতে পারেনি, আমরা তখন করিডর ছেড়ে চলে এসেছিলাম। আমরা শুধু লোকেদের করিডর দিয়ে আসা যাওয়ার পদশব্দ শুনেছিলাম। ম্যালফয় তার বিভৎস হাতের লাইট দিয়ে সব দেখতে পাচ্ছিলো, আমরা কোনো কার্স ব্যবহার করিনি, অন্ধকারে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ভয় ছিলো কার্স যদি আমাদের কারও গায়ে লাগে। তারপর অন্য করিডরে গেলাম, তখন সেখানে আলো ছিলো। ইতিমধ্যে ও পালিয়েছিলো।

ভাগ্যবশত রন, জিনি আর নেভিলে ডেথইটারদের স্কুলে ঢোকার কথা আমাদের বলেছিলো, লুপিন বললো। আমি মিনিট খানেক পরে দেখেছিলাম ওরা অ্যাস্ট্রোনমি টাওয়ারের দিকে যাচ্ছে। ম্যালফয় স্বাভাবিকভাবে চায়নি ওদের কেউ দেখতে পাক; খুব সম্ভব ওর কাছে আর ডার্কনেস পাউডার ছিলো না। তারপর লড়াই শুরু হয়েছিলো, ওরা ছত্রভঙ্গ হলে, আমরা ধাওয়া করেছিলাম। ওদের মধ্যে একজন, গিবন, দলছুট হয়ে টাওয়ারের সিঁড়ির দিকে গিয়েছিলো, লুপিন ভেবে মনে করার চেষ্টা করলেন।

হ্যারি হারমিওনের দিকে তাকিয়ে বললো, জিনি ও নেভিল রুম অব রিকোয়ারমেন্ট পাহারা দিচ্ছিল, তাহলে তুমি কি করছিলে?

স্নেইপের অফিসের কাছেই ছিলাম, হারমিওন উত্তরটা দেওয়ার সময় ওর চোখ অশ্রুতে চকচক করছিলো। লুনাকে সাথে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে থেকেছি, কিন্তু জানতে পারিনি উপরে কি হচ্ছে। মারউডারস ম্যাপটা ছিল রনের কাছে। প্রায় মধ্যরাত্রি, হঠাৎ প্রফেসর ফ্লিটউইক ছুটে এলেন, তিনি চিৎকার করে বলছিলেন ডেথ ইটাররা ক্যাসেলে ঢুকে পড়েছে। আমার মনে হয় না উনি লুনা বা আমাকে দেখেছেন। উনি দ্রুতগতিতে স্নেইপের অফিসের দিকে গেলেন এবং আমরা শুনলাম উনি বলছিলেন স্নেইপের তার সঙ্গে সাহায্যের জন্য যাওয়া উচিত এবং আমরা শুনলাম ভারি কোনো কিছু ধপাস করে পড়ে যেতে। তারপর স্নেইপ বের হয়ে এলেন এবং তিনি আমাদের দেখে বললেন.....।

কি বললেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো, আমি কি বোকামি করেছি, হ্যারি! হারমিওন বেশ জোরেই কথাটি বললো। উনি বললেন প্রফেসর ফ্লিটউইক অচেতন হয়ে পড়েছেন, তোমরা যেয়ে ওকে সাহায্য করো এবং তিনি যাচ্ছেন ডেথ ইটারদের সাথে লড়াই করতে।

লজ্জায় হারমিওন তার মুখ ঢাকলো। আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিতে জানালো। সে আর কথা বলতে পারছে না। একটু নেমে হারমিওন বলতে শুরু করলো, আমরা তার অফিসে যেয়ে দেখি প্রফেসর ফিটুউইক অচেতন হয়ে মেঝেতে পড়ে আছেন... আর এখন বুঝছি তাকে স্টুপিফাই করা হয়েছিলো। কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি, হ্যারি আমরা সত্যিই বুঝতে পারিনি, আমরা বিনা বাধায় স্নেইপকে চলে যেতে দিয়েছি।

এটা তোমাদের ভুল নয়, হারমিওন তুমি যদি স্নেইপের কথা না শুনতে তাহলে, স্নেইপ তেমাদেরকেও হত্যা করতো, প্রফেসর লুপিন বললেন।

হ্যারি বললো তারপরই তিনি উপরে চলে আসলেন। হ্যারি কল্পনা করার চেষ্টা করলো কেমন করে স্নেইপ মাটিতে প্রান্ত লেগে থাকা লম্বা রোব পরে মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন। তারপর তিনি প্রতিরোধরত তোমাদের দেখেছিলেন।

সে সময় আমরা সঙ্কটে, আমরা হারছিলাম, টোংকস বললো। যদিও গিবন পর্যদুস্ত হয়ে পড়েছিলো, কিন্তু বাকি ডেথ-ইটাররা মরণপন লড়াই করছিলো। নেভিল আঘাত পেল, গ্রেব্যাকের নৃশংস আক্রমণের শিকার হলো বিল... একেবারে অন্ধকার কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না.... প্রতিটি স্থানেই কার্স ছুটছিলো... ম্যালফয়ের ছেলেরা উধাও, সে নিশ্চয়ই টাওয়ারের পেছন থেকে সটকে পড়েছিলো... বাকিরা ওর পিছু পিছু দৌড়াচ্ছিলো। কিন্তু তাদের একজন পালাবার পর সিঁড়ি কার্স করে বন্ধ করে দিয়েছিলো... নেভিল ওদের পিছু নিলে সেখানে বাধাগ্রস্ত হয়ে আকাশে নিক্ষিপ্ত হলো।

আমরা কেউই সে বাধা অতিক্রম করতে পারলাম না, রন বললো, ডেথ ইটাররা তখনো চারদিকে জিনস ছোঁড়া অব্যাহত রাখলো এবং অল্পের জন্য আমাদের পাশ কাটিয়ে দেয়ালে আঘাত করছিলো।

তারপর হঠাৎ স্নেইপকে সেখানে দেখা গেল, টোংকস বললো, একটু পরেই দেখলাম তিনি নাই।

তাকে দেখলাম আমাদের দিকে ছুটে আসছেন, বিরাট দৈত্যাকার ডেথ ইটার মারাত্মক এক জিনকস ছুড়লে আমি মাথা নিচু করে নিজেকে রক্ষা করার পর তাকে আর দেখতে পেলাম না।

আমি তাকে দেখলাম, সোজাসুজি কার্স বাধা স্থানে ছুটে যেতে, লুপিন বললেন, আমি তার পিছু ছুটলে তিনি বাধা অতিক্রম করে চলে গেলেন। আর আমি নেভিলের মত ছিটকে পেছনে চলে এলাম।

সবার শেষে ম্যাকগোনাগল বললেন, স্নেইপ নিশ্চয়ই এমন এক স্পেল জানেন তা আমরা কেউ জানি না, তিনি তো আমাদের ডার্কআর্টের প্রতিরোধের টিচার ছিলেন, আমি ধারণা করেছিলাম ডেথইটারদের ধাওয়া করার জন্য তিনি ব্যস্ত ছিলেন।

হ্যাঁ ছিলেন, হ্যারি প্রচণ্ড রেগে বললো। ব্যস্ত ছিলেন ডেথইটারদের সাহায্য করার জন্য। তারপর কি করেছিলেন?

ওয়েল, বড় ডেথইটার এমন একটা হেক্স ছুঁড়েছিলেন, অর্ধেক সিলিং ভেঙ্গে পড়েছিলো, তাছাড়া কার্স বুকিং সিঁড়িও, লুপিন বললেন। আমরা সবাই সেইদিকে দৌড়ে গিয়েছিলাম, তারপর স্নেইপ আর ম্যালফয় ধুলোর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিলো, স্বভাবতই আমরা ওদের আক্রমণ করতে পারিনি।

আমরা ওদের বিনা বাধায় যেতে দিয়েছিলাম, টোংকস বললেন কাপা কাপা গলায়। আমরা ভেবেছিলাম ওরা ডেথইটারদের তাড়া খেয়ে এসেছে এবং এর পরেই বাকি ডেথইটাররা আর গ্রেব্যাক ফিরে আসলে আবার আমরা তাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করেছিলাম, স্নেইপ সেই সময়ে কিছু একটা বলেছিলেন, কি বলেছিলেন ঠিক জানি না।

বলেছিলেন, বেশ জোরে জোরে বলেছিলেন, সব শেষ, হ্যারি বললো। যা তাকে করতে বলা হয়েছিলো তা তিনি সম্পাদনা করেছেন।

ওরা সবাই চুপ করে রইলেন। ফকেসের করুণ সুরে গান তখনো অন্ধকার অরণ্য মাঠ থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছিলো। হ্যারির মনের ভেতরটা অস্বাভাবিক, অনাহূত ভাবনা-চিন্তায় ভরে গেলো, ওরা কি ডাম্বলডোরের প্রাণহীন দেহটা টাওয়ারের পাদদেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে? তারপর, তারপর কি হবে? কোথায় তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করবে। ওর দুহাত পকেটে পুরে হা শক্ত করলো, ওর হাতে তখনো হরক্রাকসের ঠাণ্ডা পচাগন্ধ...।

হসপিটাল উইং-এর দরজাটা খুলে গেলো, ওয়ার্ডে যারা বসেছিলেন সচকিতে দরজার দিকে তাকালেন। মি. আর মিসেস উইসলি লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকলেন। তাদের পেছনে ফ্লেউর, ওর সুন্দর মুখটি ভয়ে আমসি হয়ে গেছে।

ওদের দেখে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, মলি, আর্থার তোমরা এসে গেছে, খবর... দুঃখের খবর তো সব শুনেছো? আমি খুবই দুঃখিত।

বিল, বিল কোথায়? ফিস ফিস করে মিসেস উইসলি বললেন। ম্যাকগোনাগলকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে বিলের বেডের কাছে গিয়ে বিলের কাটাছেঁড়া মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বললেন, ওঃ... ওঃ... বিল!

লুপিন আর টোংকস বিলের বেডের কাছে বসেছিলেন। মিসেস উইসলিকে দেখে তাকে বিলের পাশে বসার জায়গা করে দিলেন।

মিসেস উইসলি, বিলের রক্তাক্ত কপালে চুম্বন করলেন, আপনি বলছেন গ্রেব্যাক ওকে আক্রমণ করেছিলো, মি. উইসলি কি বলবেন ভেবে না পেয়ে ম্যাকগোনাগলকে বললেন। তাহলে গ্রেব্যাক এখন ট্রান্সফর্ম হয়নি? তার অর্থ কি হতে পারে? এখন বিলের কি হবে?

আমরা এখনো সঠিক বলতে পারছি না, লুপিনের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে বললেন।

খুব সম্ভব স্পর্শের জন্য কিছু সংক্রমণ হতে পারে আর্থার; লুপিন বললেন। কেসটা খুবই অস্বাভাবিক বলতে পারো, সাধারণত এমন হয় না, ও জাগবার পর কেমন আচরণ করবে বলতে পারছি নে।

মিসেস উইসলি, পমফ্রের হাত থেকে বিকট গন্ধওয়ালা মলম নিয়ে বিলের কপালের ক্ষতে আলতোভাবে লাগাতে লাগলেন।

আর ডাম্বলডোর, মি. উইসলি বললেন। মিনার্ভা যা শুনছি তা সত্যি?

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। জিনি ঠিক সেই সময়ে হ্যারির পাশে এসে দাঁড়ায়। হ্যারি ওর দিকে তাকালো। জিনি বাঁকা চোখে ফ্লেউরের ভয় পেয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকালো। ফ্লেউর তখন স্তব্ধ দৃষ্টিতে বিলের মুখের দিকে তাকিয়েছিলো।

তাহলে ডাম্বলডোর আমাদের ছেড়ে চিরকালের জন্যে চলে গেলেন, মি. উইসলি অস্পষ্ট স্বরে বললেন, কিন্তু মিসেস উইসলির স্থির দৃষ্টি তার বড় ছেলের দিকে। তার দুচোখ দিয়ে টপটপ করে অশ্রু ঝরে পড়ছে বিলের ক্ষতবিক্ষত মুখের ওপর।

অবশ্য ও কেমন দেখাবে তাতে কিছু যায় আসে না, খুব একটা ব... বড় কথা নয়, কিন্তু ও দেখতে বড় সুন্দর ছিলো, সুশ্রী সুন্দর ছেলে, ওর তো বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে।

তাতে কি আসে যায়? ফ্লেউর বেশ জোরে জোরে বললো। কে বললো ওর মুখে কাটা দাগ থাকলে আমি ওকে বিয়ে করবো না। আমি মনে করি আমি যথেষ্ট সুন্দরী আমাদের দুজনের জন্য! এ সকল ক্ষত প্রমাণ করে যে আমার স্বামী কত সাহসী! কথাটা শেষ করে ফ্লেউর মিসেস উইসলির থেকে মলমটা নিয়ে নিজেই বিলকে মাখতে লাগলো।

মিসেস উইসলি সরে এসে মি. উইসলির পাশে দাঁড়ালেন এবং ফ্লেউরের বিলকে মলম মাখানো দেখছিলেন। কেউ কোন কথা বললো না। হ্যারিও না। অন্য সকলের মতো সে-ও এক বিস্ফোরণের অপেক্ষায় ছিলো।

আমি মাত্র সে কথাটা.... আপনি মনে করেন ওর মুখে ক্ষতের জন্য আমাকে বিয়ে করবে না? না, না, ঠিক তা বলিনি।

উৈর ওর লম্বা লম্বা সোনালী চুলের রাশি পিঠে ফেলে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, কোনো ওয়েরউলফ আমাদের ভালোবাসার মাঝে এসে দাঁড়াতে পারবে না।

হা হা আমি তা জানি ফ্লেউর, মিসেস উইসলি বললেন। তবে.. আ... আমার.. মনে হয়েছিলো।

ওর মুখের কাটা দাগে আমার ভালোবাসা কমবে না। ওর ওই কাটা দাগ চিরকাল ওর সাহসের চিহ্ন হিসেবে থাকবে।

মিসেস উইসলি, মিস্টার উইসলিকে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন ফ্লেউর, বিলের মুখের দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। সকলেই চুপ করে রইলো। হ্যারি যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। ও কিন্তু অন্যদের মতো কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য ভাবছে না।

আমাদের গ্রেট আন্টি মুরিয়েল, অনেকটা সময় নীরব থাকার পর মিসেস উইসলি বললেন। তার একটি অতি সুন্দর টায়রা আমার কাছে আছে, গবলিনের তৈরি।

তোমাদের বিয়ের সময় ওটা তুমি পরবে। বিলকে তিনি খুব ভালোবাসেন, তোমার সুন্দর চুলে ওটা খুব মানাবে।

ম্যাকগোনাগল বললেন, আজ ডাম্বলডোর আমাদের মাঝে থাকলে সব চাইতে বেশি খুশি হতেন, সব সময় বলতেন পৃথিবীতে ভালোবাসাই বড়। মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে শিখুক।

ঠিক সেই সময় দরজা খুলে হ্যাগ্রিড ঢুকলেন। হ্যাগ্রিডের মুখটা ফোলা; চুল দাড়ি অশ্রুসিক্ত। অঝোরে কাঁদছেন। বিরাট বড় রুমাল দিয়ে মাঝে মাঝে চোখের জল মুছছেন।

আমি আপনার দেয়া কাজ করেছি প্রফেসর, ধরা ধরা গলায় হ্যাগ্রিড বললেন। স্প্রাউট ছেলে মেয়েদের ঘরে পাঠিয়েছিলেন। প্রফেসর ফ্লিটউইক তার ঘরে শুয়ে আছেন, বললেন, একটু পরে ঠিক হয়ে যাবেন। স্লাগহর্ন খবরটা মিনিস্ট্রিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ধন্যবাদ হ্যাগ্রিড, ম্যাকগোনাগল কথাটা বলে বিলের কাছে যারা দাঁড়িয়েছিলো তাদের দিকে ফিরে বললেন–হ্যাগ্রিড, আপনি দয়া করে সব হাউজ হেডদের বলুন,

স্লাগহর্ন আপাতত স্লিদারিনদের প্রতিনিধি হোন তারা যেন যথাশীঘ্র সম্ভব আমার অফিস ঘরে আসেন। হ্যাগ্রিড আপনি যদি আসেন তাহলে খুশি হবো।

হ্যাগ্রিড় সম্মতি জানিয়ে ঘর থেকে চলে গেলে ম্যাকগোনাগল হ্যারির দিকে তাকালেন। হ্যারি তোমার সঙ্গে দুএকটি কথা আছে। আমার ঘরে চলো। হ্যারি উঠে দাঁড়ালো। রন, হারমিওন আর জিনিকে বললো, তোমাদের সঙ্গে পরে কথা বলবো।

হ্যারি, ম্যাকগোনাগলের সঙ্গে হাসপাতাল ছেড়ে হাঁটতে লাগলো। হাসপাতালের করিডর জনমানবহীন, নিস্তব্ধ। তখনো ভেসে আসছে করুণ গান...।

সেইগান যেন থামতে চাইছে না।

হ্যারি ভেবেছিলো ম্যাকগোনাগল ওকে সঙ্গে নিয়ে ডাম্বলডোর যেখানে শায়িত সেখানে যাবেন। কিন্তু তা নয়–ম্যাকগোনাগল ওকে নিয়ে ডাম্বলডোরের অফিস ঘরের দিকে চললেন গম্ভীর মুখে। কিন্তু স্পাইরেল সিঁড়ি দিয়ে গোলাকৃতি ঘরে ঢুকলো। তখন ওর মনে পড়ে গেলো ম্যাকগোনাগল ছিলেন ডেপুটি হেড মিস্ট্রেস, এখন তিনি হেড মিস্ট্রেস!

ঘরে ঢোকার আগে হ্যারি ভেবেছিলো সমস্ত ঘরটা কালো কাপড়ে মোড়া থাকবে, ডাম্বলডোরের দেহটা ঘরের এক পাশে শায়িত থাকবে। চারদিক তাকিয়ে দেখলো ঘরের কোনো কিছুই পরিবর্তিত হয়নি, যেমন ছিলো তেমনই রয়েছে। সিলভার ইনস্ট্রমেন্টটা আগের মতো ঘুরছে, স্পিন্ডিল লেগ টেবিলের ওপরে গ্রিফিন্ডরের তরোয়ালটা দেওয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে, চাঁদের আলো পড়ে সেটা চকচক করছে। সর্টিং হ্যাট ডেস্কের পেছনে একটা তাকে রয়েছে। কিন্তু ফকেসের দাঁড় শূন্য, ডাম্বলডোরের ঘরে তার করুণ সুরের গান তখনো অরণ্য থেকে ভেসে আসছে। সব পোর্ট্রেটগুলো যেমন ছিলো তেমনই

দেয়ালে টাঙানো রয়েছে, তবে নতুন একটা পোর্ট্রেট যোগ হয়েছে, ডাম্বলডোর হয়ে গেছেন হোগার্টসের অতীত হেডমাস্টার! সোনার ফ্রেমে বাঁধানো ডাম্বলডোরের পোট্রট ডেস্কের ওপর রয়েছে। তার অর্ধচন্দ্রাকৃতি চশমাটা পোর্ট্রেটে লাগানো রয়েছে। এতো প্রশান্ত মূর্তি হ্যারি আগে কখনো দেখেনি।

হ্যারি একদৃষ্টে ওর প্রিয় হেড মাস্টারের দিকে তাকিয়েছিলো। হঠাৎ ম্যাকগোনাগলের অদ্ভুত গলার শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো। হ্যারি, ম্যাকগোনাগলের মুখের দিকে তাকালো।

হ্যারি, ম্যাকগোনাগল বললেন। তুমি ও ডাম্বলডোর আজ সন্ধ্যা বেলা কোথায় গিয়েছিলে, কেনই বা সেখানে গিয়েছিলে আমাকে বলল।

বলতে পারবো না, হ্যারি বললো। ও জানতো ম্যাকগোনাগল ওই প্রশ্নটা করবেন, সেই প্রশ্নের জবাব মনে মনে তৈরি করে রেখেছিলো। আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেন সেখানে গিয়েছিলাম, ঘুনাক্ষরেও কাউকে বলবে না, এমন কি হারমিওনকেও না।

হ্যারি ব্যাপারটা খুবই প্রয়োজনীয় হতে পারে; কিন্তু তিনি চাননি কোথায় গেছি, কেন গেছি কাউকে না বলতে।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল হ্যারির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

পটার (নতুন করে হ্যারি ওর পদবী পটার শুনলো) প্রফেসর ডাম্বলডোরের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হচ্ছে তুমি অবস্থার পরিবর্তন ভালো করেই বুঝতে পারছো।

আমার কিন্তু তা মনে হয় না, হ্যারি কাঁধ ঝাঁকুনি দিলো। প্রফেসর ডাম্বলডোর আমাকে কখনই বলেননি যদি তিনি মারা যান তাহলে তার আদেশ আমি উপেক্ষা করি।

কিন্তু...।

প্রফেসর অন্তত একটা কথা আমার মনে হয় মিনিস্ট্রি এখানে আসার আগে আপনাকে জানানো দরকার, এখন রোজমার্তা ইমপেরিয়স কার্সে রয়েছে, উনি ম্যালফয় আর ডেথইটারদের অনেক সাহায্য করছিলেন, তার জন্যই নেকলেস আর বিষাক্ত মদ ভেতরে এসেছে।

কি বললে রোজমার্তা? ম্যাকগোনাগল উত্তেজিত হয়ে বললেন; কিন্তু আরো কিছু প্রশ্ন করার আগেই তার ঘরের দরজায় টোকা পড়লো, ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর

স্প্রাউট, ফ্লিটউইক আর স্লাগহর্ন। ওদের পেছনে ছিলেন হ্যাগ্রিড। তখনো তিনি ফেঁপাচ্ছেন, তার বিরাট শরীরটা তীব্রবেদনায় কাঁপছে, চোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারা বইছে। মাঝে মাঝে তার বিরাট রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন।

তাহলে স্নেইপ, স্লাগহর্ন মর্মবেদনায়ও উত্তেজনায় ফেটে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, মুখ বিবর্ণ, ঘামছেন দরদর করে। স্নেইপ! ওতো আমারই ছাত্র ছিলো, আমি তো ওকে জানি। এমন জঘন্য কাজ ও করলো!

স্লাগহর্নের কথা শুনে কেউ কিছু বলতে যাবে তখন এক জাদুকর তার শূন্য ফ্রেমে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, মিনার্ভা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মিনিস্টার আসছেন। সবেমাত্র ডিসঅ্যাপারেটেড করেছেন।

ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ইভার্ড, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল সচকিত হয়ে যে সমস্ত শিক্ষকরা ঘরে সবে মাত্র এসেছেন তাদের দিকে তাকালেন।

মন্ত্রী এখানে আসার আগে হোগার্টসে যা ঘটেছে, আপনাদের জানা দরকার, সামান্য সময়ে নীরব থেকে খুব তাড়াতাড়ি বললেন–ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি না, আগামী বছর স্কুল খোলা থাকুক। বুঝতেই পারছেন আমাদেরই এক সহকর্মীর হাতে হেডমাস্টার নিহত হয়েছেন, তা অতি সহজভাবে নেয়া যায় না। নানা ষড়যন্ত্র করে ডাম্বলডোরকে হত্যা, হোগার্টসের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় ঘটনা লেখা হয়ে থাকবে। সত্যই বীভৎস।

আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, ডাম্বলডোর মনে করতেন, স্কুল যেনো কোনো কারণেই বন্ধ না হয়, প্রফেসর স্প্রাউট বললেন। যদি একজনও ছাত্র বা ছাত্রী স্কুলে আসতে চায়, তাহলে স্কুল তার জন্য অবশ্যই খোলা থাকা উচিত।

কিন্তু এই মর্মান্তিক ঘটনার পরও কি একজন ছাত্রছাত্রী আসতে পারে? স্লাগহর্ন বললেন। কথাটা বলার পর ঘর্মাক্ত মুখ ঘর্মাক্ত ভুরু সিল্কের রুমাল দিয়ে মুছলেন। বাবা মায়েরা তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে না চাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না, আমরা এখানে অন্যান্য স্থানের চাইতে বেশি বিপদের মধ্যে রয়েছি, তাই বলে ছেলেমেয়েদের মা-বাবাকে ওই রকম কিছু চিন্তা করলে কোনো দোষ দেওয়া যাবে না। তারা ছেলেমেয়েদের তাদের কাছে রাখতে চাইবে, এটা খুবই স্বাভাবিক।

আমিও তাই মনে করি, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। তবে ডাম্বলডোর কখনো ভাবতে পারেননি এমন একটি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটতে পারে, যার জন্য হোগার্টস বন্ধ রাখার প্রয়োজন হতে পারে। যখন চেম্বার অফ সিক্রেটস খোলা হয়েছিলো তখন তিনি স্কুল বন্ধ করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু আমি অবশ্যই বলতে চাই ডাম্বলডোরের হত্যা আমার কাছে খুবই উদ্বেগজনক, স্নিদারিন দানবকে দৃষ্টি এড়িয়ে ক্যাসেলে থাকতে দেয়ার কথা ভাবা আমার কাছে আরো বেশি উদ্বেগের ব্যাপার।

আমাদের অবশ্য গভর্নরদের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করা দরকার, প্রফেসর ফ্লিটউইক তার খোনা খোনা গলায় বললেন। ফ্লিটউইক এর কপাল সামান্য কেটে গেছে হঠাৎ খবরটা শুনে স্নেইপের অফিসে পড়ে যাওয়াতে। আমরা অবশ্যই অনুমোদিত কার্যপ্রণালী মেনে চলবো, তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া উপযুক্ত হবে না।

হ্যাগ্রিড আপনি চুপ করে আছেন কেন? আপনি কিছু বলুন, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। হোগার্টস খোলা থাকবে কি থাকবে না সে সম্বন্ধে আপনার মতামত বলুন?

কথাটা শুনে হ্যাগ্রিড় তার ফোলা মুখ তুলে রুমালে মুখ মুছে ভাঙ্গা গলায় বললেন, আমি কিছু বলতে পারছিনে প্রফেসর, হাউজ হেডরা, আর হেডমিস্ট্রেস, যে সিদ্ধান্ত নেবে তাই মানতে হবে।

প্রফেসর ডাম্বলডোর সব সময়ে আপনার মতামত খুবই মূল্যবান মনে করতেন, প্রফেসর ম্যাগগোনাগল শান্তভাবে বললেন। সেক্ষেত্রে আমিও মানবো।

আমি কোথাও যাবো না, হোগার্টস আমার ঘর, আমার বাড়ি, তের বছর বয়স থেকে এখানে রয়েছি, এখানের ছেলেমেয়েরা আমার প্রাণ। যারা আমাকে চাইবে তাদের আমি পড়াবো, তবে আজ আমি ডাম্বলডোর ছাড়া হোগার্টসের কথা ভাবতে পারছি না, হ্যাগ্রিড হাপুস নয়নে ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে বললেন।

সকলেই হ্যাগ্রিডের কথা শুনে চুপ করে রইলেন।

খুব ভালো কথা, তাহলে আমরা ফ্লিটউইকের কথামতো গভর্নরের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেবো, কথাটি বলে ম্যাকগোনাগল খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন, দেখলেন মিনিস্টার পৌঁছেছেন কি না। তাহলে আপাতত স্কুলের ছেলেমেয়েদের তাদের বাড়ি পাঠানোর জন্য হোগার্টস এক্সপ্রেসের ব্যবস্থা করতে হবে যদি প্রয়োজন হয় আগামী কালই।

হ্যারি বললো, আমরা সবাই যে যার বাড়ি ফিরে গেলে ডাম্বলডোরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শবানগমনের কি হবে?

আমি জানি, ডাম্বলডোরের শেষ ইচ্ছা ছিলো তাকে যেনো এখানে হোগার্টসে সমাহিত করা হয়–ম্যাকগোনাগল কাঁপা কাঁপা গলায় তার গাম্ভীর্য ভঙ্গ করে বললেন।

তাহলে তাই হবে, হ্যারি জোর দিয়ে বললো।

হ্যাঁ, অবশ্যই, যদি মিনিস্ট্রি উপযুক্ত মনে করে, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আজ পর্যন্ত কোনো হেডমাস্টার বা হেডমিস্ট্রেসকে এখানে সমাহিত করা হয়নি।

কিন্তু তার মতো তো কোনো হেডমাস্টার, হেডমিস্ট্রেস স্কুলের জন্য প্রাণ দেননি, হ্যারি ক্ষোভের সঙ্গে বললো।

প্রফেসর ফ্লিটউইক দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ হোগার্টসে তাকে সমাহিত করা হবে।

কোনো তর্ক নয়, প্রফেসর স্প্রাউট বললেন।

তাই যদি হয়, হ্যারি বললো, শেষকৃত্য না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কারও বাড়ি ফেরা উচিত হবে না, কেউ কেউ হয়তো তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কিছু বলতে চাইবে।

হ্যারি বাকি কথাটা বলতে পারলো না, গলায় আটকে গেলো।

খুব সুন্দর বলেছে হ্যারি, ফ্লিটউইক বললেন। অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবে, খুবই সম্মানজনকভাবে, কাজ সুসম্পন্ন হবার পর স্পেশাল ট্রেনে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা যাবে।

আমি পূর্ণ সমর্থন করছি, প্রফেসর স্প্রাউট জোর দিয়ে বললেন।

আমি মনে করি... হা..., স্লাগহর্ন একটু উত্তেজিত হয়ে কথাটা শেষ করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই হ্যারি এক রকম ধরা ধরা গলায় সমর্থন করলো। হ্যাগ্রিড কেঁদেই চললেন। কান্নার ভেতরেই তার সম্মতি জানালেন।

ওই আসছেন, ম্যাকগোনাগল বাইরে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, মনে হয় ডেলিগেসন নিয়ে আসছেন।

এবার কি আমি যেতে পারি, প্রফেসর? হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বললো।

রুফাস স্ক্রিমগৌরকে দেখার বা তার জেরার সামনে দাঁড়াবার কোনো প্রবৃত্তি হ্যারির নেই।

হ্যাঁ, তুমি যেতে পারো, তাড়াতাড়ি, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। তারপর ঘরের দরজাটা খুলে দিলেন। হ্যারি স্পাইরেল সিঁড়ি দিয়ে নেমে জনশূন্য করিডর দিয়ে চললো। এস্ট্রোনমি টাওয়ারে ও অদৃশ্য হবার ক্লোকটা ফেলে এসেছে সেটা নিতে হবে। অদৃশ্য ক্লোকটা নেই তাতে কিছু আসে যায় না। শূন্য করিডরে কেউ তাকে দেখতে পাবে, ফিলচ, মিসেস নরিস, পিভস কাউকে সে দেখতে পেলো না। গ্রিফিডর কমনরুমে ঢোকা পর্যন্ত ও একটিও জীবন্ত প্রাণী দেখতে পেলো না।

পোর্ট্রেটের সামনে দাঁড়াতেই ফ্যাট লেডি বললো, সত্যি, সত্যি, হ্যারি? ডাম্বলডোর, ডাম্বলডোর আর আমাদের মধ্যে নেই? মারা গেছেন?

হ্যাঁ, হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বললো।

হ্যারির কথা শুনে ফ্যাট লেডি আঁতকে উঠলেন, কোনো পাসওয়ার্ড ছাড়াই ওকে ঘরে ঢুকতে দিলেন।

হ্যারি কমন রুমে ঢুকে দেখলো তিল ধারণের স্থান নেই। ওকে দেখে ঘরের সকলে চুপ হয়ে গেলো। ডিন আর সিমাসকে খুব কাছেই বসে থাকতে দেখলো। তার মানে ডরমেটরিতে কেউ নেই। সকলেই এখানে চলে এসেছে। হ্যারি কারও দিকে না তাকিয়ে, কারও সঙ্গে একটি কথা না বলে ছেলেদের ডরমেটরিতে সোজা চলে গেলো।

ঘরে যেয়ে দেখলো রন জামা কাপড় পরে নিজের বিছানায় বসে রয়েছে। হ্যারি ওর খাটে বসে রনের মুখের দিকে তাকালো। কারও মুখে একটি কথাও নেই।

ওখানে সকলে বলছিলেন স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে, হ্যারি অনেকটা পরে রনকে বললো।

লুপিনও তাই বলছিলেন, রন বললো। তারপর দুজনই নীরব।

হলে? রন এতো আস্তে কথাটা বললো যাতে ঘরের ফার্নিচারগুলো ওর কথা যেনো শুনতে না পায়। তুমি... তুমি তাহলে কিছু পেয়েছো?

কী? একটা... একটা... হরক্রাকস?

হ্যারি শুধু মাথাটা নাড়লো। ওর চোখের সামনে ফুটে উঠলো ভয়ার্ত স্বপ্নের মতো টলটলে কালো জলের হ্রদ, ছোট দ্বীপ আর আকাশচুম্বি কালোপাহাড়। হ্যাঁ কয়েক ঘণ্টা আগেই তো ও ডাম্বলডোরের সঙ্গে থেকেছে, তাই না?

রন হ্যারির মুখ দেখে বুঝতে পারলো বস্তুটি পায়নি। ওখানে ওটা ছিলো না?

না, হ্যারি বললো। মনে হয় আমরা ওখানে পৌঁছোবার আগে সেটা কেউ নিয়ে গেছে, তারপর নকল কিছু একটা রেখে গেছে।

তোমাদের যাবার আগেই নিয়ে গেছে?

কোনো কথা না বলে হ্যারি পকেট থেকে নকল নেকলেসটা রনের সামনে ধরলো, তারপর সেটা রনের হাতে দিলো। আজ রাতে নয়, বলার এখনো অনেক সময় আছে। শেষটুকু বলার অপেক্ষা মাত্র। দিকভ্রষ্ট ব্যর্থ অভিযানের কাহিনী, ডাম্বলডোরের জীবনাবসান তারই বেদনা ভরা কাহিনী। কি লাভ এতো তাড়াতাড়ি শুনিয়ে।

RAB, রন ফিসফিস করে পার্চমেন্টটা দেখতে দেখতে বললো। কিন্তু RAB কে?

জানি না, হ্যারি বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে উপরে তাকিয়ে বললো। ওর মনে এখন RAB সম্বন্ধে কোনো কৌতুহল নেই, আর কখনো RAB সম্বন্ধে কৌতুহলী হবে না এই রকমই মনে হলো ওর। শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হলো বাইরের মাঠটা নীরব কেন? ফকে আর করুণ সুরে গান গাইছে না কেন?

ও জানে, ভালো করেই জানে ফকেস আর গান শোনাবে না। ও হোগার্টস ছেড়ে চিরকালের মতো চলে গেছে, ঠিক ওর প্রিয় হেডমাস্টার ডাম্বলডোরের মতো। তিনি শুধু স্কুল নয় পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, হ্যারিকে ছেড়েও।

দ্য হোয়াইট টম্ব

স্কুলের সব পড়াশুনো বন্ধ, পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গেলো। কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী দুএকদিন পরে তাড়াহুড়ো করে তাদের বাবা-মায়ের কাছে চলে গেলো। ডাম্বলডোর মারা যাবার পরের দিন ব্রেকফাস্টের আগে জমজ বোনেরা হোগার্টস থেকে চলে গেলো। জ্যাকেরিয়া স্মিথকে ওর বাবা সিমাস ফিনিগেন এসে হোগার্টস থেকে নিয়ে গেলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে জাদুকর-জাদুকরী ডাম্বলডোরের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দেবার জন্য হসমিডে ভিড় করতে লাগলো। হগসমিডে থাকার জায়গা নেই বললেই চলে।

অল্প বয়সী ছাত্রছাত্রীরা বিরাট একটা বাড়ির মতো নীল রঙের ক্যারেজ বারোটা ডানাওয়ালা ঘোড়া (হালকা সোনালী চামড়া আর সাদা পুচ্ছ ও কেশর) আকাশে উড়তে উড়তে বিকেলের দিকে স্কুলের কাছে অরণ্যের প্রান্তে নামতে দেখে দারুণ উত্তেজিত হয়ে গেলো। আগে ওরা কখনো উড়ন্ত ক্যারেজ দেখেনি।

হ্যারি ওর ঘরের জানালা দিয়ে সেই ক্যারেজ থেকে অতি সুশ্রী লম্বা চওড়া মহিলাকে নামতে দেখলো। মহিলার গায়ের রং অলিভের মতো, মাথার চুল কালো সিল্কের মতো। ক্যারেজ থেকে নেমেই হ্যাগ্রিডের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তাছাড়া অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিতে এসেছেন ম্যাজিক মন্ত্রী, তার দপ্তরের জাদরেল আধিকারিকরা। ক্যাসেলে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

হ্যারি ইচ্ছে করেই যারা এসেছেন তাদের এড়িয়ে চললো। বারবার একই প্রশ্ন, ডাম্বলডোর হোগার্টস থেকে কেন গিয়েছিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন শুনতে শুনতে ওর বিরক্তি ধরে গেছে।

হ্যারি-রন-হারমিওন আর জিনি এক সঙ্গে গল্প-স্বল্প করে সময় কাটায়, সুন্দর আবহাওয়া হ্যারির মনে আনন্দ আনে না। ডাম্বলডোরের মৃত্যু ওর সব আনন্দ যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। অথচ এই সুন্দর আবহাওয়ার জন্য প্রতিটি বছর ও উন্মুখ হয়ে থাকতো, পরীক্ষা শেষে সকলে মিলে আনন্দে দিন কাটাতো। ওর কোনো কিছুই ভাল লাগছে না।

ওরা রোজই দুবার করে হাসপাতালে গিয়ে আহতদের দেখে আসে। নেভিল ছাড়া পেয়ে গেছে, বিল মাদাম পমফ্রের চিকিৎসায় হাসপাতালে রয়েছে। ওর কাটা ছেঁড়া মুখের ঘা এখনো সারেনি। ও দেখতে অনেকটা ম্যড আই মুডির মতো হয়ে গেছে। এমনিতে ওর হাবভাব বিশেষ বদলায়নি তবে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু অন্যরকম, হঠাৎ মাংসের টুকরো খেতে ভাল লাগছে ওর। ফ্লেউরও খুব খুশি। বলছে আমার খুব ভাগ্য ভালো, বিল আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। হারমিওন ইভনিং প্রফেটের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললো, না, স্নেইপকে ধরার প্রচুর চেষ্টা চলছে, কিন্তু কোথায় সে আত্মগোপন করে রয়েছে, কে জানে।

হ্যারি স্নেইপের নাম শুনলেই চাপা ক্রোধে জ্বলে ওঠে। হারমিওনের হাতে ইভনিং প্রফেট দেখে বললো, ভোল্ডেমর্টকে না ধরতে পারলে স্নেইপকে ধরতে পারা অসম্ভব ব্যাপার। ওরা এতদিনেও ভোল্ডেমর্টকে ধরতে পারেনি।

আমাকে ঘুমাতে যেতে হবে, ঢুলু ঢুলু চোখে জিনি বললো, সে ঘটনার সময় থেকে আমার তো তেমন ঘুম হয়নি। সে ঘুমাতে যাওয়ার আগে হ্যারিকে চুমু খেল, অন্য দুজনকে হাত নেড়ে বিদায় নিল। যে মুহূর্তে জিনি চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ হলো, হারমিওন এগিয়ে এসে হ্যারির দিকে ঝুকলো, এখন তার চেহারায় আগের হারমিওনের ছাপ।

হ্যারি, জানো আজ সকালে আমি লাইব্রেরিতে অদ্ভুত একটা জিনিস পেয়েছি। RAB? হ্যারি সোজা হয়ে বসে বললো।

হ্যারির মনে এখন একই ভাবনা, হরক্রাকসের সত্যতা জানতে হবে। ডাম্বলডোরের অর্ধসমাপ্ত কাজ ওকে একাই করতে হবে। সেই পথ সোজা নয়, অতি দুর্গম পথ।

এখনো চারটে হরক্রাকস ধ্বংস করতে হবে, প্রত্যেকটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করতে হবে। তাহলেই মৃত্যু হবে ভোল্টেমর্টের। ও মনে মনে নামগুলো আওড়াতে থাকে, যেন সেগুলো ওর হাতের কাছেই রয়েছে, শুধু হাত বাড়িয়ে ধরার অপেক্ষা। লকেট, কাপ, সাপ, গ্রিফিন্ডর অথবা র‍্যাভেনকুর কিছুর মধ্যে, লকেট, কাপ... সাপ... গ্রিফিন্ডর অথবা র‍্যাভেন ক্লু।

ভাবতে ভাবতে ও ঘুমিয়ে পড়ে, স্বপ্ন দেখে কাপ, লকেট আর কিছু রহস্যময় জিনিসের, যে গুলো ওর নাগালের বাইরে। ডাম্বলডোর ওকে সাহায্যের জন্য একটা দড়ির মই ছুঁড়ে দিচ্ছেন, সেই দড়ির সিঁড়িতে পা রাখলেই সেটা হয়ে যাচ্ছে একটা বিরাট সাপ!

হারমিওনকে ও লকেটের মধ্যে রাখা পার্চমেন্টটা দেখিয়েছিলো।

কি পেয়েছো?

চেষ্টা করছি হ্যারি, RAB সম্বন্ধে জানতো কয়েকজন নামকরা জাদুকর, তাদের পদবী রোসালিন্ড, অ্যান্টিগোন, বাংগস। রুপার্ট একসেবেদার, বুকস্ট্যানটন, না ঠিক নয়। যে হরক্রাকস চুরি করেছে ভোল্ডেমর্ট তার নাম জানে। কিন্তু মনে হয় বাংগস অথবা একসিবেঙ্গার নয়। স্নেইপও হতে পারে।

হারমিওন একটু নার্ভাস হয়ে গেলো নামটা বলে। ওর নাম কেন? হ্যারি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললো।

ওয়েল, আমার মনে হয় হাফ-ব্লাড-প্রিন্সের কাজ-কর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছি, হারমিওন তার ধারণা হিসেবে কথাটা বললো।

তুমি কি অসাফল্য বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছো, হারমিওন? তুমি কি বুঝতে পারছো না আমার মনের অবস্থা?

আরে না না হ্যারি, আমি সেই রকম কিছু মনে করে বলিনি!

হারমিওন একটুও দেরি না করে বললো। কেউ ওদের কথা শুনছে কি না দেখে নিলো। বলছিলাম, আমি নিশ্চিত এলিন প্রিন্স এক সময়ে বইটার মালিক ছিলো, তুমি তো জানেনা, ও স্নেইপের মা ছিলেন।

আমার মনে হয় এই ব্যাপারে তার কোনো কিছু বলার নেই, রন বললো। ওর কথা হারমিওন পাত্তা দিলো না।

পুরনো সব প্রফেটের পাতা উল্টাচ্ছিলাম, ছোট একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে, এলিন প্রিন্সের সঙ্গে টোরিয়াস স্নেইপের বিয়ের অ্যানাউন্সমেন্ট, পরে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট, ওদের একটা বাচ্চা হয়েছে।

খুনি, হ্যারি খ্যাঁক করে থুথু ফেললো।

ও হ্যাঁ, ঠিকই, হারমিওন বললো। আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, স্নেইপ নিজেকে হাফ-অ্যা প্রিন্স বলতে গর্বিত হতো, তাই না? প্রফেট লিখছে টোরিয়াস স্নেইপ একজন মাগল ছিলেন।

যথার্থ বলেছো, হ্যারি বললো। ওর পারিবারিক চরিত্র ভোল্টেমর্টের মতো, দরকার মতো তিনি পিওর ব্লাড–যাতে লুসিয়াস ম্যালফয়কে হাত করা যায়, পিওর রাড মায়ের দিক, বাবা মাগল পরিবারের, জন্মসূত্র সম্বন্ধে প্রয়োজনে লজ্জিত, ডার্ক আর্টস ব্যবহার করে

ভীতি প্রদর্শন, নিজের নতুন নামকরণ–লর্ড ভোল্ডেমর্ট–দ্য হাফ ব্লড প্রিন্স, ডাম্বলডোর কেমন করে ওকে...?

ও চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালা দিয়ে বাইরের মাঠও অরণ্যের দিকে তাকিয়ে স্নেইপের প্রতি ডাম্বলডোরের অগাধ বিশ্বাসের কারণ খুঁজতে লাগলো। কিন্তু এই মাত্র কথায় কথায় মনে করিয়ে দিয়েছে। একই তাদের ভাবনা, সেই বইতে মাঝে মাঝে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা স্পেল, যে চালাক ছেলেটা ওকে এতো সাহায্য করছে তার সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে চায় না।

ওকে সাহায্য করেছে, মনে হয় অযৌক্তিক, অসঙ্গত চিন্তা, এখন।

আমি বুঝতে পারছি কেন তুমি বইটি ব্যবহার করার জন্য বিরূপ নও, রন বললো। তুমি কোথা থেকে স্পেলগুলো পাচ্ছো তা নিশ্চয়ই তার অজানা ছিলো না।

তিনি জানতেন, হ্যারি তিক্ত স্বরে বললো, আমি সেকটামসে ব্যবহারের পর না জানার তো কোনো কারণ ছিলো না। তার অনুসন্ধানের তো কোনো প্রয়োজন ছিলো না, স্লাগহর্নের কাছ থেকে আগেই সব শুনেছিলেন আমি পোশান তৈরির ব্যাপারে কতোটা পারদর্শী। তিনিইতো কাবার্ডে তার পুরনো বই রেখে দিয়েছেলেন।

কিন্তু তোমাকে এই বইয়ের বিষয়ে বিপদ ফেলেননি কেন?

তিনি খুব সম্ভবত ওই বইটা সম্বন্ধে নিজেকে কোনো রকমভাবে জড়াতে চাননি, হারমিওন বললো। হয়তো জানতে পারলে ডাম্বলডোর খুব একটা খুশি হতেন না। আবার যদি বলতেন হাতের লেখাটা তার নয়, তাহলেও হাতের লেখাটা যে তার স্লাগহর্ন ধরতে পারতেন। সে যাই হোক বইটা স্নেইপের পুরনো ক্লাশরুমে ফেলে রাখা হয়েছিলল, এবং আমি বাজি ধরতে পারি ডাম্বলডোর জানতেন ওর মাকে প্রিন্স বলে সকলে ডাকতো।

বইটা আমার ডাম্বলডোরকে দেখানো উচিত ছিলো, হ্যারি বললো। ভোল্ডেমর্ট যে কতটা অশুভ সব সময়ে তিনি আমাকে বলতেন–যখন ও স্কুলে পড়াশুনো করতো তখন থেকেই স্নেইপও যে একই পথের পথিক ছিলো তারও আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ ছিল।

অশুভ, কথাটা সত্যি মারাত্মক, হারমিওন খুব আস্তে বললো।

একমাত্র তুমিই তো আমাকে বলতে যে বইটা সর্বনেশে!

হ্যারি, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি নিজের ওপর অনেক দোষ চাপিয়ে চলেছে, আমি ভাবি প্রিন্সের খুব একটা নোংরা রসিকতা বোধ আছে, তবে আমি কখনো মনে করি না ও একজন শক্তিশালী খুনি।

দুজনকেই নীরবতায় আচ্ছন্ন করেছিলো। দুজনেই আপন আপন চিন্তাসাগরে ডুবে রইলো। তবে হ্যারি ভাবে আগামীকাল সকালে ডাম্বলডোরের পার্থিব শরীর চিরকালের জন্য শায়িত করা হবে ওরই মতো, নিশ্চই সেই এক কথাই ভাবছে।

এর আগে হ্যারি কোনো শবযাত্রায় অংশগ্রহণ করেনি, সিরিয়স মারা যাবার পর একজনও ছিলো না যে তার মৃতদেহকে কবর দেবে। ও ঠিক বুঝতে পারছে না আগামীকাল ডাম্বলডোরের শেষ কৃত্যের সময় বা সমাপন হবার পর ওর মনের অবস্থা কি হবে। ও ভাবলো শেষকৃত্যের পর কি ডাম্বলডোরের মৃত্যুটা তার কাছে প্রকৃত সত্য হয়ে সামনে দাঁড়াবে। আরো একটা কথা ভেবে ওর আশ্চর্য লাগছে, সবাই এতো নীরব কেন? ক্যাসেলে কারও মুখে একটা শব্দ বার হচ্ছে না কেন। ও বিশ্বাস করতে পারছে না ওর প্রিয় হেডমাস্টার ডাম্বলডোর আর কখনো কোনোদিন ওর সামনে এসে দাঁড়াবেন না, হ্যারি বলে সম্বোধন করবেন না। সিরিয়াসের ক্ষেত্রে যেমন কোনো একটা উপায়ে ফিরে আসুন এমন কথা ভেবেছিলো, ঠিক তেমনই ডাম্বলডোর সম্বন্ধে ভাবতে লাগলো। ও পকেটে হাত ঢোকাল। নকল হরক্রাকসের ঠান্ডা স্পর্শ পেলো। ওটা পকেটে নিয়ে হ্যারি সর্বদা ঘুরছে, মন্ত্রপুত রক্ষা কবচের মতো নয়, একটা স্মৃতি নিয়ে ঘুরছে।

হ্যারি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠলো জিনিসপত্র গোছ-গাছ করার জন্য। পরের দিন ভোরবেলা ডাম্বলডোরের শেষকৃত্য সমাপন হবার ঘণ্টা খানেক পরই হোগার্টস এক্সপ্রেসে চেপে লন্ডনে ফিরতে হবে।

নিচতলায় গিয়ে গ্রেট হলে ঢুকে দেখলো গ্রেট হলের মেজাজ কোমলীকৃত নীরবতায় আচ্ছন্ন। সকলেই কালো আলখেল্লা পরেছে, মুখ দেখে মনে হয় না কারও ক্ষিধে পেয়েছে! স্টাফ টেবিলের মাঝখানে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল সিংহাসনের মতো ডাম্বলডোরের চেয়ারটা রেখেছেন, সেই চেয়ার শূন্য। হ্যাগ্রিডের চেয়ারও শূন্য। হ্যারির মনে হলো হ্যাগ্রিড ব্রেকফাস্টে অংশগ্রহণ করবেন না বলেই গ্রেট হলে আসেননি। স্নেইপের চেয়ার অলংকৃত করে গম্ভীর মুখে বসে রয়েছেন রুফাস স্ক্রিমগৌর। হ্যারি হলের চারদিক দেখতে দেখতে ইচ্ছে করেই ক্রিমগৌরের। হলুদ বর্ণের চোখের দিকে তাকালো না। ওর মনে হয় সেই চোখ জোড়া যেন। ওকে

খুঁজে বেড়াচ্ছে। ক্রিমগৌরের সঙ্গে যারা ডাম্বলডোরের ফিউনারেলে অংশগ্রহণ করতে এসেছেন তার মধ্যে পার্সি উইসলিকে দেখতে পেলো হ্যারি। ওর মাথার চুল লাল আর চোখে শিং-এর তৈরি রিম-এর চশমা। রন এমন কোনো ভাব দেখালো না যে ও পার্সিকে চেনে।

ও দেখলো অদূরে স্লিদারিনদের টেবিলে পাশাপাশি বসে রয়েছে গোয়েলে আর ক্রাবে। ওদের নায়ক ড্রেকো ম্যালফয় নেই। হ্যারির এখন চরম ক্ষোভ স্নেইপের বিরুদ্ধে। ম্যালফয় সম্বন্ধে চিন্তা করে হ্যারি সময় ব্যয় করতে চায় না। তাহলেও টাওয়ারের উপরে ম্যালয়ের ভয়মিশ্রিত কণ্ঠস্বর আর ডেথইটারদের আসতে দেখে দণ্ড নামিয়ে রাখার দৃশ্যও ভোলেনি। হ্যারি কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছে না ম্যালফয় ডাম্বলডোরকে সত্যই খুন করতে পারতো, সবকিছু মিলিয়ে ওর প্রতি ঘৃণামিশ্রিত করুণা ছাড়া আর কিছু মনের

মধ্যে এলো না। ম্যালফয় এখন কোথায় আত্মগোপন করে রয়েছে? ভোল্ডেমর্ট কি ওকে অনবরত শাস্তি দিচ্ছেন? ওকে আর ওর মা-বাবাকে হত্যা করার ধমক দিয়ে চলেছেন?

জিনির কনুইয়ের খোঁচায় হ্যারির সম্বিৎ ফিরে এলো। দেখলো প্রফেসর ম্যাকগোনাগল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। হলের গুঞ্জন হঠাৎ থেমে গেলো।

হাতে আর সময় নেই, ম্যাকগোনাগল বললেন। ছাত্রছাত্রীরা তোমরা সকলে যে যার হাউজ হেডের পেছনে লাইন করে দাঁড়াও। গ্রিফিররা আমার সঙ্গে দাঁড়াও।

হ্যারি দেখলোস্লাগহর্ন স্লিদারিনদের লাইনে হেড হয়ে দাঁড়ালেন। গায়ে গাঢ় পান্না সবুজ রং এর ঝাঁকানো আলখেল্লা, তার মধ্যে রূপোর সুতো দিয়ে কারুকার্য করা। এর আগে হেড অফ দ্য হাফল পা প্রফেসর স্প্রাউটকে ঝকঝকে পোষাকে দেখেনি। তার টুপিতে একটিও প্যাচা নেই। মাদাম পিনসে ফিলচের পাশে পাশে চললেন। তার গায়ে মোটা কালো রং-এর ভেলভেটের আলখেল্লা, সেটা এতো লম্বা যে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে।

ওরা সবাই দল বেধে লেকের দিকে চললো। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে দরজার গোড়াতে দাঁড়াতেই হ্যারির চোখে পড়লো রৌদ্রউজ্জ্বল সকাল। প্রখর সূর্যের কিরণ সকলের মুখে গায়ে পড়ছে। সামনেই মাঠেতে সাজানো রয়েছে দুটো সারি চেয়ার। দুই সারির মাঝে আইল। সবশেষে একটা মার্বল পাথরের টেবিল সারিবদ্ধ চেয়ারের মুখোমুখি রয়েছে। হ্যারির মনে হয় গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে যেন সুন্দর একটি দিন।

চেয়ারে বসে রয়েছেন অনেক মানুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতি। কারও ফ্যাশন দোরস্ত বেশভুষা, কারও বা জীর্ণ। বেশিরভাগ লোকদের হ্যারি চিনতে না পারলেও কয়েকজনকে চিনতে পারলো। তাদের মধ্যে রয়েছেন অর্ডার অফ ফিনিক্সের সভ্যরা; কিংগে শ্যাকেবোল্ট, ম্যাড-আই মুডি, টোংকস–তার চুলগুলো নতুন করে করা গোলাপী রং-এর এবং রেমাস লুপিন মনে হয় টোংকসের হাত ধরে রয়েছেন, মি, আর মিসেস উইসলি, বিলকে ধরে রয়েছে ফ্লেউর, ওদের পাশেই রয়েছে ফ্রেড আর জর্জ। ওরা দুজনেই পরেছে কালো ড্রাগন স্কিনের জ্যাকেট। অদূরে মাদাম মাকসিমকে দেখতে পেলো। তিনি বলতে গেলে আড়াইটে চেয়ার অধিকার করে বসেছেন। আরো রয়েছেন লিকি কলড্রনের মালিক টম অ্যারাবেলা ফিগ (হ্যারির)। জ্যাস গায়িকা যাদুকর গ্রুপের দুই বোন, এরনি প্রাংগ, নাইট বাসের চালক, মাদাম মালকিন (ডিয়াগন এ্যালির রোব শপের মালিক), কিছু মানুষ যাদের নাম জানে না অথচ চেনে–যেমন হগসহেড পানশালার মালিক, এক জাদুকরী হোগার্টস এক্সপ্রেসের ট্রলি ঠেলে। ক্যাসেলের ঘোস্টরাও বাদ যায়নি, উজ্জ্বল সূর্য কিরণে তাদের প্রায় অস্পষ্ট দেখাচ্ছে, নড়লে চড়লে ওদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। হাওয়াতে ওরা যেনো ভেসে বেড়াচ্ছে।

লেকের ধারে চেয়ারের শেষ প্রান্তে বসেছে রন, জিনি, হারমিওন আর হ্যারি। লোকেরা ফিসফাস করে কথা বলে চলেছে পরস্পরের সঙ্গে, কথাগুলো মনে হয় ঘাসের ওপর বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দের মতো। অনেক দূরে অরণ্যের মধ্যে পাখিরা তাদের গান গেয়ে চলেছে বেশ জোরে জোরে। ক্রমশ ভিড় বেড়ে চললো, তার এসেছে হোগার্টসের প্রিয় হেড মাস্টারের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। হঠাৎ হ্যারির চোখে পড়লো লুনা

নেভিলকে একটা সিটে বসিয়ে দিচ্ছে। যে রাতে ডাম্বলডোর মারা গেছেন, হারমিওন সব ডিএ সভ্যদের জানিয়ে দিয়েছে। ওদের আশা আবার হয়তো ডিফেন্স এগেন্সট (ডিএ) ডার্ক আর্টসের প্রশিক্ষণ যথারীতি চলবে।

ওদের পাশ দিয়ে সামনের সিটের দিকে কর্নেলিয়স ফাজ এগিয়ে গেলেন, তার মুখ বেদনায় মুহ্যমান মাথার হ্যাটটা যথারীতি ঘূর্ণির মতো পাক খাচ্ছে। তারপরে হ্যারির চোখে পড়লো রিটা স্কীটারের ওপর, ও শ্যেন পাখির মতো লম্বালম্বা লাল নখওয়ালা হাতে একটা নোটবুকে চেপে ধরে বসে রয়েছে। হ্যারির ওকে দেখে মেজাজ বেখাপ্পা হয়ে গেলো। তারপর আরো বেশি রেগে গেলো ডলারেস আমব্রিজকে বসে থাকতে দেখে। ওর ব্যাঙের মতো ফোলা ফোলা মুখ নির্বিকার। সেনট্যার ফিরেঞ্জকে জলের ধারে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো হ্যারি। তারপরই অদূরে হন্তদন্ত হয়ে একটা সিটের কাছে এগিয়ে গেলেন।

সবার শেষে বসেছে স্কুলের কর্মীরা। হ্যারির চোখ পড়লো ক্রিমগৌরের দিকে, প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের পাশে মানী লোকের মতো বসে রয়েছেন সামনের সারিতে। হ্যারির মনে হলো স্ক্রিমগৌর বা তার অফিসের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ডাম্বলডোরের মৃত্যুতে আদপেই দুঃখিত হননি। তারপরই ওর কানে এলো অদ্ভুত সুর আর সঙ্গীত। মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিরা বিরক্ত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে লেকের জলের দিকে তাকালো। ওরা বুঝতে পারছে না লেকের জলের ভেতর থেকে অদ্ভুত সুরে কারা গান গাইছে। গানের মানে তারা কেন, কেউ বুঝতে পারছে না। মনে হয় সকলেই ভয় পেয়ে গেছে।

জিনি হ্যারির কানের কাছে মুখ এনে বললো, ওরা এসেছে। হ্যারি মারপিপলদের সূর্যালোকিত পরিষ্কার সবুজ জলের উপরিভাগের মাত্র ইঞ্চিখানেক তলায় ইনফেরিদের মতো ভেসে ভেসে গান গেয়ে চলতে দেখলো। অদ্ভুত তাদের ভাষা, অদ্ভুত গানের সুর। একমাত্র ডাম্বলডোর জানতেন তাদের ভাষা। বছর দুই আগে হ্যারি ডাম্বলডোরকে মারপিপলদের প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিলো। ওরা বেদনামিশ্রিত কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে জলের তলায় চলে গেলো। হ্যারি সবুজ জলের দিকে তাকিয়ে রইলো। অতীতের কথা মনে পড়ে গেলো। জিনি আবার ওকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে সামনে তাকাতে বললো।

হ্যারি দেখলো হ্যাগ্রিড আইল ধরে ধীর পদক্ষেপে চলেছেন সেই শ্বেতপাথরের টেবিলের দিকে। হ্যাগ্রিড তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। চোখের জলে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। দুহাতে নিয়ে চলেছেন সোনার তারা খচিত লাল ভেলভেটে আবৃত ডাম্বলডোরের মরদেহ। সেই দৃশ্য দেখে হ্যারির সমস্ত শরীর বেদনায় কেঁপে উঠলো। হ্যারি, রন, হারমিওন ও জিনি কাঁদছে। জিনি আর হারমিওনের কোলের ওপর তাদের অশ্রু টপ টপ করে পড়ে কাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছে।

ওরা ঝাপসা চোখে দেখতে পাচ্ছে না অদুরে শ্বেত পাথরের টেবিলে কি সব হচ্ছে। হ্যাগ্রিড ডাম্বলডোরের প্রাণহীন দেহ সযত্নে টেবিলের ওপর শায়িত করলেন, তারপর রুমালে মুখ মুছে মুহূর্তে আইল দিয়ে ফিরে আসতে লাগলেন। হ্যাগ্রিড ধীরে ধীরে ওর সৎ ভাই এর পাশে বসলেন। হ্যারি দেখলো পর্বতপ্রমাণ লম্বা চওড়া গ্রপ দাদার মাথায়

হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে। ওর বিরাট হাতের ভারে হ্যাগ্রিডের চেয়ারের চার পায়া নরম মাটিতে দেবে গেলো।

বেঁটে খাটো কদম ছটওয়ালা অতি সাধারণ আলখেল্লা পরা একজন লোক তার চেয়ার ছেড়ে উঠে আইলপথ দিয়ে শ্বেত পাথরের ওপর শায়িত ডাম্বলডোরের সামনে দাঁড়ালেন। হ্যারি ভালো করে শুনতে পেলো না বেঁটে খাটো লোকটি কি বলছে। তবে মাঝে মাঝে কানে আসতে লাগলো মহান আত্মার অধিকারী, মহান হৃদয় কথাগুলো হ্যারির কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না। ডাম্বলডোর কি ছিলেন তা অন্যের মুখ থেকে স্তুতি শুনতে রাজি নয় হ্যারি। তবে মনে পড়ে গেলো মাঝে মাঝে ডাম্বলডোর বলতেন সাধারণ লোক, বড় জিনিসের ক্ষুদ্র অংশ, অযথা কাঁদে জোরে টানো, হাসি চেপে বলতেন, আচ্ছা বলতো লোকটির কি হয়েছে?

হ্যারি পকেটে হাত ঢোকালো। পকেটে ছিলো নকল লকেটটা। বরফের মতো ঠান্ডা লকেটটা ও মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো। ও যেনো ভাবতে পারছে না ডাম্বলডোর আর নেই, চিরকালের জন্য চলে গেছেন। খুব শক্ত করে চেপে ধরার জন্য হাতটা ব্যথা করতে লাগলো। দুচোখের অশ্রু ধারা ও রোধ করতে পারছে না। ও মুখ ঘুরিয়ে লেকের শান্ত জলের দিকে তাকালো, সবুজ অরণ্যের দিকে তাকালো, সেই কালো আলখেল্লা পরা বেঁটে খাটো লোকটা অনর্গল কি সব বলে যাচ্ছে যার একটি শব্দও হ্যারির কানে আসছে না। হঠাৎ গাছপালাগুলো নড়তে শুরু করলো, হ্যারি দেখলো সেনট্যাররা তীর-ধনুক নিয়ে সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপরই ওরা আকাশের দিকে তাকিয়ে অজস্র তীর ছুঁড়তে লাগলো। যারা শোকসভায় বসেছিলেন সেনট্যরদের তীর ছোঁড়া দেখে ভয় পেয়ে গেলেন।

সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হ্যারির মনে পড়ে গেলো ওর নিষিদ্ধ অরণ্যে যাওয়ার কথা, ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা। ডাম্বলডোর বলেছিলেন, লড়াইতে হারজিৎ আছে। আমরা বলেছিলেন, লড়াই, লড়াই করে যাবে, ভয় পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে আসবে না। অশুভকে লড়াই করে পরাস্ত করবে। তাহলেই পৃথিবী থেকে অশুভকে দমন করা যাবে তবে তারা কখনো নির্মূল হবে না।

অরণ্যের দিকে তাকিয়ে অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে অনেক কথা। যারা তাকে ভালোবাসতেন, বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করতেন তারা যেন ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন: মা-বাবা, ওর ধর্মপিতা, সবার শেষে ডাম্বলডোর। সকলেই তাকে অশুভ থেকে রক্ষা করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। সবশেষে ছিলেন ডাম্বলডোর... তিনিও চলে গেলেন। রক্ষকরা আর কেউ নেই, ওর আর ভোল্ডেমর্টের মাঝে আর কেউ দাঁড়াবে না। বার বার শিশু অবস্থা থেকেই মনে দানা বেঁধে ছিলো নিরাপদ আশ্রয়ে ও বেঁচে রয়েছে, কারও সাধ্য নেই ওকে আঘাত করে। ওর মনে হলো নিজের শক্তিতে আজ থেকে ওকে দাঁড়াতে হবে। বাস্তব, একমাত্র বাস্তব ওর সামনে রয়েছে। কোনো রক্ষক নেই, সহানুভূতি নেই, ওর জীবনের সবচেয়ে বড় রক্ষক চলে গেছেন, আজ ও একা, এই পৃথিবীতে একা।

সেই বেঁটে লোকটার বক্তৃতা শেষ হয়েছে। এবার হয়তো অন্য কেউ টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে স্তুতি শুরু করবে। এবারে হয়তো মন্ত্রী বা পরিষদরা শুরু করবেন। কিন্তু তারা যেমন বসেছিলেন তেমনই বসে রইলেন।

তারপর হ্যারির কানে এলো কিছু লোকের আতঙ্কিত স্বর। ও সামনে তাকিয়ে দেখলো শুভ্র অগ্নিশিখা ডাম্বলডোরের মরদেহ ও টেবিল থেকে বেরিয়ে আসছে। অগ্নিশিখা একটু একটু করে লেলিহান হয়ে ওপরে উঠছে, ডাম্বলডোরের দেহ আর দেখা যাচ্ছে না। সাদা ধোঁয়াতে চতুর্দিক ভরে গেলো। কুণ্ডলী পাকানো সেই ধোঁয়া নানা রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত আকার গঠন করে চলেছে। হ্যারির সেই দিকে তাকিয়ে মনে হলো ওর হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হয়ে আসছে। নীল আকাশের দিকে তাকালো, দেখলো একটা ফিনিক্স পাখি ডানা মেলে উড়ছে, গান গাইছে, তবে পাখিটা আর দুঃখের সুরে গান গাইছে না। তারপরই আগুন নিভে গেলো, ধোয়াও আর দেখা গেলো না। দেখলো সেই শ্বেতপাথরের টেবিলটা নেই, সেখানে রয়েছে নাতিদীর্ঘ একটি শ্বেতপাথরের স্মৃতিসৌধ, তার ভেতরে রয়েছে ডাম্বলডোরের প্রশান্ত দেহ। মারপিপলদের মতো অরণ্য থেকে চলে গেছে সেনট্যাররা। অরণ্য নিস্তব্ধ, লেকের সবুজ জল টলটল করছে।

হ্যারি ভেবে চলেছে ডাম্বলডোরের অসম্পূর্ণ কাজ ও একাই সম্পূর্ণ করবে। ছটি হরক্রাকসের মধ্যে দুটি ধ্বংস হয়েছে, আরো বাকি রয়েছে চারটি। কোথায় সেগুলো আছে? কাপে, লকেটে, সাপে?

ও পাশে বসে থাকা জিনি, রন, হারমিওনের মুখের দিকে তাকালো। জিনি আর কাঁদছে না। ও কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা হ্যারির দিকে অবিচলভাবে তাকালো।

জিনি শোনো, হ্যারি বললো। আমি আর তোমার সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত থাকবো না। আমাদের আর দেখা সাক্ষাৎ হবে না, আমাদের নিজের পথে চলতে হবে।

জিনি খুব বিদ্রূপ করে হেসে বললো, তোমার ওই বোকার মত মহৎ কারণে? তাই বলতে চাইছো?

হ্যাঁ তাই, একজনের জীবন থেকে অন্য জনের বিচ্ছেদের মত, তোমার সাথে শেষ কয়েক সপ্তাহ... এখন আমাকে একাই কাজটি করতে হবে।

জিনি চুপ করে রইলো।

ভোল্ডেমর্ট শত্রুর মিত্রদের ব্যাবহার করে চলেছেন। তোমাকেও একবার টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, কারণ তুমি আমার প্রিয় বন্ধুর বোন। তুমি বুঝতে পারছে না, আমার সঙ্গে তুমি জড়িত থাকলে কতোটা বিপদের সম্মুখীন হতে পারো। ও খুজে খুজে তোমাকে বের করবে, তোমার সাহায্যে আমাকে ধরার ঘৃণ্য পরিকল্পনা করে যাবে।

আমি যদি সেটা কেয়ার না করি? জিনি জোর দিয়ে বললো।

তুমি না করলেও আমি করি, তোমার মৃত্যু হলে কেমন করে আমি সহ্য করবো, আমার জন্য হয়তো তোমাকে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না।

জিনি হ্যারির দিকে না তাকিয়ে লেকের দিকে তাকিয়ে রইলো, আমি কখনো আমার জীবন থেকে তোমাকে ভিন্ন করে দেখিনি। জিনি বললো, হারমিওন আমাকে বলেছিলো,

আমি যেন অন্য কারও সঙ্গে মেলামেশা করি, তোমাকে স্বস্তি তে থাকতে দিই। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছো কখনো আমি তোমার সঙ্গে আলাদাভাবে মন খুলে কথা বলতে পারিনি।

স্মার্ট মেয়ে হারমিওন, হ্যারি বললো, হাসবার চেষ্টা করলো। যত দ্রুত হয় তাই আমি চাই। কিন্তু মাস, বছর, যুগ লেগে যেতে পারে।

আমি অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করি যে দায়িত্ব তোমাকে ডাম্বলডোর দিয়ে গেছেন সেটা সমাপ্ত না করে ফিরলে তুমি খুশি হবে না। যাদুবিশ্বকে রক্ষা করার জন্যই তুমি কাজ করছে।

হ্যারি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দেখলো জিনি হারমিওনকে জড়িয়ে ধরেছে; হারমিওন ওর মাথায় হাত বুলোচ্ছে। হ্যারির ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। ও পিছন ফিরলো, জিনি ও ডাম্বলডোরের সৌধ পিছনে পড়ে রইলো। ধীরে ধীরে লেকের ধারে হাঁটতে লাগলো। চুপ করে বসে থাকার চাইতে আপন মনে হাঁটতে ওর ভালো লাগলো। ওর মনে এখন একই চিন্তা কতো তাড়াতাড়ি হরক্রাকস গুলো খুঁজে বের করে ধ্বংস করবে, ভোল্ডেমর্টকে হত্যা করবে। বসে থেকে সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই।

হ্যারি।

হ্যারি ডাক শুনে পেছনে তাকালো। দেখলো রুফাস স্ক্রিমগৌর খোড়াতে খোড়াতে ওর কাছে আসছেন। হাতে ওয়াকিং স্টিক।

আমি তোমার সঙ্গে দুএকটা কথা বলতে চাই হ্যারি, তোমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কথাটা বললে আশাকরি তুমি কিছু মনে করবে না?

হ্যারি উদাসীন ভাবে বললো, না। কথাটা বলে ক্রিমগৌরের সঙ্গে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো।

হ্যারি, ডাম্বলডোরকে হত্যা খুবই দুঃখজনক ঘটনা, স্ক্রিমগৌর নরম সুরে বললেন। খবরটা শুনে আমি কতোটা ব্যথিত হয়েছি তা তোমায় বোঝাতে পারবো না। ডাম্বলডোর একজন মহান জাদুকর ছিলেন; আমাদের মধ্যে অবশ্যই মতের অমিল ছিলো, সে কথা হয়তো তুমি জানো। তবে সেই মতের অমিল থাকা সত্ত্বেও আমার চেয়ে ভালো কেউ তাকে জানতো না।

হ্যারি সরাসরি বললো, আপনি কি যেন বলবেন বলছিলেন?

কথাটা শুনে স্ক্রিমগৌর একটু অসন্তুষ্ট হলেন তা ওর মুখে ফুটে উঠলো। সেই মুখোভাব ক্ষণিক, সঙ্গে সঙ্গে মুখে দুঃখের ছাপ ফুটিয়ে তুললেন। একটা বোঝা। পড়ার মধ্যে আসতে চাইছেন যেন।

আমি জানি তুমি কতোটা আঘাত পেয়েছে, স্ক্রিমগৌর বললেন, তুমি তো ডাম্বলডোরের খুব কাছের মানুষ ছিলে, তার সবচেয়ে প্রিয় ছিলে তাও জানি। তোমাদের মধ্যে ছিলো বন্ধন।

আপনি কি বলতে চান? হ্যারি আবার বললো। ও আর কথা বাড়াতে চায় না। হাঁটা বন্ধ করে ক্রিমগৌরের মুখের দিকে তাকালো উত্তরের অপেক্ষায়।

স্ক্রিমগৌর ওয়াকিং স্টিকটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে হ্যারির মুখের দিকে তাকালেন, মুখে চোখে চাতুর্যের ছাপ।

সকলে বলছে সে রাতে উনি স্কুল ছেড়ে যেখানে গিয়েছিলেন তখন তুমি তার সঙ্গে ছিলে, তারপর ফিরে আসার পর তিনি মারা গেছেন।

কথাগুলো কে বলেছে, কারা বলেছে, হ্যারি বললো।

ডাম্বলডোর মারা যাবার পর কেউ একজন টাওয়ারের ওপর থেকে একজন ডেথইটারকে স্টুপিফাই করেছিলো, তাছাড়া সেখানে দুটো ঝাড়ু পাওয়া গেছে। তাহলে মিনিস্ট্রি দুই আর দুই যোগ করতে পারে, হ্যারি। দুই আর দুয়ে চার হয় তাই না?

শুনে সুখী হলাম, হ্যারি বললো। শুনুন আমি ডাম্বলডোরের সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলাম, কিসের জন্য গিয়েছিলাম সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যাপারটা সকলে জানুক তিনি চাননি।

হা... হা... তার প্রতি তোমার আনুগত্য সত্যই প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই, স্ক্রিমগৌর বললেন। মনে হয় নিজেকে সংযত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। বিরক্তি মাখা মুখে বললেন, হ্যারি এখন তো ডাম্বলডোর আর নেই।

যখন এই স্কুলের একজনও তার ওপর অনুগত থাকবে না তখন তিনি অবশ্যই স্কুল ছেড়ে চলে যাবেন, হ্যারি হাসতে হাসতে বললো।

মাই ডিয়ার বয়, এখন তো তার থাকা বা না থাকার কোনো প্রশ্ন নেই।

আমি সে কথা বলতে চাই না, আমি কি বলতে চাই আপনি বুঝবেন না। এর বেশি কিছু আপনাকে আমার বলার নেই।

স্ক্রিমগৌর চুপ করে রইলেন। সামান্য সময় নীরব থেকে ইতস্তত করে খুবই নম্রভাবে বললেন, মিনিস্ট্রি এখন থেকে তোমাকে সব রকমভাবে প্রোটেকশন দিতে চায় হ্যারি, তোমার দেহরক্ষী হিসেবে আমার দুএকজন অরর মোতায়েন করতে চাই।

হ্যারি হাসলো। ভোল্ডেমর্ট নিজের হাতে আমাকে হত্যা করতে চায়, অররদের তাকে বাধা দেবার সাধ্য নেই। যে প্রস্তাবটা আমাকে জানালেন তার জন্য মিনিস্ট্রিকে ধন্যবাদ, আপনাকে নয়।

তাহলে, স্ক্রিমগৌর বললেন। তার গলার স্বর কঠিন। সে অনুরোধটি গত ক্রিস্টমাসে তোমাকে করেছিলাম...।

অনুরোধ? ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, পৃথিবীর সবাইকে আমি উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি কি দারুণ একটি কাজ আমার জন্য করতে চেয়েছেন, অবশ্য একটা কিছুর বদলে।

সকলের সাহস বাড়াবার জন্য। হ্যারি ক্রিমগৌরের মুখের দিকে তাকালো। স্ট্যান শানপাইকের মুক্তি? স্ক্রিমগৌর আঙ্কল ভার্ননের চাইতে আরো বিশ্রীভাবে হাসলেন।

ওই, তুমি দেখছি...।

একেবারে ডাম্বলডোরের লোক–প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত! হ্যারি একটু যেনো ব্যঙ্গ করে বললো।

স্ক্রিমগৌর হ্যারির মুখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওয়াকিং স্টিকে ভর দিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলে গেলেন।

হ্যারি দেখলো অদূরে পার্সি আর মিনিস্ট্রির লোকেরা তার জন্য অপেক্ষা করছে। হ্যারি অন্য পথে চললো। রন-হারমিওন এক রকম দৌড়তে দৌড়তে হ্যারির দিকে আসছে দেখে হ্যারি ওদের আসার অপেক্ষায় একটা গাছের তলায় দাঁড়ালো। ওই গাছটার তলায় স্কুল জীবনে বহুবার একত্রে বসে হাসি-ঠাট্টা-গল্প করে কাটিয়েছে।

হারমিওন ফিস ফিস করে বললো, স্ক্রিমগৌর কি বললেন?

হ্যারি কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, সেই একই কথা, ক্রিস্টমাসে যা বলেছিলেন। উনি চান ডাম্বলডোরের সব গোপন কথা ওকে বলি, আমি মিনিস্ট্রির নতুন পোস্টার বয় হই।

রন কিছু বলার জন্য ছটফট করছিলো। একটু চুপ করে থাকার পর জোরে জোরে হারমিওনকে বললো, এই শোনো, আমি ওদিকে গিয়ে পার্সিকে পিটিয়ে আসি।

হারমিওন রনের হাত ধরে বললো, তুমি কি পাগল হয়ে গেছে রন।

ওকে পেটালে আমার মন শান্ত হবে।

কথাটা শুনে হ্যারি হাসলো, হারমিওনও মিষ্টিভাবে হাসলো। তারপর ও ক্যাসেলের দিকে তাকাতেই হাসি মিলিয়ে গেলো। ভাবতেই পারছি না আর আমরা হোগার্টসে আসতে পারবো না, হোগার্ট বন্ধ হয়ে যাবে!

হয়তো হবে না, রন বললো। বাড়ির চাইতে আমাদের বিপদ এখানে অনেক কম, তাই না? এখন সব জায়গায় বিপদ, আমার মনে হয় সে তুলনায় হোগার্টসে বিপদের সম্ভাবনা অনেক কম, অনেক নিরাপদ। এখানে অনেক জাদুকর আছেন প্রতিরোধ করার জন্য। হ্যারি, বলল ঠিক বলেছি না?

আমি আবার ডার্সলে পরিবারে ফিরে যাচ্ছি। ডাম্বলডোরের আদেশ, হ্যারি বললো। তবে ওখানে বেশিদিন থাকবো না। তারপর চিরকালের জন্য ওখান থেকে চলে যাবো।

স্কুলে আর আসবে না তো কোথায় যাবে?

ভাবছি, ভাবছি আবার আমি গডরিকস হলোতে গিয়ে থাকবো। হ্যারি খুব আস্তে আস্তে বললো। ডাম্বলডোরের মৃত্যুর পর থেকেই গডরিকস হলোতে যাবার কথা ভেবে চলেছে হ্যারি। আমার যাত্রা ওখান থেকেই শুরু করবো এইটুকু বলতে পারি। ওখানে গেলে মা-বাবার কবরে যেতে পারবো। আমার খুব ভালো লাগবে।

তারপর কি করবে শুনি, রন বললো।

বসে থাকবো না নিশ্চই। আমার অনেক কাজ বাকি আছে। বাকি চারটে হরক্রাকস খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে হবে। ওর দৃষ্টি লেকের জলে। জলেতে ডাম্বলডোরের শ্বেত সৌধের প্রতিবিম্ব পড়ে কাঁপছে। আমাকে ওই কাজগুলো করার কথা বলে গেছেন। ডাম্বলডোরের ভাবনা চিন্তা যদি ঠিক হয়, আমি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত, আরো চারটে

হরক্রাকস আছে। তারপর আমাকে ভোল্টেমর্টের আত্মার সাত টুকরোটা কিন্তু সেটা তো ওর দেহের ভেতর রয়েছে, আমি একমাত্র লোক যে ওকে হত্যা করতে পারবো। হরক্রাকসের খোজে যেতে যেতে যদি আমার সেভেরাস স্নেইপের সঙ্গে দেখা হয়, হ্যারি সামান্য থেমে বললো। আমার পৌষ মাস আর ওর সর্বনাশ।

তিন জনেই নীরব। কারও মুখে একটি শব্দ নেই। শোক সভায় যারা এসেছিলেন তাদের সকলেই চলে গেছেন।

রন হঠাৎ বললো, হ্যারি, আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো।

কোথায়?

তোমার আঙ্কল-আন্টির বাড়িতে, রন বললো। তারপর তুমি যেখানে যেখানে যাবে আমরা তোমার সঙ্গে যাবো।

না তা হয় না, হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বললো। ও কিছুতেই রন, হারমিওনকে বোঝাতে পারছে না ও একাই দুর্গম অভিযানে যেতে চায়।

তুমি আগে আমাদের অনেক বার বলেছে, হারমিওন সোজা সাপটা বললো। আমরা যা করবো এক সঙ্গে করবো, সে কথা ভুলে যাচ্ছো কেন?

তুমি যেখানে আমরা সেখানে, বিপদে আপদে সব সময়। যা ভাগ্যে আছে তাই হবে। একটা কথা বন্ধু যাবার আগে তোমাকে আমাদের বাড়ি যেতে হবে, তা আমরা গডরিক হলো বা যেখানেই যাই।

কেন?

কেন আবার? মনে নেই বিল আর ফ্লেউরের বিয়ে? হ্যারি সোজা রনের মুখের দিকে তাকালো, তাহলে কি সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে গেছে? এতো গোলমালের মধ্যে আনন্দ, হৈহৈ?

ঠিক আছে, আমাদের তো সেটা বাদ দিলে চলবে না, হ্যারি সম্মতি জানালো।

ওর হাতটা যন্ত্রচালিতের মতো বরফশীতল ভুয়া হরক্রাকস স্পর্শ করলো। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো অন্ধকার, উঁচু নিচু, আঁকা বাকা সর্পিল পথ। এক মাস, এক বছর, অথবা দশ বছর হলেও সেই পথে ওকে যেতে হবে। ভোল্টেমর্টের সাথে চূড়ান্ত সাক্ষাৎ একদিন হবে, সেটা মাসও হতে পারে বা বছর বা যুগ, তার আগে ওর জীবনে হারমিওন ও রনের সাথে একদিনের জন্য হলেও শান্তিতে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠার একটা সুযোগ অপেক্ষা করছে।